পবিত্র ত্রিপিটক

(তৃতীয় খণ্ড)

বিনয়পিটকে
চূলবর্গ ও পরিবার

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২
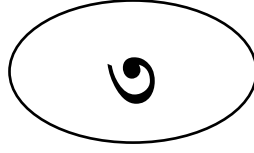
পবিত্র ত্রিপিটক (তৃতীয় খণ্ড)

[বিনয়পিটকে **চূলবর্গ ও পরিবার**]

পবিত্র ত্রিপিটক

তৃতীয় খণ্ড

[বিনয়পিটকে **চূলবর্গ ও পরিবার**]

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির ও ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (তৃতীয় খণ্ড)

[বিনয়পিটকে **চূলবর্গ ও পরিবার**]

অনুবাদকমণ্ডলী : ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির ও ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ

ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭

ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮

(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)

প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু

মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস

রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-3

(Vinay Pitake Culavarga & Parivar)

Translated by Ven. Prajnabangsha MahaThero &
Ven. Indragupta Bhikkhu

Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3065-6

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্র ন্থ সূ চি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৭টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলক্রটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

বিনয়পিটকে

চূলবর্গ

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০১৭; ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ

প্রথম প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু ও মিস দীপ্তি চাকমা (কন্তি)

কিছু কথা

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশনার এক ঐতিহাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে আমাকে 'বিনয়পিটকে চূলবর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের কাজে হাত দিতে হলো। বলা বাহুল্য গ্রন্থটি ইতিপূর্বেও পণ্ডিত শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। তবে ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ আলোচ্য গ্রন্থটি আরও সহজবোধ্য এবং সুখপাঠ্য করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে নতুন করে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত বিনয়পিটকের চতুর্থ গ্রন্থটিই হলো 'চূলবর্গ'। বিনয়পিটক সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে : "বিনযনাম বুদ্ধসাসনস্‌স আযু। বিনযং ঠিতে বুদ্ধসাসনং ঠিতং হোতি।" অর্থাৎ বিনয় হলো বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ। বিনয় স্থিত থাকলে বুদ্ধশাসনও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। সুত্রপিটক, অভিধর্মপিটক লুপ্ত হয়ে গেলেও যদি বিনয়পিটক বিদ্যমান থাকে, তবে বুদ্ধশাসন লুপ্ত হবে না। বিনয়ধর লজ্জী ভিক্ষুগণ নিজেদের সংযত আচরণ ও ত্যাগের আদর্শ দ্বারা বুদ্ধশাসনের শিখা উজ্জ্বল তথা জাগরূক করে রাখতে সক্ষম হবেন। বিনয় ব্যতীত বুদ্ধশাসনের স্থিতি অসম্ভব। বহুতল, সুউচ্চ বিল্ডিং যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি বুদ্ধশাসনও বিনয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধশাসনের স্থিতি নির্ভরশীল।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণের (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) অপরাধপ্রবণতা বন্ধ করে বিশুদ্ধ, পবিত্রতামণ্ডিত জীবন গঠনের জন্য বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিনয়ের শিক্ষাপদগুলো প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। এ শিক্ষাপদগুলো প্রব্রজিতদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য অপরিহার্য। বিনয়ের শিক্ষা দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধ করতে না পারলে আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎকর্ষতা লাভ হয় না। জমিতে সোনার ফসল ফলাতে হলে প্রথমে আগাছা তুলে ফেলে জমি পরিষ্কার করতে হয়, ঠিক তদ্রুপ আধ্যাত্মিক সাধনমার্গে উৎকর্ষতা লাভের জন্য সর্বাগ্রে বিনয়ের শিক্ষা দ্বারা চরিত্র শোধন করা আবশ্যক। বিনয়ের শিক্ষা তথা শীল পূরণ ব্যতিরেকে সমাধি লাভ হয় না। দুঃশীল ভিক্ষু কিছুতেই সমাধি লাভ করতে পারে না। সাধনমার্গে উন্নতির জন্য প্রথমে বিনয়ের শিক্ষাপদ পূরণ করা চাই। এ কারণে বিনয়ের পঠন-

পাঠন একান্ত প্রয়োজন। বিনয় সম্বন্ধে অপরিপক্ব হলে কীভাবে তা পালন করবে, অনুশীলন করবে? আর সে অবস্থায় তো পরিশুদ্ধ, পবিত্র জীবনাচার গঠন ও সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া সুদূর পরাহত। এ বিষয় অনুধাবন করে সচেতন ও জ্ঞানীজন মাত্রেই বিনয় সম্পর্কীয় শিক্ষাপদের প্রতি অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রখ্যাত অধ্যাপক রিস ডেভিডস্ বলেছেন, "বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত বিনয়পিটকের নিয়মগুলো পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন।"

অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি 'মহাবর্গ' গ্রন্থের পরিপূরক ও বর্ধিত কলেবর বলে অভিহিত করে থাকেন। কাজেই গ্রন্থ দুটোর কিছু কিছু বিষয় যে, বেশ সুসম্পর্কযুক্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'চূলবর্গ' ও 'মহাবর্গ' গ্রন্থ দুটিকে একত্রে খন্ধকও বলা হয়। 'চূল' শব্দের অর্থ হলো ছোট। অনেকের মতে, এ গ্রন্থের অধ্যায়গুলো আকারে ছোট বলে 'চূলবর্গ' নামকরণ করা হয়েছে। তবে গ্রন্থের সবকটি অধ্যায় ছোট বলা চলে না কিছুতেই। আলোচ্য গ্রন্থে সর্বমোট বারোটি অধ্যায় রয়েছে; যথা : ১) কর্ম অধ্যায়, ২) পারিবাসিক অধ্যায়, ৩) সমুচ্চয় (সমাহার) অধ্যায়, ৪) শমথ তথা উপশম অধ্যায়, ৫) ক্ষুদ্র বিষয় অধ্যায়, ৬) শয্যাসন অধ্যায়, ৭) সংঘভেদক অধ্যায়, ৮) ব্রত অধ্যায়, ৯) প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণ অধ্যায়, ১০) ভিক্ষুণী অধ্যায়, ১১) পঞ্চশতিকা অধ্যায় ও ১২) সপ্তশতিকা অধ্যায়।

কর্ম অধ্যায়ে পাঁচ প্রকার সংঘকর্মের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে; যথা : ১) তর্জনীয় তথা তিরস্কৃত কর্ম। যদি কোনো ভিক্ষু বিবাদকারী, কলহকারী মোটকথা ঝগড়াটে হয়, অন্য ভিক্ষুর উপর মিথ্যা অভিযোগ আনে, সংঘের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সেই ভিক্ষুকে শাস্তিস্বরূপ তর্জনীয় কর্ম প্রদান করা হয়। ২) নির্যশ বা পদাবনতি কর্ম। যদি কোনো ভিক্ষু বহু অপরাধে অভিযুক্ত হয় ও উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, অযোগ্য গৃহীদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা করে, সেই ভিক্ষুকে শাস্তিস্বরূপ নির্যশ কর্ম প্রদান করা হয়। ৩) প্রব্রাজনীয় বা নির্বাসিত কর্ম। যদি কোনো ভিক্ষু কুলদূষক হয়, স্ত্রীলোকের সঙ্গে নৃত্য, গান, বাদ্য-বাজনা করে এবং ক্রীড়াকৌতুক করে, সেই ভিক্ষুকে শাস্তিস্বরূপ প্রব্রাজনীয় বা নির্বাসিত কর্ম প্রদান করা হয়। ৪) প্রতিস্মরণীয় বা মিটমাট কর্ম। যদি কোনো ভিক্ষু ধার্মিক, শ্রদ্ধাবান গৃহীর সঙ্গে অহেতুক দুর্ব্যহার করে, সেই ভিক্ষুকে ধার্মিক গৃহীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করার, শাস্তিস্বরূপ প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করা হয়। ৫) উৎক্ষেপণীয় বা সাময়িক অব্যাহতি কর্ম। যদি কোনো ভিক্ষু কৃত অপরাধ অস্বীকার করে, অধর্মত মতবাদ পরিত্যাগ না করে, সেই ভিক্ষুকে শাস্তিস্বরূপ উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা

হয়।

পারিবাসিক অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে, সংঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী ভিক্ষুকে কীভাবে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং তাকে কীরূপ ব্রত প্রতিপালন করতে হবে। সংঘাদিশেষ অপরাধ হলো গুরুতর অপরাধ। এই সংঘাদিশেষ আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে অপরাধ হতে মুক্তির জন্য পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান—এসব বিনয়কর্মের মুখোমুখি হতে হয়। সহজ কথায় পরিবাস, মানাত্ত ও আহ্বান ব্রত প্রতিপালন করার মাধ্যমে তাকে পুনঃ ভিক্ষুত্ব পদ লাভ করতে হয়। তবে হ্যাঁ, পরিবাস ব্রত পালনের আবশ্যকতা নির্ভর করে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত হবার পর সেটা সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্য ভিক্ষুর কাছে প্রকাশ করা, না করার ওপর। সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত হবার পর যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে সেটা অন্য কোনো ভিক্ষুর কাছে প্রকাশ করা হয়, তাহলে পরিবাস পালনের প্রয়োজন পড়ে না। সেক্ষেত্রে কেবল মানত্ত ও আহ্বান বিনয়কর্মের মাধ্যমে অপরাধমুক্ত হওয়া যায়। অন্যদিকে সংঘাদিশেষ অপরাধটি যতদিন গোপন রাখা হয়, ততদিনের জন্য পরিবাস পালন করতে হয়। পরিবাসব্রত পালন শেষে মানাত্ত ব্রত-এর বিনয়কর্মের মুখোমুখি হতে হয় অর্থাৎ ছয় রাত্রি জন্য মানত্ত ব্রত প্রতিপালন করতে হয়। মানত্ত ব্রত প্রতিপালন শেষে হলে বিশজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সংঘ তাকে 'আহ্বান কর্ম' নামক কর্মবাক্য পাঠের মাধ্যমে পুনরায় সংঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান বিনয়কর্মের প্রণালি, নিয়মাবলি বর্ণিত হয়েছে পারিবাসিক অধ্যায়ে।

সমুচ্চয় তথা সমাহার অধ্যায়ে পরিবাস ও মানত্ত বিনয়কর্মের নানা ধরন এবং সেসব দণ্ড তথা ব্রত গ্রহণ করার পর সেই দণ্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুর সম্যক অনুশীলন বিধি-বিধান প্যাাওয়া যায়। সংঘাদিশেষ অপরাধ প্রতিকারার্থে প্রতিপালনীয় ভেদে পরিবাস তিন প্রকারের হয়; যথা : ১) প্রতিচ্ছন্ন অর্থাৎ গোপিত পরিবাস, ২) শুদ্ধান্ত পরিবাস, ৩) সমোধান পরিবাস। পরিবাস পালন করার সময় কোনো ভিক্ষু যদি পুনরায় সংঘাদিশেষ অপরাধপ্রাপ্ত হয় এবং সেটা সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্য ভিক্ষুর সামনে প্রকাশ না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হয়। অর্থাৎ তাকে পরিবাস দণ্ডের শুরুতে ফিরে যেতে হয়। এক কথায়, আবার প্রথম থেকেই পরিবাস দণ্ড ভোগ করতে হয়। এ ধরনের উদাহারণও এই অধ্যায়ে বেশ দেখা মিলে। সমাহার অধ্যায়ে পরিবাস ব্রত ও মানাত্ত ব্রত প্রতিপালনকালীন নতুন করে উদ্ভূত সমস্যা, আর সেই সমস্যার সমাধান আলোচিত হয়েছে সবিস্তারে।

শমথ তথা উপশম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো, ভিক্ষুগণের মধ্যে সৃষ্ট নানা প্রকারের বিবাদ, মতভেদ সুমীমাংসা করার আইন বা নিয়মাবলি। এর সঙ্গে রয়েছে কোনো ভিক্ষুর ওপর মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করলে, সেটার বিচারিক কার্য পরিচালনার বিধানও। এ সকল বাদ-বিসংবাদ ও বিচার জাতীয় বিষয় সমাধান বা মীমাংসা করার জন্য সাত প্রকার পদ্ধতির অনুজ্ঞা দিয়েছেন ভগবান বুদ্ধ। সেগুলো (পুরো) বিনয়পিটকে সপ্ত অধিকরণ নামে সুপরিচিত। সেই সপ্ত অধিকরণ হলো—১) সম্মুখ-বিনয়। এই বিধানমতে, বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে বিবাদ মীমাংসা করা। ২) স্মৃতি-বিনয়। এই বিধানমতে, ভিক্ষু মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত ভিক্ষু যদি বলেন যে, তাঁর সম্পূর্ণ স্মরণ আছে তিনি কোনো দোষ করেননি; তাহলে অভিযুক্ত ভিক্ষুর স্মৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৩) অমূল্হ-বিনয়। এই বিধানমতে, কোনো ভিক্ষু পূর্বে মস্তিষ্কবিকৃতি অবস্থায় বিবিধ অপরাধ করে ফেললেও পরবর্তীকালে যদি তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন, সংঘ তাকে সেসব অপরাধ অন্য থেকে মুক্ত তথা নির্দোষ সাব্যস্তকরণ করতে পারেন। ৪) প্রতিজ্ঞাকরণ—এই বিধানে রয়েছে, যেই ভিক্ষু কৃত-অপরাধ স্বীকার করেন, তার সাংঘিক বিচার কীরূপ হবে? সেসব আলোচনা। ৫) যেভুয্যসিকা। এই বিধানমতে, যদি কোনো বিবাদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে উপস্থিত ভিক্ষুগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সেটা নিষ্পত্তি করতে হয়। ৬) তৎপাপিয়সিক—এই বিধানে রয়েছে যে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ ভিক্ষু ভিক্ষুসংঘকে ধোকা দেয়ার জন্য প্রথমে অপরাধ স্বীকার করে পরে অস্বীকার করে, প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করে এবং মস্তিষ্কবিকৃতির ভান করে এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে অন্য আরেক বিষয়ে উত্তর দেয়; সেই ভিক্ষুর বিচার নিষ্পত্তির নিয়মাবলি। ৭) তৃণাচ্ছাদন—এই বিধানমতে, তৃণ দিয়ে মল আবৃত করার ন্যায় সংঘের হিতার্থে, মঙ্গলার্থে কোনো কোনো বিবাদ, মতভেদকে আলোচনা না করে চাপা দিয়ে মীমাংসা করতে হয়। তবে হ্যাঁ কোনো গুরুতর অপরাধের বিচার এভাবে করা যায় না। এসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ অধ্যায়ে।

ক্ষুদ্র বিষয় অধ্যায়ে রয়েছে ভিক্ষুগণের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিষয়ে প্রতিপালনীয় রীতিনীতি। যেমন, কীভাবে স্নান করতে হবে, কোথায় স্নান করা যাবে না, কীভাবে দেহ পরিচর্যা করতে হবে, কোন ধরনের পাত্র ব্যবহার করা যাবে, কোন ধরনের পাত্র ব্যবহার করা যাবে না, কীভাবে চীবর

সেলাই করতে হবে, কাঁচি ও সূঁচ ব্যবহার করার নিয়ম, কী রকমের সূঁচ রাখার কৌটা ব্যবহার করা যাবে এবং জলছাকনি ব্যবহার, বিছানার লেপ, বালিশ ব্যবহার, ভোজনশালা ব্যবহার, স্নানাগার ব্যবহার, অগ্নিশালা ব্যবহার ইত্যাদি ইত্যাদি। এ অধ্যায়ে আলোচিত বিধি-বিধানগুলো ক্ষুদ্র অপরাধের বিষয় হলেও আলোচ্য বিষয়গুলো সংখ্যায় অনেক বেশি।

শয্যাসন অধ্যায়ে রয়েছে বিহার ব্যবহার করার অনুমোদন, চতুর্দিক হতে আগত-অনাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বিহার দান করার নির্দেশ, নতুন বিহার নির্মাণের নিয়মাবলি; কীভাবে দরজা, জানলা দিতে হবে? বিহারের আস্তর, সাজসজ্জা কীরূপ হবে? বিহারের আসবাব ব্যবহার বিধি, কে অগ্র আসন ও অগ্র শয্যাশন লাভের যোগ্য, কী ধরনের আসন ব্যবহার করা যাবে, কী ধরনের আসন ব্যবহার করা যাবে না; কী ধরনের খাট ব্যবহার করা যাবে, কী ধরনের খাট ব্যবহার করা যাবে না; কী ধরনের গদি ব্যবহার করা যাবে, কী ধরনের গদি ব্যবহার করা যাবে না? ইত্যাদি বিষয়ে তথাগত বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত যাবতীয় নিয়মনীতি।

সংঘভেদক অধ্যায়ে মূলত ভগবান বুদ্ধের প্রতি দেবদত্তের বিরুদ্ধাচারণ করার কথা। দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধকে হত্যা করার প্রচেষ্টা, বুদ্ধের চরণ হতে রক্তপাত ঘটানো ও সর্বশেষ সংঘভেদ করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে এ অধ্যায়ে আরও রয়েছে : সংঘভেদ কাকে বলে? কীভাবে সংঘের মধ্যে মতভেদ হয় কিন্তু সংঘভেদ হয়? কীভাবে সংঘের মধ্যে মতভেদও হয়, সংঘভেদও হয়? কীভাবে সংঘভেদককে কল্পকালাবধি অবীচি নরকে দুঃখভোগ করতে হয়? সংঘকে ঐক্যবদ্ধ করলে কীরূপ সুখের অধিকারী হওয়া যায়? কীসের হেতুতে কীসের কারণে একজন ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভকে জয় করে অবস্থান করা উচিত? এই হচ্ছে প্রকাশনীয় কর্মের বিধি।

ব্রত অধ্যায়ের প্রব্রজিত জীবনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গৌরব, স্নেহ-ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচার-আচরণ তথা ব্রতগুলো আলোচিত হয়েছে। তথাগত বুদ্ধ এ সকল ব্রত প্রব্রজিতগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয় অভিহিত করে প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। ব্রতগুলো হলো—আগন্তুক তথা অতিথি ভিক্ষুগণের ব্রত, আবাসিক-ব্রত, গামিক-ব্রত, অনুমোদন-ব্রত, ভোজনশাল-ব্রত, পিণ্ডচারিক-ব্রত, আরণ্যিক-ব্রত, শয্যাসন-ব্রত, স্নানঘর-ব্রত, পায়খানাঘর-ব্রত, উপাধ্যায়-ব্রত, সহবিহারী-ব্রত, আচার্য-ব্রত ও অন্তেবাসী-ব্রত।

প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণ অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধ পূর্বারাম বিহারে

অবস্থানকালে ভিক্ষুদের সঙ্গে বসে আর প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না ঘোষণা করার কথা; মহাসমুদ্রের আট প্রকার আশ্চর্য গুণ, তথাগতের ধর্ম-বিনয়ে আট প্রকার আশ্চর্য গুণ, প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি) শ্রবণযোগ্য, ধর্মসম্মত ও ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণের দোষ উত্থাপকের পর্যবেক্ষিত ধর্ম, দোষ উত্থাপকের উপস্থানীয় ধর্ম, এসব বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

ভিক্ষুণী অধ্যায়ে নারীর প্রব্রজ্যা লাভ তথা ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা বিষয় এবং অষ্ট গুরুধর্ম, ভিক্ষুণীর উপসম্পদা লাভের বিধি, ভিক্ষুণী জীবনযাপনের বিভিন্ন আচরবিধি প্রজ্ঞাপ্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে বিশদভাবে।

পঞ্চশতিকা অধ্যায়ে প্রথম মহাসঙ্গীতি উৎপত্তির কথা, সঙ্গীতির কার্যক্রম, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কথা, ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদানের বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এই প্রথম মহাসঙ্গীতি তথা ধর্ম-বিনয় সঙ্গীতিতে অন্যূন অনধিক পাঁচশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন বলে সঙ্গীতিকে 'পঞ্চশতিকা' বলা হয়।

সপ্তশতিকা অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো—দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি উৎপত্তির কথা তথা দশবস্তু বা দশ প্রকার নিয়ম ভঙ্গের প্রচার, যশের উপর প্রতিস্মরণীয় কর্ম, সর্বকামী স্থবিরের যশের পক্ষাবলম্বন, সঙ্গীতির কার্যারম্ভ, সঙ্গীতির কার্যধারা শুরু ও সঙ্গীতির মাধ্যমে দশবস্তু মীমাংসিত হবার কথা। দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে অন্যূন অনধিক সাতশতজন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন বিধায় এই সঙ্গীতিকে 'সপ্তশতিকা' বলা হয়।

আমি অনুবাদ কাজে মূলত ষষ্ঠ সঙ্গায়নের বিশোধিত সমগ্র ত্রিপিটকের সফ্টওয়ার-এর সিডি রোমে রূপান্তরিত বিনয়পিটকে 'চূলবগ্গ' পালি গ্রন্থটি অনুসরণ করেছি। অনুবাদের সময় ভাষার সরল, সহজবোধ্যতা ও প্রাঞ্জলতা বজায় রাখার প্রচেষ্টার কমতি না থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় বাক্যের গাম্ভীর্যতা রক্ষার্থে সেটার যে ছন্দপতন ঘটেনি তা অস্বীকার করব না। অন্যদিকে বুদ্ধবচন যাতে কোনো অংশে বিকৃতি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার দিকটা তো অনিবার্য। তাই মূল পালির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুবাদকাজ চালিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলাম। যাতে অসঙ্গীতিপূর্ণ কোনো শব্দের প্রয়োগ না হয়, তজ্জন্য অট্‌ঠকথার দ্বারস্থও হয়েছি প্রায় ক্ষেত্রে। সবকিছু মিলে অনুবাদকাজ শতভাগ সুখপাঠ্য না হলেও ইতিপূর্বে অনূদিত 'চূলবর্গ' গ্রন্থের তুলনায় যথেষ্ট সহজবোধ্য, সরল হয়েছে বলে আমার ধারণা। তবে আমি এ কাজে কতটুকু সফলকাম হয়েছি, তা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিচেনা করবেন। অনুবাদ কাজে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এসব অনিচ্ছাকৃত ভুল উদার্যচিত্তে গ্রহণ করার প্রত্যাশা রইল।

আমি অকপটে স্বীকার করতে চাই, এই অনুবাদকাজে প্রয়োজনীয় স্থানে পণ্ডিত ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথের কর্তৃক অনূদিত ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি; আর পারিবাসিক অধ্যায় ও সমুচ্চয় (সমাহার) অধ্যায় অনুবাদ করার সময় ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত ‘পরিবাস দীপনী ও সানুবাদ কম্মবাচা’ গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি। ক্ষেত্রবিশেষে আরও সাহায্য নিয়েছি জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত ‘বৌদ্ধ ভিক্ষু বিধি (১ম ও ২য় খণ্ড)’ গ্রন্থ থেকেও; অপরদিকে পুরো অনুবাদকাজে পালি শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার ও শব্দ চয়ন করতে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত এবং বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধানটি সব সময় হাতের কাছে রেখেছি। উপরিউক্ত লেখকগণের কাছে আমি অনেকাংশে ঋণী। তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সর্বান্তকরণে। কম্পিউটার কম্পোজের মতো শ্রমসাধ্য কাজটি খুবি আগ্রহের সঙ্গে করে দিয়েছে প্রথম দিকের কিছু অংশ শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা মিস দীপ্তি চাকমা (কন্তি), আর বইটির বাকি পুরো অংশটি স্নেহভাজন বিপুলানন্দ ভিক্ষু। তজ্জন্য তাদের দুজনকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাচ্ছি। এ ছাড়াও গ্রন্থটি অনুবাদের সময় এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ইতি

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

১০ জুলাই ২০১৭

সূ চি প ত্র

বিনয়পিটকে চূলবর্গ

১. কর্ম অধ্যায়

৪. শমথ তথা উপশম অধ্যায়

৫. ক্ষুদ্র বিষয় অধ্যায়

৬. শয্যাসন অধ্যায়

৭. সংঘভেদক অধ্যায়

৮. ব্রত অধ্যায়

৯. প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণ অধ্যায়

১০. ভিক্ষুণী অধ্যায়

১১. পঞ্চশতিকা অধ্যায়

১২. সপ্তশতিকা অধ্যায়

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

বিনয়পিটকে
চূলবর্গ

১. কর্ম অধ্যায়

১. তর্জনীয় (নিন্দার যোগ্য) কর্ম

১. সে-সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন পণ্ডুক ও লোহিতক নামক ভিক্ষুদ্বয় নিজেরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়। অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, তারা সেসব ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে এরূপ বলে : হে আয়ুষ্মানগণ, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ বা আলোচনা করে নিন; আর আপনারা তো তাদের চেয়ে অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত (বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত) এবং সামর্থ্যবান (পারদর্শী)। তাদের ভয় পাবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব। এ কারণে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন হতে লাগলো, আর উৎপন্ন ঝগড়া বৃদ্ধি পেতে থাকলো। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জী, সংকোচশীল এবং শিক্ষাকামী তাঁরা অসন্তোষ (ক্ষোভ), নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় নিজেরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলছে : হে আয়ুষ্মান, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ নিন। আর আপনারা তো তাদের চেয়ে

অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত এবং সামর্থ্যবান। তাদের ভয় পাবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব। এভাবে তারা অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে, উৎপন্ন ঝগড়া বাড়িয়ে দিচ্ছে।

২. অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় নিজেরা ঝগড়াপ্রিয়, কলহপরায়ণ, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলে যে, "হে আয়ুষ্মানগণ, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ নিন। আর আপনারা তো তাদের চেয়ে অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত এবং সামর্থ্যবান। তাদের ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব।" এভাবে তারা অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে, উৎপন্ন ঝগড়া বাড়িয়ে দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।" ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষদের পক্ষে সেটা অনুচিত, অনুপযুক্ত, বেমানান বা অনুপযোগী, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষেরা (মূর্খেরা) কেনই নিজেরা ঝগড়াপ্রিয়, কলহপরায়ণ, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলে যে, হে আয়ুষ্মানগণ, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ নিন; আর আপনারা তো তাদের চেয়ে অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত এবং সামর্থ্যবান। তাদের ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব। এভাবে তারা অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে, উৎপন্ন ঝগড়া বাড়িয়ে দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে, আর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধায় অন্যথাভাব উৎপন্ন হবে (অর্থাৎ শ্রদ্ধা পরিহানি হবে)।

ভগবান এবার পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে বিভিন্ন প্রকারে তিরস্কার করে শীল পালনে নিরানন্দতা, চপলতা ও মহেচ্ছুতা (প্রবল আকাঙ্ক্ষা), অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে

অনেক পর্যায়ে শীল পালনে আনন্দ বা স্বতঃস্ফূর্ততা, সুবিনীতা ও অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সংযমতা, নিয়মনিষ্ঠতা, অমায়িকতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার সুফল বর্ণনা করে ভিক্ষুগণকে তদনুরূপ, তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এরূপেই তা করতে হবে—প্রথমে পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তাদের দোষ জানাবে। জানিয়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করিয়ে দোষ আরোপ করবে অর্থাৎ দোষে দায়ী করবে। দোষারোপ করিয়ে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের পক্ষ হতে একজন দক্ষ ও সমর্থ বা যোগ্য ভিক্ষু সংঘের কাছে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

তর্জনীয় কর্মে দণ্ড প্রদানের নিয়ম

৩. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ , আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় নিজেরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলেন যে, "হে আয়ুষ্মানগণ, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ নিন; আর আপনারা তো তাদের চেয়ে অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত এবং সামর্থ্যবান। তাদের ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব। " এভাবে তারা অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছেন, আর উৎপন্ন ঝগড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ , আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় নিজেরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলেন যে, "হে আয়ুষ্মানগণ, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ নিন; আর আপনারা তো তাদের চেয়ে অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত এবং সামর্থ্যবান। তাদের ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব।" এভাবে তারা অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন

করছেন আর উৎপন্ন ঝগড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাই সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন (তথা সমর্থন করেন), তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ , আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় নিজেরা ঝগড়াপরায়ণ... সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ... সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলেন যে, "হে আয়ুষ্মানগণ, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ নিন; আর আপনারা তো তাদের চেয়ে অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত এবং সামর্থ্যবান। তাদের ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব।" এভাবে তারা অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছেন আর উৎপন্ন ঝগড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাই সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ , আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় নিজেরা ঝগড়াপরায়ণ... সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে অন্য যেসব ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ... সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলেন যে, "হে আয়ুষ্মানগণ, এ ভিক্ষু আপনাদের পরাজয় করতে না পারুক। খুব ভালোভাবে পরামর্শ নিন; আর আপনারা তো তাদের চেয়ে অনেক পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত এবং সামর্থ্যবান। তাদের ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষে থাকব।" এভাবে তারা অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছেন আর উৎপন্ন ঝগড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাই সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম

প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন (বা সম্মতি) রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত তর্জনীয় কর্ম

৪. হে ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরুপশমনীয় বা অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা (দোষীর) অসম্মুখে বা অনুপস্থিতিতে (দণ্ডপ্রদান) করা হয়, ২) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ ত্রিবিধ কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অদেশনাগামী (অর্থাৎ যেই অপরাধ দেশনা তথা অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে অপরাধমুক্ত হওয়া যায় না। মোদ্দা কথা পারাজিকা ও সাংঘাদিশেষ অপরাধ) অপরাধে করা হয়, ৩) দেশিত (অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার) অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ৩) যা দোষারোপ না করে করা হয়। এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয় না, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) বর্গের তথা অনৈক্যের (অর্থাৎ সংঘের একাংশ) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন অঙ্গ সমন্বিত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও

অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশিত অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও

অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত তর্জনীয় কর্ম সমাপ্ত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত তর্জনীয় কর্ম

৫. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস করে করা হয়, ৩) প্রতিজ্ঞা করিয়ে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ৩) দোষ আরোপ করে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্রের (উপস্থিত সংঘের ঐকমত্যের) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা প্রতিজ্ঞা করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশিত অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ আরোপ

করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত তর্জনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত তর্জনীয় কর্ম সমাপ্ত।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

(তর্জনীয় কর্মে দণ্ডোপযোগী ভিক্ষু)

৬. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে (তথা প্রয়োজন মনে করলে) তিন কারণযুক্ত বা তিন প্রকার স্বভাবী ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো : ১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী ও বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী (হয়), ৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত বা তিন প্রকার স্বভাবী ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যে ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এ তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপ্রিয়, কলহপরায়ণ, বিবাদকারী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী হয়, ৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিনজ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু যজন বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ ব্রত

(তর্জনীয় কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুদের কর্তব্য)

৭. হে ভিক্ষুগণ, তর্জনীয় কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুকে যথার্থভাবে অনুবর্তী হতে হবে। যথার্থভাবে অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না (অর্থাৎ কাউকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে পারবে না), ৩) শ্রামণকে দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) সংঘের অনুমতি মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যে অপরাধের জন্য সংঘ তর্জনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনরায় সেরূপ অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সেই সমপর্যায়ের অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের নিন্দা (বা সমালোচনা) করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের (অর্থাৎ বিনয়কর্ম পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ভিক্ষু তথা কর্মবাক্য পাঠকারীকে) নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুদের (অর্থাৎ দণ্ডিত নন এমন নিরপরাধী ভিক্ষুদের) উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ১২) (পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ১৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলতে পারবে না, ১৪) জ্ঞাত বিষয়েও কোনো আদেশ দিতে পারবে না, ১৫) কোনো আজ্ঞা বা হুকুম জারি করতে পারবে না, ১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, ১৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, ১৮) ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয়

৮. তখন সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করলেন। সংঘ তর্জনীয় কর্ম প্রদান করায় তারা সম্যকরূপে ব্রত প্রতিপালনে রত হলেন। মান ত্যাগ করলেন (তথা অহংকারজনিত একগুঁয়েমি ত্যাগ করে শান্তশিষ্ট হলো)। দোষমুক্তির অনুরূপ চলতে থাকলেন (তথা দোষমুক্ত থাকতে সচেষ্ট হলো)। একপর্যায়ে তারা ভিক্ষুসংঘের কাছে গিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, সংঘ আমাদের তর্জনীয় কর্ম প্রদান করায় আমরা সম্যকরূপে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছি, মান ত্যাগ করেছি এবং দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন আমাদের আর কী করতে হবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। উত্তরে ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করুক।

হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা (তুলে নেয়া) উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যে ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় (বা নিজের আশ্রয়ে রাখে), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায়, ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যে ভিক্ষু সংঘ যেই অপরাধের জন্যে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই আট কারণ হলো—১) যে ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, ২) প্রবারণা স্থগিত করে, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলে তা বলে, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ দেয়, ৫) আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে, ৬) দোষারোপ করে, ৭) দোষ স্মরণ করায়, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

অষ্টাদশ প্রকার অপ্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয়

৯. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে না, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় না, ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায় না, ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ভিক্ষুসংঘ যেই অপরাধের জন্যে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে না, ২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে না, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে না, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে না, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই আট কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করেনা, ২) প্রবারণা স্থগিত করে না, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলে না, ৪) জ্ঞাত বিষয়েও আদেশ দেয় না, ৫) কোনো প্রকার আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে না, ৬) দোষারোপ করে না, ৭) দোষ স্মরণ করায় না, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে না। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

অষ্টাদশ প্রকার প্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিধি

১০. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রত্যাহার করবে। সেই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করবে। তারপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে : ভন্তে, সংঘ আমাদের তর্জনীয় কর্ম প্রদান করায় আমরা সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন তর্জনীয় কর্ম প্রশমন বা প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার ভন্তে,... তৃতীয়বার ভন্তে,... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক তর্জনীয় দণ্ড কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তারা তর্জনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক তর্জনীয় দণ্ড কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন এবং দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তারা তর্জনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের দণ্ডিত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের দণ্ডিত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক তর্জনীয় দণ্ড কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন এবং দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তারা তর্জনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের দণ্ডিত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের দণ্ডিত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক তর্জনীয় দণ্ড কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন এবং দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তারা তর্জনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের দণ্ডিত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের দণ্ডিত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের দণ্ডিত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তর্জনীয় কর্ম (পর্ব) সমাপ্ত।

২. নির্যশ (পদাবনতি) কর্ম

১১. সে সময় আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অভিযুক্ত, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করতেন। ফলে অন্য ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত এবং আহ্বান কাজে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হতো। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ (ক্ষোভ), নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি জানাতে লাগলেন, আয়ুষ্মান সেয়্যসক কেন মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অভিযুক্ত, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছেন। আর কেনই বা অন্য ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কাজে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে? সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অভিযুক্ত, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে এবং অন্য ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত এবং আহ্বান কাজে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এই তুচ্ছ, মোঘপুরুষের পক্ষে সেটা অনুচিত, অনুপযুক্ত, অনুপযোগী, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষ কেনই মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অভিযুক্ত, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে এবং অন্য ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত এবং আহ্বান কাজে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে? ভিক্ষুগণ, তার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না, বরং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে আর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা পরিহানি হবে।

ভগবান এবার সেয়্যসক ভিক্ষুকে বিভিন্ন প্রকারে তিরস্কার করে শীল

পালনে নিরানন্দতা, চপলতা ও মহেচ্ছুতা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক পর্যায়ে শীল পালনে আনন্দ বা স্বতঃস্ফূর্ততা, সুবিনীতা ও অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সংযমতা, নিয়মনিষ্ঠতা, অমায়িকতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার সুফল বর্ণনা করে ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করুক। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই তা করতে হবে। প্রথমে সেয়্যসক ভিক্ষুকে তার দোষ জানাবে। জানিয়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করিয়ে দোষ আরোপ করবে অর্থাৎ দোষে দায়ী করবে। দোষারোপ করিয়ে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ (যোগ্য) ভিক্ষু সংঘের কাছে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

দণ্ড প্রদানের নিয়ম

১২. **প্রস্তাবনা স্থাপন** : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অভিযুক্ত, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছেন। ফলে অন্য ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কাজে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করতে পারেন। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অভিযুক্ত, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছেন। ফলে অন্য ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কাজে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তাই সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করছেন। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। যেই আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অভিযুক্ত, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছেন। ফলে অন্য ভিক্ষুগণকে তার

পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কাজে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তাই সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করছেন। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। যেই আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক সেয়্যসক ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত নির্যশ কর্ম

১৩. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা (দোষীর) অসম্মুখে বা অনুপস্থিতিতে (দণ্ডপ্রদান) করা হয়, ২) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিতত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) দেশিত (অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার) অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ৩) যা দোষারোপ না করে করা হয়। এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয় না, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের (অর্থাৎ সংঘের একাংশ) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও

অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশিত অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়।

ভিক্ষুগণ, এ তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত নির্যশ কর্ম সমাপ্ত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত নির্যশ কর্ম

১৪. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস করে করা হয়, ৩) প্রতিজ্ঞা করিয়ে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ৩) দোষ আরোপ করে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্রের (উপস্থিত সংঘের ঐকমত্যের) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস করে

করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা প্রতিজ্ঞা করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশিত অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও

সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত নির্যশ কর্ম সমাপ্ত।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

(নির্যশ কর্মে দণ্ডোপযোগী ভিক্ষু)

১৫. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে (তথা প্রয়োজন মনে করলে) তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী ও বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী (হয়), ৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত বা তিন স্বভাবী ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপ্রিয়, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী হয়,

৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেজন অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্যশ কর্ম প্রদান করবে।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ ব্রত

(দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য)

১৬. হে ভিক্ষুগণ, নির্যশ কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুকে যথার্থভাবে অনুবর্তী হতে হবে। যথার্থভাবে অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না (অর্থাৎ কাউকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে পারবে না), ৩) শ্রামণকে দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করাতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) সংঘের অনুমতি মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যেই অপরাধের জন্য সংঘ নির্যশ কর্ম প্রদান করেছেন, পুনরায় সেরূপ অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সমপর্যায়ের অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের নিন্দা (বা সমালোচনা) করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের (অর্থাৎ বিনয়কর্ম পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ভিক্ষু তথা কর্মবাক্য পাঠকারীকে) নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের (অর্থাৎ দণ্ডিত নন এমন নিরপরাধী ভিক্ষুদের) উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ১২) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ১৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলতে পারবে না, ১৪) জ্ঞাত বিষয়েও কোনো আদেশ দিতে

পারবে না, ১৫) কোনো আজ্ঞা বা হুকুম জারি করতে পারবে না, ১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, ১৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, ১৮) ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না।

নির্যশ কর্মের অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত।

১৭. তখন সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুকে 'তোমাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে' বলে নির্যশ কর্ম প্রদান করলেন। সংঘ নির্যশ কর্ম প্রদান করায় সেয়্যসক ভিক্ষু কল্যাণমিত্রের সেবা, পূজা, উপাসনা করেন। কল্যাণমিত্রের প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করেন, জিজ্ঞাসু হয়ে বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, সূত্রধর, বিনয়ধর, অভিধর্মধর, পণ্ডিত, বিদ্বান, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিক্ষাকামী হন। সঙ্গে সঙ্গে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত হলেন। মান ত্যাগ করলেন। দোষমুক্তির অনুরূপে চলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি ভিক্ষুসংঘের কাছে গিয়ে বললেন, বন্ধুগণ, সংঘ আমাকে নির্যশ কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন আমাকে আর কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। উত্তরে ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করুক।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয়

১৮. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) উপসম্পদা প্রদান করে, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় (বা নিজের আশ্রয়ে রাখে), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায়, ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, ৫) অনুমতিপ্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, এ পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই অপরাধের জন্যে নির্যশ কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই আট কারণ হলো—১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, ২)

প্রবারণা স্থগিত করে, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলে তা বলে, ৪) জ্ঞাত বিষয়েও আদেশ দেয়, ৫) আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে, ৬) দোষারোপ করে, ৭) দোষ স্মরণ করায়, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এ আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয়

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) উপসম্পদা প্রদান করে না, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় না, ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায় না, ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না, ৫) অনুমতিপ্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) ভিক্ষুসংঘ যেই অপরাধের জন্যে তর্জনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে না, ২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে না, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে না, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে না, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই আট কারণ হলো—১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে না, ২) প্রবারণা স্থগিত করে না, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলে না, ৪) জ্ঞাত বিষয়েও আদেশ দেয় না, ৫) কোনো প্রকার আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে না, ৬) দোষারোপ করে না, ৭) দোষ স্মরণ করায় না, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে না। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

দণ্ড প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিধি

২০. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রত্যাহার করবে। সেই সেয়্যসক ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করবে। তারপর উৎকুটিকভাবে বসে দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে : ভন্তে, সংঘ

আমাকে নির্যশ কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন নির্যশ কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার ভন্তে, সংঘ... তৃতীয়বার ভন্তে, সংঘ... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক নির্যশ কর্মে দণ্ডিত হয়ে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি নির্যশ কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক নির্যশ দণ্ড কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি নির্যশ কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি।... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক নির্যশ দণ্ড কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি নির্যশ কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম প্রত্যাহার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

নির্যশ কর্ম সমাপ্ত।

৩. নির্বাসনীয় (প্রব্রাজনীয়) কর্ম

২১. সে-সময় অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু নামক অলজ্জী ও পাপাচারী ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে আবাসিক ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করতো। তারা (তথায়) এরূপ অনাচার করতে লাগলো—ফুলের বাগান করতো ও অন্যজনকে দিয়ে করাতো, (তাতে) জল সিঞ্চন করতো ও করাতো; ফুল চয়ন করতো ও করাতো, (সেই ফুল দিয়ে) মালা গাথাতো, এক পার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতো ও গাঁথাতো, উভয় পার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতো ও গাঁথাতো; পুষ্পমঞ্জরি তৈরি করতো ও করাতো, ফুল দিয়ে গলার হার তৈরি করতো ও করাতো, কর্ণাভরণ তৈরি করতো ও করাতো, ফুল দিয়ে গলার অলংকার তৈরি করতো ও করাতো, (ফুল দিয়ে) বক্ষের অলংকার তৈরি করতো ও করাতো। তারা কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের একপার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা উপহার দিতো ও দেওয়াতো, পুষ্পমঞ্জরি উপহার দিতো ও দেওয়াতো, ফুল দিয়ে তৈরি গলার হার উপহার দিতো ও দেওয়াতো, (ফুল দিয়ে তৈরি) কর্ণাভরণ উপহার দিতো ও দেওয়াতো, গলার অলংকার উপহার দিতো ও দেওয়াতো, বৃক্ষের অলংকার উপহার দিতো ও দেওয়াতো।

কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের সঙ্গে তারা এক থালায় ভোজন করতো, এক পাত্রে পান করতো, এক আসনে উপবেশন করতো, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিতো, এক পালঙ্কে বা এক বিছানায় গড়াগড়ি দিতো, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিতো। তারা বিকালে ভোজন করতো, মদ্যপান করতো, মালা-সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন ও ধারণ করতো, নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, আমোদ-প্রমোদ (বা ক্রীড়াকৌতুক) করতো; নর্তকীর সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো; গায়িকার সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো; বাদিকার (বাদ্য-বাদিকার) সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো; কৌতুকিনীর (অভিনেত্রীর?) সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো।

তারা অষ্টপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে আটটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক খেলা (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার পাশা খেলা) খেলতো, দশপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে দশটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক খেলা (বৌদ্ধযুগের এটাও এক প্রকার পাশা খেলা) খেলতো, বায়ুমণ্ডলে সতরঞ্চ খেলা (বৌদ্ধযুগের এক

প্রকার দাবা খেলা) খেলতো, বৃত্তাকার পথ তথা বেষ্টনাকার ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক শিশুক্রীড়াবিশেষ) করতো, সন্তিকা ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার ক্রীড়াবিশেষ) করতো, পাশা খেলার টেবিলে খেলা খেলতো, অক্ষখেলা খেলতো, পাতার বাঁশিতে ফুৎকার দিয়ে খেলা করতো, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলতো, ডিগবাজি খেলতো, ফড়ফড়ি (পাতার তৈরি বায়ুচালিত কলের ন্যায় ঘুরা) খেলা খেলতো, পত্তালহ বা পাতার ভাজনে খেলতো, ছোটো ছোটো খেলনার গাড়ি দিয়ে খেলতো, ধনুক দিয়ে খেলতো, অক্ষরক্রীড়া (শব্দ তৈরির খেলা) খেলতো, মনের সন্ধান (অর্থাৎ মনোভাব জানন) খেলা খেলতো, অন্যের অঙ্গবৈকল্যের বা অস্বাভাবিকতার অনুকরণ খেলা খেলতো।

হস্তিবিদ্যা শিক্ষা করতো, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করতো, রথবিদ্যা শিক্ষা করতো, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করতো, অসি চালনাবিদ্যা শিক্ষা করতো; হস্তির সামনে সামনে দৌড়াতো, অশ্বের সামনে সামনে দৌড়াতো, রথের সামনে সামনে দৌড়াতো, প্রবল গতিতে দৌড়াতো; ভার উত্তোলন করতো, আঙুলের তুরী শব্দ করতো (অর্থাৎ তুরীর শব্দে সুর তুলতো), মল্লযুদ্ধ খেলতো, মুষ্টিযুদ্ধ খেলতো। নাট্যশালায় সজ্ঘাটি (দুই ভাঁজে সেলাই করা চীবর) বিছিয়ে দিয়ে নর্তকীকে এরূপ বলতো—ভগ্নি, এখানে নৃত্য কর, ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন কর। এভাবে তারা নানাপ্রকার অনাচার আচরণ করতে লাগলো।

২২. ঠিক সে-সময় জনৈক ভিক্ষু কাশীতে বর্ষাবাস যাপন শেষে ভগবান দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তী যাবার পথে কীটাগিরিতে এসে পৌঁছলেন। সেই ভিক্ষু সকালে পাত্র-চীবর ধারণ করে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রীতিকর গমন-আগমন রীতিতে অবলোকন-দর্শন, সংকোচ-প্রসারণে চক্ষুদৃষ্টি অধঃদিকে বিন্যস্ত করে ঈর্যাপথসম্পন্ন হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে কীটাগিরিতে প্রবেশ করলেন। লোকজন সেই ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলতে লাগল : "অতি অলস, সুকোমল ভ্রূকুটিকের (চোখের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে আছে এমন ব্যক্তি) ন্যায় এ ভিক্ষুটি কে? গৃহদ্বারে উপস্থিত হলে কেই-বা একে ভিক্ষান্ন দেবে? আমাদের আর্য অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু তো মিষ্টভাষী, দয়ালু, সুখ-সম্ভাষণকারী, প্রফুল্ল হসিত (অর্থাৎ আগে হাসে, তারপর কথা বলে), স্বাগতবাদী, নিরহংকারী, বিবৃতবদন ও পূর্বালাপী। তাদেরকেই ভিক্ষান্ন দান করা উচিত।"

জনৈক ব্যক্তি সেই ভিক্ষুকে কীটাগিরিতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে বিচরণ করতে দেখলেন। দেখেই ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হলেন। ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে বললেন, 'ভন্তে, ভিক্ষান্ন লাভ করেছেন কি?' ভিক্ষু বললেন, 'না বন্ধু, ভিক্ষান্ন

লাভ হয়নি।' উপাসক বললেন, 'ভন্তে, আসুন আমার গৃহে, আসুন'। অতঃপর উপাসক সেই ভিক্ষুকে স্বীয় গৃহে নিয়ে ভোজন করালেন। এরপর ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আর্য কোথায় যাবেন?' 'বন্ধু, ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাবো'। ভন্তে, তাহলে ভগবানের শ্রীচরণে আমার অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করবেন আর এরূপ বললেন, প্রভু, কীটাগিরির আবাস কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বস নামক অলজ্জী ও পাপাচারী ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে আবাসিক ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করছে। তারা এরূপ অনাচার আচরণ করছে—ফুলের বাগান করছে ও করাচ্ছে, (তাতে) জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে; ফুল চয়ন করছে ও করাচ্ছে, (সেই ফুল দিয়ে) মালা গাঁথছে, একপার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, উভয় পার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে; পুষ্পমঞ্জরি তৈরি করছে ও করাচ্ছে, ফুল দিয়ে গলার হার তৈরি করছে ও করাচ্ছে, কর্ণাভরণ তৈরি করছে ও করাচ্ছে, ফুল দিয়ে গলার অলংকার তৈরি করছে ও করাচ্ছে, (ফুল দিয়ে) বক্ষের অলংকার তৈরি করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের একপার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, পুষ্পমঞ্জরি উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, ফুল দিয়ে তৈরি গলার হার উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, (ফুল দিয়ে তৈরি) কর্ণাভরণ উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, গলার অলংকার উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, বৃক্ষের অলংকার উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে।

কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের সঙ্গে তারা এক থালায় ভোজন করছে, এক পাত্রে পান করছে, এক আসনে উপবেশন করছে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক পালঙ্কে বা এক বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তারা বিকালে ভোজন করছে, মদ্যপান করছে, মালা-সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন ও ধারণ করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, আমোদ-প্রমোদ (বা ক্রীড়াকৌতুক) করছে; নর্তকীর সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে; গায়িকার সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে; বাদিকার (বাদ্য-বাদিকার) সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে; কৌতুকিনীর (অভিনেত্রীর?) সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে।

তারা অষ্টপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে আটটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক

খেলা (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার পাশা খেলা) খেলছে, দশপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে দশটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক খেলা (বৌদ্ধযুগের এটাও এক প্রকার পাশা খেলা) খেলছে, বায়ুমণ্ডলে সতরঞ্চ খেলা (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার দাবা খেলা) খেলছে, বৃত্তাকার পথ তথা বেষ্টনাকার ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক শিশুক্রীড়াবিশেষ) করছে, সন্তিকা ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার ক্রীড়াবিশেষ) করছে, পাশা খেলার টেবিলে খেলা খেলছে, অক্ষখেলা খেলছে, পাতার বাঁশিতে ফুৎকার দিয়ে খেলা করছে, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলছে, ডিগবাজি খেলছে, ফড়ফড়ি (পাতার তৈরি বায়ুচালিত কলের ন্যায় ঘুরা) খেলা খেলছে, পত্তালহ বা পাতার ভাজনে খেলছে, ছোটো ছোটো খেলনার গাড়ি দিয়ে খেলছে, ধনুক দিয়ে খেলছে, অক্ষরক্রীড়া (শব্দ তৈরির খেলা) খেলছে, মনের সন্ধান (অর্থাৎ মনোভাব জানন) খেলা খেলছে, অন্যের অঙ্গবৈকল্যের বা অস্বাভাবিকতার অনুকরণ খেলা খেলছে।

হস্তিবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্যা শিক্ষা করছে, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছে, অসি চালনাবিদ্যা শিক্ষা করছে; হস্তির সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে, অশ্বের সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে, রথের সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে, প্রবল গতিতে দৌড়াচ্ছে; ভার উত্তোলন করছে, আঙুলের তুরী শব্দ করছে (অর্থাৎ তুরীর শব্দে সুর তুলতো), মল্লযুদ্ধ খেলছে, মুষ্টিযুদ্ধ খেলছে। নাট্যশালায় সঙ্ঘাটি (দুই ভাঁজে সেলাই করা চীবর) বিছিয়ে দিয়ে নর্তকীকে এরূপ বলছে : ভগ্নি, এখানে নৃত্য কর, ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন কর। এভাবে তারা নানাপ্রকার অনাচার আচরণ করছে। ভন্তে, আগে যেসব লোক শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন (অর্থাৎ ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের প্রসন্ন) ছিলেন, এখন তারা শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছেন। আগে ভিক্ষুসংঘকে দান দেওয়ার যে ধারা (বা রীতি) ছিল, তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সুশীল ভিক্ষুগণ এই স্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, পাপী ভিক্ষুগণ অবস্থান করছে। কাজেই ভন্তে, ভগবান কীটাগিরিতে ভিক্ষু প্রেরণ করুক, যাতে এই কীটাগিরি বিহার স্থায়িত্ব লাভ করে।"

"বন্ধু, তা-ই হবে" বলে সেই ভিক্ষু উপাসককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসন হতে উঠে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করলেন। অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে ভগবানের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। অভ্যাগত ভিক্ষুদের সঙ্গে কুশলাদি আলাপ করা বুদ্ধগণের চির প্রচলিত রীতি। ভগবান (সেই রীতিতে) সেই ভিক্ষুকে বললেন, হে ভিক্ষু, তুমি নিরুদ্বেগে রয়েছ তো? সুখে দিনযাপন করছ তো? অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ পাড়ি

দিয়ে এসেছ তো? তুমি কোথা হতে আসছো? উত্তরে সেই ভিক্ষু বললেন, হ্যাঁ ভন্তে, আমি নিরুদ্বেগে রয়েছি; সুখে দিনযাপন করছি; অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। ভন্তে, আমি কাশীতে বর্ষাবাস যাপন করে ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে আসার পথে কীটাগিরিতে উপনীত হই। পূর্বাহ্ণ সময়ে পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষান্নের জন্য কীটাগিরিতে প্রবেশ করি। আমাকে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করতে দেখে জনৈক উপাসক আমার কাছে এসে উপস্থিত হন। শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে বলেন, ভন্তে, ভিক্ষান্ন পেয়েছেন কি? উত্তরে আমি বলি, 'না বন্ধু, ভিক্ষান্ন পাইনি'। 'ভন্তে, আসুন, আমার গৃহে আসুন' বলে সেই উপাসক আমাকে তাঁর গৃহে গিয়ে ভোজন করালেন। অতঃপর বললেন, 'ভন্তে, আর্য কোথায় যাবেন?' 'বন্ধু, আমি ভগবানকে দর্শন করতে শ্রাবস্তীতে যাবো।' অমনি সেই উপাসক বললেন, ভন্তে, তাহলে ভগবানের শ্রীচরণে আমার অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করবেন। আর ভগবানকে এরূপ বলবেন, প্রভু, কীটাগিরি আবাস কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক অলজ্জী ও পাপাচারী ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে আবাসিক ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করছে।

তারা এরূপ অনাচার করছে—ফুলের বাগান করছে ও করাচ্ছে... ভন্তে, আগে যেসব লোক শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন (অর্থাৎ ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের প্রসন্ন) ছিলেন, এখন তারা শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছেন। আগে ভিক্ষুসংঘকে দান দেওয়ার যে ধারা (বা রীতি) ছিল, তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সুশীল ভিক্ষুগণ এ স্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, পাপী ভিক্ষুগণ অবস্থান করছে। কাজেই ভন্তে, ভগবান কীটাগিরিতে ভিক্ষু প্রেরণ করুক, যাতে এই কীটাগিরি বিহার স্থায়িত্ব লাভ করে।" ভগবান আমি সে-স্থান হতে আসছি।

২৩. অতঃপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘ একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক অলজ্জী ও পাপাচারী ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে আবাসিক ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করছে? তারা তথায় এরূপ অনাচার আচরণ করছে যে—ফুলের বাগান করছে ও করাচ্ছে... এভাবে তারা নানাপ্রকার অনাচার আচরণ করছে? এতে আগে যেসব লোক শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন (অর্থাৎ ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের প্রসন্ন) ছিলেন, এখন তারা শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছেন। আগে ভিক্ষুসংঘকে দান দেওয়ার যে ধারা (বা রীতি) ছিল, তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সুশীল ভিক্ষুগণ সে স্থান ছেড়ে যাচ্ছেন, পাপী ভিক্ষুগণ অবস্থান করছে? ভিক্ষুগণ উত্তরে বললেন, হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে

বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষের পক্ষে সেটা অনুচিত, অনুপযুক্ত, অনুপযোগী, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষেরা কেনই ফুলের বাগান করছে ও করাচ্ছে, (তাতে) জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে; ফুল চয়ন করছে ও করাচ্ছে, (সেই ফুল দিয়ে) মালা গাঁথছে, এক পার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, উভয় পার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে; পুষ্পমঞ্জরি তৈরি করছে ও করাচ্ছে, ফুল দিয়ে গলার হার তৈরি করছে ও করাচ্ছে, কর্ণাভরণ তৈরি করছে ও করাচ্ছে, ফুল দিয়ে গলার অলংকার তৈরি করছে ও করাচ্ছে, (ফুল দিয়ে) বক্ষের অলংকার তৈরি করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের একপার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, পুষ্পমঞ্জরি উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, ফুল দিয়ে তৈরি গলার হার উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, (ফুল দিয়ে তৈরি) কর্ণাভরণ উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, গলার অলংকার উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে, বৃক্ষের অলংকার উপহার দিচ্ছে ও দেওয়াচ্ছে।

কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের সঙ্গে তারা এক থালায় ভোজন করছে, এক পাত্রে পান করছে, এক আসনে উপবেশন করছে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক পালঙ্কে বা এক বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তারা বিকালে ভোজন করছে, মদ্যপান করছে, মালা-সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন ও ধারণ করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, আমোদ-প্রমোদ (বা ক্রীড়াকৌতুক) করছে; নর্তকীর সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে; গায়িকার সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে; বাদিকার (বাদ্য-বাদিকার) সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে; কৌতুকিনীর (অভিনেত্রীর?) সঙ্গে নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য-বাজনা করছে, ক্রীড়াকৌতুক করছে।

তারা অষ্টপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে আটটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক খেলা (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার পাশা খেলা) খেলছে, দশপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে দশটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক খেলা (বৌদ্ধযুগের এটাও এক প্রকার পাশা খেলা) খেলছে, বায়ুমণ্ডলে সতরঞ্চ খেলা (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার দাবা খেলা) খেলছে, বৃত্তাকার পথ তথা বেষ্টনাকার ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক শিশুক্রীড়াবিশেষ) করছে, সন্তিকা ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক

প্রকার ক্রীড়াবিশেষ) করছে, পাশা খেলার টেবিলে খেলা খেলছে, অক্ষখেলা খেলছে, পাতার বাঁশিতে ফুৎকার দিয়ে খেলা করছে, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলছে, ডিগবাজি খেলছে, ফড়ফড়ি (পাতার তৈরি বায়ুচালিত কলের ন্যায় ঘুরা) খেলা খেলছে, পত্তালহ বা পাতার ভাজনে খেলছে, ছোটো ছোটো খেলনার গাড়ি দিয়ে খেলছে, ধনুক দিয়ে খেলছে, অক্ষরক্রীড়া (শব্দ তৈরির খেলা) খেলছে, মনের সন্ধান (অর্থাৎ মনোভাব জানন) খেলা খেলছে, অন্যের অঙ্গবৈকল্যের বা অস্বাভাবিকতার অনুকরণ খেলা খেলছে।

হস্তিবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্যা শিক্ষা করছে, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছে, অসি চালনাবিদ্যা শিক্ষা করছে; হস্তির সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে, অশ্বের সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে, রথের সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে, প্রবল গতিতে দৌড়াচ্ছে; ভার উত্তোলন করছে, আঙুলের তুরী শব্দ করছে (অর্থাৎ তুরীর শব্দে সুর তুলতো), মল্লযুদ্ধ খেলছে, মুষ্টিযুদ্ধ খেলছে। নাট্যশালায় সজ্ঘাটি (দুই ভাঁজে সেলাই করা চীবর) বিছিয়ে দিয়ে নর্তকীকে এরূপ বলছে : ভগ্নি, এখানে নৃত্য কর, ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন কর। এভাবে তারা নানাপ্রকার অনাচার আচরণ করছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা... কুফল বর্ণনা করে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। অমনি সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়নকে আহ্বান করলেন, হে সারিপুত্র, তোমরা কীটাগিরি গিয়ে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়কে প্রব্রাজনীয় কর্ম (নির্বাসনদণ্ড) প্রদান করে কীটাগিরি হতে নির্বাসিত কর। তারা তোমাদের সহবিহারী (একসঙ্গে বাসকারী) ছিল।

ভন্তে, আমরা কীভাবে অশ্বজীৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়কে কীটাগিরি হতে নির্বাসিত করব? তারা তো উদ্ধত স্বভাবসম্পন্ন ও কটুভাষী। ভগবান বললেন, সারিপুত্র, তাহলে তোমরা বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে কীটাগিরি গমন কর। "হ্যাঁ ভন্তে," বলে সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

দণ্ড প্রদানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা করতে হবে। প্রথমে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়কে তাদের দোষ জানাবে। জানিয়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করিয়ে দোষ আরোপ কররে বা দোষে দায়ী করবে। দোষারোপ করিয়ে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘের কাছে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

২৪. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কুলদূষক এবং পাপাচারী। এদের পাপজনক আচরণ বা পাপাচার দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে। এদের দ্বারা কুলগুলো দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে অবস্থান করতে পারবে না' বলে তাদের প্রব্রাজনীয় বা নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কুলদূষক এবং পাপাচারী। এদের পাপাচার দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে। এদের দ্বারা কুলগুলো দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে। তাই সংঘ 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে অবস্থান করতে পারবে না' বলে তাদের প্রব্রাজনীয় কর্ম প্রদান করছেন। সেই আয়ুষ্মান 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে অবস্থান করতে পারবে না' বলে তাদের প্রব্রাজনীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কুলদূষক এবং পাপাচারী। এদের পাপাচার দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে। এদের দ্বারা কুলগুলো দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে। তাই সংঘ 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে অবস্থান করতে পারবে না' বলে তাদের প্রব্রাজনিয় কর্ম প্রদান করছেন। সেই আয়ুষ্মান 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে অবস্থান করতে পারবে না' বলে তাদের প্রব্রাজনীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে অবস্থান করতে পারবে না' বলে তাদের প্রব্রাজনীয় কর্ম প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত নির্বাসনীয় কর্ম

২৫. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১)

যা অসম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধমংবিরুদ্ধ বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) দেশিত (অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার) অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ৩) দোষারোপ না করে করা হয়। এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয় না, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের (অর্থাৎ সংঘের একাংশ) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়।

ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশিত অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত নির্বাসনীয় কর্ম সমাপ্ত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত নির্বাসনীয় কর্ম

২৬. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা

সম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস করে করা হয়, ৩) প্রতিজ্ঞা করিয়ে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ৩) দোষ আরোপ করে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্রের (উপস্থিত সংঘের ঐকমত্যের) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা প্রতিজ্ঞা করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও

সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশিত অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত নির্বাসনীয় কর্ম সমাপ্ত।

চতুর্দশ প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

(নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডোপযোগী ভিক্ষু)

২৭. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে (তথা প্রয়োজন মনে করলে) তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—

১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী (হয়), ৩) যেই ভিক্ষু প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এ তিন কারণযুক্ত বা তিন স্বভাবী ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে। অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু কায়িক অনাচার সংযুক্ত হবে, ২) যেই ভিক্ষু বাচনিক অনাচার সংযুক্ত হবে, ৩) যেই ভিক্ষু কায়িক-বাচনিক অনাচার সংযুক্ত হবে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু কায় দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ অশিক্ষা অবস্থায় (বা অভ্যাস না করে) নষ্ট তথা লঙ্ঘন করে, ২) যেই ভিক্ষু বাক্য দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ অভ্যাস না করে লঙ্ঘন করে, ৩) যেই ভিক্ষু কায়-বাক্য দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ অভ্যাস না করে লঙ্ঘন করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু কায় দ্বারা মিথ্যা আজীবসম্পন্ন (অর্থকথা অনুসারে নিকৃষ্টতর বৈদ্যকর্মাদি সম্পাদন করা। যেমন, ওষুধ তৈরি, তৈলপাক ইত্যাদি কর্ম) হয়, ২) যেই ভিক্ষু বাক্য দ্বারা

মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়, ৩) যেই ভিক্ষু কায়-বাক্য দ্বারা মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথা বাক্যব্যয়ী ও সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী (হয়), ৩) যেই ভিক্ষু প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিনজন ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিনজন ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে। অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু কায়িক অনাচার সংযুক্ত হবে, ২) যেই ভিক্ষু বাচনিক অনাচার সংযুক্ত হবে, ৩) যেই ভিক্ষু কায়িক-বাচনিক অনাচার সংযুক্ত হবে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিনজন ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু কায় দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ অশিক্ষা অবস্থায় (বা অভ্যাস না করে) নষ্ট তথা লঙ্ঘন করে, ২) যেই ভিক্ষু বাক্য দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ অভ্যাস না করে লঙ্ঘন করে, ৩) যেই ভিক্ষু কায়-বাক্য দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ অভ্যাস না করে লঙ্ঘন করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিনজন ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম

প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু কায় দ্বারা মিথ্যা আজীবসম্পন্ন (অর্থকথা অনুসারে নিকৃষ্টতর বৈদ্য কর্মাদি সম্পাদন করা। যেমন, ওষুধ তৈরি, তৈলপাক ইত্যাদি কর্ম) হয়, ২) যেই ভিক্ষু বাক্য দ্বারা মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়, ৩) যেই ভিক্ষু কায়-বাক্য দ্বারা মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিনজন ভিক্ষুকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করবে।

চতুর্দশ প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ ব্রত

(নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য)

২৮. হে ভিক্ষুগণ, নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুকে যথার্থভাবে অনুবর্তী হতে হবে। যথার্থভাবে অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না (অর্থাৎ কাউকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে পারবে না), ৩) শ্রামণকে দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) সংঘের অনুমতি মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যেই অপরাধের জন্য সংঘ নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনরায় সেরূপ অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সেই সমপর্যায়ের অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের নিন্দা (বা সমালোচনা) করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের (অর্থাৎ বিনয়কর্ম পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ভিক্ষু তথা কর্মবাক্য পাঠকারীকে) নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের (অর্থাৎ দণ্ডিত নন এমন নিরপরাধী ভিক্ষুদের) উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ১২) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ১৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলতে পারবে না, ১৪) জ্ঞাত বিষয়েও কোনো আদেশ দিতে পারবে না, ১৫) কোনো আজ্ঞা বা হুকুম জারি করতে পারবে না, ১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, ১৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, ১৮) ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না।

নির্বাসনীয় কর্মের অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত।

২৯. অতঃপর সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ কীটাগিরি গেলেন। অমনি 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু কীটাগিরিতে অবস্থান করতে পারবে না' বলে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়কে কীটাগিরি হতে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান

করলেন (তথা নির্বাসিত করলেন)। সংঘ কর্তৃক নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করা হলেও তারা যথার্থভাবে অনুবর্তী হলো না, মান (বা অহংকারজনিত একগুঁয়েমি) ত্যাগ করলো না, দোষমুক্তির অনুরূপে চললো না, ভিক্ষুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো না। বরং ভিক্ষুদের নিন্দা করতে লাগলো। ভিক্ষুগণ ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী ও ভয়গামী বলে দোষারোপ করতে লাগলো। (তারা তথা হতে) প্রস্থান করলো (অর্থাৎ অসৌজন্যমূলকভাবে স্থান ত্যাগ করলো)। ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করলো।

যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ (ক্ষোভ), নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, কেন অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত হয়েও যর্থাথভাবে অনুবর্তী হচ্ছে না? মান ত্যাগ করছে না? দোষমুক্তির অনুরূপে চলছে না? ভিক্ষুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে না? কেনই-বা ভিক্ষুদের নিন্দা করছে? অপবাদ দিচ্ছে? ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী ও ভয়গামী বলে দোষারোপ করছে? প্রস্থান করছে? ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করছে? অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত হয়েও যর্থাথভাবে অনুবর্তী হয়নি? মান ত্যাগ করেনি? দোষমুক্তির অনুরূপে চলেনি? ভিক্ষুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি? উপরন্তু ভিক্ষুদের নিন্দা করছে? অপবাদ দিচ্ছে? (ভিক্ষুগণ) ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী ও ভয়গামী বলে দোষারোপ করছে? প্রস্থান করছে? ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করছে? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য।

ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষের পক্ষে সেটা অনুচিত... ও অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষেরা কেনই সংঘ কর্তৃক নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত হয়েও যর্থাথভাবে অনুবর্তী হচ্ছে না? মান ত্যাগ করছে না? দোষমুক্তির অনুরূপে চলছে না? ভিক্ষুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে না? কেনই-বা ভিক্ষুদের নিন্দা করছে? অপবাদ দিচ্ছে? (ভিক্ষুগণ) ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী ও ভয়গামী বলে দোষারোপ করছে? প্রস্থান করছে? ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে... তদনুরূপ, তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার না করুক।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয়

৩০. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয় (তথা প্রত্যাহার করবে না)। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় (বা নিজের আশ্রয়ে রাখে), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায়), ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই অপরাধের জন্যে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই আট কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, ২) প্রবারণা স্থগিত করে, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলে তা বলে, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ দেয়, ৫) আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে, ৬) দোষারোপ করে, ৭) দোষ স্মরণ করায়, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

নির্বাসনীয় কর্মে অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয়

৩১. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে না, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় না, ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায় না, ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা

উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) ভিক্ষুসংঘ যেই অপরাধের জন্যে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে না, ২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে না, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে না, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে না, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই আট কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করেনা, ২) প্রবারণা স্থগিত করে না, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলে না, ৪) জ্ঞাত বিষয়েও আদেশ দেয় না, ৫) কোনো প্রকার আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে না, ৬) দোষারোপ করে না, ৭) দোষ স্মরণ করায় না, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে না। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

নির্বাসনীয় কর্মে অষ্টাদশ প্রকার প্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

দণ্ড প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিধি

৩২. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রত্যাহার করবে। যেই ভিক্ষুকে সংঘ নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করছেন, সেই ভিক্ষু সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হবে। অতঃপর উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে : ভন্তে, সংঘ আমাকে নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছি। এখন নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার ভন্তে সংঘ,... প্রার্থনা করছি। তৃতীয়বার ভন্তে সংঘ,... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই নামীয় ভিক্ষু (দণ্ডিত ভিক্ষুর নাম উল্লেখ করে) সংঘ কর্তৃক নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। সংঘের যদি এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ এই নামীয় ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই নামীয় ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ এই নামীয় ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান এই নামীয় ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই নামীয় ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক নির্বাসনীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ এই নামীয় ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান এই নামীয় ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক এ নামীয় ভিক্ষুর নির্বাসনীয় কর্ম প্রত্যাহার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

নির্বাসনীয় কর্ম (প্রব্রাজনীয় কর্ম) সমাপ্ত।

৪. প্রতিস্মরণীয় (মিটমাট) কর্ম

৩৩. সে-সময় আয়ুষ্মান সুধর্ম মচ্ছিকা-বনসণ্ডে চিত্র গৃহপতির কুলগুরু, আবাসিক (অর্থাৎ গৃহপতির দানকৃত আরামে বা কুটিরে অবস্থানকারী), নতুন বিহার নির্মাণকাজে ধর্মোপদেষ্টা (নবকম্মিকো) ও নিয়মিত ভোজনলাভী (ধবভত্তিকো) ভিক্ষু ছিলেন। যার দরুন চিত্র গৃহপতি যখন একসংঘ ভিক্ষু কিংবা বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন আয়ুষ্মান সুধর্মকে না জানিয়ে সেই ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করেন না।

একদা আয়ুষ্মান সারিপুত্র, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিত, আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন, আয়ুষ্মান মহাচুন্দ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান উপালী, আয়ুষ্মান আনন্দ, আয়ুষ্মান রাহুলপ্রমুখ বহু স্থবির ভিক্ষু কাশীতে বিচরণ করতে করতে

মচ্ছিকা-বনসণ্ডে এসে পৌঁছলেন। গৃহপতি চিত্র শুনতে পেলেন যে বহু স্থবির ভিক্ষু নাকি মচ্ছিকা-বনসণ্ডে উপস্থিত হয়েছেন। অমনি তিনি সেসব স্থবির ভিক্ষুগণের কাছে উপস্থিত হলেন। শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র গৃহপতি চিত্রকে ধর্মদেশনায় প্রণোদিত, পরিতৃপ্ত, উৎসাহিত ও সম্প্রহৃষ্ট করলেন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ধর্মদেশনায় প্রণোদিত, পরিতৃপ্ত, উৎসাহিত ও সম্প্রহৃষ্ট গৃহপতি চিত্র স্থবির ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আগামীকাল আমার বাড়িতে স্থবিরগণ অভ্যাগতদের জন্য প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করুন।" স্থবিরগণ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। চিত্র গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে আসন হতে উঠে শ্রদ্ধাভিবাদন জানালেন। তাঁদের পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব করে রেখে আয়ুষ্মান সুধর্মের কাছে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান সুধর্মকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে বললেন, আর্য আয়ুষ্মান সুধর্ম, আগামীকাল স্থবিরগণের সঙ্গে আমার বাড়িতে অন্ন গ্রহণে সম্মতি প্রদান করুন। তখন আয়ুষ্মান সুধর্ম ভাবলেন, পূর্বে এই চিত্র গৃহপতি যখন একসংঘ ভিক্ষু বা বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে না জানিয়ে সেই ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করতেন না। অথচ আজ তিনি আমাকে না জানিয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করছেন। এই চিত্র গৃহপতির তো আমার প্রতি অন্য মনোভাব উদয় হয়েছে। এখন তিনি আর আমায় প্রত্যাশা করছেন না, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট বা ভাবাবেগহীন হয়ে পড়েছেন। এই ভেবে গৃহপতি চিত্রকে বললেন, দেখুন গৃহপতি, আমি সম্মতি দিতে পারছি না। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও গৃহপতি চিত্র আয়ুষ্মান সুধর্মকে বললেন, ভন্তে আর্য সুধর্ম, আগামীকাল স্থবিরগণের সঙ্গে আমার বাড়িতে অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন। তবুও সুধর্ম বললেন, গৃহপতি, আমি সম্মতি দিতে পারছি না। অতঃপর চিত্র গৃহপতি মনে মনে ভাবলেন, 'আর্য সুধর্ম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুক বা না করুক, আমার কী করতে পারবেন'। এরপর সুধর্মকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

৩৪. চিত্র গৃহপতি সেই রাত শেষ হতেই স্থবির ভিক্ষুদের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করলেন। 'স্থবির ভিক্ষুগণের জন্য চিত্র গৃহপতি কী প্রস্তুত করলেন দেখব' ভেবে আয়ুষ্মান সুধর্ম পূর্বাহ্ণে পাত্র-চীবর ধারণ করে চিত্র গৃহপতির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন। প্রস্তুত আসনে উপবেশন করলেন। গৃহপতি চিত্র আয়ুষ্মান সুধর্মের সামনে এসে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে

বসলেন। অমনি গৃহপতি চিত্রকে লক্ষ করে আয়ুষ্মান সুধর্ম বললেন, গৃহপতি, আপনি প্রভুত খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু এখানে তো একটি দ্রব্য-তিল[১]-সঙ্গুলিকা (তিলের তৈরি একপ্রকার পিষ্টক) নেই দেখছি। (গৃহপতি চিত্র বললেন) ভন্তে, বুদ্ধবাক্যে বহু রত্ন বিদ্যমান থাকলেও আর্য সুধর্ম কেবল এই তিল-সঙ্গুলিকার কথা বললেন। ভন্তে, অতীতে দাক্ষিণাত্যের বণিকেরা পূর্বপ্রদেশে বাণিজ্য করতে যায়। তারা সেখান থেকে ফেরার সময় একটি কাক নিয়ে আসে। সেই কাক একটি কুক্কুটির সঙ্গে বাস করে। তাতে এক শাবক জন্মে। সেই কুক্কুট-ছানা যখন কাকের মতো শব্দ করতে চাইতো, তখন কাক কুক্কুটের মতন শব্দ করতো। ঠিক তদ্রুপ ভন্তে, বুদ্ধবাক্যে বহু রত্ন বিদ্যমান থাকলেও আর্য সুধর্ম তিল-সঙ্গুলিকার কথা[২]ই বললেন। (আয়ুষ্মান রেগে গিয়ে বললেন) গৃহপতি, আপনি আমাকে অবজ্ঞা করছেন, আমায় তিরস্কার করছেন। গ্রহণ করুন আপনার আবাস, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। গৃহপতি চিত্র বললেন, ভন্তে, আমি আর্য সুধর্মকে অবজ্ঞা, তিরস্কার করছি না। আর্য সুধর্ম মচ্ছিকা-বনসণ্ডে অবস্থান করুন। এই অম্বাটক বন খুবই রমণীয়। আমি আর্য সুধর্মের চীবর, ভোজন, শয়নাসন এবং ওষুধ-পথ্যাদি বিষয়ে সদা তৎপর থাকব। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারের মতন একই প্রার্থনা করলেন গৃহপতি চিত্র। কিন্তু আয়ুষ্মান সুধর্ম তাতে কর্ণপাত করলেন না। চিত্র গৃহপতিকে পুনঃ এরূপ বললেন, গৃহপতি, আপনি আমাকে অবজ্ঞা করছেন, আমায় তিরস্কার করছেন। গ্রহণ করুন আপনার আবাস, আমি চলে যাচ্ছি। এবার গৃহপতি চিত্র বললেন, ভন্তে, আর্য সুধর্ম কোথায় যাবেন? সুধর্ম বললেন, গৃহপতি, আমি ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাবো। "তাহলে ভন্তে, আপনি যা বলেছেন এবং আমি যা বলেছি, সেসবই ভগবানের কাছে নিবেদন করবেন। এতে আর্য সুধর্মের এ মচ্ছিকা-বনসণ্ডে প্রত্যাবর্তন করা নিশ্চয়ই আশ্চর্যের কিছু হবে না।"

৩৫. অতঃপর আয়ুষ্মান সুধর্ম শয্যাসন সামলিয়ে পাত্র-চীবর ধারণ করে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে

---

১. গৃহপতি চিত্রের পূর্বপুরুষগণ এ পিষ্টক বিক্রেতা ছিলেন। এ কারণে গৃহপতিকে তাচ্ছিল্য করতে এ পিষ্টকের নাম উল্লেখ করা।

২. কাকের ঔরসে জাত কুক্কুট শাবক যেমন কাকের কিংবা কুক্কুটের মতন ডাকতে পারে না। তেমনি আপনিও ভিক্ষু উপযোগী কিংবা গৃহী উপযোগী কথা বললেন না। বললেন তিল-সঙ্গুলিকার কথাই।

শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। এরপর আয়ুষ্মান সুধর্ম নিজে যা বলেছেন এবং গৃহপতি চিত্র যা বলেছেন, সেসবই ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন।

ভগবান সেটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে মোঘপুরুষ, তোমার ব্যবহার অনুচিত, অনুপযুক্ত, অনুপযোগী, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। কেন তুমি শ্রদ্ধাবান দায়ক, শাসনকর্মী ও সংঘসেবক চিত্র গৃহপতিকে হীনবাক্যে নিন্দা করেছ, বিদ্রুপ করেছ? তোমার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করুক। তাকে চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

দণ্ড প্রদানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা করতে হবে। প্রথমে সুধর্ম ভিক্ষুকে তার দোষ জানাবে। জানিয়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করিয়ে দোষ আরোপ করবে। দোষ আরোপ করিয়ে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘের কাছে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

৩৬. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও ধর্মের প্রতি প্রসন্নদায়ক, শাসনকর্মী এবং সংঘসেবক চিত্র গৃহপতিকে হীনবাক্যে নিন্দা ও বিদ্রুপ করেছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ 'চিত্র গৃহপতির কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে' বলে সুধর্ম ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও ধর্মের প্রতি প্রসন্ন দায়ক, শাসনকর্মী এবং সংঘসেবক চিত্র গৃহপতিকে হীনবাক্যে নিন্দা, বিদ্রুপ করেছেন। তাই সংঘ 'চিত্র গৃহপতির কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে' বলে সুধর্মকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান 'চিত্র গৃহপতির কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে' বলে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু

শ্রদ্ধাবান ও ধর্মের প্রতি প্রসন্ন দায়ক, শাসনকর্মী এবং সংঘসেবক চিত্র গৃহপতিকে হীনবাক্যে নিন্দা, বিদ্রুপ করেছেন। তাই সংঘ 'চিত্র গৃহপতির কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে' বলে সুধর্মকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান 'চিত্র গৃহপতির কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে' বলে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক 'চিত্র গৃহপতির কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে' বলে সুধর্ম ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত প্রতিস্মরণীয় কর্ম

৩৭. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা (দোষীর) অসম্মুখে বা অনুপস্থিতিতে (দণ্ডপ্রদান) করা হয়, ২) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) দেশিত (অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার) অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ৩) যা দোষারোপ না করে করা হয়। এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয় না, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের (অর্থাৎ

সংঘের একাংশ) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশিত অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত প্রতিস্মরণীয় কর্ম সমাপ্ত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত প্রতিস্মরণীয় কর্ম

৩৮. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস করে করা হয়, ৩) প্রতিজ্ঞা করিয়ে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ৩) দোষ আরোপ করে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্রের (উপস্থিত সংঘের ঐকমত্যের) দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত,

বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা প্রতিজ্ঞা করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা অদেশিত অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত

ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা দোষ আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত প্রতিস্মরণীয় কর্ম সমাপ্ত।

চার প্রকারের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

(প্রতিস্মরণীয় কর্মে দণ্ডোপযোগী ভিক্ষু)

৩৯. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু গৃহীদের অলাভের চেষ্ট করে, ২) গৃহীদের অনর্থের চেষ্টা করে, ৩) গৃহীদের অনাবাসের (বা আবাস অলাভের) চেষ্টা করে, ৪) গৃহীদের অবজ্ঞা, তিরস্কার করে, ৫) গৃহীদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু গৃহীর সম্মুখে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) গৃহীর সম্মুখে ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) গৃহীর সম্মুখে সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, ৪) গৃহীদের হীনবাক্যে নিন্দা, বিদ্রুপ করে, ৫) গৃহীদের দেওয়া ধর্মসঙ্গত প্রতিশ্রুতি পূরণ (বা রক্ষা) করে না। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে।

হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু গৃহীদের অলাভের চেষ্ট করে, ২) গৃহীদের অনর্থের চেষ্টা করে, ৩) গৃহীদের আবাস অলাভের চেষ্টা করে, ৪) গৃহীদের অবজ্ঞা, তিরস্কার করে, ৫) গৃহীদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু গৃহীদের সম্মুখে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) গৃহীদের সম্মুখে ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) গৃহীদের সম্মুখে সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, ৪) গৃহীদের হীনবাক্যে নিন্দা, বিদ্রুপ করে, ৫) গৃহীদের দেওয়া ধর্মসঙ্গত রক্ষা করে না। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই পাঁচজন ভিক্ষুকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করবে।

অষ্টাদশ ব্রত

(প্রতিস্মরণীয় কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য)

৪০. হে ভিক্ষুগণ, প্রতিস্মরণীয় কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুকে যথার্থভাবে অনুবর্তী হতে হবে। যথার্থভাবে অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না (অর্থাৎ কাউকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে পারবে না), ৩) শ্রামণকে দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) সংঘের অনুমতি মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যেই অপরাধের জন্য সংঘ নির্বাসনীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনরায় সেরূপ অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সেই সমপর্যায়ের অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের নিন্দা (বা সমালোচনা) করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের (অর্থাৎ বিনয়কর্ম পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ভিক্ষু তথা কর্মবাক্য পাঠকারীকে) নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের (অর্থাৎ দণ্ডিত নন এমন নিরপরাধী ভিক্ষুদের) উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ১২) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ১৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলতে পারবে না, ১৪) জ্ঞাত বিষয়েও কোনো আদেশ দিতে পারবে না, ১৫) কোনো আজ্ঞা বা হুকুম জারি করতে পারবে না, ১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, ১৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, ১৮) ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না।

প্রতিস্মরণীয় কর্মে অষ্টাদশ প্রকার ব্রত সমাপ্ত।

৪১. অতঃপর সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুকে "তুমি চিত্র গৃহপতির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও" বলে প্রতিস্মরণীয় কর্ম (দণ্ড) প্রদান করলেন। সংঘ তাকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করায় সুধর্ম মচ্ছিকা-বনসণ্ডে ফিরে গেলেন। তবে

মৌন রইলেন, চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারলেন না। কিছুদিন পর পুনঃ শ্রাবস্তীতে ফিরে আসলেন। ভিক্ষুগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, সুধর্ম, আপনি গৃহপতি চিত্রের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কি? সুধর্ম বললেন, বন্ধু, আমি মচ্ছিকা-বনসণ্ডে গিয়ে মৌন রয়েছিলাম, চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে সক্ষম হইনি। ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি জানালেন... হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য সুধর্ম ভিক্ষুকে একজন অনুদূত প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করবে। প্রথমে গমনেচ্ছু ভিক্ষুর মত জিজ্ঞেস করবে। এরপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

অনুদূত প্রদানের নিয়ম

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চিয়ে নেওয়ার জন্য সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত হিসেবে প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর হিসেবে অনুদূত প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : চিত্র গৃহপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য সংঘ কর্তৃক অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত হিসেবে প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

৪২. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সুধর্ম ভিক্ষুকে এই অনুদূতসহ মচ্ছিকা-বনসণ্ডে গিয়ে চিত্র গৃহপতির কাছে 'গৃহপতি ক্ষমা করুন; আমি আপনাকে প্রসন্ন করছি' বলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এরূপ বলাতে যদি ক্ষমা করেন তাহলে ভালো; যদি ক্ষমা না করেন, তাহলে অনুদূত ভিক্ষুকে বলতে হবে : গৃহপতি, এই ভিক্ষুকে ক্ষমা করুন, আপনাকে প্রসন্ন করছেন (ইনি)। এরূপ বলাতে যদি ক্ষমা করেন তাহলে ভালো; যদি ক্ষমা না করেন তাহলে অনুদূত ভিক্ষুকে পুনঃ বলতে হবে : গৃহপতি, সংঘের কথায় এই ভিক্ষুকে ক্ষমা করুন। এরূপ

বলাতে ক্ষমা করলে ভালো; যদি ক্ষমা না করেন তাহলে অনুদূত ভিক্ষু সুধর্ম ভিক্ষুকে চিত্র গৃহপতির দর্শন ও শ্রবণ উপযোগী স্থানে (সহজ কথায়, চিত্র গৃহপতি দেখতে ও শুনতে পাই মতন স্থানে) উত্তরাসঙ্গ (পরিধেয় চীবর) একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে আপত্তি দেশনা (অপরাধ স্বীকার) করাতে হবে।

অতঃপর আয়ুষ্মান সুধর্ম অনুদূতসহ মচ্ছিকা-বনসণ্ডে গিয়ে চিত্র গৃহপতি হতে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত হলেন। মান ত্যাগ করলেন। দোষমুক্তির অনুরূপে চলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি ভিক্ষুসংঘের কাছে গিয়ে বললেন, বন্ধুগণ, সংঘ আমাকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন আমাকে আর কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করুক।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয়

৪৩. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা (তুলে নেয়া) উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় (বা নিজের আশ্রয়ে রাখে), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায়, ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) ভিক্ষুসংঘ যেই অপরাধের জন্যে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই আট কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, ২) প্রবারণা স্থগিত করে, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলে তা বলে, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ দেয়, ৫) আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে, ৬)

দোষারোপ করে, ৭) দোষ স্মরণ করায়, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয়

৪৪. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে না, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় না, ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায় না, ৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) ভিক্ষুসংঘ যেই অপরাধের জন্যে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে না, ২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে না, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে না, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে না, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই আট কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে না, ২) প্রবারণা স্থগিত করে না, ৩) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলে না, ৪) জ্ঞাত বিষয়েও আদেশ দেয় না, ৫) কোনো প্রকার আজ্ঞা বা হুকুম জারি করে না, ৬) দোষারোপ করে না, ৭) দোষ স্মরণ করায় না, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে না। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

অষ্টাদশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

দণ্ড প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিধি

৪৫. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রত্যাহার করবে। সুধর্ম ভিক্ষুকে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে : ভন্তে, সংঘ আমাকে প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রদান করায় আমি

সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার ভন্তে সংঘ... তৃতীয়বার ভন্তে সংঘ,... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক প্রতিস্মরণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক প্রতিস্মরণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক প্রতিস্মরণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

প্রতিস্মরণীয় (মিটমাট) কর্ম সমাপ্ত।

৫. আপত্তি বা অপরাধ অস্বীকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৪৬. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ কৌশাম্বীতে ঘোষিতারাম বিহারে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন আপত্তি বা অপরাধ করে সেই অপরাধ অদর্শন তথা স্বীকার করতে চাইতেন না। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারা ক্ষোভ (অসন্তোষ), নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, কেন আয়ুষ্মান ছন্ন অপরাধ করে তা স্বীকার করতে চাইছে না? অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে তা স্বীকার করছে না? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষের পক্ষে সেটা অনুচিত... অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষ কেনই অপরাধ করে তা (সে অপরাধ) স্বীকার করতে চাইছে না? ভিক্ষুগণ,তার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে অপরাধ স্বীকার না করা হেতু সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ[১] অর্থাৎ সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার অযোগ্য হিসেবে উৎক্ষেপণীয় কর্ম (সাময়িক অব্যহতি) প্রদান করুক।

দণ্ড প্রদানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা করতে হবে। প্রথমে ছন্ন ভিক্ষুকে তার দোষ জানাবে। জানিয়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করিয়ে দোষ আরোপ করবে। দোষ আরোপ করিয়ে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘের কাছে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

৪৭. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে তা স্বীকার করতে চাইছেন না। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে অপরাধ স্বীকার না করা হেতু সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ (অর্থাৎ সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার) অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু

---

১. সম্ভোগ দুই প্রকার। যথা : ১) ধর্ম-সম্ভোগ, ২) আমিষ-সম্ভোগ। একসঙ্গে উপোসথ, প্রবারণাদি করার নাম ধর্ম-সম্ভোগ। একসঙ্গে আহারাদি করার নাম আমিষ-সম্ভোগ।

অপরাধ করে তা স্বীকার করতে চাইছেন না। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে অপরাধ করে তা স্বীকার না করার জন্য সম্ভোগ (অর্থাৎ সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার) অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অপরাধ করে তা স্বীকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে তা স্বীকার করতে চাইছেন না। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে অপরাধ করে তা স্বীকার না করার জন্য সম্ভোগ (অর্থাৎ সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার) অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অপরাধ করে তা স্বীকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অপরাধ করে তা স্বীকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, সব আবাসে (ভিক্ষুর বাসস্থানে) প্রচার করে দাও—অপরাধ করে তা স্বীকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘ কর্তৃক সম্ভোগের (সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার) অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হয়েছে।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৪৮. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অস্বীকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয় না, ২) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অস্বীকার উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) দেশিত

(অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার) অপরাধে করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ৩) যা দোষারোপ না করে করা হয়... ১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যতার (অর্থাৎ সংঘের একাংশ) দ্বারা করা হয়... ১) যা জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দেশিত অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩ অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৪৯. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অস্বীকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস করে হয়, ৩) প্রতিজ্ঞা করে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অস্বীকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ৩) দোষ আরোপ করে করা হয়... ১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্রের (উপস্থিত সংঘের ঐকমত্যের) দ্বারা করা হয়... ১) যা জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা প্রতিজ্ঞা করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা

করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা অদেশিত অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

৫০. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অস্বীকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, ৩) যেই ভিক্ষু প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অস্বীকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন অঙ্গ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয়

কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপ্রিয়, কলহপরায়ণ, বিবাদকারী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী হয়, ৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা সমাপ্ত।

তেয়াল্লিশটি ব্রত

(দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য)

৫১. হে ভিক্ষুগণ, কৃত অপরাধ স্বীকার না করায় যেই ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হয়েছে, তাকে যথার্থভাবে অনুবর্তী হতে হবে। যথার্থভাবে অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না (অর্থাৎ কাউকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে পারবে না), ৩) শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করিয়ে নিতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) অনুমতি মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যেই অপরাধের জন্য তথা কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্য সংঘ উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন, পুনরায় সেরূপ অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের নিন্দা করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের (অর্থাৎ বিনয়কর্ম পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ভিক্ষু তথা

কর্মবাক্য পাঠকারীকে) নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর (অর্থাৎ দণ্ডিত নন এমন নিরপরাধী ভিক্ষু) অভিবাদন গ্রহণ করতে পারবে না, ১২) প্রত্যুত্থান (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে আসন হতে উঠে সম্মান প্রদর্শন করা) গ্রহণ করতে পারবে না, ১৩) অঞ্জলিকর্ম (নমস্কার বা বন্দনা) গ্রহণ করতে পারবে না, ১৪) সমীচীন কর্ম (সম্মান-পূজা) গ্রহণ করতে পারবে না, ১৫) পরিশুদ্ধ ভিক্ষু দিয়ে নিজের আসন প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৬) শয্যা বা বিছানা প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৭) পা-ধোবার জল প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৮) পা রাখার পিঁড়ে বা তক্তা প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৯) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ (অর্থাৎ অভ্যাগত ভিক্ষুকে আগু বাড়িয়ে নিতে ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁর হস্ত হতে ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর গ্রহণ) করে নিতে পারবে না, ২০) স্নানের সময় অঙ্গ-মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে পারবে না, ২১) পরিশুদ্ধ বা অদণ্ডিত ভিক্ষুর শীল লঙ্ঘনের দোষারোপ করতে পারবে না, ২২) আচার (চালচলন সম্বন্ধীয় সদাচার) লঙ্ঘনের দোষারোপ করতে পারবে না, ২৩) দৃষ্টিভ্রষ্ট (মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন) হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, ২৪) মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, ২৫) এক ভিক্ষুর সঙ্গে অন্য আরেক ভিক্ষুর ভেদ সৃষ্টি করে দিতে পারবে না, ২৬) গৃহীদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করতে পারবে না, ২৮) তীর্থিয়দের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না, ২৯) ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না, ৩০) ভিক্ষুশিক্ষা শিক্ষা করতে পারবে না, ৩১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একাচ্ছন্ন অর্থাৎ একছাদযুক্ত বিহারে বাস করতে পারবে না, ৩২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত অনাবাসে তথা খালিস্থানে বাস করতে পারবে না, ৩৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত বিহারে বা খালিস্থানে বাস করতে পারবে না, ৩৪) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে উঠে দাঁড়াতে হবে, ৩৫) বিহারের ভেতরে অথবা বাইরে অদণ্ডিত ভিক্ষুর অমর্যাদা করতে পারবে না, ৩৬) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ৩৭) অদণ্ডিত ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ৩৮) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলতে পারবে না, ৩৯) কোনো আদেশ দিতে পারবে না, ৪০) কিছু বলার জন্য অবকাশ চাইতে পারবে না, ৪১) দোষ আরোপ করতে পারবে না, ৪২) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, ৪৩) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না।

তেয়াল্লিশটি ব্রত সমাপ্ত।

৫২. অতঃপর সংঘ কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সঙ্গে সম্ভোগ (সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার) অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করলেন। কৃত অপরাধ অস্বীকার করা হেতু সংঘ উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় ছন্ন সেই আবাস ত্যাগ করে অন্য আবাসে চলে গেলেন। সেখানে আবাসিক ভিক্ষুরা তাঁকে অভিবাদন করলেন না। প্রত্যুত্থান করলেন না। অঞ্জলিকর্ম বা বন্দনাদি করলেন না। সমীচীন কর্ম বা সম্মান ও সদ্ভাবসূচক আচরণ করলেন না। সৎকার করলেন না। গৌরব করলেন না। মান্য বা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন না। পূজা করলেন না। ভিক্ষুগণ তাঁর সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা না করায় তিনি সেই আবাস হতে অন্য এক আবাসে চলে গেলেন। সেখানকার ভিক্ষুরাও তাকে অভিবাদন করলেন না। প্রত্যুত্থান করলেন না। গৌরব করলেন না। মান্য করলেন না। পূজা করলেন না। এই ভিক্ষুগণও তাকে সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা না করায় তিনি এই আবাস হতে অন্য আরেক আবাসে চলে গেলেন। তৎস্থানের ভিক্ষুগণও তাকে অভিবাদন করলেন না। প্রত্যুত্থান করলেন না। অঞ্জলিকর্ম করলেন না। সমীচীন কর্ম করলেন না। সৎকার করলেন না। গৌরব করলেন না। মান্য করলেন না। পূজা করলেন না। এখানকার ভিক্ষুগণও তাকে সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা না করায় তিনি পুনঃ কৌশাম্বীতে ফিলে আসলেন। এবার সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত হলেন। মান ত্যাগ করলেন। দোষমুক্তির অনুরূপে চললেন। এক পর্যায়ে ভিক্ষুসংঘের কাছে বললেন, বন্ধুগণ, কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে সংঘ আমাকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন আমাকে আর কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করুক।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয়

৫৩. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করা হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় (অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে রাখে), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায়, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, ৫) অনুমতি

প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে। ভিক্ষুগণ এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করা হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্যে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর অভিবাদন গ্রহণ করে, ২) প্রত্যুত্থান গ্রহণ করে, ৩) অঞ্জলিকর্ম গ্রহণ করে, ৪) সমীচীন কর্ম গ্রহণ করে, ৫) আসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শয্যাসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে, ২) পা-ধোবার জল প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে, ৩) পা-রাখার পিঁড়ে বা কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে, ৪) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ কর্ম গ্রহণ করে, ৫) স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন কর্ম গ্রহণ করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শীল লঙ্ঘনের দোষারোপ করে, ২) আচার লঙ্ঘনের দোষারোপ করে, ৩) দৃষ্টিভ্রষ্ট বা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে, ৪) মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে, ৫) এক ভিক্ষুর সঙ্গে আরেক ভিক্ষুর ভেদ সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) গৃহীদের পোশাক পরিধান করে, ২) তীর্থিয়দের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করে, ৩) তীর্থিয়দের সেবা-মান্য করে, ৪) ভিক্ষুদের সেবা-মান্য করে না, ৫) ভিক্ষু-শিক্ষা শিক্ষা করে না। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করে, ২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত খালিস্থানে বাস করে, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাস কিংবা খালিস্থানে বাস করে, ৪) অদণ্ডিত ভিক্ষু দেখে আসন হতে উঠে দাঁড়ায় না, ৫) বিহারের ভেতরে অথবা বাইরে অদণ্ডিত ভিক্ষুকে অমর্যাদা করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই আট কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, ২) প্রবারণা স্থগিত করে, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে উপদেশের ছলে কিছু বলে, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ করে, ৫) হুকুম জারি করে, ৬) দোষ আরোপ করে তথা দোষী বলে অভিহিত করে, ৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দেয়, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয়

৫৪. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে না, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় না (অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে রাখে না), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায় না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না,

৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে না। ভিক্ষুগণ এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করা হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্যে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে না, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে না, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে না, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে না, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর অভিবাদন গ্রহণ করে না, ২) প্রত্যুত্থান গ্রহণ করে না, ৩) অঞ্জলিকর্ম গ্রহণ করে না, ৪) সমীচীন কর্ম গ্রহণ করে না, ৫) আসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শয্যাসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না, ২) পা-ধোবার জল প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না, ৩) পা-রাখার পিঁড়ে বা কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না, ৪) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ কর্ম গ্রহণ করে না, ৫) স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন কর্ম গ্রহণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শীল লজ্ঘনের দোষারোপ করে না, ২) আচার লজ্ঘনের দোষারোপ করে না, ৩) দৃষ্টিভ্রষ্ট বা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে না, ৪) মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে না, ৫) এক ভিক্ষুর সঙ্গে আরেক ভিক্ষুর ভেদ সৃষ্টি করে দেয় না। ভিক্ষুগণ,

এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) গৃহীদের পোশাক পরিধান করে না, ২) তীর্থিয়দের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করে না, ৩) তীর্থিয়দের সেবা-মান্য করে না, ৪) ভিক্ষুদের সেবা-মান্য করে, ৫) ভিক্ষু-শিক্ষা শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করে না, ২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত খালিস্থানে বাস করে না, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাস কিংবা খালিস্থানে বাস করে না, ৪) অদণ্ডিত ভিক্ষু দেখে আসন হতে উঠে দাঁড়ায়, ৫) বিহারের ভেতরে অথবা বাইরে অদণ্ডিত ভিক্ষুকে অমর্যাদা করে না। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই আট কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে না, ২) প্রবারণা স্থগিত করে না, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে উপদেশের ছলে কিছু বলে না, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ করে না, ৫) হুকুম জারি করে না, ৬) দোষ আরোপ করে তথা দোষী বলে অভিহিত করে না, ৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দেয় না, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয় না। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ স্বীকার না করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

দণ্ড প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিধি

৫৫. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রত্যাহার করবে। ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে :

ভন্তে, সংঘ আমাকে কৃত অপরাধ স্বীকার না করা হেতু উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন কৃত অপরাধ অস্বীকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার ভন্তে, সংঘ... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি কৃত অপরাধ অস্বীকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে ছন্ন ভিক্ষুর উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অস্বীকার করাতে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান ছন্ন ভিক্ষুর উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে বা খুলে বলতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অস্বীকার করাতে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান ছন্ন ভিক্ষুর উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায়

প্রকাশ করতে বা খুলে বলতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

কৃত অপরাধ অস্বীকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

৬. অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৫৬. সে-সময় ভগবান বুদ্ধ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন অপরাধ করে সে অপরাধ প্রতিকার করতে চাইতেনা না। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারা ক্ষোভ (অসন্তোষ), নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, কেন আয়ুষ্মান ছন্ন অপরাধ করে সেই অপরাধ প্রতিকার করতে চাইছে না? অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে জানালেন।

ভগবান এ বিষয়ে, এ হেতুতে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে সে অপরাধ প্রতিকার করতে চাইছে না? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষের পক্ষে... অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষ কেন অপরাধ করে সেই অপরাধের প্রতিকার করতে চাইছে না? ভিক্ষুগণ, তার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে অপরাধ প্রতিকার না করার কারণে সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ অর্থাৎ সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার অযোগ্য হিসেবে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করুক।

দণ্ড প্রদানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা করতে হবে। প্রথমে ছন্ন ভিক্ষুকে তার দোষ জানাবে। জানিয়ে শ্রবণ করাবে। স্মরণ করিয়ে দোষ আরোপ করবে। দোষ আরোপ করিয়ে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘের কাছে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে তা প্রতিকার করতে চাইছেন না। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে অপরাধ প্রতিকার না করা হেতু সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ (অর্থাৎ সংঘের সঙ্গে একত্রে বাস করার) অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান

করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে তা প্রতিকার করতে চাইছেন না। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে অপরাধ করে তা প্রতিকার না করার জন্য সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অপরাধ করে তা প্রতিকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে তা প্রতিকার করতে চাইছেন না। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে অপরাধ করে তা প্রতিকার না করার জন্য সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অপরাধ করে তা প্রতিকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অপরাধ করে তা প্রতিকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, সব আবাসে (ভিক্ষুর বাসস্থানে) প্রচার করে দাও—অপরাধ করে তা প্রতিকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘ কর্তৃক সম্ভোগের অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হয়েছে।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৫৭. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয় না, ২) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অস্বীকার উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত

উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) দেশিত (অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার) অপরাধে করা হয়।... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ৩) যা দোষারোপ না করে করা হয়... ১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যতার (অর্থাৎ সংঘের একাংশ) দ্বারা করা হয়... ১) যা জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দেশিত অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যতার দ্বারা করা হয়... ১) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যতার দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যতার দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত নিয়মবহির্ভূত
দ্বাদশ প্রকার উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৫৮. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস করে হয়, ৩) প্রতিজ্ঞা করে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) দেশনাগামী

অপরাধে করা হয়, ৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ৩) দোষ আরোপ করে করা হয়... ১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্রের (উপস্থিত সংঘের ঐকমত্যের) দ্বারা করা হয়... ১) যা জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা প্রতিজ্ঞা করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা অদেশিত অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত নিয়মসম্মত
দ্বাদশ প্রকার উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

৫৯. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, ৩) যেই ভিক্ষু প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন অঙ্গ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ,

সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপ্রিয়, কলহপরায়ণ, বিবাদকারী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী হয়, ৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা সমাপ্ত।

তেয়াল্লিশটি ব্রত

(দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য)

৬০. হে ভিক্ষুগণ, কৃত অপরাধ অপ্রতিকারে যেই ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হয়েছে, তাকে যথার্থভাবে অনুবর্তী হতে হবে। যথার্থভাবে অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না (অর্থাৎ কাউকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে পারবে না), ৩) শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করিয়ে নিতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) অনুমতি মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যেই অপরাধের জন্য তথা কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্য সংঘ উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন, পুনরায় সেরূপ অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের নিন্দা করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের (অর্থাৎ বিনয়কর্ম পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ভিক্ষু তথা কর্মবাক্য পাঠকারীকে) নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর (অর্থাৎ দণ্ডিত নন এমন নিরপরাধী ভিক্ষু) অভিবাদন গ্রহণ করতে পারবে না, ১২) প্রত্যুত্থান (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে আসন হতে উঠে সম্মান প্রদর্শন করা) গ্রহণ করতে পারবে না, ১৩) অঞ্জলিকর্ম (নমস্কার বা বন্দনা) গ্রহণ করতে পারবে না, ১৪) সমীচীন কর্ম (সম্মান-পূজা) গ্রহণ করতে পারবে না, ১৫) পরিশুদ্ধ ভিক্ষু দিয়ে নিজের আসন প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৬) শয্যা বা বিছানা প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৭) পা-ধোবার জল প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৮) পা রাখার পিঁড়ে বা তক্তা প্রস্তুত করে নিতে পারবে না, ১৯) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ (অর্থাৎ অভ্যাগত ভিক্ষুকে আগু বাড়িয়ে নিতে ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁর হস্ত হতে ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর গ্রহণ) করে নিতে পারবে না, ২০) স্নানের সময় অঙ্গ-মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে পারবে না, ২১) পরিশুদ্ধ বা অদণ্ডিত ভিক্ষুর শীল লঙ্ঘনের দোষারোপ করতে পারবে না, ২২) আচার (চালচলন সম্বন্ধীয় সদাচার) লঙ্ঘনের দোষারোপ করতে পারবে না, ২৩) দৃষ্টিভ্রষ্ট (মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন) হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, ২৪) মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, ২৫) এক ভিক্ষুর সঙ্গে অন্য আরেক ভিক্ষুর ভেদ সৃষ্টি করে দিতে পারবে না, ২৬) গৃহীদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করতে পারবে না, ২৮) তীর্থিয়দের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না, ২৯) ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না, ৩০)

ভিক্ষুশিক্ষা শিক্ষা করতে পারবে না, ৩১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একাচ্ছন্ন অর্থাৎ একছাদযুক্ত বিহারে বাস করতে পারবে না, ৩২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত অনাবাসে তথা খালিস্থানে বাস করতে পারবে না, ৩৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত বিহারে বা খালিস্থানে বাস করতে পারবে না, ৩৪) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে উঠে দাঁড়াতে হবে, ৩৫) বিহারের ভেতরে অথবা বাইরে অদণ্ডিত ভিক্ষুর অমর্যাদা করতে পারবে না, ৩৬) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ৩৭) অদণ্ডিত ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ৩৮) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলতে পারবে না, ৩৯) কোনো আদেশ দিতে পারবে না, ৪০) কিছু বলার জন্য অবকাশ চাইতে পারবে না, ৪১) দোষ আরোপ করতে পারবে না, ৪২) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, ৪৩) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না।

অপরাধ অপ্রতিকারে উৎক্ষেপণীয় কর্মে তেয়াল্লিশটি ব্রত সমাপ্ত।

৬১. অতঃপর সংঘ কৃত অপরাধ অপ্রতিকারের জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সঙ্গে সম্ভোগ (সংঘের সঙ্গে একত্রে থাকার) অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করলেন। কৃত অপরাধ অপ্রতিকারের হেতু সংঘ উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় ছন্ন সেই আবাস ত্যাগ করে অন্য আবাসে চলে গেলেন। সেখানে আবাসিক ভিক্ষুরা তাঁকে অভিবাদন করলেন না। প্রত্যুত্থান করলেন না। অঞ্জলিকর্ম বা বন্দনাদি করলেন না। সমীচীন কর্ম বা সম্মান ও সদ্ভাবসূচক আচরণ করলেন না। সৎকার করলেন না। গৌরব করলেন না। মান্য বা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন না। পূজা করলেন না। ভিক্ষুগণ তাঁর সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা না করায় তিনি সেই আবাস হতে অন্য এক আবাসে চলে গেলেন। সেখানকার ভিক্ষুরাও তাকে অভিবাদন করলেন না। প্রত্যুত্থান করলেন না। গৌরব করলেন না। মান্য করলেন না। পূজা করলেন না। এই ভিক্ষুগণও তাকে সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা না করায় তিনি এই আবাস হতে অন্য আরেক আবাসে চলে গেলেন। তৎস্থানের ভিক্ষুগণও তাকে অভিবাদন করলেন না। প্রত্যুত্থান করলেন না। অঞ্জলিকর্ম করলেন না। সমীচীন কর্ম করলেন না। সৎকার করলেন না। গৌরব করলেন না। মান্য করলেন না। পূজা করলেন না। এখানকার ভিক্ষুগণও তাকে সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা না করায় তিনি পুনঃ কৌশাম্বীতে ফিলে আসলেন। এবার সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত হলেন। মান ত্যাগ করলেন।

দোষমুক্তির অনুরূপে চললেন। এক পর্যায়ে ভিক্ষুসংঘের কাছে বললেন, বন্ধুগণ, কৃত অপরাধ অপ্রতিকারের কারণে সংঘ আমাকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে রত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন আমাকে আর কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকারের কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করুক।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয়

৬২. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় (অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে রাখে), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায়, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে। ভিক্ষুগণ এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্যে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর অভিবাদন গ্রহণ করে, ২) প্রত্যুত্থান গ্রহণ করে, ৩) অঞ্জলিকর্ম গ্রহণ করে, ৪) সমীচীন কর্ম গ্রহণ করে, ৫) আসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শয্যাসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে, ২) পা-ধোবার জল

প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে, ৩) পা-রাখার পিঁড়ে বা কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে, ৪) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ কর্ম গ্রহণ করে, ৫) স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন কর্ম গ্রহণ করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শীল লঙ্ঘনের দোষারোপ করে, ২) আচার লঙ্ঘনের দোষারোপ করে, ৩) দৃষ্টিভ্রষ্ট বা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে, ৪) মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে, ৫) এক ভিক্ষুর সঙ্গে আরেক ভিক্ষুর ভেদ সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) গৃহীদের পোশাক পরিধান করে, ২) তীর্থিয়দের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করে, ৩) তীর্থিয়দের সেবা-মান্য করে, ৪) ভিক্ষুদের সেবা-মান্য করে না, ৫) ভিক্ষু-শিক্ষা শিক্ষা করে না। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করে, ২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত খালিস্থানে বাস করে, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাস কিংবা খালিস্থানে বাস করে, ৪) অদণ্ডিত ভিক্ষু দেখে আসন হতে উঠে দাঁড়ায় না, ৫) বিহারের ভেতরে অথবা বাইরে অদণ্ডিত ভিক্ষুকে অমর্যাদা করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই আট কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, ২) প্রবারণা স্থগিত করে, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে উপদেশের ছলে কিছু বলে, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ করে, ৫) হুকুম জারি করে, ৬) দোষ আরোপ করে তথা দোষী বলে অভিহিত করে, ৭)

দোষ স্মরণ করিয়ে দেয়, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

অপরাধ অপ্রতিকারে তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয়

৬৩. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে না, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় না (অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে রাখে না), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায় না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে না। ভিক্ষুগণ এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্যে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে না, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে না, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে না, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে না, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না... ১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর অভিবাদন গ্রহণ করে না, ২) প্রত্যুত্থান গ্রহণ করে না, ৩) অঞ্জলিকর্ম গ্রহণ করে না, ৪) সমীচীন কর্ম গ্রহণ করে না, ৫) আসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না... ১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শয্যাসন প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না, ২) পা-ধোবার জল প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না, ৩) পা-রাখার পিঁড়ে বা কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তুত-কর্ম গ্রহণ করে না, ৪) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ কর্ম গ্রহণ করে না, ৫) স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন কর্ম গ্রহণ করে না... ১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর শীল লজ্ঘনের দোষারোপ করে না, ২) আচার লজ্ঘনের দোষারোপ করে না, ৩) দৃষ্টিভ্রষ্ট বা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে না, ৪) মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করে না, ৫) এক ভিক্ষুর সঙ্গে আরেক ভিক্ষুর ভেদ সৃষ্টি করে দেয় না... ১) গৃহীদের পোশাক পরিধান করে না, ২) তীর্থিয়দের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করে না, ৩) তীর্থিয়দের সেবা-মান্য করে না, ৪) ভিক্ষুদের সেবা-মান্য করে, ৫) ভিক্ষু-শিক্ষা শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত

অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করে না, ২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত খালিস্থানে বাস করে না, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাস কিংবা খালিস্থানে বাস করে না, ৪) অদণ্ডিত ভিক্ষু দেখে আসন হতে উঠে দাঁড়ায়, ৫) বিহারের ভেতরে অথবা বাইরে অদণ্ডিত ভিক্ষুকে অমর্যাদা করে না। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই আট কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে না, ২) প্রবারণা স্থগিত করে না, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে উপদেশের ছলে কিছু বলে না, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ করে না, ৫) হুকুম জারি করে না, ৬) দোষ আরোপ করে তথা দোষী বলে অভিহিত করে না, ৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দেয় না, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয় না। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু উৎক্ষেপণীয় কর্মে
তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

৬৪. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রত্যাহার করবে। ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে : ভন্তে, সংঘ আমাকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি। এখন কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার ভন্তে, সংঘ... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন,

দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে বা খুলে বলতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন, মান ত্যাগ করেছেন, দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অপ্রতিকার হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে বা খুলে বলতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক ছন্ন ভিক্ষুর কৃত অপরাধ অস্বীকার করার কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অপরাধ অপ্রতিকারে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

৭. পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৬৫. সে-সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন অরিষ্ট নামক পূর্বের গন্ধবাধি এক ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম

জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম (বা বিষয়) অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ বা সম্পাদন করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না। জনৈক ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন অরিষ্ট নামক পূর্বের গন্ধবাদি এক ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। তিনি এরূপ বলছেন, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না। এরপর সেই ভিক্ষুগণ অরিষ্ট নামক পূর্বের গন্ধবাদি ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হলেন। অরিষ্ট ভিক্ষুকে বললেন, বন্ধু অরিষ্ট, সত্যিই কি তোমার এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে যে, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না? অরিষ্ট ভিক্ষু বললেন, হ্যাঁ বন্ধু, আমি তথাগতের দেশিত এরূপ জেনেছি যে, ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না।

বন্ধু অরিষ্ট, এরূপ বলবেন না, ভগবানকে নিন্দা করবেন না। এভাবে বলে ভগবানকে নিন্দা করা উচিত নয়। অরিষ্ট, ভগবান কর্তৃক তো অনেক পর্যায়ে অন্তরায়কর ধর্মগুলো অন্তরায়কর বলে ব্যক্ত হয়েছে। সেগুলো আচরণে নিশ্চিত অন্তরায় হয়। যেমন, ভগবান কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে—কাম অল্পস্বাদযুক্ত কিন্তু বহু দুঃখকর, বহু হা-হুতাশজনক ও বহু উপদ্রবপূর্ণ। কাম অস্থি-কঙ্কাল সদৃশ বহু দুঃখকর, বহু হা–হুতাশজনক ও বহু উপদ্রবপূর্ণ। কাম মাংস-পেশি উপমেয় বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম তৃণমশাল (শুষ্ক তৃণ দ্বারা প্রস্তুত করা মশাল)-সম বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম স্বপ্ন সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম যাচক উপমেয় বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম বৃক্ষের ফল (যে ফলের কারণে বৃক্ষের শাখাগুলো ভেঙে পড়ে) সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম কসাইখানা সম বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম শক্তিশূল (বর্শা) সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম সর্পশিরসম বহু দুঃখকর, বহু হা–হুতাশজনক ও বহু উপদ্রবপূর্ণ।

সেই ভিক্ষুগণ দ্বারা অরিষ্ট নামক পূর্বের গন্ধবাদি ভিক্ষুকে এভাবে বলা হলেও তিনি সেই পাপদৃষ্টিতে অবিচল রইলেন, সুদৃঢ় রইলেন। স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিনিবিষ্ট থাকলেন, বন্ধু, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম (বা বিষয়) অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ বা সম্পাদন করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না। ভিক্ষুগণ অরিষ্ট

ভিক্ষুর এই পাপদৃষ্টি দূর করতে অক্ষম হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধকে এই বিষয় জানালেন।

তখন ভগবান এ নিদানে, এ হেতুতে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অরিষ্ট সত্যিই কি তোমার এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে যে, তুমি বলতেছ, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না? "হ্যাঁ ভন্তে, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না।" ভগবান বললেন, তুমি কেমন মোঘপুরুষ যে, আমার কর্তৃক দেশিত ধর্মকে এভাবে জ্ঞাত হলে? মোঘপুরুষ, আমার দ্বারা কী অনেক পর্যায়ে এই অন্তরায়কর ধর্মগুলো ব্যক্ত হয়নি? সেগুলো আচরণে নিশ্চিত অন্তরায় হয়। যেমন, কাম অল্পস্বাদযুক্ত কিন্তু বহু দুঃখকর, বহু হা-হুতাশজনক ও বহু উপদ্রবপূর্ণ। কাম মাংসপেশি উপমেয় বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম তৃণমশাল (শুষ্ক তৃণ দ্বারা প্রস্তুত করা মশাল)-সম বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম স্বপ্ন সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম যাচক উপমেয় বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম বৃক্ষের ফল (যে ফলের কারণে বৃক্ষের শাখাগুলো ভেঙে পড়ে) সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম কসাইখানাসম বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম শক্তিশূল (বর্শা) সদৃশ বহু দুঃখকর... উপদ্রবপূর্ণ। কাম সর্পশিরসম বহু দুঃখকর, বহু হা–হুতাশজনক ও বহু উপদ্রবপূর্ণ। তথাপি তুমি মোঘপুরুষ, স্বীয় ভুল ধারণা (বা মিথ্যাদৃষ্টি)-বশে পাপদৃষ্টিপরায়ণ হয়ে আমায় নিন্দা করে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করেছ। বহু অপুণ্য সঞ্চয় করেছ। মোঘপুরুষ, এটি তোমার সুদীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হবে।

হে মোঘপুরুষ, তোমার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা কররেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করুক, সংঘ তাকে সম্ভোগ অযোগ্য (ঘোষণা) করুক।

দণ্ড প্রদানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা করতে হবে। প্রথমে অরিষ্ট ভিক্ষুকে তা দোষ

জানাবে। জানিয়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করিয়ে দোষ আরোপ করবে। দোষ আরোপ করিয়ে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘের কাছে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

৬৬. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—'আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না'। তিনি সেই দৃষ্টি পরিত্যাগ করছেন না। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়. তাহলে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে সংঘ পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য হিসেবে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—'আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না'। তিনি সেই দৃষ্টি পরিত্যাগ করছেন না। তাই সংঘ পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদুষ্টি অপরিত্যাগের জন্য সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—'আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি। ভগবান কর্তৃক যেসব ধর্ম অন্তরায়কর হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আচরণ করলে কোনো প্রকার অন্তরায় হয় না'। তিনি সেই দৃষ্টি পরিত্যাগ করছেন না। তাই সংঘ পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদুষ্টি অপরিত্যাগের জন্য সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে পূর্বের

গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুকে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, সব আবাসে (ভিক্ষুর বাসস্থানে) প্রচার করে দাও—অপরাধ করে তা প্রতিকার না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘ কর্তৃক সম্ভোগের অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হয়েছে।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৬৭. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয় না, ২) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) দেশিত (অন্য ভিক্ষুর সম্মুখে নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার) অপরাধে করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ৩) যা দোষারোপ না করে করা হয়... ১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যতার (অর্থাৎ সংঘের একাংশ) দ্বারা করা হয়... ১) যা জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা অদেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দেশিত অপরাধে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা স্মরণ না করিয়ে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, ২) অধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) অনৈক্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন

কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত উৎক্ষেপণীয় কর্ম

৬৮. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) জিজ্ঞেস করে হয়, ৩) প্রতিজ্ঞা করে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিন কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। সেই তিন কারণ হলো—১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ৩) দোষ আরোপ করে করা হয়... ১) যা সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্রের (উপস্থিত সংঘের ঐকমত্যের) দ্বারা করা হয়... ১) যা জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা প্রতিজ্ঞা করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা আপত্তি অনুসারে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দেশনাগামী অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা অদেশিত অপরাধে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ জিজ্ঞেস করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ স্মরণ করিয়ে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়... ১) যা দোষ আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মের দ্বারা করা হয়, ৩) ঐকমত্যের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

৬৯. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, ৩) যেই ভিক্ষু প্রব্রজিত জীবনের অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন অঙ্গ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপ্রিয়, কলহপরায়ণ, বিবাদকারী এবং সংঘের কাছে নিয়ত অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী হয়, ৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়,

৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে। সেই তিন কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণযুক্ত ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করবে।

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা সমাপ্ত।

তেয়াল্লিশটি ব্রত

(দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তৃব্য)

৭০. হে ভিক্ষুগণ, পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে যেই ভিক্ষুকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করা হয়েছে, তাকে যথার্থভাবে অনুবর্তী হতে হবে। যথার্থভাবে অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না (অর্থাৎ কাউকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে পারবে না), ৩) শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করিয়ে নিতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) অনুমতি মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যেই অপরাধের জন্য তথা কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্য সংঘ উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করছেন, পুনরায় সেরূপ অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের নিন্দা করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের (অর্থাৎ বিনয়কর্ম পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ভিক্ষু তথা কর্মবাক্য পাঠকারীকে) নিন্দা করতে পারবে না... অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ৩৭) অদণ্ডিত ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ৩৮) উপদেশের ছলে কিছু বলার থাকলেও বলতে পারবে না, ৩৯) কোনো আদেশ দিতে পারবে না, ৪০) কিছু বলার জন্য অবকাশ চাইতে পারবে না, ৪১) দোষ আরোপ করতে পারবে না, ৪২) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, ৪৩) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না।

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্মে তেয়াল্লিশটি ব্রত সমাপ্ত।

৭১. অতঃপর সংঘ পাপদৃষ্টি ত্যাগ না করার জন্য পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষুকে সংঘের সঙ্গে সম্ভোগ অযোগ্য বলে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করলেন। পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না করার কারণে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় সেই অরিষ্ট ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব ধর্ম ত্যাগ করলো। এতে যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তাঁরা এ বলে ক্ষোভ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বিরক্ত বা অসন্তোষ করতে লাগলেন, কেন পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষু পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে ভিক্ষুত্ব ধর্ম ত্যাগ করেছে? সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি পূর্বের গন্ধবাদি অরিষ্ট ভিক্ষু পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে ভিক্ষুত্ব ধর্ম ত্যাগ করেছে? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষের পক্ষে... অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষ কেন পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে ভিক্ষুত্ব ধর্ম ত্যাগ করেছে? ভিক্ষুগণ, তার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার না করুক।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয়

৭২. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় (অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে রাখে), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায়, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে। ভিক্ষুগণ এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্যে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে, ৫)

কর্মকারকের নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়... ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই আট কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, ২) প্রবারণা স্থগিত করে, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে উপদেশের ছলে কিছু বলে, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ করে, ৫) হুকুম জারি করে, ৬) দোষ আরোপ করে তথা দোষী বলে অভিহিত করে, ৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দেয়, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্মে
তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড অপ্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয়

৭৩. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত নয়। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) যেই ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করে না, ২) অপরজনকে আশ্রয় দেয় না (অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে রাখে না), ৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা-শুশ্রূষাদি করায় না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না, ৫) অনুমতি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করে না। ভিক্ষুগণ এই পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, অন্য পাঁচ কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই পাঁচ কারণ হলো—১) সংঘ যেই কৃত অপরাধ স্বীকার না করার জন্যে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করেছেন, পুনঃ সেই অপরাধ করে না, ২) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করে না, ৩) তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ করে না, ৪) বিনয়কর্মের নিন্দা করে না, ৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না... ভিক্ষুগণ, আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত। সেই আট কারণ হলো—১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে না, ২) প্রবারণা স্থগিত করে না, ৩) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে উপদেশের ছলে কিছু বলে না, ৪) জ্ঞাত বিষয়ে আদেশ করে না, ৫) হুকুম জারি করে না, ৬) দোষ আরোপ করে

তথা দোষী বলে অভিহিত করে না, ৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দেয় না, ৮) ভিক্ষুগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয় না। ভিক্ষুগণ, এই আট কারণযুক্ত ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত।

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্মে
তেয়াল্লিশ প্রকার দণ্ড প্রত্যাহরণীয় বিষয় সমাপ্ত।

দণ্ড প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিধি

৭৪. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রত্যাহার করবে। পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুকে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে : ভন্তে, সংঘ আমাকে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করায় আমি সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। দোষমুক্তির অনুরূপে চলছি।এখন পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার ভন্তে, সংঘ... তৃতীয়বার ভন্তে, সংঘ... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য ভিক্ষু সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই জনৈক ভিক্ষু পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন। মান ত্যাগ করেছেন। দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে প্রদত্ত জনৈক ভিক্ষুর উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই জনৈক ভিক্ষু পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন। মান ত্যাগ করেছেন। দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ জনৈক ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান জনৈক ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয়

কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি, ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই জনৈক ভিক্ষু পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপণীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালনে নিয়োজিত রয়েছেন। মান ত্যাগ করেছেন। দোষমুক্তির অনুরূপে চলেছেন। এখন তিনি পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের কারণে প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহারের প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ জনৈক ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করছেন। যেই আয়ুষ্মান জনৈক ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক জনৈক ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ-হেতু প্রদত্ত উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রত্যাহার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপণীয় কর্ম সমাপ্ত।

কর্ম অধ্যায় সমাপ্ত।

২. পারিবাসিক অধ্যায়

১. পারিবাসিক ব্রত

(প্রারম্ভিক কথা)

৭৫. সে-সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন পারিবাসিক (অর্থাৎ সংঘাদিশেষ অপরাধ-হেতু পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত এমন) ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ (পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত নন এমন নিরপরাধী) ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান (বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে বসে আসন হতে উঠে সম্মান প্রদর্শন করা), অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম (সম্মান ও সদ্ভাবসূচক আচরণ), আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে থাকলেন। এতে যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তাঁরা এ বলে ক্ষোভ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করছেন? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করছে? ভিক্ষুগণ বললেন, “হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য”। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ মোঘপুরুষদের পক্ষে... অকরণীয়। পারিবাসিক ভিক্ষুগণ কেন পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর বললেন, হে ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান,

অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে পারবে না। যে ভিক্ষু গ্রহণ করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠানুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুত-করণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন ও পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ, স্নানের সময় অঙ্গ-মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, পারিবাসিক ভিক্ষুগণের এই পাঁচটি বিষয় জ্যেষ্ঠানুক্রম হবে। যথা : ১) উপোসথ, ২) প্রবারণা, ৩) বর্ষাসাটিক বা বর্ষাকালীন ব্যবহৃত স্নানের চীবর, ৪) বিসর্জন[১] ও ৫) ভোজনের অন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, তাহলে পারিবাসিক ভিক্ষুগণের জন্য প্রতিপালনীয় ব্রত জ্ঞাপন কররো। তাদেকে এগুলো ঠিক সেভাবে মেনে চলতে হবে।

৭৬-৭৯. হে ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষুগদের সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করতে হবে। সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করার নিয়ম এরূপ—১) কাউকে (নিজে গুরু হয়ে) উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না, ৩) শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করে নিতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) অনুমতি মিললেও উপদেশ দিতে পারবে না, ৬) যেই অপরাধের জন্য সংঘ পরিবাস (দণ্ড) প্রদান করছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, ৭) সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, ৮) সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, ৯) বিনয়কর্মের তথা

---

[১]। ওনোজনন্তি বিসজ্জনং বুচ্চতি। সচে হি পারিবাসিকস্স দ্বে তীনি উদ্দেসভত্তাদীনি পাপুণন্তি, অঞ্ঞা চস্স পুগ্গলিকভত্তপচ্চাসা হোতি, তীনি পটিপাটিযা গহেত্বা “ভন্তে, হেট্ঠা গাহেথ, অজ্জ ময্হং ভত্তপচ্চাসা অত্থি, স্বে গণ্হিস্সামী”তি বত্বা বিস্সজ্জেতব্বানি অর্থাৎ বির্সজনকে ওনোজন বলা হয়। যদি কোনো পারিবাসিক ভিক্ষু দুই বা তিনটি উদ্দেশ্যে করে প্রদত্ত ভোজনের নিমন্ত্রন পেয়ে থাকেন, অথচ তার পূর্বে গ্রহণ করা অন্য পুদ্গালিক ভাতের নিমন্ত্রণ থাকে। এমতাবস্থায় সেগুলো পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করে ‘ভন্তে, পরে গ্রহণ করুক, আজ আমার ভাতের নিমন্ত্রণ আছে, আগামীকাল গ্রহণ করব’ এই বলে বিসর্জন করতে হয়। (অট্ঠকথা)

পরিবাস অনুমোদন করা সংঘকর্মকে নিন্দা করতে পারবে না, ১০) কর্মকারকের তথা যাঁরা পরিবাস অনুমোদন সংঘকর্মে উপস্থিত ছিলেন, তাদের নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ১৩) অন্য ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ক কোনো কিছু বলতে পারবে না, ১৪) কোনো শাসন বা আদেশ দিতে পারবে না, ১৫) কোনো ভিক্ষুকে দোষারোপ করার অবকাশ[১] চাইতে পারবে না, ১৬) দোষ আরোপ করতে পারবে না, ১৭) দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না এবং ১৮) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের বিবাদে তথা অভিযোগের বিচারে যোগ দিতে পারবে না।

১৯) হে ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে গমণ করতে পারবে না, ২০) আগে উপবেশন করতে পারবে না, ২১) সংঘের যেগুলো সর্বশেষ আসন, শয্যাসন ও আবাস, সেগুলোই পারিবাসিক ভিক্ষুকে প্রদান করা হবে। আর তাকে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে।

২২) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পথ দেখিয়ে আগে আগে চলা কিংবা পেছন পেছন গমনকারী শ্রামণের (বা কনিষ্ঠ ভিক্ষু) সদৃশ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অনুগমনকারী হয়ে গৃহীর বাড়িতে যেতে পারবে না, ২৩) আরণ্যিক-ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, ২৪) পিণ্ডচারিক ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, ২৫) 'আমাকে না জানুক' তৎপ্রত্যয়ে পিণ্ডচরণ বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারবে না (অর্থাৎ অন্য ভিক্ষু আমাকে দেখলে তার কাছে গিয়ে পরিবাস ব্রত আরোচন বা প্রকাশ না করলে রাত্রিচ্ছেদ হয়, কাজেই 'সে আমাকে না জানুক' এই ভেবে ভিক্ষান্নই সংগ্রহ করব। এভাবে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা যাবে না)।

২৬) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু অন্য বিহারে গমন করলে (সেখানে অবস্থানরত ভিক্ষুদের সম্মুখে তাকে) স্বীয় পরিবাস ব্রতের কথা প্রকাশ করতে হবে, ২৭) (নিজে অবস্থানরত বিহারে) আগন্তুক ভিক্ষু আসলে তাদের সম্মুখেও পরিবাস ব্রতের কথা প্রকাশ করতে হবে, ২৮) উপোসথের সময় সমবেত ভিক্ষুসংঘের সামনে নিজের পরিবাস ব্রতের কথা প্রকাশ করতে হবে, ২৯) প্রবারণার সময় পরিবাস ব্রতের কথা প্রকাশ করতে হবে, ৩০) যদি অসুস্থ হয় (তথা অসুস্থতার কারণে সম্মুখে উপস্থিত হতে অপারগ হয়), তাহলে দূতের মাধ্যমে পরিবাস ব্রতের কথা প্রকাশ করতে হবে।

---

[১]। আয়ুষ্মান আমাকে অবকাশ বা অনুমতি দিন; "আমি বলতে ইচ্ছুক" এভাবে পরিশুদ্ধ ভিক্ষু হতে অবকাশ চাইতে পারবে না।

৩১) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে যেতে পারবে না।

৩২) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে[১] গমন করতে পারবে না। আবার, ৩৩) পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

৩৪) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না। আবার ৩৫) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না। ৩৬) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

৩৭) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না, ৩৮) আবার, ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না, এবং ৩৯) ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

৪০) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না—যেই আবাসে নানাসংবাসক[২] বা পৃথক (ভিন্ন) দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছেন, ৪১) আবার, ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেই অনাবাসে নানাসংবাসক বা ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছেন। তেমনি, ৪২) ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

৪৩) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে

---

[১] অনাবাসো নাম চেতিযঘর, বোধিঘরং, সম্মঞ্জনিঅট্টকো, পানীযমালো, বচ্চকুটি, দ্বারকোত্তি এবমাদি। অর্থাৎ চৈত্যগৃহ, বোধিগৃহ, ঝাড়ু রাখার মাচান, জলছত্র, স্নানাগার, দ্বারপ্রকোষ্ঠ প্রভৃতি।

[২]। নানাসংবাসকেহি সদ্ধিং বিনয়কম্মং কাতুং ন বট্টতি। তেসং অনারোচনেপি রত্তিচ্ছেদো নত্থি। অর্থাৎ পৃথক বা ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষুদের সাথে বিনয়কর্ম করা ঠিক নয়। তাদের সম্মুখে পরিবাসের কথা প্রকাশ না করলে রাত্রিচ্ছেদ হয় না।

না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে, ৪৪) আবার, ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে, ৪৫) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

৪৬) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে, ৪৭) আবার, ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে, ৪৮) ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

৮০. ভিক্ষুগণ, ৪৯) পারিবাসিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে—যেখানে সমানসংবাসক বা সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই (অর্থাৎ যেদিনে গমন করা হয়, সেদিনেই) পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়, ৫০) আবার, ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়, ৫১) ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

৫২) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়, ৫৩) আবার, ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

৫৪) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়, ৫৫) আবার, ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

৫৬) ভিক্ষুগণ, পারিবাসিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং

যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়, ৫৭) আবার, ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

৮১. হে ভিক্ষুগণ, ৫৮) পারিবাসিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত[১] আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, ৫৯) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৬০) একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৬১) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, ৬২) পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, ৬৩) একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; পরিশুদ্ধ ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

৮২. হে ভিক্ষুগণ, ৬৪) পারিবাসিক ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, ৬৫) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৬৬) একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৬৭) জ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, ৬৮) জ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষুর সঙ্গে সম আসনে বসতে পারবে না; জ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষু মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, ৬৯) একই চঙ্ক্রমন-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; জ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, ৭০) পারিবাসিক ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য (দণ্ডের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার যোগ্য) ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে

---

[১]। এখানে ছাদের সীমা বলা হয়েছে, ছাদ থেকে ঝড়ে পড়া বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট রেখা বরাবর। অর্থাৎ আবাসের ছাদগুলো যদি একটা ছাদ আরেকটা ছাদের এমন কাছাকাছি অর্থাৎ আবাসের ছাদগুলো যদি একটা ছাদ আরেকটা ছাদের এমন কাছাকাছি থাকে যে, সেগুলো বৃষ্টির পানিতে আলাদা আলাদা রেখা সৃষ্টি না করে; এরূপ হলে একছাদ হিসেবে গণ্য হবে।

না, ৭১) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৭২) একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৭৩) মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, ৭৪) মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে সম আসনে বসতে পারবে না; মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, ৭৫) একই চঙ্ক্রমণ-পথে একই চঙ্ক্রমন-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, ৭৬) মানত্তযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, ৭৭) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৭৮) একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৭৯) মানত্তযোগ্য ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, ৮০) মানত্তযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে সম আসনে বসতে পারবে না; মানত্তযোগ্য ভিক্ষু মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, ৮১) একই চঙ্ক্রমণ-পথে একই চঙ্ক্রমন-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; মানত্তযোগ্য ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, ৮২) মানত্তচারিক তথা মানত্তরত ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, ৮৩) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৮৪) একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৮৫) মানত্তরত ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, ৮৬) মানত্তচারিক ভিক্ষুর সঙ্গে সম আসনে বসতে পারবে না; মানত্তচারিক ভিক্ষু মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, ৮৭) একই চঙ্ক্রমণ-পথে একই চঙ্ক্রমন-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; মানত্তচারিক ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, ৮৮) আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, ৮৯) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৯০) একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, ৯১) আহ্বানার্হ বা

আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, ৯২) আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে সম আসনে বসতে পারবে না; আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, ৯৩) একই চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, ৯৪) হে ভিক্ষুগণ, যদি পারিবাসিক ভিক্ষুসহ মোট চারজন ভিক্ষু মিলে অন্য কোনো ভিক্ষুকে পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত প্রদান করে কিংবা পারিবাসিক ভিক্ষুসহ বিশজন ভিক্ষু একত্রিত হয়ে কোনো ভিক্ষুর জন্য আহ্বান কর্ম করে, তাহলে সেটা অধর্ম বা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলে অভিহিত হবে। এরূপ কর্ম করা অকরণীয় (তথা করা যাবে না)।

চুরানব্বই প্রকার পারিবাসিক ব্রত সমাপ্ত।

রাত্রিচ্ছেদের কথা

৮৩. তখন আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। উপবিষ্ট উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, পারিবাসিক ভিক্ষুর কত প্রকারে রাত্রিচ্ছেদ তথা রাত্রিযাপনের পূর্ণ ছেদন হয়? উত্তরে ভগবান বললেন, হে উপালি, পারিবাসিক ভিক্ষুর তিন প্রকারে রাত্রিচ্ছেদ হয়। যথা—১) রাতে একসঙ্গে অবস্থান করা, ২) বিপ্রবাস তথা আলাদা বাস (অর্থাৎ যেখানে পরিশুদ্ধ ভিক্ষু নেই, সেখানে বাস করা) এবং ৩) অনারোচন তথা প্রকাশ না করা (অর্থাৎ আগন্তুক ভিক্ষু আসলে তাদের সম্মুখে গিয়ে "আমি পরিবাস ব্রত পালন করছি" বলে প্রকাশ না করা)। উপালি, এই তিন প্রকারে পারিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ হয়।

পরিবাসব্রত নিক্ষেপ বা স্থগিত করা

৮৪. সেই সময় শ্রাবস্তীতে মহাভিক্ষুসংঘ একত্রিত হলেন। ফলে পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরিবাস (ব্রত) পালন করতে পারছিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। তখন ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভব হলে) পরিবাস নিক্ষেপ (স্থগিত) করবে।" ভিক্ষুগণ, এরূপে নিক্ষেপ করতে হবে। সেই

পারিবাসিক ভিক্ষুকে কোনো একজন (পরিশুদ্ধ) ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপে বলতে হবে : "পরিবাসং নিক্‌খিপামি" অর্থাৎ আমি পরিবাস নিক্ষেপ বা স্থগিত করছি। এভাবে পরিবাস স্থগিত করা হয়। "বত্তং নিক্‌খিপামি" অর্থাৎ আমি ব্রত নিক্ষেপ বা স্থগিত করছি। এভাবে ব্রত স্থগিত করা হয়।

পরিবাস গ্রহণ করা

৮৫. সেই সময় ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তী হতে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছেন। ফলে পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরিবাস (ব্রত) পালন করতে পারছেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। তখন ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভব হলে) পরিবাস গ্রহণ করবে।" ভিক্ষুগণ, এভাবে গ্রহণ করতে হবে। সেই পারিবাসিক ভিক্ষুকে কোনো একজন (পরিশুদ্ধ) ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : "পরিবাসং সমাদিযামি" অর্থাৎ আমি পরিবাস গ্রহণ করছি। এভাবে পরিবাস গ্রহণ করা হয়। "বত্তং সমাদিযামি" অর্থাৎ আমি ব্রত গ্রহণ করছি। এভাবে ব্রত গ্রহণ করা হয়।

পারিবাসিক ব্রত সমাপ্ত।

২. মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুর ব্রত

৮৬. সেই সময় মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে থাকলো। এতে যেসব ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা এ বলে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।" ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে

ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষদের পক্ষে... অকরণীয়। মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুগণ কেন পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে। ভিক্ষুগণ, তাদের এই কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর বললেন, হে ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুদের এই পাঁচটি বিষয় জ্যেষ্ঠতা অনুক্রম বলে পরিগণিত হবে। যথা : ১) উপোসথ, ২) প্রবারণা, ৩) বর্ষাসাটিক, ৪) বিসর্জন ও ৫) ভোজনের অন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এখন আমি মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুদের জন্য প্রতিপালনীয় ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। তাদের এগুলো অবশ্যই সঠিক ভাবে মেনে চলতে হবে।

৮৭. হে ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুদের সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করতে হবে। সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করার নিয়ম এরূপ : কাউকে (নিজে গুরু হয়ে) উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না, শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করে নিতে পারবে না, ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমতি নিতে পারবে না, অনুমতি মিললেও উপদেশ দিতে পারবে না, যেই অপরাধের জন্য সংঘ মূলেপ্রতিকর্ষণ (দণ্ড) প্রদান করছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, বিনয়কর্মের তথা পরিবাস অনুমোদন করা সংঘকর্মকে নিন্দা করতে পারবে না, কর্মকারকের তথা যাঁরা পরিবাস অনুমোদন সংঘকর্মে উপস্থিত ছিলেন, তাদের নিন্দা করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, অন্য ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ক কোনো কিছু বলতে পারবে না, কোনো শাসন বা আদেশ দিতে পারবে না, কোনো ভিক্ষুকে

দোষারোপ করার অবকাশ চাইতে পারবে না, দোষ আরোপ করতে পারবে না, দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না এবং পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের বিবাদে তথা অভিযোগের বিচারে যোগ দিতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে গমণ করতে পারবে না, আগে উপবেশন করতে পারবে না, সংঘের যেগুলো সর্বশেষ আসন, শয্যাসন ও আবাস, সেগুলোই মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুকে প্রদান করা হবে। আর তাকে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পথ দেখিয়ে আগে আগে চলা কিংবা পেছন পেছন গমনকারী শ্রামণের (বা কনিষ্ঠ ভিক্ষু) সদৃশ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অনুগমনকারী হয়ে গৃহীর বাড়িতে যেতে পারবে না, আরণ্যিক-ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, পিণ্ডচারিক ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, 'আমাকে না জানুক' তৎপ্রত্যয়ে পিণ্ডচরণ বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারবে না (অর্থাৎ অন্য ভিক্ষু আমাকে দেখলে তার কাছে গিয়ে মূলেপ্রতিকর্ষণ ব্রত আরোচন বা প্রকাশ না করলে রাত্রিচ্ছেদ হয়, কাজেই 'সে আমাকে না জানুক' এই ভেবে ভিক্ষান্নই সংগ্রহ কররো। এভাবে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা যাবে না)।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে যেতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায়

ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা আনাবাসে গমন করবে —যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; পরিশুদ্ধ ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-

পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু পারিবাসিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (পারিবাসিক ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (জ্যেষ্ঠ মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু মানত্তযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (মানত্তযোগ্য) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু মানত্তচারিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (মানত্তচারিক) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যদি মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুসহ মোট চারজন ভিক্ষু মিলে অন্য কোনো ভিক্ষুকে পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত প্রদান করে কিংবা মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুসহ বিশজন ভিক্ষু একত্রিত হয়ে কোনো ভিক্ষুর জন্য আহ্বান কর্ম করে, তাহলে সেটা অধর্ম বা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলে অভিহিত হবে। এরূপ কর্ম করা অকরণীয় (তথা করা যাবে না)।

মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুর ব্রত সমাপ্ত

৩. মানত্তযোগ্য ভিক্ষুর ব্রত

৮৮. সেই সময় মানত্তযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে থাকলো। এতে যেসব ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা এ বলে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন মানত্তযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি মানত্তযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।" ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষদের পক্ষে... অকরণীয়। মানত্তযোগ্য ভিক্ষুগণ কেন পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে। ভিক্ষুগণ, তাদের এই কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর বললেন, হে ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, মানত্তযোগ্য ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, মানত্তযোগ্য ভিক্ষুদের এই পাঁচটি বিষয় জ্যেষ্ঠতা অনুক্রম বলে পরিগণিত হবে। যথা : ১) উপোসথ, ২) প্রবারণা, ৩) বর্ষাসাটিক, ৪) বিসর্জন ও ৫) ভোজনের অন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এখন আমি মানত্তযোগ্য ভিক্ষুদের জন্য প্রতিপালনীয় ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। তাদের এগুলো অবশ্যই সঠিক ভাবে মেনে চলতে হবে।

৮৯. হে ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষুদের সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করতে হবে। সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করার নিয়ম এরূপ : কাউকে (নিজে গুরু হয়ে) উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, কাউকে আশ্রয় দিতে

পারবে না, শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করে নিতে পারবে না, ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমতি নিতে পারবে না, অনুমতি মিললেও উপদেশ দিতে পারবে না, যেই অপরাধের জন্য সংঘ মানত্তযোগ্য (দণ্ড) প্রদান করছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, বিনয়কর্মের তথা পরিবাস অনুমোদন করা সংঘকর্মকে নিন্দা করতে পারবে না, কর্মকারকের তথা যাঁরা পরিবাস অনুমোদন সংঘকর্মে উপস্থিত ছিলেন, তাদের নিন্দা করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, অন্য ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ক কোনো কিছু বলতে পারবে না, কোনো শাসন বা আদেশ দিতে পারবে না, কোনো ভিক্ষুকে দোষারোপ করার অবকাশ চাইতে পারবে না, দোষ আরোপ করতে পারবে না, দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না এবং পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের বিবাদে তথা অভিযোগের বিচারে যোগ দিতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে গমন করতে পারবে না, আগে উপবেশন করতে পারবে না, সংঘের যেগুলো সর্বশেষ আসন, শয্যাসন ও আবাস, সেগুলোই মানত্তযোগ্য ভিক্ষুকে প্রদান করা হবে। আর তাকে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পথ দেখিয়ে আগে আগে চলা কিংবা পেছন পেছন গমনকারী শ্রামণের (বা কনিষ্ঠ ভিক্ষু) সদৃশ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অনুগমনকারী হয়ে গৃহীর বাড়িতে যেতে পারবে না, আরণ্যিক-ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, পিণ্ডচারিক ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, 'আমাকে না জানুক' তৎপ্রত্যয়ে পিণ্ডচরণ বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারবে না (অর্থাৎ অন্য ভিক্ষু আমাকে দেখলে তার কাছে গিয়ে মানত্ত ব্রত আরোচন বা প্রকাশ না করলে রাত্রিচ্ছেদ হয়, কাজেই 'সে আমাকে না জানুক' এই ভেবে ভিক্ষান্নই সংগ্রহ করব। এভাবে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা যাবে না)।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে যেতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায়

ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ মানত্তযোগ্য ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে

ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা আনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; পরিশুদ্ধ ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তযোগ্য ভিক্ষু পারিবাসিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (পারিবাসিক ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মানত্তযোগ্য ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ মানত্তযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (জ্যেষ্ঠ মানত্তযোগ্য ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মানত্তযোগ্য ভিক্ষু মানত্তচারিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (মানত্তচারিক) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মানত্তযোগ্য ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যদি মানত্তযোগ্য ভিক্ষুসহ মোট চারজন ভিক্ষু মিলে অন্য কোনো ভিক্ষুকে পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত প্রদান করে

কিংবা মানত্তযোগ্য ভিক্ষুসহ বিশজন ভিক্ষু একত্রিত হয়ে কোনো ভিক্ষুর জন্য আহ্বান কর্ম করে, তাহলে সেটা অধর্ম বা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলে অভিহিত হবে। এরূপ কর্ম করা অকরণীয় (তথা করা যাবে না)।

মানত্তযোগ্য ভিক্ষুর ব্রত সমাপ্ত।

৪. মানত্তচারিক ভিক্ষুর ব্রত

৯০. সেই সময় মানত্তচারিক ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে থাকলো। এতে যেসব ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা এ বলে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন মানত্তচারিক ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি মানত্তচারিক ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।" ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষদের পক্ষে... অকরণীয়। মানত্তচারিক ভিক্ষুগণ কেন পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে। ভিক্ষুগণ, তাদের এই কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর বললেন, হে ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, মানত্তচারিক ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, মানত্তচারিক ভিক্ষুদের এই পাঁচটি বিষয় জ্যেষ্ঠতা অনুক্রম বলে পরিগণিত হবে। যথা : ১) উপোসথ, ২) প্রবারণা, ৩) বর্ষাসাটিক, ৪) বিসর্জন ও ৫) ভোজনের অন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এখন আমি মানত্তচারিক ভিক্ষুদের জন্য প্রতিপালনীয় ব্রত

প্রজ্ঞাপ্ত করব। তাদের এগুলো অবশ্যই সঠিক ভাবে মেনে চলতে হবে।

৯১. হে ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষুদের সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করতে হবে। সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করার নিয়ম এরূপ : কাউকে (নিজে গুরু হয়ে) উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না, শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করে নিতে পারবে না, ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমতি নিতে পারবে না, অনুমতি মিললেও উপদেশ দিতে পারবে না, যেই অপরাধের জন্য সংঘ মানত্তচারিক (দণ্ড) প্রদান করছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, বিনয়কর্মের তথা পরিবাস অনুমোদন করা সংঘকর্মকে নিন্দা করতে পারবে না, কর্মকারকের তথা যাঁরা পরিবাস অনুমোদন সংঘকর্মে উপস্থিত ছিলেন, তাদের নিন্দা করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, অন্য ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ক কোনো কিছু বলতে পারবে না, কোনো শাসন বা আদেশ দিতে পারবে না, কোনো ভিক্ষুকে দোষারোপ করার অবকাশ চাইতে পারবে না, দোষ আরোপ করতে পারবে না, দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না এবং পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের বিবাদে তথা অভিযোগের বিচারে যোগ দিতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে গমণ করতে পারবে না, আগে উপবেশন করতে পারবে না, সংঘের যেগুলো সর্বশেষ আসন, শয্যাসন ও আবাস, সেগুলোই মানত্তচারিক ভিক্ষুকে প্রদান করা হবে। আর তাকে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পথ দেখিয়ে আগে আগে চলা কিংবা পেছন পেছন গমনকারী শ্রামণের (বা কনিষ্ঠ ভিক্ষু) সদৃশ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অনুগমনকারী হয়ে গৃহীর বাড়িতে যেতে পারবে না, আরণ্যিক-ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, পিণ্ডচারিক ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, 'আমাকে না জানুক' তৎপ্রত্যয়ে পিণ্ডচরণ বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারবে না (অর্থাৎ অন্য ভিক্ষু আমাকে দেখলে তার কাছে গিয়ে মানত্তচারিক ব্রত আরোচন বা প্রকাশ না করলে রাত্রিচ্ছেদ হয়, কাজেই 'সে আমাকে না জানুক' এই ভেবে ভিক্ষান্নই সংগ্রহ করব। এভাবে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা যাবে না)।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে যেতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ মানত্তচারিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে

গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা আনাবাসে গমন করবে —যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; পরিশুদ্ধ ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, মানত্তচারিক ভিক্ষু পারিবাসিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (পারিবাসিক ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মানত্তচারিক ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ মানত্তচারিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (জ্যেষ্ঠ মানত্তচারিক ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। মানত্তচারিক ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যদি মানত্তচারিক ভিক্ষুসহ মোট চারজন ভিক্ষু মিলে অন্য কোনো ভিক্ষুকে পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত প্রদান করে কিংবা মানত্তচারিক ভিক্ষুসহ বিশজন ভিক্ষু একত্রিত হয়ে কোনো ভিক্ষুর জন্য আহ্বান কর্ম করে, তাহলে সেটা অধর্ম বা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলে অভিহিত হবে। এরূপ কর্ম করা অকরণীয় (তথা করা যাবে না)।

রাত্রিচ্ছেদের কথা

৯২. তখন আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। উপবিষ্ট উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, মানত্তচারিক ভিক্ষুর কত প্রকারে রাত্রিচ্ছেদ তথা রাত্রিযাপনের পূর্ণ ছেদন হয়? উত্তরে ভগবান বললেন, হে উপালি, মানত্তচারিক ভিক্ষুর তিন প্রকারে রাত্রিচ্ছেদ হয়। যথা—১) রাতে একসঙ্গে অবস্থান করা, ২) বিপ্রবাস তথা আলাদা বাস (অর্থাৎ যেখানে পরিশুদ্ধ ভিক্ষু নেই, সেখানে বাস করা) এবং ৩) অনারোচন তথা প্রকাশ না করা (অর্থাৎ আগন্তুক ভিক্ষু আসলে তাদের সম্মুখে গিয়ে "আমি মানত্ত ব্রত পালন করছি" বলে প্রকাশ না করা)। উপালি, এই তিন প্রকারে মানত্তচারিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ হয়।

পরিবাসব্রত নিক্ষেপ বা স্থগিত করা

৯৩. সেই সময় শ্রাবস্তীতে মহাভিক্ষুসংঘ একত্রিত হলেন। ফলে পারিবাসিক ভিক্ষুগণ মানত্ত (ব্রত) পালন করতে পারছিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। তখন ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভব হলে) মানত্ত নিক্ষেপ (স্থগিত) করবে।" ভিক্ষুগণ, এরূপে নিক্ষেপ করতে হবে। সেই মানত্তচারিক ভিক্ষুকে কোনো একজন (পরিশুদ্ধ) ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপে বলতে হবে : "মানত্ত নিক্‌খিপামি" অর্থাৎ আমি মানত্ত নিক্ষেপ বা স্থগিত করছি। এভাবে পরিবাস স্থগিত করা হয়। "বত্তং নিক্‌খিপামি" অর্থাৎ আমি ব্রত নিক্ষেপ বা স্থগিত করছি। এভাবে ব্রত স্থগিত করা হয়।

মানত্ত গ্রহণ করা

৯৪. সেই সময় ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তী হতে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছেন। ফলে

মানত্তচারিক ভিক্ষুগণ মানত্ত (ব্রত) পালন করতে পারছেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। তখন ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভব হলে) মানত্ত গ্রহণ করবে।" ভিক্ষুগণ, এভাবে গ্রহণ করতে হবে। সেই মানত্তচারিক ভিক্ষুকে কোনো একজন (পরিশুদ্ধ) ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : "মানত্ত সমাদিযামি" অর্থাৎ আমি পরিবাস গ্রহণ করছি। এভাবে মানত্ত গ্রহণ করা হয়। "বত্তং সমাদিযামি" অর্থাৎ আমি ব্রত গ্রহণ করছি। এভাবে ব্রত গ্রহণ করা হয়।

মানত্তচারিক ভিক্ষুর ব্রত সমাপ্ত।

৫. আহ্বানার্হ ভিক্ষুর ব্রত

৯৫. সেই সময় আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে থাকলো। এতে যেসব ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা এ বলে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।" ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষদের পক্ষে... অকরণীয়। আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ কেন পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করছে। ভিক্ষুগণ, তাদের এই কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যাসন প্রস্তুতকরণ এবং পা-ধোবার জল, পা-রাখার পিঁড়ে, পা-মোছার কাপড় আনয়ন, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ ও স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন প্রভৃতি সেবাকার্য গ্রহণ করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান... সেবাকার্য গ্রহণ করবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, আহ্বানার্হ ভিক্ষুদের এই পাঁচটি বিষয় জ্যেষ্ঠতা অনুক্রম বলে পরিগণিত হবে। যথা : ১) উপোসথ, ২) প্রবারণা, ৩) বর্ষাসাটিক, ৪) বিসর্জন ও ৫) ভোজনের অন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এখন আমি আহ্বানার্হ ভিক্ষুদের জন্য প্রতিপালনীয় ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। তাদের এগুলো অবশ্যই সঠিক ভাবে মেনে চলতে হবে।

আহ্বানার্হ ব্রত

৮৯. হে ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষুদের সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করতে হবে। সম্যকভাবে ব্রত প্রতিপালন করার নিয়ম এরূপ : কাউকে (নিজে গুরু হয়ে) উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না, শ্রামণের দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করে নিতে পারবে না, ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমতি নিতে পারবে না, অনুমতি মিললেও উপদেশ দিতে পারবে না, যেই অপরাধের জন্য সংঘ আহ্বানার্হ (দণ্ড) প্রদান করছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, সেই পর্যায়ের অন্য অপরাধ করতে পারবে না, সেই অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, বিনয়কর্মের তথা পরিবাস অনুমোদন করা সংঘকর্মকে নিন্দা করতে পারবে না, কর্মকারকের তথা যাঁরা পরিবাস অনুমোদন সংঘকর্মে উপস্থিত ছিলেন, তাদের নিন্দা করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, অন্য ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ক কোনো কিছু বলতে পারবে না, কোনো শাসন বা আদেশ দিতে পারবে না, কোনো ভিক্ষুকে দোষারোপ করার অবকাশ চাইতে পারবে না, দোষ আরোপ করতে পারবে না, দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না এবং পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের বিবাদে তথা অভিযোগের বিচারে যোগ দিতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে গমণ করতে পারবে না, আগে উপবেশন করতে পারবে না, সংঘের যেগুলো সর্বশেষ আসন, শয্যাসন ও আবাস, সেগুলোই আহ্বানার্হ ভিক্ষুকে প্রদান করা হবে। আর তাকে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পথ দেখিয়ে আগে আগে চলা কিংবা পেছন পেছন গমনকারী শ্রামণের (বা কনিষ্ঠ ভিক্ষু) সদৃশ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর

অনুগমনকারী হয়ে গৃহীর বাড়িতে যেতে পারবে না, আরণ্যিক-ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, পিণ্ডচারিক ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, 'আমাকে না জানুক' তৎপ্রত্যয়ে পিণ্ডচরণ বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারবে না (অর্থাৎ অন্য ভিক্ষু আমাকে দেখলে তার কাছে গিয়ে আহ্বান ব্রত আরোচন বা প্রকাশ না করলে রাত্রিচ্ছেদ হয়, কাজেই 'সে আমাকে না জানুক' এই ভেবে ভিক্ষান্নই সংগ্রহ করব। এভাবে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা যাবে না)।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে যেতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসেও গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুবিহীন আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুবিহীন আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা অন্তরায় ব্যতিরেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন

করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করতে পারবে না... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে না—যেখানে ভিন্ন দলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে।

ভিক্ষুগণ আহ্বানার্হ ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করতে পারবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে গমন করবে... আবাস কিংবা অনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস থেকে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আনাবাসে গমন করবে... ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা আনাবাসে গমন করবে—যেখানে সমদলভুক্ত ভিক্ষু রয়েছে এবং যেখানে আজই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে হয়।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; পরিশুদ্ধ ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (পরিশুদ্ধ ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

ভিক্ষুগণ, আহ্বানার্হ ভিক্ষু পারিবাসিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (পারিবাসিক ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। আহ্বানার্হ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ আহ্বানার্হ ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (জ্যেষ্ঠ আহ্বানার্হ ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। আহ্বানার্হ ভিক্ষু মানত্তচারিক ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে... (মানত্তচারিক) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না। আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ

আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একছাদযুক্ত আবাসে তথা একছাদের নিচে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, একছাদযুক্ত আবাস বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, জ্যেষ্ঠ আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু দেখলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে; তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, জ্যেষ্ঠ আহ্বানযোগ্য ভিক্ষুর সঙ্গে একই আসনে তথা সম আসনে বসতে পারবে না; (জ্যেষ্ঠ আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মেঝেতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, একই বা সমচঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না; জ্যেষ্ঠ আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু নিচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করলে উঁচু চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না, (জ্যেষ্ঠ আহ্বানযোগ্য ভিক্ষু) মাটিতে চঙ্ক্রমণ করলে নির্মিত চঙ্ক্রমণ-পথে চঙ্ক্রমণ করতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যদি আহ্বানার্হ ভিক্ষুসহ মোট চারজন ভিক্ষু মিলে অন্য কোনো ভিক্ষুকে পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত প্রদান করে কিংবা আহ্বানার্হ ভিক্ষুসহ বিশজন ভিক্ষু একত্রিত হয়ে কোনো ভিক্ষুর জন্য আহ্বান কর্ম করে, তাহলে সেটা অধর্ম বা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলে অভিহিত হবে। এরূপ কর্ম করা অকরণীয় (তথা করা যাবে না)।

আহ্বানার্হ ভিক্ষুর ব্রত সমাপ্ত।

পারিবাসিক অধ্যায় সমাপ্ত।

৩. সমুচ্চয় (সমাহার) অধ্যায়

১. শুক্রপাতের দণ্ড

৯৭. সেই সময় অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত শ্রাবস্তীতে জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষু নিজের ইচ্ছায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটিয়ে একটি (সংঘাদিশেষ) আপত্তিপ্রাপ্ত হন। কিন্তু সেটা এক দিনও গোপন রাখলেন না। তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটিয়ে একটি অপ্রতিচ্ছন্ন বা অগুপ্ত আপত্তিগ্রস্থ হয়েছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ এভাবে মানত্ত প্রদান করতে হবে :

অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত

৯৮. হে ভিক্ষুগণ, সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে :

ভন্তে সংঘ, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার, ভন্তে সংঘ, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছি।

তৃতীয়বার, ভন্তে সংঘ, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছি।

অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই বিষয়টি অবগত করবেন।

৯৯. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। এখন যদি সংঘের উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে

ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অপ্রতিচ্ছন্ন আহ্বান

১০০. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) ছয় রাত্রি মানত্ত পালন করার পর ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তিগ্রস্ত হয়েছিলাম। তদ্ধেতু সংঘের কাছে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত

ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। আমি ছয় রাত্রি মানত্ত ব্রত পালন করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। তখন ভগবান বললেন, তাহলে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করুক।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে আহ্বান করতে হবে। প্রথমে সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তিগ্রস্ত জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। আমি এখন সেই মানত্ত ব্রত পূরণ শেষে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তিগ্রস্ত জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। আমি এখন সেই মানত্ত ব্রত পূরণ শেষে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছি।

অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

১০১. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছেন। এখন তিনি মানত্ত ব্রত পূরণ শেষে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করেছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষকে আহ্বান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। সংঘ উদায়ী

ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছেন। এখন তিনি মানত্ত ব্রত পূরণ শেষে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ উদায়ী ভিক্ষকুে আহ্বান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুর আহ্বান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছেন। এখন তিনি মানত্ত ব্রত পূরণ শেষে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুর আহ্বান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

এক দিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) পরিবাস

১০২. সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হন; আর সেটা এক দিন প্রতিচ্ছন্ন বা গোপন রাখেন। তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছি। এমতাবস্থায় আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (তখন ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে পরিবাস প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমে সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে

উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছি। অতএব আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

১০৩. **প্রস্তাবনা স্থাপন** : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস দিচ্ছেন। যেই আয়ুস্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের

জন্য পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

এক দিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন রাখা) মানত্ত

১০৪. তিনি (উদায়ী) পরিবাস ব্রত পালন করার পর ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু সংঘের কাছে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন শেষ করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (তখন ভগবান বললেন) "হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে। প্রথমে সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। ভন্তে আমি এখন পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছি।"

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

১০৫. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই

উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। এখন তিনি পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। এখন তিনি পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায়

নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

এক দিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) আহ্বান

১০৬. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) ছয় রাত্রি মানত্ত ব্রত পালন করার পর ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু সংঘের কাছে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। (এরপর) আমি পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। আমি ছয় রাত্রি মানত্ত ব্রত পালন করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে। প্রথমে সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিগ্রস্ত হয়েছিলাম; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন করার পর সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। ভন্তে, এখন আমি মানত্ত

ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছি।”

দ্বিতীয়বার... প্রার্থনা করছি। তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

এবার উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই বিষয়টি অবগত বা জ্ঞাপন করবেন।

১০৭. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। (এরপর) তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত দিয়েছিলেন। তিনি মানত্ত ব্রত পূরণ শেষে এখন সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা এক দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় এক দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস ব্রত পালন শেষে তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। এখন তিনি মানত্ত ব্রত পালন শেষ করে সংঘের কাছে প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুর আহ্বান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

পাঁচ দিন গোপন রাখা পরিবাস

১০৮. সেই সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিগ্রস্ত হয়েছিলেন; আর সেটা দুই দিন গোপন রেখেছিলেন... তিন দিন গোপন রেখেছিলেন... চার দিন গোপন রেখেছিলেন... পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রেখেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (তখন ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে পরিবাস প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমে সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছি। অতএব আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

১০৯. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের এখন

উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছেন। তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে এক দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছেন। তাই সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস দিচ্ছেন। যেই আয়ুস্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

পারিবাসিক ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ

১১০. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) পরিবাস পালন করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হন। তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেননি (বা রাখলেন না)। তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। তখন সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস পালন করার সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি

আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ (দণ্ডের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার) প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর আমি পরিবাস ব্রত পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (তখন ভগবান বললেন) "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করুক।" ভিক্ষুগণ, এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমে সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের সকাশে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। তবে পরিবাস ব্রত পালনের সময় আমি পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। সুতরাং ভন্তে, আমি এখন সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১১১. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; তবে সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের

কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। (অন্যদিকে) তিনি পরিবাস পালনের সময় আবার ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন; আর সেটা এক দিনও গোপন রাখেননি। এখন তিনি পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছেন। সংঘের যদি এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় আবার ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। (অন্যদিকে) তিনি পরিবাস পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেননি। তাই তিনি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ,... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ,... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

মানত্তযোগ্য ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ

১১২. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) পরিবাস ব্রত পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হন; আর সেটা এক দিনও গোপন রাখলেন না। তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু সংঘের কাছে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। অমনি আমি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে পরিবাস পালনের সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছি; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। আমাকে কী করতে এখন? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমে সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে... এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিগ্রস্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম... এখন আমি পরিবাস পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে পুনঃ

ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছি; তবে সেটা এক দিন গোপন রাখিনি। এমতাবস্থায় আমি একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

১১৩. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন... তিনি পরিবাস পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন, তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেননি। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মুলেপ্রতিকর্ষণ করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন... তিনি পরিবাস পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন, তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেননি। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তিনটি আপত্তির জন্য মানত্ত প্রদান

১১৪. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) পরিবাস ব্রত পালন করার পর ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখি... আমি পরিবাস ব্রত পালন শেষ করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে মানত্ত প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত... এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হই; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখি। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিগ্রস্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করি। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেন... সুতরাং ভন্তে, আমি এখন পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... মানত্ত প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১১৫. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হন; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখেন... তিনি পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হন; আর সেটা

পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখেন... তিনি পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করছেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

মানত্তচারিক ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ

১১৬. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) মানত্ত ব্রত পালন করার সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হন; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেন না। (এমতাবস্থায়) তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম... আমি মানত্ত ব্রত পালন করার সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয় রাত্রি মানত্ত দান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে... এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম... আমি মানত্ত ব্রত পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। (এখন) আমি সংঘের সকাশে মানত্ত ব্রত পালনের সময়

ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সামর্থ্যবান ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১১৭. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু... মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু... যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।"

হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই ছয় রাত্রি মানত্ত দিতে হবে : ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে... এভাবে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম... আমি মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। এখন আমি সংঘের কাছে মানত্ত ব্রত পালনের সময়

ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... মানত্ত প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সামর্থ্যবান ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু... ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। সংঘের যদি এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে... ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু... যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে... ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

আহ্বানার্হ ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ

১১৮. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) মানত্ত ব্রত পালন করা শেষে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেননি। তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম... আমি মানত্ত ব্রত পালন শেষে আহ্বানার্হ (আহ্বানযোগ্য) হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি, তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করার পর ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে

মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে... প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

মূলেপ্রতিকর্ষণের পর আহ্বান

১১৯. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) মানত্ত ব্রত পালন করার পর ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম... আমি মানত্ত ব্রত পালন শেষ করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে আহ্বান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে...,. এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। আমি সংঘের কাছে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত

ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। আমি মানত্ত পালনের সময় আবার ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। আমি সংঘের কাছে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে মানত্ত পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। আমি মানত্ত ব্রত পালন শেষ করে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন রাখিনি। ফলে আমি সংঘের কাছে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর আমি সংঘের কাছে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। ভন্তে, এখন আমি মানত্ত ব্রত পালন করা শেষে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... আহ্বান প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১২০. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি

সংঘের কাছে তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখায় পাঁচ দিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেন নি। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও তাকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখেননি। তিনি সংঘের কাছে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও তাকে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পালন শেষে সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও তাকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। তিনি মানত্ত পালনের সময় আবার ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; তবে সেটা এক দিনও গোপন রাখিনি। তিনি সংঘের কাছে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও তাকে মানত্ত পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। সংঘও তাকে মানত্ত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। তিনি মানত্ত ব্রত পালন শেষ করে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন রাখেননি। ফলে তিনি সংঘের কাছে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ

প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও তাকে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি সংঘের কাছে আহ্বানার্হ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলেন। মানত্ত ব্রত পালন করার পর এখন সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন... মানত্ত ব্রত পালন করার পর এখন সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

পক্ষকাল পর্যন্ত গোপন রাখা পরিবাস

১২১. সেই সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হন; আর সেটা পক্ষকাল (বা পনেরো দিন) পর্যন্ত গোপন রাখেন। (এমতাবস্থায়) তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি; আর সেটা পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ... এভাবে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত

ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম। সুতরাং ভন্তে, আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... পরিবাস প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১২২. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রাখেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রাখেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করছেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

পক্ষকাল পারিবাসিক ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ

১২৩. তিনি পরিবাস পালনের সময় (পুনঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিগ্রস্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। (এমতাবস্থায়) তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি তো (পুন) ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালনের সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে আগের আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস দান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ... এভাবে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি সেই পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হই, আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রাখি। কাজেই ভন্তে, আমি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... মূলেপ্রতিকর্ষণ করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু

সংঘকে বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

১২৪. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। তিনি সেই পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হন; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখেন। কাজেই তিনি সংঘের কাছে সেই পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : "ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালনের সময় তিনি আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রাখেন। কাজেই তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

সমোধান (সংযুক্ত) পরিবাস

১২৫. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে পূর্বের আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস দিতে হবে : তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই উদায়ী ভিক্ষুকে প্রথমেই সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ... এভাবে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। ভন্তে, এখন আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১২৬. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি পরিবাস পালনের সময় পুনঃ

ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। কাজেই তিনি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস দিতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পনেরো দিন গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। তিনি পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। কাজেই তিনি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

মানত্তযোগ্য ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রভৃতি

১২৭. তিনি পরিবাস পালন শেষ করে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম... আমি পরিবাস পালন শেষ করে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রেখেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ... এভাবে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত... পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছি।... **সিদ্ধান্ত ঘোষণা :** সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্তযোগ্য অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তিনটি আপত্তির জন্য মানত্ত

১২৮. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) পরিবাস পালন করার পর ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, আর সেটা পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম... আমি পরিবাস পালন শেষ করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই উদায়ী ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ... এভাবে বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত

ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, আর সেটা পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম... ভন্তে, এখন আমি পরিবাস পালন করার পর সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... মানত্ত প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১২৯. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলেন... তিনি এখন পরিবাস পালন করার পর সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলেন... এখন তিনি পরিবাস পালন করার পর সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

মানত্তচারিক ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করার নিয়ম প্রভৃতি

১৩০. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) মানত্ত ব্রত পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর সেটা পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, আর সেটা পনেরো দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম... আমি মানত্ত ব্রত

পালনের সময় আবার ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ এই বিষয়ে ভগবানকে অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস দিয়ে ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে...

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে...

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করতে হবে...

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

আহ্বানার্হ ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করার নিয়ম প্রভৃতি

১৩১. তিনি (উদায়ী ভিক্ষু) মানত্ত ব্রত পালন শেষে আহ্বানার্হ অবস্থায় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। (এমতাবস্থায়) তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ এই বিষয়টি ভগবানকে অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালন শেষে আহ্বানার্হ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস দিয়ে ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে...।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই পূর্বের আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস দিতে হবে...।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই ছয় রাত্রি মানত্ত দিতে হবে...।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত পালন শেষে আহ্বানার্হ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি

প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

পক্ষকাল গোপন রাখা আহ্বান

১৩২. তিনি মানত্ত পালন শেষ করে ভিক্ষুগণ বললেন, বন্ধু, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, আর সেটা পক্ষকাল পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম... (বর্তমানে) আমি মানত্ত ব্রত পালন শেষ করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ এই বিষয়টি ভগবানকে অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে আহ্বান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, সেই উদায়ী ভিক্ষুকে প্রথমেই সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, আর সেটা পক্ষকাল গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের সকাশে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পক্ষকাল গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পক্ষকাল গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস ব্রত পালনের সময় আমি আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। অমনি আমি সংঘের সকাশে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। অমনি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন

গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন শেষ করে আমি সংঘের কাছে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে তিনটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। মানত্ত ব্রত পালনকালে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। তজ্জন্য আমি সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। অতএব সংঘও আমাকে পরিবাস পালনের সময় আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস পালন শেষ করে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। মানত্ত পালন শেষ করে আহ্বানার্হ অবস্থায় আমি আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন

গোপন রেখেছিলাম। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর আমি সংঘের কাছে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করেছিলেন। আমি পরিবাস পালন শেষ করে সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করছিলাম। তদ্ধেতু সংঘও আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। আমি মানত্ত ব্রত পালন করে, এখন সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... আহ্বান প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৩৩. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর সেটা পনেরো দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু সংঘের সকাশে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পক্ষকাল গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পক্ষকাল গোপন রাখায় পনেরো দিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালনের সময় উদায়ী ভিক্ষু আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু সংঘের সকাশে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। উদায়ী (এবারে) পরিবাস পালনের সময় পুনঃ

ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। অমনি সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন শেষে মানত্তযোগ্য হয়ে উদায়ী ভিক্ষু পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর সেটা পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। অতএব সংঘের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। উদায়ী ভিক্ষু সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালনের সময় পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন শেষ করে উদায়ী ভিক্ষু আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলেন। অতএব সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালন শেষ করে আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। মানত্ত পালন শেষ করে আহ্বানার্হ অবস্থায় উদায়ী ভিক্ষু আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন। তদ্ধেতু তিনি সংঘের কাছে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি সংঘের কাছে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রার্থনা

করেছিলেন। সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে পুনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে পাঁচ দিন গোপন রাখায় পূর্ব-আপত্তির সঙ্গে সমোধান পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন শেষ করে তিনি আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রার্থনা করেছিলেন। অতএব সংঘও উদায়ী ভিক্ষুকে পরিবাস পালন শেষে আবারও ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত পাঁচ দিন গোপন রাখা একটি আপত্তির জন্য ছয় রাত্রি মানত্ত প্রদান করেছিলেন। তিনি এখন মানত্ত ব্রত পালন শেষ করে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছেন। সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ী ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রপাত ঘটানো-জনিত... তিনি এখন মানত্ত ব্রত পালন শেষ করে সংঘের কাছে আহ্বান প্রার্থনা করছেন। সংঘ উদায়ী ভিক্ষুকে মানত্ত ব্রত পালন শেষ করে আহ্বান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উদায়ী ভিক্ষুকে আহ্বান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

শুক্রপাত ঘটানো-জনিত দণ্ডবিধান সমাপ্ত।

২. পরিবাস

অগ্‌ঘসমোধান পরিবাস

১৩৪. সেই সময় জনৈক বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি দুই দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি তিন দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি চার দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি ছয় দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি সাত দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি আট দিন

গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি নয় দিন গোপন রেখেছিলেন; একটি আপত্তি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আম বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন... দশ দিন গোপন রেখেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ সেই ভিক্ষুকে সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিল, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন গোপন রেখেছি, একটি আপত্তি... দশ দিন গোপন রেখেছি। ভন্তে, এখন আমি সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন গোপন রেখেছি, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৩৫. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন গোপন রেখেছিলেন; কোনোটি দুই দিন... দশ দিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের কাছে সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন গোপন রেখেছিলেন, একটি আপত্তি দুই দিন... দশ দিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের কাছে সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস

প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে যেই আপত্তিটি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

সবচেয়ে দীর্ঘ বা বেশিদিন গোপন রাখা অগ্‌ঘসমোধান

১৩৬. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন গোপন রেখেছিলেন; দুটি আপত্তি দুই দিন গোপন রেখেছিলেন; তিনটি আপত্তি তিন দিন গোপন রেখেছিলেন; চারটি আপত্তি চার দিন গোপন রেখেছিলেন; পাঁচটি আপত্তি পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন; ছয়টি আপত্তি ছয় দিন গোপন রেখেছিলেন; সাতটি আপত্তি সাত দিন গোপন রেখেছিলেন; আটটি আপত্তি আট দিন গোপন রেখেছিলেন; নয়টি আপত্তি নয় দিন গোপন রেখেছিলেন; দশটি আপত্তি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন। (এমতাবস্থায়) তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন... দশ দিন গোপন রেখেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ সেই ভিক্ষুকে সেসব আপত্তির মধ্যে যেই আপত্তিটি সবচেয়ে বেশিদিন গোপন রেখেছিল তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক

দিন... দশ দিন গোপন রেখেছিলাম। ভন্তে, এখন আমি সংঘের কাছে সেসব আপত্তির মধ্যে যেই আপত্তিটি সবচেয়ে বেশিদিন গোপন রেখেছিলাম, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৩৭. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন গোপন রেখেছিলেন... দশটি আপত্তি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের কাছে সেসব আপত্তির মধ্যে যেই আপত্তিটি সবচেয়ে বেশিদিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি এক দিন গোপন রেখেছিলেন... দশটি আপত্তি দশ দিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের কাছে সেসব আপত্তির মধ্যে যেই আপত্তিটি সবচেয়ে বেশিদিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে সেসব আপত্তির মধ্যে যেই আপত্তিটি সবচেয়ে বেশিদিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে সেসব আপত্তির মধ্যে যেই আপত্তিটি সবচেয়ে বেশিদিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে সেসব আপত্তির মধ্যে যেই আপত্তিটি বেশিদিন গোপন রেখেছিলেন, তার যোগ্য সমোধান পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

দুই মাস পরিবাস

১৩৮. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই

মাস গোপন রেখেছিলেন। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। এখন আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাসের পরিবাস প্রার্থনা করব। তিনি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাসের পরিবাস প্রার্থনা করলেন। সংঘও তাকে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করলেন। পরিবাস পালনের সময় তার চিত্তে লজ্জানুভব বা সচ্চরিত্রতা উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাসের পরিবাস প্রার্থনা করব। তদ্ধেতু আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাসের পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে কেবল... পরিবাস প্রদান করেছিলেন। তবে পরিবাস পালনের সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—বেশ, এখন আমি সংঘের কাছে অপর (তথা বাকি) আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব।

তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তখন আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল... পরিবাস পালনের সময় আমার চিত্তে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল... পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। তবে পরিবাস পালনের সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—বেশ, এখন আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ সেই ভিক্ষুকে অপর আপত্তিটির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি

দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তখন আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল... পরিবাস পালনের সময় আমার চিত্তে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল... পরিবাস প্রদান করেছিলেন। তবে পরিবাস পালনের সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—বেশ, এখন আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। সুতরাং ভন্তে, আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৩৯. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলেন। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। তিনি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও অমুক ভিক্ষুকে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন করার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। তাই আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। তবে পরিবাস পালনের সময় আমার মনে লজ্জানুভব হয়—বেশ, এখন আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এখন তিনি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটির জন্যও

দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করছেন। সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু দুটি... দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করছেন। সংঘ এখন অমুক নামের ভিক্ষুকে অপর আপত্তিটির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে অপর আপত্তিটির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে অপর আপত্তিটির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

দুই মাস পরিবাস পালনের বিধি

১৪০. হে ভিক্ষুগণ, (এ সম্বন্ধে) কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তখন তার মনে এ চিন্তা উৎপন্ন হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। এখন আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে সে সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। এখন আমি সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে আমি

সংঘের কাছে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করি। সংঘও আমাকে কেবল একটি আপত্তির জন্য দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। তবে পরিবাস পালনের সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—বেশ, এখন আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। অতএব সেই ভিক্ষু সংঘের কাছে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে অপর আপত্তিটির জন্যও দুই মাস গোপন রাখার দায়ে দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে তদনুযায়ী দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৪১. হে ভিক্ষুগণ, (এ সম্বন্ধে) কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তিপ্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে সে একটি আপত্তি বিষয়ে জানে, একটি আপত্তি বিষয়ে জানে না। সে সংঘের কাছে যেই আপত্তি সম্বন্ধে জানে সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় অপর আপত্তি সম্বন্ধে জানতে পারে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তন্মধ্যে একটি আপত্তি বিষয়ে বা সম্বন্ধে জানি, একটি আপত্তি সম্বন্ধে জানি না। তখন আমি সংঘের কাছে যেই আপত্তি সম্বন্ধে জানি সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করি। সংঘও আমাকে যেই আপত্তি সম্বন্ধে জানি, সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। পরিবাস পালনের সময় আমি অপর আপত্তি সম্বন্ধেও জানতে পারি। কাজেই এখন আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে সে সংঘের কাছে অপর আপত্তিটি দুই মাস রাখার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। তদ্ধেতু সংঘও তাকে অপর আপত্তিটি দুই মাস গোপন করার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে তদনুযায়ী দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৪২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে একটি আপত্তি স্মরণ করতে পারে, একটি আপত্তি স্মরণ করতে পারে না। সে সংঘের কাছে যেই আপত্তিটি স্মরণ

করতে পারে সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় অপর আপত্তি স্মরণ করতে পারে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তন্মধ্যে একটি আপত্তি স্মরণ করতে পারি, একটি আপত্তি স্মরণ করতে পারি না। তখন আমি সংঘের কাছে যেই আপত্তি স্মরণ করতে পারি সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করি। সংঘও আমাকে যেই আপত্তি স্মরণ করতে পারি, সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। পরিবাস পালনের সময় আমি অপর আপত্তিও স্মরণ করতে পারি। কাজেই এখন আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে সে সংঘের কাছে অপর আপত্তিটি দুই মাস রাখার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। তদ্ধেতু সংঘও তাকে অপর আপত্তিটি দুই মাস গোপন করার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে তদনুযায়ী দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৪৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে একটি আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, একটি আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে সংঘের কাছে যেই আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় অপর আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হয়। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তন্মধ্যে একটি আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, একটি আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। তখন আমি সংঘের কাছে যেই আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করি। সংঘও আমাকে যেই আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, সেই আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। পরিবাস পালনের সময় আমি অপর আপত্তি সম্বন্ধেও সন্দেহমুক্ত হই। কাজেই এখন আমি সংঘের কাছে অপর আপত্তিটি দুই মাস গোপন রাখার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে সে সংঘের কাছে অপর আপত্তিটি দুই মাস রাখার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। তদ্ধেতু

সংঘও তাকে অপর আপত্তিটি দুই মাস গোপন করার জন্যও দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে তদনুযায়ী দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৪৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে সে একটি আপত্তি জেনে-শুনে গোপন রাখে, একটি আপত্তি না জেনে গোপন রাখে। (এমতাবস্থায়) সে সংঘের কাছে সেই দুটি আপত্তি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেই দুটি আপত্তি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। তার পরিবাস পালনের সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী, (পাপে) লজ্জী, সসংকোচ এবং শিক্ষাকামী অন্য একজন ভিক্ষু সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তখন সে এরূপ বলে—বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কী আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন? কী কারণে এই ভিক্ষু পরিবাস পালন করছেন? ভিক্ষুগণ উত্তরে বলে—বন্ধু, এই ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি জেনে-শুনে গোপন রাখেন, একটি আপত্তি না জেনে গোপন রাখেন। তিনি সংঘের কাছে সেই দুটি আপত্তি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেন। সংঘও তাকে সেই দুটি আপত্তি দুই মাস গোপন রাখায় দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। বন্ধু, এই ভিক্ষু সেই দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন আর তজ্জন্য পরিবাস ব্রত পালন করছেন। অমনি সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু বলে উঠে—বন্ধুগণ, যেই আপত্তিটি জেনে গোপন রাখা হয়, সেই আপত্তির জন্য পরিবাস প্রদান করলে ধর্মত তথা যথার্থ পরিবাস প্রদান করা হয়। যথার্থ পরিবাস প্রদান করার কারণে সে আপত্তিমুক্ত হয়। তবে বন্ধুগণ, যেই আপত্তিটি না জেনে গোপন রাখা হয়, সেই আপত্তির জন্য পরিবাস প্রদান করলে সেটা ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হয় না। অযথার্থ পরিবাস প্রদান করার কারণে সে আপত্তিমুক্ত হয় না। বন্ধুগণ, সেই ভিক্ষু একটি আপত্তির জন্য শুধুমাত্র মানত্তযোগ্য হয়।

১৪৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে সে একটি আপত্তি স্মরণ করতে পারলেও গোপন রাখে, একটি আপত্তি স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখে। সে সংঘের কাছে সেই দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেই দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। তার পরিবাস পালনের সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ,

ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী, (পাপে) লজ্জী, সসংকোচ এবং শিক্ষাকামী অন্য একজন ভিক্ষু সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তখন সে এরূপ বলে—বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কী আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন? কী কারণে এই ভিক্ষু পরিবাস পালন করছেন? ভিক্ষুগণ উত্তরে বলে—বন্ধু, এই ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখেন। তন্মধ্যে তিনি একটি আপত্তি স্মরণ করতে পারলেও গোপন রাখেন, একটি আপত্তি স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখেন। এমতাবস্থায় তিনি সংঘের কাছে সেই দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেন। সংঘও তাকে সেই দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। বন্ধু, এই ভিক্ষু সেই দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন আর তজ্জন্য পরিবাস ব্রত পালন করছেন। অমনি সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু বলে উঠে—বন্ধুগণ, যেই আপত্তিটি স্মরণ করতে পারলেও গোপন রাখা হয়, সেই আপত্তির জন্য পরিবাস প্রদান করলে ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হয়। ধর্মত পরিবাস প্রদান করার কারণে সে আপত্তিমুক্ত হয়। তবে বন্ধুগণ, যেই আপত্তিটি না জেনে গোপন রাখা হয়, সেই আপত্তির জন্য পরিবাস প্রদান করলে সেটা ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হয় না। অধর্মত পরিবাস প্রদান করার কারণে সে আপত্তিমুক্ত হয় না। বন্ধুগণ, সেই ভিক্ষু একটি আপত্তির জন্য শুধুমাত্র মানত্তযোগ্য হয়।

১৪৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে একটি আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ না হয়ে গোপন রাখে, একটি আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। তার পরিবাস পালনের সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী, (পাপে) লজ্জী, সসংকোচ এবং শিক্ষাকামী অন্য একজন ভিক্ষু সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তখন সে এরূপ বলে—বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কী আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন? কী কারণে এই ভিক্ষু পরিবাস পালন করছেন? ভিক্ষুগণ উত্তরে বলে—বন্ধু, এই ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখেন। তন্মধ্যে একটি আপত্তি সন্দিগ্ধ না হয়ে গোপন রাখেন, একটি আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেন। ফলে তিনি সংঘের কাছে সেই দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেন। সংঘ তাকে সেই দুই মাস গোপিত দুটি

আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। বন্ধু, এই ভিক্ষু সেই দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন আর তজ্জন্য পরিবাস ব্রত পালন করছেন। অমনি সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু বলে উঠলো—বন্ধুগণ, যেই আপত্তিটি সন্দিগ্ধ না হয়ে গোপন রাখা হয়, সেই আপত্তির জন্য পরিবাস প্রদান করলে ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হয়। ধর্মত পরিবাস প্রদান করার কারণে সে আপত্তিমুক্ত হয়। তবে বন্ধুগণ, যেই আপত্তিটি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখা হয়, সেই আপত্তির জন্য পরিবাস প্রদান করলে সেটা ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হয় না। অধর্মত পরিবাস প্রদান করার কারণে সে আপত্তিমুক্ত হয় না। বন্ধুগণ, সেই ভিক্ষু একটি আপত্তির জন্য শুধুমাত্র মানত্তযোগ্য হয়।

১৪৭. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তার মনে এ চিন্তা উদয় হলো—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। তবে আমি এখন সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করলেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রদান করলেন। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন করার সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—তাহলে এবার আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব।

তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তবে আমি এখন সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে তিনি সংঘের কাছে

দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করলেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রদান করলেন। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন করার সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—তাহলে এবার আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব।এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ সেই ভিক্ষুকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে... এভাবে বলতে হবে : ভন্তে, আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তবে আমি এখন সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করলেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রদান করলেন। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক

মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন করার সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—তাহলে এবার আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। অতএব ভন্তে, আমি এখন সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৪৮. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তবে আমি এখন সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন করার সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—তাহলে এবার আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। অতএব, এখন তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলেন। সেই

অবস্থায় তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তবে আমি এখন সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব উৎপন্ন হলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য কেবল এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য শুধু এক মাস পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালন করার সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—তাহলে এবার আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। অতএব, এখন তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করছেন।সংঘও অমুক নামের ভিক্ষুকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে আগের এক মাসের সঙ্গে আরও এক মাস, মোট দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৪৯. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। এমতাবস্থায় তার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—আমি

দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছি। তবে আমি এখন সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য মাত্র এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে সেই ভিক্ষু সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য মাত্র এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করলো। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য মাত্র এক মাস পরিবাস প্রদান করল। পরিবাস পালনের সময় তার মনে লজ্জানুভব হলো তথা লজ্জাবোধ চলে আসলো—আরে, আমি তো দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। অথচ আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তবে আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য মাত্র এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। এই ভেবে আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য মাত্র এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করি। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য মাত্র এক মাস পরিবাস প্রদান করেন। কিন্তু পরিবাস পালনের সময় আমার মনে লজ্জানুভব হলো—বেশ, এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করব। অতএব সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে আগের এক মাসের সঙ্গে আরও এক মাস, মোট দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৫০. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে এক মাস (বা এক মাসের বিষয়) জানে আর এক মাস জানে না। সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস জানে, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস জানে, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করে। পরিবাস পালনের সময় সে অপর মাসটিও জানে (বা জানতে সমর্থ হয়)। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তন্মধ্যে এক মাস জানতাম আর এক মাস জানতাম না। আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস জানতাম, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস জানতাম, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস

পালনের সময় আমি অপর মাসটিও জানতে পারি। কাজেই এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে অপর একটি মাসের জন্যও পরিবাস প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে আগের এক মাসের সঙ্গে আরও এক মাস, মোট দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৫১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে এক মাস স্মরণ করতে পারে আর এক মাস স্মরণ করতে পারে না। সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস স্মরণ করতে পারে, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস স্মরণ করতে পারে, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করে। পরিবাস পালনের সময় সে অপর মাসটিও স্মরণ (বা জানতে সমর্থ হয়)। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তন্মধ্যে এক মাস জানতাম আর এক মাস জানতাম না। আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস জানতাম, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস জানতাম, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালনের সময় আমি অপর মাসটিও জানতে পারি। কাজেই এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে অপর একটি মাসের জন্যও পরিবাস প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে আগের এক মাসের সঙ্গে আরও এক মাস, মোট দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৫২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে সে এক মাস সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত আর এক মাস সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করে। পরিবাস পালনের সময় সে অপর

মাসটি সম্বন্ধেও সংশয়মুক্ত হয়। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়—আমি দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছিলাম। তন্মধ্যে এক মাস সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত আর এক মাস সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলাম। আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে যেই মাস সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত, সেই মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করেছিলেন। পরিবাস পালনের সময় আমি অপর মাসটি সম্বন্ধেও সংশয়মুক্ত হই। কাজেই এখন আমি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির মধ্যে অপর একটি মাসের জন্যও পরিবাস প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য আরও এক মাস পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে আগের এক মাসের সঙ্গে আরও এক মাস, মোট দুই মাস পরিবাস পালন করতে হবে।

১৫৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে সে এক মাস জেনে গোপন রাখে আর এক মাস না জেনে গোপন রাখে। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। তার পরিবাস পালনের সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী, লজ্জী, সসংকোচ এবং শিক্ষাকামী একজন ভিক্ষু সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তখন সে এরূপ বলে—বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কী আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন? কী কারণে পরিবাস পালন করছেন? ভিক্ষুগণ উত্তরে বলে—বন্ধু, এই ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছেন। তন্মধ্যে এক মাস জেনে গোপন রেখেছেন আর এক মাস না জেনে গোপন রেখেছেন। তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। বন্ধু, এই ভিক্ষু সেই আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, তজ্জন্য পরিবাস ব্রত পালন করছেন। অতঃপর সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু বলে উঠে—বন্ধুগণ, যেই এক মাস জেনে গোপন রাখে, সেই এক মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করা ধর্মত পরিবাস দেওয়া হয়। ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হেতুতে সে আপত্তিমুক্ত হয়। তবে যেই এক মাস না জেনে

গোপন রাখে, সেই এক মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করা অধর্মত পরিবাস দেওয়া হয়। অধর্মত পরিবাস প্রদান করা হেতুতে সে আপত্তিমুক্ত হয় না। বন্ধুগণ, সেই এক মাসের জন্য ভিক্ষু শুধু মানত্তযোগ্য হয়।

১৫৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে সে এক মাস স্মরণ করতে পারলেও গোপন রাখে আর এক মাস স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখে। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। তার পরিবাস পালনের সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী, লজ্জী, সসংকোচ এবং শিক্ষাকামী একজন ভিক্ষু সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তখন সে এরূপ বলে—বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কী আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন? কী কারণে পরিবাস পালন করছেন? ভিক্ষুগণ উত্তরে বলে—বন্ধু, এই ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছেন। তন্মধ্যে তিনি এক মাস স্মরণ করতে পারলেও গোপন রাখেন আর এক মাস স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখেন। তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। বন্ধু, এই ভিক্ষু সেই আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, তজ্জন্য পরিবাস ব্রত পালন করছেন। অতঃপর সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু বলে উঠে—বন্ধুগণ, যেই এক মাস স্মরণ করতে পেরেও গোপন রাখে, সেই এক মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করা ধর্মত পরিবাস দেওয়া হয়। ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হেতুতে সে আপত্তিমুক্ত হয়। তবে যেই এক মাস স্মরণ করতে না পেরে রাখে, সেই এক মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করা অধর্মত পরিবাস দেওয়া হয়। অধর্মত পরিবাস প্রদান করা হেতুতে সে আপত্তিমুক্ত হয় না। বন্ধুগণ, সেই এক মাসের জন্য ভিক্ষু শুধু মানত্তযোগ্য হয়।

১৫৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রাখে। তন্মধ্যে সে এক মাস সন্দিগ্ধ না হয়ে গোপন রাখে আর এক মাস সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করে। তার পরিবাস পালনের সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী, লজ্জী, সসংকোচ এবং শিক্ষাকামী একজন ভিক্ষু

সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তখন সে এরূপ বলে—বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কী আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন? কী কারণে পরিবাস পালন করছেন? ভিক্ষুগণ উত্তরে বলে—বন্ধু, এই ভিক্ষু দুটি সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে দুই মাস গোপন রেখেছেন। তন্মধ্যে তিনি এক মাস সন্দিগ্ধ না হয়ে গোপন রাখেন আর এক মাস সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেন। তিনি সংঘের কাছে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রার্থনা করেন। সংঘও তাকে দুই মাস গোপিত দুটি আপত্তির জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করেন। বন্ধু, এই ভিক্ষু সেই আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, তজ্জন্য পরিবাস ব্রত পালন করছেন। অতঃপর সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু বলে উঠে—বন্ধুগণ, যেই এক মাস সন্দিগ্ধ না হয়ে গোপন রাখে, সেই এক মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করা ধর্মত পরিবাস দেওয়া হয়। ধর্মত পরিবাস প্রদান করা হেতুতে সে আপত্তিমুক্ত হয়। তবে যেই এক মাস সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে, সেই এক মাসের জন্য পরিবাস প্রদান করা অধর্মত পরিবাস দেওয়া হয়। অধর্মত পরিবাস প্রদান করা হেতুতে সে আপত্তিমুক্ত হয় না। বন্ধুগণ, সেই এক মাসের জন্য ভিক্ষু শুধু মানত্তযোগ্য হয়।

সুদ্ধান্ত (শুদ্ধিতাসূচক) পরিবাস

১৫৬. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তবে তিনি আপত্তির সংখ্যা জানতেন না, রাত্রির সংখ্যা জানতেন না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারতেন না, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারতেন না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ, রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। এমতাবস্থায় তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধু, আমি বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। তবে আপত্তির সংখ্যা জানি না, রাত্রির সংখ্যা জানি না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারছি না, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারছি না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ, রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। এখন আমাকে কী করতে হবে? ভিক্ষুগণ এই বিষয়টি ভগবানকে অবগত করলেন। (ভগবান বললেন) তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে সংঘ সেসব আপত্তির জন্য সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, প্রথমেই সেই ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি

বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। তবে আমি আপত্তির সংখ্যা জানি না, রাত্রির সংখ্যা জানি না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারি না, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারি না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ, রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। তদ্ধেতু ভন্তে, আমি সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... পরিবাস প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৫৭. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি আপত্তির সংখ্যা জানেন না, রাত্রির সংখ্যা জানেন না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারেন না, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারেন না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ, রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। এখন তিনি সংঘের কাছে সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রার্থনা করছেন। সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি আপত্তির সংখ্যা জানেন না, রাত্রির সংখ্যা জানেন না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারেন না, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারেন না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ, রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। এখন তিনি সংঘের কাছে সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রার্থনা করছেন। সংঘ এই অমুক নামের ভিক্ষুকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... করতে পারেন।

আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

১৫৮. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে (তাকে) সুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হবে। এভাবে

পরিবাস দিতে হয়। ভিক্ষুগণ, কাকে সুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হবে? যেই ভিক্ষু আপত্তির সংখ্যা জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ, রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। তাকেই সুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হবে।

যেই ভিক্ষু আপত্তির সংখ্যা জানে কিন্তু রাত্রির সংখ্যা জানে না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে কিন্তু রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সংশয়মুক্ত কিন্তু রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। তাকেই সুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হবে।

যেই ভিক্ষু কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা জানে, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা জানে না; কিন্তু রাত্রির সংখ্যা মোটেই জানে না। কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না; কিন্তু রাত্রির সংখ্যা মোটেই স্মরণ করতে পারে না। কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সংশয়মুক্ত, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ; কিন্তু রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সম্পূর্ণত সন্দিগ্ধ। তাকেই সুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হবে।

যেই ভিক্ষু আপত্তির সংখ্যা জানে না; তবে কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা জানে, কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা জানে না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না; তবে কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে, কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ; তবে কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা নিয়ে নিঃসংশয়, কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। তাকেই সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করতে হবে।

যেই ভিক্ষু আপত্তির সংখ্যা জানে, কিন্তু কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা জানে আর কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা জানে না। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে, কিন্তু কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত, কিন্তু কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা নিয়ে নিঃসংশয় আর কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। তাকেই সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করতে হয়।

যেই ভিক্ষু কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা জানে, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা জানে না এবং কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা জানে, কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা জানে না। কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না এবং

কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে, কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না। কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ এবং কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত, কোনো কোনো রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ। তাকেই সুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করতে হয়।

১৫৯. হে ভিক্ষুগণ, কাকে পরিবাস দিতে হবে? যেই ভিক্ষু আপত্তির সংখ্যা জানে, রাত্রির সংখ্যা জানে। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত, রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত। তাকেই পরিবাস প্রদান করতে হবে।

যেই ভিক্ষু আপত্তির সংখ্যা জানে না, তবে রাত্রির সংখ্যা জানে। আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না, তবে রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে। আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ, তবে রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত। তাকেই পরিবাস প্রদান করতে হবে।

যে ভিক্ষু কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা জানে, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা জানে না; কিন্তু রাত্রির সংখ্যা জানে। কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে না; কিন্তু রাত্রির সংখ্যা স্মরণ করতে পারে। কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত, কোনো কোনো আপত্তির সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ; কিন্তু রাত্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহমুক্ত। তাকেই পরিবাস প্রদান করতে হবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই পরিবাস প্রদান করতে হবে।

পরিবাস সমাপ্ত।

৩. চল্লিশ প্রকার পরিবাস প্রদান

১৬০. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু পরিবাস পালন করা কালীন ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করেছিলেন। তিনি পুনঃ ফিরে এসে ভিক্ষুগণের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তার পরিবাস থাকে না। (তবে) যদি সে পুনঃ উপসম্পন্ন হয়, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই (তথা যতদিন) পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু তাকে অবশিষ্টাংশের জন্য পরিবাস

প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় শ্রামণের হয়ে যায়। যে শ্রামণের হয়ে যায় তার পরিবাস থাকে না। (তবে) যদি সে পুনঃ উপসম্পন্ন হয়, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই (তথা যতদিন) পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু তাকে অবশিষ্টাংশের জন্য পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় উন্মাদ হয়ে যায়। যে উন্মাদ হয়ে যায় তার পরিবাস থাকে না। যদি সে পরবর্তীকালে স্বাভাবিক হয়, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। যে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায় তার পরিবাস থাকে না। যদি সে পরবর্তীকালে স্বাভাবিক হয়, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বেদনার্ত হয়। যে বেদনার্ত হয় তার পরিবাস থাকে না। যদি সে পরবর্তীকালে স্বাভাবিক হয়, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় আপত্তি অদর্শন হেতুতে উৎক্ষিপ্ত (কিছুকালের জন্য সংঘ হতে পৃথক করে রাখা) হয়। যে উৎক্ষিপ্ত হয় তার পরিবাস থাকে না। যদি সে পরবর্তীকালে আপত্তি দর্শন করে, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় আপত্তি প্রতিকার না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়। যে উৎক্ষিপ্ত হয় তার পরিবাস থাকে না। যদি সে পরবর্তীকালে আপত্তি প্রতিকার করে, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় পাপদৃষ্টি তথা মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়। যে উৎক্ষিপ্ত হয় তার পরিবাস থাকে না। (তবে) যদি সে পরবর্তীকালে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করে, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করতে হবে।

১৬১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তার মূলেপ্রতিকর্ষণ থাকে না। (তবে) যদি সে

উপসম্পন্ন হয়, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায়... উন্মাদ হয়ে যায়... মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়... বেদনার্ত হয়ে যায়... আপত্তি অদর্শন হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... আপত্তি প্রতিকার না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়। যে উৎক্ষিপ্ত হয় তার মূলেপ্রতিকর্ষণ থাকে না। যদি সে পরবর্তীকালে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করে, তখন তাকে পূর্বের পরিবাস প্রদান করবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে।

১৬২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মানত্তযোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে মানত্ত প্রদান করা যায় না। (তবে) যদি সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়, তখন তার সেই পরিবাস প্রদান বলবত থাকবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মানত্তযোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায়... উন্মাদ হয়ে যায়... মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়... বেদনার্ত হয়... আপত্তি অদর্শন হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... আপত্তি প্রতিকার না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়। যে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাকে মানত্ত প্রদান করা যায় না। (তবে) যদি সে পরবর্তীকালে পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করে, তখন তার সেই পরিবাস প্রদান বলবত থাকবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

১৬৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মানত্ত ব্রত পালনের সময় ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তার মানত্ত ব্রত পালন আর থাকে না তথা বন্ধ হয়। যদি সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়, তখন তার সেই পরিবাস প্রদান বলবত থাকবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান

করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে অবশিষ্টাংশের জন্য মানত্ত পালন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মানত্ত ব্রত পালনের সময় শ্রামণের হয়ে যায়... উন্মাদ হয়ে যায়... মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়... বেদনার্ত হয়... আপত্তি অদর্শন হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... আপত্তি প্রতিকার না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়। যে উৎক্ষিপ্ত হয়, তার মানত্ত ব্রত আর থাকে না। যদি সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়, তখন তার সেই পরিবাস প্রদান বলবত থাকবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে অবশিষ্টাংশের জন্য মানত্ত পালন করতে হবে।

১৬৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে আহ্বান করা যায় না। যদি সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়, তখন তার সেই পরিবাস প্রদান বলবত থাকবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। যেই মানত্ত প্রদান করা হয়েছিল সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই মানত্ত পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে আহ্বান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায়... উন্মাদ হয়ে যায়... মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়... বেদনার্ত হয়... আপত্তি অদর্শন হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... আপত্তি প্রতিকার না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়... পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতুতে উৎক্ষিপ্ত হয়, যে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাকে আহ্বান করা যায় না। যদি সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়, তখন তার সেই পরিবাস প্রদান বলবত থাকবে। পূর্বে যেই পরিবাস করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই পরিবাস প্রদান করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। যেই মানত্ত প্রদান করা হয়েছিল, সেটা যথার্থভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং যেই মানত্ত পালন করা হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পালন করা হয়েছিল বলে জানবে। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুকে আহ্বান করতে হবে।

চল্লিশ প্রকার পরিবাস প্রদান সমাপ্ত।

৪. ছয়ত্রিশ প্রকার পরিবাস প্রদান

১৬৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালন করার সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট (অর্থাৎ এত সংখ্যা বলে নির্ধারণ করতে পারা) সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয় আর সেগুলো প্রকাশ করে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালন করার সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয় আর সেগুলো গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। গোপন রাখা আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালন করার সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে কিছু আপত্তি গোপন রাখে আর কিছু আপত্তি প্রকাশ করে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। যেসব আপত্তি গোপন রেখেছিল, সেসব আপত্তি পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালন করার সময় বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট (এত সংখ্যা বলে সুনিশ্চিত করা যায় না) সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয় আর প্রকাশ করে... অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে কিছু আপত্তি গোপন রাখে আর কিছু আপত্তি প্রকাশ করে... নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয় আর প্রকাশ করে... নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয় আর গোপন রাখে... নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়। সে কিছু আপত্তি গোপন রাখে আর কিছু আপত্তি প্রকাশ করে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। যেসব আপত্তি গোপন রেখেছিল, সেসব আপত্তি পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মানত্তযোগ্য হয়ে বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট... মানত্ত ব্রত পালন করার সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট... আহ্বানযোগ্য হয়ে থাকার সময় মধ্যবর্তী সময়ে বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়... অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে কিছু আপত্তি গোপন রাখে আর কিছু আপত্তি প্রকাশ করে... নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয় আর প্রকাশ করে... নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয় আর গোপন রাখে... নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়। সে কিছু আপত্তি গোপন

রাখে আর কিছু আপত্তি প্রকাশ করে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। যেসব আপত্তি গোপন রেখেছিল, সেসব আপত্তি পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে।

ছয়ত্রিশ প্রকার পরিবাস প্রদান সমাপ্ত।

৫. মানত্ত শতক

১৬৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়ে সেই আপত্তিগুলো প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, তাহলে সেই ভিক্ষুকে শুধু মানত্ত দিতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়ে সেই আপত্তিগুলো গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, তাহলে সেই ভিক্ষুকে পুনঃ উপসম্পন্ন হবার দিন থেকে যতদিন গোপন রেখেছিল ততদিনের জন্য পরিবাস দিয়েই তবে মানত্ত দিতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়ে সেই আপত্তিগুলো প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, তাহলে সেই ভিক্ষুকে পুনঃ উপসম্পন্ন হবার পূর্বে যতদিন (আপত্তিগুলো) গোপন রেখেছিল ততদিনের জন্য পরিবাস দিয়েই তবে মানত্ত দিতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়ে সেই আপত্তিগুলো গোপন করে। ভিক্ষুগণ, তাহলে সেই ভিক্ষুকে পুনরায় উপসম্পন্ন হবার আগে ও পরে যতদিন (আপত্তিগুলো) গোপন রেখেছিল ততদিনের জন্য পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

১৬৭. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে এবং প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। এমতাবস্থায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। সে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রেখেছিল, সেসব আপত্তি পরেও অর্থাৎ পুনঃ উপসম্পন্ন হবার পরেও গোপন রাখেন। অন্যদিকে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রাখেনি, সেসব আপত্তিও গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, তখন সেই ভিক্ষুকে পুনঃ উপসম্পন্ন হবার পূর্বে যথানুরূপ (বা যত সংখ্যক) গোপন আপত্তি অনুসারে

পরিবাস প্রদান করে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। সে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রাখে, সেসব আপত্তি পরে গোপন রাখে না। অন্যদিকে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রাখেনি, সেসব আপত্তি পরে গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, তখন সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ বা যে-পরিমাণ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। সে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রেখেছিল, সেসব আপত্তি পরেও গোপন রাখে। অন্যদিকে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রাখেনি, সেসব আপত্তি পরেও গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, তখন সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। সে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রেখেছিল, সেসব আপত্তি পরেও গোপন রাখে। অন্যদিকে যেসব আপত্তি পূর্বে গোপন রাখেনি, সেসব পরে গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, তখন সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই মানত্ত প্রদান করতে হবে।

১৬৮. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি জানে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে না। অন্যদিকে পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবেই মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে না সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে না। অন্যদিকে পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি জানে না সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে। অন্যদিকে পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি জানে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

১৬৯. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি

স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে ন। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে ন। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরেও সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখেনি, পর সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে ন। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে না পারায় গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে

পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

১৭০. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে না। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত প্রদান করতে হবে।

১৭১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সেসব গোপন না রেখে শ্রামণের হয়ে যায়... উন্মাদ বা পাগল হয়ে যায়... মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়... বেদনার্ত হয়ে যায়... তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে।... তন্মধ্যে সে কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না।... কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না... কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে বেদনার্ত হয়ে যায়। সে পুনঃ অবেদনার্ত (সুস্থ হয়ে উঠে) হয়ে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না।... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না। অন্যদিকে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে। অন্যদিকে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে। অন্যদিকে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পূর্বে ও পরে যথানুরূপ গোপন আপত্তি অনুসারে পরিবাস প্রদান করেই তবে মানত্ত

প্রদান করতে হবে।

মানত্ত শতক সমাপ্ত।

৬. মূলেপ্রতিকর্ষণসহ সমোধান পরিবাস চারশত

১৭২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে তা গোপন না রেখেই ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয় আর সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। এমতাবস্থায় সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে তা গোপন না রেখেই ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয় আর সেসব আপত্তি গোপন রাখে। এমতাবস্থায় সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। যথানুরূপ গোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে তা গোপন না রেখেই ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয় আর সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। এমতাবস্থায় সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। যথানুরূপ গোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে তা গোপন না রেখেই ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয় আর সেসব আপত্তি গোপন রাখে। এমতাবস্থায় সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। যথানুরূপ গোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৪)

১৭৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনঃ উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথানুরূপ গোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক

সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনঃ উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথানুরূপ গোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনঃ উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রেখেছিল, পরেও সেসব আপত্তি গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রাখেনি, পরেও সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনঃ উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রেখেছিল, পরেও সেসব আপত্তি গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি গোপন রাখেনি, পরেও সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৪)

১৭৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি জানে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর

কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি জানে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি জানে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরেও সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রাখেনি, পরেও সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না। যেসব আপত্তি জানে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি জানে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি না জেনে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি জেনে গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৪)

১৭৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা

সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে না পেরে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে না পেরে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে না পেরে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না। যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারে না, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে

পুনরায় উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে পারা সত্ত্বেও গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি স্মরণ করতে না পেরে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি স্মরণপূর্বক গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৪)

১৭৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েও গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রেখেছিল, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রেখেছিল, পরেও সেসব আপত্তি

সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সে কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে; যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে উপসম্পন্ন হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রেখেছিল, পরেও সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখেনি, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে। (৪)

১৭৭. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রেখে শ্রামণের হয়ে যায়... উন্মাদ হয়... মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়... বেদনার্ত হয়... তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে... কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না... কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না... কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে আর যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে পুনরায় অবেদনার্ত হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে না... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরেও সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে না...

পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরেও সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে।

১৭৮. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মানত্তযোগ্য হয়ে... মানত্ত পালনের সময়... আহ্বানার্হ হয়ে বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না রেখে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে...

(পরের অংশগুলো 'পরিবাস পালনের সময়' অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ের মতো বিস্তারিতভাবে যোগ করে পড়তে হবে। কেবল 'পরিবাস পালনের সময়-এর স্থলে 'মানত্তযোগ্য হয়ে, মানত্ত পালনের সময় ও আহ্বানার্ত হয়ে' পড়তে হবে।)

১৭৯. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু আহ্বানার্হ হয়ে বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে গোপন না করে শ্রামণের হয়ে যায়... উন্মাদ হয়ে যায়... মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়... বেদনার্ত হয়... তন্মধ্যে গোপিত আপত্তিও থাকে, প্রকাশিত আপত্তিও থাকে... কোনো কোনো আপত্তি জানে আর কোনো কোনো আপত্তি জানে না... কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে আর কোনো কোনো আপত্তি স্মরণ করতে পারে না... কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত আর কোনো কোনো আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ। যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দেহমুক্ত, সেসব আপত্তি গোপন রাখে, যেসব আপত্তি নিয়ে সন্দিগ্ধ, সেসব আপত্তি গোপন রাখে না। সে (বেদনার্ত হয়ে) পুনরায় অবেদনার্ত হয়। তখন সে পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না... পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে গোপন রাখে, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে। আবার, পূর্বে যেসব আপত্তি সন্দিগ্ধ

হয়ে গোপন রাখে না, পরে সেসব আপত্তি সন্দেহমুক্ত হয়েই গোপন রাখে না। সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যথাগোপন আপত্তিগুলো পূর্বের আপত্তির সঙ্গে যোগ করে সমোধান পরিবাস প্রদান করতে হবে।

মূলেপ্রতিকর্ষণসহ সমোধান পরিবাস চারশত সমাপ্ত।

৭. নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রভৃতি বিষয়ক অষ্টক

১৮০. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক গোপন না রেখে... অনির্দিষ্ট সংখ্যক গোপন না রেখে... এক বিষয়ক আপত্তি গোপন না রেখে... নানা বিষয়ক আপত্তি গোপন না রেখে... সম আপত্তি গোপন না রেখে... অসম আপত্তি গোপন না রেখে... সদৃশ আপত্তি গোপন না রেখে... বিসদৃশ আপত্তি গোপন না রেখে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে...।

(বাকি অংশগুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে হবে।)

নির্দিষ্ট সংখ্যকাদি বিষয়ক অষ্টক সমাপ্ত।

৮. দুজন ভিক্ষু বিষয়ক একাদশ

১৮১. দুজন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা সংঘাদিশেষ আপত্তিকে সংঘাদিশেষ আপত্তি হিসেবেই জানেন। তাদের মধ্যে একজন আপত্তিটি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা (দুক্কট অপরাধ স্বীকার করা) করতে হবে। এরপর যথাগোপন (অর্থাৎ যতদিন গোপন রেখেছিল) অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (১)

দুজন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা সেটা সংঘাদিশেষ আপত্তি কি না ভেবে সন্দিগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে একজন আপত্তিটি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। এরপর যথাগোপন অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (২)

দুজন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা সংঘাদিশেষ আপত্তিকে মিশ্র (থুল্লচ্চয়াদি) আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তাদের মধ্যে একজন আপত্তিটি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখে, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। এরপর যথাগোপন অনুসারে তাকে

পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (৩)

দুজন ভিক্ষু মিশ্র আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা মিশ্র আপত্তিকে সংঘাদিশেষ আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তাদের মধ্যে একজন আপত্তিটি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। এরপর যথাগোপন অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (৪)

দুজন ভিক্ষু মিশ্র আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা মিশ্র আপত্তিকে মিশ্র আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তাদের মধ্যে একজন আপত্তিটি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। এরপর যথাগোপন অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (৫)

দুজন ভিক্ষু শুদ্ধক (সংঘাদিশেষ হতে লঘুতর) আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা শুদ্ধক আপত্তিকে সংঘাদিশেষ আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তাদের মধ্যে একজন আপত্তিটি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। এরপর উভয়কে ধর্মত দণ্ড প্রদান করতে হবে। (৬)

দুজন ভিক্ষু শুদ্ধক আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা শুদ্ধক আপত্তিকে শুদ্ধক আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তাদের মধ্যে একজন আপত্তিটি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। এরপর উভয়কে ধর্মত দণ্ড প্রদান করতে হবে। (৭)

দুজন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা সংঘাদিশেষ আপত্তিকে সংঘাদিশেষ আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তাদের মধ্যে একজন চিন্তা করেন বা সিদ্ধান্ত নেন 'আপত্তি প্রকাশ করব' আর অন্যজন সিদ্ধান্ত নেন 'আপত্তি প্রকাশ করব না'। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি প্রথম যামে গোপন রাখেন, দ্বিতীয় যামে গোপন রাখেন, তৃতীয় যামেও গোপন রাখেন এবং অরুণোদয় হয়ে গিয়ে আপত্তি গোপন করা হয়েছে বলে গণ্য হয়। যিনি এভাবে গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। যথাগোপন অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (৮)

দুজন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা সংঘাদিশেষ আপত্তিকে সংঘাদিশেষ আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তারা উভয়ই 'আপত্তি প্রকাশ করব' সিদ্ধান্ত নিয়ে (অন্য ভিক্ষুর কাছে) গমনের পথ ধরেন। গমনকালে

একজনের মনে কপটতা উৎপন্ন হলো। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন 'আপত্তি প্রকাশ করব না'। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি প্রথম যামে গোপন রাখেন, দ্বিতীয় যামে গোপন রাখেন, তৃতীয় যামেও গোপন রাখেন এবং অরুণোদয় হয়ে গিয়ে আপত্তি গোপন করা হয়েছে বলে গণ্য হয়। যিনি এভাবে গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। যথাগোপন অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (৯)

দুজন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা সংঘাদিশেষ আপত্তিকে সংঘাদিশেষ আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তারা উভয়ে উন্মাদ হয়ে যান। পরে উন্মাদ থেকে ভালো হয়ে যান। এমতাবস্থায় একজন আপত্তি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। যথাগোপন অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (১০)

দুজন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হন। তারা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির সময় এরূপ বলেন—আমরা এই মাত্র জানতে পারলাম, এ ধর্ম (উপদেশ) নাকি সূত্রাগত ও সূত্রান্তর্গত এবং প্রতি অর্ধমাসে আবৃত্তি করা হয়। তারা সংঘাদিশেষ আপত্তিকে সংঘাদিশেষ আপত্তি হিসেবে মনে করেন। তন্মধ্যে একজন আপত্তি গোপন রাখেন, অন্যজন গোপন রাখেন না। যিনি গোপন রাখেন, তাকে দুক্কট আপত্তি দেশনা করতে হবে। যথাগোপন আপত্তি অনুসারে তাকে পরিবাস প্রদান করেই তবে উভয়কে মানত্ত দিতে হবে। (১১)

দুজন ভিক্ষু বিষয়ক একাদশ সমাপ্ত।

৯. নয় প্রকার অবিশুদ্ধ মূলেপ্রতিকর্ষণ

১৮২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত, ধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু অধর্মত মানত্ত দেয় এবং অধর্মত

আহ্বান দেয়। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মসম্মত, যৌক্তিক, স্থানোচিত, ধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু অধর্মত মানত্ত দেয় এবং অধর্মত আহ্বান দেয়। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট গোপিত ও প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত, ধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু অধর্মত মানত্ত দেয় এবং অধর্মত আহ্বান দেয়। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়... বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়... বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট গোপিত ও প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মসম্মত

সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত, ধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু অধর্মত মানত্ত দেয় এবং অধর্মত আহ্বান দেয়। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৪-৬)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত, ধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু অধর্মত মানত্ত দেয় এবং অধর্মত আহ্বান দেয়। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৭)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত, ধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু অধর্মত মানত্ত দেয় এবং অধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৮)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট গোপিত এবং প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা

করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত, ধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু অধর্মত মানত্ত দেয় এবং অধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৯)

নয় প্রকার অবিশুদ্ধ মূলেপ্রতিকর্ষণ সমাপ্ত।

১০. দ্বিতীয় নয় প্রকার অবিশুদ্ধ মূলেপ্রতিকর্ষণ

১৮৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত, অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু ধর্মত মানত্ত দেয় এবং ধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত, অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু ধর্মত মানত্ত দেয় এবং ধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে।

সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট গোপিত ও প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত, অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান কের। কিন্তু ধর্মত মানত্ত দেয় এবং ধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়... বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়... বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট গোপিত ও প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত, অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু ধর্মত মানত্ত দেয় এবং ধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৪-৬)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে সংঘের কাছে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু ধর্মত মানত্ত দেয় এবং ধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৭)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক,

সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু ধর্মত মানত্ত দেয় এবং ধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৮)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট গোপিত এবং প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। কিন্তু ধর্মত মানত্ত দেয় এবং ধর্মত আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না। (৯)

দ্বিতীয় নয় প্রকার অবিশুদ্ধ মূলেপ্রতিকর্ষণ সমাপ্ত।

১১. তৃতীয় নয় প্রকার অবিশুদ্ধ মূলেপ্রতিকর্ষণ

১৮৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান

পরিবাস প্রদান করে। তখন সে 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেই ভূমিতে তথা সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—আমি বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট... সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সংঘের কাছে আমি সেই আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে সেসব আপত্তির জন্য সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। এরপর আমি পরিবাস পালনের সময় আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি সংঘের কাছে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন এবং অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। তখন 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার নির্দিষ্ট প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তখন আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি। তাহলে এখন আমি সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে আগেকৃত... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (১)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে।

সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। তখন সে 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেই ভূমিতে তথা সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—আমি বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট... সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সংঘের কাছে আমি সেই আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে সেসব আপত্তির জন্য সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। এরপর আমি পরিবাস পালনের সময় আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি সংঘের কাছে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন এবং অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। তখন 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার নির্দিষ্ট প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তখন আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি। তাহলে এখন আমি সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে আগেকৃত... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ,

(এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (২)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট গোপিত ও প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। তখন সে 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেই ভূমিতে তথা সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—আমি বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট... সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সংঘের কাছে আমি সেই আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে সেসব আপত্তির জন্য সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। এরপর আমি পরিবাস পালনের সময় আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি সংঘের কাছে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন এবং অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। তখন 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার নির্দিষ্ট প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তখন আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি। তাহলে এখন আমি সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করব।

অমনি সে সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে আগেকৃত... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (৩)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়... বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়... বহুসংখ্যক অনির্দিষ্ট গোপিত ও প্রকাশিত সাংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। তখন সে 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেই ভূমিতে তথা সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—আমি বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট... সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সংঘের কাছে আমি সেই আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে সেসব আপত্তির জন্য সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। এরপর আমি পরিবাস পালনের সময় আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি সংঘের কাছে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন এবং অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। তখন 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার নির্দিষ্ট প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তখন আমি সেখানেই

দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি। তাহলে এখন আমি সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে আগেকৃত... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (৪-৬)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। তখন সে 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেই ভূমিতে তথা সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—আমি বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট... সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সংঘের কাছে আমি সেই আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে সেসব আপত্তির জন্য সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। এরপর আমি পরিবাস পালনের সময় আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি সংঘের কাছে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সেই মধ্যবর্তী সময়ে

প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন এবং অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। তখন 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার নির্দিষ্ট প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তখন আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি। তাহলে এখন আমি সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে আগেকৃত... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (৭)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট গোপিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। তখন সে 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেই ভূমিতে তথা সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—আমি বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট... সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সংঘের কাছে আমি সেই

আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে সেসব আপত্তির জন্য সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। এরপর আমি পরিবাস পালনের সময় আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি সংঘের কাছে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন এবং অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। তখন 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার নির্দিষ্ট প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তখন আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি। তাহলে এখন আমি সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে আগেকৃত... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (৮)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, এক বিষয়ক, নানা বিষয়ক, সম, অসম এবং সদৃশ, বিসদৃশ বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সংঘের কাছে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে সেসব আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালনের সময় বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট গোপিত এবং প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে পরিবাস পালনের সময় প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করে। সংঘ তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস প্রদান করে। তখন সে 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার বহুসংখ্যক

নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেই ভূমিতে তথা সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করে। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—আমি বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট... সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সংঘের কাছে আমি সেই আপত্তিগুলোর জন্য সমোধান পরিবাস প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘও আমাকে সেসব আপত্তির জন্য সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। এরপর আমি পরিবাস পালনের সময় আবার বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট প্রকাশিত সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি সংঘের কাছে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন এবং অধর্মসম্মত সংঘকর্ম, অযৌক্তিক, অস্থানোচিত ও অধর্মত সমোধান পরিবাস দিয়েছিলেন। তখন 'আমি (যথাযথভাবে) পরিবাস পালন করছি' মনে করেও (পরিবাস পালনের সময়) আবার নির্দিষ্ট প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তখন আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি, পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো স্মরণ করি। তাহলে এখন আমি সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করব। অমনি সে সংঘের কাছে আগেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলো আর পরেকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কৃত আপত্তিগুলোর জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণসহ ধর্মসম্মত সংঘকর্ম, যৌক্তিক, স্থানোচিত ও ধর্মত পরিবাস এবং ধর্মত মানত্ত, ধর্মত আহ্বান প্রার্থনা করে। সংঘও তাকে আগেকৃত... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ, (এ কারণে) সেই ভিক্ষু সেসব আপত্তি হতে বিশুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (৯)

তৃতীয় নয় প্রকার অবিশুদ্ধ মূলেপ্রতিকর্ষণ সমাপ্ত।

সমুচ্চয় (সমাহার) অধ্যায় সমাপ্ত।

৪. শমথ তথা উপশম অধ্যায়

১. সম্মুখ বিনয় (উপস্থিতি আবশ্যক)

১৮৫. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অনুপস্থিত ভিক্ষুদের তর্জনীয় (তিরস্কার), নির্যশ (পদাবনতি), প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন), প্রতিস্মরণীয় (মিটমাট), উৎক্ষেপণীয় কর্ম (সাময়িক অব্যাহতি)-এর শাস্তির বিধান করলো। এতে যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জী, সংকোচশীল এবং শিক্ষাকামী তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কেনই বা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় কর্ম করতেছে?

অতঃপর তাঁরা ভগবান বুদ্ধকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান এ বিষয়ে এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অনুপস্থিত ভিক্ষুদের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় কর্ম করতেছে? ভিক্ষুগণ বললেন, “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।” ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ তুচ্ছ, মোঘপুরুষদের পক্ষে সেটা অনুচিত, অনুপযুক্ত, অনুপযোগী, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষেরা কেনই অনুপস্থিত ভিক্ষুদের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় কর্ম করতেছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে আর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা পরিহানি হবে। এরূপে ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বিভিন্ন প্রকারে তিরস্কার করে ধর্মদেশনা উত্থাপন করলেন। এরপর ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অনুপস্থিত ভিক্ষুদের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয়, উৎক্ষেপণীয় কর্ম করতে পারবে না। যে (এমন) করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।

১৮৬. অধর্মবাদী পুদ্গল ও বহুসংখ্যক অধর্মবাদী ও অধর্মবাদী সংঘ আর ধর্মবাদী পুদ্গল, বহুসংখ্যক ধর্মবাদী ও ধর্মবাদী সংঘ।

নয় প্রকার অধর্মপক্ষীয়

১৮৭. অধর্মবাদী পুদ্গল যদি ধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (১)

অধর্মবাদী পুদ্গল যদি বহুসংখ্যক ধর্মবাদীকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (২)

অধর্মবাদী পুদ্গল যদি ধর্মবাদী সংঘকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৩)

বহুসংখ্যক অধর্মবাদী পুদ্গল যদি (কোনো) ধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৪)

বহুসংখ্যক অধর্মবাদী পুদ্গল যদি বহুসংখ্যক ধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৫)

বহুসংখ্যক অধর্মবাদী পুদ্গল যদি ধর্মবাদী সংঘকে (এভাবে) জ্ঞাত

করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৬)

অধর্মবাদী সংঘ যদি ধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করা, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৭)

অধর্মবাদী সংঘ যদি বহুসংখ্যক ধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৮)

অধর্মবাদী সংঘ যদি ধর্মবাদী সংঘকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ (বিবাদ বা সমস্যা মীমাংসা) প্রশমিত করা হলে, তা অধর্ম সম্মুখবিনয় সদৃশ দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৯)

নয় প্রকার অধর্মপক্ষীয় সমাপ্ত।

নয় প্রকার ধর্মপক্ষীয়

১৮৮. ধর্মবাদী পুদ্গল যদি অধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (১)

ধর্মবাদী পুদ্গল যদি বহুসংখ্যক অধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (২)

ধর্মবাদী পুদ্গল যদি অধর্মবাদী সংঘকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৩)

বহুসংখ্যক ধর্মবাদী পুদ্গল যদি অধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৪)

বহুসংখ্যক ধর্মবাদী পুদ্গল যদি বহুসংখ্যক অধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৫)

বহুসংখ্যক ধর্মবাদী পুদ্গল যদি অধর্মবাদী সংঘকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৬)

ধর্মবাদী সংঘ যদি অধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে

অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৭)

ধর্মবাদী সংঘ যদি বহুসংখ্যক অধর্মবাদী পুদ্গলকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৮)

ধর্মবাদী সংঘ যদি অধর্মবাদী সংঘকে (এভাবে) জ্ঞাত করায়, জ্ঞাপন করায়, পর্যবেক্ষণ করায়, নিরীক্ষণ করায়, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়—এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন (উপদেশ); এটি গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপন্ন কর তথা এটা অনুমোদন কর। এরূপে অধিকরণ প্রশমন করা হলে, তা ধর্ম সম্মুখবিনয় দ্বারা প্রশমন করা বলে কথিত হয়। (৯)

নয় প্রকার ধর্মপক্ষীয় সমাপ্ত।

২. স্মৃতি-বিনয়

১৮৯. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহস্থ বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব সাত বছর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। (বুদ্ধের) শ্রাবকগণের পক্ষে যা প্রাপ্তব্য, তিনি সবই প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর আর কোনো কিছু করণীয় নেই; সবই কৃত হয়েছে। অনন্তর নির্জনে ধ্যানরত মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—আমি সাত বছর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। শ্রাবকগণের পক্ষে যা প্রাপ্তব্য সবই প্রাপ্ত হয়েছি। আমার আর কোনো কিছু করণীয় নেই; সবই কৃত হয়েছে। এখন আমি সংঘের কী সেবা করব?

অমনি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের মনে এ চিন্তা উদয় হলো যে, আমি সংঘের শয়নাসন (বিছানা) প্রস্তুত করব আর ভোজন বণ্টন করব। এরপর আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব সন্ধ্যার সময় বা দিনের শেষভাগে ধ্যান হতে উঠে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে ভগবান, আমি নির্জনে ধ্যানরত অবস্থায় আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছে যে, 'আমি সাত বছর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। শ্রাবকগণের পক্ষে যা প্রাপ্তব্য, সবই প্রাপ্ত হয়েছে। আমার আর কোনো কিছু

করণীয় নেই; সবই কৃত হয়েছে। এখন, আমি সংঘের কী সেবা করব? অমনি আমার মনে উদয় হলো—আমি সংঘের (জন্য) শয়নাসন প্রস্তুত করব আর ভোজন বণ্টন করব। ভগবান বললেন, সাধু, দব্ব সাধু; তুমি সংঘের (জন্য) শয়নাসন প্রস্তুত ও ভোজন বণ্টন করতে পার। "হ্যাঁ, ভন্তে এরূপ হবে" বলে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এবার ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে ভিক্ষুসংঘের শয়নাসন ব্যবস্থাপক ও ভোজন বণ্টনকারী হিসেবে নির্বাচিত করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে নির্বাচিত করতে হবে :

প্রথমেই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে উক্ত পদ প্রার্থনা করতে হবে। পদ প্রার্থনা করার পর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য হতে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৯০. **প্রস্তাবনা স্থাপন** : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের কাছে উপযুক্ত বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয়নাসন ব্যবস্থাপক ও ভোজন বণ্টনকারী হিসেবে নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয়নাসন ব্যবস্থাপক ও ভোজন বণ্টনকারী হিসেবে নির্বাচিত করতেছেন। যেই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয়নাসন ব্যবস্থাপক ও ভোজন বণ্টনকারী নির্বাচন করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয়নাসন ব্যবস্থাপক ও ভোজন বণ্টনকারী হিসেবে নির্বাচিত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

১৯১. নির্বাচিত হয়েই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব সমমনা ভিক্ষুদের জন্য আলাদা আলাদা শয়নাসন (বা বাসগৃহ) নির্ধারণ করলেন। যেই ভিক্ষুগণ সূত্রান্তিক, তাঁরা একে অপরের মধ্যে সূত্র আলোচনা করবেন এই ভেবে তাঁদের জন্য আলাদা বাসগৃহ নির্দিষ্ট করলেন। যেই ভিক্ষুগণ বিনয়ধর, তারা একে অপরের মধ্যে আলোচনা করে বিনয়ের মীমাংসা করতে পারবেন এই ভেবে তাঁদের জন্য আলাদা বাসগৃহ নির্দিষ্ট করলেন। যেই ভিক্ষুগণ ধর্মকথিক, তারা একে অপরের মধ্যে ধর্ম আলোচনা করতে পারবেন এই

ভেবে তাঁদের জন্য আলাদা বাসগৃহ নির্দিষ্ট করলেন। যেই ভিক্ষুগণ ধ্যানপরায়ণ, তারা একে অপরের জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করবেন না এই ভেবে তাদের জন্য আলাদা বাসগৃহ নির্দিষ্ট করলেন। যেই ভিক্ষুগণ বৃথা বাক্যালাপ করেন এবং আলস্যপরায়ণ, তারা একে অপরের মধ্যে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিতে পারবেন এই ভেবে তাদের জন্য আলাদা বাসগৃহ নির্দিষ্ট করলেন। অন্যদিকে যেই ভিক্ষুগণ রাতে যাওয়া-আসা করেন তাঁদের জন্যও তেজধাতু সম্প্রাপ্ত করে তারই আলোকে শয়নাসন নির্দিষ্ট করলেন। এমন কি কিছু কিছু ভিক্ষু 'আমরা আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের ঋদ্ধি প্রাতিহার্য দর্শন করব' এই ভেবে ইচ্ছাকৃতভাবে রাতে যাওয়া-আসা করেন।

তাঁরা আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের কাছে গিয়ে এরূপ বলেন, বন্ধু, দব্ব আমাদের জন্য শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। অমনি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব বলে উঠেন, আয়ুষ্মানগণ কোথায় (শয়নাসন পেতে) ইচ্ছা করেন? কোথায় আপনাদের শয়নাসন নির্দিষ্ট করব? ভিক্ষুগণ ইচ্ছাকৃতভাবে দূরের স্থান দেখিয়ে দেন। (কিছু কিছু ভিক্ষু বলে) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য গৃধ্রকূট পর্বতে শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (কিছু কিছু ভিক্ষু বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য চোরপ্রপাতে (যেই প্রপাতে চোরের উপদ্রব আছে) শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (কিছু কিছু ভিক্ষু বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য ঋষিগিলির পার্শ্বে কালশিলায় শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (আবার, অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য বৈভব পর্বতের পার্শ্বভাগে সপ্তপর্ণী গুহায় শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য সীতবনে সপ্তশৌণ্ড পাহাড়ে শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য গৌতম কন্দরায় শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য তিন্দুক গুহায় শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য কপোত কন্দরায় শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য তপোদরামে শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য জীবকের আম্রকাননে শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। (অনেকে বলেন) বন্ধু দব্ব, আমাদের জন্য মর্দকুক্ষি মৃগদাবে শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন।

অতঃপর আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব তেজধাতু সম্প্রাপ্ত হয়ে প্রজ্জ্বলিত আঙুলের আলোতে পথ দেখিয়ে সেসব ভিক্ষুদের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তাঁরাও সেই আলোকে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের পিছু পিছু গমন করেন। এরপর আয়ুষ্মান দব্ব এরূপে তাদের শয়নাসন নির্দিষ্ট করেন—এটি খাট,

এটি চেয়ার, এটি পাটি, এটি বালিশ; এ স্থানে পায়খানা, এ স্থানে প্রস্রাবখানা আর এটি পানীয় জল, এটি ব্যবহারের জল, এটি যষ্টি (বা লাঠি) এবং এটি সংঘের নিয়মাবলি, এখানে এই সময়ে প্রবেশ করতে হয়, এই সময়ে বের হতে হয়। এভাবে তাদের শয়নাসন নির্দিষ্ট করে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব পুনরায় বেণুবনে ফিরে আসেন।

১৯২. সেই সময় মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় নতুন প্রব্রজিত আর অল্প পুণ্যবান হিসেবে বিবেচিত হতেন। সংঘের জন্য নির্ধারিত শয্যাসনের মধ্যে যেগুলো নিকৃষ্ট থাকত, সেগুলো তাদের ভাগে জুটতো আর নিকৃষ্ট খাদ্য সবই তাদের ভাগে পড়তো। তখন রাজগৃহের দায়ক-দায়িকারা স্থবির ভিক্ষুগণকে উত্তমভাবে তৈরি ভাত, ঘি, তৈল, পায়েস দান করতেন। কিন্তু মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়কে নিকৃষ্ট চাউলের ভাত, সিদ্ধ করা তরকারি প্রদান করতেন। তারা (মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক) ভিক্ষান্ন গ্রহণ শেষে বিহারে প্রত্যাবর্তনকারী স্থবির ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞেস করেন, বন্ধুগণ, আপনাদের ভোজনশালায় কী কী ছিল? অথবা কী ছিল না? কোনো কোনো স্থবির এরূপ বলেন, বন্ধুগণ, আমাদের ভোজনশালায় (বা ভোজনে) ঘি ছিল, তৈল ছিল, পায়েস ছিল। অমনি মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় বলে উঠেন, বন্ধুগণ, আমাদের তো সেসব কিছুই ছিল না। কেবল নিকৃষ্ট চাউলের ভাত আর সিদ্ধ করা তরকারিই ছিল।

কল্যাণভত্তিক নামক গৃহপতি তখন সংঘকে নিত্য চারি প্রকারে ভোজন দান দিতেন। তিনি ভিক্ষুগণের ভোজনের সময় দারাপুত্রসহ উপস্থিত থেকে খাবার পরিবেশন করেন। আরও ভাতের প্রয়োজন কি না, আরও তরকারির প্রয়োজন কি না, আরও তৈলের প্রয়োজন কি না, আরও সূপ বা ঝোলের প্রয়োজন কি না, আরও পায়েসের প্রয়োজন কি না? জিজ্ঞেস করেন।

এক পর্যায়ে কল্যাণভত্তিক গৃহপতির বাড়িতে আগামীকাল ভোজনের জন্য মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়কে নির্ধারণ করা হলো (তথা তাদের পালা এসে পড়ল)। তখন কোনো এক কারণে গৃহপতি কল্যাণভত্তিক বিহারে আসলেন। তিনি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। অমনি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব কল্যাণভত্তিক গৃহপতিকে ধর্মদেশনায় উৎসাহিত, প্রণোদিত, উজ্জীবিত ও সম্প্রহৃষ্ট করলেন। আয়ুষ্মান দব্বের ধর্মদেশনায় উৎসাহিত, প্রণোদিত, উজ্জীবিত ও সম্প্রহৃষ্ট কল্যাণভত্তিক গৃহপতি এবার আয়ুষ্মান দব্বকে বললেন, ভন্তে, আগামীকাল আমার বাড়িতে কোন ভিক্ষুর ভোজনের পালা

পড়েছে? আয়ুষ্মান দব্ব বললেন, গৃহপতি, আগামীকাল আপনার বাড়িতে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়ের ভোজনের পালা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণভত্তিক গৃহপতি অসন্তুষ্ট হলেন। কেন পাপী ভিক্ষুদ্বয় আমার গৃহে ভোজন করতে আসবে? এ কথা ভেবে ভেবে বাড়িতে এসে দাসীকে আদেশ দিলেন, রে দাসী, আগামীকাল অন্নভোজীরা আসবে। তাদের প্রকোষ্ঠে আসন দিয়ে নিকৃষ্ট চাউলের ভাত আর সিদ্ধ করা তরকারি পরিবেশন করবে। 'এরূপই হবে, আর্য' বলে দাসী কল্যাণভত্তিক গৃহপতির কথায় সম্মত হলো।

এদিকে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকলেন, বন্ধু, আগামীকাল আমাদের গৃহপতি কল্যাণভত্তিকের বাড়িতে ভোজনের পালা পড়েছে। তিনি দারাপুত্রসহ উপস্থিত থেকে আমাদের ভোজন পরিবেশন করবেন। আরও ভাতের প্রয়োজন হবে কি না, আরও তরকারির প্রয়োজন হবে কি না, আরও সূপ বা ঝোলের প্রয়োজন হবে কি না, আরও তৈলের প্রয়োজন হবে কি না, আরও পায়েসের প্রয়োজন হবে কি না জিজ্ঞেস করবেন। এসব ভেবে ভেবে অতি আনন্দে তাদের রাতে ইচ্ছানুরূপ ঘুম হলো না।

অতঃপর সকালবেলায় মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় বহির্গমনোপযোগী করে অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে কল্যাণভত্তিক গৃহপতির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। মৈত্রেয়, ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়কে দূর হতে আসতে দেখে দাসী প্রকোষ্ঠে আসন প্রস্তুত করে রাখল। বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে তাদের বলল, ভন্তে, এখানে এসে উপবেশন করুন। মৈত্রেয়, ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়ের মনে উদয় হলো—নিশ্চয়, এখনো ভোজন পাক করা শেষ হয়নি। তাই আমাদের এভাবে প্রকোষ্ঠে বসিয়ে রেখেছে। অল্পক্ষণ পর দাসী নিকৃষ্ট চাউলের ভাত আর সিদ্ধকরা তরকারি নিয়ে উপস্থিত হলো। সেসব পরিবেশন করে বলল, ভন্তে, ভোজন করুন। মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু বলে উঠলেন, ভগ্নি, আমরা এখানে নিত্য দানলাভী হিসেবে এসেছি। দাসী বললো, আর্যগণ, আমি জানি আপনারা নিত্য দানলাভী হিসেবে এসেছেন। কিন্তু গতকাল গৃহপতি আমাকে আদেশ দিয়ে বলেছেন যে, রে দাসী, আগামীকাল অন্নভোজীরা আসবে। তাদের প্রকোষ্ঠে আসন দিয়ে নিকৃষ্ট চাউলের ভাত আর সিদ্ধ করা তরকারি পরিবেশন করবে। কাজেই, ভন্তে, আপনারা ভোজন করুন। তখন মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়ের মনে উদয় হলো—গতকাল কল্যাণভত্তিক গৃহপতি বিহারে গিয়ে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। নিশ্চয়, সে-সময় মল্লপুত্র দব্ব গৃহপতিকে

আমাদের বিরুদ্ধে বলেছেন। এরূপ ভেবে মনঃকষ্টের কারণে তারা ঠিকমতো খেতেও পারলেন না।

ভোজন শেষ করে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু বিহারে ফিরে এসে পাত্র-চীবর সামলায়ে বাইরের প্রকোষ্ঠে সজ্ঝাটি বিছিয়ে বসে পড়লেন। সম্পূর্ণ বাকশূন্য, হতাশ, ভগ্নোৎসাহ, অধোমুখ, মর্মপীড়া ও দুঃখে কাতর হয়ে রইলেন। ঠিক সেই সময় মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বললেন, আর্য, আপনাদের বন্দনা জ্ঞাপন করছি। মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী এরূপ বললেও মৈত্রেয়, ভৌম্যজক ভিক্ষু নীরবই থাকলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী এরূপ বললেন। তারপরও মৈত্রেয়, ভৌম্যজক ভিক্ষু নীরব থাকলেন। অমনি মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী বলে উঠলেন—আর্য, আমি কী কোনো অপরাধ করেছি? কেন আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলছেন না? মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক এবার বললেন, ভগ্নি, আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব আমাদের উৎপীড়ন করতে দেখেও তুমি তো কিছুই করতেছ না। আর্য, আমি কী করব, বলুন। ভগ্নি, যদি তুমি কর তো, ভগবান আজকেই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে বহিষ্কার করে দিবেন। আর্য, (তাহলে বলুন) আমি কী করব? আমার দ্বারা কী করা সম্ভব। ভগ্নি, তুমি ভগবান বুদ্ধের সকাশে গিয়ে এরূপ বলবে। বলবে যে, 'প্রভু, এটি উচিত, উপযুক্ত নয়। পূর্বে যেদিক ভয়হীন, নিরাপদ, নিরুপদ্রব ছিল, এখন সেদিক ভয়সংকুল, বিপন্ন ও উপদ্রবে ভরে গেছে। যেখানে বায়ু প্রবাহিত হতো না, এখন সেখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এ যেন জল পুড়ে যাচ্ছে। আর্য মল্লপুত্র দব্ব আমাকে দূষিত করেছে।'

'আর্য এরূপ হবে' বলে মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়কে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর সে ভগবান বুদ্ধের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, এটি উচিত, উপযুক্ত নয়। পূর্বে যেদিক ভয়হীন, নিরাপদ, নিরুপদ্রব ছিল এখন সেদিক ভয়সংকুল, বিপন্ন ও উপদ্রবে ভরে গেছে। যেখানে বায়ু প্রবাহিত হতো না, এখন সেখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এ যেন জল (আগুনে) পুড়ে যাচ্ছে। আর্য মল্লপুত্র দব্ব আমাকে দূষিত করেছে।

১৯৩. অতঃপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করলেন। এবার আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞেস করলেন, দব্ব, তুমি স্মরণ করে দেখ তো এ ভিক্ষুণী যা বলছে, তুমি সেটা করেছ কি? উত্তরে

দব্ব বললেন, ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপ বলে জানেন। ভগবান দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞেস করলেন, দব্ব, তুমি স্মরণ করে দেখ তো এ ভিক্ষুণী যা বলছে, তুমি সেটা করেছ কি? দব্ব একইভাবে উত্তর দিয়ে বললেন, ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপে জানেন। এবার ভগবান বললেন, না দব্ব না; এভাবে অভিযোগের বিষয় সমাধা করা যায় না। যদি তুমি করে থাক, তাহলে করেছ বলো আর যদি না করে থাক, তাহলে সরাসরি বলো করিনি। দব্ব বললেন, ভন্তে, আমার জন্ম হতেই আমি স্বপ্নেও মৈথুন সেবন করেছি বলে জানি না। জাগ্রত অবস্থার কথা আর কী বলবো? অমনি ভগবান ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে সংঘ হতে বহিষ্কার করে দাও। এই ভিক্ষুদ্বয়কে (মৈত্রেয় ও ভৌম্যজককে) ঘটনার রহস্য উৎঘাটনে জেরা কর। এসব বলে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারের ভেতর প্রবেশ করলেন।

তখন উপস্থিত ভিক্ষুগণ সেই মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে সংঘ হতে বহিষ্কার করলেন। এমতাবস্থায় মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় উপস্থিত ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধুগণ, মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে বহিষ্কার করবেন। আসলে তার কোনো দোষ নেই। আমরাই অসন্তুষ্ট ও রাগে উন্মত্ত হয়ে তাকে এটা করতে উৎসাহিত করেছি। ভিক্ষুগণ বললেন, বন্ধুগণ, আপনারাই কী তাহলে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলক শীলবিপত্তির দুর্নাম (বা কলঙ্ক) রটাতে চেয়েছেন? হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমরা সেটাই করতে চেয়েছি। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জী, সংকোচশীল এবং শিক্ষাকামী তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় কেনই বা আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলক শীলবিনাশের দুর্নাম রটানোর চেষ্টা করতেছে?

তারা ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান এ বিষয়ে এ কারণে... জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলক শীলবিনাশের দুর্নাম রটানোর চেষ্টা করতেছে? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মকথা উত্থাপন করলেন। এরপর ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি বিপুলতার জন্য স্মৃতি-বিনয় দান করুক।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে দান করতে হবে : ভিক্ষুগণ, মল্লপুত্র দব্বকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা

করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, এই মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় আমার ওপর অমূলক শীলবিনাশের দুর্নাম রটানোর চেষ্টা করতেছে। আমি স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হয়েছি। কাজেই আমি সংঘের কাছে স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৯৪. **প্রস্তাবনা স্থাপন** : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলক শীল বিনাশের দুর্নাম রটানোর চেষ্টা করতেছে। আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়াতে সংঘের কাছে স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করতেছেন। এখন যদি সংঘের উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলক শীল বিনাশের দুর্নাম রটানোর চেষ্টা করতেছে। আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়াতে সংঘের কাছে স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করতেছেন। সংঘ এখন স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয় আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলক শীল বিনাশের দুর্নাম রটানোর চেষ্টা করতেছে। আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়াতে সংঘের কাছে স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করতেছেন। সংঘ এখন স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন

রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

১৯৫. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকারের স্মৃতি-বিনয় প্রদান ধর্মসম্মত। যথা : ১) ভিক্ষু (যদি) পরিশুদ্ধ ও নির্দোষ হন, ২) তাঁর ওপর মিথ্যা দোষারোপ বা দুর্নাম করা হয়, ৩) নিজে স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করেন, ৪) সংঘ তাঁকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করেন, ৫) ধর্মতভাবে সর্বসম্মতিক্রমে প্রদান করেন। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকারে স্মৃতি-বিনয় প্রদান ধর্মসম্মত।

৩. অমূল্‌হ বিনয় (নির্দোষ সাব্যস্তকরণ)

১৯৬. সেই সময় গর্গ ভিক্ষু উন্মাদ হয়েছিলেন। তার চিত্ত বিপর্যস্ত হয়েছিল। সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্তের দরুন গর্গ ভিক্ষু অশ্রমণোচিত বহুবিধ কাজ (অসদাচার) ও বাক্য ভাষণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাঁর (গর্গ ভিক্ষুর) সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্তবশত কৃত অসদাচারের জন্য নিন্দা বা দোষারোপ করতে লাগলেন। বলতে থাকলেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেসব স্মরণ করুন। তিনি (গর্গ ভিক্ষু) উত্তরে এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, আমি (তখন তো) উন্মাদ ছিলাম, আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই (উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্তের) কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব তো আমি আর স্মরণ করতে পারি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এগুলো করেছিলাম। এরূপ বলার পরও সেই ভিক্ষুগণ তাকে দোষারোপ করতে থাকলেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন।

যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জী, সংকোচশীল এবং শিক্ষাকামী তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, সেই ভিক্ষুগণ কেনই বা গর্গ ভিক্ষুকে তার উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে কৃত অসদাচারের জন্য দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। অন্যদিকে গর্গ ভিক্ষু বলছেন, বন্ধুগণ, আমি (তখন তো) উন্মাদ ছিলাম, আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব তো আমি স্মরণ করতে পারি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এগুলো করেছিলাম। এরূপ বলার পরও সেই ভিক্ষুগণ তাকে দোষারোপ করছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। তখন সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয়

অভিহিত করে... আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করুক।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করতে হবে :

ভিক্ষুগণ, গর্গ ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি উন্মাদ ছিলাম। আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেই ভিক্ষুগণ আমার উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে কৃত অসদাচারের জন্য আমাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। আমি এরূপ বললাম, বন্ধুগণ, আমি (তখন তো) উন্মাদ ছিলাম। আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই (উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্তের) কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব তো আমি আর স্মরণ করতে পারছি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এগুলো করেছিলাম। এরূপ বলার পরও সেই ভিক্ষুগণ আমাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। কাজেই, ভন্তে আমি অমূঢ় হয়ে সংঘের কাছে অমূঢ়-বিনয় প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

১৯৭. প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্থাব শ্রবণ করুন। এই গর্গ ভিক্ষু উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি অশ্রমণোচিত্ত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাকে উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে কৃত অসদাচারের জন্য দোষারোপ করেছেন। বলছেন, আয়ুষ্মাণ এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। অন্যদিকে তিনি এরূপ বলছেন, বন্ধুগণ, আমি তখন তো উন্মাদ ছিলাম; আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব স্মরণ আমি আর স্মরণ করতে পারি না। মস্তিক বিকৃতির কারণে আমি এসব করেছিলাম। এরূপ বলার পরও সেই ভিক্ষুগণ তাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। এখন তিনি অমূঢ় হয়ে অমূঢ়-বিনয় প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ

অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই গর্গ ভিক্ষু উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাকে উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে কৃত অসদাচারের জন্য দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। অন্যদিকে তিনি বলছেন, বন্ধুগণ, আমি তখন তো উন্মাদ ছিলাম; আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব আমি আর স্মরতে পারি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এসব করেছিলাম। এরূপ বলার পর সেই ভিক্ষুগণ তাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। এখন তিনি অমূঢ় হয়ে অমূঢ়-বিনয় প্রার্থনা করছেন। সংঘও অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষণ প্রকাশ করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে তৃতীয়বার বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

১৯৮. হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকারের অমূঢ়-বিনয় প্রদান অধর্মসম্মত আর তিন প্রকারের অমূঢ়-বিনয় প্রদান ধর্মসম্মত।

ভিক্ষুগণ, (ধরা যাক) কোনো ভিক্ষু আপত্তি (বা অপরাধ) প্রাপ্ত হলো। এমতাবস্থায় তাকে সংঘ (তথা ভিক্ষুসংঘ), বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু বললেন, আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই সেটা স্মরণ করুন। স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সেই ভিক্ষু বললেন, বন্ধুগণ, আমি এরূপ অপরাধ করেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। (এই অবস্থায়) সংঘ যদি তাকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয়।

ভিক্ষুগণ, (ধরা যাক) কোনো ভিক্ষু আপত্তি (বা অপরাধ) প্রাপ্ত হলো। এমতাবস্থায় তাকে সংঘ (তথা ভিক্ষুসংঘ), বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু বললেন, আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই সেটা

স্মরণ করুন। স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সেই ভিক্ষু বললেন, বন্ধুগণ, স্বপ্নে দেখার মতন করে আমার স্মরণ হচ্ছে। (এই অবস্থায়) সংঘ যদি তাকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয়।

ভিক্ষুগণ, (ধরা যাক) কোনো ভিক্ষু আপত্তি বা (অপরাধ) প্রাপ্ত হলো। এমতাবস্থায় তাকে সংঘ (তথা ভিক্ষুসংঘ), বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু বললেন, আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই সেটা স্মরণ করুন। সেই ভিক্ষু উন্মাদ না হয়েও উন্মাদের ভান করে বলেন, আমি এ রকম করেছি, আপনারাও এ রকম করুন। এটি আমার জন্য বিধিসম্মত, আপনাদের জন্যও বিধিসম্মত। (এই অবস্থায়) যদি তাকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয়। এগুলোই তিন প্রকারের অধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয় প্রদান।

১৯৯. হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকারের ধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয় প্রদান কীরূপ?

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু উন্মাদ হয়, তার চিত্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে ভিক্ষু অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করে থাকে। (পরবর্তীকালে) তাকে সংঘ বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান, এরূপ এরূপ অপরাধ হয়েছ। কাজেই সেটা স্মরণ কর। স্মরণ না থাকায় সে এরূপ বলে, বন্ধুগণ, আমি এরূপ অপরাধ করেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। এ অবস্থায় সংঘ যদি তাকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করেন, তাহলে সেটা ধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয়।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু উন্মাদ হয়, তার চিত্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে ভিক্ষু অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করে থাকে। (পরবর্তীকালে) তাকে সংঘ বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান, এরূপ এরূপ অপরাধ হয়েছ। কাজেই সেটা স্মরণ করুন। সে উন্মাদ হয়ে উন্মাদসুলভ বাক্যে বলে, আমি এ রকম করেছি, আপনারাও এ রকম করুন। এটি আমার জন্য বিধিসম্মত, আপনাদের জন্যও বিধিসম্মত। এ অবস্থায় সংঘ যদি তাকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করেন, তাহলে সেটা ধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয়। এগুলো তিন প্রকারের ধর্মসম্মত অমূঢ়-বিনয় প্রদান।

৪. প্রতিজ্ঞাতকরণ (বা স্বীকারকরণ)

২০০. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্বীকারোক্তি ছাড়াই ভিক্ষুদের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান (শাস্তির

বিধান) করতে লাগলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কেনই বা স্বীকারোক্তি ছাড়াই ভিক্ষুদের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করতেছে? অতঃপর তারা ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন... হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয়... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য'। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মকথা উত্থাপন করলেন। এরপর ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, স্বীকারোক্তি না নিয়ে ভিক্ষুদের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় কর্ম প্রদান করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।

২০১. হে ভিক্ষুগণ, এ রকম করে প্রতিজ্ঞাতকরণ করলে অধর্মসম্মত আর এ রকম করে প্রতিজ্ঞাতকরণ করলে ধর্মসম্মত হয়। ভিক্ষুগণ, কী রকমের প্রতিজ্ঞাতকরণ অধর্মসম্মত?

কোনো ভিক্ষু পারাজিকা প্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজনমাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান, আপনি পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো পারাজিকা প্রাপ্ত হইনি, সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে সংঘাদিশেষ অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হবে।

কোনো ভিক্ষু পারাজিকা প্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজনমাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান, আপনি পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো পারাজিকা প্রাপ্ত হইনি, থুল্লচ্চয় প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে থুল্লচ্চয় অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হবে।

কোনো ভিক্ষু পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজনমাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান, আপনি পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো পারাজিকা প্রাপ্ত হইনি, পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে পাচিত্তিয় অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হবে।

কোনো ভিক্ষু পারাজিকা প্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজনমাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান, আপনি

পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো পারাজিকা প্রাপ্ত হইনি, পাটিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে পাটিদেশনীয় অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হবে।

কোনো ভিক্ষু পারাজিকা প্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজনমাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান, আপনি পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো পারাজিকাপ্রাপ্ত হইনি, দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে দুক্কট অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজনমাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান, আপনি পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো পারাজিকাপ্রাপ্ত হইনি, দুব্‌ভাসিত (কেবল মুখে তিরস্কৃত হবার মতন অপরাধ) প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে দুব্‌ভাসিত দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু সংঘাদিশেষ... থুল্লচ্চয়... পাচিত্তিয়... পাটিদেশনীয়... দুক্কট... দুব্‌ভাসিত অপরাধপ্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান আপনি দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হইনি, পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে পারাজিকার দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়... বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হইনি, সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে সংঘাদিশেষের দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়... বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হইনি, থুল্লচ্চয় প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে থুল্লচ্চয়ের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়... বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হইনি, পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি

তাকে পাচিত্তিয়ের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়... .বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হইনি, পাটিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে পাটিদেশনীয়ের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়... বলে উঠে—বন্ধুগণ, আমি তো দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হইনি, দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে দুক্কটের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে অধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়? কোনো ভিক্ষু পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান আপনি পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমি পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে পারাজিকা অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা ধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়।

কোনো ভিক্ষু সংঘাদিশেষ... থুল্লচ্চয়... পাচিত্তিয়... পাটিদেশনীয়... দুক্কট... দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অথবা একজন মাত্র ভিক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আয়ুষ্মান আপনি দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরে সে বলে উঠে—হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমি দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হয়েছি। এমতাবস্থায় সংঘ যদি তাকে দুব্‌ভাসিত অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সেটা ধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ধর্মসম্মত প্রতিজ্ঞাতকরণ করা হয়।

৫. যেভুয়্যসিক (সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিবাদ উপশম)

২০২. তখন ভিক্ষুগণ সংঘসভায় ঝগড়া, কলহ ও বিবাদপরায়ণ হয়ে একে অপরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তাদের সেই বিবাদ প্রশমন বা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যান্য ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, তাহলে হে ভিক্ষুগণ, আমি আদেশ করছি, এরূপ বিবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে প্রশমন করবে।

ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার গুণ-সমন্বিত ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক (মত প্রকাশের কাঠি বা টিকেট বিতরণকারী ও গ্রহণকারী) হিসেবে নির্বাচিত করবে। যথা :

১) যেই ভিক্ষু স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয় না, ২) দ্বেষের বশবর্তী হয় না, ৩) মোহের বশবর্তী হয় না, ৪) ভয়ের বশবর্তী হয় না, ৫) গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় যথাযথভাবে জানে। ভিক্ষুগণ, এভাবে নির্বাচিত করবে :

প্রথমে সেই ভিক্ষুকে উক্ত পদ প্রার্থনা করতে হবে। পদ প্রার্থনা করার পর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য হতে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

২০৩. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

২০৪. হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার শলাকা গ্রহণ (মত গ্রহণ) অধর্মসম্মত আর দশ প্রকার শলাকা গ্রহণ ধর্মসম্মত।

অধর্মসম্মত দশ প্রকার শলাকা গ্রহণ কীরূপ? ১) বিবাদের বিষয় তুচ্ছ হয়, ২) যথানিয়মে হয় না, ৩) নিজে কিংবা অন্যের দ্বারা স্মরণ (মত গ্রহণের বিষয় স্মরণ) করিয়ে নেয় না, ৪) অধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক বলে জানে, ৫) বাস্তবিক অধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক হয় বলে জানে, ৬) সংঘভেদ হবে বলে জানে, ৭) বাস্তবিক সংঘভেদ হয়ে যায়, ৮) অধর্মতভাবে মত গ্রহণ করে, ৯) সংঘের একাংশ হতে মত গ্রহণ করে, ১০) সঠিক বিবেচনায় মত গ্রহণ না করে। এগুলো অধর্মসম্মত দশ প্রকার শলাকা গ্রহণ।

ধর্মসম্মত দশ প্রকার শলাকা গ্রহণ কীরূপ? ১) বিবাদের বিষয় তুচ্ছ হয় না, ২) যথানিয়মে হয়, ৩) নিজে কিংবা অন্যের দ্বারা স্মরণ করে নেয়, ৪) ধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক বলে জানে, ৫) বাস্তবিক ধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক হয়, ৬) সংঘভেদ হবে না বলে জানে, ৭) বাস্তবিক সংঘভেদ হয় না, ৮) ধর্মতভাবে মত গ্রহণ করে, ৯) সমগ্র সংঘের মত গ্রহণ করে, ১০) ঠিক বা সঠিক বিবেচনায় মত গ্রহণ করে। এগুলো ধর্মসম্মত দশ প্রকার শলাকা

গ্রহণ।

৬. তৎপাপিয়সিক

২০৫. সেই সময় উপবাল ভিক্ষু সংঘসভায় অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করেন আর প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করেন; এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে অন্য বিষয়ে উত্তর দেন এবং জেনেশুনে মিথ্যাবাক্য ভাষণ করতে থাকলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, উপবাল ভিক্ষু কেনই বা সংঘসভায় অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করছেন আর প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করছেন, এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে অন্য বিষয়ে উত্তর দিচ্ছেন এবং জেনে-শুনে মিথ্যাবাক্য ভাষণ করছেন? অমনি তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন... হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি উপবাল ভিক্ষু... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মকথা উত্থাপন করলেন। এরপর ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ উপবাল ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের (শাস্তির) ব্যবস্থা করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

প্রথমেই উপবাল ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করবে। ভর্ৎসনা করে (অপরাধ) স্মরণ করাবে। স্মরণ করিয়ে অপরাধ প্রকাশ করাবে। এরপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এই বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

২০৬. **প্রস্তাবনা স্থাপন** : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উপবাল ভিক্ষু সংঘসভায় অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করছেন আর প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করছেন; এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে অন্য বিষয়ে উত্তর দিচ্ছেন এবং জেনে-শুনে মিথ্যাবাক্য ভাষণ করছেন। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে সংঘ উপবাল ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উপবাল ভিক্ষু সংঘসভায় অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করছেন আর প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করছেন; এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে অন্য বিষয়ে উত্তর দিচ্ছেন এবং জেনে-শুনে মিথ্যাবাক্য ভাষণ করছেন। সংঘ উপবাল ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান

করছেন। যেই আয়ুষ্মান উপবাল ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে তৃতীয়বার বলছি। ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক উপবাল ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

২০৭. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকারের তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান ধর্মসম্মত। যথা : ১) দোষী ভিক্ষুকে করা হয়, ২) লজ্জাহীন ভিক্ষুকে করা হয়, ৩) নিন্দনীয় কর্মের জন্য করা হয়, ৪) সংঘ ধর্মানুযায়ী তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করে, ৫) সমগ্র সংঘের সম্মতিতে করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান ধর্মসম্মত।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মবহির্ভূত কর্ম

২০৮. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত তৎপাপিয়সিক কর্ম (বা কর্মের বিধান) অধর্মসম্মত, বিনয়বহির্ভূত ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়। যথা : ১) যা (দোষীর) অনুপস্থিতিতে করা হয়, ২) যা (দোষীকে) জিজ্ঞেস না করে করা হয়, ৩) বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়... পূর্ববৎ... ২) অধর্ম দ্বারা হয়, ৩) সংঘের একাংশের সম্মতিতে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত তৎপাপিয়সিক কর্ম বা কর্মের বিধান অধর্মসম্মত, বিনয় বহির্ভূত ও অমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

দ্বাদশ প্রকার নিয়মসম্মত কর্ম

২০৯. হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণসংযুক্ত তৎপাপিয়সিক কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়। যথা : ১) যা (দোষীর) উপস্থিতিতে করা হয়, ২) যা (দোষীকে) জিজ্ঞেস করে করা হয়, ৩) প্রতিজ্ঞায় করে করা হয়... পূর্ববৎ... ২) ধর্ম দ্বারা করা হয়, ৩) সমগ্র সংঘের সম্মতিতে করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণসংযুক্ত তৎপাপিয়সিক কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুমীমাংসিত বলে কথিত হয়।

ছয় প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করা

২১০. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে তিন কারণসংযুক্ত বা স্বভাববিশিষ্ট ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়, বিবাদকারী, বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সংঘের কাছে নিত্যে অভিযোগ (বা বিবাদের বিষয়) উত্থাপনকারী, ২) যেই ভিক্ষু মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বহু অপরাধে অপরাধী এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, ৩) যেই ভিক্ষু (প্রব্রজিত জীবনের) অযোগ্য গৃহীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন ধরনের ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু অতিদৃষ্টিতে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা সম্যক দৃষ্টিতে) দৃষ্টিভ্রষ্ট হয় (সহজ কথায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়)। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন ধরনের ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু সংঘের অগুণ বর্ণনা করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু একাই (অর্থাৎ কারোর প্রভাব ব্যতিত) ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয়... উত্থাপনকারী হয়, ২) যেই ভিক্ষু একাই মূর্খ, অনভিজ্ঞ... অগ্রাহ্যকারী হয়, ৩) যেই ভিক্ষু একাই অযোগ্য গৃহীর... অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু একাই অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, ২) যেই ভিক্ষু একাই অধিআচারে আচারভ্রষ্ট হয়, ৩) যেই ভিক্ষু একাই অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিভ্রষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে অন্য তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে

তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু একাই বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২) যেই ভিক্ষু একাই ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৩) যেই ভিক্ষু একাই সংঘের অগুণ বর্ণনা করে। ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে এই তিন কারণসংযুক্ত ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক দণ্ডকর্ম প্রদান করবে।

অষ্টাদশ ব্রত

২১১. হে ভিক্ষুগণ, তৎপাপিয়সিক কর্মে দণ্ডিত ভিক্ষুকে সম্যকভাবে অনুবর্তী হতে হবে। সম্যকভাবে অনুবর্তী হবার নিয়ম এরূপ : ১) কাউকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না, ৩) শ্রামণকে দিয়ে নিজের সেবা-যত্নাদি করিয়ে নিতে পারবে না, ৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমতি নিতে পারবে না, ৫) সংঘের অনুমোদন মিললেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না... ১৮)ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দিতে পারবে না। অতঃপর সংঘ উপবাল ভিক্ষুর তৎপাপিয়সিক কর্মের (শাস্তির) বিধান করলেন।

৭. তৃণাচ্ছাদন

২১২. সেই সময় ভিক্ষুগণ ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করতেন। এক পর্যায়ে সেই ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—আমরা তো ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করছি। এখন আমরা যদি এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে (তথা সংঘসভায়) আলোচনা করে সমাধান করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। কাজেই আমরা কী নীতি অনুসরণ করব? তারা ভগবানকে এই বিষয় অবগত করলেন। ভগবান বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুগণ ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে আর তাদের মনে এই চিন্তা উদয় হয়—আমরা তো ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করছি। এখন আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমন কি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। ভিক্ষুগণ, আমি আদেশ করছি, এ রকম

বিবাদ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা (অর্থাৎ তৃণ বা ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়া) উপশম বা মীমাংসা করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে : (তথায় অবস্থানরত) সকল ভিক্ষুকে একস্থানে একত্রিত করবে। এরপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতিরেকে এই বিবাদ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা মীমাংসা করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

এরপর একপক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি স্বপক্ষীয় ভিক্ষুদের এরূপ জ্ঞাপন করবেন :

আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন আয়ুষ্মানগণ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের জন্য সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের এবং আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব।

এবার অপর পক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি স্বপক্ষীয় ভিক্ষুদের এরূপ জ্ঞাপন করবেন :

আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন আয়ুষ্মানগণ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের জন্য সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ

দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের এবং আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব।

২১৩. অতঃপর একপক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি সংঘকে এরূপে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের জন্য সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের ও আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব। এটিই প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। কাজেই আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের ও আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব। যেই আয়ুষ্মান গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে আমাদের এই অপরাধ তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে সংঘসভায় স্বীকার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে আমাদের এই অপরাধ তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে সংঘ সভায় স্বীকার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

এবার অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি সংঘকে এরূপে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু

কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের জন্য সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের ও আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব। এটিই প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। কাজেই আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের ও আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব। যেই আয়ুষ্মান গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে আমাদের এই অপরাধ তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে সংঘসভায় স্বীকার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে আমাদের এই অপরাধ তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে সংঘ সভায় স্বীকার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, এরূপে সেই ভিক্ষুগণ গুরুতর অপরাধ, গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ, দেখে প্রকাশযোগ্য অপরাধ এবং তথায় বা সংঘসভায় উপস্থিত না থাকা অপরাধ বাদ দিয়ে সেই অপরাধগুলো হতে মুক্ত হয়।

৮. অধিকরণ

২১৫. সেই সময় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদের সঙ্গে যেমন বিবাদ করতেন, তেমনি ভিক্ষুণীর সঙ্গেও বিবাদ করতেন; অন্যদিকে ভিক্ষুণীগণও ভিক্ষুদের সঙ্গে বিবাদ করতেন। ছন্ন নামক ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের পক্ষ অবলম্বন করে ভিক্ষুদের সঙ্গে বিবাদ করতেন, (সর্বদা) ভিক্ষুণীদের পক্ষ নিতেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, ছন্ন

নামক ভিক্ষু কেনই বা ভিক্ষুণীদের পক্ষ অবলম্বন করে ভিক্ষুদের সঙ্গে বিবাদ করছেন? ভিক্ষুণীদের পক্ষ নিয়েছে? তারা এ বিষয়টি ভগবানকে অবগত করলেন... হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ছন্ন... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মকথা উত্থাপন করলেন। এরপর ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অধিকরণ বা মীমাংসা চার প্রকার। যথা : ১) বিবাদ অধিকরণ, ২) নিন্দা (বা দোষারোপ) অধিকরণ, ৩) আপত্তি অধিকরণ, ৪) কৃত্য অধিকরণ।

ভিক্ষুগণ, বিবাদ অধিকরণ (মীমাংসা) কী রকম? ভিক্ষুগণ এরূপে বিবাদ করে থাকে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম; এটি বিনয়, এটি অবিনয়; এটি তথাগত কর্তৃক ভাষিত ও আলাপিত, এটি তথাগত কর্তৃক ভাষিত নয়, আলাপিত নয়; এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়; এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত (প্রবর্তিত), এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত নয়; এটি আপত্তি বা অপরাধ, এটি অপরাধ নয়, এটি লঘু অপরাধ, এটি গুরু অপরাধ; এটি সাবশেষ বা পরিপূর্ণ অপরাধ, এটি অপূর্ণ অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি (পারাজিকা, সংঘাদিশেষ) অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয়; এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যেই ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, ভিন্নমত, বিরোধী মত এবং শত্রুতাভাবাপন্ন কথাবার্তা, গালাগালি করা হয়, তা বিবাদ অধিকরণ তথা বিবাদের বিষয় বলে কথিত।

নিন্দা অধিকরণ কী রকম? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা ভিক্ষুকে শীল-বিপত্তি (বা ভ্রষ্টতা), আচারভ্রষ্টতা, সম্যক দৃষ্টিভ্রষ্টতা ও আজীব বা জীবিকাভ্রষ্টতা নিয়ে নিন্দা বা দোষারোপ করে। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে যেই তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিযোগ, দোষারোপ, তর্জন, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা নিন্দা অধিকরণ বলে কথিত।

আপত্তি অধিকরণ কী রকম? পঞ্চ[১] আপত্তিস্কন্ধ সপ্ত[২] আপত্তিস্কন্ধই আপত্তি অধিকরণ বলে কথিত।

কৃত্য অধিকরণ কী রকম? যা সংঘের কর্তব্যকর্ম, করণীয়, আজ্ঞাকর্ম (অপলোকনকম্ম), জ্ঞাপ্তি কর্ম, জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্ম বা দ্বিতীয়বারের জ্ঞাপ্তি এবং

---

[১]। পঞ্চ আপত্তি হলো—১) পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, ২) সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, ৩) পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ, ৪) প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ, ৫) দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ।

[২]। সপ্ত আপত্তি হলো—১) পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, ২) সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, ৩) থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ, ৪) পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ, ৫) প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ, ৬) দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ, ৭) দুব্‌ভাসিত আপত্তিস্কন্ধ।

চতুর্থবারের জ্ঞাপ্তি ('দিন্নং সংঘেন' বলে যে রায় ঘোষণা করা হয়, তা-ই জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্ম)—এগুলো কৃত্য অধিকরণ বলে কথিত।

২১৬. বিবাদ অধিকরণের মূল কী? ছয় প্রকার বিবাদমূলই বিবাদ অধিকরণের মূল, তিন প্রকার অকুশল-মূলই বিবাদ অধিকরণের মূল, তিন প্রকার কুশল-মূলই বিবাদ অধিকরণের মূল।

ছয় প্রকার বিবাদ-মূল কীরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু ক্রোধী ও বিদ্বেষী হয়। যেই ভিক্ষু ক্রোধী ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়, সে বুদ্ধের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; ধর্মের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; সংঘের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে। যার দরুন শিক্ষাপদ পরিপূরণকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে আর শিক্ষাপদ অপরিপূরণকারী হয়; সেই ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। যেই ভিক্ষু এরূপ করে, সে মনে করে যে, এই বিবাদ বহুজনের হিতের জন্যে, বহুজনের সুখের জন্যেই হচ্ছে। অথচ এতে বহুজনের অনর্থ, অহিতই হয়ে থাকে। দেব-মনুষ্যের দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি এরূপেই নিজের ও পরের মধ্যে বিবাদের মূলকে দর্শন কর, তাহলে তোমরা বিবাদের মূল, সেই পাপ বর্জন করতে উৎসাহী বা উদ্যোগী হবে। অন্যদিকে তোমরা যদি বিবাদের মূল সেই পাপকে নিজের ও পরের মধ্যে দর্শন না কর, তাহলে সেই বিবাদের মূল, পাপ যাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য উদ্যমী হবে। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপ প্রহীন বা ধ্বংস হয়। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপের উৎপত্তি বন্ধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, পুনশ্চ ভিক্ষু হিংসুক, নির্দয়... ঈর্ষাকাতর কৃপণ, শঠ, মায়াবী, পাপেচ্ছু, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ, পার্থিব বিষয়ে অত্যাসক্ত, নিজকে (অন্যদের সামনে) তুলে ধরতে আগ্রহী এবং স্বমত অপরিত্যাগী হয়। ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু পার্থিব বিষয়ে অত্যাসক্ত, নিজকে (অন্যদের সামনে) তুলে ধরতে আগ্রহী এবং স্বমত অপরিত্যাগী হয়, সেই ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি অগৌরবী, অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; ধর্মের প্রতি অগৌরবী, অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; সংঘের প্রতি অগৌরবী, অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে আর শিক্ষাপদ পরিপূরণকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু

বুদ্ধের প্রতি অগৌরবী ও অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; ধর্মের প্রতি অগৌরবী ও অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; সংঘের প্রতি অগৌরবী ও অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে আর শিক্ষাপদ পরিপূরণকারী হয় না, সেই ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। যেই ভিক্ষু এরূপ করে, সে মনে করে যে, এই বিবাদ বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্যেই হচ্ছে। অথচ এতে বহুজনের অনর্থ, অহিতই হয়ে থাকে। দেব-মনুষ্যের দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি এরূপেই নিজের ও পরের মধ্যে বিবাদের মূলকে দর্শন কর, তাহলে তোমরা বিবাদের মূল, সেই পাপ বর্জন করতে উৎসাহী হবে। অন্যদিকে তোমরা যদি বিবাদের মূল সেই পাপকে নিজের ও পরের মধ্যে দর্শন না কর, তাহলে সেই বিবাদের মূল, পাপ যাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য উদ্যমী হবে। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপ প্রহীন বা ধ্বংস হয়। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপের উৎপত্তি বন্ধ হয়। এগুলোই ছয় প্রকার বিবাদের মূল।

তিন প্রকার অকুশল মূল কীরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু লোভ চিত্তে বিবাদ করে, দ্বেষ চিত্তে বিবাদ করে, মোহ চিত্তে বিবাদ করে এরূপ বলে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম; এটি বিনয়, এটি অবিনয়; এটি তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত; এটি তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত; এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়; এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত, এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত নয়; এটি অপরাধ, এটি অপরাধ নয়; এটি পরিপূর্ণ অপরাধ, এটি অপূর্ণ অপরাধ; এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয়। এগুলোই তিন প্রকার অকুশল মূল।

তিন প্রকার কুশল মূল কীরূপ? এখানে ভিক্ষু অলোভ চিত্তে, অদ্বেষ চিত্তে ও অমোহ চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম; এটি বিনয়, এটি অবিনয়; এটি তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত; এটি তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত; এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়; এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত, এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত নয়; এটি অপরাধ, এটি অপরাধ নয়; এটি পরিপূর্ণ অপরাধ, এটি অপূর্ণ অপরাধ; এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয়। এগুলোই তিন প্রকার কুশল মূল।

২১৭. অনুবাদ অধিকরণের মূল কী? ছয় প্রকার অনুবাদ মূলই অনুবাদ অধিকরণের মূল, তিন প্রকার অকুশল মূলই অনুবাদ অধিকরণের মূল, তিন

প্রকার কুশল-মূলই অনুবাদ অধিকরণের মূল, কায় অনুবাদ অধিকরণের মূল, বাক্যই অনুবাদ অধিকরণের মূল।

ছয় প্রকার অনুবাদ মূল কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু ক্রোধী ও বিদ্বেষী হয়। যেই ভিক্ষু ক্রোধী ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়, সে বুদ্ধের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; ধর্মের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে; সংঘের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে আর শিক্ষাপদ পরিপূরণকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি অগৌরবী এবং অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে আর শিক্ষাপদ অপরিপূরণকারী হয়, সেই ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। যেই ভিক্ষু এরূপ করে, সে মনে করে যে, এই বিবাদ বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্যেই হচ্ছে। অথচ এতে বহুজনের অনর্থ, অহিতই হয়ে থাকে। দেব-মনুষ্যের দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি এরূপেই নিজের ও পরের মধ্যে বিবাদের মূলকে দর্শন কর, তাহলে তোমরা বিবাদের মূল সেই পাপ বর্জন করতে চেষ্টাশীল হবে। অন্যদিকে তোমরা যদি বিবাদের মূল সেই পাপকে নিজের ও পরের মধ্যে দর্শন না কর, তাহলে সেই বিবাদের মূল, পাপ যাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য উদ্যমী হবে। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপ প্রহীন বা ধ্বংস হয়। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপের উৎপত্তি বন্ধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, পুনরায় ভিক্ষু হিংসুক, নির্দয়... ঈর্ষাকাতর, কৃপণ, শঠ, মায়াবী, পাপেচ্ছু, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ, পার্থিব বিষয়ে অত্যাসক্ত, নিজকে (অন্যদের সামনে) তুলে ধরতে আগ্রহী এবং স্বমত অপরিত্যাগী হয়। ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু পার্থিব বিষয়ে অত্যাসক্ত, নিজকে তুলে ধরতে আগ্রহী এবং স্বমত অপরিত্যাগী হয়, সেই ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি অগৌরবী ও অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি অগৌরবী ও অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি অগৌরবী ও অননুবর্তিত হয়ে অবস্থান করে আর শিক্ষাপদ অপরিপূরণকারী হয়, সেই ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। যেই ভিক্ষু এরূপ করে, সে মনে করে যে, এই বিবাদ বহুজনের হিতের জন্যে, বহুজনের সুখের জন্যেই হচ্ছে। অথচ এতে বহুজনের অনর্থ, অহিতই হয়ে থাকে। দেব-মনুষ্যের দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি এরূপেই নিজের ও পরের মধ্যে বিবাদের মূলকে

দর্শন কর, তাহলে তোমরা বিবাদের মূল সেই পাপকে বর্জন করতে চেষ্টাশীল হবে। অন্যদিকে তোমরা যদি বিবাদের মূল, সেই পাপকে নিজের ও পরের মধ্যে দর্শন না কর, তাহলে সেই বিবাদের মূল, পাপ যাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য উদ্যমী হবে। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপ ধ্বংস হয়। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপের উৎপত্তি বন্ধ হয়। এগুলোই ছয় প্রকার বিবাদের মূল।

তিন প্রকার অকুশল-মূল কী কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু লোভ চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে, দ্বেষ চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে, মোহ চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে—এটি শীলবিপত্তি (নাশ), এটি আচারবিপত্তি, এটি দৃষ্টি তথা সম্যক দৃষ্টিবিপত্তি, এটি জীবিকাবিপত্তি। এগুলোই তিন প্রকার অকুশল-মূল।

তিন প্রকার কুশল-মূল কী কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু অলোভ চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে, অদ্বেষ চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে, অমোহ চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে—এটি শীলবিপত্তি, এটি আচারবিপত্তি, এটি সম্যক দৃষ্টিবিপত্তি, এটি জীবিকাবিপত্তি। এগুলোই তিন প্রকার কুশল-মূল।

কায় অনুবাদ-মূল কী? এ জগতে কেউ কদাকার হয়, সুদর্শন হয়, বামন হয়, চিররোগী হয়, অন্ধ হয়, পঙ্গু হয়, খঞ্জ হয়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। সেই জন্য অন্যলোক তাকে দোষারোপ করে। এটি কায় অনুবাদ-মূল।

বাক্ (বাক্য) অনুবাদ-মূল কী? এ জগতে কেউ দুর্বাক্য ভাষণকারী হয়, মর্মভেদীবাক্য ভাষণকারী হয়, বোবার মতন অস্পষ্ট বাক্য ভাষণকারী হয়। সেই জন্য অন্যলোক তাকে দোষারোপ করে। এটি বাক্য অনুবাদ-মূল।

২১৮. আপত্তি অধিকরণের মূল কী? ছয় প্রকার আপত্তি সমুত্থান (উত্থান বা উৎপন্ন) আপত্তি অধিকরণের মূল। যথা : ১) কোনো কোনো আপত্তি কায় হতে উৎপন্ন হয়, বাক্য কিংবা মন হতে নয়, ২) কোনো কোনো আপত্তি বাক্য হতে উৎপন্ন হয়, কায় কিংবা মন হতে নয়, ৩) কোনো কোনো আপত্তি কায় ও বাক্য হতে উৎপন্ন হয়, মন হতে নয়, ৪) কোনো কোনো আপত্তি কায় ও মন হতে উৎপন্ন হয়, বাক্য হতে নয়, ৫) কোনো কোনো আপত্তি বাক্য ও মন হতে উৎপন্ন হয়, কায় হতে নয়, ৬) কোনো কোনো আপত্তি কায়, বাক্য ও মন হতেই উৎপন্ন হয়। এগুলোই ছয় প্রকার আপত্তি সমুত্থান।

২১৯. কৃত্য অধিকরণের মূল কী? কৃত্য অধিকরণের একটাই মূল, তা হলো সংঘ।

২২০. বিবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত ভেদে তিন প্রকার। যথা : ১) বিবাদ অধিকরণ কুশলও হতে পারে, ২) অকুশলও হতে পারে,

৩) অব্যাকৃতও হতে পারে।

কোন বিবাদ অধিকরণ কুশল? ভিক্ষুগণ, এ স্থলে ভিক্ষুগণ কুশল চিত্তে বিবাদ করে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম; এটি বিনয়, এটি অবিনয়... এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয়। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যেই ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, ভিন্নমত, বিরোধী মত এবং শত্রুভাবাপন্ন কথাবার্তা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করা হয়, তা বিবাদ অধিকরণ কুশল বলে কথিত।

কোন বিবাদ অধিকরণ অকুশল? ভিক্ষুগণ, এ স্থলে ভিক্ষুগণ অকুশল চিত্তে বিবাদ করে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম; এটি বিনয়, এটি অবিনয়... এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয়। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যেই ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, ভিন্নমত, বিরোধী মত এবং শত্রুভাবাপন্ন কথাবার্তা, গালাগালি করা হয়, তা বিবাদ অধিকরণ অকুশল বলে কথিত।

কোন বিবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত? ভিক্ষুগণ, এ স্থলে ভিক্ষুগণ অব্যাকৃত চিত্তে বিবাদ করে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম; এটি বিনয়, এটি অবিনয়... এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয়। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যেই ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, ভিন্নমত, বিরোধী মত এবং শত্রুভাবাপন্ন কথাবার্তা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করা হয়, তা বিবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত বলে কথিত।

২২১. অনুবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত ভেদে তিন প্রকার। যথা : ১) অনুবাদ অধিকরণ কুশলও হতে পারে, ২) অনুবাদ অধিকরণ অকুশলও হতে পারে, ৩) অনুবাদ অধিকরণ অব্যাকৃতও হতে পারে।

কোন অনুবাদ অধিকরণ কুশল? ভিক্ষুগণ, এ স্থলে ভিক্ষুগণ কুশল চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে—এটি শীল-বিপত্তি, এটি আচার-বিপত্তি, এটি সম্যক দৃষ্টি-বিপত্তি, এটি আজীব বা জীবিকা-বিপত্তি। এসব বিষয় নিয়ে যেই তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিযোগ, দোষারোপ, তর্জন, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা-ই অনুবাদ অধিকরণ কুশল।

কোন অনুবাদ অধিকরণ অকুশল? ভিক্ষুগণ, এ স্থলে ভিক্ষুগণ অকুশল চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে—এটি শীল-বিপত্তি, এটি আচার-বিপত্তি, এটি সম্যক দৃষ্টি-বিপত্তি, এটি আজীব বা জীবিকা-বিপত্তি। এসব বিষয় নিয়ে যেই তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিযোগ, দোষারোপ, তর্জন, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা-ই অনুবাদ অধিকরণ অকুশল।

কোন অনুবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত? ভিক্ষুগণ, এ স্থলে ভিক্ষুগণ অব্যাকৃত চিত্তে তর্ক-বিতর্ক করে—এটি শীল-বিপত্তি, এটি আচার-বিপত্তি, এটি সম্যক দৃষ্টি-বিপত্তি, এটি আজীব বা জীবিকা-বিপত্তি। এসব বিষয় নিয়ে যেই তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিযোগ, দোষারোপ, তর্জন, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা-ই অনুবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত।

২২২. আপত্তি অধিকরণ কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত হয় কি? আপত্তি অধিকরণ অকুশল ও অব্যাকৃত হতে পারে, কিন্তু কুশল হতে পারে না। আপত্তি অধিকরণ অকুশল কী রকম? যা জেনে, বুঝে ও ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন করা হয়, এটিকে বলা হয় আপত্তি অধিকরণ অকুশল।

আপত্তি অধিকরণ অব্যাকৃত কী রকম? যা না জেনে, না বুঝে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন করা হয়, এটিকে বলা হয় আপত্তি অধিকরণ অব্যাকৃত।

২২৩. কৃত্য অধিকরণ কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত হয় কি? কৃত্য অধিকরণ কুশলও হতে পারে, অকুশলও হতে পারে, অব্যাকৃতও হতে পারে।

কৃত্য অধিকরণ কুশল কী রকম? সংঘ কুশল চিত্তে যেই কর্ম সম্পাদন করে—আজ্ঞা কর্ম (অপলোকন কম্ম), জ্ঞাপ্তি কর্ম, জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্ম বা দ্বিতীয়বারের জ্ঞাপ্তি কর্ম, তৃতীয়বারের জ্ঞাপ্তি কর্ম, চতুর্থবারের জ্ঞাপ্তি কর্ম; এগুলোকে বলা হয় কৃত্য অধিকরণ কুশল।

কৃত্য অধিকরণ অকুশল কী রকম? সংঘ অকুশল চিত্তে যেই কর্ম সম্পাদন করে—আজ্ঞা কর্ম (অপলোকন কম্ম), জ্ঞাপ্তি কর্ম, জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্ম বা দ্বিতীয়বারের জ্ঞাপ্তি কর্ম, তৃতীয়বারের জ্ঞাপ্তি কর্ম, চতুর্থবারের জ্ঞাপ্তি কর্ম; এগুলোকে বলা হয় কৃত্য অধিকরণ অকুশল।

কৃত্য অধিকরণ অব্যাকৃত কী রকম? সংঘ অব্যাকৃত চিত্তে যেই কর্ম সম্পাদন করে—আজ্ঞা কর্ম (অপলোকন কম্ম), জ্ঞাপ্তি কর্ম, জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্ম বা দ্বিতীয়বারের জ্ঞাপ্তি কর্ম, তৃতীয়বারের জ্ঞাপ্তি কর্ম, চতুর্থবারের জ্ঞাপ্তি কর্ম; এগুলোকে বলা হয় কৃত্য অধিকরণ অব্যাকৃত।

২২৪. বিবাদ বিবাদ-অধিকরণকে, বিবাদ অধিকরণকে নয়, অধিকরণকে বিবাদে নয়। কিন্তু অধিকরণ আর বিবাদই বা কীরূপ? কোনো কোনো বিবাদ. বিবাদ-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। কোনো কোনো বিবাদ বিবাদ-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। কোনো কোনো অধিকরণ বিবাদ-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। কোনো কোনো অধিকরণ বিবাদকে

সম্পর্কিত করে।

কীরূপে বিবাদ, বিবাদ-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষুরা এরূপে বিবাদ করে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম;... এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি আপত্তি, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি আপত্তি নয়। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যেই ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, ভিন্নমত, বিরোধী মত এবং শত্রুভাবাপন্ন কথাবার্তা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করা হয়, তা বিবাদ বিবাদ-অধিকরণভুক্ত বলে কথিত।

কীরূপে বিবাদ, বিবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না? মা ছেলের সঙ্গে বিবাদ করে, ছেলে মায়ের সঙ্গে বিবাদ করে; বাবা ছেলের সঙ্গে বিবাদ করে, ছেলে বাপের সঙ্গে বিবাদ করে; ভাই ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করে, ভাই বোনের সঙ্গে বিবাদ করে, বোন ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ করে। এসব বিবাদ, বিবাদ-অধিকরণভুক্ত নয়।

কীরূপে অধিকরণ বিবাদকে সম্পর্কিত করে না? অনুবাদ অধিকরণকে, আপত্তি অধিকরণকে, কৃত্য অধিকরণকে; এই অধিকরণগুলোকে বিবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করে না (বা করা হয় না)।

কোন অধিকরণকে বিবাদকে সম্পর্কিত করে? বিবাদ অধিকরণকে বিবাদে-অধিকরণ সম্পর্কিত করে থাকে।

২২৫. অনুবাদ, অনুবাদ-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে; অনুবাদ অন্য কোনো অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। অধিকরণকে কী আর কোনো অনুবাদ সম্পর্কিত করে না? কোনো কোনো অনুবাদ অনুবাদ-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, কোনো কোনো অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না, কোনো কোনো অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে না, কোনো কোনো অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে।

কীরূপে অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? ভিক্ষুগণ, এস্থলে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুকে শীল-বিপত্তি (নাশ), আচার-বিপত্তি, সম্যক দৃষ্টি-বিপত্তি ও সম্যক আজীব-বিপত্তি নিয়ে তিরস্কার বা নিন্দা করে। এভাবে যেই তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিযোগ, দোষারোপ, তর্জন, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এরূপে অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে।

কীরূপে অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না? মা ছেলেকে অভিযুক্ত করে, ছেলে মাকে অভিযুক্ত করে, বাপ ছেলেকে অভিযুক্ত করে, ছেলে বাপকে অভিযুক্ত করে, ভাই ভাইকে অভিযুক্ত করে, ভাই বোনকে অভিযুক্ত করে, বোন ভাইকে অভিযুক্ত করে, বন্ধু বন্ধুকে অভিযুক্ত করে। এরূপে

অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না।

কীরূপে অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে না? আপত্তি-অধিকরণ, কৃত্য-অধিকরণ, বিবাদ-অধিকরণ—এ সকল অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে না।

কোন অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে? অনুবাদ-অধিকরণকে অধিকরণ এবং অনুবাদ সম্পর্কিত করে।

২২৬. আপত্তি আপত্তি-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না, অধিকরণকে আপত্তি সম্পর্কিত করে না, অধিকরণকে আপত্তি কি সম্পর্কিত করে?

কোনো কোনো আপত্তি আপত্তি-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, কোনো কোনো আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, কোনো কোনো অধিকরণকে আপত্তি সম্পর্কিত করে না, কোনো কোনো আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে।

কীরূপে আপত্তি আপত্তি-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। এরূপে আপত্তি আপত্তি-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে।

কীরূপে আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না? স্রোতাপত্তি সমাপত্তি। এটি আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না।

কীরূপে অধিকরণকে আপত্তি সম্পর্কিত করে না? কৃত্য-অধিকরণ, বিবাদ-অধিকরণ, অনুবাদ-অধিকরণ। এই আপত্তিগুলো অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না।

কোন আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? আপত্তি-অধিকরণ এবং আপত্তি জাতীয় অধিকরণগুলো।

২২৭. কৃত্য কৃত্য-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, কৃত্য অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না, অধিকরণ কৃত্যকে সম্পর্কিত করে না, অধিকরণকে কী কৃত্য সম্পর্কিত করে?

কোনো কোনো কৃত্য কৃত্য-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, কোনো কোনো কৃত্য অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না, কোনো কোনো অধিকরণ কৃত্যকে সম্পর্কিত করে না, কোনো কোনো অধিকরণকে কৃত্য সম্পর্কিত করে।

কীরূপে কৃত্য কৃত্য-অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? যা সংঘের কৃত্য, করণীয়, আজ্ঞা কর্ম (অপলোকন কম্ম), জ্ঞাপ্তি কর্ম, দ্বিতীয়বারের জ্ঞাপ্তি কর্ম, চতুর্থবারের জ্ঞাপ্তি কর্ম। এগুলোই কৃত্য কৃত্য-অধিকরণ।

কোন কৃত্যের কোনো অধিকরণ নেই? আচার্যকৃত্য, উপাধ্যায়কৃত্য, সম-উপাধ্যায়-কৃত্য, সম-আচার্যকৃত্য। এসব কৃত্যের কোনো অধিকরণ নেই।

কোন অধিকরণের কোনো কৃত্য নেই? বিবাদ-অধিকরণ, অনুবাদ-অধিকরণ, আপত্তি-অধিকরণ। এসব অধিকরণের কোনো কৃত্য নেই।

অধিকরণকে কয়টি কৃত্য সম্পর্কিত করে? কৃত্য-অধিকরণ এবং অধিকরণ জাতীয় কৃত্যগুলো।

৯. অধিকরণ উপশম বা মীমাংসা

(উত্থাপিত বিবাদ মীমাংসা বা উপশমের উপায় বা ধারা)

২২৮. বিবাদ-অধিকরণ কয়টি উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়? বিবাদ-অধিকরণ দুটি উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়। যথা : সম্মুখ বিনয় (উপস্থিতি আবশ্যক নিয়ম) দ্বারা এবং যেভুয়্যসিক (সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে) দ্বারা মীমাংসিত হয়। যেভুয়্যসিক ছাড়া বিবাদ-অধিকরণকে মীমাংসার একটিমাত্র উপায়ও আছে। একটি তথা এক প্রকার উপশম দ্বারা মীমাংসাযোগ্য। সেটা কী সম্মুখ-বিনয়? সেরূপই বলা যায়। সম্মুখ-বিনয় দ্বারা কীরূপে? ভিক্ষুগণ, এস্থলে ভিক্ষুগণা বিবাদ করে—এটি ধর্ম, এটি অধর্ম; এটি বিনয়, এটি অবিনয়; এটি তথাগত কর্তৃক ভাষিত ও আলাপিত, এটি তথাগত কর্তৃক ভাষিত নয় এবং আলাপিত নয়; এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটি তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়; এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত, এটি তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত নয়; এটি অপরাধ, এটি অপরাধ নয়; এটি ক্ষুদ্র অপরাধ, এটি গুরু অপরাধ; এটি পরিপূর্ণ অপরাধ, এটি অপূর্ণ অপরাধ; এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ, এটি গুরুতর দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুগণ সেই অধিকরণকে উপশম করতে সমর্থ হয়, তাহলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলা হয়। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা বা সম্মুখে (অর্থাৎ সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে), ধর্মের সম্মুখে (অর্থাৎ ধর্মের বিধিবদ্ধ নিয়মের আলোকে), বিনয়ের সম্মুখে (অর্থাৎ বিনয়ের বিধিবদ্ধ নিয়মের আলোকে), ব্যক্তির সম্মুখে (অর্থাৎ ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত সব লোকের সামনে)।

সংঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেসব ভিক্ষুগণ [১]কর্মপ্রাপ্ত তারা উপস্থিত

---

[১]। চারজনের করণীয় কর্মে চারজন, পাঁচজনের করণীয় কর্মে পাঁচজন, দশজনের করণীয় কাজে দশজন, বিশজনের করণীয় কাজে বিশজন উপস্থিত থাকাকে কর্মপ্রাপ্ত বলা হয়।—

হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ নিয়ে আসা হয়, উপস্থিত কোনো ভিক্ষু বিরোধিতা না করে। এটি সংঘের সম্মুখতা।

ধর্মের সম্মুখতা ও বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই ধর্ম, বিনয় এবং শাস্তা বা বুদ্ধের উপদেশ দ্বারা (সেই) অধিকরণ উপশম তথা মীমাংসা করা হয়, এটিকে ধর্মের সম্মুখতা ও বিনয়ের সম্মুখতা বলা হয়।

ব্যক্তির সম্মুখতা কাকে বলে? যেই জন বিবাদ করে আর যেই জনের সঙ্গে বিবাদ করে, তারা উভয়ই উপস্থিত থাকে, এটিকে ব্যক্তির সম্মুখতা বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক (ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি) (সংঘের সামনে) পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-বিষয়ক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছন্দ বা মতদাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২২৯. হে ভিক্ষুগণ, সেই অধিকরণকে যদি ভিক্ষুগণ তাদের আবাসে মীমাংসা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেই আবাসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু রয়েছে, সেই আবাসে গমন করবে। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা সেই আবাসে গমনকালে পথের মধ্যেই সেই অধিকরণ মীমাংসা করে, এটিকে অধিকরণ মীমাংসা বলা হয়। কীসের দ্বারা মীমাংসা? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা (বা সম্মুখে), ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা।

সংঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেসব ভিক্ষুগণ কর্মপ্রাপ্ত তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ (মত) নিয়ে আসা হয়, উপস্থিত কোনো ভিক্ষু বিরোধিতা না করে। এটি সংঘের সম্মুখতা।

ধর্মের সম্মুখতা ও বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই ধর্ম, বিনয় এবং বুদ্ধের উপদেশ দ্বারা সেই অধিকরণকে মীমাংসা করা হয়, এটি ধর্ম সম্মুখতা ও বিনয় সম্মুখতা।

ব্যক্তির সম্মুখতা কাকে বলে? যেই জন বিবাদ করে আর যেই জনের সঙ্গে বিবাদ করে, তারা উভয়ই উপস্থিত থাকে, এটি ব্যক্তির সম্মুখতা।

ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-বিষয়ক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছন্দ বা মতদাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ

অর্থকথা

হয়।

২৩০. হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুগণ সেই আবাসে গমনকালে পথিমধ্যে সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ না হয়, তাহলে আবাসে উপস্থিত হবে। উপস্থিত হয়ে আবাসের ভিক্ষুগণকে এরূপ বলবে—বন্ধুগণ, এই অধিকরণ এরূপে জাত হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে। আয়ুষ্মানগণ, এই অধিকরণ যাতে ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশমতে সম্যকভাবে মীমাংসিত হয়, সেভাবে মীমাংসা করুন। ভিক্ষুগণ, যদি আবাসিক ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ হয় আর আগন্তুক ভিক্ষুগণ বয়োকনিষ্ঠ হয়, তাহলে আবাসিকস্থ ভিক্ষুগণকে (আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে) এরূপ বলতে হবে : আয়ুষ্মানগণ, দেখুন, আপনারা অল্পক্ষণ একান্তে অপেক্ষা করুন। আমরা একটু পরামর্শ করে নিই। অন্যদিকে যদি আবাসিক ভিক্ষুগণ বয়োকনিষ্ঠ হয় আর আগন্তুক ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তাহলে আবাসিকস্থ ভিক্ষুদের এরূপ বলতে হবে : আয়ুষ্মানগণ, তাহলে আপনারা অল্পক্ষণ এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা একটু পরামর্শ করে নিই।

ভিক্ষুগণ, যদি আবাসিক ভিক্ষুগণের পরামর্শকালে এরূপ মনে হয় যে, আমরা এই অধিকরণ ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশমতে মীমাংসা করতে পারবো না, তাহলে তাদের সেই অধিকরণ মীমাংসা করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত হবে না। অন্যদিকে যদি আবাসিক ভিক্ষুগণের পরামর্শকালে এরূপ মনে হয় যে, আমরা এই অধিকরণ ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশমতে মীমাংসা করতে পারব, তাহলে তাদের আগন্তুক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে এরূপ বলতে হবে : আয়ুষ্মানগণ আপনারা যদি এই অধিকরণ কীরূপে জাত ও উৎপন্ন হয়েছে তা আমাদের বলেন, এতে আমরা এই অধিকরণকে ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশমতে যেভাবে মীমাংসা করা সম্ভব, সেভাবেই মীমাংসা হয়ে যাবে। এভাবে আমরা এই অধিকরণকে মীমাংসা করব। যদি আপনারা এই অধিকরণ কীভাবে জাত ও উৎপন্ন হয়েছে তা আমাদের না বলেন, তাহলে এই অধিকরণকে ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশমতে যেভাবে মীমাংসা করা সম্ভব, সেভাবে মীমাংসিত হবে না। কাজেই আমরা এই অধিকরণ মীমাংসার ভার গ্রহণ করব না। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভালোভাবে জেনে আবাসিক ভিক্ষুগণকে অধিকরণ মীমাংসা করার ভার গ্রহণ করা কর্তব্য।

ভিক্ষুগণ, সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ আবাসিক ভিক্ষুদের এরূপ বলবে : এই অধিকরণ যেভাবে জাত ও উৎপন্ন হয়েছে, আমরা আপনাদের সেটা বলবো। আপনারা যদি এতটুকুতেই ধর্ম, বিনয় এবং বুদ্ধের উপদেশমতে এই

অধিকরণ মীমাংসা করতে সক্ষম হন, তো এই অধিকরণ সম্যকভাবে মীমাংসা হয়ে যাবে। কাজেই আমরা এই অধিকরণ মীমাংসার ভার আপনাদের ওপর ন্যস্ত করব। অন্যদিকে আপনারা যদি এতটুকুতেই ধর্ম, বিনয় এবং বুদ্ধের উপদেশমতে এই অধিকরণ মীমাংসা করতে সক্ষম না হন তো এই অধিকরণ সম্যকভাবে মীমাংসা হবে না। কাজেই আমরা এই অধিকরণ মীমাংসার ভার আপনাদের ওপর ন্যস্ত করব না। আমরাই এই অধিকরণের মালিক হবো। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভালোভাবে জেনে আগন্তুক ভিক্ষুগণকে আবাসিক ভিক্ষুদের এই অধিকরণ মীমাংসার ভার ন্যস্ত করা কর্তব্য।

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ এ অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, এটিকে অধিকরণ মীমাংসিত বলা হয়। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা, ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা ও ব্যক্তির সম্মুখতা... ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-বিষয়ক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মতদাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দাসম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মীমাংসক ভিক্ষু (উব্বাহিকা) কর্তৃক মীমাংসিত

২৩১. হে ভিক্ষুগণ, যদি অধিকরণ বিচারের সময় ভিক্ষুদের মধ্যে সীমাহীন এই-কথা ওই-কথা উত্থাপিত হয়, ফলে কথার অর্থ, মর্ম উপলব্ধি করা যায় না, তাহলে আমি অনুজ্ঞা করছি এরূপ অধিকরণ মীমাংসক ভিক্ষু (উব্বাহিকা) দ্বারা মীমাংসা করবে। দশ প্রকার গুণসম্পন্ন ভিক্ষুকে মীমাংসক হিসেবে নির্বাচিত করবে। যথা : ১) যে ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষশীলে আত্মসংযত হয়ে অবস্থান করে, সচ্চরিত্রসম্পন্ন, অল্পমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদগুলো মনোযোগের শিক্ষা করতে থাকেন, ২) যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর—যেই ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত, পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেইরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, জ্ঞাত, বিদিত, পরিচিত, মনে গৃহীত এবং দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধসম্পন্ন হয়, ৩) যেই ভিক্ষু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তারিতভাবে মুখস্থ করে সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে সবিস্তারে অধ্যায়ের পর অধ্যায় উত্তমরূপে ভাষণ ও সুব্যাখ্যা করতে পারে, ৪) যেই ভিক্ষু বিনয়ে দৃঢ়ভাবে সংস্থিত, ৫) যেই ভিক্ষু বাদী-বিবাদী উভয়কে সন্তুষ্ট করাতে, তৃপ্ত

করাতে, অনুকূলে আনতে, পালন করাতে ও প্রসন্ন করতে সমর্থ হয়, ৬) যেই ভিক্ষু অধিকরণ সমুৎপত্তি মীমাংসা করতে দক্ষ হয়, ৭) যেই ভিক্ষু অধিকরণ সম্বন্ধে জানে, ৮) যেই ভিক্ষু অধিকরণ উৎপত্তি সম্বন্ধে জানে, ৯) যেই ভিক্ষু অধিকরণ নিরোধ সম্বন্ধে জানে, ১০) যেই ভিক্ষু অধিকরণ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে জানে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি এই দশবিধ গুণসম্পন্ন ভিক্ষুকে মীমাংসক হিসেবে নির্বাচিত করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে নির্বাচিত করতে হবে :

প্রথমে সেই ভিক্ষুর সম্মতি জেনে নিতে হবে। এরপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

২৩২. **প্রস্তাবনা স্থাপন** : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের এই অধিকরণ বিচারের সময় সীমাহীন এই কথা ওই কথা উত্থাপিত হয়েছে। যার ফলে কথার অর্থ, মর্ম উপলব্ধি করা হচ্ছে না। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক ভিক্ষুকে এই অধিকরণ মীমাংসার জন্য মীমাংসক হিসেবে নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের এই অধিকরণ বিচার করার সময় সীমাহীন এই-কথা ওই-কথা উত্থাপিত হচ্ছে। যার ফলে কথার অর্থ, মর্ম উপলব্ধি করা যাচ্ছে না। সংঘ এই অধিকরণ মীমাংসা করার জন্য অমুক ভিক্ষুকে মীমাংসক হিসেবে নির্বাচিত করছেন। যেই আয়ুষ্মান এই অধিকরণ মীমাংসার জন্য অমুক ভিক্ষুকে মীমাংসক হিসেবে নির্বাচিত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষুকে এই অধিকরণ মীমাংসা করার জন্য মীমাংসক হিসেবে নির্বাচিত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ মীমাংসক ভিক্ষু দ্বারা সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সক্ষম হয়, তাহলে অধিকরণটি মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কীসের দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

২৩৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই অধিকরণ বিচার করার সময় কোনো ধর্মকথিক ভিক্ষু থাকে; যার সূত্র ও সূত্র-বিভঙ্গ (সূত্রের শ্রেণিবিভাগ) লব্ধ হয়নি, সে অর্থ না বুঝে কেবল অক্ষরকে অবলম্বন করে মূল অর্থকেই রুদ্ধ করে থাকে, তাহলে সেই ভিক্ষুগণ একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দিয়ে উপস্থিত সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ধর্মকথিক ভিক্ষু, যার সূত্র ও সূত্র-বিভঙ্গ লব্ধ হয়নি; তিনি অর্থ না বুঝে কেবল অক্ষরকে ভিত্তি করে মূল অর্থকেই রুদ্ধ করছেন। এখন সংঘ যদি উচিত সময় মনে করেন, তাহলে এই অমুক নামীয় (ধর্মকথিক) ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা অবশিষ্টরা এই অধিকরণ মীমাংসা করব। এটি প্রস্তাবনা।

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিয়ে যদি ভিক্ষুগণ সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলে অভিহিত হয়। কীসের দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই অধিকরণ বিচার করার সময় তথায় কোনো ধর্মকথিক থাকে; যার সূত্র লব্ধ হয়েছে কিন্তু সূত্র-বিভঙ্গ লব্ধ হয়নি, সে অর্থ না বুঝে কেবল অক্ষরকে ভিত্তি করে মূল অর্থকেই রুদ্ধ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুগণ একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দিয়ে উপস্থিত সংঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ধর্মকথিক ভিক্ষু, যার সূত্র লব্ধ হয়েছে কিন্তু সূত্র-বিভঙ্গ লব্ধ হয়নি; তিনি অর্থ না বুঝে কেবল অক্ষরকে ভিত্তি করে মূল অর্থকেই রুদ্ধ করছেন। এখন সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে এই অমুক নামীয় (ধর্মকথিক) ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা অবশিষ্টরা এই অধিকরণ মীমাংসা করব। এই প্রস্তাবনা।

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিয়ে যদি ভিক্ষুগণ সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলে অভিহিত হয়। কীসের দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... ভিক্ষুগণ,

এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

যেভূয্যসিক (সংখ্যাগরিষ্ঠতা) বিনয়

২৩৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই অধিকরণ মীমাংসক ভিক্ষু দ্বারা মীমাংসা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সেই অধিকরণ মীমাংসা করার দায়িত্ব সংঘকে হস্তান্তর করতে হবে। বলতে হবে : ভন্তে সংঘ, আমরা এই অধিকরণ মীমাংসক দ্বারা মীমাংসা করতে সক্ষম হচ্ছি না। সংঘই এই অধিকরণ মীমাংসা করুক।

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, এ রকম অধিকরণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে মীমাংসা করবে। পাঁচ প্রকার গুণসম্পন্ন ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক হিসেবে নির্বাচিত করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয় না, ২) দ্বেষের বশবর্তী হয় না, ৩) মোহের বশবর্তী হয় না, ৪) ভয়ের বশবর্তী হয় না, ৫) গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় যথাযথভাবে জানে।

প্রথমে সেই ভিক্ষুর সম্মতি জেনে নিতে হবে। এরপর উপস্থিত সংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে শলাকাগ্রাহক নির্বাচিত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

ভিক্ষুগণ, সেই শলাকাগ্রাহক ভিক্ষুকে শলাকা (মত প্রকাশের কাঠি বা টিকেট) বিতরণ করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মবাদী ভিক্ষুগণ যেভাবে বলেন সেভাবে সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে হবে। ভিক্ষুগণ, এটিকে অধিকরণ মীমাংসিত বলা হয়। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা... নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

তিন প্রকার শলাকাগ্রাহক

২৩৫. সেই সময় শ্রাবস্তীতে এরূপে জাত একটি অধিকরণ উৎপন্ন হয়। তখন শ্রাবস্তীস্থ সংঘের অধিকরণ মীমাংসায় অসন্তুষ্ট, সেই ভিক্ষুগণ শ্রবণ করলেন—অমুক আবাসে নাকি বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জী, বিবেকী ও শিক্ষাকামী বহুসংখ্যক স্থবির অবস্থান করছেন। সেই স্থবিরগণ যদি এই অধিকরণ ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে মীমাংসা করেন, তাহলে এই অধিকরণ সুমীমাংসিত হবে। অতঃপর তারা সেই আবাসে গমনপূর্বক সেই স্থবিরগণকে বললেন, ভন্তে স্থবিরগণ, এই অধিকরণ এরূপে জাত, উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং, ভন্তে ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে এই অধিকরণ এমনভাবে মীমাংসা করুন, যাতে সুমীমাংসিত হয়।

তখন বহুসংখ্যক স্থবিরগণও শ্রাবস্তীস্থ ভিক্ষুগণ যেভাবে সেই অধিকরণ মীমাংসা করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই মীমাংসা করলেন। অনন্তর তারা শ্রাবস্তীস্থ সংঘের বিচারে অসন্তুষ্ট হবার ন্যায় বহুসংখ্যক স্থবিরের বিচারেও অসন্তুষ্ট হয়ে এরূপ শ্রবণ করলেন—অমুক আবাসে তিনজন স্থবির অবস্থান করছেন... দুজন... একজন স্থবির অবস্থান করছেন। যিনি বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জী, বিবেকী ও শিক্ষাকামী। সেই স্থবির যদি এই অধিকরণ ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে মীমাংসা করেন, তাহলে এই অধিকরণ সুমীমাংসিত হবে। এবার তারা সেই আবাসে গমনপূর্বক সেই স্থবিরকে বললেন, ভন্তে, স্থবির এই অধিকরণ এরূপে জাত, উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং, ভন্তে ধর্ম, বিনয় ও বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে এই অধিকরণ এমনভাবে মীমাংসা করুন, যাতে সুমীমাংসিত হয়।

তখন সেই স্থবিরও শ্রাবস্তীস্থ ভিক্ষুগণ এবং বহুসংখ্যক স্থবিরগণ যেভাবে সেই অধিকরণ মীমাংসা করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই মীমাংসা করলেন। অমনি তারা শ্রাবস্তীস্থ সংঘের ও বহুসংখ্যক স্থবিরের বিচারে অসন্তুষ্ট হবার ন্যায় তিনজন স্থবির, দুজন স্থবির এবং একজন স্থবিরের বিচারেও অসন্তুষ্ট হলেন। একজন স্থবিরের বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বুদ্ধের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় এরূপ বললেন, ভন্তে ভগবান, এই... ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, এই অধিকরণ তো আগেই শান্ত হয়েছে, উপশম হয়েছে, মীমাংসা হয়েছে, সুমীমাংসিত হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই ভিক্ষুদের

অবগতির জন্য তিন প্রকার শলাকাগ্রাহক হয়। যথা : ১) গুপ্ত শলাকাগ্রাহক, ২) কানে কানে চুপি চুপি বলা শলাকাগ্রাহক, ৩) প্রকাশ্যে শলাকাগ্রাহক।

হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে গুপ্ত শলাকাগ্রাহক হয়? সেই শলাকাগ্রাহক ভিক্ষু নানা রঙে শলাকা রঞ্জিত করে এক একজন ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে হবে—এই শলাকা এরূপ মতবাদীর, এই শলাকা এরূপ মতবাদীর। এখন আপনার যেটি ইচ্ছা, সেটি গ্রহণ করুন। গ্রহণ করার পর বলতে হবে—কাউকেই দেখাবেন না। যদি জানতে পারে যে, (এখানে) অধর্মবাদীর সংখ্যা বেশি, তাহলে যথাযথভাবে গৃহীত হয়নি বলে শলাকা বা কাঠিগুলো ফেরত নিতে হবে। যদি জানতে পারে যে, (এখানে) ধর্মবাদীর সংখ্যা বেশি, তাহলে যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা করতে হবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে গুপ্ত শলাকাগ্রাহক হয়।

কীভাবে কানে কানে চুপি চুপি বলা শলাকাগ্রাহক হয়? সেই শলাকাগ্রাহক ভিক্ষুকে এক একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে কানে কানে চুপি চুপি বলতে হবে—এই শলাকা এরূপ মতবাদীর, এই শলাকা এরূপ মতবাদীর। এখন আপনার যেটি ইচ্ছা সেটি গ্রহণ করুন। গ্রহণ করার পর বলতে হবে—কাউকেই দেখাবেন না। যদি জানতে পারে যে, এখানে অধর্মবাদীর সংখ্যা বেশি, তাহলে যথাযথভাবে গৃহীত হয়নি বলে কাঠিগুলো ফেরত নিতে হবে। যদি জানতে পারে যে, এখানে ধর্মবাদীর সংখ্যা বেশি, তাহলে যথাযথভাবে গৃহীত বলে ঘোষণা করতে হবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে কানে কানে চুপি চুপি বলা শলাকাগ্রাহক হয়।

কীভাবে প্রকাশ্যে শলাকাগ্রাহক হয়? শলাকাগ্রাহক যদি জানতে পারে যে, এখানে ধর্মবাদীর সংখ্যা বেশি, তাহলে আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে শলাকা গ্রহণ করাতে হবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রকাশ্যে শলাকাগ্রাহক হয়। ভিক্ষুগণ, এগুলোই তিন প্রকারের শলাকাগ্রাহক।

স্মৃতি-বিনয়

২৩৬. অনুবাদ-অধিকরণ কয়টি উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়? অনুবাদ-অধিকরণ চারটি উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়। যথা : ১) সম্মুখ-বিনয়, ২) স্মৃতি-বিনয়, ৩) অমূঢ়-বিনয়, ৪) তৎপাপিয়সিক।

অনুবাদ-অধিকরণ কি অমূঢ়-বিনয় ও তৎপাপিয়সিক ব্যতীত কেবল সম্মুখ-বিনয় ও স্মৃতি-বিনয় এই দুই প্রকার উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়? হতে পারে বলতে হবে। কীভাবে? যখন ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে অমূলক

শীল নাশ বা ভঙ্গের দোষারোপ করে, তখন স্মৃতি বিপুলতাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করতে হবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সেই ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে... এরূপ বলবে : ভন্তে, ভিক্ষুগণ অমূলকভাবে আমার শীল বিনাশের দোষারোপ করছেন। অতএব, আমি সংঘের কাছে স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়ায় স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষুগণ অমুক ভিক্ষুকে অমূলক শীলবিনাশের দোষারোপ করছেন। তিনি স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সংঘের কাছে স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে সংঘ স্মৃতি ফিরে পাওয়ায় অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষুগণ অমুক ভিক্ষুকে অমূলকভাবে শীলবিনাশের দোষারোপ করছেন। তিনি স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সংঘের কাছে স্মৃতি-বিনয় প্রার্থনা করছেন। সংঘও স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার বলছি, ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে তৃতীয়বার বলছি, ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

ভিক্ষুগণ, এটিকে বলা হয় অধিকরণ মীমাংসিত। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও স্মৃতি-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা, ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... ব্যক্তির সম্মুখতা কী রকম? যেই জন বিবাদ করে আর যেই জনের সঙ্গে বিবাদ করে, তারা উভয়ই উপস্থিত থাকে—এটিকে ব্যক্তির সম্মুখতা বলে। স্মৃতি-বিনয় কী রকম? যা স্মৃতি-বিনয় কর্মের তথা মামলার ক্রিয়া, কার্য,

যাপন, গ্রহণকরণ, ধারণ ও সম্মতি, এটিকে বলা হয় স্মৃতি-বিনয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক (অধিকরণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি) (সংঘসভায়) পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতিসম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছন্দ বা মতদাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দাসম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অমূঢ়-বিনয়

২৩৭. অনুবাদ অধিকরণ কি স্মৃতি-বিনয় ও তৎপাপিয়সিক এই দুই উপশম ছাড়া কেবল সম্মুখ-বিনয় ও অমূঢ়-বিনয় এই দুই উপশম দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলতে হবে। কীভাবে? ভিক্ষুগণ, এস্থলে কোনো ভিক্ষু উন্মাদ হয়; তার চিত্ত বিপর্যস্ত হয়। সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হেতুতে অশ্রমণোচিত বহু কার্য ও বাক্য ভাষণ করে। (পরবর্তীকালে) অন্যান্য ভিক্ষুগণ তার সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্তবশত কৃত অসদাচারের জন্য নিন্দা বা দোষারোপ করতে থাকে। বলে যে, বন্ধু, এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। সেই উত্তরে এরূপ বলে—বন্ধুগণ, আমি তখন তো উন্মাদ ছিলাম, আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হেতুতে আমি অশ্রমণোচিত বহু কার্য ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব তো আমি আর স্মরণ করতে পারি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এগুলো করেছিলাম। এরূপ বলার পরও সেই ভিক্ষুগণ তাকে দোষারোপ করতে থাকে—বন্ধু, এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সেই অমূঢ় ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে প্রথমেই সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে... এরূপ বলতে হবে : ভন্তে, আমি উন্মাদ ছিলাম। আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেই ভিক্ষুগণ আমার উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে কৃত অসদাচারের জন্য আমাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান, এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেসব স্মরণ করুন। আমি বললাম, বন্ধুগণ, আমি তখন তো উন্মাদ ছিলাম। আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব তো আমি আর স্মরণ করতে পারছি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এগুলো করেছিলাম। এরূপ বলার

পরও সেই ভিক্ষুগণ আমাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। কাজেই ভন্তে, আমি অমূঢ় হয়ে সংঘের কাছে অমূঢ়-বিনয় প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাকে উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে কৃত অসদাচারের জন্য দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। অন্যদিকে তিনি এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, আমি তখন তো উন্মাদ ছিলাম; আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব আমি আর স্মরণ করতে পারছি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এসব করেছিলাম। এরূপ বলার পরও সেই ভিক্ষুগণ তাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। এখন তিনি অমূঢ় হয়ে অমূঢ়-বিনয় প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমূঢ়প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য সেই ভিক্ষুগণ তাঁকে উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে কৃত অসদাচারের জন্য দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। অন্যদিকে তিনি এরূপ বলছেন, বন্ধুগণ, আমি তখন তো উন্মাদ ছিলাম; আমার চিত্ত বিপর্যস্ত ছিল। সেই কারণে আমি অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছিলাম। সেসব আমি আর স্মরণ করতে পারছি না। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আমি এসব করেছিলাম। এরূপ বলার পরও সেই ভিক্ষুগণ তাকে দোষারোপ করছেন। বলছেন, আয়ুষ্মান এরূপ এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেসব স্মরণ করুন। এখন তিনি অমূঢ় হয়ে অমূঢ়-বিনয় প্রার্থনা করছেন। সংঘও অমূঢ় প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুকে অমূঢ-বিনয় প্রদান করা উচিত মনে

করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার বলছি, ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে তৃতীয়বার বলছি, ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমূঢ়প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, এটিকে বলা হয় অধিকরণ মীমাংসিত। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও অমূঢ়-বিনয় দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা, ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... অমূঢ়-বিনয় কী রকম? যা অমূঢ়-বিনয় কর্মের তথা মামলার ক্রিয়া, কার্য, যাপন, গ্রহণকরণ, ধারণ ও সম্মতি। এটিকে বলা হয় অমূঢ়-বিনয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মতদাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে নিন্দাসম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

তৎপাপিয়সিক বিনয়

২৩৮. অনুবাদ অধিকরণ কি স্মৃতি-বিনয় ও অমূঢ়-বিনয় এই দুই উপশম ব্যতিরেকে সম্মুখ-বিনয় ও তৎপাপিয়সিক এই দুই উপশম দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলতে হবে। কীভাবে? ভিক্ষুগণ, এস্থলে কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুর ওপর সংঘ সভায় গুরুতর অপরাধ আরোপ করে দোষারোপ করে—আয়ুষ্মান, এরূপ গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন—যা পারাজিকা অথবা পারাজিকার কাছাকাছি। সেটা স্মরণ করুন। অন্য ভিক্ষু এরূপ বলে—বন্ধু, আমি যে পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি এমন গুরুতর অপরাধ করেছি, তা স্মরণ করতে পারছি না। সে উত্তর নাকচ করে দিয়ে পীড়ন বা চাপ প্রয়োগ করে—আয়ুষ্মান, ভালো করে দেখুন, স্মরণ করুন পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি এমন গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন কি না? অন্য ভিক্ষুটি এরূপ বলে—বন্ধু, আমি পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি এমন গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। তবে কিনা লঘু অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি বলে স্মরণ হচ্ছে। সে এই উত্তরও নাকচ করে দিয়ে পীড়ন করে—আয়ুষ্মান ভালো করে দেখুন, স্মরণ করুন পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি এমন গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত

হয়েছেন কি না? অন্য ভিক্ষু এরূপ বলে—বন্ধু, আমি যদি এরূপ লঘু অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে (সেটা) জিজ্ঞেস করার আগেই স্বীকার করতে পারি, তাহলে পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হলে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও স্বীকার করব না কেন? এবার সে এরূপ বলে—বন্ধু, আপনি তো এই লঘু অপরাধ প্রাপ্ত হয়েও জিজ্ঞেস করার আগে স্বীকার করেননি। কাজেই পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি এমন গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে কীভাবে জিজ্ঞেস না করলে স্বীকার করবেন? অতএব ভালো করে দেখুন, স্মরণ করুন পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি এমন গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন কি না? অমনি অন্য ভিক্ষুটি এরূপ বলে—বন্ধু, আমি যে পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি গুরুতর অপরাধ করেছি, তা আমার স্মরণ হচ্ছে। (তবে পরবর্তীকালে) সে বলে—আমি রসিকতাচ্ছলে, পিড়াপীড়িতে এরূপ বলেছি। বাস্তবে আমি পারাজিকা কিম্বা পারাজিকার কাছাকাছি কোনো গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্ম করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে—উপস্থিত সংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্নের বা জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করছেন আর প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করছেন; এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে অন্য বিষয়ে উত্তর দিচ্ছেন এবং জেনে-শুনে মিথ্যাবাক্য ভাষণ করছেন। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু সংঘ সভায় গুরুতর অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করছেন আর প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করছেন; এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে অন্য বিষয়ে উত্তর দিচ্ছেন এবং জেনে-শুনে মিথ্যাবাক্য ভাষণ করছেন। এখন সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার বলছি, ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে তৃতীয়বার বলছি, ভন্তে সংঘ... করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে তৎপাপিয়সিক কর্মের বিধান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, এটিকে বলা হয় অধিকরণ মীমাংসিত। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও তৎপাপিয়সিক দ্বারা। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা, ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা... তৎপাপিয়সিক কী রকম? যা তৎপাপিয়সিক কর্মের তথা মামলার ক্রিয়া, কার্য, যাপন, গ্রহণকরণ, ধারণ ও সম্মতি। এটিকে বলা হয় তৎপাপিয়সিক। ভিক্ষুগণ, এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মতদাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দাসম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

প্রতিজ্ঞাকরণ

২৩৯. আপত্তি-অধিকরণ কয়টি উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়? তিন প্রকার উপশম দ্বারা আপত্তি-অধিকরণ মীমাংসিত হয়। যথা : ১) সম্মুখ-বিনয়, ২) প্রতিজ্ঞাকরণ, ৩) তৃণাচ্ছাদন। এই তিন প্রকার উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়। আপত্তি-অধিকরণ কি তৃণাচ্ছাদন এই এক প্রকার উপশম ব্যতিরেকে সম্মুখ-বিনয় ও প্রতিজ্ঞাকরণ এই দুই প্রকার উপশম দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলতে হবে। কীভাবে? ভিক্ষুগণ, এস্থলে কোনো ভিক্ষু লঘু অপরাধ প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে অন্য কোনো এক ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলে—বন্ধু, আমি অমুক অপরাধপ্রাপ্ত হয়েছি। তা আপনার কাছে প্রকাশ (দেশনা) করছি। অন্য ভিক্ষুটিকে বলতে হবে : সেই অপরাধকে দেখতেছ কি? 'হ্যাঁ, বন্ধু আমি দেখতেছি।' ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকবে।

ভিক্ষুগণ, এটিকে বলা হয় অধিকরণ মীমাংসিত। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা মীমাংসিত। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... ব্যক্তির সম্মুখতা কাকে বলে? যেই জন বিবাদ করে আর যেই জনের সঙ্গে করে, তারা উভয়ই উপস্থিত থাকে। এটিকে ব্যক্তির সম্মুখতা বলা হয়।

প্রতিজ্ঞাকরণ কাকে বলে? যা প্রতিজ্ঞাকরণ কর্মের তথা মামলার ক্রিয়া,

কার্য, যাপন, গ্রহণকরণ, ধারণ ও সম্মতি। এটিকে বলা হয় প্রতিজ্ঞাকরণ। ভিক্ষুগণ, এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক (অধিকরণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি) পুনঃ (সংঘসভায়) উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবে অধিকরণ মীমাংসিত হলে ভালো। মীমাংসিত না হলে সেই ভিক্ষু বহুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পদ বন্দনা করবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে—ভন্তে, আমি অমুক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তা আপনাদের কাছে প্রকাশ করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এই বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অপরাধ স্মরণ করতেছেন, প্রকাশ করতেছেন, প্রকট করতেছেন এবং স্বীকার করতেছেন। এখন আয়ুষ্মানগণ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে আমি অমুক নামের ভিক্ষুর অপরাধ মার্জনা করতে পারি। এই হেতুতে অপরাধীকে এরূপ বলতে হবে : আপনি অপরাধ দেখতেছেন (অনুভব করতেছেন) কি? 'হ্যাঁ, আমি দেখতেছি।' ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকবে।

ভিক্ষুগণ, এটিকে বলা হয় অধিকরণ মীমাংসিত। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা মীমাংসিত। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... ব্যক্তির সম্মুখতা কাকে বলে? যেই জন বিবাদ করে আর যেই জনের সঙ্গে বিবাদ করে, তারা উভয়ই থাকে। এটিকে ব্যক্তির সম্মুখতা বলা হয়।

প্রতিজ্ঞাকরণ কাকে বলে? যা প্রতিজ্ঞাকরণ কর্মের ক্রিয়া, কার্য, যাপন, গ্রহণকরণ, ধারণ ও সম্মতি। এটিকে বলা হয় প্রতিজ্ঞাকরণ। ভিক্ষুগণ, এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো কারক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষুগণ, এভাবে অধিকরণ মীমাংসিত হলে ভালো। মীমাংসিত না হলে সেই ভিক্ষু সংঘের কাছে উপস্থিত হবে। উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পদ বন্দনা করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে—ভন্তে সংঘ, আমি অমুক অপরাধপ্রাপ্ত হয়েছি। তা আপনাদের কাছে প্রকাশ করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এই

বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অপরাধ স্মরণ করতেছেন, প্রকাশ করতেছেন, প্রকট করতেছেন এবং স্বীকার করতেছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় মনে হয়, তাহলে আমি অমুক নামের ভিক্ষুর অপরাধ মার্জনা করতে পারি। এই হেতুতে অপরাধী ভিক্ষুকে এরূপ বলতে হবে—আপনি অপরাধ দেখতেছেন কি? "হ্যাঁ, আমি দেখতেছি।" ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকবেন।

ভিক্ষুগণ, এটিকে বলা হয় অধিকরণ মীমাংসিত। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা মীমাংসিত। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা, ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা... ভিক্ষুগণ, এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো প্রতিগ্রাহক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মতদাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দাসম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

তৃণাচ্ছাদন

২৪০. আপত্তি অধিকরণ কি প্রতিজ্ঞাকরণ এই এক প্রকার উপশম ব্যতিরেকে সম্মুখ-বিনয় ও তৃণাচ্ছাদন এই দুই প্রকার উপশম দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলতে হবে। কীভাবে? ভিক্ষুগণ, এস্থলে ভিক্ষুগণ ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে। এক পর্যায়ে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তা হয়—'আমরা তো ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ ও বাক্য ভাষণ করেছি। এখন আমরা যদি এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়েও যেতে পারে।' তখন ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, এ রকম বিবাদ তৃণাচ্ছাদন অর্থাৎ তৃণ বা ঘাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া দ্বারা মীমাংসা করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে মীমাংসা করতে হবে : (তথায় অবস্থানরত) সকল ভিক্ষুকে একস্থানে একত্রিত করবে। এরপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা

ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতিরেকে এই বিবাদ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা মীমাংসা করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

এরপর একপক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি স্বপক্ষীয় ভিক্ষুদের এরূপ জ্ঞাপন করবেন :

আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন আয়ুষ্মানগণ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের জন্য সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের এবং আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব।

২৪১ এবার অপর পক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি স্বপক্ষীয় ভিক্ষুদের এরূপ জ্ঞাপন করবেন :

আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন আয়ুষ্মানগণ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের জন্য সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের এবং আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব।

২৪২ অতঃপর একপক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি সংঘকে এরূপে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা

ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের জন্য সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের ও আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব। এটিই প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়াপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও বিবাদকারী হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিত বহু কাজ এবং বাক্য ভাষণ করে ফেলেছি। যদি আমরা এই অপরাধগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তাহলে বিবাদ আরও বেড়ে যাবে, কঠোরতর হবে, এমনকি সংঘভেদের পর্যায়ে যেতে পারে। কাজেই আমি আয়ুষ্মানগণ ও নিজের সংঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে নিজের ও আয়ুষ্মানগণের অপরাধ স্বীকার করব। যেই আয়ুষ্মান গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে আমাদের এই অপরাধ তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে সংঘসভায় স্বীকার করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : গুরুতর অপরাধ ও গৃহী-সংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদ দিয়ে আমাদের এই অপরাধ তৃণাচ্ছাদনের নিমিত্তে সংঘ সভায় স্বীকার করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

এবার অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ ও সমর্থ তিনি সংঘকে এরূপে স্থাপন করবেন।

প্রস্তাবনা: ভন্তে সংঘ... আমি এ ধারণা করছি।

ভিক্ষুগণ, এটিকে বলা হয় অধিকরণ মীমাংসিত। কীসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও তৃণাচ্ছাদন দ্বারা মীমাংসিত। সম্মুখ-বিনয় কী রকম? সংঘের সম্মুখতা, ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, ব্যক্তির সম্মুখতা।

সংঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেসব ভিক্ষুগণ কর্মপ্রাপ্ত তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুদের ছন্দ নিয়ে আসা হয়, উপস্থিত কোনো ভিক্ষু

বিরোধিতা না করে। এটি সংঘের সম্মুখতা।

ধর্ম ও বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই ধর্ম, বিনয় এবং শাস্তার উপদেশ দ্বারা (সেই) অধিকরণ মীমাংসা করা হয়, এটিকে ধর্ম ও বিনয়ের সম্মুখতা বলা হয়।

ব্যক্তির সম্মুখতা কাকে বলে? যেই জন বিবাদ করে আর যেই জনের সঙ্গে বিবাদ করে, তারা উভয়ই উপস্থিত থাকে, এটিকে ব্যক্তির সম্মুখতা বলা হয়।

তৃণাচ্ছাদন কাকে বলে? যা তৃণাচ্ছাদন কর্মের ক্রিয়া, কার্য, যাপন, গ্রহণকরণ, ধারণ ও সম্মতি। এটিকে বলা হয় তৃণাচ্ছাদন। ভিক্ষুগণ, এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কোনো প্রতিগ্রাহক পুনঃ উত্থাপন করে, তাহলে তার বিচার বিকৃতি-সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মতদাতা পরে নিন্দা করলে, তার নিন্দা-সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

কৃত্য অধিকরণ কয়টি উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়? কৃত্য অধিকরণ এক প্রকার উপশম দ্বারা মীমাংসিত হয়।

শমথ তথা উপশম অধ্যায় সমাপ্ত।

৫. ক্ষুদ্র বিষয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র বিষয়গুলো

২৪৩. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনস্থ কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করছেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্নান করার সময় বৃক্ষে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ (পৃষ্ঠদেশ) ঘর্ষণ করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্নান করার সময় বৃক্ষে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ ঘর্ষণ করতেছে? যেন তারা মুষ্ঠিযোদ্ধা, দেহ অনুরক্ত সাধারণ মানুষ। (অন্যান্য) ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তখন তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্নান করার সময় বৃক্ষে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সেই তুচ্ছ, মোঘপুরুষদের পক্ষে সেটা অনুচিত, অনুপযুক্ত, বেমানান বা অনুপযোগী, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। সেই মোঘপুরুষেরা কেনই স্নান করার সময় বৃক্ষে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, স্নান করার সময় ভিক্ষুরা বৃক্ষে দেহ ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্নান করার সময় স্তম্ভ বা খুঁটিতে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ ঘর্ষণ করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্নান করার সময় খুঁটিতে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ ঘর্ষণ করতেছে? যেন তারা মুষ্ঠিযোদ্ধা, দেহ অনুরক্ত সাধারণ মানুষ। (অন্যান্য) ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তখন তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।" ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, স্নান করার সময় ভিক্ষুরা খুঁটিতে দেহ ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে, তার দুক্কট

অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্নান করার সময় প্রাচীরে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ ঘর্ষণ করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্নান করার সময় প্রাচীরে দেহ, ঊরু, বাহু, বুক ও পিঠ ঘর্ষণ করতেছে? যেন তারা মুষ্ঠিযোদ্ধা, দেহ অনুরক্ত সাধারণ মানুষ... এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, স্নান করার সময় ভিক্ষুরা খুঁটিতে দেহ ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অস্থানে (গিয়ে) স্নান করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন... যেন কামভোগী গৃহী। (অন্যান্য) ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তখন তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।" ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অস্থানে (গিয়ে) স্নান করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্নান করার সময় পাখির থাবার আকারে কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে দেহ মার্জন করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন... যেন কামভোগী গৃহী। অন্যান্য ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তখন ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... হে ভিক্ষুগণ, স্নান করার সময় পাখির থাবার আকারে কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে দেহ মার্জন করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শরীরে লেপন করার এক প্রকার চূর্ণ লেপন করে স্নান করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন... যেন কামভোগী গৃহী। অন্যান্য ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... হে ভিক্ষুগণ, শরীরে চূর্ণ লেপন করে স্নান করতে পারবে না। যে করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ একজন আরেকজনের দেহ ঘর্ষণ করে করে স্নান করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন... যেন কামভোগী গৃহী। (অন্যান্য) ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... হে ভিক্ষুগণ, একে অপরের দেহ ঘর্ষণ করে করে স্নান

করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মাছের দাঁতের মতো করে খোদাই করা কাঠি দিয়ে স্নান করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন... যে কামভোগী গৃহী। (অন্যান্য) ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... হে ভিক্ষুগণ, মাছের দাঁতের মতো করে খোদাই করা কাঠি দিয়ে স্নান করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৪৪. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু চুলকানি রোগে আক্রান্ত হন। মাছের দাঁতের মতো করে খোদাই করা কাঠি দিয়ে না আঁচড়ালে তাঁর স্বস্তিবোধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া (অকতমল্লক’ন্তি) মাছের দাঁতের মতো খোদাই করা কাঠি ব্যবহার করবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বার্ধক্যের কারণে এতো দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, স্নানের সময় স্বীয় দেহ মার্জন করতে অসমর্থ হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্নানবস্ত্র দ্বারা দেহ মার্জন করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পিঠ ঘর্ষণ করতে লজ্জাবোধ করতে থাকলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি যে, হাত দ্বারা পিঠ মর্দন বা মার্জন করবে।

১৪৫. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কানে অলংকার (দুল) ধারণ করতে থাকল... আলংকারিক কোমরবন্ধনী পরিধান করত... গলায় আলংকারিক সুতা পরিধান করত... কোমরে আলংকারিক সুতা পরিধান করত... গলার হার বা নেকলেস পরিধান করত... বাহুতে অলংকার ধারণ করত... হাতে বালা বা চুড়ি পরত... আঙুলে আংটি পরত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগল, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তখন তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কানে দুল ধারণ... আলংকারিক কোমরবন্ধনী পরিধান... গলায় আলংকারিক সুতা পরিধান... কোমরে আলংকারিক সুতা পরিধান... গলায় নেকলেস পরিধান... বাহুতে অলংকার পরিধান... হাতে চুড়ি... আঙুলে আংটি পরতেছে? ভিক্ষুগণ বললেন, হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই

নিন্দনীয় অভিহিত করে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কানে দুল ধারণ... আলংকারিক কোমরবন্ধনী পরিধান... গলায় আলংকারিক সুতা পরিধান... কোমরে আলংকারিক সুতা পরিধান... গলায় নেকলেস পরিধান... বাহুতে অলংকার পরিধান... হাতে চুড়ি... আঙুলে আংটি পরতে পারবে না। যে পরবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৪৬. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মাথার চুল লম্বা করে রাখত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। তারা ভগবানকে এ বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, মাথার চুল লম্বা করে রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মাথার চুল দুই মাস বা দুই আঙুল পর্যন্ত লম্বা রাখতে পারবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মাথার চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়াত... দন্তময় চিরুনি দিয়ে আঁচড়াত... আঙুল দিয়ে চিরুনির মতো করে আঁচড়াত... তেল মিশ্রিত মধুমোম দিয়ে ঠিকঠাক বা সজ্জিত করত... তেল মিশ্রিত পানি দিয়ে সজ্জিত করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। তারা ভগবানকে এ বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, মাথার চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে, দন্তময় চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে, আঙুল দিয়ে চিরুনির মতো করে আঁচড়াতে পারবে না; তেল মিশ্রিত মধুমোম দিয়ে সজ্জিত, তেল মিশ্রিত পানি দিয়ে সজ্জিত করতে পারবে না। যে আঁচড়াবে, সজ্জিত করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৪৭. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ আয়নাতে ও পানির পাত্রে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আয়নাতে বা পানির পাত্রে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবে না। যে তাকিয়ে থাকবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর মুখে ব্রণ উঠল। তিনি অন্য ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করতেন, বন্ধুগণ, আমার মুখের ব্রণ এখন কীরূপ হয়েছে? ভিক্ষুগণ উত্তরে বলতেন, বন্ধু, আপনার মুখের ব্রণ এ রকম হয়েছে। তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন,

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রোগের হেতুতে আয়নায় বা পানির পাত্রে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পারবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে প্রলেপ দিত, পেস্ট দিয়ে মুখ ঘষত, মুখে চূর্ণ বা পাউডার মাখত, মনোশিল নামক খনিজ দ্রব্য (লাল আর্সেনিক?) দিয়ে মুখে চিহ্ন দিত, দেহ বাহারি রঙে রঞ্জিত করত, মুখ রঞ্জিত করত, দেহ ও মুখ বাহারি রং দিয়ে রঞ্জিত করত। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, মুখে প্রলেপ, পেস্ট দিয়ে মুখ ঘষতে, মুখে পাউডার, মনোশিল দিয়ে মুখে চিহ্ন, দেহ রঞ্জিত, মুখ রঞ্জিত এবং দেহ ও মুখ রঞ্জিত করতে পারবে না। যে করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চক্ষুরোগ হলো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রোগগ্রস্ত হলে মুখে প্রলেপ দিতে পারবে।

২৪৮. সেই সময় রাজগৃহে পর্বতের পার্শ্বদেশে মেলা চলছিল। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মেলা দেখতে সেখানে উপস্থিত হলো। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ নাচ, গান, বাজনা দেখতে এসেছে, যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ নাছ, গান, বাজনা দেখতে যেতে পারবে না। যে দেখতে যাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৪৯. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দীর্ঘস্বরে টেনে টেনে ও গানের সুরে সূত্র আবৃত্তি করত। সেটা শুনে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দীর্ঘস্বরে টেনে টেনে ও গানের সুরে সূত্র আবৃত্তি করতেছে? যেভাবে আমরা গান গেয়ে থাকি। অন্যান্য ভিক্ষুগণ জনসাধারণের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করার শুনতে পেলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দীর্ঘস্বরে টেনে টেনে ও গানের সুরে সূত্র আবৃত্তি করতেছে? তারা এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দীর্ঘস্বরে টেনে টেনে ও গানের সুরে সূত্র আবৃত্তি করতেছে? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর

ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘস্বরে টেনে টেনে ও গানের সুরে সূত্র আবৃত্তির পাঁচটি দোষ রয়েছে। যথা : ১) নিজে সেই স্বরে আসক্ত হয়, ২) অপরেও সেই স্বরে আসক্ত হয়ে পড়ে, ৩) গৃহীরা নিন্দা করে, ৪) স্বর কার্যে রত থাকতে সমাধি ভ্রষ্ট হয়, ৫) পরবর্তী প্রজন্মও সেটা অনুসরণ করে। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘস্বরে টেনে টেনে ও গানের সুরে সূত্র আবৃত্তির এই পাঁচটি দোষ। হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘস্বরে টেনে টেনে ও গানের সুরে সূত্র আবৃত্তি করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ সুর করে বা সু-স্বরে সূত্র আবৃত্তি করতে লজ্জাবোধ করতে থাকলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সু-স্বরে সূত্র আবৃত্তি করতে পারবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবরের বাইরে ঢিলা বড় পশমি জামা পরিধান করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, চীবরের বাইরে ঢিলা বড় পশমি জামা পরিধান করতে পারবে না। যে পরিধান করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৫০. সেই সময় মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের বাগানে (প্রচুর) আম ধরল। মগধরাজ অনুমতি দিলেন যে, আর্যগণ ইচ্ছামতো আম পরিভোগ করুক। (এই সুযোগে) ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাঁচা আমসমেত পেড়ে খেয়ে ফেলল। এক পর্যায়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের আম প্রয়োজন হলো। তিনি কর্মচারীকে আদেশ দিলেন, ওহে, বাগানে গিয়ে আম নিয়ে আসো। "দেব, তাই হোক" বলে কর্মচারী মগধরাজ বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তর দিয়ে বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলো। অমনি উদ্যানপালককে বলল, ওহে, মহারাজের আম প্রয়োজন হয়েছে, আম দাও। উদ্যানপালক বলল, আর্য, আম তো নেই। ভিক্ষুগণ কাঁচা আমসমেত পেড়ে খেয়ে ফেলেছেন। অতঃপর সেই কর্মচারী মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জানালেন। মগধরাজ বিম্বিসার বললেন, আর্যগণ, সব আম খেয়েছেন ভালো হয়েছে। তবে ভগবান খাবার মাত্রা সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়েছেন। জনসাধারণ এই প্রসঙ্গে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ খাবার মাত্রা জেনেও রাজার সব আমগুলো খেয়ে ফেলেছেন? ভিক্ষুগণ জনসাধারণের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে

ভিক্ষুগণ, কাঁচা আম পেড়ে খেতে পারবে না। যে খাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক পৌরবাসী তথা গ্রামবাসী সংঘকে ভোজন দান করছিলেন। তারা সূপে ছোট্ট ছোট্ট আমের টুকরো দিয়েছিলেন। সংকোচবশত ভিক্ষুগণ সেই সূপ গ্রহণ করতে চাইলেন না। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, গ্রহণ কর। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, আমের টুকরো গ্রহণ করবে।

সেই সময় জনৈক গ্রামবাসী সংঘকে ভোজন দান করছিলেন। তারা আম টুকরো করতে সময় পেলেন না। ফলে ভোজনের আগে পুরো (অর্থাৎ অকর্তিত) আম এনে পরিবেশন করতে লাগলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ সংকোচবশত গ্রহণ করতে চাইলেন না। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, গ্রহণ কর, পরিভোগ কর। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকারে শ্রমণের পরিভোগের উপযুক্ত ফল পরিভোগ হবে। যথা : ১) আগুন দ্বারা চিহ্নিত তথা ক্ষত, ২) অস্ত্র (ছুরি, দা সম্বন্ধীয়) দ্বারা ক্ষত, ৩) নখ দ্বারা ক্ষত, ৪) বীজহীন, ৫) যার বীজ বের করা হয়েছে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি এই পাঁচ প্রকারে শ্রমণের পরিভোগের উপযুক্ত ফল পরিভোগ করবে।

২৫১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু সাপের কামড় খেয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, সেই ভিক্ষু এই চার প্রকার সর্পরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিল না। নয় কি? ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষু এই চার প্রকার সর্পরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকত, তবে সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হতো না। সেই চার প্রকার সর্পরাজকুল কী কী? বিরুপাক্ষ সর্পরাজকুল, ঐরাপথ সর্পরাজকুল, ছব্ব্যাপুত্র সর্পরাজকুল, কৃষ্ণগৌতমক সর্পরাজকুল। ভিক্ষুগণ, নিশ্চয় সেই ভিক্ষু এই চার প্রকার সর্পরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিল না। যদি সেই ভিক্ষু এই চার প্রকার সর্পরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকত, তবে সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হতো না। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, এই চার প্রকার সর্পরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকবে। আত্মগুপ্তি, আত্মরক্ষা ও আত্মপরিত্রাণের জন্য এটা করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

১) বিরুপাক্ষের সঙ্গে আমার মৈত্রীভাব হোক, ঐরাপথের সঙ্গে, ছব্ব্যাপুত্রের সঙ্গে ও কৃষ্ণগৌতমকের সঙ্গে আমার মৈত্রীভাব হোক।

২) পদহীনের সঙ্গে আমার মৈত্রী, দ্বিপদের সঙ্গে আমার মৈত্রী, চতুষ্পদের সঙ্গে আমার মৈত্রী এবং বহুপদের সঙ্গে আমার মৈত্রীভাব হোক।

৩) পদহীন প্রাণীগণ আমাকে হিংসা না করুক, দ্বিপদ প্রাণীগণও আমাকে হিংসা না করুক, চতুষ্পদ প্রাণীগণও আমাকে হিংসা না করুক, দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণীগণও আমাকে হিংসা না করুক।

৪) সকল সত্ত্ব, সকল জীব, সকল দৃশ্যমান ভূত মঙ্গল দর্শন করুক, কারোর কাছে পাপ আগমন না করুক।

৫) বুদ্ধ অপ্রমেয়, ধর্ম অপ্রমেয়, সংঘ অপ্রমেয়। কিন্তু সর্প, বৃশ্চিক শতপদী, মাকড়সা, সরভূ (ঘরগোলিকা) ও মূষিক সমস্তই প্রমেয়। আমার দ্বারা রক্ষা করা হয়েছে, আমার পরিত্রাণ পাঠ করা হয়েছে। সমস্ত হিংসুক প্রাণী ফিরে যাক। আমাকে হিংসা না করুক। আমি সপ্ত সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার করতেছি।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু (ব্রহ্মচর্য পালনে) নিরুৎসাহজনিত মানসিক পীড়নে স্বীয় লিঙ্গচ্ছেদন করল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সেই মোঘপুরুষ একটি ছেদন করতে গিয়ে অন্যটি ছেদন করে ফেলল। ভিক্ষুগণ, স্বীয় লিঙ্গচ্ছেদন করতে পারবে না। যে ছেদন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

২৫২. সেই সময় রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠী মহামূল্যবান চন্দন গাছের বেশ বড়ো একটা চন্দনখণ্ড লাভ করলেন। তখন শ্রেষ্ঠীর মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়—এই চন্দনখণ্ড দিয়ে একটা পাত্র বানাবো। পাত্র বানাতে যে (চন্দনের) চূর্ণ হবে, সেগুলো আমার ব্যবহারে আসবে আর পাত্রটি দান দিবো। অতঃপর শ্রেষ্ঠী সেই চন্দনকাঠের পাত্রটি শিকায় তুলে দুটি বাঁশের মাথায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন। ঘোষণা দিয়ে বললেন, "যেই শ্রমণ, ব্রাহ্মণ অর্হৎ কিম্বা ঋদ্ধিবান তাঁকে এই পাত্র দান দেওয়া হলো, তিনি পাত্র নামিয়ে নিবেন।" তখন পূরণকাশ্যপ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, গৃহপতি, আমি অর্হৎ এবং ঋদ্ধিবান। কাজেই পাত্রটি আমাকে দান করুন। শ্রেষ্ঠী বললেন, প্রভু, যদি আপনি অর্হৎ ও ঋদ্ধিবান হন তো আমার দান দেওয়া পাত্রটি নামিয়ে নেন। অনন্তর একে একে মক্‌খলিগোশাল, অজিত কেশকম্বল, প্রকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলষ্টিপুত্র, নির্গ্রন্থ-নাথপুত্র রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর কাছে গিয়ে বললেন, গৃহপতি, আমি অর্হৎ এবং ঋদ্ধিবান। কাজেই পাত্রটি আমাকে দান করুন। উত্তরে শ্রেষ্ঠী বললেন, প্রভু, যদি আপনি অর্হৎ ও ঋদ্ধিবান হন তো আমার দান দেওয়া পাত্রটি নামিয়ে নেন।

ঠিক সেই সময় আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্ল্যায়ন ও আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ সকালে বহির্গমনীয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে ভিক্ষান্ন

সংগ্রহের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। (সেই চন্দনকাঠের পাত্রটির কাছে পৌঁছলে) আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্ল্যায়নকে বললেন, আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্ল্যায়ন আপনি অর্হৎ ও ঋদ্ধিবান। যান, এই পাত্রটি নামিয়ে আনেন। এই পাত্রটি আপনারই। আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্ল্যায়ন বললেন, আয়ুষ্মান ভারদ্বাজও তো অর্হৎ এবং ঋদ্ধিবান। অতএব, ভারদ্বাজ, আপনি পাত্রটি নামিয়ে আনেন। এই পাত্রটি আপনারই। তখন আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ আকাশে উড়ে গিয়ে পাত্রটি গ্রহণ করে রাজগৃহের ওপর তিনবার চক্রাকারে ঘুরলেন। এ সময় শ্রেষ্ঠী স্ত্রী-পুত্রসহ স্বীয় গৃহের সামনে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে নমস্কার করে করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকলেন—ভন্তে, আর্য ভারদ্বাজ এখানেই, আমার গৃহে অবতরণ করুন। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ শ্রেষ্ঠীর গৃহে অবতরণ করলেন। শ্রেষ্ঠী আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের হাত থেকে পাত্র গ্রহণ করে উত্তম খাদ্যে পূর্ণ করে দিয়ে তাকে প্রদান করলেন। পিণ্ডোল ভারদ্বাজ সেই পাত্রসহ বিহারে ফিরে আসলেন। জনসাধারণ শুনতে পেলেন যে, আর্য পিণ্ডোল ভারদ্বাজ শ্রেষ্ঠীর পাত্র নামিয়ে এনেছেন। অমনি বহুসংখ্যক লোকজন জয়ধ্বনি করতে করতে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের পিছু ধরলেন। ভগবান সেই উচ্চশব্দ, মহাশব্দ শুনতে পেয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন। আনন্দ, এই উচ্চশব্দ, মহাশব্দ কীসের? আনন্দ বললেন, ভগবান, আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর পাত্র (ঋদ্ধির মাধ্যমে) নামিয়ে এনেছেন। তাই জনসাধারণ জয়ধ্বনি করতে করতে তাঁর পিছু পিছু এসেছেন। এই উচ্চশব্দ, মহাশব্দ তারই।

অমনি ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করলেন। এরপর আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজকে জিজ্ঞেস করলেন, পিণ্ডোল ভারদ্বাজ, সত্যিই কি তুমি রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর পাত্রটি (ঋদ্ধির মাধ্যমে) নামিয়ে এনেছ? পিণ্ডোল ভারদ্বাজ—হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, ভারদ্বাজ, তোমার পক্ষে এটা অনুচিত, অনুপযুক্ত, বেমানান, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। তুমি, তুচ্ছ সেই কাষ্ঠপাত্রের জন্য কেন গৃহীদের সামনে অলৌকিক শক্তি ঋদ্ধি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেছ? ভারদ্বাজ, কোনো নারী যেমন তুচ্ছ অর্থ লাভের জন্য (স্বীয়) লজ্জাস্থান প্রদর্শন করে, ঠিক তেমনিই তুমি তুচ্ছ কাষ্ঠপাত্রের জন্য অলৌকিক শক্তি ঋদ্ধি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেছ। ভারদ্বাজ, তোমার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে আর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির শ্রদ্ধায় অন্যথাভাব উৎপন্ন

হবে (অর্থাৎ শ্রদ্ধা পরিহানি হবে)... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভিক্ষুগণ, গৃহীদের সামনে অলৌকিক শক্তি ঋদ্ধি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করবে না। যে প্রদর্শন করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি মূল্যবান পাত্র ব্যবহার করত। যথা : সোনার পাত্র, রূপার পাত্র। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, সোনার পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। রূপার পাত্র, মণির পাত্র, বৈদূর্যময়ের পাত্র, স্ফটিকের পাত্র, কাঁসের পাত্র, কাঁচের পাত্র, রাঙ-এর পাত্র, সীসার পাত্র, তাম্রের পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দুই ধরনের পাত্র ব্যবহার করবে। যথা : ১) লোহার পাত্র ২) মাটির পাত্র।

২৫৩. সেই সময় পাত্রের তলা ঘর্ষিত হয়ে নষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্রমণ্ডল (পাত্র রাখার স্ট্যান্ড) ব্যবহার করবে।

তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সোনার তৈরি পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অতি মূল্যবান পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দুই প্রকার পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করবে। যথা : ১) রাঙ-এর তৈরি পাত্রমণ্ডল, ২) সীসার তৈরি পাত্রমণ্ডল।

মোটা পাত্রমণ্ডলের হেতুতে পাত্রের তলা পাত্রমণ্ডলে স্পর্শিত হতো না, আলগা থাকত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্রমণ্ডলে রেখাপাত করবে। সেই রেখাগুলো সহসা ওঠে গিয়ে পাত্রমণ্ডল মসৃণ হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মাছের দাঁত (যা পিনের ন্যায় খোদায় করার কাজে ব্যবহৃত হয়) দিয়ে রেখাপাত করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিভিন্ন ধরনের চিত্র অঙ্কিত পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করত আর সেগুলো ধারণ করে পথচারী লোকজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে (এদিক সেদিক) ঘুরে বেড়াত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ,

নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, বিভিন্ন ধরনের চিত্র অঙ্কিত পাত্রমণ্ডল ব্যবহার, ধারণ করতে পারবে না। যে ব্যবহার তথা ধারণ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্বাভাবিক পাত্রমণ্ডল ব্যবহার, ধারণ করবে।

২৫৪. সেই সময় ভিক্ষুগণ ভেজা অবস্থায় পাত্র সামলিয়ে রাখতেন। এতে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ভেজা অবস্থায় পাত্র সামলিয়ে রাখতে পারবে না। যে সামলিয়ে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্র শুষ্ক করে সামলিয়ে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ভেজা অবস্থায় পাত্র সূর্যের তাপে শুষ্ক করতেন। এতে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ভেজা অবস্থায় পাত্র সূর্যের তাপে শুষ্ক করতে পারবে না। যে শুষ্ক করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্র জলশূন্য করে সূর্যের তাপে শুষ্ক করে সামলিয়ে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পাত্র রোদে রেখে দিতেন। এতে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পাত্র রোদে ফেলে রাখা যাবে না। যে রোদে ফেলে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্র খানিকক্ষণ মাত্র রোদে রেখে শুকিয়ে নিয়ে সামলে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ বহুসংখ্যক পাত্র খোলা জায়গায় পাত্রের স্ট্যান্ড ছাড়া রেখে দিতেন। ফলে বাতাসের ধাক্কায় পাত্রগুলো মাটিতে আছড়ে পড়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্রের স্ট্যান্ড-এ পাত্র রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ বারান্দার শেষ প্রান্তে পাত্র রেখে দিতেন। এতে পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, বারান্দার শেষ প্রান্তে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ আবাসের বহির্ভাগে মাটি দ্বারা গাঁথা বেষ্টনীতে পাত্র রেখে দিতেন। এতে পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আবাসের বহির্ভাগে মাটি দিয়ে গাঁথা

বেষ্টনীতে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পাত্র মাটিতে উপুর করে রেখে দিতেন। এতে পাত্রের মুখে ঘষার দাগ পড়ত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্র (মাটিতে না রেখে) তৃণের আচ্ছাদনের ওপর রাখবে। তৃণ উঁইপোকায় খেয়ে ফেলল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কাপড়ের ওপর পাত্র রাখবে। কাপড় উঁইপোকায় খেয়ে ফেলল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্র বেদীতে রাখবে। বেদী হতে পড়ে গিয়ে পাত্র ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বড় মুখবিশিষ্ট পাত্রের মুখে পাত্র রাখবে। এতে বড় মুখবিশিষ্ট পাত্রের মুখে পাত্রটি ঘর্ষিত হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্র রাখার ঝোলা ব্যবহার করবে। ঝোলায় বেল (ঝুলিয়ে রাখার ফিতা) ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বেল হিসেবে সরু ও লম্বা কাপড় এবং সুতা ব্যবহার করতে হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ দেয়ালের স্তম্ভ বা থাম এবং হাতির দন্তে পাত্র ঝুলিয়ে রাখতেন। সেখান হতে পড়ে গিয়ে পাত্র ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পাত্র কোথাও ঝুলিয়ে রাখতে পারবে না। যে ঝুলিয়ে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

সেই সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চে পাত্র রেখে দিতেন। (পরবর্তীতে) মঞ্চে বসার সময় বে-খেয়ালবশত পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, মঞ্চে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চৌকির ওপর পাত্র রেখে দিতেন। (পরবর্তীতে) চৌকিতে বসার সময় বে-খেয়ালবশত পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, চৌকিতে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ কোলের ওপর পাত্র রাখতেন। (পরবর্তীতে) উঠে যাবার সময় বে-খেয়ালবশত পাত্র কোল থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, কোলের ওপর পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ছাতার ওপর পাত্র রেখে দিতেন। ছাতা বাতাসের ধাক্কায় উড়ে যাওয়ায় পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ছাতার ওপর পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৫৫. সেই সময় ভিক্ষুগণ পাত্র হাতে রেখে কপাট খুলতেন। কপাট খুলে গিয়ে হাতে ধাক্কা লেগে পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পাত্র হাতে রেখে কপাট খুলতে পারবে না। যে খুলবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ লাউয়ের খোল হাতে ধরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন তীর্থিক। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, লাউয়ের খোল ধরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারবে না। যে সংগ্রহ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ কলসীর ভগ্ন অংশ হাতে নিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন তীর্থিক। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, কলসীর ভগ্ন অংশ হাতে নিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারবে না। যে সংগ্রহ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু সকল বিষয়ে পাংসুকুলধারী হন। তিনি মৃত মানুষের খুলি পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। জনৈকা নারী তা দেখে ভয়ে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল—এ যে পিশাচ! অমনি জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কেন মৃতদেহের খুলি পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতেছে? যেন পিশাচের আশ্রিত জন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, মৃতদেহের খুলি পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, সকল বিষয়ে পাংসুকুলধারী হতে পারবে না। যে সকল বিষয়ে পাংসুকুলধারী হবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চর্বিত মাংম, অস্থি এবং উচ্ছিষ্টজল (অর্থাৎ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ম্রক্ষিত ময়লা জল) পাত্রে করে নিয়ে যেতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেখানে ভোজন করেন, সেটাই তাঁদের পিকদানি। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, চর্বিত মাংস, অস্থি এবং

উচ্ছিষ্টজল পাত্রে করে নিয়ে যেতে পারবে না। যে নিয়ে যাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাত্রে পুঞ্জীভূত করবে (কিন্তু পাত্রে করে নিয়ে যেতে পারবে না)।

২৫৬. সেই সময় ভিক্ষুগণ হাত দিয়ে কাপড় ছিঁড়ে চীবর সেলাই করতেন। এতে চীবরের মাপ ঠিকমতো হতো না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কাঁচি এবং সেটা মুড়িয়ে রাখার জন্য বস্ত্রটুকরা ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ তথা ভিক্ষুসংঘ হাতলযুক্ত শস্ত্র (দা) দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, হাতলযুক্ত শস্ত্র ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি মূল্যবান সোনার তৈরি ও রূপার তৈরি হাতলবিশিষ্ট দা ব্যবহার করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অতি মূল্যবান হাতল ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অস্থির তৈরি, দন্তের তৈরি, শিং-এর তৈরি, নলের তৈরি, বাঁশের তৈরি, কাষ্ঠের তৈরি, লাক্ষার তৈরি, কাচের তৈরি, লোহার তৈরি এবং শঙ্খ বা ঝিনুকের তৈরি হাতল ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ কুক্কুটের পালক ও বাঁশের টুকরা দিয়ে চীবর সেলাই করতেন। এতে চীবর ভালো করে সেলাই হতো না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সূচ ব্যবহার করবে। সূচে মরিচা ধরল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, সুঁচ রাখার কৌটা ব্যবহার করবে। কৌটাতে মরিচা ধরল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, সূচ শুকানো শস্যের গুঁড়ো দিয়ে কৌটায় পূর্ণ করবে। শুকানো শস্যের গুঁড়োতেও মরিচা ধরল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, হরিদ্রা চূর্ণ দিয়ে কৌটা পূর্ণ করবে। হরিদ্রা চূর্ণতেও মরিচা ধরল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, ছোট ছোট পাথর দিয়ে কৌটা পূর্ণ করবে। ছোট ছোট পাথরেও মরিচা ধরল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মধুমোম মেখে কৌটা পূর্ণ করবে। মধুমোম পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মধুমোম রাখা কাপড় ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খিল পেতে তার সঙ্গে বেঁধে চীবর সেলাই করতেন।

এতে চীবরের কোনাগুলো ঠিকমতো রাখা যাচ্ছিল না। (অর্থাৎ কোনটা কোণ লম্বা হত, কোনটা বা খাটো)। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কঠিন বা শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে দোয়াজিক চীবর সেলাই করবে। অসমান জায়গায় দোয়াজিক (কঠিন) প্রসারিত করে সেলাই করায় দোয়াজিক নষ্ট হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অসমান জায়গায় দোয়াজিক প্রসারিত করতে পারবে না। যে প্রসারিত করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

মাটিতে বিছিয়ে দোয়াজিক সেলাই করায় দোয়াজিক ময়লাযুক্ত হতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তৃণ বিছিয়ে তার ওপর সেলাই করবে। দোয়াজিকের কোনা নষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, বাতাসের অনুকূলে বেষ্টন দিবে। দোয়াজিক পরিমাপ মতো (করে সেলাই করা সম্ভব) হচ্ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, কাঠের লম্বা টুকরো (দোয়াজিকের দুটো পরতের মাঝখানে বাঁধার জন্য) রশি দিয়ে বেঁধে ও সুতা বেঁধে সেলাই করবে। দুই টুকরো কাপড়ের জোড়া দেওয়া মুখের ফাঁক সমান হচ্ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, স্কেল ব্যবহার করবে। সুতাগুলো আঁকাবাঁকা হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, চিহ্ন দেওয়ার সুতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অধোয়া পায়ে চীবর (কঠিন) মাড়াতেন। এতে কঠিন ময়লা হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অধোয়া পায়ে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ভেজা পায়ে কঠিন মাড়াত। এতে কঠিন ময়লা... যে মাড়াবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ জুতা পায়ে দিয়ে কঠিন মাড়াতেন। এতে কঠিন ময়লা হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, জুতা পায়ে দিয়ে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চীবর সেলাই করার সময় সূঁচের মুখ আঙুল দিয়ে প্রতিগ্রহণ করতেন। এতে আঙুল বেদনাবিদ্ধ হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অঙ্গুলিবর্ম ব্যবহার করবে।

২৫৭. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি মূল্যবান সোনার তৈরি, রূপার তৈরি অঙ্গুলিবর্ম ব্যবহার করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও

প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অতি মূল্যবান সোনার তৈরি, রূপার তৈরি সূচ রাখার কোষ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তার দুষ্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অস্থির তৈরি... শঙ্খ বা ঝিনুকের তৈরি অঙ্গুলিবর্ম ব্যবহার করবে।

সেই সময় সূচ, কাঁচি ও অঙ্গুলিবর্ম নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, এসব রাখার জন্য ছোট বাক্স ব্যবহার করবে। ছোট বাক্স সমাকুল (পরিপূর্ণ) হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, থলি ব্যবহার করবে। থলির স্কন্ধ বা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখার ফিতা ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্কন্ধে ঝুলি রাখার ফিতা, সুতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খোলা জায়গায় চীবর সেলাই করার সময় শীত আর উষ্ণে কষ্ট পেতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কঠিনশালা (অর্থাৎ কঠিনাদি সেলাই করার জন্য কঠিনশালা বা আলাদা ঘর) ও কঠিনমণ্ডপ বা গোলাকার স্থান ব্যবহার করবে। হলরুমের মেঝে নিচু হওয়াতে সেখানে জল জমতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মেঝে উঁচু রাখবে। হলরুমের বেড়া (বেষ্টনী) পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারের বেষ্টনী দেবে। যথা : ইটের তৈরি বেষ্টনী, পাথরের তৈরি বেষ্টনী ও কাঠের তৈরি বেষ্টনী। (মণ্ডপে) ওঠার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারের সিঁড়ি দিবে। যথা : ইটের তৈরি সিঁড়ি, পাথরের তৈরি সিঁড়ি ও কাঠের তৈরি সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠার পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, সিঁড়িতে অবলম্বন বাহন (তথা রেলিং) দেবে। কঠিনশালায় তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, আচ্ছাদন তথা ছাউনি দিবে আর ভেতরে ও বাইরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো, মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, রতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে আর চীবর রাখার জন্য বাঁশ, রশি ঝুলিয়ে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চীবর সেলাই করে সেখানেই কঠিন ফেলে রেখে চলে যেতেন। কঠিন ইঁদুর ও উঁইপোকায় খেয়ে ফেলত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কঠিন ভাঁজ

করে রেখে দিবে। কঠিন ভাঁজের স্থানে ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, কাঠি বা বাঁশে জড়িয়ে গুটিয়ে রাখবে। কঠিন কাঠি বা বাঁশ হতে খুলে যাচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ কঠিন খুঁটিতে, স্তম্ভে হেলান দিয়ে রেখে চলে যেতেন। কঠিন হেলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রাচীরের খিলে, দেয়ালে নাগানো নাগদন্তের খোঁটা বা হুকে লাগিয়ে রাখবে।

২৫৮. সেই সময় ভগবান ইচ্ছানুরূপ রাজগৃহে অবস্থানের পর বৈশালীর অভিমুখে পদব্রজে গমন করলেন। তখন ভিক্ষুগণ সূচ, কাঁচি ও ওষুধপত্রাদি পাত্রে করে নিয়ে যেতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ওষুধপত্রাদি রাখার থলে ব্যবহার করবে। থলেতে (স্কন্ধে ঝুলে রাখার) ফিতা ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, থলেতে ফিতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু জুতা (বা স্যান্ডেল) কঠিবন্ধনীতে বেঁধে গ্রামে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করলেন। জনৈক উপাসক সেই ভিক্ষুকে বন্দনা করার সময় তার মাথায় জুতা ঠেকল। ভিক্ষুটি মৌন রইলেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পর তিনি বিহারে ফিরে গিয়ে অন্যান্য ভিক্ষুগণকে এই বিষয়টি প্রকাশ করলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জুতা তথা পাদুক রাখার থলে ব্যবহার করবে। থলের (ঝুলিয়ে রাখার জন্য) ফিতা ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, থলের ফিতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় গমন পথের মাঝে প্রাপ্ত জল পান করার অযোগ্য, অছাঁকা হতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জল ছাঁকনি ব্যবহার করবে। কাপড়ে কুলালো না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, (কাঠিতে পাকিয়ে) চামচের ন্যায় জল ছাঁকনি ব্যবহার করবে। এতেও কাপড়ে কুলালো না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, জল ছাঁকিবার চোঙা ব্যবহার করবে।

২৫৯. সেই সময় দুজন ভিক্ষু কোশলরাজ্যের জনপদে দীর্ঘপথ গমনে রত ছিলেন। তাদের একজন অন্যজনকে খুব বিরক্ত (অনাচার) করতেন। অন্যজন বললেন, বন্ধু, এ রকম করো না। এ রকম করা উচিত নয়। তিনি বিরক্তকারী ভিক্ষুটির প্রতি বিদ্বেষভাব পুষে রাখলেন। অতঃপর সেই (বিরক্তকারী) ভিক্ষুটি পিপাসায় জর্জরিত হয়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন ভিক্ষুকে

বললেন, বন্ধু, আমাকে তোমার জল ছাঁকনি দাও। আমি জল পান করব। বিদ্বেষ পোষণকারী ভিক্ষু জল ছাঁকনি দিলেন না। পিপাসায় কাতর হয়ে সেই ভিক্ষুটি মারা গেলেন। বিদ্বেষী ভিক্ষু বিহারে পৌঁছে অন্যান্য ভিক্ষুদের এই বিষয় বললেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, সত্যিই কি আপনি যাচঞা করা সত্ত্বেও জল ছাঁকনি দেননি? "হ্যা বন্ধু, তা সত্য"। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন, কেনই বা যাচঞা করা সত্ত্বেও ভিক্ষু জল ছাঁকনি দেয়নি? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন।

ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষু, সত্যিই কি যাচঞা করা সত্ত্বেও তুমি জল ছাঁকনি দাও নি? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য"। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে বললেন, মোঘপুরুষ, তোমার পক্ষে সেটা অনুচিত, অনুপযুক্ত, বেমানান, অশ্রমণোচিত, অবিহিত ও অকরণীয়। তুমি কেন যাচঞা করা সত্ত্বেও জল ছাঁকনি দাও নি? তোমার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, দীর্ঘপথ যাত্রী ভিক্ষু জল ছাঁকনি চাইলে অবশ্যই দিতে হবে। যে দিবে না তার দুক্কট অপরাধ হবে। যদি জল ছাঁকনি না থাকে, তাহলে সজ্ঘাটির কোনো এক কোণ দিয়ে অধিষ্ঠান করবে, আমি এটি দিয়ে ছেঁকে জলপান করব।

তখন ভগবান অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে বৈশালীতে বিশ্রাম লইলেন। অমনি বৈশালীস্থ মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় (তথাকার) ভিক্ষুগণ নতুন আবাসগৃহ নির্মাণ করছিলেন। ফলে ময়লা হাতে জল ছাঁকনি ব্যবহার করতে পারছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কাঠিতে পাকিয়ে জল ছাঁকনি ব্যবহার করবে। কাঠিতে পাকানো জল ছাঁকনিও ব্যবহার করতে পারছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অনুজ্ঞা করছি, জল ছাঁকবার ঘট বা চোঙা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ মশার কামড়ে উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মশারি ব্যবহার করবে।

২৬০. সেই সময় বৈশালীতে উত্তম উত্তম খাদ্য দান করার নিয়ম চালু হয়েছিল। খাদ্য উত্তম হওয়াতে বেশি খাওয়ার দরুন ভিক্ষুগণ স্থূল দেহ এবং

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন কোনো এক কাজের উপলক্ষে চিকিৎসায় পারদর্শী (কোমারভচ্চো) জীবক বৈশালীতে আসলেন। এসেই দেখলেন, ভিক্ষুগণ স্থূলদেহ এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এসব দেখে তিনি ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট চিকিৎসায় পারদর্শী জীবক ভগবানকে বললেন, ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুগণ তো এখন স্থূলদেহ এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। কাজেই ভগবান, ভিক্ষুগণকে চঙ্ক্রমণ করতে ও উষ্ণ স্নানঘর ব্যবহার করতে অনুজ্ঞা করুন। এ রকম হলে ভিক্ষুগণ (ভবিষ্যতে আর) রোগে আক্রান্ত হবেন না।

ভগবান চিকিৎসায় পারদর্শী জীবককে ধর্মদেশনা প্রদান করে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত এবং সম্প্রহর্ষিত করলেন। অতঃপর জীবক সেই মানসিক প্রশান্তিতে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে তাঁর পুরোভাগ দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। এরপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করলেন। প্রাসঙ্গিক ধর্মদেশনা প্রদান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চঙ্ক্রমণ করবে আর উষ্ণ স্নানঘর ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অসমান জায়গায় চঙ্ক্রমণ করতেন। এতে পা ব্যথা তো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চঙ্ক্রমণের জায়গা বা তল সমান করবে। সমান করতে গিয়ে চঙ্ক্রমণের জায়গা নিচু হয়ে গেল। ফলে সেখানে জল জমতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, চঙ্ক্রমণের জায়গা উঁচু করবে। সেই উঁচু জায়গা ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারে উঁচু করবে। যথা : ইট দিয়ে উঁচু করবে, পাথর দিয়ে উঁচু করবে কিংবা কাঠ দিয়ে উঁচু করবে। সেখানে ওঠতে গিয়ে (ভিক্ষুগণ) পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারে সিঁড়ি দিবে। যথা : ইটের তৈরি সিঁড়ি, পাথরের তৈরি সিঁড়ি কিংবা কাঠের তৈরি সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ওঠতে গিয়েও পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, সিঁড়িতে অবলম্বন বাহন (রেলিং) দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চঙ্ক্রমণস্থানে পদচালনা করার সময় (তথা হতে) পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চঙ্ক্রমণবেদী ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খোলা আকাশের নীচে চঙ্ক্রমণ করার হেতু শীত,

উষ্ণে কষ্ট পেতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চঙ্ক্রমণশালা (চঙ্ক্রমণঘর) ব্যবহার করবে। চঙ্ক্রমণশালায় তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, চঙ্ক্রমণশালায় ছাউনি দিবে আর ভেতরে ও বাইরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো, মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে আর চীবর ঝুলিয়ে রাখার জন্য বাঁশ, রশি ঝুলিয়ে রাখবে।

স্নানঘরের তলা (ফ্লোর) নিচু হওয়ায় সেখানে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্নানঘরের তলা উঁচু করবে। সেটা ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারে তলা (ফ্লোর) প্রস্তুত করবে। যথা : ইট দিয়ে, পাথর দিয়ে কিংবা কাঠ দিয়ে। ফ্লোরে উঠার সময় (ভিক্ষুগণ) পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারে সিঁড়ি দিবে। যথা : ইট দিয়ে তৈরি, পাথর দিয়ে তৈরি কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরি। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, সিঁড়ি অবলম্বন বাহন (রেলিং) দিবে। স্নানঘরের বেড়া ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, দরজা, দরজার খুঁটি, দরজার চৌকাঠ, দরজার খিল, হুক লাগাবার ছিদ্র, হুকের হাতল, তালার ছিদ্র, হুকের ছিদ্র, দরজা টানবার জন্য রশি দিবে। স্নানঘরের মূল ভিত্তি জীর্ণ হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মণ্ডলিক প্রস্তুত করবে। স্নানঘরে ধোয়া বের হয়ে যাবার ছিদ্র ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, ধোঁয়া বের হয়ে যাবার ছিদ্র করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ছোট স্নানঘরের মাঝখানে আগুন জ্বালানোর স্থান করাতে গমনাগমনের পথ ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, ছোট স্নানঘরের একপার্শ্বে আর বড়ো স্নানঘরের মাঝখানে আগুন জ্বালানোর স্থান করবে। স্নানঘরে আগুনের তাপে মুখ ঝলসে যাচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মুখে কাদা মাটি দেবে। হাতের দ্বারা কাদামাটি ভেজাতে হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মাটি ভেজানোর জন্য দ্রোনি (ছোট বালতি) ব্যবহার করবে। কাদামাটি দুর্গন্ধ হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মাটি সুগন্ধিযুক্ত করবে। স্নানঘরে আগুনের তাপে দেহ ঝলসে যাচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, পানি এনে রাখবে। (ভিক্ষুগণ) হাত ও পাত্র দ্বারা পানি আনছিলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, জলাধার (অর্থাৎ পানি

জমা রাখার বড়ো বালতি বা ড্রাম) ও জলাধার ঢাকবার ঢাকনি (তথা ছোট থালা) রাখবে। স্নানঘর ছাউনিবিহীন ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দিয়ে বাইরে-ভেতরে লেপন করবে। স্নানঘর কর্দমাক্ত হতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে মেঝে প্রস্তুত করবে। যথা : ইট দিয়ে, পাথর দিয়ে কিংবা কাঠ দিয়ে। তবুও মেঝে কর্দম হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মেঝে ভালো করে ধুঁয়ে ফেলবে। মেঝেতে পানি জমে যাচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, পানি বের হয়ে যাবার জন্য নালা বা ড্রেন করে দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ স্নানঘরে নীচে (মেঝেতে) বসে দেহ পরিষ্কার করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্নানঘরে স্নানপিঁড়ি ব্যবহার করবে।

সেই সময় স্নানঘরে বেড়া বা ঘেরা ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্নানঘরে তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে ঘেরা দিবে। যথা : ইট উপকরণ দিয়ে, পাথর উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠ উপকরণ দিয়ে। স্নানঘরে প্রবেশপথ (কোট্‌ঠক) ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, প্রবেশপথ করবে। প্রবেশপথ নিচু হওয়ায় পানি নেমে যেতে পারছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, প্রবেশপথ উঁচু করবে। সেই উঁচু থেকে পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্য থেকে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে ভিত্তি (বা তলা) প্রস্তুত করবে। যথা : ইট উপকরণ দিয়ে, পাথর উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠ উপকরণ দিয়ে। ভিত্তিতে ওঠার সময় পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করবে। যথা : ইট উপকরণ দিয়ে, পাথর উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠ উপকরণ দিয়ে। সিঁড়ি থেকে পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন তথা সিঁড়ির পাছে বাঁশের রেলিং দিবে। (স্নানঘরে) দরজা ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, দরজা, দরজার খুঁটি, দরজার চৌকাঠ, দরজার খিল, হুক লাগাবার ছিদ্র, হুকের হাতল, তালার ছিদ্র, হুকের ছিদ্র ও দরজা টানবার জন্য রশি দিবে। স্নানঘরে তৃণচূর্ণ ঝরে পড়তে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, স্নানঘরে ছাউনি দিয়ে ভেতরে-বাইরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো, মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের

মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে আর চীবর ঝুলিয়ে রাখার জন্য বাঁশ, রাশি ঝুলিয়ে রাখবে। স্নানঘরের চারদিকে কর্দমাক্ত হলো হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, নুড়িপাথর ছড়িয়ে দিবে। নুড়িপাথরে কুলালো না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, শিলাখণ্ড ছড়িয়ে দিবে। এতে পানি জমে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, পানি বের হয়ে যাবার নালা করে দিবে।

২৬১. সেই সময় ভিক্ষুগণ নগ্ন হয়ে নগ্নকে অভিবাদন করত, নগ্ন নগ্নকে অভিবাদন করাত। নগ্ন হয়ে নগ্নের দেহ মার্জন করে দিত, নগ্নকে দিয়ে নগ্নের দেহ মার্জত করিয়ে দিত। নগ্ন হয়ে নগ্নকে দান করত, নগ্নকে দিয়ে নগ্নকে প্রতিগ্রহণ করাত। নগ্ন হয়ে খেত, নগ্ন হয়ে ভোজন করত, নগ্ন হয়ে আস্বাদন করত, নগ্ন হয়ে পান করত। এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, নগ্ন হয়ে নগ্নকে অভিবাদন করতে পারবে না, নগ্ন নগ্নকে অভিবাদন করাতে পারবে না। নগ্ন হয়ে নগ্নের দেহ মার্জন করে দিতে পারবে না, নগ্নকে দিয়ে নগ্নের দেহ মার্জন করিয়ে দিতে পারবে না। নগ্নকে প্রতিগ্রহণ করাতে পারবে না। নগ্ন হয়ে খেতে পারবে না, নগ্ন হয়ে ভোজন করতে পারবে না, নগ্ন হয়ে আস্বাদন করতে পারবে না, নগ্ন হয়ে পান করতে পারবে না। যে এসব করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ স্নানঘরে ভূমিতে চীবর ফেলে রাখতেন। ফলে চীবর ময়লা হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, চীবর রাখার বাঁশ, রশিতেই চীবর রাখবে। বৃষ্টির সময় চীবর ভিজে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, স্নানঘরে চালা (তৃণ বা খড়ের তৈরি ছাউনি) দিবে। স্নানঘরের তলা (ফ্লোর) নিচু ছিল, তাতে সেখানে পানি জমে যেত। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তলা উঁচু করবে। উঁচুতলা ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে ভিত্তিমূল (তলা) প্রস্তুত করবে। যথা : ইট উপকরণ দিয়ে, পাথর উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠ উপকরণ দিয়ে। উঁচুতলাতে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন ধরনের উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক ধরনের উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করবে। যথা : ইটের উপকরণ দিয়ে, পাথরের উপকরণ দিয়ে ও কাঠের উপকরণ দিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন তথা বাঁশ দিয়ে রেলিং দিবে। স্নানাগারে তৃণচূর্ণ ঝড়ে পড়তে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, স্নানাগারে ছাউনি দিবে আর

ভেতরে-বাইরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো, মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে আর চীবর ঝুলিয়ে রাখার বাঁশ, রশি ঝুলিয়ে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ স্নানঘরে জল দ্বারা দেহ মার্জন করতে সংকোচবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ত্রিবিধ আচ্ছাদনীয় বা ঘেরা ব্যবহার করবে। যথা : স্নানাগার আচ্ছাদন, জলের আচ্ছাদন কিংবা বস্ত্রের আচ্ছাদন।

সেই সময় স্নানঘরে জল থাকত না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জলাধার (তথা জল জমা রাখার বড়ো বালতি বা ড্রাম) ব্যবহার করবে। জলাধারের মুখ ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্য থেকে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে জলাধারের মুখে দেয়াল দিবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ কিংবা কাঠের উপকরণ। জলাধার রাখার ভূমি নিচু হলো। ফলে সেখানে পানি জমে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, জলাধার রাখার ভূমি উঁচু করবে। সেটা ক্ষয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে জলাধার রাখার ভিত্তিমূল বা ভূমি প্রস্তুত করবে। যথা : ইটের উপকরণ দিয়ে, পাথরের উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠের উপকরণ দিয়ে। সেখানে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করবে। যথা : ইটের উপকরণ দিয়ে, পাথরের উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠের উপকরণ দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠতে পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন (অর্থাৎ সিঁড়ির পাশে বাঁশ বেঁধে দিয়ে রেলিং বানাবে) দিবে।

২৬২. সেই সময় ভিক্ষুগণ জঙ্গলের লতা কিংবা কটিবন্ধনী দিয়ে জল উঠাতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রশি দিয়ে জল উঠাবে। হাতগুলো ব্যথা হতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, চাকার আবর্তনে রশি আটকিয়ে টেনে টেনে জল উঠাবে। এতে বহু পাত্র ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন ধরনের পাত্র থেকে যেকোনো এক ধরনের পাত্র ব্যবহার করবে। যথা : লোহার নির্মিত পাত্র, কাঠের নির্মিত পাত্র কিংবা চর্মের নির্মিত পাত্র।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খোলা আকাশে অবস্থিত জলাধার তথা কূপ হতে

পানি তুলার সময় শীত-উষ্ণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেখানে চালা দিবে। চালা হতে তৃণের টুকরো ঝরে পড়তে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দিয়ে ভেতরে-বাইরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো ও মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে। চীবর ঝুলিয়ে রাখার জন্য বাঁশ বা রশি ঝুলিয়ে রাখবে। কূপ অনাবৃত থাকায় তৃণের টুকরো ঝরে পড়ে কূপ ময়লা হতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, কূপে ঢাকনা দিবে। উদকপাত্র (পানি রাখার কলস, পাত্রাদি) ছিল না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, পানি রাখার কলসি, কড়াই ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ বিহারের যত্রতত্র স্নান করায় বিহার এলাকা কর্দমাক্ত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (নির্দিষ্ট স্থানে) চৌবাচ্চা তথা পানির হাউস রাখবে। চৌবাচ্চা ঘেরা দিয়ে আবৃত ছিল না। ফলে ভিক্ষুগণ সেখানে স্নান করতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণে ঘেরা দিবে। যথা : ইটের উপকরণ দিয়ে, পাথরের উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠের উপকরণ দিয়ে। চৌবাচ্চার চারপাশে কর্দমাক্ত হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন ধরনের উপকরণ হতে যেকোনো এক ধরনের উপকরণ বিছিয়ে দিবে। যথা : ইট, পাথর কিংবা কাঠ। পানি জমে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, পানি বের হয়ে যাবার নালা করে দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুদের দেহ স্নানের পর সিক্ত থাকত। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তোয়ালে দিয়ে দেহ মুছে শুকিয়ে নিবে।

২৬৩. সেই সময় জনৈক উপাসক সংঘের জন্য পুষ্করিণী খনন করে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পুষ্করিণী খনন করবে। পুষ্করিণীর পার ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে পুষ্করিণীর পাড় মেরামত করবে। যথা : ইট উপকরণ দিয়ে, পাথর উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠ উপকরণ দিয়ে। (পুষ্করিণীর পাড়ে) উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করবে। যথা : ইট উপকরণ দিয়ে, পাথর উপকরণ দিয়ে কিংবা কাঠ

উপকরণ দিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন (অর্থাৎ সিঁড়ির পাশে বাঁশ বেঁধে দিয়ে রেলিং বানাবে) দিবে। পুষ্করিণীর জল পুরনো হয়ে বাসি হচ্ছিল। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, জল বেরিয়ে যাবার জন্য গর্ত করে দিবে, চোঙা (পাইপ) বসিয়ে দিবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু সংঘের সুবিধার্থে চতুর্দিকে বেষ্টন করা ও ছাউনিযুক্ত স্নানঘর প্রস্তুত করে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, চতুর্দিকে বেষ্টন করা ও ছাউনিযুক্ত স্নানঘর ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বসবার মাদুর ব্যতীত চার মাস অবস্থান করত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, বসবার মাদুর ব্যতীত চার মাস অবস্থান করতে পারবে না। যে মাদুর ব্যতীত অবস্থান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৬৪. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ফুলসজ্জিত বিছানায় ঘুমাত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ফুলসজ্জিত বিছানায় ঘুমাতে পারবে না। যে ঘুমাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনসাধারণ সুগন্ধি দ্রব্য ও ফুলের মালা নিয়ে বিহারে আসতেন। সংকোচবশত ভিক্ষুগণ সেসব দানীয় সামগ্রী গ্রহণ করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, সুগন্ধি দ্রব্যাদি গ্রহণ করে পাঁচ আঙুলের ছাপ দিয়ে বিহারের দরজায় রেখে দিবে আর ফুলের মালা বা ফুল গ্রহণ করে বিহারের কোনো একদিকে রেখে দিবে।

সেই সময় সংঘ বস্ত্রখণ্ড দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করবে। তখন ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদয় হলো, বস্ত্রখণ্ড অধিষ্ঠান করা উচিত নাকি বিকপ্পন করা উচিত। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, বস্ত্রখণ্ড অধিষ্ঠান করবে, বিকপ্পন করবে না।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তাম্র, রৌপ্যখচিত গদিযুক্ত আসন ব্যবহার করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে... ভিক্ষুগণ, তাম্র, রৌপ্যখচিত গদিযুক্ত আসন ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার

করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ভোজনের সময় পাত্র হাতে রাখতে পারতেন না। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, ভোজন বেড় ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এক পাত্রে ভোজন করত, এক গ্লাসে পানি পান করত, এক খাটে শয়ন করত, এক বিছানায় শয়ন করত ও এক কম্বলে (তথা এক কম্বলের নীচে) শয়ন করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে... ভিক্ষুগণ, এক পাত্রে ভোজন, এক গ্লাসে পানি, এক খাটে শয়ন, এক বিছানায় শয়ন ও এক কম্বলে শয়ন করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৬৫. সেই সময় বড্‌ঢ লিচ্ছবী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদের সমরুচিসম্পন্ন লোক হিসেবে পরিচিত ছিল। একদিন সে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাদের বললেন, আর্যগণ, আমি আপনাদের বন্দনা করছি। বড্‌ঢ লিচ্ছবী এরূপ বললেও মৈত্রেয়, ভৌম্যজক ভিক্ষু নীরবই থাকলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বড্‌ঢ লিচ্ছবী এরূপ বললেন। তারপরও মৈত্রেয়, ভৌম্যজক ভিক্ষু নীরব থাকলেন। অমনি বড্‌ঢ লিচ্ছবী বলে উঠলেন—আর্য, আমি কি কোনো অপরাধ করেছি? কেন আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলছেন না? মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক এবার বললেন, বন্ধু, আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব আমাদের উৎপীড়ন করতে দেখেও তুমি তো কিছুই করতেছ না। আর্য, আমি কী করব, বলুন। বন্ধু, যদি তুমি কর তো, ভগবান আজকেই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে বহিষ্কার করে দিবেন। আর্য, (তাহলে বলুন) আমি কী করব? আমার দ্বারা কী করা সম্ভব। বন্ধু, তুমি ভগবান বুদ্ধের সকাশে গিয়ে এরূপ বলবে। বলবে যে, 'প্রভু, এটি উচিত, উপযুক্ত নয়। পূর্বে যেদিক ভয়হীন, নিরাপদ, নিরুপদ্রব ছিল, এখন সেদিক ভয়সংকুল, বিপন্ন ও উপদ্রবে ভরে গেছে। যেখানে বায়ু প্রবাহিত হতো না, এখন সেখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এ যেন জল পুড়ে যাচ্ছে। আর্য মল্লপুত্র দব্ব আমার স্ত্রীকে দূষিত করেছে।'

'আর্য এরূপ হবে' বলে বড্‌ঢ লিচ্ছবী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুদ্বয়কে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর বড্‌ঢ লিচ্ছবী ভগবান বুদ্ধের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, এটি উচিত,

উপযুক্ত নয়। পূর্বে যেদিক ভয়হীন, নিরাপদ, নিরুপদ্রব ছিল এখন সেদিক ভয়সংকুল, বিপন্ন ও উপদ্রবে ভরে গেছে। যেখানে বায়ু প্রবাহিত হতো না, এখন সেখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এ যেন জল (আগুনে) পুড়ে যাচ্ছে। আর্য মল্লপুত্র দব্ব আমার স্ত্রীকে দূষিত করেছে।

অতঃপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করলেন। এবার আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞেস করলেন, দব্ব, তুমি স্মরণ করে দেখ তো এ বড্‌ঢ লিচ্ছবী যা বলছে, তুমি সেটা করেছ কি? উত্তরে দব্ব বললেন, ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপ বলে জানেন। ভগবান দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞেস করলেন, দব্ব, তুমি স্মরণ করে দেখ তো এ বড্‌ঢ লিচ্ছবী যা বলছে, তুমি সেটা করেছ কি? দব্ব একইভাবে উত্তর দিয়ে বললেন, ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপে জানেন। এবার ভগবান বললেন, না দব্ব না; এভাবে অভিযোগের বিষয় সমাধা করা যায় না। যদি তুমি করে থাক, তাহলে করেছ বলো আর যদি না করে থাক, তাহলে সরাসরি বলো করিনি। দব্ব বললেন, ভন্তে, আমার জন্ম হতেই আমি স্বপ্নেও মৈথুন সেবন করেছি বলে জানি না। জাগ্রত অবস্থার কথা আর কী বলবো?

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখ করুক। সংঘের সাহচর্য বিরহিত করুক।

ভিক্ষুগণ, আট প্রকার কারণযুক্ত উপাসকের জন্য পাত্র অধোমুখী করবে। যথা : ১) যে ভিক্ষুগণের অলাভের চেষ্টা করবে, ২) ভিক্ষুগণের অনর্থের চেষ্টা করবে, ৩) ভিক্ষুগণের অনাবাসের (তথা আবাস হতে বিতাড়িত করার) চেষ্টা করবে, ৪) ভিক্ষুগণকে আক্রোশ এবং গালাগালি করবে, ৫) ভিক্ষুগণের পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে দেয়, ৬) বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ৭) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, ৮) সংঘের অগুণ বর্ণনা করে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, এই আট প্রকার কারণযুক্ত উপাসকের জন্য পাত্র অধোমুখী করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

২৬৬. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বড্‌ঢ লিচ্ছবি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে অমূলকভাবে শীল বিনাশের দোষারোপ করতেছে। এখন সংঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে

সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখ করতে পারেন আর তাকে সংঘের সাহচর্য বিরহিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বড্‌ঢ লিচ্ছবি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে অমূলকভাবে শীল বিনাশের দোষারোপ করতেছে। সুতরাং সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখ আর তাকে সংঘের সাহচর্য বিরহিত করতেছে। যেই আয়ুষ্মান বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখ করা আর তাকে সংঘের সাহচর্য বিরহিত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক বড্‌ঢ লিচ্ছবিকে পাত্র অধোমুখ আর সংঘের সাহচর্য বিরহিত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সকালে বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বড্‌ঢ লিচ্ছবির গৃহে উপস্থিত হলেন। অমনি বড্‌ঢ লিচ্ছবিকে বললেন, বন্ধু বড্‌ঢ, আপনি সংঘ কর্তৃক পাত্র অধোমুখ প্রাপ্ত এবং সাহচর্য বিরহিত হয়েছেন। তখন বড্‌ঢ লিচ্ছবি 'সংঘ আমার জন্য পাত্র অধোমুখ করেছেন এবং আমি নাকি সংঘের সাহচর্য বিরহিত হয়েছি' ভেবে সেখানে মূর্ছাপ্রাপ্ত হলেন। তৎপর বড্‌ঢ লিচ্ছবির বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ তাকে এরূপ বললেন, বন্ধু বড্‌ঢ, দুঃখ করবেন না, অনুতাপ করবেন না। আমরা নিশ্চয় ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘকে প্রসন্ন করব।

এরপর বড্‌ঢ লিচ্ছবি স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে ভেজা কাপড়ে ও ভেজা চুলে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে এরূপ বলতে থাকলেন, প্রভু ভগবান, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অদক্ষতা কারণে আর্য মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলকভাবে শীল বিনাশের দোষারোপ করেছি। ভবিষ্যতে আর সেরূপ অপরাধ করব না। কাজেই ভগবান আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ভগবান বললেন, হে বড্‌ঢ, তুমি অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অদক্ষতা কারণে মল্লপুত্র দব্বের ওপর অমূলকভাবে শীল বিনাশের দোষারোপ করে যেই অপরাধ করেছ, সেটা অপরাধ বলে স্বীকার করে ধর্মানুসারে প্রতিকার করায় আমরা তা' অনুমোদন করলাম। বড্‌ঢ, যে দোষকে দোষ বলে স্বীকার করে ধর্মানুসারে প্রতিকার করে আর ভবিষ্যতের জন্য সংযত বা সতর্ক থাকে, আর্যবিনয় মতে তার উন্নতি হবার কথা। অমনি ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন,

হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করুক, সংঘের সাহচর্যসম্পন্ন করুক।

হে ভিক্ষুগণ, আট প্রকার কারণযুক্ত উপাসকের জন্য পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করবে। যথা : ১) যে ভিক্ষুগণের অলাভের চেষ্টা করে না, ২) ভিক্ষুগণের অনর্থের চেষ্টা করে না, ৩) ভিক্ষুগণের অনাবাসের চেষ্টা করে না, ৪) ভিক্ষুগণকে আক্রোশ ও গালাগালি করে না, ৫) ভিক্ষুদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে দেয় না, ৬) বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে না, ৭) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে না, ৮) সংঘের অগুণ বর্ণনা করে না। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, এই আট প্রকার কারণযুক্ত উপাসকের জন্য পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে করতে হবে :

ভিক্ষুগণ, বড্‌ঢ লিচ্ছবিকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা দিয়ে দেহের একাংশ আবৃত করে ভিক্ষুদের পদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে—ভন্তে, সংঘ কর্তৃক আমাকে পাত্র অধোমুখ করা হয়েছে, সংঘের সাহচর্য বিরহিত করা হয়েছে। এখন আমি সম্যক অনুবর্তিত হয়েছি, শিষ্টতার চিহ্নস্বরূপ লোমপাত করেছি, মুক্তির অনুরূপ বা ঠিক আচরণ করছি। সুতরাং আমি (আমার জন্য) পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করার প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ প্রস্তাব সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

২৬৭. **প্রস্তাবনা স্থাপন** : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করেছেন এবং তাকে সংঘ সাহচর্য বিরহিত করেছেন। এখন তিনি সম্যক অনুবর্তিত হয়েছেন, শিষ্টতার চিহ্নস্বরূপ লোমপাত করেছেন, মুক্তির অনুরূপ বা ঠিক আচরণ করছেন। কাজেই পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করার প্রার্থনা করছেন। সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করতে পারেন এবং তাকে সংঘের সাহচর্যযুক্ত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করেছেন এবং তাকে সংঘ সাহচর্য বিরহিত করেছেন। এখন তিনি সম্যক অনুবর্তিত হয়েছেন, শিষ্টতার চিহ্নস্বরূপ লোমপাত করেছেন, মুক্তির অনুরূপ বা ঠিক আচরণ করেছেন। ফলত (সংঘের কাছে) পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করার প্রার্থনা করেছেন। সংঘও বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র

ঊর্ধ্বমুখী করতেছে, তাকে সংঘের সাহচর্যযুক্ত করতেছে। যেই আয়ুষ্মান বড়ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করা ও তাকে সংঘের সাহচর্য করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক বড়ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র ঊর্ধ্বমুখী এবং তাকে সংঘের সাহচর্যযুক্ত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

২৬৮. সেই সময় ভগবান বৈশালীতে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করে ভগ্গ অভিমুখে পদব্রজে রওনা দিলেন। অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে ভগ্গা এসে পৌঁছলেন। অমনি ভগ্গস্থ সুংসুমার-গিরিতে ভেসকলাবনের মৃগদাবে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন বোধিরাজকুমারের জন্য সদ্যই কোকনদ নামক এক প্রসাদ নির্মিত হয়েছিল। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মনুষ্য কেউই সেখানে বাস করেননি। বোধিরাজকুমার সঞ্জিকাপুত্র মানবক (নামক যুবককে) বললেন, সৌম্য, সঞ্জিকাপুত্র, আপনি ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হোন। উপস্থিত হয়ে আমার কথামতো ভগবানের পদে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করবেন। ভগবানের সুস্থতা, নিরুপদ্রবতা, দৈহিক প্রফুল্লতা ও দৈহিক বল এবং সুখে অবস্থান করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন। আরও বললেন, ভন্তে, বোধিরাজকুমার ভগবানের পদে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। ভগবানের সুস্থতা, নিরুপদ্রবতা, দৈহিক প্রফুল্লতা ও দৈহিক বল এবং সুখে অবস্থান করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছেন। এরপর এরূপ বলবেন, ভন্তে, আগামীকাল ভগবানসহ ভিক্ষুসংঘ বোধিরাজকুমারের আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

'এরূপই হবে' বলে সঞ্জিকাপুত্র মানবক বোধিরাজকুমারের বাক্যে সম্মতি জানিয়ে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। অমনি প্রীত্যালাপচ্ছলে ভগবানের কুশল (সুস্থতা) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। কুশল জিজ্ঞাসা ও সদ্ভাবসূচক আলোচনা একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। এরপর সঞ্জিকাপুত্র মানবক ভগবানকে বললেন, ভন্তে, বোধিরাজকুমার মহানুভব গৌতমের পদে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন। ভগবানের সুস্থতা, নিরুপদ্রবতা, দৈহিক প্রফুল্লতা ও দৈহিক শক্তি এবং সুখে অবস্থান করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন। অধিকন্তু এরূপ বলেছেন, মহানুভব গৌতম, ভিক্ষুসংঘকে সঙ্গে নিয়ে আগামীকাল বোধিরাজকুমারের ভোজন গ্রহণ করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান (এ নিমন্ত্রণে) মৌনভাবে সম্মতি জানালেন।

তখন সঞ্জিকাপুত্র মানবক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে আসন হতে উঠে বোধিরাজকুমারের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি আপনার কথামতো বলেছি, বোধিরাজকুমার মহানুভব গৌতমের পদে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন। গৌতমের সুস্থতা, নিরুপদ্রবতা, দৈহিক প্রফুল্লতা ও দৈহিক বল এবং সুখে অবস্থান করা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। উপরন্তু, এরূপ বলেছেন, মহানুভব গৌতম ভিক্ষুসংঘকে সঙ্গে নিয়ে আগামীকাল বোধিরাজকুমারের ভোজন গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবানও মৌনভাবে সম্মতি জানিয়েছেন।

বোধিরাজকুমার সেই রাত শেষে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়ে নিলেন। এরপর কোকনদ প্রাসাদের সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত শ্বেতবর্ণের বস্ত্র বিন্যস্ত করে সঞ্জিকাপুত্র মানবকে বললেন, সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বলেন, 'ভন্তে ভোজনের সময় হয়েছে, ভোজন প্রস্তুত'। তাই হোক বলে সঞ্জিকাপুত্র বোধিরাজকুমারকে সম্মতি জানিয়ে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। অমনি এরূপ বললেন, ভন্তে, ভোজনের সময় হয়েছে, ভোজন প্রস্তুত।

অতঃপর ভগবান প্রভাতবেলা বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বোধিরাজকুমারের ভবনে উপস্থিত হলেন। এদিকে বোধিরাজকুমার ভগবানের শুভাগমন প্রতীক্ষায় ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি দূর হতেই ভগবানকে আসতে দেখলেন। অমনি (সামান্য এগিয়ে গিয়ে) শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে ভগবানকে পুরোভাগে রেখে কোকনদ প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। ভগবান (প্রাসাদের নীচতলার) সিঁড়ির প্রথম ধাপের কাছে এসে থেমে গেলেন। তখন বোধিরাজকুমার ভগবানকে বললেন, ভন্তে, ভগবান বস্ত্রের ওপর দিয়ে গমন করুন। সুগত, বস্ত্রে ওপর দিয়ে গমন করুন। যাতে করে আমার চিরদিনের জন্য হিত, সুখ সাধিত হয়। বোধিরাজকুমার এ রকম বললে ভগবান নীরব থাকলেন। বোধিরাজকুমার দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার বললেন, ভন্তে, ভগবান বস্ত্রের ওপর দিয়ে গমন করুন। সুগত, বস্ত্রে ওপর দিয়ে গমন করুন। যাতে করে আমার চিরদিনের জন্য হিত, সুখ সাধিত হয়। এবার ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের দিকে তাকালেন। অমনি আয়ুষ্মান আনন্দ বোধিরাজকুমারকে বললেন, রাজকুমার, বস্ত্র সরিয়ে ফেলুন। ভগবান বস্ত্রের ওপর দিয়ে গমন করবেন না। ভগবান ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুগ্রহ প্রদর্শন করছেন।

বোধিরাজকুমার বস্ত্র সরিয়ে ফেলে কোকনদ প্রাসাদের উপরতলায় আসন

প্রস্তুত করলেন। ভগবান কোকনদ প্রাসাদে উঠে ভিক্ষুসংঘ সঙ্গে নিয়ে সজ্জিত আসনে উপবেশন করলেন। এবার বোধিরাজকুমার নিজের হাতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান করে পরিতৃপ্ত করলেন। ভগবান আহার গ্রহণ শেষে পাত্র হতে হাত অবসৃত করলে বোধিরাজ একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে বসা বোধিরাজকুমারকে ভগবান ধর্মদেশনা করে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত এবং সম্প্রহর্ষিত করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করলেন। বললেন, ভিক্ষুগণ, বিছিয়ে রাখা বস্ত্রের ওপর গমন করতে পারবে না। যে গমন করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় সদ্য সন্তান প্রসব করা জনৈক নারী ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং গৃহদ্বারে বস্ত্র বা কাপড় বিছিয়ে দিলেন। বললেন, ভন্তে, কাপড়ের ওপর দিয়ে গমন করুন। ভিক্ষুগণ লজ্জাবোধহেতু কাপড়ের ওপর দিয়ে গমন করলেন না। তখন সেই নারী অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, আর্যগণ কেন মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কাপড়ের ওপর দিয়ে গমন করছেন না? ভিক্ষুগণ সেই নারীর অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গৃহীগণ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলে কাপড়ের ওপর দিয়ে গমন করবে। যেহেতু মঙ্গলপ্রত্যাশী।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ধোয়া পা দিয়ে কাপড়ের ওপর দিয়ে গমন করতে সংকোচবোধ করতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ধোয়া পা দিয়ে কাপড়ের ওপর দিয়ে গমন করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২৬৯. তখন ভগবান ভগ্গদেশে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করে শ্রাবস্তীর অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। অনুক্রমে ঘুরতে ঘুরতে শ্রাবস্তীতে এসে পৌঁছলেন। অমনি অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানকৃত শ্রাবস্তীস্থ জেতবন বিহারে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় মিগারমাতা বিশাখা ঘট, কতক (স্নানের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত দেহসম্মার্জনী) ও সম্মার্জনী নিয়ে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। একপার্শ্বে বসা মিগারমাতা বিশাখা ভগবানকে এরূপ বললেন,

ভন্তে, ভগবান যাতে আমার চিরকাল হিত-সুখ সাধিত হয়, তজ্জন্য এই ঘট, কতক, সম্মার্জনী গ্রহণ করুন। ভগবান ঘট, সম্মার্জনী গ্রহণ করলেন, তবে কতক গ্রহণ করলেন না। অতঃপর ভগবান মিগারমাতা বিশাখাকে ধর্মদেশনা প্রদান করে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত এবং সম্প্রহর্ষিত করলেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনায় উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত এবং সম্প্রহর্ষিত বিশাখা আসন হতে উঠে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে, ডানপার্শ্বে রেখে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

এরপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ঘট ও সম্মার্জনী ব্যবহার করবে। তবে কতক ব্যবহার করবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাথরের কুঁচি, নুড়ি বা বালুকণা ও সমুদ্রফেনা এই তিনটি পা রগড়ানোর দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করবে।

তখন মিগারমাতা বিশাখা ব্যজনী ও তালপাতার পাখা নিয়ে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। একপার্শ্বে বসা মিগারমাতা বিশাখা ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, ভগবান আমার এই ব্যজনী ও তালপাতার পাখা গ্রহণ করুন, যাতে করে আমার চিরকালের জন্য হিত-সুখ সাধিত হয়। ভগবান আমার এই ব্যজনী ও তালপাতার পাখা গ্রহণ করুন। ভগবান সেগুলো গ্রহণ করলেন।

অতঃপর ভগবান মিগারমাতা বিশাখাকে ধর্মদেশনা প্রদান করে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত ও সম্প্রহর্ষিত করলেন... প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। এরপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ব্যজনী ও তালপাতার পাখা ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ মশা তাড়াবার পাখা দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মশা তাড়াবার পাখা ব্যবহার করবে। সংঘ চামরাযুক্ত তথা চামরী পুচ্ছ দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনী দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, চামরী পুচ্ছ দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনী ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করছি, গাছের ছাল দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনী, উশীর নামক সুগন্ধজাতীয় এক প্রকার শিখর দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনী ও ময়ূরপুচ্ছের পালক দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনী, এই তিন

প্রকার ব্যজনী ব্যবহার করবে।

২৭০. সেই সময় সংঘ ছাতা দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ছাতা হাতে করে অযথা এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। তখন জনৈক উপাসক বহুসংখ্যক আজীবক শ্রাবকের সঙ্গে উদ্যানে গমন করলেন। আজীবক শ্রাবকেরা দূর হতেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের ছাতা হাতে করে আসতে দেখতে পেল। দেখেই সেই উপাসককে বলল, আর্য, তোমাদের ভন্তেগণ ছাতা হাতে করে আসছেন, যেন গণক, মহামাত্য। উপাসক বললেন, আর্য, এরা তো ভিক্ষু নন, পরিব্রাজক। (আজীবক শ্রাবকরা) 'ভিক্ষু, ভিক্ষু নয়! অবশ্যই ভিক্ষু' বলে তারা বাজি রাখল। যখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিকটে উপনীত হলো, তখন উপাসক চিনতে পারলেন। এবার উপাসক অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেনই বা আর্যগণ ছাতা হাতে করে অযথা এদিক-ওদিক ঘুরতেছেন? ভিক্ষুগণ সেই উপাসকের অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয়... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... তদনুরূপ, তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ছাতা ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছাতা ছাড়া তার সুখবোধ হতো না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রোগী ছাতা ব্যবহার করতে পারবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ভগবান সুস্থকে ছাতা ব্যবহারের অনুজ্ঞা দেননি ভেবে বিহারে ও বিহারের পার্শ্ববর্তী স্থানে ছাতা ব্যবহার করতে সংকোচবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সুস্থ ভিক্ষুও বিহারে এবং বিহারের পার্শ্ববর্তী স্থানে ছাতা ব্যবহার করতে পারবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বিকালে ভিক্ষাপাত্র বা ছাবেইক শিকেয় তুলে দণ্ডে ঝুলিয়ে কোনো এক গ্রামের প্রবেশদ্বার দিয়ে যাচ্ছিলেন। (সেই গ্রামের) লোকজন 'আর্যগণ আসুন, এক চোর যাচ্ছে, অসির আভা দেখা যাচ্ছে' বলে তার পিছু নিল আর ধরে ফেলল। তবে ভিক্ষু বলে চিনতে পেরে ছেড়ে দিল।

ভিক্ষুটি বিহারে পৌঁছে অন্যান্য ভিক্ষুগণকে এই বিষয়টি জানালেন। ভিক্ষুগণ বললেন, বন্ধু, তুমি কি দণ্ড, শিকে ধারণ করেছিলে? হ্যাঁ, বন্ধু করেছিলাম। তখন যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন সেই ভিক্ষু দণ্ড, শিকে ধারণ করতেছেন? তখন তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... সত্যিই কি সেই ভিক্ষু... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, শিকে ও দণ্ড ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে, তার দুষ্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দণ্ডের ওপর ভর দেওয়া ব্যতিরেকে চলাফেরা করতে পারছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অসুস্থ ভিক্ষুকে দণ্ড ধারণের অনুমতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করবে :

সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে সংঘের সকাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে—ভন্তে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় দণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে চলাফেরা করতে পারি না। কাজেই আমি সংঘের কাছে দণ্ড ব্যবহারে অনুমতি প্রার্থনা করতেছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করতেছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এই বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়ায় দণ্ডের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করতে পারছেন না। তিনি সংঘের কাছে দণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে দণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ: ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়ায় দণ্ডের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করতে পারছেন না। তিনি সংঘের কাছে দণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। সংঘও তাকে (অমুক নামের ভিক্ষুকে) দণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে দণ্ড ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করা উচিত মনে

করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষুকে দণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

২৭১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করে চলতে পারছেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অসুস্থ ভিক্ষুকে দণ্ডশিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করবে :

সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে—ভন্তে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করে চলতে পারি না। কাজেই আমি সংঘের কাছে শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এই বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করে চলতে পারছেন না। তিনি সংঘের কাছে শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে পারেন। এটিই প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ: ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করে চলতে পারছেন না। তিনি সংঘের কাছে শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। সংঘও তাকে (অমুক নামের ভিক্ষুকে) শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে শিকে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায়

নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

২৭২. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি দণ্ডের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করতে পারছেন না, শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করতে পারছেন না। এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অসুস্থ ভিক্ষুকে দণ্ড, শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রদান করবে :

সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করতে হবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে—ভন্তে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় দণ্ডের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করতে পারি না, শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করতে পারি না। কাজেই আমি সংঘের কাছে দণ্ড, শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... প্রার্থনা করছি।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়ায় দণ্ডের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করতে পারছেন না, শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় তিনি সংঘের কাছে দণ্ড, শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। এখন সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে অমুক নামের ভিক্ষুকে দণ্ড, শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে পারেন। এটিই প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়ায় দণ্ডের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করতে পারছেন না, শিকে ব্যতিরেকে পাত্র বহন করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় তিনি সংঘের কাছে দণ্ড, শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। সংঘও তাকে (অমুক নামের ভিক্ষুকে) দণ্ড, শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে দণ্ড, শিকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে দণ্ড, শিকে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

২৭৩. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু রোমন্থক (গিলিত চর্বণকারী) ছিলেন।

তিনি রোমন্থন করে করে উদরস্থ করতেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ সেটা দেখে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেনই এই ভিক্ষু বিকালে ভোজন করতেছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু নিকট-অতীতকালেই গো-যোনি হতে চ্যুত হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রোমন্থন করে করে উদরস্থ করতে পারবে না। মুখের বাইরে এনে পুনঃ উদরস্থ করতে পারবে না। যে উদরস্থ করবে, তার ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

সেই সময় কোনো গ্রামবাসী ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে আহার দান করেছিলেন। ভোজনশালায় বহু উচ্ছিষ্ট অন্নের কণা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইল। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভাত পরিবেশনকালে উত্তমভাবে গ্রহণ করেন না? এক একটি অন্নের কণা শত প্রকার পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়। তাদের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পরিবেশনকালে যা পড়ে যাবে, তা স্বয়ং তুলে নিয়ে ভোজন করবে। কেননা (দাতা) তাও প্রদান করেছে।

২৭৪. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু দীর্ঘ নখ রেখে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করছিলেন। জনৈক স্ত্রীলোক সেটা দেখে সেই ভিক্ষুকে বলল, ভন্তে, আসুন মৈথুন সেবন করি। ভিক্ষু বললেন, ভগ্নি, থামুন, এটি অকরণীয়। "ভন্তে, আপনি যদি সেবন না করেন, তাহলে আমি নিজের নখ দিয়ে দেহ কেটে নিয়ে চিৎকার করব। বলব যে, এই ভিক্ষু আমাকে বলাৎকার করতেছে।" ভিক্ষু—ভগ্নি, তুমি যা পার কর।

অমনি সেই স্ত্রীলোক নিজের নখ দিয়ে দেহ কেটে নিয়ে চিৎকার করল, এই ভিক্ষু আমাকে বলাৎকার করতেছে। জনসাধারণ ছুটে এসে ভিক্ষুকে ধরলেন। তবে দেখতে পেলেন, সেই স্ত্রীলোকের নখেই চর্ম ও রক্ত রয়েছে। এসব দেখে বুঝলেন, এ কার্য স্ত্রীলোকেরই, ভিক্ষু কিছুই করেননি। তারা ভিক্ষুকে ছেড়ে দিলেন। সেই ভিক্ষু বিহারে গিয়ে এই বিষয়টি অন্যান্য ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, আপনি সত্যিই কি দীর্ঘনখ রেখেছেন? হ্যাঁ বন্ধু, রেখেছি। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেনই বা ভিক্ষু দীর্ঘনখ রেখেছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘনখ রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট

অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নখ দিয়ে নখ কাটতেন, মুখ দিয়ে নখ কাটতেন, প্রাচীরে ঘষে ঘষে নখ কাটতেন। এতে আঙুল ব্যথা হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নরুন ব্যবহার করবে। মাংসসহ নখ কাটতে লাগলেন। এতে আঙুল ব্যথা হয়ে যেত। ভগবানকে... অনুজ্ঞা করছি, মাংসের সমান করে নখ কাটবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিংশতি আঙুলের নখে ক্ষৌরকর্ম (মসৃণ, পালিশ ইত্যাদি করা) করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, বিংশতি আঙুলের নখে ক্ষৌরকর্ম করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ময়লা ও দাগ দূর করতেই মাত্র নখ ঘষামাজা করবে।

২৭৫. সেই সময় ভিক্ষুদের চুল দীর্ঘ হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা কি একজনের চুল আরেকজনে কেটে দিতে পারবে? হ্যাঁ ভগবান, পারবে। ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুগণকে সমবেত করে... আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি ক্ষুর, ক্ষুর ধার দেয়ার শিলা, ক্ষুর রাখার থলি, থলির ফিতে, চুল কাটার সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্যের দ্বারা দাড়ি কামিয়ে নিত, দাড়ি লম্বা করে রাখত, গোলোমিক নামক মেষের ন্যায় দাড়ি কেবল চোয়াল বরাবর করে রাখত, দাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে রাখত, বুকের লোম কাটিয়ে নিত, উদরের লোম কাটিয়ে নিত, গোঁফ রাখত এবং গোপনীয় স্থানের লোম কাটিয়ে নিত। এতে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অন্যের দ্বারা দাড়ি কামিয়ে নিতে, দাড়ি লম্বা করে রাখতে, গোলোমিক নামক মেষের ন্যায় দাড়ি কেবল চোয়াল বরাবর করে রাখতে, দাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে রাখতে, বুকের লোম কাটিয়ে নিতে, উদরের লোম কাটিয়ে নিতে, গোঁফ রাখতে এবং গোপনীয় স্থানের লোম কাটিয়ে নিতে পারবে না। যে এসব করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর গোপনীয় স্থানে ফোঁড়া উঠল। সেখানে ঔষুধ

লেগে থাকত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রোগের কারণে গোপনীয় স্থানের লোম কাটতে পারবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাঁচি দিয়ে চুল কাটাত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, কাঁচি দিয়ে চুল কাটাতে পারবে না। যে কাটাবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর মাথায় ফোড়া উঠল। ক্ষুর দিয়ে চুল কাটতে পারতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রোগের কারণে কাঁচি দিয়ে চুল কাটাতে পারবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নাসিকায় (তথা নাসাপুটে) লম্বা করে লোম রাখতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন বৃক্ষপিশাচ। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, নাসাপুটে লম্বা করে লোম রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ বালুকণা ও মধুমোম দিয়ে নাসিকালোম তুলে ফেলতেন। এতে নাসিকা ব্যথা হতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সাঁড়াশি ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পক্ক বা পাকা চুল কাটাত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পাকা চুল কাটাতে পারবে না। যে কাটাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৭৬. সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর কর্ণমলে কর্ণকুহর দুটো পূর্ণ হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কানের ময়লা সরাবার জন্য মলহরণী ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি মূল্যবান কানের মলহরণী ব্যবহার করতে লাগল। যেমন, সোনার তৈরি মলহরণী, রূপার তৈরি মলহরণী। সেসব দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই

বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অতি মূল্যবান মলহরণী ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, হাড়ের তৈরি, দন্তের তৈরি, শিং-এর তৈরি, নলের তৈরি, বাঁশের তৈরি, কাঠের তৈরি, লাক্ষার তৈরি, কাচের তৈরি, লোহার তৈরি ও শঙ্খের (ঝিনুকের) তৈরি কর্ণহরণী ব্যবহার করবে।

২৭৭. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বহু লৌহ বা তাম্রজাতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং কাঁসের দ্রব্যসামগ্রী জমা করে রাখত। বিহারে ঘুরার সময় জনসাধারণ সেসব দেখতে পেলেন। দেখে তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ তাম্রজাতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং কাঁসের দ্রব্যসামগ্রী জমা করে রেখেছেন? যেন কাঁসার ব্যবসায়ী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, বহু তাম্রজাতীয় ও কাঁসের দ্রব্যসামগ্রী জমা করে রাখতে পারবে না, যে রাখবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অঞ্জনি (মলম বা প্রলেপাদি দ্রব্য), অঞ্জনলেপনী শলাকা, কানের মলহরণী, কুড়ালি, ষষ্টি ব্যবহার করতে সংকোচবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অঞ্জনি, অঞ্জনলেপনী শলাকা, কানের মলহরণী, কুড়ালি, ষষ্টি ব্যবহার করবে।

সেই সম্যয় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘাটিসহ হাঁটু জড়িয়ে উপবেশন করত। ফলে সঙ্ঘাটির পাট্টা ছিঁড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, সঙ্ঘাটিসহ হাঁটু জড়িয়ে উপবেশন করতে পারবে না। যে উপবেশন করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর হাঁটুবন্ধনী (হাঁটুকে ঘিরে পরা এক ফালি কাপড়) ব্যবহার না করলে সুখবোধ হতো না। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পটি ব্যবহার করতে পারবে। তখন ভিক্ষুদের মনে এ চিন্তা উদয় হলো—কীভাবে হাঁটুবন্ধনী বানাব? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তাঁত বা বেইন, মাকু, রশি, কাঠি ও তাঁতের যাবতীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করবে।

২৭৮. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু কটিবন্ধনী না পরে ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরিহিত অন্তর্বাসটি পথের মধ্যে খুলে পড়ে গেল। লোকজন সেটা দেখে শিস দিয়ে, হৈচৈ করে বিদ্রুপ করলেন। ভিক্ষু লজ্জায়

মাথা নত করলেন। অতঃপর বিহারে ফিরে এসে অন্যান্য ভিক্ষুদের বিষয়টি জানালেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয়টি ভগবানকে অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, কটিবন্ধনী না বেঁধে গ্রামে যেতে পারবে না। যে যাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কটিবন্ধনী ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি মূল্যবান কটিবন্ধনী ব্যবহার করত। যথা : কলাবুক (এই কটিবন্ধনী ফিতে দিয়ে প্রস্তুত করা হয়), দেড্ডুভক (এই কটিবন্ধনীর প্রান্তভাগ সর্পমস্তকের ন্যায় হয়), মুরজ (এই কটিবন্ধনীর প্রান্ত খঞ্জনীযুক্ত হয়) ও মদ্দবীণ (এক প্রকার দামী কটিবন্ধনী)। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অতি মূল্যবান কটিবন্ধনী ব্যবহার করতে পারবে না। যথা : কলাবুক, দেড্ডুভক, মুরজ, মদ্দবীণ। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দুই প্রকার কটিবন্ধনী ব্যবহার করবে। যথা : মাছের কাঁটার ন্যায় কটিবন্ধনী, শুকরের আতুড়ির ন্যায় কটিবন্ধনী। কটিবন্ধীর মধ্যপ্রান্ত ছিঁড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সুন্দর করে সেলাই করবে, রিফু করবে। কটিবন্ধীর শেষভাগ ছিঁড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বেল্টের গিরা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি মূল্যবান বেল্ট দিয়ে গিরা ব্যবহার করতে লাগল। যেমন : সোনা দিয়ে তৈরি বেল্ট, রূপা দিয়ে তৈরি বেল্ট। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অতি মূল্যবান বেল্ট দিয়ে গিরা দিতে পারবে না। যে দিবে তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, হাড়ের তৈরি বেল্ট-এর গিরা... ঝিনুকের তৈরি বেল্ট-এর ও সুতার তৈরি বেল্ট-এর গিরা দিবে।

২৭৯. সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ পাতলা কাপড়ের সঙ্ঘাটি পরিধান করে ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করলেন। ঘূর্ণিবাতাসে সঙ্ঘাটি উর্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হলো। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ বিহারে ফিরে এসে অন্যান্য ভিক্ষুদের এ ঘটনা বললেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত

করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গোলক ও গুলতি ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি মূল্যবান গোলক ব্যবহার করতে লাগল। যেমন : সোনার তৈরি গোলক, রূপার তৈরি গোলক। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অতি মূল্যবান গোলক ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, হাড়ের, দাঁতের, শিং-এর, নলের (খাগড়ার), বাঁশের, কাঠের, কাঁচের, নারিকেলের খোসার, লোহা বা তামার ও শঙ্খের গোলক ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চীবরে গোলক ও গুলতি লাগাতে লাগলেন। এতে চীবর ছিঁড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গোলকপট্টি ও গুলতিপট্টি লাগাবে। গোলকপট্টি ও গুলতিপট্টি চীবরের শেষপ্রান্তে লাগানোর হেতুতে চীবরের কোনা খুলে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গোলকপট্টি চীবরের শেষপ্রান্তে আর গুলকপট্টি সাত অথবা আট আঙুল ভেতরে সংলগ্ন করে লাগাবে।

২৮০. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ গৃহীর মতন করে (চীবর) পরিধান করত। যেমন : হাতির শুঁড়ের মতন করে, মাছের লেজের মতন করে, চারকোনা ঝুলিয়ে, তালপাতা পাখার মতন করে এবং একশত ভাঁজের সাজে। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, হাতির শুঁড়ের মতন করে, মাছের লেজের মতন করে, চারকোনা ঝুলিয়ে, তালপাতা পাখার মতন করে এবং শত ভাঁজের সাজে চীবর পরিধান করতে পারবে না। যে পরিধান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ গৃহীর মতন আবৃত করে (পেঁচিয়ে) চীবর পরিধান করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, গৃহীর মতন পেঁচিয়ে চীবর

পরিধান করতে পারবে না। যে পরিধান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্তর্বাসের একপ্রান্ত গুঁজিয়ে পরিধান করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন রাজার ভৃত্য। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অন্তর্বাসের একপ্রান্ত গুঁজিয়ে পরিধান করতে পারবে না। যে পরিধান করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৮১. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাঁধের উভয় পার্শ্বে বাঁক তথা বাঁকের দুই মাথায় বোঝা বহন করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন রাজার ভৃত্য। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, কাঁধের উভয় পার্শ্বে বাঁক বহন করতে পারবে না। যে বহন করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বাঁকের এক মাথায়, দুজন মিলে বাঁকের দুই মাথা ধরে, মাথায়, কাঁধে, কোমরে, ঝুলিয়ে বোঝা বহন করবে।

২৮২. সেই সময় ভিক্ষুগণ দাঁত মাজন করতেন না। ফলে মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, দাঁত মাজন না করলে পাঁচ প্রকার উপদ্রব বা ক্ষতির সম্মুখিত হতে হয়। যথা : ১) চোখের ক্ষতি হয়, ২) মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হয়, ৩) রস সঞ্চারক নালি বিশুদ্ধ হয় না, ৪) পিত্ত ও শ্লেষ্মা খাদ্যে সংমিশ্রিত হয়, ৫) আহারে অরুচিভাব উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, দাঁত মাজন করলে পাঁচ প্রকার সুফল রয়েছে। যথা : ১) চোখের উপকার হয়, ২) মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হয় না, ৩) রস সঞ্চারক নালি বিশুদ্ধ হয়, ৪) পিত্ত ও শ্লেষ্মা খাদ্যে সংমিশ্রিত হয় না, ৫) আহারে রুচি উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, দাঁত মাজন করলে এই পাঁচ প্রকার সুফল রয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দাঁত মাজন করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ দিয়ে দাঁত মাজন করত। আর সেই দন্তকাষ্ঠ দিয়ে শ্রামণেরকে প্রহারও করত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দন্তকাষ্ঠ আট আঙুল পর্যন্ত লম্বা হতে পারবে, তবে তদ্বারা শ্রামণেরকে প্রহার করতে পারবে না। যে প্রহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু খুব ছোটো দন্তকাষ্ঠ দিয়ে দাঁত মাজতে গেলেন।

মাজার সময় সেটা গলায় আটকে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, খুব ছোটো দন্তকাষ্ঠ দিয়ে দাঁত মাজতে পারবে না। যে মাজবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চার আঙুল পরিমাণ লম্বা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করবে।

২৮৩. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জঙ্গল পুড়ে ফেলছিল। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন বনদাহক। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, জঙ্গল পুড়ে ফেলতে পারবে না। যে পুড়ে ফেলবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় বিহার তৃণে পূর্ণ হয়ে গেল। (পার্শ্ববর্তী) জঙ্গল পুড়ে যাওয়ার সময় বিহারও পুড়ে গেল। কারণ ভিক্ষুগণ প্রতি আগুন দিতে এবং (বিহার) রক্ষা করতে সংকোচ করেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জঙ্গল পুড়ে যাবার সময় প্রতি আগুন দিবে এবং রক্ষার সুব্যবস্থা করবে।

২৮৪. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ গাছের ওপর চড়ত। এক গাছ হতে অন্য গাছে লাফ মারত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন বানর। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, গাছের ওপর চড়তে পারবে না। যে চড়বে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক কোশল জনপদ হতে শ্রাবস্তীতে গমনকালে পথের মধ্যে একটি হাতির মুখোমুখি হলেন। তখন ভিক্ষু ভয়ে দৌড় দিয়ে একটি গাছের গোড়ায় গেলেন। কিন্তু সংকোচবশত গাছে চড়তে পারলেন না। তবে হাতিটি ভিক্ষুকে তাড়া না করে অন্যদিকে চলে গেল। সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে পৌঁছে ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রয়োজন হয়ে পড়লে মানুষ প্রমাণ এবং বিপদে পড়লে ইচ্ছানুরূপ গাছে চড়তে পারবে।

২৮৫. সেই সময় যমেল ও কেকুটা নামক মিষ্টভাষী ও মিষ্ট স্বরবিশিষ্ট ব্রাহ্মণজাতীয় দুজন বন্ধু ভিক্ষু ছিলেন। একদিন তাঁরা ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। এবার তাঁরা ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, এখন ভিক্ষুগণ নানা নাম, নানা গোত্র, নানা জাত ও নানা কুল হতে প্রব্রজিত। তারা স্বীয় স্বীয় ভাষায় বুদ্ধবচন দূষিত করতেছেন। কাজেই ভন্তে, আমরা বুদ্ধবচন ছন্দে

আরোপিত সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত করব। ভগবান এটা খুব নিন্দনীয় অভিহিত করে... মোঘপুরুষ, কেনই তোমরা বলছ যে, আমরা বুদ্ধবচন ছন্দে আরোপিত সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত করব? মোঘপুরুষ, তোমাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচন ছন্দে আরোপিত সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তন করতে পারবে না। যে পরিবর্তন করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্বীয় স্বীয় ভাষায় বুদ্ধবচন শিক্ষা করবে।

২৮৬. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ লোকায়ত বিদ্যা শিক্ষা করত। সেটা জেনে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করার কথা শুনতে পেলেন। তখন তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, লোকায়তে সারদর্শী ব্যক্তি কি এই ধর্ম-বিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) বৃদ্ধি, উন্নতি, বৈপুল্য লাভ করতে পারে? ভিক্ষুগণ—না ভন্তে, পারে না। এই ধর্ম-বিনয়ে সারদর্শী ব্যক্তি কি লোকায়ত বিদ্যা শিক্ষা করতে পারে? না ভন্তে, পারে না। ভিক্ষুগণ, লোকায়ত বিদ্যা শিক্ষা করতে পারবে না। যে শিক্ষা করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ লোকায়ত বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিল। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, লোকায়ত বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারবে না। যে শিক্ষা দিবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৮৭. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে পারবে না। যে শিক্ষা করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দিত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দিতে

পারবে না। যে শিক্ষা দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

২৮৮. সেই সময় ভগবান মহা পরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মদেশনা প্রদানকালে (হঠাৎ) হাঁচি দিয়ে উঠলেন। অমনি ভিক্ষুগণ "ভন্তে ভগবান জীবিত থাকুক, সুগত জীবিত থাকুক" বলে উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করলেন। সেই শব্দের কারণে ধর্মদেশনায় বিঘ্ন ঘটল। তখন ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, ভিক্ষুগণ, হাঁচি দেয়ার সময় "জীবিত থাকুক" বললে কি তৎহেতুতে কেউ জীবিত থাকবে? মরে যাবে না? "না ভন্তে, সেরূপ হবে না।" ভিক্ষুগণ, হাঁচি দেয়ার সময় "জীবিত থাক" বলতে পারবে না। যে বলবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ হাঁচি দেওয়াকালে লোকজন তথা উপাসক-উপাসিকাগণ "ভন্তে জীবিত থাকুন" বলতেন। তবে ভিক্ষুগণ সংকোচবশত কিছুই বলতেন না। এতে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন। কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ "ভন্তে জীবিত থাকুন" বললেও কিছুই বলেন না? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, গৃহীরা মঙ্গলপ্রত্যাশী। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গৃহীরা "ভন্তে, জীবিত থাকুন" বললে প্রত্যুত্তরে তোমরা "চিরজীবী হও" বলবে।

২৮৯. সেই সময় ভগবান মহাপরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করছেন। তখন জনৈক ভিক্ষু রসুন খেতে লাগলেন। তিনি 'অন্য ভিক্ষুদের সমস্যা না হোক' ভেবে একপাশে আলাদা করে বসলেন। ভগবান তাঁকে একপাশে আলাদা অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেখেই ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ওই ভিক্ষু কেন একপাশে আলাদা করে বসে রয়েছে? ভিক্ষুগণ—ভন্তে, সেই ভিক্ষু রসুন খেয়েছেন, আর 'অন্য ভিক্ষুদের সমস্যা না হোক' ভেবে একপাশে আলাদা করে বসে রয়েছেন। ভিক্ষুগণ, 'তা কি খাওয়া উচিত, যা খেলে এরূপে পরিষদ থেকে আলাদা করে বসতে হয়? ধর্মদেশনা শ্রবণের বাইরে যেতে হয়?' না ভন্তে, তা উচিত নয়। ভিক্ষুগণ, রসুন খেতে পারবে না। যে খাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পেটফাঁপা হয়েছিল। অমনি আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়ন সারিপুত্রের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বললেন, বন্ধু সারিপুত্র, আগে পেটফাঁপা হলে কী প্রকারে উপশম হতো? সারিপুত্র—বন্ধু, রসুন সেবনের দ্বারা উপশম হতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রোগের হেতুতে রসুন

খেতে পারবে।

২৯০. সেই সময় ভিক্ষুগণ বিহারের এদিকে-সেদিকে প্রস্রাব ত্যাগ করতেন। এতে বিহার এলাকা দুর্গন্ধে ভরে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নির্দিষ্ট একপার্শ্বে প্রস্রাব করবে। এতেও বিহার এলাকা দুর্গন্ধ হলো। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রস্রাবকূপ ব্যবহার করবে। বসে প্রস্রাব করতে কষ্ট পেতেন। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, পাদানি ব্যবহার করবে। পাদানি উন্মুক্ত থাকত। ভিক্ষুগণ সেখানে প্রস্রাব করতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে ঘেরা (বা প্রাচীর) দিবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। প্রস্রাবকূপ অনাবৃত হওয়ায় দুর্গন্ধ বের হতো। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রস্রাবকূপ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিবে।

২৯১. সেই সময় ভিক্ষুগণ বিহার এলাকার এদিকে-সেদিকে মল ত্যাগ করতেন। এতে বিহার এলাকা দুর্গন্ধে ভরে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নির্দিষ্ট একপার্শ্বে মল ত্যাগ করবে। এতেও বিহার এলাকা দুর্গন্ধ হলো। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, মলকূপ ব্যবহার করবে। মলকূপের পাড় ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। মলকূপের ভূমি নিচু হলো। ফলে সেখানে পানি ঢুকতে লাগল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে ভিত্তি উঁচু করবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। উঠতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন (সিঁড়ি পাশে বাঁশের রেলিং) দিবে। মলকূপের কিনারায় বসে পায়খানা করার সময়ে ভিক্ষুগণ ভেতরে পড়ে গেলেন। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, মলকূপে ঢাকনা দিয়ে মাঝখানে ছিদ্র রেখে মল ত্যাগ করবে। মল ত্যাগ করতে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, পায়খানা

ঘরে পাদানি ব্যবহার করবে। ভিক্ষুগণ বাইরে প্রস্রাব করতে লাগলেন। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রস্রাবের নালা ব্যবহার করবে। প্রস্রাব মুছার কাঠ ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রস্রাব মুছার কাঠ রাখার চুপড়ি ব্যবহার করবে। মলকূপ অনাবৃত থাকাতে দুর্গন্ধ বের হত। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, মলকূপ ঢাকনা দেবে। খোলা স্থানে মল ত্যাগ করার সময় ভিক্ষুগণ শীত-উষ্ণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, পায়খানা ঘর প্রস্তুত করবে। পায়খানা ঘরে দরজা ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, দরজা, দরজার চৌকাঠ, দরজার খিল, হুক লাগাবার ছিদ্র, হুকের হাতল, তালার ছিদ্র, হুক, দরজায় রশি লাগাবার ছিদ্র, দরজা টানবার জন্য রশি দেবে। পায়খানা ঘরে তৃণচূর্ণ ঝরে পড়তে লাগল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, পায়খানা ঘরে ছাউনি দেবে আর ভেতরে ও বাইরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো, মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে আর চীবর ঝুলিয়ে রাখার জন্য বাঁশ, রশি ঝুলিয়ে রাখবে।

২৯২. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু মল ত্যাগ করে উঠার সময়ে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় পড়ে গেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভর দিয়ে উঠার অবলম্বন ব্যবহার করবে। পায়খানা ঘর অবেষ্টিত ছিল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে ঘেরা দিবে। যেমন : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। প্রকোষ্ঠ (বা কক্ষ) ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রকোষ্ঠ করবে। প্রকোষ্ঠে দরজা ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, দরজা করবে। প্রকোষ্ঠের ভূমি নিচু হলো। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রকোষ্ঠের ভূমি উঁচু করবে। পাড় ভেঙে যেতে লাগল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। উঠতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি দিবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ, কাঠের উপকরণ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন দেবে। প্রকোষ্ঠে দরজা ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, দরজা, দরজার চৌকাঠ, দরজার খিল, হুক লাগাবার ছিদ্র, হুকের হাতল,

তালার ছিদ্র, হুক, দরজায় রশি লাগাবার ছিদ্র, দরজা টানবার জন্য রশি দিবে। প্রকোষ্ঠের ভেতর তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দেবে আর বাইরে-ভেতরে লেপন করবে। সাদা, কালো ও মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে। পায়খানার প্রাঙ্গন কাদায় মাখামাখি হচ্ছিল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, নুড়িপাথর (বা বালি) ছিটিয়ে দেবে। নুড়িপাথরে সংকুলান হচ্ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, পাথরখণ্ড ফেলিয়ে দেবে। পানি জমে যেতে লাগল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, পানি বের হয়ে যাবার নালা করে দেবে। মল ত্যাগ শেষে হাত-মুখ ধোয়ার পাত্র (বালতি, গামলা, কলসী, ড্রাম ইত্যাদি) ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, হাত-মুখ ধোয়ার জন্য পাত্র ব্যবহার করবে। হাত-মুখ ধোয়ার বাটি (বা মগ) ছিল না। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, হাত-মুখ ধোয়ার বাটি ব্যবহার করবে। বসে হাত-মুখ ধুতে অসুবিধা হচ্ছিল। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, পাদানি ব্যবহার করবে। পাদানি উন্মুক্ত থাকায় ভিক্ষুগণ সেখানে হাত-মুখ ধুতে সংকোচবোধ করছিলেন। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল (ঘেরা) দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। হাত-মুখ ধোয়ার পাত্র অনাবৃত থাকায়, সেখানে তৃণচূর্ণ পড়ত। ভগবানকে... আমি অনুজ্ঞা করছি, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবে।

২৯৩. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এরূপ অনাচার আচরণ করতে লাগল—ফুলের বাগান করতো ও অন্যজনকে দিয়ে করাতো, (তাতে) জল সিঞ্চন করতো ও করাতো; ফুল চয়ন করতো ও করাতো, (সেই ফুল দিয়ে) মালা গাথাতো, একপার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতো ও গাঁথাতো, উভয় পার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতো ও গাঁথাতো; পুষ্পমঞ্জরি তৈরি করতো ও করাতো, ফুল দিয়ে গলার হার তৈরি করতো ও করাতো, কর্ণাভরণ তৈরি করতো ও করাতো, ফুল দিয়ে গলার অলংকার তৈরি করতো ও করাতো, (ফুল দিয়ে) বক্ষের অলংকার তৈরি করতো ও করাতো। তারা কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের একপার্শ্বে বৃন্তযুক্ত মালা উপহার দিতো ও দেওয়াতো, পুষ্পমঞ্জরি উপহার দিতো ও দেওয়াতো, ফুল দিয়ে তৈরি গলার হার উপহার দিতো ও দেওয়াতো, (ফুল দিয়ে তৈরি) কর্ণাভরণ উপহার দিতো ও দেওয়াতো, গলার অলংকার উপহার দিতো ও দেওয়াতো, বক্ষের অলংকার উপহার দিতো ও দেওয়াতো।

কুলনারী, কুলদুহিতা, কুলকুমারী, কুলবধূ, কুলদাসীদের সঙ্গে তারা এক থালায় ভোজন করতো, এক পাত্রে পান করতো, এক আসনে উপবেশন করতো, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিতো, এক পালঙ্কে বা এক বিছানায় গড়াগড়ি দিতো, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিতো। তারা বিকালে ভোজন করতো, মদ্যপান করতো, মালা-সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন ও ধারণ করতো, নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, আমোদ-প্রমোদ (বা ক্রীড়াকৌতুক) করতো; নর্তকীর সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো; গায়িকার সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো; বাদিকার (বাদ্য-বাদিকার) সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো; কৌতুকিনীর (অভিনেত্রীর?) সঙ্গে নৃত্য করতো, গান করতো, বাদ্য-বাজনা করতো, ক্রীড়াকৌতুক করতো।

তারা অষ্টপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে আটটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক খেলা (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার পাশা খেলা) খেলতো, দশপদ অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে দশটি চতুষ্কোণ সমন্বিত কাষ্ঠফলক খেলা (বৌদ্ধযুগের এটাও এক প্রকার পাশা খেলা) খেলতো, বায়ুমণ্ডলে সতরঞ্চ খেলা (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার দাবা খেলা) খেলতো, বৃত্তাকার পথ তথা বেষ্টনাকার ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক শিশুক্রীড়াবিশেষ) করতো, সন্তিকা ক্রীড়া (বৌদ্ধযুগের এক প্রকার ক্রীড়াবিশেষ) করতো, পাশা খেলার টেবিলে খেলা খেলতো, অক্ষখেলা খেলতো, পাতার বাঁশিতে ফুৎকার দিয়ে খেলা করতো, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গলখেলা) খেলতো, ডিগবাজি খেলতো, ফড়ফড়ি (পাতার তৈরি বায়ুচালিত কলের ন্যায় ঘুরা) খেলা খেলতো, পত্তালহ বা পাতার ভাজনে খেলতো, ছোটো ছোটো খেলনার গাড়ি দিয়ে খেলতো, ধনুক দিয়ে খেলতো, অক্ষরক্রীড়া (শব্দ তৈরির খেলা) খেলতো, মনের সন্ধান (অর্থাৎ মনোভাব জানন) খেলা খেলতো, অন্যের অঙ্গবৈকল্যের বা অস্বাভাবিকতার অনুকরণ খেলা খেলতো।

হস্তিবিদ্যা শিক্ষা করতো, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করতো, রথবিদ্যা শিক্ষা করতো, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করতো, অসি চালনাবিদ্যা শিক্ষা করতো; হস্তির সামনে সামনে দৌড়াতো, অশ্বের সামনে সামনে দৌড়াতো, রথের সামনে সামনে দৌড়াতো, প্রবল গতিতে দৌড়াতো; ভার উত্তোলন করতো, আঙুলের তুরী শব্দ করতো (অর্থাৎ তুরীর শব্দে সুর তুলতো), মল্লযুদ্ধ খেলতো, মুষ্টিযুদ্ধ খেলতো। নাট্যশালায় সঙ্ঘাটি (দুই ভাঁজে সেলাই করা চীবর)

বিছিয়ে দিয়ে নর্তকীকে এরূপ বলতো—ভগ্নি, এখানে নৃত্য কর, ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন কর। এভাবে তারা নানাপ্রকার অনাচার আচরণ করতে লাগলো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, এবম্বিধ অনাচার আচরণ করতে পারবে না। যে আচরণ করবে, তাকে ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

সেই সময় অর্থাৎ উরুবেল কাশ্যপ প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সংঘ অনেকগুলো লোহার, কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্র দান পেলেন। তখন তাঁদের মনে এই চিন্তা উৎপন্ন হলো যে, ভগবান লোহার সামগ্রী ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন কি? নাকি দেননি? কাষ্ঠের সামগ্রী ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন কি? নাকি দেননি? মৃত্তিকার সামগ্রী ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন কি? নাকি দেননি? তাঁরা এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। অতঃপর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা প্রদান করে ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অস্ত্র ব্যতিরেকে সকল প্রকার লোহার সামগ্রী, চেয়ার বা টুল, খাট, কাঠের পাত্র, কাঠের পাদুক তথা খড়ম ব্যতীত সকল প্রকার কাঠের সামগ্রী আর মাটির তৈরি ঝুপড়ি, মাটির ঘর ব্যতীত সকল প্রকার মৃত্তিকা সামগ্রী ব্যবহার করতে পারবে।

ক্ষুদ্র বিষয় অধ্যায় সমাপ্ত।

৬. শয্যাসন অধ্যায়

১. প্রথম পরিচ্ছেদ

বিহার ও বিহারের সামগ্রী

২৯৪. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহস্থ বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য শয়নাসন নির্দিষ্ট করে দেননি। ফলে ভিক্ষুগণও যেখানে-সেখানে অবস্থান করতেন। যেমন : অরণ্যে, গাছ-তলায়, পর্বতে, উপত্যকায়, গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনের বিজনস্থানে, মুক্তাকাশের নীচে ও তৃণগুল্মে। তাঁরা সবাই ভোরে সেই সেই স্থান যথা- অরণ্য, গাছতলা, পর্বত, উপত্যকা, গিরিগুহা, শ্মশান, বনের বিজনস্থান, মুক্তাকাশ ও তৃণগুল্ম হতে বের হন—ভদ্রোচিত গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) সংকোচন, প্রসারণ, অধঃচক্ষু ও চলনভঙ্গিসম্পন্ন হয়ে। সেই সময়ের কোনো এক দিনে রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী ভোরে উদ্যানে আসলেন। এসেই তিনি সেই ভিক্ষুগণকে ভোরে অরণ্য, গাছতলা, পর্বত, উপত্যকা, গিরিগুহা, শ্মশান, বনের বিজনস্থান, মুক্তাকাশ ও তৃণগুল্ম হতে ভদ্রোচিত গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) সংকোচন, প্রসারণ, অধঃচক্ষু এবং চলনভঙ্গিসম্পন্ন হয়ে বের হতে দেখলেন। দেখেই তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হলো। অমনি রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী সেই ভিক্ষুগণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বললেন, ভন্তে, আমি যদি বিহার নির্মাণ করে দিই, তবে আপনারা কি আমার (নির্মাণ করে দেওয়া) বিহারে অবস্থান করবেন? ভিক্ষুগণ বললেন, গৃহপতি, ভগবান তো বিহারের অনুমতি দেননি। তাহলে ভন্তে, ভগবানকে জিজ্ঞেস করে আমাকে জানাবেন। "হ্যাঁ গৃহপতি" বলে সেই ভিক্ষুগণ রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীকে প্রত্যুত্তরের সম্মতি দিয়ে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী বিহার নির্মাণ করে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। এখন আমাদের কী করা কর্তব্য? তখন ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মকথা ব্যক্ত করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকার আবাসস্থল (শয়নাসন) ব্যবহার করবে। যথা : ১) বিহার, ২) অর্ধেক ছাদ দেওয়া (অর্থাৎ যে ঘরের চাল একদিকে ঘুরানো) দালান, ৩) প্রাসাদ, ৪) বৃহৎ অট্টালিকা, ৫) গুহা।

এরপর সেই ভিক্ষুগণ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর কাছে উপস্থিত হলেন। অমনি শ্রেষ্ঠীকে বললেন, গৃহপতি, ভগবান বিহার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং আপনি এখন যা উচিত মনে করেন (করতে পারবেন)। অতঃপর রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী একদিনের মধ্যেই ষাটটি বিহার তৈরি করালেন। বিহার তৈরি করিয়ে তিনি ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। এবার তিনি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আগামীকাল ভগবান ভিক্ষুসংঘকে সঙ্গে আমার বাড়িতে ভোজন গ্রহণ করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌন থেকে সম্মতি প্রদান করলেন। শ্রেষ্ঠী ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন করলেন আর তাঁকে পুরোভাগে দক্ষিণ পাশে রেখে প্রস্থান করলেন।

রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী সেই রাতের শেষে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়ে নিলেন। এরপর ভগবানকে ভোজনের সময় জ্ঞাপন করালেন। ভন্তে, ভোজনের সময় হয়েছে। ভোজন প্রস্তুত। তখন ভগবান সকালে বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর ভবনে উপস্থিত হলেন। অমনি নির্দিষ্ট আসনে ভিক্ষুসংঘসহ উপবেশন করলেন। এবার শ্রেষ্ঠী নিজের হাতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান করে পরিতৃপ্ত করলেন। ভগবান আহার গ্রহণ শেষে পাত্র হতে হাত অবসৃত করলে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠী ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আমি পুণ্যার্থী, স্বর্গলাভার্থী হয়ে এই ষাটটি বিহার প্রস্তুত করে নিয়েছি। এখন সেই বিহারগুলো আমাকে কী করতে হবে? ভগবান বললেন, গৃহপতি, তাহলে আপনি এই ষাটটি বিহার চারিদিক হতে আগত ও অনাগত ভিক্ষুসংঘকে দান করুন। "হ্যাঁ ভন্তে, তাই করব" বলে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমনি সেই ষাটটি বিহার চারিদিক হতে আগত ও অনাগত ভিক্ষুসংঘকে দান করলেন।

২৯৫. তখন ভগবান রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর দান এই গাথায় অনুমোদন করলেন :

শীত উষ্ণ ধ্বংসে, হিংস্র জন্তু হতে,
সর্প মশক উপদ্রব আর শিশির বৃষ্টিপাতে;
দুর্নিবার বাতাস, তাপ নিবারিত করণে,
সুখার্থে মুক্তিলাভার্থে ধ্যান বিদর্শনে।
সংঘকে বিহার দান, অগ্রদান কহেন বুদ্ধগণে,
বিজ্ঞজন এ অর্থপূর্ণ বাক্য, গুণ দর্শনে।

গড়েন রম্য বিহার, সুপণ্ডিত বাস তরে,
দেয় দান অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয়নাসন তাদের।
দানে রাখবে চিত্ত অকুটিল আর সরল,
হয় প্রসন্ন চিত্তের দান, অতীব উত্তম।
বিজ্ঞজনের ধর্মদেশনায় সর্বদুঃখ হরে,
এ ধর্ম জ্ঞাতে হবে পরিনির্বাণ, অনাস্রবে।

ভগবান রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর দান এই গাথা দিয়ে অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

২৯৬. জনসাধারণ শুনতে পেলেন যে, ভগবান বিহারের অনুমতি দিয়েছেন। ফলে তারা উত্তমরূপে বিহার প্রস্তুত করাতে লাগলেন। সেসব বিহারে দরজা ছিল না আর তাতে সাপ, বিছা, শতপদী প্রবেশ করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দরজা দিবে'। (ভিক্ষুগণ) বেড়ায় ছিদ্র করে লতা ও রশি দিয়ে দরজা বাঁধতে লাগলেন। লতা ও রশি ইঁদুর আর উঁইপোকা কেটে ফেলায় দরজা পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দরজার চৌকাঠ, দরজার খিল, হুক লাগাবার ছিদ্র করবে। দরজা খোলা যাচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, দরজায় রশি লাগাবার ছিদ্র ও দরজা টানবার রশি দেবে। দরজা বন্ধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, হুকের হাতল, তালার ছিদ্র ও দরজা লাগাবার হুক ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ দরজা বন্ধ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তালা ব্যবহার করবে। তিন প্রকারের তালা ব্যবহার করা যাবে। যথা : লোহার তালা, কাঠের তালা ও শিং-এর তালা। যে-কেউ তালা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ায় বিহারগুলো অরক্ষিতই থাকত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চাবি ব্যবহার করবে তথা তালাবদ্ধ করবে।

সেই সময় বিহারগুলো তৃণাচ্ছাদিত হওয়াতে শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে গরম হয়ে যেতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চাল বেঁধে ভেতরে ও বাইরে লেপন করবে।

সেই সময় বিহারগুলোতে জানলা না থাকায় ভেতরে অন্ধকার ও এক

প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার জানলার মধ্যে যেকোনো এক প্রকার জানলা ব্যবহার করবে। যথা : লোহার রেলিংযুক্ত জানলা, জাফরিযুক্ত জানলা ও ছোট ছোট কাঠের শলাকাযুক্ত জানলা। জানলা দিয়ে কালো বাঁদুর ঢুকতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জানলায় পর্দা দেবে। পর্দার ফাঁক দিয়ে কালো বাঁদুর ঢুকতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জানলায় খড়খড়ি ও তাকিয়া দেবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নীচে (ফ্লোরে) শয়ন করতেন। ফলে দেহ ও চীবর ময়লা হয়ে যেতো। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তৃণ দিয়ে শয্যা প্রস্তুত করবে। তৃণাদি ইঁদুর, উঁইপোকায় খেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চাটাই বিছাবে। এতে দেহ ব্যথা হয়ে যেতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বেত অথবা লতা দিয়ে তৈরি মঞ্চ ব্যবহার করবে।

খাট, চৌকি প্রভৃতি ব্যবহারের অনুমতি

২৯৭. সেই সময় সংঘ শ্মশানে ব্যবহৃত মোটা তোষক আটা একটা খাট দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মোটা তোষক আটা খাট ব্যবহার করবে। মোটা তোষক আটা চৌকি পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, মোটা তোষক আটা চৌকি ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ শ্মশানে ব্যবহৃত স্ক্রুপ দিয়ে আটা খাট পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্ক্রুপ দিয়ে আটা খাট ব্যবহার করবে। স্ক্রুপ দিয়ে আটা চৌকি পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্ক্রুপ দিয়ে আটা চৌকি ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ শ্মশানে ব্যবহৃত কাঁকড়ার পাড়ের ন্যায় বক্র পদযুক্ত খাট পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা

করছি, কাঁকড়ার পায়ের ন্যায় বক্র পদযুক্ত খাট ব্যবহার করবে। কাঁকড়ার পায়ের ন্যায় বক্র পদযুক্ত চৌকি পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, কাঁকড়ার পায়ের ন্যায় বক্র পদযুক্ত চৌকি ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ শ্মশানে ব্যবহৃত ভাঁজ করে রাখা যায় এমন খাট পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভাঁজ করে রাখা যায় এমন খাট ব্যবহার করবে। ভাঁজ করে রাখা যায় এমন চৌকি পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভাঁজ করে রাখা যায় এমন চৌকি ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ ছোট চৌকি দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছোট চৌকি ব্যবহার করবে। উচ্চ বা উঁচু (তথা উঁচু পায়াযুক্ত) চৌকি পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, উঁচু চৌকি ব্যবহার করবে। ইজিচেয়ার দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, ইজিচেয়ার ব্যবহার করবে। উঁচু পাওয়ালা ইজিচেয়ার দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, উঁচু পায়াযুক্ত ইজিচেয়ার দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, উঁচু পায়াযুক্ত ইজিচেয়ার ব্যবহার করবে। বেতের চেয়ার দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, বেতের চেয়ার ব্যবহার করবে। কাপড় আঁটা চেয়ার দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, কাপড় আঁটা চেয়ার ব্যবহার করবে। চৌকি দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, চৌকি ব্যবহার করবে। ছাগলের পায়ের ন্যায় পায়াযুক্ত চেয়ার (তথা আসন) দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাগলের পায়ের ন্যায় পায়াযুক্ত আসন ব্যবহার করবে। আমলকী গাছের আকারযুক্ত বহুপদবিশিষ্ট আসন দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, আমলকী গাছের আকারযুক্ত বহুপদবিশিষ্ট আসন ব্যবহার করবে। কাষ্ঠফলক (তক্তা) দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, কাষ্ঠফলক ব্যবহার করবে। মুঞ্জতৃণ দান পেলেন। ভগবানকে এই

বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, মুঞ্জতৃণ ব্যবহার করবে। খড়ের আসন দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, খড়ের আসন ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উচ্চ খাটে শয়ন করত। জনসাধারণ বিহারে ঘুরাফেরা করার সময় সেসব দেখে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, উচ্চ খাটে শয়ন করতে পারবে না। যে শয়ন করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু নিচু খাটে শয়নকালে সাপের কামড় খেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, খাটের পায়াগুলোতে নিচে ঠেস দিবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উচ্চখাটের পায়াগুলোতে ঠেস দিতে লাগল। এতে ঠেসসহ খাট পড়ে যেতে লাগল। জনসাধারণ বিহারে ঘুরাফেরা করার সময় সেসব দেখে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, উচ্চখাটে ঠেস ব্যবহার করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, আট আঙুল প্রমাণ ঠেস ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ সুতা বা রশি দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রশি দিয়ে খাট প্রস্তুত করবে। অনেক সুতা দেহে জড়িয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দেহে জড়িয়ে যাওয়া সুতা দিয়ে শতরঞ্জি প্রস্তুত করবে। কাপড়ের টুকুরা দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বালিশের খোল বানাবে। তুলা দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জট ছাড়িয়ে নিয়ে বালিশ বানাবে। তুলা তিন ধরণের বা প্রকারের হয়। যথা : গাছের তুলা, লতার তুলা ও তৃণের তুলা।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহের অর্ধেক মাপের (মাথা হতে কটি পর্যন্ত) বালিশ ব্যবহার করত। জনসাধারণ বিহারে ঘুরাফেরা করার সময় সেসব দেখে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান

বললেন, ভিক্ষুগণ, দেহের অর্ধেক মাপের বালিশ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তার দুষ্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মাথার মাপের বালিশ ব্যবহার করবে।

সেই সময় রাজগৃহে পর্বতের চূড়ায় একটি বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। জনসাধারণ সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসা মহা অমাত্যগণের জন্য (বিবিধ প্রকারের) গদি বা তোষক প্রস্তুত করলেন। যেমন : পশমে প্রস্তুত গদি, সূতি বস্ত্রে প্রস্তুত গদি, নারিকেলের ছোবরা দিয়ে প্রস্তুত গদি, তৃণ দিয়ে প্রস্তুত তোষক, পাতাপূর্ণ করে প্রস্তুত গদি। উৎসব সমাপ্ত হলে তারা সেসব তোষক খুলে ফেলে খোলগুলো নিয়ে গেল। (পরে) ভিক্ষুগণ সেই উৎসবস্থানে এসে বহু পশম, সূতিবস্ত্র, নারিকেলের ছোবরা, তৃণ ও পাতা পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পশমের, সূতিবস্ত্রের, নারিকেলের ছোবরার, তৃণের ও পাতার তৈরি এই পাঁচ ধরনের তোষক ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ বিছানার উপযোগী থানকাপড় দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই কাপড় দিয়ে তোষক প্রস্তুত করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খাটের তোষক চৌকিতে বিছাতে লাগলেন আর চৌকির তোষক খাটে বিছাতে লাগলেন। এতে তোষক ছিঁড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তোষকযুক্ত খাট, তোষকযুক্ত চৌকি ব্যবহার করবে। তোষককভার ছাড়া বিছাতে গিয়ে তোষক নিচে পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তোষককভার দিয়ে বিছিয়ে তোষকের সঙ্গে বেঁধে (বা মাড়িত) রাখবে। তোষক খুলে রেখে দিয়ে তোষককভার চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রং ছিটিয়ে দিবে। তবুও চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দাগ দেবে। তবুও চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চিহ্ন দেবে। তারপরও চুরি হয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, হাতের পাঁচ

আঙুলের চিহ্ন দেবে।

সাদা রং প্রভৃতি অনুমোদন

২৯৮. সেই তীর্থিয় সন্ন্যাসীদের শয়নকক্ষের বিছানা সাদা রঙের ছিল। শয়নকক্ষের মেঝে (বা ফ্লোরে) কালো রঙের আর দেয়াল গেরুয়া রঙের ছিল। বহু লোকজন সেগুলো দেখতে গমন করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বিহারে সাদা রঙের, কালো রঙের ও গেরুয়া রঙের কাজ করবে।

সেই সময় এবড়োখেবড়ো দেয়ালে সাদা রং লাগানো যাচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তুষ মিশ্রিত মাটির সঙ্গে সাদা রং মিশিয়ে নিবে। সাদা রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মিহি মাটির সঙ্গে সাদা রং মিশিয়ে নিবে। তাতেও সাদা রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গাছের আঠা ও ফুলের আঠা মিশিয়ে নিবে।

সেই সময় এবড়োখেবড়ো দেয়ালে গৈরিক রং লাগানো যাচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তুষের মাটির সঙ্গে গৈরিক রং মিশিয়ে নিবে। গৈরিক রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না। ভগবানকে... করছি, তুষ মিশ্রিত মাটির সঙ্গে গৈরিক রং মিশিয়ে নিবে। তারপরও গৈরিক রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি করছি, সরিষার খৈল ও মধুমোম মিশিয়ে নিবে। তারপরও কিন্তু গৈরিক রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, খুব ঘন করে দেবে। এরপরও গৈরিক রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নেকড়া দিয়ে মুছে ফেলবে।

সেই সময় এবড়োখেবড়ো দেয়ালে কালো রং লাগানো যাচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তুষের মাটির সঙ্গে কালো রং মিশিয়ে নিবে। কালো রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কেঁচোর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিবে। তারপরও কালো রং বেশিদিন স্থায়ী হলো না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গাছের আঠা এবং আমলকী ও হরিতকীর কষ মিশিয়ে নিবে।

কুরুচিপূর্ণ ছবি আঁকা

২৯৯. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিহারের দেয়ালে নারী-পুরুষের প্রতিকৃতি সম্বলিত কুরুচিপূর্ণ ছবি আঁকতেন। জনসাধারণ বিহারে ঘুরাফেরা করার সময় সেসব দেখে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, নারী-পুরুষের প্রতিকৃতিমূলক অশোভন ছবি আঁকতে পারবে না। যে আঁকবে তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে।

ইট প্রভৃতির দেয়াল অনুমোদন

৩০০. সেই সময় বিহারের তলা (ফ্লোর) নিচু হওয়ায় জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ফ্লোর উঁচু করবে। উঁচু ফ্লোর ভেঙে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। দেয়াল উঠতে কষ্ট হচ্ছিল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি দেবে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পড়ে যেতে লাগলেন... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন দেবে।

সেই সময় বিহারগুলো ভেতরে খোলা ছিল। ভিক্ষুগণ খোলা অবস্থায় শুইতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (মাঝখানে) পর্দা দেবে। (অনেকে) পর্দা তুলে অবলোকন করতেন... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অর্ধেক দেয়াল দেবে। অর্ধেক দেয়ালের ওপর দিয়ে অবলোকন করতেন... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারের কামরা বা কক্ষ করবে। যথা : পালকি আকারের কক্ষ, লম্বা সরু করে নালাকৃতি কক্ষ ও প্রাসাদের সর্বোপরিতলস্থ কক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড কক্ষ।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ছোট বিহারের ভেতর কক্ষ করতে লাগলেন। ফলে গমনাগমনের পথ থাকল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছোট বিহারের একপাশে আর

বড় বিহারের মাঝখানে কক্ষ করবে।

সেই সময় বিহারের খুঁটি জীর্ণ হলো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (অন্য গাছ দিয়ে) ভিত্তিস্বরূপ ঠেস দেবে। (বিহারের) খুঁটি ভিজতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বৃষ্টির পানি হতে রক্ষা করতে গোবর মিশ্রিত মাটি লেপে দিবে।

সেই সময় তৃণাচ্ছাদন হতে জনৈক ভিক্ষুর কাধের ওপর একটি সাপ পড়ে গেল। সেই ভিক্ষু ভয়ে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ ছুটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, আপনি কেন বিকট চিৎকার দিয়ে উঠলেন? তখন সেই ভিক্ষু বিষয়টি খুলে বললেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চাঁদোয়া দেবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খাট ও চৌকির পদের সঙ্গে পাত্রাদি রাখার থলি ঝুলিয়ে রেখে দিতেন। থলি ইঁদুর, উঁইপোকায় খেয়ে ফেলত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দেয়াল বা বেড়ারের হুকে এবং বেড়ায় লাগানো হাতির দাঁতের হুকে ঝুলিয়ে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চীবরগুলো খাট ও চৌকির ওপর ছুড়ে ফেলে রাখতেন। এতে চীবর ছিঁড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বিহারে চীবর রাখার জন্য বাঁশ ও রশির ব্যবস্থা করবে।

সেই সময় বিহারে বারান্দা ছিল না, যেন অবলম্বনহীন ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, একটি বারান্দা, দরজার সম্মুখে ঢাকা চত্বর, ভেতরের উঠান, ঢালু চালের প্রবেশ পথ করবে। বারান্দা খোলা ছিল, ভিক্ষুগণ শয়ন করতে লজ্জাবোধ করতেন... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, একদিকে সরানো যায় এমন পর্দা ও রিং লাগানো পর্দা ব্যবহার করবে।

ভোজনশালা অনুমোদন

৩০১. সেই সময় ভিক্ষুগণ খোলা জায়গায় ভোজন করার সময় শীত-উষ্ণে কষ্ট পেতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভোজনশালা ব্যবহার করবে।

ভোজনশালার ফ্লোর নিচু হলো। সেখানে পানি জমে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ফ্লোর উঁচু করবে। ফ্লোর ভেঙে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। দেয়াল উঠতে কষ্ট হচ্ছিল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন দেবে। ভোজনশালায় তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দিয়ে বাইরে-ভেতরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো ও মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে। চীবর ঝুলিয়ে রাখার বাঁশ, রশি ঝুলিয়ে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খোলা জায়গায় মাটিতে চীবর শুকাতেন। এতে চীবর ময়লা হয়ে যেতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চীবর শুকানোর জন্য খোলা জায়গায় বাঁশ ও রশি ঝুলিয়ে রাখবে।

খাওয়ার পানির হল অনুমোদন

খাওয়ার পানি গরম হয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পানীয়শালা, পানি রাখার স্থান বানাবে। পানি হলের ফ্লোর নিচু হওয়াতে সেখানে পানি জমে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ফ্লোর উঁচু করবে। ফ্লোর ভেঙে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল (ঘেরা) দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। দেয়াল উঠতে কষ্ট হচ্ছিল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ, কাঠের উপকরণ। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পড়ে যেতে লাগলেন... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, করছি, অবলম্বন বাহন দেবে। পানি হলে তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দিয়ে বাইরে-ভেতরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো ও মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত,

পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে। চীবর ঝুলিয়ে রাখার বাঁশ ও রশি ঝুলিয়ে রাখবে। পানি খাওয়ার গ্লাস ছিল না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পানি খাওয়ার জন্য শঙ্খের গ্লাস ও মাটির পেয়ালা বা গ্লাস।

ঘেরা বা দেয়াল অনুমোদন

৩০২. সেই সময়ে বিহারগুলোতে ঘেরা বা দেয়াল ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। কামরা ছিল না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কামরা বানিয়ে নেবে। কামরার তলা বা ফ্লোর নিচু হলো; তাতে পানি জমতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি,, ফ্লোর উঁচু করবে। কামরায় দরজা ছিল না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দরজা, দরজার চৌকাঠ, দরজার খিল, হুক লাগাবার ছিদ্র, হুকের হাতল, তালার ছিদ্র, হুক, দরজায় রশি লাগাবার ছিদ্র ও দরজা টানবার রশি দেবে। কামরায় তৃণচূর্ণ ঝরে পড়তে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দিয়ে বাইরে-ভেতরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো ও মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে।

সেই সময় পরিবেণের উঠান (প্রাঙ্গন) কাদায় মাখামাখি হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নুড়িপাথর ছিটিয়ে দেবে। নুড়িপাথরের সংকুলান হচ্ছিল না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাথরখণ্ড ফেলিয়ে দেবে। পানি জমে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পানি বের হয়ে যাবার নালা করে দেবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পরিবেণের এখানে-সেখানে অগ্নি জ্বালাতে লাগলেন। ফলে পরিবেণ নোংরা হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, (নির্দিষ্ট) একদিকে অগ্নিশালা তৈরি করবে। অগ্নিশালার ফ্লোর নিচু হলো। সেখানে পানি জমে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ফ্লোর উঁচু করবে। ফ্লোর ভেঙে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে দেয়াল দেবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল... হে

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করবে। যথা : ইটের উপকরণ, পাথরের উপকরণ ও কাঠের উপকরণ। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অবলম্বন বাহন দেবে। অগ্নিশালায় দরজা ছিল না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দরজা, দরজার চৌকাঠ, দরজার খিল, হুক লাগাবার ছিদ্র, হুকের হাতল, তালার ছিদ্র, হুক, দরজায় রশি লাগাবার ছিদ্র, দরজা টানবার রশি দেবে। অগ্নিশালায় তৃণচূর্ণ ঝরে পড়তে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দিয়ে বাইরে-ভেতরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো ও মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে। চীবর ঝুলিয়ে রাখার বাঁশ ও রশি ঝুলিয়ে রাখবে।

বিহার পরিবেষ্টন অনুমোদন

৩০৩. সেই সময় বিহার অপরিবেষ্টিত ছিল। গরু, ছাগল বিহার এলাকায় প্রবেশ করে রোপিত চারাগাছ বিনষ্ট করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন প্রকারের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার বেড়া দিয়ে বিহার পরিবেষ্টিত করবে। যথা : বাঁশ দিয়ে, কাঁটা ঝোপ দিয়ে এবং খাত করে দিয়ে। গেটঘর ছিল না। তদ্ধেতু আগের মতন গরু, ছাগল বিহার এলাকায় প্রবেশ করে রোপিত চারাগাছ বিনষ্ট করতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গেটঘর, কাটাগাছ দিয়ে তৈরি গেট, দুই দরজাবিশিষ্ট গেট, তোরণ ও দুটি কাষ্ঠখণ্ডের ওপর স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ডের গেট দেবে। গেটঘরে তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ছাউনি দিয়ে বাইরে-ভেতরে লেপন করবে। সেই সঙ্গে সাদা, কালো, মাটিরঙের আস্তরণ এবং ফুলের মালা, লতা, মাছের দাঁত, পঞ্চ পাপড়ির নকশা আঁকবে। বিহার কর্দমাক্ত হতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নুড়িপাথর ছিটিয়ে দেবে। নুড়িপাথরে সংকুলান হচ্ছিল না... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাথরখণ্ড ফেলে দেবে। পানি জমে যেতে লাগল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পানি বের হয়ে যাবার নালা করে দেবে।

সেই সময় মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সংঘের সুবিধার জন্য চুন-মাটি লেপন করা প্রাসাদ প্রস্তুত করে দিতে ইচ্ছুক হলেন। তখন ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—ভগবান কি ছাদের অনুমতি দিয়েছেন নাকি

দেননি? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকার উপকরণের মধ্যে যেকোনো এক প্রকার উপকরণ দিয়ে ছাদন দিবে। যথা : ইটের উপকরণ, শিলা বা পাথরের উপকরণ, চুনামাটির উপকরণ, তৃণের উপকরণ ও পাতার উপকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনাথপিণ্ডিকের কাহিনি

৩০৪. গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর ভগ্নিপতি হতেন। তখন কোনো এক করণীয় কর্তব্যের আবশ্যকতায় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহে আসলেন। সেই সময় রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাই তিনি দাস ও কর্মচারীদের আদেশ করছেন, ওহে! তুমি খুব ভোরে উঠে যবাগূ পাক করবে, তুমি ভাত পাক করবে আর তুমি সূপ প্রস্তুত করবে, তুমি অবশিষ্ট কাজগুলো করবে।

তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের মনে এ চিন্তা উদয় হলো—পূর্বে এই গৃহপতি তো আমি আসলে সব কাজ ফেলে রেখে আমার সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ করতেন। অথচ এখন তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে দাস ও কর্মচারীদের আদেশ করছেন। ওহে! তুমি খুব ভোরে উঠে যবাগূ পাক করবে, তুমি ভাত পাক করবে আর তুমি সূপ প্রস্তুত করবে, তুমি অবশিষ্ট কাজগুলো করবে। আচ্ছা, এই গৃহপতির বাড়িতে কী আবাহ হবে? না বিবাহ হবে? নাকি মহাযজ্ঞ হবে? অথবা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সৈন্য-সামন্তসহ আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন?

রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী (তাঁর) দাস, কর্মচারীদের আদেশ দেওয়া শেষ করে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ করে একান্তে বসে পড়লেন। এবার গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীকে এরূপ বললেন, গৃহপতি, ইতিপূর্বে আমি আসলে আপনি সব কাজ ফেলে রেখে আমার সঙ্গে প্রীতি সম্ভাষণ করতেন। অথচ আজ আপনি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে দাস, কর্মচারীদের আদেশ করে যাচ্ছিলেন। ওহে, তুমি খুব ভোরে উঠে যবাগূ পাক করবে, তুমি ভাত পাক করবে আর তুমি সূপ প্রস্তুত করবে, তুমি অবশিষ্ট কাজগুলো করবে। আচ্ছা, গৃহপতি, আপনার বাড়িতে কী আবাহ হবে? না, বিবাহ

হবে? নাকি মহাযজ্ঞ হবে? অথবা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সৈন্য-সামন্তসহ আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন? উত্তরে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী বললেন, গৃহপতি, আমার বাড়িতে আবাহও হবে না, বিবাহও হবে না আর মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারও সৈন্য-সামন্তসহ আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রিত হননি। তবে হ্যাঁ, আমার বাড়িতে মহাযজ্ঞ উপস্থিত হয়েছে; আগামীকালের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘ আমার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক বলে উঠলেন, গৃহপতি, আপনি কি বুদ্ধ বললেন? রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী—গৃহপতি, হ্যাঁ, বুদ্ধই বললাম। গৃহপতি, আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি, হ্যাঁ, বুদ্ধই বললাম। গৃহপতি, আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি, হ্যাঁ, বুদ্ধই বললাম। গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক বললেন, গৃহপতি, "বুদ্ধ" এই শব্দটি তো জগতে দুর্লভ! গৃহপতি, এই সময় কি আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করতে উপস্থিত হতে পারি? গৃহপতি, এখন সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করতে উপস্থিত হবার সময় নয়।" আপনি আগামীকাল সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করতে উপস্থিত হোন।

তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক 'আগামীকাল ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করতে যাবো' এরূপ বুদ্ধগত চেতনায় শয়ন করলেন। শয়ন করলেন বটে, চোখে ঘুম এলো না। রাতে 'ভোর হয়েছে' ভেবে তিন তিনবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

৩০৫. অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক (ভোর হবার আগেই) নগরদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। দেবতাগণ দ্বার খুলে দিলেন। অনাথপিণ্ডিক নগর হতে বের হবার পর আলো অন্তর্হিত হলো, চারিদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এতে তাঁর মনে ভয়, শঙ্কা ও রোমাঞ্চ উৎপন্ন হলো। তিনি সেখান হতে ফিরে আসতে উদ্যত হলেন। তখন সিবক যক্ষ নেপথ্যে থেকে মনুষ্য শব্দে বললেন :

শত হাতি, শত অশ্ব, অশ্বতরী রথ,
শতসহস্র কন্যা আর মণিকুণ্ডল ত্যজে;
হয় না পুণ্য ষোড়শাংশ সম তার—
বিহারে এক পদক্ষেপ গমনে।
হও অগ্রসর গৃহপতি, হও অগ্রসরে রত
অগ্রসরই শ্রেয় তব, নহে শ্রেয় বিরত।

অমনি গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের চারিপার্শ্বস্থ অন্ধকার অন্তর্হিত হলো।

আলো ঝলমল করে জ্বলে উঠল। তাঁর যেই ভয়, শঙ্কা, রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়েছিল, সেসব বিদূরীত হলো। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার... আলো অন্তর্হিত হলো। গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এতে তাঁর মনে ভয়, শঙ্কা ও রোমাঞ্চ উৎপন্ন হলো। তিনি সেখান হতে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। তৃতীয়বারেও সিবক যক্ষ নেপথ্যে থেকে মনুষ্যশব্দে বললেন :

শত হাতি, শত অশ্ব, অশ্বতরী রথ,
শতসহস্র কন্যা আর মণিকুণ্ডল ত্যজে;
হয় না পুণ্য ষোড়শাংশ সম তার—
বিহারে এক পদক্ষেপ গমনে।
হও অগ্রসর গৃহপতি, হও অগ্রসরে রত
অগ্রসরই শ্রেয় তব, নহে শ্রেয় বিরত।

তৃতীয়বারও গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের অন্ধকার অন্তর্হিত হলো। আলো ঝলমল করে জ্বলে উঠল। তাঁর যেই ভয়, শঙ্কা ও রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়েছিল, সবই বিদূরীত হলো।

অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক শীতবনে উপস্থিত হলেন। সেই সময় ভগবান রাত শেষে খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করে খোলা জায়গায় চঙ্ক্রমণে রত ছিলেন। ভগবান দূরে থাকতেই গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এগিয়ে আসতে দেখলেন। অমনি ভগবান চঙ্ক্রমণস্থান ত্যাগ করে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লেন। বসে পড়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে আহ্বান করে বললেন, এসো সুদত্ত। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক 'ভগবান আমার নাম উল্লেখ করে আলাপ করছেন' ভেবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করে বললেন, ভন্তে, ভগবান সুখে শয়ন করেছেন তো? উত্তরে ভগবান বললেন :

সর্বদা সুখী তিনি, যেই ব্রাহ্মণ পরিনিবৃত,
কাম্যবিষয়ে লিপ্ত নন, উপধিহীন, শান্তিতে নিমগ্ন।
সব আসক্তি করে ছেদন, হৃদয়ে ক্লেশ বিনোদন,
চিত্ত শান্তপ্রাপ্ত, উপশান্ত সুখে থাকেন ভগবান।

অমনি ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ধারাবাহিক ধর্মদেশনা প্রদান করতে থাকলেন। যথা : দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের উপদ্রব, হীনতা, নীচতা এবং নৈষ্ক্রম্যের সুফল প্রকাশ করলেন। ভগবান যখন জানতে পারলেন, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের চিত্ত পবিত্র, কোমল, নীবরণমুক্ত, উন্নত ও

প্রসন্ন হয়েছে, তখন বুদ্ধগণের প্রশংসিত ধর্মদেশনা চারি আর্যসত্য ব্যাখ্যা করলেন। যথা : দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। পরিষ্কার সাদা বস্ত্র যেমন ভালোভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, ঠিক তেমনিভাবে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের সেই আসনেই বিরজ, পরিশুদ্ধ ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়। যা কিছু উৎপত্তিধর্মী, তা সবই নিরোধধর্মী বলে প্রতিভাত হলো। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ধর্ম প্রত্যক্ষ করে, আয়ত্ত করে, জ্ঞাত হয়ে, বোধগম্য করে ধর্মের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে, সন্দেহমুক্ত ও সংশয়মুক্ত হয়ে বুদ্ধের শাসনে পরের ওপর নির্ভর না করে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হলেন। অমনি ভগবানকে বললেন, ভন্তে, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করা হয়, আচ্ছাদিতকে প্রকাশিত করা হয়, মূর্খকে পথ প্রদর্শন করা হয়, চক্ষুষ্মান রূপ দেখার জন্য অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করা হয়, ঠিক তেমনি ভগবান নানা উপায়ে ধর্ম প্রকাশিত করলেন। ভন্তে, ভগবান আমি আজ বুদ্ধের, তাঁর প্রচারিত ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন। ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক ভগবানপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘ আগামীকাল ভোজনের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবে সম্মতি প্রদান করলেন।

অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে আসন হতে উঠলেন। এরপর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। এদিকে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী শুনতে পেলেন, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক নাকি আগামীকালের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

৩০৬. তখন রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বললেন, গৃহপতি, আপনি নাকি আগামীকালের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন? গৃহপতি, আপনি তো আমার অতিথি; তাই আমি আপনাকে খরচ নির্বাহের টাকা দিতেছি। আপনি এই টাকায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করুন। অনাথপিণ্ডিক বললেন, গৃহপতি, ধন্যবাদ। তবে আমার কাছে খরচ নির্বাহের টাকা রয়েছে। আমি সেই টাকায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করব।

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনতে পেলেন, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক নাকি আগামীকালের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তখন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বললেন, গৃহপতি, আপনি নাকি আগামীকালের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন?

গৃহপতি, আপনি তো আমার অতিথি; তাই আমি আপনাকে খরচ নির্বাহের টাকা দিতেছি। আপনি এই টাকায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করুন। অনাথপিণ্ডিক বললেন, দেব, ধন্যবাদ। তবে আমার কাছে খরচ নির্বাহের টাকা রয়েছে। আমি সেই টাকায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করব।

অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই রাত শেষে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়ে নিলেন। এরপর ভগবানকে ভোজনের সময় জ্ঞাপন করলেন, ভন্তে, ভোজনের সময় হয়েছে, ভোজন প্রস্তুত। অমনি ভগবান প্রভাতবেলা বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক নিজের হাতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান করে পরিতৃপ্ত করলেন। ভগবান আহার গ্রহণ শেষে পাত্র হতে হাত অবসৃত করলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক একপাশে বসে পড়লেন। একপাশে বসা অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আপনি ভিক্ষুসংঘসহ শ্রাবস্তীতে (আসছে) বর্ষাবাস যাপন করার জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান বললেন, গৃহপতি, নির্জনস্থানে তথাগত অভিরমিত হন। অনাথপিণ্ডিক—ভগবান, আমি জ্ঞাত হয়েছি। সুগত, আমি জ্ঞাত হয়েছি। ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ধর্মকথায় উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত এবং সম্প্রহর্ষিত করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৩০৭. সেই সময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের বহু মিত্র, সহচর এবং মতানুসারী ব্যক্তি ছিলেন। অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহে তাঁর করণীয় কাজ শেষ করে শ্রাবস্তী উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনি পথের মধ্যে বহুজনতাকে অনুরোধ করলেন, আর্যগণ, আরাম তথা বাসস্থান প্রস্তুত করুন, বিহার প্রস্তুত করুন, দানীয় বস্তু প্রস্তুত করুন। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। আমি সেই ভগবানকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। তিনি এই রাস্তা দিয়ে আসবেন। সেই জনতা গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রণোদিত হয়ে আরাম তথা বাসস্থান প্রস্তুত করলেন, বিহার প্রস্তুত করলেন, দানীয় বস্তু সংগ্রহ করে রাখলেন।

এদিকে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তী পৌঁছলেন। অমনি সমস্ত শ্রাবস্তী নগর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, ভগবান কোথায় অবস্থান করবেন; যা গ্রাম হতে অতি দূরে হবে না, হবে না অতি নিকটেও। আরও হবে গমনাগমনযোগ্য, দর্শন প্রত্যাশীগণের যাবার যোগ্য; দিনে অল্প জনসমাগম,

রাতে নিঃশব্দ, কোলাহলমুক্ত, নির্জনতায় পরিব্যাপ্ত, মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত এবং ধ্যানের উপযোগী।

গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক (ঘুরতে ঘুরতে) জেতরাজ কুমারের উদ্যানটি দেখতে পেলেন। যেটি গ্রাম হতে অতি দূরে নয়, নয় অতি কাছেও। উপরন্তু গমনাগমনযোগ্য, দর্শন প্রত্যাশীগণের যাবার যোগ্য; দিনে অল্প জনসমাগম, রাতে নিঃশব্দ, কোলাহলমুক্ত, নির্জনতায় পরিব্যাপ্ত, মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত এবং ধ্যানের উপযোগী। এসব দেখে তিনি জেতরাজ কুমারের কাছে উপস্থিত হলেন। অমনি জেতরাজ কুমারকে বললেন, আর্যপুত্র, বিহার নির্মাণ করার জন্য আপনার উদ্যানটি আমাকে প্রদান করুন। জেতরাজ কুমার—না, গৃহপতি। উদ্যান দিতে পারব না। তবে পুরো উদ্যানের উপরিভাগ মুদ্রা বিছিয়ে আবৃত করে দিতে পারলে দিতে পারি। অনাথপিণ্ডিক—আর্যপুত্র, আমি আপনার প্রস্তাব স্বীকার করলাম। উদ্যানটি গৃহীত হলো। জেতরাজ কুমার—না, গৃহপতি, উদ্যানটি গৃহীত হয়নি। শেষমেষ জেতরাজ কুমার গৃহীত হয়েছে নাকি গৃহীত হয়নি? এই মীমাংসায় মহামাত্যের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। মহামাত্য বললেন, আর্যপুত্র, যখন আপনার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অতএব উদ্যান গৃহীত হয়েছে। এবার গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক শকট দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা এনে জেতবন উদ্যানের উপরিভাগ আবৃত করে দিতে লাগলেন। একাধিকবার আনীত স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা পুরো উদ্যানের সামান্য স্থানে সংকুলান হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক তার কর্মচারীগণকে আদেশ করলেন, সৌম্য, যাও এক্ষুণি (আরও) স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আস। এদিকে জেতরাজ কুমারের মনে এ চিন্তা উদয় হলো—এই কাজ কিছুতেই অল্প মহত্ত্বপূর্ণ হবে না। এই গৃহপতি যেভাবে তার বহু স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করছেন। এই চিন্তা থেকে তিনি গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বললেন, গৃহপতি, যথেষ্ট হয়েছে। সেই শূন্যস্থান আবৃত করবেন না। আমাকে সেই শূন্যস্থান প্রদান করুন। সেটা আমার দান হবে। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক চিন্তা করলেন, 'এই জেতকুমার সম্মানিত, প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি, এই বুদ্ধের শাসনে ঈদৃশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রসন্নতা লাভদায়ক।' ফলে সেই শূন্যস্থান জেতরাজ কুমারকে প্রদান করলেন। তখন জেতকুমার সেই শূন্যস্থানে তোরণ নির্মাণ করলেন।

অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক জেতবন বিহার নির্মাণ করালেন। পরিবেণ বা ভিক্ষুগণের বাসস্থান নির্মাণ করালেন। কক্ষ, ভোজনশালা, অগ্নিশালা, ভাণ্ডার ঘর তথা খাদ্য স্টোর, পায়খানা ঘর, চঙ্ক্রমণপথ, চঙ্ক্রমণশালা, কুয়া, জলকূপশালা, স্নানের স্থান, স্নানাগার, পুকুর, মণ্ডপ নির্মাণ

করালেন।

৩০৮. তখন ভগবান রাজগৃহে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করে বৈশালীর অভিমুখে পদব্রজে রওনা দিলেন। অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে বৈশালীতে এসে পৌঁছলেন। অমনি ভগবান বৈশালীস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় জনসাধারণ মেরামতের কাজ করতে গিয়ে নতুন বিহার নির্মাণ করতে লাগলেন। যেই ভিক্ষুগণ সেই নতুন বিহার নির্মাণ কাজে দিক-নির্দেশনা দিতেন, তারা চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা সমাদৃত হতেন। তখন জনৈক গরিব দর্জির মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—এই লোকজন যেই নিয়মে নতুন বিহার নির্মাণ করতেছেন, তা' অনুন্নত হবে না। কাজেই আমিও নতুন বিহার নির্মাণ করব। অমনি সেই গরিব দর্জি নিজে মাটি মর্দন করে ইট বানিয়ে দেয়াল তুলতে লাগল। অনভিজ্ঞতার কারণে সেই দেয়াল বাঁকা হত, ভেঙে পড়ে যেত। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারেও সেই গরিব দর্জি নিজে মাটি মর্দন করে ইট বানিয়ে দেয়াল তুলল। অনভিজ্ঞতার কারণে প্রতিবারেই তার সেই দেয়াল বাঁকা হত, ভেঙে পড়ে যেত।

অমনি সেই গরিব দর্জি অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগল—এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের যারা চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্যাদি দিয়ে সমাদর করেন, কেবল তাদেরকেই এঁরা উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন এবং নতুন বিহার নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেন। আমি গরিব বলে কেউই আমাকে উপদেশ দেন না, অনুশাসন করেন না এবং নতুন বিহার নির্মাণকাজে দিন-নির্দেশনা দেন না। ভিক্ষুগণ গরিব দর্জির সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করা শুনতে পেলেন। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করলেন। বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নতুন বিহার নির্মাণ কাজে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ, নবকর্মী বা নতুন কাজে দিন-নির্দেশনাকারীকে এভাবে উৎসুক্য হতে হবে—কীভাবে অতি দ্রুত বিহার নির্মাণকাজ শেষ হবে আর কীরূপে (বিহারের) মেরামত কাজ সম্পাদন করা হবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে নবকর্মীকে দায়িত্ব দিবে :

প্রথমে সেই ভিক্ষুর মত দিবে। এরপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

৩০৯. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি

সংঘ উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে অমুক নামের গৃহপতির (নির্মাণরত) বিহারের নির্মাণকাজ দেখাশুনা করার দায়িত্ব অমুক নামের ভিক্ষুকে প্রদান করতে পারেন। এটিই প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ: ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের গৃহপতির (নির্মাণরত) বিহারের নির্মাণকাজ দেখাশুনা করার দায়িত্ব অমুক নামের ভিক্ষুকে প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের গৃহপতির (নির্মাণরত) বিহারের নির্মাণকাজ দেখাশুনা করার অমুক নামের ভিক্ষুকে প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের গৃহপতির (নির্মাণরত) বিহারের নির্মাণকাজ দেখাশুনা করার দায়িত্ব অমুক নামের ভিক্ষুকে প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অগ্র আসন প্রভৃতি অনুমোদন

৩১০. তখন ভগবান বৈশালীতে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করে শ্রাবস্তীর অভিমুখে পদব্রজে রওনা দিলেন। সেই সময় ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের আগে আগে গমনপূর্বক বিহারের শয্যাসনগুলো অধিকার করতে লাগল। এটি আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য হবে, এটি আমাদের আচার্যের জন্য হবে, এটি আমাদের জন্য হবে।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের পেছন পেছন গমন করলেন। এদিকে বিহার ও শয্যাসনগুলো ইতোমধ্যে অধিকৃত হয়ে যাওয়ায় তিনি কোনো শয্যাসন পেলেন না। ফলে তিনি একটি গাছের তলায় অবস্থান করলেন। ভগবান রাত শেষে ভোরে বিছানা থেকে উঠে কাঁশি দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রও কাঁশি দিলেন। ভগবান বললেন, কে ওখানে? সারিপুত্র বললেন, ভন্তে, আমি সারিপুত্র। ভগবান—সারিপুত্র, তুমি ওখানে অবস্থান করছ, কেন? তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে পুরো বিষয়টি জানালেন। অমনি ভগবান এ বিষয়ে এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের আগে আগে গমনপূর্বক বিহারের শয্যাসনগুলো অধিকার করেছে—'এটি আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য হবে, এটি আমাদের আচার্যের জন্য হবে, এটি আমাদের জন্য হবে' বলে বলে। ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা

সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... সেই মোঘপুরুষেরা কেনই বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের আগে আগে গমনপূর্বক বিহারের শয্যাসনগুলো অধিকার করেছে—'এটি আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য হবে, এটি আমাদের আচার্যের জন্য হবে, এটি আমাদের জন্য হবে' বলে বলে। ভিক্ষুগণ, তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভিক্ষুগণ, কে অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত?

ভিক্ষুগণের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি ক্ষত্রিয়কুল হতে প্রব্রজিত হয়েছেন, তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি ব্রাহ্মণকুল হতে প্রব্রজিত হয়েছেন, তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি মধ্যবিত্ত পরিবার হতে প্রব্রজিত হয়েছেন, তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি সূত্রপিটকে অভিজ্ঞ তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি বিনয়ধর তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি ধর্মকথিক তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি প্রথম ধ্যানলাভী তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি তৃতীয় ধ্যানলাভী তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি চতুর্থ ধ্যানলাভী তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি স্রোতাপন্ন তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি সকৃদাগামী লাভ করেছেন, তিনি... উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি অনাগামী লাভ করেছেন তিনি... উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি ত্রিবিদ্যালাভী তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত। কেউ কেউ বললেন, ভন্তে, যিনি ষড়াভিজ্ঞা লাভ করেছেন তিনি অগ্র আসন, অগ্র জল ও অগ্র পিণ্ড লাভের উপযুক্ত।

তিতির জাতক

৩১১. অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, ভিক্ষুগণ, পুরাকালে হিমালয় অঞ্চলে একটি বড় নিগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করে তিন বন্ধু বাস করত। তিন বন্ধুর মধ্যে একটি তিতির পাখি, একটি বানর ও একটি হাতি। তারা একে অপরকে গৌরব, মান্য না করে এবং সমজীবিপরায়ণ না হয়ে বাস করত। ভিক্ষুগণ, একদা তাদের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—বাস্তবিক, আমাদের জানা উচিত যে, আমাদের মধ্যে কে জন্মের দিক থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ? যদি আমরা সেটা জানতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা তাকে গৌরব করব, মান্য করব, পূজা করব। তাঁর উপদেশ পালন করব।

ভিক্ষুগণ, তখন তিতির ও বানর হাতিকে জিজ্ঞেস করল–আচ্ছা, বন্ধু, তোমার কি কোনো পুরনো ঘটনা স্মরণ আছে? হাতি বলল, বন্ধুগণ, আমি যখন শাবক ছিলাম, তখন এ নিগ্রোধ গাছকে জঙ্ঘার নিচে রেখে গমন করতাম। গাছের অগ্রভাগের আগা আমার উদর স্পর্শ করত। বন্ধুগণ, আমার এই পুরনো ঘটনা স্মরণ আছে।

এবার তিতির ও হাতি বানরকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বন্ধু, তোমার কি কোনো পুরনো ঘটনা স্মরণ আছে? বানর—বন্ধুগণ, আমি যখন শাবক ছিলাম, তখন এ নিগ্রোধ গাছের অগ্রভাগের আগা মাটিতে বসে খেতাম। বন্ধুগণ, আমার এই পুরনো ঘটনা স্মরণ আছে।

অতঃপর বানর ও হাতি তিতিরকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বন্ধু, তোমার কি কোনো পুরনো ঘটনা স্মরণ আছে? তিতির—বন্ধুগণ, অমুক স্থানে একটা বড় নিগ্রোধ গাছ ছিল। সেই গাছ থেকে ফল খেয়ে আমি এ স্থানে মল ত্যাগ করেছিলাম। সেই মল থেকে এই নিগ্রোধ গাছের উৎপত্তি। বন্ধুগণ, সেই সময়ও আমি বয়সে অপেক্ষাকৃত অধিক ছিলাম।

ভিক্ষুগণ, তখন বানর ও হাতি তিতিরকে এরূপ বলল, বন্ধু, তুমি আমাদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। সেই কারণে আমরা তোমাকে গৌরব করব, মান্য করব, পূজা করব আর তোমার উপদেশ প্রতিপালন করব। ভিক্ষুগণ, অমনি তিতির বানর ও হাতিকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করাল। নিজেও পঞ্চশীল গ্রহণ করে পালন করতে লাগল। সেই হতে তারা একে অপরকে গৌরব, মান্য, সমজীবীপরায়ণ হয়ে অবস্থান করে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, এটি তিতির ব্রহ্মচর্য নামক কথিত হয়েছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান করে ধর্মাভিজ্ঞ নর,
ইহজন্মে প্রশংসা লভে, পরজন্মে সুগতি অপার।

হে ভিক্ষুগণ, সেই তির্যক প্রাণী একে অপরকে গৌরব, মান্য করে সমভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করেছিল। ভিক্ষুগণ, অথচ এখানে তোমরা সুব্যাখ্যাত ধর্মে প্রব্রজিত হয়ে একে অপরকে অগৌরব, অমান্য ও অসমভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করবে, এটা কী তোমাদের শোভা পায়? ভিক্ষুগণ, তোমাদর এই কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, জ্যেষ্ঠতা অনুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, কুশল জিজ্ঞাসা এবং অগ্র আসন, অগ্র জল, অগ্র পিণ্ড প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ, সংঘের অধিকারভুক্ততে জ্যেষ্ঠতা প্রতিবন্ধক ঘটাতে পারবে না। যে ঘটাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

বন্দনার অযোগ্য পুদ্গল (ব্যক্তি)

৩১২. হে ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ব্যক্তি বন্দনার অযোগ্য। যথা : ১) আগে উপসম্পদালাভী ভিক্ষুর কাছে পরে উপসম্পদালাভী ভিক্ষু বন্দনার অযোগ্য, ২) উপসম্পদা অলাভী (উপসম্পদালাভীর কাছে) বন্দনার অযোগ্য, ৩) নানাসংবাসক (অর্থাৎ যেই ভিক্ষুর সঙ্গে বিনয় সম্পর্কিত কার্য করা চলে না, তেমন ভিক্ষু) ও বয়োজ্যেষ্ঠ অধর্মবাদী ভিক্ষু বন্দনার অযোগ্য, ৪) নারী (অর্থাৎ ভিক্ষুণী যেকোনো ভিক্ষুর কাছে) বন্দনার অযোগ্য, ৫) নপুংসক বন্দনার অযোগ্য, ৬) পরিবাস ব্রত পালনকারী ভিক্ষু বন্দনার অযোগ্য, ৭) মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু বন্দনার অযোগ্য, ৮) মানত্তযোগ্য ভিক্ষু বন্দনার অযোগ্য, ৯) মানত্ত ব্রত পালনে রত ভিক্ষু বন্দনার অযোগ্য, ১০) আহ্বানার্হ ভিক্ষু বন্দনার অযোগ্য। ভিক্ষু, এই দশ প্রকার ব্যক্তি বন্দনার অযোগ্য।

ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার পুদ্গল বন্দনার যোগ্য। যথা : ১) পরে উপসম্পদালাভীর কাছে আগে উপসম্পদালাভী ভিক্ষু বন্দনার যোগ্য, ২) নানাসংবাসক বয়োজ্যেষ্ঠ ধর্মবাদী ভিক্ষু বন্দনার যোগ্য, ৩) ভিক্ষুগণ, দেবলোকে, জগতে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সঙ্গে প্রজা এবং দেব-মনুষ্যের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বন্দনার যোগ্য। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বা তিনজন পুদ্গল বন্দনার যোগ্য।

আসন অধিকার করা নিষিদ্ধ

৩১৩. সেই সময় জনসাধারণ সংঘের উদ্দেশ্যে বাসগৃহ (অর্থাৎ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নির্মিত বড় ঘর), বিছানা ও উন্মুক্তস্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুরা 'ভগবান সংঘের অধিকৃত দ্রব্যে জ্যেষ্ঠতা অনুসরণের অনুজ্ঞা দিয়েছেন, সংঘের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা দ্রব্যে নয়' এরূপ ভেবে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের আগে আগে গমনপূর্বক বাসগৃহ, বিছানা ও উন্মুক্তস্থান অধিকার করতে লাগল। এটি আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য হবে, এটি আমাদের আচার্যের জন্য হবে, এটি আমাদের জন্য হবে।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের পেছনে পেছনে গমন করলেন। এদিকে বাসগৃহ, বিছানা ও উন্মুক্তস্থান ইতোমধ্যে অধিকৃত হয়ে যাওয়ায় তিনি সেসব কিছুই পেলেন না। ফলে একটি গাছের তলায় অবস্থান করলেন। ভগবান রাত শেষে ভোরে বিছানা থেকে উঠে কাঁশি দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রও কাঁশি দিলেন। ভগবান বললেন, কে ওখানে? সারিপুত্র—ভন্তে, আমি সারিপুত্র। ভগবান—সারিপুত্র, তুমি ওখানে অবস্থান করছ, কেন? তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে পুরো বিষয়টি জানালেন। অমনি ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুরা 'ভগবান সংঘের অধিকৃত দ্রব্যে জ্যেষ্ঠতা অনুসরণের অনুজ্ঞা দিয়েছেন, সংঘের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা দ্রব্যে নয়' এরূপ ভেবে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের আগে আগে গমনপূর্বক বাসগৃহ, বিছানা, উন্মুক্তস্থান অধিকার করেছে—'এটি আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য হবে, এটি আমাদের আচার্যের জন্য হবে, এটি আমাদের জন্য হবে' বলে বলে। ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত করে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সংঘের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা দ্রব্যে জ্যেষ্ঠতা প্রতিবন্ধক ঘটাতে পারবে না। যে ঘটাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

গৃহী ব্যবহৃত আসন অনুমোদন

৩১৪. সেই সময় জনসাধারণ আহার গ্রহণের সময় নিজেদের বাড়িতে উচ্চ আসন, মহা আসন সজ্জিত করত। যথা : উঁচু বর্গাকার চৌকি, পায়াতে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ছবি খোদাই করা আসন (পালঙ্ক?), পশমের গদি,

উজ্জ্বল রঙে বার্নিশ করা চেয়ার, পশমি কাপড় দিয়ে তৈরি চেয়ার, সূক্ষ্ম চর্মাবরণ দিয়ে তৈরি আসন, তুলা দিয়ে প্রস্তুত করা বালিশ, সূচিকর্ম দ্বারা বিভিন্ন চিত্র করা চাদর, চতুষ্পার্শ্বে ঝালরযুক্ত চাদর, একপার্শ্বে ঝালরযুক্ত চাদর, রত্ন দিয়ে অলংকৃত বিছানার রেশমি চাদর, রেশমি কম্বল, বড় কার্পেট, হাতির পিঠের কাপড়খণ্ড, ঘোড়ার পিঠের কাপড়খণ্ড, রথের কাপড়খণ্ড, মৃগ চামড়া দ্বারা তৈরি বিছানার চাদর, কদলি বা কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া দিয়ে তৈরি বিছানার চাদর, শামিয়ানা টাঙানো বিছানা, উভয়পার্শ্বে লাল গদি আছে এমন বিছানা। ভিক্ষুগণ সংকোচবশত সেখানে উপবেশন করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, উঁচু বর্গাকার চৌকি, পায়াতে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ছবি খোদাই করা পালঙ্ক ও তুলা দিয়ে প্রস্তুত বালিশ এই তিনটি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট গৃহী ব্যবহৃত আসনে উপবেশন করবে, তবে শয়ন করবে না।

জেতবন বিহার অনুমোদন

৩১৫. তখন ভগবান অনুক্রমে পদব্রজে বিচরণ করতে করতে শ্রাবস্তীতে পৌঁছলেন। অমনি শ্রাবস্তীস্থ অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকাল আমার বাড়িতে ভোজন গ্রহণ করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌন থেকে সম্মতি প্রকাশ করলেন। গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এবার ভগবানকে অভিবাদন করে তার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই রাত শেষে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়ে নিলেন। এরপর ভগবানকে ভোজনের সময় জানালেন, ভন্তে, ভোজনের সময় হয়েছে, ভোজন প্রস্তুত। ভগবান প্রভাতবেলা বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন ভিক্ষুসংঘসহ। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক নিজের হাতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত উত্তম খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করে পরিতৃপ্ত করলেন। আহার গ্রহণ শেষ করে ভগবান পাত্র হতে অবসৃত করলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে বসা অনাথপিণ্ডিক

ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আমি জেতবন সম্বন্ধে কী নিয়ম অনুসরণ করব? ভগবান বললেন, হে গৃহপতি, তাহলে আপনি জেতবন বিহারটি চতুর্দিক হতে আগত অনাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করুন। "ভন্তে, এরূপই হবে" বলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের কথায় সম্মতি জানিয়ে জেতবন বিহার চতুর্দিক হতে আগত অনাগত ভিক্ষুসংঘকে দান করলেন। তখন ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের দান এই গাথা দিয়ে অনুমোদন করলেন :

শীত উষ্ণ ধ্বংসে, হিংস্র জন্তু হতে,
সর্প মশক উপদ্রব আর শিশির বৃষ্টিপাতে;
দুর্নিবার বাতাস, তাপ নিবারিত করণে,
সুখার্থে মুক্তি লাভার্থে ধ্যান বিদর্শনে।
সংঘকে বিহার দান, অগ্রদান কহেন বুদ্ধগণে,
বিজ্ঞজন এ অর্থপূর্ণ বাক্য, গুণ দর্শনে।
গড়েন রম্য বিহার, সুপণ্ডিত বাস তরে,
দেয় দান অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয়নাসন তাদেরে।
দানে রাখবে চিত্ত অকুটিল আর সরল,
হয় প্রসন্ন চিত্তের দান, অতীব উত্তম।
বিজ্ঞজনের ধর্মদেশনায় সর্বদুঃখ হরে,
এ ধর্ম জ্ঞাতে হবে পরিনির্বাণ, অনাস্রবে।

ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের দান এই গাথার মাধ্যমে অনুমোদন করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।

আসন গ্রহণ প্রভৃতি অনুমোদন

৩১৬. সেই সময় জনৈক আজীবক-শ্রাবক মহামাত্য সংঘের উদ্দেশ্যে ভোজন দান করছেন। শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ পরে (দেরিতে) এসে ভোজন গ্রহণ শেষ না করা আনুক্রমিকভাবে বসা এক ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিলেন। এতে ভোজনের স্থানে কোলাহল সৃষ্টি হলো। তখন সেই মহামাত্য অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পরে এসে ভোজন গ্রহণ শেষ না করা আনুক্রমিক ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিচ্ছেন? যেকোনো স্থানে বসে তো ইচ্ছানুরূপ ভোজন করা যায়, নয় কি? ভিক্ষুগণ মহামাত্যের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরাও অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে

আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেনই শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ পরে এসে ভোজন গ্রহণ শেষ না করা, আনুক্রমিকভাবে বসা ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিলেন? এতে ভোজন স্থানে কোলাহল সৃষ্টি হলো? অমনি তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। তখন ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে এরূপ বললেন, সত্যিই কি উপনন্দ, তুমি পরে এসে ভোজন গ্রহণ শেষ না করা আনুক্রমিকভাবে বসা ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিয়েছ? এতে ভোজন স্থানে কোলাহল সৃষ্টি হয়েছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত করে... মোঘপুরুষ, তুমি কেনই পরে এসে ভোজন গ্রহণ শেষ না করা, আনুক্রমিকভাবে বসা ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিয়েছ? এতে ভোজন স্থানে কোলাহল সৃষ্টি হয়েছে? মোঘপুরুষ, তোমার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর বললেন, ভিক্ষুগণ, ভোজন গ্রহণ শেষ না হবার আগে কোনো ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। যে উঠিয়ে দেবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। যদি উঠিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর ভোজন গ্রহণ প্রবারিত তথা পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়। তখন সেই ভিক্ষুকে বলা উচিত—জল নিয়ে আসুন। এরূপে জল পাওয়া গেলে উত্তম; যদি না যায়, তাহলে মুখে স্থিত খাদ্য ভালোভাবে গলাধঃকরণ করে জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষুর জন্য আসন ছেড়ে দিবে। ভিক্ষুগণ, আমি কোনো পর্যায়ে জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষুর আসন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সঠিক বলছি না। যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অসুস্থ ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিতে লাগল। অসুস্থ ভিক্ষু এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, আমি (নিজে নিজে) উঠতে পারছি না। আমি যে ভীষণ অসুস্থ। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ 'আমরা আয়ুষ্মানকে তুলে দিচ্ছি' বলে হাত ধরে তুলে দিল, তবে দাঁড়িয়ে যাবার পর ছেড়ে দিল। অসুস্থ ভিক্ষু পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, অসুস্থ ভিক্ষুকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। যে উঠিয়ে দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ (অসুস্থ হয়ে পড়ল) আর 'আমার অসুস্থ, আমাদের কেউ উঠিয়ে দিতে পারবে না' এই মতলবে উত্তম শয্যাগুলো ব্যবহার করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অসুস্থকে তার উপযুক্ত শয্যা প্রদান করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সামান্য রোগের ভান করে শয্যাসনের

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, সামান্য রোগে শয্যাসনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ জনৈক সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি মহাবিহার সংস্কার করতে লাগলেন, এখানে আমরা বর্ষাবাস যাপন করব এ আশায়। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেখতে পেল যে, সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ বিহার সংস্কার করে যাচ্ছেন। এটা দেখে তারা এরূপ বলল, বন্ধুগণ, এই সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ বিহারটি সংস্কার করতেছে। আসুন, তাদের বিতাড়িত করি। কেউ কেউ এরূপ বলল, বন্ধুগণ, সংস্কার কাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে তবেই বিতাড়িত করব।

অতঃপর (সংস্কার কাজ সমাপ্ত হলে) ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বলল, বন্ধুগণ, তোমরা চলে যাও, এই বিহারটি আমাদের। সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ বললেন, বন্ধুগণ, তাহলে আগেই বলা উচিত ছিল, নয় কি? আমরা তো তখন অন্য বিহার সংস্কার করতাম। বন্ধুগণ, এটা সংঘের বিহার, নয় কি? বন্ধুগণ, হ্যাঁ, এটা সংঘের বিহার। তারপরও তোমরা চলে যাও। এটা আমাদের আয়ত্তে রয়েছে। বন্ধুগণ, বিহার তো বেশ বড়। কাজেই আপনারাও বাস করুন, আমরাও বাস করি। 'বন্ধুগণ, চলে যাও, এই বিহার আমাদের আয়ত্তে রয়েছে' বলে তারা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ বিতাড়িত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অন্য ভিক্ষুগণ জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধুগণ, আপনারা কেন কাঁদতেছেন? তাঁরা উত্তরে বললেন, বন্ধুগণ, এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের সাংঘিক বিহার হতে বের করে দিয়েছে। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেনই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষুগণকে সাংঘিক বিহার হতে বের করে দিচ্ছে? তখন তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি তারা (ষড়বর্গীয়) ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষুগণকে সাংঘিক বিহার হতে বের করে দিয়েছে? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর বললেন, ভিক্ষুগণ, ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো ভিক্ষুকে সাংঘিক বিহার হতে বের করে দিতে পারবে না। যে বের করে দেবে, তাকে ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, শয্যাসন গ্রহণ করবে।

শয্যাসন গ্রহণকারী অনুমোদন

৩১৭. তখন ভিক্ষুদের মনে এ চিন্তা উদয় হলো—কাকে দিয়ে শয্যাসন গ্রহণ করাতে হবে? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকার গুণসম্পন্ন ভিক্ষুকে শয্যাসনগ্রাহক হিসেবে নির্বাচিত করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয় না, ২) দ্বেষের বশবর্তী হয় না, ৩) মোহের বশবর্তী হয় না, ৪) ভয়ের বশবর্তী হয় না, ৫) গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় যথাযথভাবে জানে।

প্রথমে সেই ভিক্ষুর সম্মতি জেনে নিতে হবে। এরপর উপস্থিত সংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শয্যাসনগ্রাহক নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শয্যাসনগ্রাহক নির্বাচিত করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে শয্যাসনগ্রাহক নির্বাচিত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে শয্যাসনগ্রাহক নির্বাচিত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

৩১৮. তখন শয্যাসনগ্রাহক ভিক্ষুর মনে এ চিন্তা উদয় হলো—কীভাবে শয্যাসন গ্রহণ করাতে হবে? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রথমে ভিক্ষুর সংখ্যা গণনা করবে, এরপর শয্যাসনের সংখ্যা গণনা করবে। শয্যাসন গণনা করে অংশ গ্রহণ করাবে। শয্যার অংশ গ্রহণ করাবে। শয্যার অংশ গ্রহণ করিয়ে মঞ্চের স্থান (বাড়তি) থাকল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বিহারের অংশ গ্রহণ করাবে। বিহারের অংশ গ্রহণ করিয়ে নেয়ার পরও একটি বিহার বাড়তি পাওয়া গেল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পরিবেণের অংশ গ্রহণ করাবে। পরিবেণের অংশ গ্রহণ করিয়ে নেয়ার পরও একটি পরিবেণ বাড়তি পাওয়া গেল... হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অনুভাগও প্রদান করবে। অনুভাগ গ্রহণ করার পর অন্য একজন ভিক্ষু আসলেন। (এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বললেন) অনিচ্ছায় অংশ দিবে না।

সেই সময় ভিক্ষুগণ সীমার বাইরে অবস্থিত শয্যাসন গ্রহণ করাতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, সীমার বাইরে অবস্থিত শয্যাসন গ্রহণ করাতে পারবে না। যে গ্রহণ করাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ শয্যাসন গ্রহণ করে সব সময় বন্ধ করে রাখতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, শয্যাসন সব সময় বন্ধ করে রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বর্ষা ঋতুর তিন মাস বন্ধ করে রাখতে পারবে। অবশিষ্ট ঋতুর সময় বন্ধ করে রাখতে পারবে না।

তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—শয্যাসন গ্রহণকরণ কত প্রকারের? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, শয্যাসন গ্রহণকরণ তিন প্রকারের। যথা : ১) প্রথম, ২) পরবর্তী, ৩) মধ্যবর্তী।

১) আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরের দিন প্রথম শয্যাসন গ্রহণ করাবে। ২) আষাঢ়ী পূর্ণিমার এক মাস পর পরবর্তী শয্যাসন গ্রহণ করাবে। ৩) প্রবারণার বা আশ্বিনী পূর্ণিমার পরের দিন হতে পরবর্তী বর্ষাবাসের মধ্যে মধ্যবর্তী শয্যাসন গ্রহণ করাবে। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার শয্যাসন গ্রহণকরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপনন্দের কাহিনি

৩১৯. সেই সময় শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ শ্রাবস্তীতে শয্যাসন গ্রহণ (তথা বর্ষাবাস যাপনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ) করে অন্য এক পল্লীর বিহারে গমন করলেন। সেখানেও শয্যাসন গ্রহণ করলেন। তখন সেই পল্লীর ভিক্ষুগণের এরূপ আলোচনা হলো যে, বন্ধুগণ, এই শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ তো কলহকারী, বিবাদকারী, বৃথাবাক্য ভাষণকারী এবং সংঘের কাছে নিত্য অভিযোগ উত্থাপনকারী। তিনি যদি এখানে বর্ষাবাস যাপন করেন, আমরা সুখে অবস্থান করতে পারব না। চলুন, আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু উপনন্দ, আপনি শ্রাবস্তীতে শয্যাসন গ্রহণ করেছেন, নয় কি? হ্যাঁ, বন্ধুগণ। বন্ধু, উপনন্দ, আপনি কি একাই দুটি স্থান ধরে রেখেছেন?

বন্ধুগণ, আমি এখানের স্থানটা ত্যাগ করলাম, সেখানের স্থানটা (শ্রাবস্তীরটা) গ্রহণ করলাম।

যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেনই শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ একাই দুটি স্থান ধরে রেখেছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... সত্যিই কি উপনন্দ তুমি একাই দুটি আসন ধরে রেখেছ? উপনন্দ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত... মোঘপুরুষ, তুমি কেনই একাই দুটি স্থান ধরে রেখেছ? মোঘপুরুষ, তুমি সেই স্থানে গ্রহণ করে এস্থানে ত্যাগ করছ; আবার এস্থানে গ্রহণ করে সেই স্থানে ত্যাগ করছ। এরূপ করে তুমি উভয় স্থানেই বহির্ভূত হয়েছ। মোঘপুরুষ, তোমার এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, ভিক্ষুগণ, একাই দুটি স্থান ধরে রাখতে পারবে না। যে ধরে রাখবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৩২০. সেই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে অনেক পর্যায়ে বিনয় সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করছেন। বিনয়ের প্রশংসা করছেন। বিনয় আচরণের প্রশংসা করছেন। বিনয় সম্বন্ধে উপমাযোগ্য আয়ুষ্মান উপালির প্রশংসা করছেন। এতে ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—“ভগবান অনেক পর্যায়ে বিনয় সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করছেন। বিনয়ের প্রশংসা করছেন। বিনয় আচরণের প্রশংসা করছেন। বিনয় সম্বন্ধে উপমাযোগ্য আয়ুষ্মান উপালির প্রশংসা করছেন। বন্ধুগণ, চলুন আমরা আয়ুষ্মান উপালির কাছে বিনয় শিক্ষা করি।” এই ভেবে (তারা) অনেক স্থবির, নবীন ও মধ্যম বয়স্ক ভিক্ষু আয়ুষ্মান উপালির কাছে বিনয় শিক্ষা করতে লাগলেন। আয়ুষ্মান উপালি স্থবির ভিক্ষুগণের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করা হেতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। স্থবির ভিক্ষুগণও ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করা হেতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকলেন। সেই কারণে স্থবির ভিক্ষুগণের এবং আয়ুষ্মান উপালির বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নবীন ভিক্ষুকে শিক্ষা দেয়ার সময় সম আসন বা উচ্চ আসনে উপবেশন করবে। স্থবির ভিক্ষুকে শিক্ষা দেয়ার সময় ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে সম আসনে বা নিচু আসনে উপবেশন করবে।

সেই সময় বহু সংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান উপালির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ বা শিক্ষা গ্রহণ করাতে কষ্ট ভোগ করছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি

জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সম আসনপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ এক আসনে উপবেশন করবে। তখন ভিক্ষুদের মনে এরূপ উদয় হলো—কীসের ভিত্তিতে সমান আসনপ্রাপ্ত হয়? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিন বছরের ব্যবধানের মধ্যে পড়ে এমন ভিক্ষুগণ এক আসনে উপবেশন করবে।

সেই সময় বহুসংখ্যক সমান আসনপ্রাপ্ত ভিক্ষু মঞ্চে উপবেশন করা হেতুতে মঞ্চ ভেঙে গেল। চৌকিতে উপবেশন করা হেতুতে চৌকি ভেঙে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তিনজন একসঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করবে, তিনজন একসঙ্গে এক চৌকিতে উপবেশন করবে। তিনজন একসঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করা হেতুতে মঞ্চ ভেঙে গেল। চৌকিতে উপবেশন করা হেতুতে চৌকি ভেঙে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দুজন একসঙ্গে মঞ্চে উপবেশন করবে, দুজন একসঙ্গে চৌকিতে উপবেশন করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অসমান আসনপ্রাপ্তের সঙ্গে লম্বা আসনে উপবেশন করতে সংকোচবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নপুংসক, স্ত্রীলোক, উভয়ব্যঞ্জন ব্যক্তি ছাড়া অসমান আসনপ্রাপ্তের সঙ্গে লম্বা আসনে উপবেশন করবে। তখন ভিক্ষুগণের মনে এরূপ উদয় হলো—কতটুকু লম্বা আসনকে লম্বা আসন বলা হবে? ভগবানকে এই বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, যেই আসনে সর্বাপেক্ষা তিনজন উপবেশন করতে পারে, এমন আসনকে লম্বা আসন বলা হয়।

সেই সময় মিগারমাতা বিশাখা সংঘের সুবিধার্থে বারান্দযুক্ত, হস্তিনখ বা হস্তিমস্তকের চিহ্ন অলংকৃত গম্বুজবিশিষ্ট প্রাসাদ নির্মাণ করে দিতে ইচ্ছুক হলেন। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—ভগবান কর্তৃক প্রাসাদ পরিভোগ অনুজ্ঞাত নাকি অনুজ্ঞাত নয়? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সব রকমের প্রাসাদ পরিভোগ করবে।

সেই সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের মাতা আর্যকা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সংঘ বহুসংখ্যক অকপ্পিয় দ্রব্যসামগ্রী দান পেলেন। যেমন : উঁচু বর্গাকার চৌকি, পায়াতে হিংস্র জন্তুজানোয়ারের ছবি খোদাই করা পালঙ্ক, পশমের গদি, উজ্জ্বল রঙে বার্নিশ করা চেয়ার, পশমি কাপড় দিয়ে তৈরি

চেয়ার, সূক্ষ্ম চর্মাবরণ দিয়ে তৈরি আসন, তুলা দিয়ে তৈরি বালিশ, সূচিকর্ম দ্বারা বিভিন্ন চিত্র করা চাদর, চতুষ্পার্শ্বে ঝালরযুক্ত চাদর, একপার্শ্বে ঝালরযুক্ত চাদর, রত্ন দিয়ে অলংকৃত বিছানার রেশমি চাদর, রেশমি কম্বল, বড় কার্পেট, হাতির পিঠের কাপড়খণ্ড, ঘোড়ার পিঠের কাপড়খণ্ড, রথের কাপড়খণ্ড, মৃগ চামড়া দিয়ে তৈরি বিছানার চাদর, কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া দিয়ে তৈরি বিছানার চাদর, শামিয়ানা টাঙানো বিছানা, উভয়পার্শ্বে লাল গদি আছে এমন বিছানা। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, উঁচু বর্গাকার চৌকির পায়া কেটে পেলে পরিভোগ করবে, পালঙ্কের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ছবি নষ্ট করে পরিভোগ করবে, তুলা জটাহীন করে বালিশ প্রস্তুত করবে আর অবশিষ্ট দিয়ে ভূমিতে বিছানোর আস্তরণ করবে।

উপনন্দ বিষয়ক কথা সমাপ্ত।

অবিসর্জনীয় বিষয়

৩২১. সেই সময় শ্রাবস্তীর সন্নিকটে জনৈক এক গ্রাম্য বিহারের আবাসিক ভিক্ষুগণ আগন্তুক ভিক্ষুদের জন্য শয্যাসন প্রস্তুত করতে করতে উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। এ অবস্থায় তাদের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—বন্ধুগণ, আমরা তো আগন্তুক ভিক্ষুগণের শয্যাসন প্রস্তুত করতে করতে উৎপীড়িত হয়ে পড়েছি। আসুন, আমরা সাংঘিক সব শয্যাসন একজনকে প্রদান করি আর তার কাছ থেকে নিয়ে ব্যবহার করব। এরূপ ভেবে তারা সাংঘিক সমস্ত শয্যাসন একজনকে প্রদান করলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণ তাদের বললেন, বন্ধুগণ, আমাদের জন্য শয্যাসন প্রস্তুত করুন। বন্ধুগণ, সাংঘিক শয্যাসন নেই, সমস্ত শয্যাসন আমরা একজনকে দিয়ে দিয়েছি। বন্ধুগণ, আপনারা কি সাংঘিক সমস্ত শয্যাসন একজনকে দিয়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ, বন্ধুগণ। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুগণ সাংঘিক সমস্ত শয্যাসন দিয়ে ফেলছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালে... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ভিক্ষুগণ সমস্ত সাংঘিক শয্যাসন দিয়ে ফেলছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... সেই মোঘপুরুষেরা সাংঘিক সমস্ত শয্যাসন দিয়ে ফেলছে? তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি (বিষয়) অবিসর্জনীয়; সংঘ, গণ (দুই অথবা

তিনজন ভিক্ষু মিলে যে দল, তাই গণ) অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিসর্জন দিতে পারবে না। বিসর্জন দিলেও অবিসর্জন হিসেবেই থাকবে। যে বিসর্জন দিবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

সেই পাঁচটি (অবিসর্জনীয় বিষয়) কী কী? প্রথম অবিসর্জনীয় বিষয় হলো আরাম ও আরামের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিসর্জন দিতে পারবে না। বিসর্জন দিলেও অবিসর্জন হিসেবেই থাকবে। যে বিসর্জন দিবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

দ্বিতীয় অবিসর্জনীয় বিষয় হলো বিহার ও বিহারের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিসর্জন দিতে পারবে না। বিসর্জন দিলেও অবিসর্জন হিসেবেই থাকবে। যে বিসর্জন দিবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

তৃতীয় অবিসর্জনীয় বিষয় হলো মঞ্চ বা চৌকি, পিঁড়ি, গদি ও বালিশ। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিসর্জন দিতে পারবে না। বিসর্জন দিলেও অবিসর্জন হিসেবেই থাকবে। যে বিসর্জন দিবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

চতুর্থ অবিসর্জনীয় বিষয় হলো—লৌহকুম্ভ, লোহার দ্রব্যসামগ্রী, তাম্রনির্মিত পাত্র, লোহার কড়াই, বাইস (ধারালো ক্ষুদ্র কুঠারবিশেষ) কুড়াল, দা, কোদাল ও বাটালি। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিসর্জন দিতে পারবে না। বিসর্জন দিলেও অবিসর্জন হিসেবেই থাকবে। যে বিসর্জন দিবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

পঞ্চ অবিসর্জনীয় বিষয় হলো—লতা, বাঁশ, মঞ্জুঘাস, বজবজ নামক খাগড়া (যা চটিজুতা প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়), তৃণ, মাটি, কাঠের দ্রব্যসামগ্রী, মাটির দ্রব্যসামগ্রী। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিসর্জন দিতে পারবে না। বিসর্জন দিলেও অবিসর্জন হিসেবেই থাকবে। যে বিসর্জন দিবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

অবিভাজনীয় বিষয়

৩২২. তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করে পাঁচশত জনের মহা ভিক্ষুসংঘ ও সারিপুত্র, মৌদ্গাল্ল্যায়ন সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে কীটাগিরি অভিমুখে রওনা হলেন। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় শুনতে পেলেন যে, ভগবান পাঁচশত জনের মহা ভিক্ষুসংঘ ও সারিপুত্র, মৌদ্গাল্ল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে কীটাগিরি আসছেন। অমনি তাঁরা পরামর্শ করলেন, চলুন আমরা

সাংঘিক সব শয্যাসন ভাগ করে নিয়ে নিই। সারিপুত্র, মৌদ্গাল্ল্যায়ন পাপেচ্ছু, পাপধর্মপরায়ণ, আমরা তাদের শয্যাসন দেবো না। তারা সাংঘিক সব শয্যাসন ভাগ-বণ্টন করে নিলেন। এদিকে ভগবান অনুক্রমে পদব্রজে বিচরণ করতে করতে কীটাগিরিতে এসে পৌঁছলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, তোমরা অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে বল যে, 'বন্ধুগণ, ভগবান পাঁচশত জনের মহা ভিক্ষুসংঘ ও সারিপুত্র, মৌদ্গাল্ল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। বন্ধুগণ, ভগবান ভিক্ষুসংঘ, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়নের জন্য শয্যাসন প্রস্তুত করুন।' 'ভন্তে, এরূপই হবে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, ভগবান পাঁচশত জনের মহাভিক্ষুসংঘ ও সারিপুত্র, মৌদ্গাল্ল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। বন্ধুগণ, আপনারা ভগবান, ভিক্ষুসংঘ, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়নের জন্য শয্যাসন প্রস্তুত করুন। "না, বন্ধুগণ, সাংঘিক শয্যাসন তো নেই। আমরা সবগুলো ভাগ করে নিয়ে নিয়েছি। বন্ধুগণ, ভগবানের আগমন ভালো হয়েছে। ভগবান যেই বিহারে অবস্থান করতে ইচ্ছা করেন, অবস্থান করতে পারেন। সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন পাপেচ্ছু, পাপধর্মপরায়ণ; আমরা তাদের জন্য শয্যাসন প্রস্তুত করব না।" "বন্ধুগণ, আপনারা কি সাংঘিক শয্যাসনগুলো ভাগ করে নিয়ে নিয়েছেন?" "হ্যাঁ বন্ধুগণ, ভাগ করে নিয়ে নিয়েছি।"

যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় সাংঘিক শয্যাসন বিভাগ করে নেবে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। তখন ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞেস করলেন, ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি অশ্বজিৎ, পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় সাংঘিক শয্যাসন ভাগ করে নিয়েছে? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত... অকরণীয়। ভিক্ষুগণ, কেনই সেই মোঘপুরুষেরা সাংঘিক শয্যাসন ভাগ করবে? তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি (বিষয়) অবিভাজনীয়। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিভাজন করতে পারবে না। বিভাজন করলেও অবিভাজিত থাকে। যে বিভাজন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

সেই পাঁচটি কী কী? প্রথম অবিভাজনীয় বিষয় হলো—আরাম ও

আরামের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিভাজন করতে পারবে না। বিভাজন করলেওও অবিভাজনীয় হিসেবেই থাকবে। যে বিভাজন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

দ্বিতীয় অবিভাজনীয় বিষয় হলো—বিহার ও বিহারের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিভাজন করতে পারবে না। বিভাজন করলেওও অবিভাজনীয় হিসেবেই থাকবে। যে বিভাজন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

তৃতীয় অবিভাজনীয় বিষয় হলো—মঞ্চ বা চৌকি, পিঁড়ি, গদি ও বালিশ। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিভাজন করতে পারবে না। বিভাজন করলেওও অবিভাজনীয় হিসেবেই থাকবে। যে বিভাজন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

চতুর্থ অবিভাজনীয় বিষয় হলো–লৌহকুম্ভ, লোহার দ্রব্যসামগ্রী, তাম্রনির্মিত পাত্র, লোহার কড়াই, বাইস (ধারালো ক্ষুদ্র কুঠার বিশেষ) কুড়াল, দা, কোদাল ও বাটালি। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিভাজন করতে পারবে না। বিভাজন করলেও অবিভাজনীয় হিসেবেই থাকবে। যে বিভাজন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

পঞ্চ অবিভাজনীয় বিষয় হলো—লতা, বাঁশ, মঞ্জুঘাস, বজবজ নামক খাগড়া (যা চটিজুতা প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়), তৃণ, মাটি, কাঠের দ্রব্যসামগ্রী, মাটির দ্রব্যসামগ্রী। সংঘ, গণ অথবা কোনো একজন ভিক্ষু বিভাজন করতে পারবে না। বিভাজন করলেওও অবিভাজনীয় হিসেবেই থাকবে। যে বিভাজন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

নবকর্মে উপদেশ প্রদানবিষয়ক কথা

৩২৩. তখন ভগবান কীটাগিরিতে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করার পর পদব্রজে আলবীর অভিমুখে রওনা হলেন। অনুক্রমে পদব্রজে বিচরণ করতে করতে আলবীতে এসে পৌঁছলেন। অমনি আলবীস্থ অগ্‌গনার চৈত্যে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় আলবীবাসী ভিক্ষুগণ এরূপ নবকর্মে বা নিমাণকাজে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, মাটির ঢেলা স্তূপ করতে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, দেয়াল লেপন করতে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, দরজা দেওয়ার দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, জানলার খুঁটি দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, জানলার ছিদ্র করার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, সাদা রং দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, কালো রং দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা

দিচ্ছিলেন, মাটির রং দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, ছাউনি দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, ছাউনি বেঁধে দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, কার্নিশ দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, ভাঙা ও জীর্ণ হয়ে পড়া অংশগুলো মেরামত করার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, ঘেরা দেওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, বিশ বছরের জন্য এরূপ দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছিলেন, ত্রিশ বছরের জন্য এরূপ দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছিলেন, আজীবনের জন্য এরূপ দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছিলেন। শ্মশানে দাহক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত এরূপ দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন আলবীবাসী ভিক্ষুগণ এরূপ নির্মাণ কাজে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন, মাটির ঢেলা... শ্মশানে দাহক্রিয়া না হওয়া এরূপ উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি আলবীবাসী ভিক্ষুগণ... হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, ভিক্ষুগণ, মাটির ঢেরা স্তূপ করতে, দেয়াল লেপন করতে, দরজা দেওয়ার, জানলার খুঁটি দেওয়ার, জানলার ছিদ্র করার, সাদা রং দেওয়ার, কালো রং দেওয়ার, মাটির রং দেওয়ার, ছাউনি দেওয়ার, ছাউনি বেঁধে দেওয়ার, কার্নিশ দেওয়ার, ভাঙা ও জীর্ণ হয়ে পড়া অংশগুলো মেরামত করার, ঘেরা দেওয়ার জন্য, বিশ বছরের জন্য, ত্রিশ বছরের জন্য, আজীবনের জন্য, শ্মশানে দাহক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত এরূপ উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব নিতে পারবে না। যে নিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অকৃত (আগে নির্মিত হয়নি, নবনির্মিত হচ্ছে) এবং অসম্পূর্ণ বিহারে দিক-নির্দেশনা দেবে। ছোট বিহারের ক্ষেত্রে নির্মাণকাজ বিবেচনা করে পাঁচ থেকে ছয় বছরের জন্য নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেবে। অড্ঢযোগ তথা চাল একদিকে (গরুলপক্ষীর বাঁকা ডানার মতো) ঘুরানো বিহারের ক্ষেত্রে নির্মাণকাজ বিবেচনা করে সাত থেকে আট বছরের জন্য নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেবে। বড় বিহার তথা প্রাসাদ বিহারের ক্ষেত্রে নির্মাণকাজ বিবেচনা করে দশ থেকে বারো বছরের জন্য নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ সমগ্র বিহারের নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিহারটি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, সমগ্র বিহারের নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবে না। যে দেবে, তার

দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণের মধ্যে একজন ভিক্ষু দুটি বিহারের নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু দুটি বিহারের নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবে না। যে দেবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ, নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেটা অন্য আরেকজনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেটা অন্যজনের ওপর ছেড়ে দিতে পারবে না। যে ছেড়ে দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংঘিক শয্যাসন দখল করে নিতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংঘিক শয্যাসন দখল করে নিতে পারবে না। যে নিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, একটি উত্তম শয্যাসন নিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ বিহার সীমার বাইরে থাকা ভিক্ষুকে নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা করার দায়িত্ব দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, বিহার সীমার বাইরে থাকা ভিক্ষুকে নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা করার দায়িত্ব দিতে পারবে না। যে দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে উত্তম শয্যাসন সকল ঋতুর জন্য দখল করে নিতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে উত্তম শয্যাসন সকল ঋতুর জন্য দখল করে নিতে পারবে না। যে নিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, বর্ষাবাসের তিন মাস দখলে রাখবে, অন্য ঋতুতে দখলে রাখবে না।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিলেন, গৃহী হয়ে যাচ্ছিলেন, মৃত্যুবরণ করছিলেন, শ্রামণের হয়ে যাচ্ছেন বলে স্বীকার করছিলেন, শিক্ষাপদ ত্যাগ করছেন করে স্বীকার করছিলেন, চরম অপরাধ (পারাজিকা) করেছে বলে স্বীকার করছিলেন, উন্মাদ হয়ে গেছেন বলে স্বীকার করছিলেন, মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে স্বীকার

করছিলেন, ব্যথায় প্রলাপ বকছেন বলে স্বীকার করছিলেন, অপরাধ দর্শন না করায় সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছেন বলে স্বীকার করছিলেন, অপরাধ সংশোধন না করায় সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছেন বলে স্বীকার করছিলেন, পাপদৃষ্টি ত্যাগ না করায় সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছেন বলে স্বীকার করছিলেন, নপুংসক বলে স্বীকার করছিলেন, ভিক্ষুর ছদ্মবেশে আছেন বলে স্বীকার করছিলেন, তীর্থিয় সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করছিলেন, তির্যককুলে জন্ম বলে স্বীকার করছিলেন, মাতৃ হত্যাকারী বলে স্বীকার করছিলেন, পিতৃ হত্যাকারী বলে স্বীকার করছিলেন, অর্হৎ হত্যাকারী বলে স্বীকার করছিলেন, ভিক্ষুণী দূষক বলে স্বীকার করছিলেন, সংঘভেদক বলে স্বীকার করছিলেন, বুদ্ধ কিংবা অর্হতের রক্তপাতকারী বলে স্বীকার করছিলেন, উভয়লিঙ্গ বলে স্বীকার করছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে অন্যত্র চলে যায়, তাহলে সংঘের ক্ষতি না হোক ভেবে অন্য আরেকজনকে সেই দায়িত্ব দেবে।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু যদি নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে গৃহী হয়ে যায়, মৃত্যুবরণ করে, শ্রামণের হয়ে যাচ্ছে বলে স্বীকার করে, শিক্ষাপদ ত্যাগ করছে বলে স্বীকার করে, চরম অপরাধ (পারাজিকা) করেছে বলে স্বীকার করে, উন্মাদ হয়ে গেছে বলে স্বীকার করে, মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে স্বীকার করে, ব্যথায় প্রলাপ বকছে বলে স্বীকার করে, অপরাধ দর্শন না করায় সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছে বলে স্বীকার করে, অপরাধ সংশোধন না করায় সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছে বলে স্বীকার করে, পাপদৃষ্টি ত্যাগ না করায় সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছে বলে স্বীকার করে, নপুংসক বলে স্বীকার করে, ভিক্ষুর ছদ্মবেশে আছে বলে স্বীকার করে, তীর্থিয় সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করে, তির্যককুলে জন্ম বলে বলে স্বীকার করে, মাতৃ হত্যাকারী বলে স্বীকার করে, পিতৃ হত্যাকারী বলে স্বীকার করে, অর্হৎ হত্যাকারী বলে স্বীকার করে, ভিক্ষুণী দূষক বলে স্বীকার করে, সংঘভেদক বলে স্বীকার করে, বুদ্ধ কিংবা অর্হতের রক্তপাতকারী বলে স্বীকার করে, উভয়লিঙ্গ বলে স্বীকার করে, তাহলে সংঘের ক্ষতি না হোক ভেবে অন্য আরেকজনকে সেই দায়িত্ব দেবে।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু যদি নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে নির্মাণকাজ অসমাপ্ত অবস্থায় অন্যত্র চলে যায়, তাহলে সংঘের ক্ষতি না হোক ভেবে অন্য আরেকজনকে সেই দায়িত্ব দেবে।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু যদি নির্মাণকাজে দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে নির্মাণকাজ অসমাপ্ত অবস্থায় গৃহী হয়ে যায়... উভয়লিঙ্গ বলে স্বীকার

করে, তাহলে সংঘের ক্ষতি না হোক ভেবে অন্য আরেকজনকে সেই দায়িত্ব দেবে।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু যদি নির্মাণকাজে দায়িত্ব নিয়ে নির্মাণকাজ সমাপ্ত করে অন্যত্র চলে যায়, তাহলে সেটি তারই হয়।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু যদি নতুন বিহার নির্মাণকাজ শুরু করে কাজ সমাপ্ত করে গৃহী হয়ে যায়, শ্রামণের হয়ে যাচ্ছে বলে স্বীকার করে, শিক্ষাপদ ত্যাগ করছে বলে স্বীকার করে, চরম অপরাধ (পারাজিকা) করেছে বলে স্বীকার করে, তাহলে সংঘই সেটার মালিক হয়।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু যদি নতুন বিহার নির্মাণকাজ শুরু করে কাজ (বা নির্মাণকাজ) সমাপ্ত করে উন্মাদ হয়েছে বলে স্বীকার করে, মানসিক বিকারগ্রস্ত (ভুতগ্রস্ত) হয়েছে বলে স্বীকার করে, ব্যথায় প্রলাপ বকছে বলে স্বীকার করে, অপরাধ অদর্শন হেতু সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছে বলে স্বীকার করে, অপরাধ সংশোধন না করা হেতু সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছে বলে স্বীকার করে, পাপদৃষ্টি ত্যাগ না করায় সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছে বলে স্বীকার করে, তাহলে সংঘই সেটার মালিক হয়।

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু যদি নতুন বিহার নির্মাণকাজ শুরু করে নির্মাণকাজ সমাপ্ত করে নপুংসক বলে স্বীকার, ভিক্ষুর ছদ্মবেশে আছে বলে স্বীকার করে, তীর্থিয় সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করে, তির্যককুলে জন্ম বলে স্বীকার করে, মাতৃ হত্যাকারী বলে স্বীকার করে, পিতৃ হত্যাকারী বলে স্বীকার করে, অর্হৎহত্যাকারী বলে স্বীকার করে, ভিক্ষুণীদূষক বলে স্বীকার করে, সংঘ ভেদকারী বলে স্বীকার করে, বুদ্ধ কিংবা অর্হতের রক্তপাতকারী বলে স্বীকার করে, উভয়লিঙ্গ বলে স্বীকার করে, তাহলে সংঘই সেটার মালিক।

বিহারের দ্রব্য প্রভৃতি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া

৩২৪. সেই সময় ভিক্ষুগণ জনৈক উপাসকের বিহারে ব্যবহার্য শয্যাসন অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করতে লাগলেন। তখন সেই উপাসক অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন ভদন্তগণ একস্থানের ব্যবহার্য দ্রব্য অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করছেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, একস্থানের ব্যবহার্য দ্রব্য অন্য স্থানে (নিয়ে গিয়ে) ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ উপোসথাগার বা ভিক্ষুসীমায় আসন নিয়ে যেতে সংকোচবোধ করাতে ফ্লোরে বসতেন। এতে দেহ, চীবর ময়লা হতে যেত।

ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কিছু সময়ের জন্য নিয়ে যাবে।

সেই সময় সংঘের এক মহাবিহার জীর্ণ হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল। ভিক্ষুগণ সংকোচবোধ করাতে শয্যাসনগুলো অন্যত্র নিয়ে যেতে পারছেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, রক্ষা করার জন্য অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারবে।

সেই সময় সংঘ শয্যাসনে ব্যবহার্য অতি মূল্যবান কম্বল দান পেলেন। এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কম্বলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সেটা পরিবর্তন বা বদল করে নেবে।

সেই সময় সংঘ শয্যাসনে ব্যবহার উপযোগী অতি মূল্যবান সাদা থানবস্ত্র দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, থানবস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সেটা পরিবর্তন করে নেবে।

সেই সময় সংঘ ভালুকের চামড়া দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেটা নিয়ে পাপোষ প্রস্তুত করবে।

সেই সময় সংঘ ঝালরযুক্ত কাপড় দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেটা নিয়ে পাপোষ প্রস্তুত করবে।

সেই সময় সংঘ জীর্ণবস্ত্র দান পেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেটা দিয়ে পাপোষ প্রস্তুত করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পা না ধুয়ে শয্যাসনে উঠে যেতেন। এতে শয্যাসন ময়লা হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, পা না ধুয়ে শয্যাসনে উঠতে পারবে না। যে উঠবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ভেজা পায়ে শয্যাসনে উঠে যেতেন। এতে শয্যাসন ময়লা হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ভেজা পায়ে শয্যাসনে উঠতে পারবে না। যে উঠবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ জুতা বা স্যান্ডেল পায়ে শয্যাসনে উঠে যেতেন।

এতে শয্যাসন অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, জুতা পায়ে শয্যাসনে উঠতে পারবে না। যে উঠবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পরিষ্কার করে ফেলা ভূমিতে থুথু নিক্ষেপ করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, পরিষ্কার করে ফেলা ভূমিতে থুথু নিক্ষেপ করতে পারবে না। যে নিক্ষেপ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পিকদানি ব্যবহার করবে।

সেই সময় চৌকির পদ, পিঁড়ের পদ দ্বারা সুবিন্যস্ত ভূমিতে রেখাপাত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চৌকির পদে, পিঁড়ের পদে বস্ত্রের আচ্ছাদনী দেবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ সদ্য রং লাগানো দেয়ালে হেলান দিচ্ছিলেন। এতে রং নষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, সদ্য রং লাগানো দেয়ালে হেলান দিতে পারবে না। যে হেলান দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, হেলান দেয়ার তক্তা ব্যবহার করবে। হেলান দেয়ার তক্তা মেঝেতে পড়ে ও দেয়ালে ঘষা লেগে রেখাপাত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, মেঝেতে ও দেয়ালে বস্ত্রের আচ্ছাদন দেবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পা ধুয়ে শয়ন করতে লজ্জাবোধ অনুভব করতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পা ধুয়ে শয়ন করবে।

সংঘের উদ্দেশ্যে ভোজন অনুমোদন

৩২৫. তখন ভগবান আলবীতে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করার পর রাজগৃহের অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। অনুক্রমে পদব্রজে বিচরণ করতে করতে রাজগৃহে এসে পৌঁছলেন। অমনি রাজগৃহস্থ বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় রাজগৃহে দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। জনসাধারণ ভিক্ষুসংঘের জন্য ভোজন দান করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তারা উদ্দেশ্যভাত (অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভোজন দান), নিমন্ত্রণভাত (অর্থাৎ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে ভোজন দান), শলাকাভাত (অর্থাৎ টিকেটের মাধ্যমে ভিক্ষু নির্দিষ্ট বা বন্টক করে, তাকে ভোজন দান), অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্রদত্ত ভোজন দান, উপোসথের

দিনে প্রদত্ত ভোজন দান এবং উপোসথের পরবর্তী দিনে প্রদত্ত ভোজন দান দিতে ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সংঘের উদ্দেশ্য ভোজন, উদ্দেশ্য করে ভোজন, নিমন্ত্রণ করে ভোজন, শলাকার মাধ্যমে ভোজন, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্রদত্ত ভোজন, উপোসথের দিনে প্রদত্ত ভোজন এবং উপোসথের পরবর্তী দিনে প্রদত্ত ভোজন গ্রহণ করবে।

ভোজন নির্ধারক অনুমোদন

৩২৬. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিজেরা উত্তম ভোজন গ্রহণ করে অন্য ভিক্ষুদের নিকৃষ্ট ভোজন প্রদান করত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকার গুণ-সমন্বিত ভিক্ষুকে ভোজন নির্ধারক হিসেবে মনোনীত করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয় না, ২) দ্বেষের বশবর্তী হয় না, ৩) মোহের বশবর্তী হয় না, ৪) ভয়ের বশবর্তী হয় না, ৫) গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় যথাযথভাবে জানে।

প্রথমে সেই ভিক্ষুর সম্মতি জেনে নিতে হবে। এরপর উপস্থিত সংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে ভোজন নির্ধারক হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে ভোজন নির্ধারক হিসেবে মনোনীত করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে ভোজন নির্ধারক হিসেবে মনোনীত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে ভোজন নির্ধারক হিসেবে মনোনীত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তখন ভোজন নির্ধারক ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হলো—কীরূপে ভোজন নির্ধারণ করতে হবে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, শলাকায় বা টুকরো কাপড়ে লেখে আবৃত করে সেখান থেকে নাম তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট বা নির্ধারণ

করবে।

শয্যাসন নির্ধারক প্রভৃতি অনুমোদন

৩২৭. সেই সময় সংঘের শয্যাসন-নির্ধারক ছিলেন না... ভাণ্ডাররক্ষক ছিলেন না... চীবর-প্রতিগ্রাহক বা গ্রাহক ছিলেন না... চীবর-ভাজক ছিলেন না... যাগূ-ভাজক ছিলেন না... ফল-ভাজক ছিলেন না... খাদ্য-ভাজক বা বণ্টনকারী ছিলেন না। খাদ্য বণ্টন করে না দেয়ায় সেগুলো (স্টোরে) নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকার গুণ-সমন্বিত ভিক্ষুকে খাদ্য বণ্টনকারী হিসেবে মনোনীত করবে। যথা : যথা : ১) যেই ভিক্ষু স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয় না, ২) দ্বেষের বশবর্তী হয় না, ৩) মোহের বশবর্তী হয় না, ৪) ভয়ের বশবর্তী হয় না, ৫) গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় যথাযথভাবে জানে।

প্রথমে সেই ভিক্ষুর সম্মতি জেনে নিতে হবে। এরপর উপস্থিত সংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে খাদ্য বণ্টনকারী হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে খাদ্য বণ্টনকারী হিসেবে মনোনীত করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে খাদ্য বণ্টনকারী হিসেবে মনোনীত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে খাদ্য বণ্টনকারী হিসেবে মনোনীত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অল্পমাত্র (দ্রব্যসামগ্রী) বিভাজক অনুমোদন

৩২৮. সেই সময় সাংঘিক ভাণ্ডারে অল্পমাত্র দ্রব্যসামগ্রী ছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকার গুণ-সমন্বিত ভিক্ষুকে অল্পমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর বিভাজক মনোনীত করবে। যথা : ১) যেই ভিক্ষু স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয় না, ২) দ্বেষের

বশবর্তী হয় না, ৩) মোহের বশবর্তী হয় না, ৪) ভয়ের বশবর্তী হয় না, ৫) গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় যথাযথভাবে জানে।

প্রথমে সেই ভিক্ষুর সম্মতি জেনে নিতে হবে। এরপর উপস্থিত সংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে অল্পমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর বিভাজক মনোনীত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে অল্পমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর বিভাজক মনোনীত করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে অল্পমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর বিভাজক মনোনীত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে অল্পমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর বিভাজক মনোনীত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

সেই অল্পমাত্র (দ্রব্যসামগ্রী) বিভাজক ভিক্ষু কোনো ভিক্ষুকে সুচ দিবে, কোনো ভিক্ষুকে ক্ষুর দিবে, কোনো ভিক্ষুকে জুতা/স্যান্ডেল দিবে, কোনো ভিক্ষুকে কটিবন্ধ দিবে, কোনো ভিক্ষুকে স্কন্ধে ঝুলে রাখা থলি দিবে, কোনো ভিক্ষুকে জলছাঁকনি দিবে, কোনো ভিক্ষুকে ধর্মকরক (ধম্মকরণো) দিবে, কোনো ভিক্ষুকে চীবরের ধুর দিবে, কোনো ভিক্ষুকে চীবরের ছোট ধুর দিবে, কোনো ভিক্ষুকে চীবরের অংশস্বরূপ পাড় দিবে, কোনো ভিক্ষুকে চীবরের অংশস্বরূপ অর্ধেক পাড় দিবে, কোনো ভিক্ষুকে পাখা (অনুবাতো) দিবে, কোনো ভিক্ষুকে সামান্য দ্রব্য দিবে। যদি সংঘের জন্য ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় থাকে, তাহলে খাবার জন্য একবার দিবে। যদি পুনঃ প্রয়োজন হয়, পুনঃ দিবে।

বস্ত্র-গ্রাহাপক প্রভৃতি অনুমোদন

৩২৯. সেই সময় সংঘের বস্ত্র-গ্রাহাপক ছিলেন না... পাত্র-গ্রাহাপক ছিলেন না, বিহারের প্রেরক ছিলেন না... শ্রামণের প্রেরক ছিলেন না। শ্রামণের প্রেরক না থাকায় শ্রামণেরগণ কাজ করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পাঁচ প্রকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে শ্রামণের প্রেরক মনোনীত করবে। যথা : ১) যেই

ভিক্ষু স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয় না, ২) দ্বেষের বশবর্তী হয় না, ৩) মোহের বশবর্তী হয় না, ৪) ভয়ের বশবর্তী হয় না, ৫) গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় যথাযথভাবে জানে।

প্রথমে সেই ভিক্ষুর সম্মতি জেনে নিতে হবে। এরপর উপস্থিত সংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেরক মনোনীত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামের ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেরক মনোনীত করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামের ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেরক মনোনীত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামের ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেরক মনোনীত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শয্যাসন অধ্যায় সমাপ্ত।

৭. সংঘভেদক অধ্যায়

১. প্রথম পরিচ্ছেদ

৩৩০. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ অনুপ্রিয়তে অনুপ্রিয় নামক মল্লদের নিগমে অবস্থান করছেন। তখন খ্যাতনামা খ্যাতনামা সব শাক্যকুমারগণ ভগবানের প্রব্রজিত হবার রেস ধরে প্রব্রজিত হতে লাগলেন। মহানাম শাক্য ও অনুরুদ্ধ শাক্য নামক দুই মহোদর ছিলেন; তন্মধ্যে অনুরুদ্ধ শাক্য সুকোমল। তাঁর একটি হেমন্তকালের জন্য, একটি গ্রীষ্মকালের জন্য, একটি বর্ষাকালের জন্য ভেদে তিনটি প্রাসাদ রয়েছে। তিনি বর্ষার চার মাস বর্ষাকালীন প্রাসাদে কেবল স্ত্রীলোকের নাচ-গানে, সেবা-যত্নে আমোদিত থাকতেন। প্রাসাদ হতে নামতেনও না। এদিকে মহানাম শাক্যের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—এখন তো খ্যাতনামা খ্যাতনামা সব শাক্যকুমারগণ ভগবানের প্রব্রজিত হবার রেস ধরে প্রব্রজিত হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের পরিবাস হতে কেউ আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়নি। অতএব আমি অথবা অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত হবো। এর পর মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধ শাক্যের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে অনুরুদ্ধ শাক্যকে বললেন, ভাই অনুরুদ্ধ, এখন তো খ্যাতনামা খ্যাতনামা সব শাক্যকুমারগণ ভগবানের প্রব্রজিত হবার রেস ধরে প্রব্রজিত হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের পরিবার হতে কেউ আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়নি। কাজেই, এখন হয় তুমি প্রব্রজিত হও, না হয় আমি প্রব্রজিত হই। অনুরুদ্ধ শাক্য বললেন, আমি সুকোমল। এ কারণে আমি আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হতে পারব না। আপনি প্রব্রজিত হোন। মহানাম শাক্য—ভাই অনুরুদ্ধ, তাহলে এসো, তোমাকে গৃহবাসের উপদেশ দিই।

প্রথমে ক্ষেত্র কর্ষণ করাতে হবে। কর্ষণ করে বীজ বপন করাতে হবে। বপন করে জলপূর্ণ করাতে হবে। জলপূর্ণ করে জল বের করাতে হবে। জল বের করে (জমি) শুষ্ক রাখতে হবে। শুষ্ক রেখে শস্যাদি কাটাতে হবে। কেটে উত্তোলন তথা বহন করে আনাতে হবে। আনিয়ে একস্থানে স্তূপ করাতে হবে। স্তূপ করে মাড়াতে হবে। মাড়ায়ে খড়কুটো অপসারিত করাতে হবে। এরপর তুষ অপসারিত করাতে হবে। অপসারিত করে চালনি দ্বারা ঝাড়াতে হবে। ঝাড়িয়ে নিয়ে শস্য সংগ্রহ করাতে হবে। সংগ্রহ করে রেখে আগামী বছরও এরূপ করতে হবে। অনুরুদ্ধ—আগামী বছরও এরূপ করতে হবে! আচ্ছা, একর্ম শেষ হয় না? কর্মের শেষ পরিদৃষ্ট হয় না? কখন কর্ম শেষ

হবে? কখন কর্মের শেষ পরিদৃষ্ট হবে? কখন আমরা নিরুদ্বেগে পঞ্চকামগুণে সমর্পিত, অভিভূত হয়ে প্রমোদিত থাকতে পারব? মহানাম শাক্য—ভাই অনুরুদ্ধ, কর্মের শেষ নেই। কর্মের শেষ পরিদৃষ্ট হয় না। কর্ম শেষ না হতেই পিতা, পিতামহ মৃত্যুবরণ করেছেন। অনুরুদ্ধ শাক্য—তাহলে আপনিই গৃহবাসে থাকুন। আমি আগাম হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হবো।

অতঃপর অনুরুদ্ধ শাক্য তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। মাকে এরূপ বললেন, মা, মাগো! আমি আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হবার ইচ্ছা করছি। আমাকে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হবার অনুমতি প্রদান করুন। এরূপ বললে অনুরুদ্ধ শাক্যের মাতা বললেন, বাবা, অনুরুদ্ধ, তোমরা দু'ভাই আমার অত্যন্ত প্রিয়, আদরণীয় ও স্নেহভাজন পুত্র। মরণ হলেও নিতান্ত অনিচ্ছায় তোমাদের থেকে পৃথক হবো। জীবিত অবস্থায় কীভাবে তোমাকে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হবার অনুমতি দিতে পারি? দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও অনুরুদ্ধ শাক্য তাঁর মাকে এরূপ বললেন, মা, মাগো! আমি আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হবার ইচ্ছা করছি। আমাকে প্রব্রজিত হবার অনুমতি প্রদান করুন। সেই সময় ভদ্দিয় নামক শাক্যরাজ শাক্যগণের মধ্যে রাজত্ব করছিলেন। তিনি অনুরুদ্ধ শাক্যের বন্ধু ছিলেন। অনুরুদ্ধ শাক্যের মাতা চিন্তা করলেন, এই ভদ্দিয় শাক্যরাজা শাক্যগণের রাজ্যে রাজত্ব করছেন—অনুরুদ্ধের বন্ধুও। তিনি কিছুতেই আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হতে উৎসাহিত হবেন না। এরূপ চিন্তা করে অনুরুদ্ধ শাক্যের মাতা বললেন, বাবা, অনুরুদ্ধ, যদি শাক্যরাজা ভদ্দিয় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হন তো তুমিও প্রব্রজিত হও।

এবার অনুরুদ্ধ শাক্য শাক্যরাজা ভদ্দিয়ের কাছে গেলেন। অমনি শাক্যরাজ ভদ্দিয়কে বললেন, বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার অধীনে। শাক্যরাজ ভদ্দিয় বলে উঠলেন, বন্ধু, যদি তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীনে হয়, তাহলে আমি তোমাকে সেই অধীনতা হতে মুক্তি প্রদান করলাম। তুমি সুখে প্রব্রজিত হও। অনুরুদ্ধ—বন্ধু, এসো আমরা দুজনেই প্রব্রজিত হই। "না, বন্ধু, আমি আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হতে পারছি না। তোমার জন্য যদি অন্য কিছু করতে হয়, আমি সেটা করব। তুমি প্রব্রজিত হও।" অনুরুদ্ধ—বন্ধু, আমার মাতা বলেছেন যে, বাবা, অনুরুদ্ধ, যদি শাক্যরাজা ভদ্দিয় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হন তো তুমিও প্রব্রজিত হও। বন্ধু, তুমিও বলেছ যে, বন্ধু, যদি তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীনে হয়, তাহলে আমি তোমাকে সেই অধীনতা হতে মুক্তি প্রদান

করলাম। তুমি সুখে প্রব্রজিত হও। কাজেই এসো বন্ধু, আমরা দুজনেই প্রব্রজিত হই।

তখন লোকজন সত্যবাদী, সত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতেন। এ কারণে শাক্যরাজা ভদ্দিয় অনুরুদ্ধ শাক্যকে বললেন, বন্ধু, সাত বছর অপেক্ষা কর। সাত বছর পর দুজনে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হব। অনুরুদ্ধ—বন্ধু, সাত বছর অনেক দীর্ঘ। আমি সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সক্ষম নই। বন্ধু, ছয় বছর অপেক্ষা... পাঁচ বছর... চার বছর... তিন বছর... দুই বছর... এক বছর অপেক্ষা কর। এক বছর পর দুজনে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হব। বন্ধু, এক বছর অনেক দীর্ঘ। আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সক্ষম নই। তাহলে বন্ধু, সাত মাস অপেক্ষা কর। সাত মাস পর দুজনে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হব। বন্ধু, সাত মাস অনেক দীর্ঘ। আমি সাত মাস অপেক্ষা করতে সক্ষম নই। বন্ধু, ছয় মাস... পাঁচ মাস... চার মাস... তিন মাস... দুই মাস... এক মাস... অর্ধমাস অপেক্ষা কর। অর্ধ মাস পর দুজনে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হব। না, বন্ধু অর্ধ মাস অনেক দীর্ঘ। আমি অর্ধ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সক্ষম নই। বন্ধু, এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর। আমি এ সময়ের মধ্যে পুত্র, ভ্রাতাদের হাতে রাজ্যভার হস্তান্তর করব। বন্ধু, এক সপ্তাহ দীর্ঘ নয়। এটুকু আমি অপেক্ষা করতে পারব।

৩৩১. অতঃপর শাক্যরাজ ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত ও ক্ষৌরকার উপালিসহ সাতজন আগে যেভাবে হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্য ব্যাপৃত হয়ে উদ্যান ভ্রমণে বের হতেন, ঠিক সেভাবে বের হলেন। তারা বহুদূর অগ্রসর হয়ে সৈন্যদল ফিরিয়ে দিয়ে অন্য রাজ্যে এসে পৌঁছলেন। এবার তাঁরা মূল্যবান আভরণ তথা সাজসজ্জা খুলে ফেলে উত্তরীয় বস্ত্রে পুঁটলি বেধে ক্ষৌরকার উপালির হাতে তুলে দিলেন; আর বললেন, ওহে উপালি, তুমি ফিরে যাও। তোমার জীবিকা নির্বাহের জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে। ফেরার সময় উপালির মনে এই চিন্তা উদয় হলো—শাক্যগণ তো ক্রোধপরায়ণ। এর দ্বারা কুমারগণ নিহত হয়েছেন ভেবে তারা আমাকে হত্যা করতে পারেন। অন্যদিকে, এই শাক্যকুমারগণ যদি আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হতে পারেন, আমি কেন পারব না? এতসব ভেবে তিনি পুঁটলি খুলে সাজসজ্জাগুলো একটা গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, যে দেখে তাকে প্রদত্ত হলো; নিয়ে যাবেন। এরূপ বলে তিনি শাক্যকুমারগণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শাক্যকুমারগণ দূর হতে

উপালিকে ফিরে আসতে দেখলেন। তাঁরা ক্ষৌরকার উপালিকে বললেন, ওহে, উপালি, তুমি কেন ফিরে আসলে? আর্যপুত্রগণ, ফেরার সময় আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—শাক্যগণ তো ক্রোধপরায়ণ। এর দ্বারা কুমারগণ নিহত হয়েছেন ভেবে তাঁরা আমাকে হত্যা করতে পারে। অন্যদিকে, এই শাক্যকুমারগণ যদি আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হতে পারে, আমি কেন পারব না। আর্যপুত্রগণ, এই চিন্তা থেকে আমি পুঁটলি খুলে সাজসজ্জাগুলো একটা গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে বলেছি, যে দেখে তাকে প্রদত্ত হলো, নিয়ে যান। এই বলে সেখান হতে আসলাম। উপালি, তুমি ফিরে এসেছ, ভালোই করেছ। বাস্তবিক শাক্যগণ ক্রোধপরায়ণ। এর দ্বারা কুমারগণ নিহত হয়েছেন ভেবে তোমাকে হয়তো হত্যাই করে ফেলতেন।

তখন শাক্যকুমারগণ ক্ষৌরকার উপালিকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। একপাশে বসা সেই শাক্য কুমারগণ ভগবানকে বললেন, ভন্তে, আমরা শাক্যগণ অহংকারী। ভন্তে, এই ক্ষৌরকার উপালি আমাদের দীর্ঘদিনের অনুচর। অতএব ভগবান, তাঁকে প্রথমে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। যাতে করে আমরা তাঁকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম এবং কুশল জিজ্ঞেস করতে পারি। এরূপে আমাদের শাক্যবংশীয় অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে।

ভগবান ক্ষৌরকার উপালিকে প্রথমে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। এরপর শাক্য কুমারগণকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। সেই বর্ষাবাসের মধ্যে আয়ুষ্মান ভদ্দিয় ত্রিবিদ্যা অর্হত্ত্ব লাভ করলেন, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করলেন, আয়ুষ্মান আনন্দ স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করলেন আর দেবদত্ত লৌকিক ঋদ্ধি লাভ করলেন।

৩৩২. সেই সময় আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং শূন্যাগারে অবস্থানকালে প্রায়ই গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা বলতেন, অহো সুখ! অহো সুখ! তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বললেন, ভন্তে, আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং শূন্যাগারে অবস্থানকালে প্রায়ই গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ করে থাকেন—অহো সুখ! অহো সুখ! বলে বলে। ভন্তে, নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ভদ্দিয় উৎকণ্ঠিতভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতেছেন। তিনি আগের সেই রাজত্ব করার সুখ স্মরণ করে করে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং শূন্যাগারে অবস্থানকালে প্রায়ই ‘অহো সুখ! অহো সুখ!’ বলে গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ করতেছেন।

অমনি ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে ডেকে বললেন, হে ভিক্ষু, তুমি আমার কথায় ভদ্দিয় ভিক্ষুকে আহ্বান করে বল যে, বন্ধু, ভদ্দিয়, আপনাকে ভগবান ডাকতেছেন। "হ্যাঁ ভন্তে, এরূপই হবে" বলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে সম্মতি জানিয়ে আয়ুষ্মান ভদ্দিয়ের কাছে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান ভদ্দিয়কে এরূপ বললেন, বন্ধু, ভদ্দিয় আপনাকে শাস্তা আহ্বান করছেন।

'হ্যাঁ বন্ধু, আসছি' বলে আয়ুষ্মান ভদ্দিয় সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তর জানিয়ে ভগবানের সকাশে এসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান ভদ্দিয়কে এরূপ বললেন, ভদ্দিয়, সত্যিই কি তুমি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং শূন্যাগারে অবস্থানকালে প্রায়ই গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ কর যে, অহো সুখ! অহো সুখ! বলে? ভদ্দিয়—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভদ্দিয়, তুমি কীসের জন্য অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং শূন্যাগারে অবস্থানকালে প্রায়ই 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলে গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ করছ? ভন্তে, পূর্বে যখন আমি রাজা ছিলাম তখন আমি অন্তঃপুরেও সুরক্ষিত ছিলাম, অন্তঃপুরের বাইরেও সুরক্ষিত ছিলাম। নগরের অভ্যন্তরেও সুরক্ষিত ছিলাম, বহির্নগরেও সুরক্ষিত ছিলাম। জনপদের অভ্যন্তরেও সুরক্ষিত ছিলাম, বহির্জনপদেও সুরক্ষিত ছিলাম। ভন্তে, আমি সেভাবে সুরক্ষিত ও গোপিত হয়েও ভীত, উৎকণ্ঠিত, শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত থাকতাম। ভন্তে, এখন আমি একাকী অরণ্যে, বৃক্ষমূলে ও শূন্যাগারে ভয়হীন, উৎকণ্ঠাহীন, শঙ্কাহীন, ত্রাসহীন এবং ঔৎসুক্যহীন হয়ে নিরাপদে, নিরুদ্বেগে বিরচণকারী মৃগের চিত্ত সমন্বিত হয়ে অবস্থান করছি। ভন্তে, এ হেতুতে আমি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে ও শূন্যাগারে অবস্থানকালে প্রায়ই গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ করি 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলে বলে। তখন ভগবান এই তত্ত্বার্থ জ্ঞাত হয়ে সেই সময় এই গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ করলেন :

কোনো ক্ষোভ অন্তরে নাহি বিদ্যমান,
ভবাভবে তিনি হয়েছেন উত্তীর্ণ।
ভয়হীন শোকহীন তিনি একান্ত সুখী,
দেবগণও অনুভবে অক্ষম তার চিত্ত বীথি।

দেবদত্তের কাহিনি

৩৩৩. তখন ভগবান ইচ্ছানুরূপ অনুপ্রিয়তে অবস্থান করার পর কৌশাম্বীর অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে

কৌশাম্বীতে এসে পৌঁছলেন। অমনি ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারাম বিহারে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকার সময় দেবদত্তের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—আমি কাকে প্রসন্ন করব? যিনি প্রসন্ন হলে আমার বহু লাভ-সৎকার উৎপন্ন হবে। তখন তার এরূপ চিন্তা আসলো যে, কুমার অজাতশত্রু তো বয়সে তরুণ আর ভবিষ্যতে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন। কাজেই আমি কুমার অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করতে পারি। তিনি প্রসন্ন হলে আমার বহু লাভ-সৎকার উৎপন্ন হবে।

অমনি দেবদত্ত শয্যাসন গুছিয়ে রেখে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অনুক্রমে রাজগৃহে এসে পৌঁছলেন। এবার দেবদত্ত ঋদ্ধি দ্বারা নিজের রূপ পরিবর্তন করে কুমারের রূপ ধারণ করলেন। কটিদেশ পর্যন্ত সর্প দ্বারা আবৃত করে হঠাৎ কুমার অজাতশত্রুর ক্রোড়ে আবির্ভূত হলেন। তখন কুমার অজাতশত্রু ভয়ে ভীত, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুকে বললেন, কুমার, আপনার ভয় হচ্ছে কি? হ্যাঁ, ভয় হচ্ছেই তো। আপনি কে? আমি দেবদত্ত। ভন্তে, আপনি যদি আর্য দেবদত্ত হন, তাহলে নিজের রূপে প্রাদুর্ভূত হোন। এবার দেবদত্ত কুমারের রূপ পরিবর্তন করে সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ করে কুমার অজাতশত্রুর সামনে দাঁড়ালেন। কুমার অজাতশত্রু দেবদত্তের এই ঋদ্ধিশক্তি দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই হতে কুমার অজাতশত্রু প্রতিদিন পাঁচশত রথ সহযোগে সন্ধ্যা ও প্রাতে দুবার দেবদত্তকে সম্মান প্রদর্শন করতে যেতে লাগলেন আর পাঁচশত হাঁড়িপূর্ণ উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ভোজনের জন্য প্রেরণ করতে থাকলেন। এবম্বিধ লাভ-সৎকার, সুখ্যাতিতে অভিভূত ও বিহ্বল হয়ে দেবদত্তের মনে এই ইচ্ছা উদয় হলো—আমি ভিক্ষুসংঘকে পরিচালনা করব। এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া মাত্র দেবদত্তের ঋদ্ধিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল।

সেই সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়নের সেবক ককুধ নামক কোলিয়পুত্র সদ্য কালগত হয়ে অন্যতর মনোরম কায়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। তাঁর এরূপ আত্মভাব তথা দিব্যদেহ লাভ হয়েছে যে, দেখতে মগধের অন্তর্গত দুই বা তিন ধানক্ষেত্র সমান। সেই দিব্যদেহ নিজের ও পরের কারও অপকার করত না। অনন্তর ককুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়নের কাছে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়নকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত ককুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়নকে এরূপ বললেন, ভন্তে, লাভ-সৎকার ও সুখ্যাতিতে অভিভূত, বিহ্বল হয়ে দেবদত্তের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল—আমি

ভিক্ষুসংঘকে পরিচালনা করব। ভন্তে, এরূপ চিত্ত উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবদত্তের ঋদ্ধিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ককুধ দেবপুত্র এরূপ বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়নকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায় অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়ন ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। এবার ভগবানকে বললেন, ভন্তে, আমার সেবক ককুধ সদ্য কালগত হয়ে অন্যতর মনোরম দিব্যকায়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর এরূপ দিব্যদেহ লাভ হয়েছে যে, দেখতে মগধের অন্তর্গত দুই বা তিন ধান্যক্ষেত্র সমান। সেই দিব্যদেহ নিজের ও পরের কারও অপকার করে না। ভন্তে, সেই ককুধ দেবপুত্র আমার কাছে এসে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হন। এরপর ককুধ দেবপুত্র আমাকে এরূপ বলেন, ভন্তে, লাভ-সৎকার ও সুখ্যাতিতে অভিভূত, বিহ্বল হয়ে দেবদত্তের মনে এরূপ ইচ্ছা উদয় হয়েছিল—আমি ভিক্ষুসংঘকে পরিচালনা করব। এরূপ চিত্ত উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবদত্তের ঋদ্ধিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ককুধ দেবপুত্র এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে তথায়ই অন্তর্হিত হন।

ভগবান বললেন, মৌদ্গাল্ল্যায়ন, তুমি কী তোমার চিত্ত দ্বারা বিদিত যা ককুধ দেবপুত্র বিদিত হয়েছে? ককুধ দেবতপুত্র যা কিছু বলেছে, তৎসমস্ত সেরূপই, অন্যথা নয়? মৌদ্গাল্ল্যায়ন—ভন্তে, ককুধ দেবপুত্র যা বিদিত আছে; আমিও তা নিজ চিত্তে অবগত আছি। ককুধ দেবপুত্র যা কিছু বলেছে তৎসমস্তই সেরূপই, অন্যথা নয়। মৌদ্গাল্ল্যায়ন, এই কথা রেখে দাও, মৌদ্গাল্ল্যায়ন, এই কথা রেখে দাও। এখন সেই মোঘপুরুষ নিজেই নিজেকে বিপথে চালিত করবে।

পাঁচ প্রকার গুরুর কথা

৩৩৪. মৌদ্গাল্ল্যায়ন, জগতে পাঁচ প্রকার শাস্তা বা গুরু বিদ্যমান। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

মৌদ্গাল্ল্যায়ন, এ জগতে কোনো কোনো গুরু শীলে অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন" বলে জ্ঞাপন করে। আমার শীল পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট বলে থাকে। কিন্তু তার শ্রাবকেরা তথা শিষ্যরা এরূপ জানে যে, এই গুরু শীলে অপরিশুদ্ধ, অপরিশোধিত ও সংক্লিষ্ট। আমরা যদি গৃহীদের বলে দিই, তাহলে (সেটা) তার পক্ষে ভালো হবে না। যা তার পক্ষে ভালো হবে না, তা আমরা কীভাবে বলি? সে তো চীবর,

পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তদ্বারা নিজেই পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে শিষ্যরা গুরুকে শীলাদি হতে রক্ষা করে। এরূপ গুরু শিষ্যদের শীল হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

এ জগতে কোনো কোনো গুরু জীবিকায় অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ জীবিকাধারী" বলে জ্ঞাপন করে। আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট বলে থাকে। কিন্তু তার শিষ্যরা এরূপ জানে যে, এই গুরু জীবিকায় অপরিশুদ্ধ, অপরিশোধিত ও সংশ্লিষ্ট। আমরা যদি গৃহীদের বলে দিই, তাহলে সেটা তার পক্ষে ভালো হবে না। যা তার পক্ষে ভালো হবে না, তা আমরা কীভাবে বলি? সে তো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তদ্বারা নিজেই পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে শিষ্যরা গুরুকে জীবিকা হতে রক্ষা করে। এরূপ গুরু শিষ্যদের জীবকা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

এ জগতে কোনো কোনো গুরু ধর্মদেশনায় অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ ধর্মদেশনাকারী" বলে জ্ঞাপন করে। আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট বলে থাকে। কিন্তু তার শিষ্যরা এরূপ জানে যে, এই গুরু ধর্মদেশনায় অপরিশুদ্ধ, অপরিশোধিত ও সংশ্লিষ্ট। আমরা যদি গৃহীদের বলে দিই, তাহলে সেটা তার পক্ষে ভালো হবে না। যা তার পক্ষে ভালো হবে না, তা আমরা কীভাবে বলি? সে তো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা পূর্জিত হয়। সে নিজে যা করবে তদ্বারা নিজেই পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে শিষ্যরা গুরুকে ধর্মদেশনা হতে রক্ষা করে। এরূপ গুরু শিষ্যদের ধর্মদেশনা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

এ জগতে কেনো কোনো গুরু ধর্ম ব্যাখ্যায় অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ ধর্ম ব্যাখ্যাকারী" বলে জ্ঞাপন করে। আমার ধর্ম ব্যাখ্যা পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট বলে থাকে। কিন্তু তার শিষ্যরা এরূপ জানে যে, এই গুরু ধর্ম ব্যাখ্যায় অপরিশুদ্ধ, অপরিশোধিত ও সংক্লিষ্ট। আমরা যদি গৃহীদের বলে দিই, তাহলে সেটা তার পক্ষে ভালো হবে না। যা তার পক্ষে ভালো হবে না, তা আমরা কীভাবে বলি? সে তো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তদ্বারা নিজেই পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে শিষ্যরা গুরুকে ধর্ম ব্যাখ্যা হতে রক্ষা করে। এরূপ গুরু শিষ্যদের ধর্ম ব্যাখ্যা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

এ জগতে কোনো কোনো গুরু জ্ঞান দর্শনে অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শনকারী" বলে জ্ঞাপন করে। আমার জ্ঞান দর্শন পরিশুদ্ধ,

পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট বলে থাকে। কিন্তু তার শিষ্যরা এরূপ জানে যে, এই গুরু জ্ঞান দর্শনে অপরিশুদ্ধ, অপরিশোধিত ও সংক্লিষ্ট। আমরা যদি গৃহীদের বলে দিই, তাহলে সেটা তার পক্ষে ভালো হবে না। যা তার পক্ষে ভালো হবে না তা আমরা কীভাবে বলি? সে তো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তদ্বারা নিজেই পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে শিষ্যরা গুরুকে জ্ঞান দর্শন হতে রক্ষা করে। এরূপ গুরু শিষ্যদের জ্ঞান দর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে। মৌদ্গাল্ল্যায়ন, জগতে এই পাঁচ প্রকার গুরু বিদ্যমান।

মৌদ্গাল্ল্যায়ন, আমি শীলে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে, আমি পরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন, আমার শীল পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট। আমাকে শ্রাবক বা শিষ্যরা শীলাদি হতে রক্ষা করে না। আমি শিষ্যদের শীল হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি জীবিকায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই... ধর্মদেশনায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই... ধর্ম ব্যাখ্যায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই... জ্ঞান দর্শনে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে, "আমি পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শনকারী, আমার জ্ঞান দর্শন পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট। আমাকে শিষ্যরা জ্ঞান দর্শন হতে রক্ষা করে না। আমি শিষ্যদের জ্ঞান দর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না।

৩৩৫. তখন ভগবান কৌশাম্বীতে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করার পর রাজগৃহের অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে রাজগৃহে এসে পৌঁছলেন। অমনি রাজগৃহস্থ বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের সকাশে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, ভন্তে, কুমার অজাতশত্রু প্রতিদিন পাঁচশত রথ যোগে সন্ধ্যা ও প্রাতে দুবার দেবদত্তকে সম্মান প্রদর্শন উপস্থিত হচ্ছেন আর পাঁচশত হাড়িপূর্ণ উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ভোজনের জন্য প্রেরণ করতেছেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবদত্তের মতন লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেই হতে কুমার অজাতশত্রু প্রতিদিন পাঁচশত রথ যোগে সন্ধ্যা ও প্রাতে দুবার দেবদত্তকে সম্মান প্রদর্শন করতে উপস্থিত হচ্ছেন আর পাঁচশত হাড়িপূর্ণ উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ভোজনের জন্য প্রেরণ করতেছেন; সেই হতেই দেবদত্তের কুশলধর্মে হানি উপস্থিত হয়েছে, বৃদ্ধির জন্য নয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন অতিশয় ক্রুদ্ধ কুকুরের নাসাপুটে মাংসের টুকরা ছুড়ে

মারলে সেই অতি হিংস্র হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি যেই হতে কুমার অজাতশত্রু প্রতিদিন পাঁচশত রথ যোগে সন্ধ্যা ও প্রাতে দুবার দেবদত্তকে সম্মান প্রদর্শন করতে উপস্থিত হচ্ছেন আর পাঁচশত হাড়িপূর্ণ উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ভোজনের জন্য প্রেরণ করতেছেন, সেই হতেই দেবদত্তের কুশলধর্মে হানি উপস্থিত হয়েছে, বৃদ্ধি নয়।

ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের আত্মবিনাশের জন্য (তার) লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে। দেবদত্তের পরাজয়ের জন্য তার লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, কদলীবৃক্ষ যেমন আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের (মৃত্যুর) জন্য ফলবতী হয় বা ফল ধারণ করে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, বাঁশ যেমন আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের (মৃত্যুর) জন্য ফল ধারণ করে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, নল যেমন আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের (মৃত্যুর) জন্য ফল ধারণ করে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, অশ্বতরী (খচ্চর অথবা অশ্ব ও গর্দভের মিলনজাত প্রাণী বিশেষ) যেমন আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের (মৃত্যুর) জন্য গর্ভবতী হয়, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্মবিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

কদলীতে হয় ফল, বৃক্ষকে মারিবারে,
মরণের তরে ফল আছে, বাঁশ আর নলে।
কাপুরুষের লাভ-সৎকার আনে আত্মবিনাশ,
হলে অশ্বতরীর গর্ভ ধারণ, মরণ নিশ্চিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকাশনীয় কর্ম

৩৩৬. সেই সময় ভগবান মহাপরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করছিলেন যেখানে রাজাও উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সেই সময় দেবদত্ত আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে

বললেন, ভন্তে, ভগবান এখন বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, বয়সপ্রাপ্ত এবং বয়সের শেষ প্রান্তে উপনীত। কাজেই এখন আপনি নিষ্ক্রিয় থাকুন; প্রত্যক্ষ সুখ বিহারে নিরত থাকুন। ভিক্ষুসংঘ আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমিই ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করব।

দেবদত্ত, নিষ্প্রয়োজন; ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করার আকাঙ্ক্ষা করিও না। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বারও দেবদত্ত ভগবানকে বললেন, ভন্তে, ভগবান এখন বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, বয়সপ্রাপ্ত এবং বয়সের শেষ প্রান্তে উপনীত। কাজেই এখন আপনি নিষ্ক্রিয় থাকুন; প্রত্যক্ষ সুখবিহারে নিরত থাকুন। ভিক্ষুসংঘ আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমিই ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করব। এবার ভগবান বললেন, দেবদত্ত, আমি সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়নের ওপরও ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করার ভার দিতে পারি না। তোমার মতো মৃত থুথুবৎ ব্যক্তির ওপর কী আর দিতে পারি? তখন দেবদত্ত যেই সভায় রাজা উপস্থিত রয়েছেন, সেই সভায় 'ভগবান আমাকে কফ ভক্ষণকারী বলে অপমানিত করলেন আর সারিপুত্র, মৌদ্গাল্ল্যায়নকে প্রশংসা করলেন' এই ভেবে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট মনে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। ভগবানের প্রতি দেবদত্তের এই প্রথম আঘাত।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করুক। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম অথবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী হবে। ভিক্ষুগণ এভাবে করবে :

উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এ বিষয়টি সংঘকে জ্ঞাপন করবে।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘের যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করতে পারেন। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী হবে। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করছেন। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী হবে। যেই আয়ুষ্মানগণ রাজগৃহে

দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করা অর্থাৎ আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে বলে প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীবর থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেনা, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করা হলো। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তদ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

৩৩৮. তখন ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করে বললেন, সারিপুত্র, তুমি রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত কর। সারিপুত্র—ভন্তে, আমি পূর্বে দেবদত্তকে রাজগৃহে 'মহাঋদ্ধিবান গোধিপুত্র, মহানুভব গোধিপুত্র' বলে প্রশংসা করেছিলাম। এখন আমি কীভাবে দেবদত্তকে রাজগৃহে প্রকাশিত করব? সারিপুত্র, পূর্বে তোমার দ্বারা দেবদত্তকে 'মহাঋদ্ধিবান গোধিপুত্র, মহানুভব গোধিপুত্র' বলে যথার্থভাবে প্রশংসা করা হয়নি, তাই না? সারিপুত্র—হ্যাঁ ভন্তে। সারিপুত্র, এবার তুমি যথার্থভাবে দেবদত্তকে প্রকাশিত কর। 'হ্যাঁ ভন্তে, তাই করব' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ সারিপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করার জন্য মনোনীত করুক। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তদ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে। ভিক্ষুগণ, এরূপে মনোনীত করবে :

প্রথমে সারিপুত্রের মত জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে বিষয়টি জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, তাহলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করার জন্য মনোনীত করতে পারেন। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তদ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে।

এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করার জন্য মনোনীত করছেন। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তদ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে। যেই আয়ুষ্মানগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করার জন্য মনোনীত করা অর্থাৎ আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তদ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে বলে প্রকাশ করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করার জন্য মনোনীত করা হলো। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তদ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র সংঘ কর্তৃক মনোনীত হবার পর বহুসংখ্যক ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। এরপর দেবদত্তকে প্রকাশিত করলেন। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে, তদ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে। সেখানে যেসব লোকজন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন ও মন্দবুদ্ধিপরায়ণ, তারা এরূপ বলতে লাগল—ঈর্ষাপরায়ণ এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দেবদত্তের লাভ-সৎকার দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। কিন্তু যেসব লোকজন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রসন্ন এবং পণ্ডিত, সুবিবেচক, বুদ্ধিমান তারা এরূপ বলতে লাগলেন—ভগবান যেরূপ দেবদত্তকে রাজগৃহে প্রকাশিত করাচ্ছেন, এটি নিরর্থক হতেই পারে না।

কুমার অজাতশত্রুর কাহিনি

৩৩৯. তখন দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে কুমার অজাতশত্রুকে এরূপ বললেন, কুমার, পূর্বে মনুষ্যগণ দীর্ঘায়ু হতেন, এখন তো মনুষ্যগণ অল্পায়ু। হয়তো কুমার অবস্থাতেই আপনার মৃত্যু

হতে পারে। এই কারণে আপনি পিতাকে হত্যা করে রাজা হোন। আমি ভগবানকে হত্যা করে বুদ্ধ হবো।

তখন কুমার অজাতশত্রু মনে মনে ভাবলেন, আর্য দেবদত্ত মহাঋদ্ধিবান ও মহানুভবসম্পন্ন, তিনি নিশ্চয় জেনেছেন। এই ভেবে জানুর উপরিভাগে তীক্ষ্ণ ছুরি বেঁধে ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত হয়ে সকালবেলা দ্রুতপায়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে থাকলেন। অন্তঃপুরের প্রহরী কুমার অজাতশত্রুকে ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত হয়ে সকালবেলা দ্রুতপায়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখে ধরে ফেললেন। দেহ তল্লাশি করতে করতে জানুর উপরিভাগে তীক্ষ্ণ ছুরি দেখতে পেলেন। ছুরি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কুমার, আপনি কী করতে চান? পিতৃহত্যা করতে চাই? কার দ্বারা প্ররোচিত হয়েছেন? আর্য দেবদত্তের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছি। অমনি কোনো কোনো আমাত্য (মন্ত্রী) এরূপ মত প্রকাশ করলেন যে, কুমারকেও হত্যা করতে হবে, দেবদত্তকেও হত্যা করতে হবে এবং সমস্ত ভিক্ষুসংঘকেও হত্যা করতে হবে। কোনো কোনো আমাত্য এরূপ মত প্রকাশ করলেন যে, ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। ভিক্ষুগণ কোনো অপরাধ করেননি। কুমার ও দেবদত্তকে হত্যা করতে হবে। কোনো কোনো আমাত্য মত প্রকাশ করলেন, কুমার, দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুসংঘ কাউকে হত্যা করা উচিত হবে না। এই বিষয়টি রাজাকে জ্ঞাপন করতে হবে। রাজা যা আদেশ করবেন, তা-ই করব।

তখন সেই আমাত্যগণ কুমার অজাতশত্রুকে নিয়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে বিষয়টি জানালেন। মগধরাজ বিম্বিসার বললেন, মহাশয়গণ, এ ব্যাপারে আমাত্যগণের কীরূপ মত? দেব, কোনো আমাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, কুমারকেও হত্যা করতে হবে, দেবদত্তকেও হত্যা করতে হবে এবং সমস্ত ভিক্ষুসংঘকেও হত্যা করতে হবে। কোনো কোনো আমাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। ভিক্ষুগণ কোনো অপরাধ করেননি। কুমার ও দেবদত্তকে হত্যা করতে হবে। কোনো কোনো আমাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, কুমার, দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুসংঘ কাউকে হত্যা করা উচিত হবে না। এই বিষয়টি রাজাকে জ্ঞাপন করতে হবে। রাজা যা আদেশ করবেন, তাই করব। মহাশয়গণ, এখানে বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ কী করবেন? ভগবান তো আগেই রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করেছেন। আগে দেবদত্ত এক প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে তদ্দারা বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ

দায়ী নয়; দেবদত্তই দায়ী থাকবে। যেই আমাত্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, কুমারকেও হত্যা করতে হবে, দেবদত্তকেও হত্যা করতে হবে এবং ভিক্ষুসংঘকেও হত্যা করতে হবে; তাঁদের পদচ্যুত করলেন। যেই আমাত্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। ভিক্ষুগণ কোনো অপরাধ করেননি। কুমার ও দেবদত্তকে হত্যা করতে হবে; তাঁদের নিম্নপদে নামিয়ে দিলেন। যেই আমাত্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, কুমার, দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুসংঘ কাউকে হত্যা করা উচিত হবেন না। এই বিষয়টি রাজাকে জ্ঞাপন করতে হবে। রাজা যা আদেশ করবেন, তা-ই করব; তাঁদের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করলেন।

অতঃপর মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কুমার অজাতশক্রকে বললেন, কুমার, তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছ? দেব, আমি রাজত্ব আকাঙ্ক্ষা করি। কুমার, যদি তুমি রাজত্ব আকাঙ্ক্ষী, তাহলে এই রাজ্য তোমার। এই বলে কুমার অজাতশক্রকে রাজ্য দিয়ে দিলেন তথা রাজ্যভার অর্পণ করলেন।

বুদ্ধকে হত্যার জন্য তীরন্দাজ প্রেরণ

৩৪০. দেবদত্ত কুমার অজাতশক্রর কাছে উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে কুমার অজাতশক্রকে বললেন, মহারাজ, আপনি তীরন্দাজকে আদেশ প্রদান করুন, যেন শ্রমণ গৌতমকে হত্যা করে ফেলে। অমনি কুমার অজাতশক্র তীরন্দাজকে আদেশ করলেন, ওহে, তুমি আর্য দেবদত্ত যেরকম বলেন, সেরকম কর। তখন দেবদত্ত এক তীরন্দাজকে আদেশ করলেন, ভাই! যাও, অমুক স্থানে শ্রমণ গৌতম অবস্থান করছেন; তাঁকে হত্যা করে এই রাস্তা দিয়ে আস। এদিকে সেই রাস্তা দুজন তীরন্দাজকে রেখে আদেশ করলেন, এই রাস্তা দিয়ে জনৈক তীরন্দাজ আসবে, তাকে হত্যা করে তোমরা অমুক রাস্তা দিয়ে আস। সেই অমুক রাস্তায় চারজন তীরন্দাজ রেখে আদেশ করলেন, এই রাস্তা দিয়ে দুজন তীরন্দাজ আসবে, তোমরা তাদের হত্যা করে সমুক রাস্তা দিয়ে আস। সেই রাস্তায় আটজন তীরন্দাজ রেখে আদেশ করলেন, এই রাস্তা দিয়ে চারজন তীরন্দাজ আসবে, তোমরা তাদের হত্যা করে এই রাস্তা দিয়ে আস।

সেই (প্রথম) তীরন্দাজ ঢাল-তলোয়ার গ্রহণ করে ধনুতে তীর যোজনা করে ভগবানের কাছাকাছি উপস্থিত হলেন। ভগবানের কিছু দূরে ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত, ত্রস্ত হয়ে কম্পিত দেহে দাঁড়িয়ে রইল। ভগবান তাকে ভীত,

উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত, ত্রস্ত হয়ে কম্পিত দেহে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। দেখে বললেন, বন্ধো, তুমি ভয় কর না, এদিকে এসো। অমনি তীরন্দাজ ঢাল-তলোয়ার একস্থানে রেখে, তীর ও ধনুক ছুড়ে মেরে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানের চরণে মাথা ঠেকিয়ে এরূপ বলতে লাগলেন—ভন্তে, ভগবান আমি অজ্ঞতা, মূর্খতা, মূঢ়তাবশে যেই অপরাধ করেছি এবং যেই পাপচিত্তে হত্যা করার মানসিকতা নিয়ে এখানে এসেছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। ভগবান, আমাকে সেই অপরাধ ক্ষমা করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হতে অনুমোদন করুন। বন্ধো, তুমি অজ্ঞতা, মূর্খতা ও মূঢ়তাবশে যেই অপরাধ করেছ এবং যেই পাপচিত্তে হত্যা করার মানসিকতা নিয়ে এখানে এসেছ; যখন তুমি সেই অপরাধকে অপরাধ বলে ধর্মানুসারে প্রতিকার করেছ, তখন আমি তোমার অপরাধ স্বীকার করলাম। বন্ধো, এটি আর্যবিনয় মতে অভিবৃদ্ধির কথা যে, যারা অপরাধকে অপরাধ বলে ধর্মানুসারে প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়।

এরপর ভগবান তাকে পর্যায়ক্রমে ধর্মদেশনা প্রদান করতে লাগলেন। যেমন—দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কাম ভোগের উপদ্রব, হীনতা ও অপবিত্রতা কথা, নৈষ্ক্রমের সুফল বর্ণনা। যখন ভগবান জানতে পারলেন তাঁর চিত্ত কোমল, নীবরণমুক্ত, হৃষ্ট ও প্রসন্ন হয়েছে, তখন বুদ্ধগণের প্রশংসিত ধর্মদেশনা শুরু করলেন। দুঃখ আর্যসত্য, সমুদয় আর্যসত্য, নিরোধ আর্যসত্য, নিরোধের উপায় আর্যসত্য বর্ণনা করলেন। যেমন পরিষ্কার (ময়লাবিহীন) সাদা বস্ত্র ভালোভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, ঠিক তেমনিভবে সেই ব্যক্তির (তীরন্দাজ) সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো। যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী। সেই ব্যক্তি ইহজীবনে ধর্মপ্রাপ্ত, ধর্মবিদিত ও ধর্মের মর্মভেদ করে সন্দেহমুক্ত, সংশয়মুক্ত হয়ে বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধশাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করলেন। অমনি ভগবানকে বললেন, ভন্তে, বড়োই আশ্চর্য! বড়োই অদ্ভুত! অধোমুখীকে যেমন ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে প্রকাশিত করে, পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করে চক্ষুষ্মান আলো দর্শনের জন্য তৈলপ্রদীপ প্রজ্বলন করে, ঠিক তেমনিভাবে ভগবান নানা পর্যায়ে ধর্মকে প্রকাশিত করলেন। ভন্তে, আমি বুদ্ধের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান, আজ হতে আমাকে আমরণ আপনার উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। তখন ভগবান তাকে বললেন, বন্ধো, তুমি এই রাস্তা দিয়ে যাবে না। অমুক রাস্তা ধরে চলে যাও। এই বলে তাকে অন্য রাস্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে সেই দুজন তীরন্দাজ দেবদত্তের কথিত ব্যক্তি 'কেন আসতে দেরী করছে' সেটা দেখতে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। অগ্রসর হতে হতে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেখে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। অমনি ভগবান তাদের পর্যায়ক্রমে ধর্মদেশনা প্রদান করতে লাগলেন... বুদ্ধশাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করলেন। অমনি তারা ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, বড়োই আশ্চর্য! বড়োই অদ্ভুত!... ভগবান, আজ হতে আমাদের আমরণ আপনার উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন। তখন ভগবান তাদের বললেন, বন্ধোগণ, তোমরা এই রাস্তা দিয়ে যাবে না। অমুক রাস্তা ধরে চলে যাও। এই বলে তাদের অন্য রাস্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই চারজন তীরন্দাজ দেবদত্তের কথিত দুজন লোক 'কেন আসতে দেরী করছেন' সেটা দেখতে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। অগ্রসর হতে হতে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেখে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। অমনি ভগবান তাদের পর্যায়ক্রমে ধর্মদেশনা প্রদান করতে লাগলেন... বুদ্ধশাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করলেন। অমনি তাঁরা ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, বড়োই আশ্চর্য! বড়োই অদ্ভুত!... ভগবান, আজ হতে আমাদের আমরণ আপনার উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন। তখন ভগবান তাঁদের বললেন, বন্ধোগণ, তোমরা এই রাস্তা দিয়ে যাবে না। অমুক রাস্তা ধরে চলে যাও। এই বলে তাদের অন্য রাস্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই আটজন তীরন্দাজ দেবদত্তের কথিত চারজন লোক 'কেন আসতে দেরী করছেন' সেটা দেখতে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। অগ্রসর হতে হতে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেখে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। অমনি ভগবান তাদের পর্যায়ক্রমে ধর্মদেশনা প্রদান করতে লাগলে... বুদ্ধশাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করলেন। অমনি তাঁরা ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, বড়োই আশ্চর্য! বড়োই অদ্ভুত!... ভগবান, আজ হতে আমাদের আমরণ আপনার উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন। তখন ভগবান তাদের বললেন, বন্ধোগণ, তোমরা এই রাস্তা দিয়ে যাবে না। অমুক রাস্তা ধরে চলে যাও। এই বলে তাদের অন্য রাস্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

তখন সেই প্রথম ব্যক্তি (তীরন্দাজ) দেবদত্তের কাছে উপস্থিত হলেন। দেবদত্ত বললেন, ভন্তে, ভগবান মহাঋদ্ধিবান, মহা আশ্চর্যজনক তথা

মহানুভবসম্পন্ন। আমি ভগবানকে হত্যা করতে সমর্থ হয়নি। দেবদত্ত বললেন, বন্ধু, তুমি শ্রমণ গৌতমকে হত্যা করো না। আমিই শ্রমণ গৌতমকে হত্যা করব।

বুদ্ধের চরণ হতে রক্তপাত কর্ম

৩৪১. সেই সময় ভগবান গৃধ্রকূট পর্বতের নিম্নপ্রদেশে ছায়াময় স্থানে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। দেবদত্ত গৃধ্রকূট পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে 'এর দ্বারা শ্রমণ গৌতমের জীবন বিনাশ করব' ভেবে বড়ো একটা প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত করলেন। (সম্বুদ্ধের অনন্ত গুণের প্রভাবে) দুটি পর্বতকূট মিলিত হয়ে সেই বড়ো প্রস্তরখণ্ডের গতিরোধ করল। দ্রুত পতনশীল শিলাখণ্ডের গতিরোধ হওয়ায় পরস্পরের আঘাতে ক্ষুদ্র এক শিলাখণ্ড এসে ভগবানের পায়ে আঘাত করল আর বুদ্ধের পা হতে রক্তপাত ঘটল।

তখন ভগবান ঊর্ধ্বে অবলোকন করে দেবদত্তকে দেখতে পেলেন। ভগবান দেবদত্তকে এরূপ বললেন, মোঘপুরুষ, প্রদুষ্ট চিত্তে, বধ করার মানসিকতায় তথাগতের রক্তপাত ঘটিয়ে বহু অপুণ্য প্রসব করলে। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, হে ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত এই প্রথম আনন্তরিক কর্ম সঞ্চয় করল। যেহেতু সে প্রদুষ্ট চিত্তে, বধ করার মানসিকতায় তথাগতের রক্তপাত ঘটাল।

ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, দেবদত্ত নাকি ভগবানকে হত্যা করার কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। তখন তাঁরা ভগবানকে রক্ষা এবং দেবদত্তের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিহারের চতুর্দিকে উচ্চশব্দে, মহাশব্দে সূত্র আবৃত্তি করতে করতে পদচারণ করতে থাকলেন। ভগবান উচ্চশব্দে, মহাশব্দে সূত্র আবৃত্তির শুনতে পেলেন। অমনি আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন, আনন্দ, কীসের এই উচ্চশব্দে, মহাশব্দে সূত্র আবৃত্তি? ভন্তে, ভিক্ষুগণ শুনতে পেয়েছেন যে, দেবদত্ত নাকি ভগবানকে হত্যা করার কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁরা ভগবানকে রক্ষা এবং দেবদত্তের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার জন্য বিহরের চতুর্দিকে উচ্চশব্দে মহাশব্দে সূত্র আবৃত্তি করতে করতে পদচারণা করছেন। সেই হেতুতে এই উচ্চশব্দে, মহাশব্দে সূত্র আবৃত্তির শব্দ। আনন্দ, তাহলে আমার কথায় সেই ভিক্ষুগণকে আহ্বান কর—আয়ুষ্মানগণ, শাস্তা আপনাদের ডাকছেন। 'ভন্তে, এরূপই হবে' বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ভিক্ষুগণের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বললেন, আয়ুষ্মানগণ শাস্তা ডাকতেছেন। হ্যাঁ বন্ধু' বলে ভিক্ষুগণ আনন্দের

কথায় সাড়া দিয়ে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এটি অসম্ভব, এটির কোনো সম্ভাবনা নেই যে, অপরের প্রচেষ্টায় তথাগতের জীবন নাশ হবে। তথাগত অপরের আক্রমণ ব্যতিরেকে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে পাঁচ প্রকার শাস্তা বা গুরু বিদ্যমান। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

এ জগতে কোনো কোনো গুরু শীলে অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন" বলে জ্ঞাপন করে। আমার শীল পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট বলে থাকে। কিন্তু তার শ্রাবকেরা তথা শিষ্যরা এরূপ জানে যে, এই গুরু শীলে অপরিশুদ্ধ, অপরিশোধিত ও সংক্লিষ্ট। আমরা যদি গৃহীদের বলে দিই, তাহলে (সেটা) তার পক্ষে ভালো হবে না। যা তার পক্ষে ভালো হবে না, তা আমরা কীভাবে বলি? সে তো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তদ্বারা নিজেই পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে শিষ্যরা গুরুকে শীলাদি হতে রক্ষা করে। এরূপ গুরু শিষ্যদের শীল হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

এ জগতে কোনো কোনো গুরু জীবিকায় অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ জীবিকাধারী" বলে জ্ঞাপন করে... ধর্মদেশনায় অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ ধর্মদেশনাকারী" বলে জ্ঞাপন করে... ধর্ম ব্যাখ্যায় অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ ধর্ম ব্যাখ্যাকারী" বলে জ্ঞাপন করে... জ্ঞান দর্শনে অপরিশুদ্ধ হয়েও "আমি পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শনকারী" বলে জ্ঞাপন করে। আমার জ্ঞান দর্শন পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট বলে থাকে। কিন্তু তার শিষ্যরা এরূপ জানে যে, এই গুরু জ্ঞান দর্শনে অপরিশুদ্ধ, অপরিশোধিত ও সংক্লিষ্ট। আমরা যদি গৃহীদের বলে দিই, তাহলে সেটা তার পক্ষে ভালো হবে না। যা তার পক্ষে ভালো হবে না তা আমরা কীভাবে বলি? সে তো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তদ্বারা নিজেই পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে শিষ্যরা গুরুকে জ্ঞান দর্শন হতে রক্ষা করে। এরূপ গুরু শিষ্যদের জ্ঞান দর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে। মৌদ্গাল্ল্যায়ন, জগতে এই পাঁচ প্রকার গুরু বিদ্যমান।

ভিক্ষুগণ, আমি শীলে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে, আমি পরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন, আমার শীল পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট। আমাকে শ্রাবক বা শিষ্যরা শীলাদি হতে রক্ষা করে না। আমি শিষ্যদের শীল হতে সুরক্ষা

প্রত্যাশা করি না। আমি জীবিকায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই... ধর্মদেশনায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই... ধর্ম ব্যাখ্যায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই... জ্ঞান দর্শনে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে, "আমি পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শনকারী, আমার জ্ঞান দর্শন পরিশুদ্ধ, পরিশোধিত ও অসংক্লিষ্ট। আমাকে শিষ্যরা জ্ঞান দর্শন হতে রক্ষা করে না। আমি শিষ্যদের জ্ঞান দর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না।

আমি শিষ্যদের জ্ঞান দর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। ভিক্ষুগণ, এটি অসম্ভব, এটির কোনো সম্ভাবনা নেই যে, অপরের প্রচেষ্টায় তথাগতের জীবন নাশ হবে। তথাগত অপরের আক্রমণ ব্যতিরেকে পরিনির্বাণ লাভ করেন। ভিক্ষুগণ তোমরা নিজের নিজের বিহারে চলে যাও। তথাগতকে রক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

বুদ্ধকে হত্যার জন্য নালাগিরি হাতি প্রেরণ

৩৪২. সেই সময় রাজগৃহে নালাগিরি নামক প্রচণ্ড হিংস্র ও নরঘাতক হাতি ছিল। দেবদত্ত রাজগৃহে এসে হাতিশালায় গিয়ে মাহুতকে বললেন, ভনে, আমি রাজার জ্ঞাতি। খ্যাতি ও ক্ষমতার বলে নিম্নপদ হতে উচ্চপদে নিয়োগ এবং আহার, বেতন বাড়িয়ে দিতে পারি। তাই তোমাকে বলছি, যখন শ্রমণ গৌতম এই রাস্তা দিয়ে আসবেন, তখন নালাগিরি হাতিকে বন্ধনমুক্ত করে রাস্তার অভিমুখে ছেড়ে দিবে। "হ্যাঁ ভন্তে, তা-ই হবে" বলে মাহুত দেবদত্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

তখন ভগবান প্রাতঃকালে বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। ভগবান রাস্তা ধরে এগুতে লাগলেন। মাহুতগণ সেটা দেখে নালাগিরি হাতিকে বন্ধনমুক্ত করে সেই রাস্তার অভিমুখে ছেড়ে দিল। দূর হতেই ভগবানকে আসতে দেখে নালাগিরি শুড় উত্তোলন করে কর্ণ ও কেশ খাড়া করে ঘন ঘন চালনা করতে করতে ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। ভিক্ষুগণ দূর হতে নালাগিরি হাতিকে অগ্রসর হতে দেখতে পেলেন। অমনি ভগবানকে বললেন, ভন্তে, প্রচণ্ড হিংস্র, নরঘাতক নালাগিরি হাতি এই রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ভগবান পশ্চাদগমন করুন, সুগত পশ্চাদগমন করুন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আস; ভয় করো না। এটি অসম্ভব, এটির কোনো সম্ভাবনা নেই যে, অপরের প্রচেষ্টায় তথাগতের জীবন নাশ হবে। তথাগত অপরের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে পরিনির্বাণ লাভ করেন। দ্বিতীয়বার

ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন... তৃতীয়বার ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, ভন্তে, প্রচণ্ড হিংস্র, নরঘাতক নালাগিরি হাতি এই রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ভগবান পশ্চাদগমন করুন, সুগত পশ্চাদগমন করুন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আস; ভয় করো না। এটি অসম্ভব, এটির কোনো সম্ভাবনা নেই যে, অপরের প্রচেষ্টায় তথাগতের জীবন নাশ হবে। তথাগত অপরের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

সেই সময় বহু লোকজন প্রাসাদ, বড়ো প্রাসাদের ছাদে উঠে এই (লোমহর্ষক) দৃশ্যটি দেখতে লাগলেন। সেসব লোকজনের মধ্যে যারা (ধর্মের প্রতি) শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন ও দুর্বুদ্ধিপরায়ণ তারা এরূপ বলতে লাগল, আজ মনোরম দেহকান্তির অধিকারী মহাশ্রমণ গৌতম হাতি দ্বারা নির্মমভাবে মারা যাবে। যারা (ধর্মের প্রতি) শ্রদ্ধাশীল, প্রসন্ন ও পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান তারা এরূপ বলতে লাগলেন, নিঃসন্দেহে বুদ্ধনাগের সঙ্গে নালাগিরি নাগের বেশিক্ষণ সংগ্রাম হবে না। ভগবান মৈত্রী চিত্ত দ্বারা তথা মৈত্রীর অতুলনীয় প্রভাবের দ্বারা নালাগিরি হাতিকে প্লাবিত করলেন। তখন নালাগিরি হাতি ভগবানের মৈত্রী চিত্তে প্লাবিত হয়ে শূড় নীচে নামিয়ে ভগবানের কাছে আসলো। কাছে এসে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। অমনি ভগবান ডানহাতে নালাগিরির কুম্ভ (সামনের গোলাকার অংশ) স্পর্শ করতে করতে নালাগিরির উদ্দেশ্যে এই গাথাটি বললেন :

হে নাগ, হে কুঞ্জর করো না উৎপীড়ন,
উৎপীড়নে ভুগিতে হয় যতো দুঃখের কারণ।
করো না হত্যা তুমি ওহে কুঞ্জর,
জানিবে সুগতি লাভ হবে অতঃপর।
হও না কিছুতেই প্রমত্ত আর মাতলামি যত,
প্রমত্ততায় হতে হয়, সর্বদা স্বর্গ বর্জিত।
নাহি যদি কর তুমি কখনো এসব,
জানিবে সুনিশ্চিত, হবে স্বর্গ লাভ।

অমনি নালাগিরি হাতি শুড় দিয়ে ভগবানের পদধূলি গ্রহণ করে স্বীয় মস্তকে ছিটিয়ে নিল। এরপর যতক্ষণ ভগবানকে দেখা যায়, ততক্ষণ সম্মুখভাগ ভগবানের দিকে রেখে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাগমন করল। অতঃপর নালাগিরি হস্তিশালায় গিয়ে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইল। এরূপে নালাগিরি দমিত হলো। সেই সময় বিপুল জনতা এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

দমন করে একে অন্যে দণ্ড, অংকুশ, কষাঘাতে,

দমেন বুদ্ধ নাগরাজে নাহি অস্ত্রে, নাহি দণ্ডে।

তখন জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশে দুর্নাম করতে লাগলেন, এই পাপিষ্ঠ, লক্ষ্মীছাড়া দেবদত্ত এমন ঋদ্ধিমান, মহানুভবসম্পন্ন শ্রমণ গৌতমকে হত্যা করতে ব্যাপৃত হয়েছেন। সেই হতে দেবদত্তের লাভ-সৎকার কমে গেল। ভগবানের লাভ-সৎকার আরও বৃদ্ধি পেল।

পাঁচটি বিষয় প্রার্থনাবিষয়ক কথা

৩৪৩. সেই সময় দেবদত্তের লাভ-সৎকার পরিহানি হয়ে পড়ায় সপরিষদে, গৃহস্থের ঘরে যাচঞা করে করে ভোজন করতে লাগলেন। এটি দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গৃহস্থের ঘরে যাচঞা করে করে ভোজন করতেছে? এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কেনই বা উত্তমরূপে পাককরা ভোজনে সন্তুষ্ট হন না অথবা কেউ কেউ সুস্বাদু ভোজন পছন্দ করেন না। অন্যান্য ভিক্ষুগণ জনসাধারণের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করার কথা শুনতে পেলেন। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন দেবদত্ত স্বপরিষদে গৃহস্থের ঘরে যাচঞা করে করে ভোজন করতেছে? তারা এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন... সত্যিই কি দেবদত্ত, তুমি সপরিষদে গৃহস্থের ঘরে ঘরে যাচঞা করে করে ভোজন করতেছে? দেবদত্ত—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ত্রিবিধ কারণকে ভিত্তি করে গৃহস্থের বাড়িতে তিন প্রকার ভোজনের বিধান প্রজ্ঞাপ্ত করব। যথা : ১) কুমতি পুদ্গলদের নিগ্রহ করার জন্য, ২) শীলবান ভিক্ষুগণের সুখে, নিরুপদ্রবে অবস্থানের জন্য, ৩) যাতে পাপিষ্ঠগণ অনুসারী পেয়ে তাদের নির্ভর করে সংঘভেদ করতে না পারে। গৃহীগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন হেতুতে নিয়ম মেনে গণভোজন করতে হবে।

তখন দেবদত্ত কোকালিক, কটমোদক, তিষ্যক ও খণ্ডদেবীর পুত্র সমুদ্রগুপ্তের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাদের এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, এসো, আমরা শ্রমণ গৌতমের সংঘ ভেদ বা বিভক্ত করি, ঐক্য ভেদ করি। দেবদত্ত এরূপ বললে কোকালিক বলে উঠলেন, বন্ধু, শ্রমণ গৌতম মহাঋদ্ধিবান, মহানুভবসম্পন্ন। কিরূপে আমরা শ্রমণ গৌতমের সংঘ ভেদ বা বিভক্ত করব, ঐক্য ভেদ করব? দেবদত্ত—বন্ধুগণ, আসুন আমরা শ্রমণ

গৌতমের সকাশে গিয়ে এই পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করি। বলবো যে, ‘ভন্তে, ভগবান অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, নম্রতা এবং উদ্যামশীলতার সুফল বর্ণনা করেন। ভন্তে, এই পাঁচটি বিষয় অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, নম্রতা এবং উদ্যামশীলতার জন্য একান্ত সহায়ক। ভন্তে, এই কারণে উত্তম হবে যে—১) ভিক্ষুগণ আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে কিংবা গ্রামের নিকটবর্তী বিহারে বাস করবে, সে দোষী হবে। ২) ভিক্ষুগণ আজীবন ভিক্ষাজীবী হোক। যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে তথা নিমন্ত্রণে প্রদত্ত ভোজন গ্রহণ করবে, সে দোষী হবে। ৩) ভিক্ষুগণ আজীবন পাংশুকুল চীবর পরিধান করুক। যে গৃহী প্রদত্ত চীবর পরিধান করবে, সে দোষী হবে। ৪) ভিক্ষুগণ আজীবন গাছতলায় অবস্থান করুক। যে আচ্ছাদিত স্থানে অবস্থান করবে, সে দোষী হবে। ৫) ভিক্ষুগণ আজীবন মাছ, মাংস ভোজন করা হতে বিরত থাকুক। যে মাছ, মাংস ভোজন করবে, সে দোষী হবে। শ্রমণ গৌতম এই পাঁচটি বিষয়ে অনুমতি দিবেন না। এই সুযোগে আমরা এই পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে লোকজনকে বুঝাতে সক্ষম হবো। বন্ধুগণ, এই পাঁচটি বিষয় দ্বারা আমরা শ্রমণ গৌতমের সংঘ ভেদ বা বিভক্ত করতে, ঐক্য ভেদ করতে পারব। জনসাধারণ তো সামান্য ব্যাপারে প্রসন্ন হয়।

অতঃপর দেবদত্ত সপরিষদে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট দেবদত্ত ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, ভগবান অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, নম্রতা এবং উদ্যামশীলতার সুফল বর্ণনা করে থাকেন। ভন্তে, এই পাঁচটি বিষয় অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিত, সংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, নম্রতা এবং উদ্যামশীলতার জন্য একান্ত সহায়ক। ভন্তে, এই কারণে উত্তম হবে যে—১) ভিক্ষুগণ আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে কিংবা গ্রামের নিকটবর্তী বিহারে বাস করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে। ২) ভিক্ষুগণ আজীবন ভিক্ষাজীবী হোক। যে (গৃহীর) নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে তথা নিমন্ত্রণে প্রদত্ত ভোজন গ্রহণ করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে। ৩) ভিক্ষুগণ আজীবন পাংশুকুল চীবর পরিধান করুক। যে গৃহী প্রদত্ত চীবর পরিধান করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে। ৪) ভিক্ষুগণ আজীবন গাছতলায় বাস করুক। যে আচ্ছাদিত স্থানে বাস করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে। ৫) ভিক্ষুগণ

আজীবন মাছ, মাংস ভোজন করা হতে বিরত থাকুক। যে মাছ, মাংস ভোজন করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে। এবার ভগবান বললেন, হে দেবদত্ত, এসব নিষ্প্রয়োজন। যেই ভিক্ষু অরণ্যে বাস করতে ইচ্ছা করে, সে অরণ্যে বাস করুক আর যেই ভিক্ষু গ্রামে বাস করতে ইচ্ছা করে, সে গ্রামে বাস করুক। যেই ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করে, সে ভিক্ষাচর্যা করুক আর যেই ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণের ইচ্ছা করে, সে নিমন্ত্রণের ভোজন গ্রহণ করুক। যেই ভিক্ষু পাংশুকুল চীবর পরিধান করতে ইচ্ছা করে, সে পাংশুকুল চীবর পরিধান করুক আর যেই ভিক্ষু গৃহীপ্রদত্ত চীবর পরিধান করতে ইচ্ছা করে, সে গৃহীপ্রদত্ত চীবর পরিধান করুক। দেবদত্ত, ইতিপূর্বে আমার কর্তৃক বছরে আট মাস গাছতলায় বাস করার অনুজ্ঞা দেয়া হয়েছে। ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ অর্থাৎ অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুমিত মাছ, মাংস ভোজনের নির্দেশও করা হয়েছে। তখন দেবদত্ত 'ভগবান এই পাঁচটি বিষয় অনুমোদন করছেন না' জেনে আনন্দিত, উৎফুল্ল হয়ে সপরিষদ আসন হতে উঠে দাঁড়ালেন। অমনি ভগবানকে অভিবাদন জানিয়ে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

এবার দেবদত্ত সপরিষদ রাজগৃহে প্রবেশ করে সেই পাঁচটি বিষয় দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাতে লাগলেন, হে ভদ্রেগণ, শ্রমণ গৌতমের সকাশে উপস্থিত হয়ে আমরা পাঁচটা বিষয় প্রার্থনা করেছিলাম। বলেছিলাম, ভন্তে, ভগবান অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতা... উদ্যামশীলতার একান্ত সহায়ক। ভন্তে, এই কারণে উত্তম হবে যে—১) ভিক্ষুগণ আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যেই ভিক্ষু গ্রামে কিংবা গ্রামের নিকটবর্তী বিহারে বাস করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে... ৫) ভিক্ষুগণ আজীবন মাছ, মাংস ভোজন করা হতে বিরত থাকুক। যে মাছ, মাংস ভোজন করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে। দেখুন, শ্রমণ গৌতম এই পাঁচটি বিষয় অনুমোদন করেননি। আমরা সেই পাঁচটি বিষয় ব্রত হিসেবে প্রতিপালন করব।

তখন যেসব লোকজন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন দুর্বুদ্ধিপরায়ণ তারা এরূপ বলতে লাগল, এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধুতাঙ্গপ্রিয়তা ও আত্মসংযমী কিন্তু শ্রমণ গৌতম বিলাসী ও বিলাসিতাপ্রিয়। কিন্তু যেসব লোক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রসন্ন এবং পণ্ডিত, অভিজ্ঞা, বুদ্ধিমান তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন দেবদত্ত ভগবানের সংঘ ভেদ, ঐক্য ভেদের প্রচেষ্টা করতেছে? ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের অসন্তোষ, নিন্দা ও

প্রকাশ্যে দুর্নামের কথা শুনতে পেলেন। তখন যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারাও অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেনই দেবদত্ত ভগবানের বা সংঘের ভেদ বা বিভেদ ও ঐক্যের ভেদ করতে প্রচেষ্টা চালাবে? সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... সত্যিই কি দেবদত্ত, তুমি সংঘের ভেদ, ঐক্যের ভেদ করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে? "হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য।" ভগবান বলে উঠলেন, দেবদত্ত, সাবধান, তোমার সংঘভেদ করার অভিরুচি না হোক। সংঘভেদ করা বড়ো গুরুতর পাপকার্য। যে সমগ্র তথা একতাবদ্ধ সংঘকে বিভক্ত করে, সে কল্পকালের জন্য (অর্থাৎ কল্পকাল পর্যন্ত বিপাক ভোগ করতে হয় এমন) পাপ সঞ্চয় করে। কল্পকালব্যাপী নরকে পক্ব হয়। অন্যদিকে যে বিভক্ত সংঘকে একত্রিত করে, সে শ্রেষ্ঠ পুণ্য অর্জন করে। এতে সে কল্পকালব্যাপী স্বর্গে আনন্দিত, প্রমোদিত হয়ে অবস্থান করে। কাজেই দেবদত্ত, সাবধান। তোমার সংঘ ভেদ করার অভিরুচি না হোক। সংঘ ভেদ করা বড়োই গুরুতর পাপকার্য।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সকালবেলা বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। দেবদত্ত আয়ুষ্মান আনন্দকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহেরত দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। এবার আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, বন্ধু আনন্দ, আজ হতে আমি আর ভগবান (পৃথক পৃথক ভিক্ষুসংঘ নিয়ে) আলাদা আলাদাভাবে উপোসথ করব, সংঘকর্ম করব।

রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ শেষ হলে আয়ুষ্মান আনন্দ ফিরে এসে আহারকৃত্য সমাপন করলেন। তারপর ভগবানের সকাশে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে ।উপবেমন করলেন। অমনি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আজ আমি সকালবেলা বহির্গমনীয় অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করেছিলাম। আমাকে রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দেখে দেবদত্ত আমার কাছে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে—বন্ধু আনন্দ, আজ হতে আমি আর ভগবান (পৃথক পৃথক ভিক্ষুসংঘ নিয়ে) আলাদা আলাদাভাবে উপোসথ করব সংঘকর্ম করব। ভন্তে, আজ হতে দেবদত্ত সংঘভেদ করবে। তখন ভগবান (নরকগামিনী সংঘভেদ কার্য পাপীর দ্বারা কৃত হয়) এই বিষয় জ্ঞাত হয়ে এ গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ করলেন :

সাধন যত সাধুকর্ম সাধুর সুখকর,
তবে সেই সাধুকর্ম পাপীর দুষ্কর।

সাধন যত পাপকর্ম পাপীর সুখকর,
আর্যদের পাপকর্ম হয় অতীব দুষ্কর।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংঘভেদ বিষয়ক কথা

৩৪৪. তখন দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আসন হতে উঠে শলাকা (মত প্রদানের কাঠি বা ব্যালট) গ্রহণ করালেন। বন্ধুগণ, আমরা শ্রমণ গৌতমের কাছে উপস্থিত হয়ে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করেছিলাম। বলেছিলাম–ভন্তে, ভগবান অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতায়... উদ্যামশীলতার একান্ত সহায়ক। ভন্তে, এই কারণে উত্তম হয় যে—১) ভিক্ষুগণ আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে বা গ্রামের নিকটবর্তী বিহারে বাস করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে... ৫) ভিক্ষুগণ আজীবন মাছ, মাংস ভোজন করা হতে বিরত থাকুক। যে মাছ, মাংস ভোজন করবে, সে দোষী হবে। তজ্জন্য সংঘ তাকে বর্জন করবে। দেখুন, শ্রমণ গৌতম এই পাঁচটি বিষয় অনুমোদন করেননি। আমরা সেই পাঁচটি বিষয় ব্রত হিসেবে প্রতিপালন করব। যেই আয়ুষ্মানগণ এই পাঁচটি বিষয় অনুমোদন বা সমর্থন করেন, তারা শলাকা গ্রহণ করুন।

সেই সময় বৈশালীর পাঁচশত বৃজিপুত্র নবীন ভিক্ষু ভালোভাবে না জেনে 'এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটি শাস্তার শাসন' মনে করে শলাকা গ্রহণ করলেন। তখন দেবদত্ত সংঘভেদ করে সেই পাঁচশত ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে গয়াশীর্ষ পর্বতে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। এরপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, দেবদত্ত সংঘভেদ করে পাঁচশত ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে গয়াশীর্ষ পর্বতে প্রস্থান করতেছে। ভগবান বললেন, সারিপুত্র, তোমাদের কি সেই নবীন ভিক্ষুদের জন্য করুণা উদ্রেক হয় না? সারিপুত্র, তোমরা সেই ভিক্ষুগণ দুর্দশায় পতিত হবার পূর্বে গমন কর। 'হ্যাঁ ভন্তে, এরূপই হবে' বলে সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন ভগবানের কথায় সম্মতি জানিয়ে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে গয়াশীর্ষে উপস্থিত হলেন।

তখন জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সামান্য দূরে কেঁদে কেঁদে দাঁড়িয়ে

থাকলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, ভিক্ষু, কেন তুমি রোদন করতেছ? ভন্তে, যাঁরা ভগবানের অগ্রশ্রাবক, সেই সারিপুত্র, মৌদ্গাল্ল্যায়নও দেবদত্তের কাছে চলে যাচ্ছেন, দেবদত্তের ধর্মকে অনুমোদন করতেছেন। ভগবান—ভিক্ষু, এটি অসম্ভব; এটির কোনো অবকাশ নেই যে, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন দেবদত্তের ধর্মকে অনুমোদন বা সমর্থন করবে। সেই ভিক্ষুগণের জ্ঞান উৎপন্ন করণার্থে তারা গমন করেছে।

৩৪৫. সেই সময় দেবদত্ত মহতী পরিষদ পরিব্যাপ্ত হয়ে ধর্মদেশনায় উপবিষ্ট ছিলেন। বেশ দূরে থাকতেই দেবদত্ত সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়নকে আসতে দেখলেন। সেটা দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, দেখুন, আমার ধর্ম কতোই সুব্যাখ্যাত—যাঁরা শ্রমণ গৌতমের অগ্রশ্রাবক, সেই সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্ল্যায়নও আমার কাছে আসতেছেন। আমার ধর্মকে সমর্থন করতেছেন। এরূপ বলা হলে কোকালিক ভিক্ষু দেবদত্তকে এরূপ বললেন, বন্ধু দেবদত্ত, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়নকে বিশ্বাস করবেন না। সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন পাপিষ্ঠ, পাপধর্মে বশানুগত। দেবদত্ত—বন্ধু, তেমন বলো না; তাঁরা স্বাগত হয়েছেন। তারা আমার ধর্মকে সমর্থন করতেছেন।

দেবদত্ত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অর্ধেক আসন ছেড়ে নিয়ে সাদরে আহ্বান করে বললেন, বন্ধু সারিপুত্র, আসুন, আসুন; এখানে উপবেশন করুন। 'বন্ধু, এসবের প্রয়োজন নেই' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র অন্য একটি আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্ল্যায়নও অন্য একটি আসন নিয়ে উপবেশন করলেন। অনেক রাত পর্যন্ত দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনায় উৎসাহিত, প্রণোদিত, উদ্দীপিত, প্রফুল্লিত করে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অনুরোধ করলেন, বন্ধু সারিপুত্র, এখন ভিক্ষুসংঘ আলস্য, প্রমাদ বিরহিত। অতএব আপনি ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা প্রদান করুন। আমার পিঠ ব্যথা করতেছে; আমি একটু শুয়ে পড়ব। 'হ্যাঁ বন্ধু, তাই হোক' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র দেবদত্তের কথায় সম্মতি দিলেন। অমনি দেবদত্ত সঙ্ঘাটি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন দক্ষিণপার্শ্ব হয়ে। স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান বর্জিত তদুপরি পরিশ্রান্ত হওয়ার মুহূর্তেই অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র আদেশনা প্রাতিহার্য (পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান) ও অনুশাসন প্রাতিহার্য (চমৎকার ব্যাখ্যাযোগে শিক্ষাদান) দ্বারা ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনায় উপদেশ প্রদান এবং অনুশাসন করলেন। অন্যদিকে আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্ল্যায়ন ঋদ্ধি প্রাতিহার্য (ঋদ্ধিশক্তি ব্যবহার) ও অনুশাসন প্রাতিহার্য

দ্বারা ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনায় উপদেশন প্রদান এবং অনুশাসন করলেন। এভাবে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের আদেশনা প্রাতিহার্য ও অনুশাসন প্রাতিহার্য আর আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্ল্যায়নের ঋদ্ধি প্রাতিহার্য ও অনুশাসন প্রাতিহার্য দ্বারা উপদিষ্ট, অনুশাসিত হয়ে সেই ভিক্ষুগণের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো। যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তা সবই নিরোধধর্মী। অমনি আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণ আহ্বান করে বললেন, বন্ধুগণ, আমরা এখন ভগবানের কাছে গমন করব। যিনি ভগবানের ধর্মে রুচিবোধ করেন, তিনি আসুন। তখন সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন সেই পাঁচশত ভিক্ষুকে নিয়ে বেণুবনে উপস্থিত হলেন। কোকালিক দেবদত্তকে জাগ্রত করলেন, বন্ধু দেবদত্ত, উঠো। তোমার ভিক্ষুগণকে সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন নিয়ে গিয়েছে। বন্ধু দেবদত্ত, আমি কী তোমাকে আগেই বলিনি যে, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন পাপিষ্ঠ, পাপধর্মে বশানুগত হয়েছে। অমনি সেই স্থানেই দেবদত্তের মুখ দিয়ে উষ্ণ রক্তপাত হলো।

অনন্তর সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্ল্যায়ন ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, ভেদ অনুসরণকারী ভিক্ষুগণ পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করলে ভালো হয়, নয় কি? সারিপুত্র, নিষ্প্রয়োজন। ভেদ অনুসরণকারী ভিক্ষুগণের পুনঃ উপসম্পদা প্রদান করা তোমার অভিরুচি না হোক। তাহলে সারিপুত্র, তুমি ভেদ অনুসরণকারী ভিক্ষুগণকে থুল্লচ্চয় অপরাধ দেশনা করাতে পার। সারিপুত্র, দেবদত্ত তোমাদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করেছে? ভন্তে, ভগবান যেমন গভীর রাত পর্যন্ত ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনায় উৎসাহিত, প্রণোদিত, উদ্দীপিত, প্রফুল্লিত করে আমাকে আদেশ করেন। সারিপুত্র, এখন ভিক্ষুসংঘ আলস্য, প্রমাদ বিরহিত। অতএব সারিপুত্র তুমি ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা কর। আমার পিঠ ব্যথা করতেছে, আমি একটু শুয়ে বিশ্রাক করব। ভন্তে, দেবদত্তও আমার সঙ্গে ঠিক সেই রকম আচরণ করেছে।

৩৪৬. তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অতীতকালে জনৈক অরণ্যে একটি বড় সরোবর ছিল। একদল হাতি সেই সরোবরকে আশ্রয় করে বাস করত। হাতিদল সরোবরে নেমে (স্বীয় স্বীয়) শুড় দিয়ে (সরোবরে প্রস্ফুটিত) পদ্মফুলের মূল ও ডাঁটা উৎপাদনপূর্বক কর্দমহীন সুধৌত করে ভক্ষণ করত। এই খাদ্য হাতিদলের বর্ণ, বল বর্ধন করতো এবং তাতে হাতিগুলো মৃত্যুগ্রস্ত হত না কিংবা মৃত্যুসম দুঃখ পেতো

না। ভিক্ষুগণ, সেই প্রাপ্তবয়স্ক হাতিদের অনুকরণ করতে হাতি শাবকেরাও সরোবরে নেমে শুড় দিয়ে পদ্মফুলের মূল ও ডাঁটা উৎপাদন করে নিতো, তবে কর্দমহীন, সুধৌত না করেই ভক্ষণ করত। ফলে হাতিশাবকদের বর্ণ, বল বর্ধিত হতো না। বরং তাতে তারা মৃত্যুর কবলে পতিত হতো, মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করত। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপেই দেবদত্ত আমাকে অনুসরণ করতে নিয়ে নিঃস্ব হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

সরোবরে নেমে হাতি ভক্ষে সুধৌত মৃণাল,
পেয়ে থাকে এতে তারা সুখের জীবন।
তাই দেখে শাবকেরা খেয়ে নেয় অধৌত মৃণাল,
হয়ে উঠে জীবন তাদের অতীব কষ্টের।
তদ্রুপ করতে গিয়ে আমায় অনুসরণ,
হয়ে যাবে দেবদত্তের নিঃস্ব অসহায় মরণ।

হে ভিক্ষুগণ, আট প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু দূত হিসেবে গমন তথা প্রেরণযোগ্য। সেই প্রকার কী কী? যথা এক্ষেত্রে ভিক্ষু—১) নিজে শ্রোতা হয়, ২) অপরকে শুনাতে পটু হয়, ৩) গ্রহণকারী হয়, ৪) ধারণকারী হয়, ৫) বিজ্ঞাত হয়, ৬) জ্ঞাপনকারী হয়, ৭) ভালো-মন্দ বিচারে দক্ষ হয়, ৮) কলহকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষুকে দূত হিসেবে প্রেরণযোগ্য।

ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র আট প্রকার গুণে গুণান্বিত, তাকে দূত হিসেবে প্রেরণযোগ্য। সেই আট প্রকার গুণ কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে সারিপুত্র ১) নিজে শ্রোতা, ২) অপরকে শুনাতে পটু, ৩) গ্রহণকারী, ৪) ধারণকারী, ৫) বিজ্ঞাত, ৬) জ্ঞাপনকারী, ৭) ভালো-মন্দ বিচারে দক্ষ, ৮) কলহকারী নয়। এই আট প্রকার গুণে গুণান্বিত সারিপুত্রকে দূত হিসেবে প্রেরণযোগ্য।

যিনি হন অকম্পিত প্রাপ্ত হয়ে উগ্রবাদী পর্ষদে,
হন না ব্যর্থ উপদেশ দানে কিংবা কোনো ছাদনে।
সুগতের শাসন, অসন্দিগ্ধভাবে করেন ভাষণ,
হলেও জিজ্ঞাসিত কখনো, হন না ক্রোধিত,
সেই ভিক্ষুই হন গমনে যোগ্য, কার্যে দূত।

৩৪৮. হে ভিক্ষুগণ, আট প্রকার অসদ্ধর্মে অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণপ্রাপ্ত হলো। সেই আট প্রকার কী কী?

ভিক্ষুগণ, লাভের অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত

অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণপ্রাপ্ত হলো। অলাভের অভিভূত... কারণপ্রাপ্ত হলো। যশের অভিভূত... কারণপ্রাপ্ত হলো। অযশের অভিভূত... কারণপ্রাপ্ত হলো। সম্মান তথা সৎকারের অভিভূত... কারণপ্রাপ্ত হলো। অসৎকারের অভিভূত... কারণপ্রাপ্ত হলো। পাপেচ্ছার অভিভূত... কারণপ্রাপ্ত হলো। পাপমিত্রের অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণপ্রাপ্ত হলো। ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকার অসদ্ধর্মে অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণপ্রাপ্ত হলো।

৩৪৯. হে ভিক্ষুগণ, এটি উত্তম যে, ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভকে জয় করে অবস্থান করা। উৎপন্ন অলাভকে... করা। উৎপন্ন যশকে... করা। উৎপন্ন অযশকে... করা। উৎপন্ন সম্মান-সৎকারকে... করা। উৎপন্ন অসম্মান-অসৎকারকে... করা। উৎপন্ন পাপেচ্ছাকে... করা। উৎপন্ন পাপমিত্রকে জয় করে অবস্থান করা।

ভিক্ষুগণ, কীসের হেতুতে কীসের কারণে একজন ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভকে জয় করে অবস্থান করা উচিত? উৎপন্ন অলাভকে জয়... উৎপন্ন যশকে জয়... উৎপন্ন অযশকে জয়... উৎপন্ন সম্মান-সৎকারকে জয়... উৎপন্ন অসম্মান-অসৎকারকে জয়... উৎপন্ন পাপেচ্ছাকে জয়... উৎপন্ন পাপমিত্রকে জয় করে অবস্থান করা উচিত? যে উৎপন্ন লাভকে জয় না করে অবস্থান করে তার দুঃখপূর্ণ, যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয়। যে উৎপন্ন লাভকে জয় করে অবস্থান করে, তার দুঃখপূর্ণ, যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয় না। যে উৎপন্ন অলাভকে... উৎপন্ন যশকে... উৎপন্ন অযশকে... উৎপন্ন সম্মান-সৎকারকে... উৎপন্ন অসম্মান-অসৎকারকে... উৎপন্ন পাপেচ্ছাকে... উৎপন্ন পাপমিত্রকে জয় না করে অবস্থান করে তার দুঃখপূর্ণ, যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয়। যে উৎপন্ন পাপমিত্রকে জয় করে অবস্থান করে, তার দুঃখপূর্ণ, যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু উৎপন্ন লাভকে জয় করে অবস্থান করা উচিত। উৎপন্ন অলাভকে... উৎপন্ন যশকে... উৎপন্ন অযশকে... উৎপন্ন সম্মান-সৎকারকে... উৎপন্ন অসম্মান-অসৎকারকে... উৎপন্ন পাপেচ্ছাকে... উৎপন্ন পাপমিত্রকে জয় করে অবস্থান করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

৩৫০. হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার অসদ্ধর্মে অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণপ্রাপ্ত হলো। সেই তিন প্রকার কী কী? পাপেচ্ছুতা, পাপমিত্রতা ও অকিঞ্চিৎকর প্রাপ্তির

মধ্যে সমাপ্তে উপনীত হওয়া—এই তিন প্রকার অসদ্ধর্মে অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণপ্রাপ্ত হলো।

জগতে নাহিক যার পুনর্জন্ম, পাপেচ্ছা মতি,
এহেতু সচেষ্ট থাক হে, জানতে পাপের যথাগতি।
পণ্ডিত, সুবিদিত আর ভাবিতাত্মা বলে সম্মত,
আমা হতে শ্রুত হয়ে যশে স্থিত দেবদত্ত।
অপ্রমাদে ছিন্ন সে, তথাগত বিদ্বেষী,
লভিবে ভয়ানক দ্বারযুক্ত, নিরয় অবীচি।
অদূষিত ঘাতক প্রতি, নাহি পোষে পাপেরে,
পাপকে তাড়িত করে, দুষ্টচিত্ত অনাদরে।
প্রদুষ্টচিত্ত মননে হয় বিষকুম্ভ উদধি যেমন,
প্রদুষ্টচিত্ত অমননে জান, শোষিত সমুদ্র মতন।
কর না কাউকে হিংসা, তথাগতের এ নীতি,
অভেদ শান্তচিত্ত হও, হর না কখনো সম্প্রীতি।
এমন সুমিত্রকে অনুসর, সেব হে পণ্ডিত জন,
যে ভিক্ষু এ মার্গানুরাগী, তিনিই দুঃখক্ষয়ে সক্ষম।

উপালির প্রশ্ন

৩৫১. তখন আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, সংঘের মতভেদ, সংঘের মতভেদ বলা হয়; কীরূপে সংঘের মতভেদ হয় কিন্তু সংঘভেদ হয় না? কীরূপে সংঘের মতভেদও হয় এবং সংঘভেদও হয়?

উপালি, একপক্ষে একজন ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে দুজন ভিক্ষু থাকে, চতুর্থ ভিক্ষুটি অনুশ্রবণ (প্রকাশ) করে, শলাকা (মতামত) গ্রহণ করায় (এই বলে যে), 'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের শাসন তথা বুদ্ধের উপদেশ'; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এভাবে সংঘের মতভেদ হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

উপালি, একপক্ষে দুজন ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে দুজন ভিক্ষু থাকে; পঞ্চম ভিক্ষুটি অনুশ্রবণ করে, মতামত গ্রহণ করায় এই বলে যে—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থ কর। উপালি,

এভাবে সংঘের মতভেদ হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

উপালি, একপক্ষে দুজন ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে; ষষ্ঠ ভিক্ষুটি অনুশ্রবণ করে, মতামত গ্রহণ করায় এই বলে যে—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এভাবে সংঘের মতভেদ হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

উপালি, একপক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে; সপ্তম ভিক্ষুটি অনুশ্রবণ করে, মতামত গ্রহণ করায় এই বলে যে—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এভাবে সংঘের মতভেদ হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

উপালি, একপক্ষে তিনজন ভিক্ষু থকে, অন্যপক্ষে চারজন ভিক্ষু থাকে; অষ্টম ভিক্ষুটি অনুশ্রবণ করে, মতামত গ্রহণ করায় এই বলে যে—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এভাবে সংঘের মতভেদ হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

উপালি, একপক্ষে চারজন ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে চারজন ভিক্ষু থাকে; নবম ভিক্ষুটি অনুশ্রবণ করে, মতামত গ্রহণ করায় এই বলে যে—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এভাবে সংঘের মতভেদও হয়, সংঘভেদও হয়।

উপালি, নয়জন ভিক্ষু অথবা নয়জনের বেশি ভিক্ষু হলে সংঘের মতভেদও হয়, সংঘভেদও হয়। উপালি, ভিক্ষুণী সংঘভেদের প্রচেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করতে পারে বটে, সংঘভেদ করতে পারে না। শিক্ষামানা (প্রব্রজিত হবার জন্য শিক্ষা করতেছে এমন ব্যক্তি) সংঘভেদের... শ্রামণের সংঘভেদের... শ্রামণেরী সংঘভেদের... উপাসক সংঘভেদের... উপাসিকা সংঘভেদের প্রচেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করতে পারে বটে, কিন্তু সংঘভেদ করতে পারে না। উপালি, একই দলভুক্ত ও একই সীমায় বিনয়কর্ম সম্পাদনকারী অপরাধমুক্ত ভিক্ষু সংঘভেদ করতে পারে।

৩৫২. ভন্তে, সংঘভেদ, সংঘভেদ বলা হয়; কীরূপে সংঘের বিভেদ সৃষ্টি হয়?

হে উপালি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, লাপিত বিষয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, লাপিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত

কর্তৃক অনাচারিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অনাচারিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; অনাপত্তিকে (অনাপরাধ) আপত্তি (অপরাধ) বলে ব্যাখ্যা করে; আপত্তিকে অনাপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; লঘু অপরাধকে গুরুতর অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; গুরুতর অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; সাবশেষ[১] অপরাধকে অনাবশেষ[২] অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; অনাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধকে (চারি প্রকার পারাজিকা ও তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ) চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয় বলে ব্যাখ্যা করে; চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয় এমন অপরাধকে চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে। হে উপালি, এই অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা বিবাদ, বদনাম করে করে পৃথকভাবে উপোসথ করে, পৃথকভাবে প্রবারণা করে, পৃথকভাবে সংঘকর্ম করে। উপালি, এভাবে সংঘ বিভক্ত হয় তথা সংঘভেদ হয়।

৩৫৩. ভন্তে, সংঘের একতা, সংঘের একতা বলা হয়; কীরূপে সংঘের একতা হয়?

হে উপালি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা হে উপালি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, লাপিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, লাপিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অনাচারিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অচারিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; অনাপত্তিকে (অনাপরাধ) অনাপত্তি (অপরাধ) বলে ব্যাখ্যা করে; আপত্তিকে আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; লঘু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; গুরুতর অপরাধকে গুরুতর

---

[১]। সাবশেষ—যেই অপরাধের সীমা আরও বাকি রয়েছে। অর্থাৎ পারাজিকা হয়নি।

[২]। অনাবশেষ—যেই অপরাধের সীমা আর বাকি নেই। অর্থাৎ পারাজিকা অপরাধ।

অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; সাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; অনাবশেষ অপরাধকে অনাবশেষ অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধকে (চারি প্রকার পারাজিকা ও তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ) চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে; চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয় এমন অপরাধকে চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয় বলে ব্যাখ্যা করে। হে উপালি, এই অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা বিবাদ, বদনাম করে না, পৃথকভাবে উপোসথ করে না, পৃথকভাবে প্রবারণা করে না, পৃথকভাবে সংঘকর্ম করে না। উপালি, এভাবে সংঘের একতা হয় তথা একতা অটুট থাকে।

৩৫৪. ভন্তে, যে ভিক্ষু ঐক্যবদ্ধ সংঘকে বিভক্ত করে, তার কী পরিণাম হয়?

উপালি, যেই ভিক্ষু ঐক্যবদ্ধ সংঘ বিভক্ত করে, সে কল্পকালের জন্য (অর্থাৎ কল্পকালব্যাপী বিপাক ভোগ করতে এমন) পাপ সঞ্চয় করে; এতে কল্পকাল নরকে বাস করে।

সংঘভেদক ভোগে দুঃখ নিরয় অপায়িক,
স্থায়ী হয় দুঃখ তার, সুদীর্ঘ কল্পায়িক।
ভেদবাদী অধার্মিক হয় সমাধি ভ্রষ্টতা,
সংঘভেদক পক্কে রে নিরয়দুঃখে কল্পান্তরতা।

ভন্তে, যেই ভিক্ষু বিভক্ত সংঘকে একত্রিত বা ঐক্যবদ্ধ করে, তার কী ফল হয়?

সুখ জান সংঘের একতায়, সমগ্রে প্রসন্নতা,
ঐক্যবদ্ধ ধর্মস্থ ব্যক্তি হন না সমাধি ভ্রষ্টতা;
সংঘের একতাকারী থাকে রে স্বর্গে মোদিত কল্পান্তরতা।

উপালি, যেই ভিক্ষু বিভক্ত সংঘকে একত্রিত করে, সে শ্রেষ্ঠ পুণ্য সঞ্চয় করে; এতে সে কল্পকাল স্বর্গে আনন্দিত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করে।

৩৫৫. ভন্তে, সংঘভেদক কি অতি দুঃখ কল্পকাল পর্যন্ত অপায় নিরয়ে অবস্থান করে থাকে?

হ্যাঁ উপালি, সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

ভন্তে, সংঘভেদক কি অতি দুঃখ কল্পকাল পর্যন্ত অপায় নিরয়ে অবস্থান করে না?

হ্যাঁ উপালি, সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে

অবস্থান করে না।

ভন্তে, কীরূপ সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে?

উপালি, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে। সেই অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিক হয়। সে মিথ্যা বা ভুল দৃষ্টি, মিথ্যাইচ্ছা, মিথ্যারুচি ও মিথ্যাধারণা প্রচার করে শলাকা (মতামত) গ্রহণ করায়—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এরূপ সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে।

উপালি, পুনঃ ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে। সেই অধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্ম দৃষ্টিক হয়। সে মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাইচ্ছা, মিথ্যারুচি ও মিথ্যাধারণা প্রচার করে শলাকা (মতামত) গ্রহণ করায়—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এরূপ সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে।

উপালি, পুনঃ ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে। সেই অধর্মদৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ হয়। সে মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাইচ্ছা, মিথ্যারুচি ও মিথ্যাধারণা প্রচার করে শলাকা (মতামত) গ্রহণ করায়—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এরূপ সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে।

উপালি, পুনঃ ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে। সেই ধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিক... ধর্মদৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ... সন্দিগ্ধ ভেদে অধর্মদৃস্টিক... সন্দিগ্ধ ভেদে ধর্মদৃষ্টিক... সন্দিগ্ধ ভেতে সন্দিগ্ধ হয়। সে মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাইচ্ছা, মিথ্যারুচি ও মিথ্যাধারণা প্রচার করে শলাকা (মতামত) গ্রহণ করায়—'এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এরূপ সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে।

উপালি, পুনঃ ভিক্ষু ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে... অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে... বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে... তথাগত কর্তৃক অভাষিত ও অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে ব্যাখ্যা করে... তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিতকে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে ব্যাখ্যা করে... তথাগত কর্তৃক অনাচারিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয় বলে ব্যাখ্যা করে... তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয় বলে ব্যাখ্যা করে... তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত

বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় বলে ব্যাখ্যা করে... অনপরাধকে অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে... অপরাধকে অনপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে... লঘু অপরাধকে গুরুতর অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে... গুরুতর অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে... সাবশেষ অপরাধকে অনবশেষ অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে... অনবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে... চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধকে চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয় বলে ব্যাখ্যা করে... চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয় এমন অপরাধকে চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করে। সেই অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিক হয়... সেই অধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মদৃষ্টিক হয়... সেই অধর্মদৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ হয়... সেই ধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিক হয়... সেই ধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মদৃষ্টিক হয়... সেই ধর্মদৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ হয়... সেই সন্দিগ্ধ ভেদে অধর্মদৃষ্টিক হয়... সেই সন্দিগ্ধ ভেদে ধর্মদৃষ্টিক হয়... সেই সন্দিগ্ধ ভেদে সন্দিগ্ধক হয়। সে মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাইচ্ছা, মিথ্যারুচি ও মিথ্যাধারণা প্রচার করে শলাকা গ্রহণ করায়—‘এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ’; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এরূপ সংঘভেদক অতি দুঃখে কল্পকাল পর্যন্ত অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে।

ভন্তে, কীরূপ সংঘভেদক অপায়িকও হয় না, নিরয়িকও হয় না, কল্পকাল পর্যন্ত অতি দুঃখও ভোগ করে না?

উপালি, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে। সেই ধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্ম দৃষ্টিক হয়। সে সত্য বা সঠিক দৃষ্টি, সঠিক ইচ্ছা, সঠিক রুচি, সঠিক ধারণা প্রচার করে শলাকা গ্রহণ করায়—‘এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ’; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এরূপ সংঘভেদক অপায়িকও হয় না, নিরয়িকও হয় না, কল্পকাল পর্যন্ত দুঃখও ভোগ করে না।

উপালি, পুনঃ ভিক্ষু ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে... ওই... চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধকে চরম দোষপ্রাপ্তি অপরাধ নয় বলে ব্যাখ্যা করে। সেই ধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মদৃষ্টিক হয়। সে সঠিক দৃষ্টি, সঠিক ইচ্ছা, সঠিক রুচি ও সঠিক ধারণা প্রচার করে শলাকা গ্রহণ করায়—‘এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি বুদ্ধের উপদেশ’; এটি গ্রহণ কর, এটি সমর্থন কর। উপালি, এরূপ সংঘভেদক অপায়িকও হয় না, নিরয়িকও হয় না, কল্পকাল পর্যন্ত দুঃখও ভোগ করে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সংঘভেদক অধ্যায় সমাপ্ত।

৮. ব্রত অধ্যায়

১. আগন্তুক-ব্রত কথা

৩৫৬. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন আগন্তুক ভিক্ষুগণ জুতা/স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, ছাতা খোলা রেখে (অর্থাৎ খোলাছাতা মাথার ওপর ধরে) বিহারে প্রবেশ করতেন, ঘোমটা (অর্থাৎ কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা অবস্থায়) দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, চীবর মাথার ওপর রেখে বিহারে প্রবেশ করতেন, খাওয়ার পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলতেন, বিহারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে বন্দনা করতেন না, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন না। জনৈক আগন্তুক ভিক্ষু বিহারের তালা খুলে ফেলে দরজা খুলে হঠাৎ বিহারে প্রবেশ করলেন। অমনি বিহারের চালা হতে একটা সাপ তার কাঁধে ধপাৎ করে ঝরে পড়ল। ভিক্ষু ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। ভিক্ষুগণ ত্বরিত সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, কেন আপনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন? তখন ভিক্ষু বিষয়টি খুলে বললেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন আগন্তুক ভিক্ষুগণ জুতা পায়ে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, ছাতা খোলা রেখে বিহারে প্রবেশ করতেন, ঘোমটা দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, চীবর মাথার ওপর রেখে বিহারে প্রবেশ করতেন, খাওয়ার পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলতেন, বিহারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে বন্দনা করতেন না, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন না? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি আগন্তুক ভিক্ষুগণ জুতা পায়ে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, ছাতা খোলা রেখে বিহারে প্রবেশ করতেন, ঘোমটা দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, চীবর মাথার ওপর রেখে বিহারে প্রবেশ করতেন, খাওয়ার পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলতেন, বিহারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে বন্দনা করতেন না, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে না? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত... সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ কেনই জুতা পায়ে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, ছাতা খোলা রেখে বিহারে প্রবেশ করতেন, ঘোমটা দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন, চীবর মাথার ওপর রেখে বিহারে প্রবেশ করতেন, খাওয়ার পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলতেন, বিহারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে বন্দনা করতেন না, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে না? ভিক্ষুগণ, তাদের এ কাজে

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন :

৩৫৭. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে আগন্তুক ভিক্ষুগণের জন্য ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো আগন্তুক ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, আগন্তুক ভিক্ষু বিহারে প্রবেশ করার সময় জুতা খুলে নিয়ে, নিচে নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিবে; ছাতা বন্ধ করে নিবে; মাথায় কাপড় থাকলে, সেটা খুলে নিবে; চীবর পিঠের উপরিভাগে স্কন্ধ পর্যন্ত আবৃত করবে এরপর অচঞ্চল ও অসংযতভাবে বিহারে প্রবেশ করবে। বিহারে প্রবেশ করার সময় এটাও লক্ষ রাখবে যে, আবাসিক ভিক্ষুগণ কোথায় রয়েছে। তারা যেখানে থাকবে—ধর্মশালায়, মণ্ডপে (চারিদিকে খোলা ছাদযুক্ত বড় চত্বর) কিংবা বৃক্ষমূলে সেখানে গিয়ে পাত্র-চীবর একপাশে রাখবে। এরপর যথাযোগ্যানুসারে আসন গ্রহণ করে বসবে। খাওয়ার পানি, হাত-মুখ ধোয়ার পানি কোথায় আছে জিজ্ঞেস করবে। যদি পিপাসা জাগে, তাহলে পান করে নিবে। যদি হাত-মুখ ও পা ধুইয়ে নেবার প্রয়োজন হয়, তাহলে হাত-মুখ ধুইয়ে নিবে। পা ধুইয়ে নেয়ার সময় এক হাতে জল সিঞ্চন করবে আর অন্য হাতে পা দুইবে। যেই হাতে জল সিঞ্চন করবে, সেই হাতে পা ধুইবে না। জুতা মোছার ন্যাকড়া কোথায় আছে, জিজ্ঞেস করে তদ্বারা জুতা মুছে নিবে। জুতা মুছবার সময় প্রথমে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে মুছবে, পরে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছবে। সেই ভেজা ন্যাকড়া ধুইয়ে মুচড়ে নিয়ে একপাশে শুকাতে দিবে।

যদি আবাসিক ভিক্ষু (নিজ হতে) জ্যেষ্ঠ হয়, তাহলে বন্দনা করবে। যদি কনিষ্ঠ হয়, তাহলে তাকে বন্দনা করার জন্য সুযোগ দিবে। 'আমার কোথায় শয্যাসন লাভ হবে?' বলে শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। সেটি খালি আছে নাকি অন্য কেউ আছে? সেটা জিজ্ঞেস করবে। পিণ্ডচরণের গ্রাম কাছে নাকি দূরে জিজ্ঞেস করবে; পিণ্ডচরণে ভোরে যেতে হয় নাকি অতিবেলায় যেতে হয় জিজ্ঞেস করবে। শৈক্ষ্যসম্মত পরিবার কোন কোন স্থানে আছে, তা জিজ্ঞেস করবে। পায়খানা ঘর কোথায় জিজ্ঞেস করবে; প্রস্রাবখানা কোথায় জিজ্ঞেস করবে; পানার্থে ব্যবহৃত পানি কোথায় জমা থাকে, জিজ্ঞেস করবে; স্নান, হাত-মুখ ধোয়ার পানি কোথায় জমা থাকে জিজ্ঞেস করবে। যষ্ঠী কোথায় আছে জিজ্ঞেস করবে। বিহারে সাংঘিক নিয়ম কী জিজ্ঞেস করবে। কোন সময় বিহারে প্রবেশ করতে হবে আর কোন সময়ে বের হতে হবে, তা জিজ্ঞেস করবে। যদি বিহার বন্ধ থাকে, তবে কবাটে আঙ্গুলি দ্বারা টোকা দিয়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবে। তারপর হুড়কো খুলে নিয়ে দরজা খুলে

বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে অবলোকন করবে।

যদি বিহার ময়ল হয়; চৌকির ওপর এবং চৌকি এবং বেঞ্চির ওপর বেঞ্চি, এগুলোর ওপরে বিছানাপত্র, আসনাদি স্তূপাকারে রাখা থাকে, সম্ভব হলে সেসব পরিষ্কার করা উচিত। বিহার পরিষ্কার করার সময় প্রথমে মেঝের আস্তরণ বের করে এনে একপাশে রাখবে। খাটের পায়ার নিচে দেয়া ধারকগুলো বের করে একপাশে রাখবে। তোষক, বালিশ বের করে এনে একপাশে রেখে দিবে। চৌকি বা খাট নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একপাশে রাখবে। বেঞ্চি নিচু করে যাতে মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একপাশে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র পিকদানি বের করে এনে একপাশে রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড বের করে এনে একপাশে রাখবে। যদি বিহারে মাকড়সার জাল থাকে, প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে শুরু করে পরে নিচের দিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। জানলার ফ্রেমের চারিদিকের কোনাগুলো মুছতে হবে। যদি গৈরিক বা লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলিপ্ত দেয়াল ময়লা হয়, ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছতে হবে। যদি (কালোবর্ণবিশিষ্ট) পাকা মেঝে ময়লা হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছে ফেলতে হবে। যদি মেঝে মাটির হয়, তাহলে 'ধুলো উড়ে রুমটা ময়লা না হোক' ভেবে প্রথমে সামান্য পানি ছিটিয়ে ঝাড়ু দিতে হবে। ময়লাগুলো বেছে নিয়ে একপাশে ফেলতে হবে।

মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে বিছিয়ে রাখবে। খাটের পায়ার নিচে দেয়ার ধারকগুলো রোদে শুকিয়ে, মুছে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। খাট রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। বেঞ্চি রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। তোষক, বালিশ রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। বসার কাপড় ও বিছানার চাদর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র (পিকদানি) রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে যথাযথ জায়গায়

রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। নিজের পাত্র-চীবর গুছিয়ে রাখবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাটের বা বেঞ্চির নিচে হাতড়ায়ে পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখতে পারবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছে নিয়ে এবং চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, ওপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে বা রশিতে চীবর রেখে দিবে।

যদি পূর্বদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পূর্বদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি পশ্চিমদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পশ্চিমদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি উত্তরদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে উত্তরদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি দক্ষিণদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে দক্ষিণদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি শীতকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা খোলা রাখবে আর রাতে বন্ধ রাখবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা বন্ধ রাখবে আর রাতে খোলা রাখবে।

যদি বিহারপ্রাঙ্গণ ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি রুম ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি বৈঠকখানা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি অগ্নিশালা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি পায়খানাঘর ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি খাওয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি হাত-মুখাদি ধোয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি স্নানের জলকুম্ভে পানি না থাকে, তাহলে স্নানের জলকুম্ভে পানি ঢেলে রাখবে। হে ভিক্ষুগণ, এগুলো আগন্তুক ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয় ব্রত।

২. আবাসিক-ব্রত কথা

৩৫৮. সেই সময় আবাসিক ভিক্ষুগণ আগন্তুক ভিক্ষুদের দেখে আসন পেতে দিতেন না। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি কিছুই প্রদান করতেন না। আগু বাড়িয়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করতেন না। খাওয়ার পানি লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতেন না। হাত-মুখ ধোয়ার পানি লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতেন না। বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুগণকে বন্দনা করতেন না। শয্যাসন প্রস্তুত করে দিতেন না। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ,

নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন আবাসিক ভিক্ষুগণ আগন্তুক ভিক্ষুদের দেখে আসন পেতে দেন না, পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি কিছুই প্রদান করেন না। আগু বাড়িয়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করেন না। খাওয়ার পানি লাগবে কি না জিজ্ঞেস করেন না। হাত-মুখ ধোয়ার পানি লাগবে কি না জিজ্ঞেস করেন না। বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুগণকে বন্দনা করেন না। শয্যাসন প্রস্তুত করে দেন না। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... সত্যিই কি আবাসিক ভিক্ষুগণ... হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন :

৩৫৯. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে আবাসিক ভিক্ষুগণের জন্য ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো আবাসিক ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, আবাসিক ভিক্ষুগণকে বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষু দেখলে তাঁর জন্য আসন প্রস্তুত করতে হবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি দিতে হবে। আগু বাড়িয়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করতে হবে। খাওয়ার পানি প্রয়োজন কি না জিজ্ঞেস করবে। যদি সম্ভব হয়, তাঁর জুতা মুছে দিবে। জুতা মোছবার সময় প্রথমে শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা মুছে পরে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছবে। জুতা মোছার ন্যাকড়া ধুয়ে একপাশে শুকাতে দিবে।

আগন্তুক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ হলে বন্দনা করবে। 'এটি আপনার শয্যাসন' বলে শয্যাসন প্রস্তুত করে দিবে। পিণ্ডচরণের স্থান কাছে না দূরে, বলে দিবে। পিণ্ডচরণে ভোরে যেতে হয় নাকি অতিবেলায় যেতে হয়, সেটা বলে দিবে। শৈক্ষ্যসম্মত পরিবার কোন কোন স্থানে আছে, জানিয়ে দেবে। পায়খানা ঘর কোথায় আছে, জানিয়ে দেবে। প্রস্রাবখানা কোথায় আছে, জানিয়ে দেবে। খাওয়ার পানি কোথায় আছে, জানিয়ে দেবে। হাত-মুখাদি ধোয়ার কার্যে ব্যবহার্য পানি কোথায় আছে জানিয়ে দেবে। যষ্ঠি কোথায় আছে, জানিয়ে দেবে। বিহারে সাংঘিক নিয়ম কীরূপ তা জানিয়ে দেবে। 'এই সময়ে বিহারে প্রবেশ করবে' আর 'এই সময়ে বের হবে' বলে জানিয়ে দেবে।

আগন্তুক ভিক্ষু যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহলে বসো বলতে হবে—এখানে পাত্র রাখ, ওখানে চীবর রাখ, এই আসনে বস। খাওয়ার পানি কোথায় আছে, বলে দিতে হবে। হাত-মুখাদি ধোয়ার কাজে ব্যবহার্য পানি কোথায় আছে, বলে দিতে হবে। জুতা মোছার ন্যাকড়া কোথায় আছে, বলে দিতে হবে। কনিষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে বন্দনা করার অবকাশ দিতে হবে। 'এটি

তোমার শয্যাসন’ বলে শয্যাসন দেখিয়ে দিতে হবে। পিণ্ডচরণের স্থান কাছে না দূরে বলে দিতে হবে। পিণ্ডচরণে ভোরে যেতে হয়, নাকি অতিবেলায় যেতে হয় বলে দিতে হবে। শৈক্ষ্যসম্মত পরিবার কোন কোন স্থানে আছে, বলে দেবে। পায়খান ঘর কোথায় আছে, বলে দেবে। প্রস্রাবখানা কোথায় আছে, বলে দেবে। খাওয়ার পানি কোথায় আছে, বলে দেবে। হাত-মুখাদি ধোয়ার কাজে ব্যবহার্য পানি কোথায় আছে, বলে দেবে। যষ্ঠি কোথায় আছে, বলে দেবে। বিহারে সাংঘিক নিয়ম কী রকম, তা বলে দেবে। ‘এই সময়ে বিহারে প্রবেশ করবে’ আর ‘এই সময়ে বের হবে’ বলে জানিয়ে দেবে। হে ভিক্ষুগণ, এগুলো আবাসিক ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয় ব্রত।

৩. গামিক-ব্রত কথা

৩৬০. সেই সময় গামিক (গমনকারী) ভিক্ষুগণ কাঠের সামগ্রী ও মাটির সামগ্রীগুলো না গুছিয়ে; দরজা-জানলা খোলা রেখে, শয্যাসন সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলে চলে যেতেন। এতে কাঠের সামগ্রী ও মাটির সামগ্রীগুলো নষ্ট হয়ে যেত। শয্যাসনগুলো অরক্ষিত থাকত। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন গামিক বা গমনকারী ভিক্ষুগণ কাঠের সামগ্রী ও মাটির সামগ্রীগুলো না গুছিয়ে; দরজা-জানলা খোলা রেখে, শয্যাসন সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন? এতে কাঠের সামগ্রী ও মাটির সামগ্রীগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শয্যাসনগুলো অরক্ষিত থাকছে। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... সত্যিই কি গামিক ভিক্ষুগণ... হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান একটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন :

৩৬১. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে গামিক (গমনকারী) ভিক্ষুগণের জন্য ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো গমনকারী ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, গমনকারী ভিক্ষুকে কাঠের সামগ্রী ও মাটির সামগ্রীগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে। দরজা-জানলা বন্ধ করে শয্যাসন সম্বন্ধে বলে চলে যেতে হবে। যদি সেই বিহারে ভিক্ষু না থাকে, তাহলে শ্রামণেরকে বলে চলে যেতে হবে। যদি শ্রামণেরও না থাকে, তবে বিহার রক্ষক বা সেবককে বলে চলে যেতে হবে। যদি সেবক না থাকে, তবে বিহারের কোনো এক উপাসককে বলে চলে যেতে হবে। যদি কোনো ভিক্ষু, শ্রামণের, সেবক কিংবা উপাসক না থাকে, তাহলে চারটি পাথরের ওপর খাট রেখে; খাটের ওপর খাট,

বেঞ্চির ওপর বেঞ্চি রেখে তার ওপর বিছানাপত্রাদি স্তূপাকারে রেখে, কাঠের সামগ্রী ও মাটির তৈজসপত্র গুছিয়ে রেখে আর দরজা-জানলা বন্ধ করে চলে যেতে হবে। যদি বিহারে বৃষ্টি পড়ে, সম্ভব হলে নিজেই ছাউনি দিয়ে দিবে; অথবা 'কীভাবে এ বিহারে ছাউনি দেওয়া যায়' বলে ছাউনি দিবার উদ্যোগ নিবে। এভাবে ছাউনি দিতে বা দেওয়াতে পারলে উত্তম। যদি সেটা করা না যায়, তবে যেই স্থানে বৃষ্টির পানি পড়ে না, সেই স্থানেই চারটি পাথরের ওপর খাট রাখবে। এরপর খাটের ওপর খাট, বেঞ্চির ওপর বেঞ্চি রেখে, তার ওপর বিছানাপত্রাদি স্তূপাকারে রেখে, কাঠের সামগ্রী ও মাটির তৈজসপত্র গুছিয়ে রেখে এবং দরজা-জানলা বন্ধ করে চলে যেতে হবে। যদি বিহারের সবখানে বৃষ্টির পানি পড়ে, তবে সম্ভব হলে নিজেই শয্যাসন গ্রামে নিয়ে যাবে; অথবা 'কীভাবে এই শয্যাসন গ্রামে বয়ে নেওয়া যেতে পারে' বলে শয্যাসন গ্রামে নেওয়ার উদ্যোগ নিবে। যদি এতে সম্ভব হয় ভালো; তা না হলে খোলা জায়গায় চারটি পাথরের ওপর খাট রাখবে। এরপর খাটের ওপর খাট, বেঞ্চির ওপর বেঞ্চি রেখে, তার ওপর বিছানাপত্রাদি স্তূপাকারে রেখে, কাঠের সামগ্রী ও মাটির তৈজসপত্র গুছিয়ে রেখে সেগুলো তৃণ অথবা পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে, কিছু হলেও রক্ষা পেতে পারে এই ভেবে চলে যেতে হবে। ভিক্ষুগণ, এটি গমনকারী ভিক্ষুদের ব্রত। গমনকারী ভিক্ষুদের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয় ব্রত।

৪. অনুমোদন-ব্রত কথা

৩৬২. সেই সময় ভিক্ষুগণ ভোজনের পর দানের অনুমোদন (দাতাদের পুণ্যকাজে আনন্দ প্রকাশ) করতেন না। এতে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভোজনের পর দানের অনুমোদন করেন না? ভিক্ষুগণ জনসাধারণের সেই অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করার কথা শুনতে পেলেন। তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা প্রদান করে ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভোজনের পর অনুমোদন করবে। তখন ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—ভোজনের পর কে অনুমোদন করবেন? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা প্রদান করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভোজনের পর উপস্থিত ভিক্ষুগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুই অনুমোদন করবে।

সেই সময় জনৈক গ্রামের লোকজন সংঘের উদ্দেশ্যে ভোজন দান করছিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র তখন সংঘপ্রধান ছিলেন। ভিক্ষুগণ 'ভগবান ভোজনের পর সংঘ প্রধানকে অনুমোদন করতে অনুজ্ঞা করেছেন' ভেবে ভোজনের পর আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে একাকী রেখে বিহারে চলে গেলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র সেই লোকজনের সঙ্গে দানের অনুমোদন ও প্রীত্যালাপ করে পরে একাকী বিহারে চলে আসলেন। ভগবান দূর হতেই আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে একাকী আসতে দেখলেন। এভাবে দেখে সারিপুত্রকে বললেন, সারিপুত্র, ভোজনের আয়োজন উৎকৃষ্ট হয়েছিল কী? সারিপুত্র—হ্যাঁ ভন্তে, উৎকৃষ্ট হয়েছিল। তবে ভিক্ষুগণ আমাকে তথায় একাকী রেখে চলে এসেছিল। অনন্তর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা প্রদান করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভোজনের পর অনুমোদনকারী সংঘপ্রধানের সঙ্গে অনুপ্রধান অনুক্রমে চারজন কিংবা পাঁচজন ভিক্ষু অপেক্ষা করে থাকবে।

সেই সময় জনৈক স্থবির পায়খানার বেগ সংবরণ করে অনুমোদনকারী সংঘপ্রধানের সঙ্গে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পায়খানার বেগ সহ্য করতে না পেরে মূর্ছা গেলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রয়োজনবশে পাশে বসা ভিক্ষুকে বলে প্রস্থান করবে।

৫. ভোজনশালা-ব্রত কথা

৩৬৩. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান ও পারুপণ করে অসংযত হয়ে ভোজনশালায় গমন করত। স্থবির ভিক্ষুগণকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের সামনে সামনে গমন করত। স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসত। নবীন ভিক্ষুদের আসন দখল করে নিয়ে বসত। সজ্ঘাটি বিছিয়ে (ঘরের ভেতর) বসত। যেসব ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান ও পারুপণ করে অসংযত হয়ে ভোজনশালায় গমন করছে; স্থবির ভিক্ষুগণকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের সামনে সামনে গমন করছে; স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসছে; নবীন ভিক্ষুদের আসন দখল করে নিয়ে বসছে; সজ্ঘাটি বিছিয়ে বসছে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান ও

পারুপণ করে অসংযত হয়ে ভোজনশালায় গমন করছে; স্থবির ভিক্ষুগণকে পাশ কাটিয়ে তাদের সামনে সামনে গমন করছে; স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসছে; নবীন ভিক্ষুদের আসন দখল করে নিয়ে বসছে; সজ্ঘাটি বিছিয়ে বসছে? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত... ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৩৬৪. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুগণের জন্য ভোজনশালা-ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, যদি বিহারে (অথবা গৃহীকুলে হোক) ভোজন গ্রহণের সময় জানানো হয়, তাহলে ত্রিমণ্ডল (নাভিমণ্ডল ও দুই জানুমণ্ডল) ঢাকা যায় মতো করে অন্তর্বাস পরিধান করে গোলাকারে চীবর পরিধান করে কটিবন্ধন বাঁধবে। চীবর সমানভাবে ভাঁজ করে পারুপন করে গ্রন্থিবন্ধন করবে। পাত্র ধুয়ে নিয়ে সুসংযতভাবে আস্তে আস্তে গ্রামে প্রবেশ করবে।

স্থবির ভিক্ষুগণকে পাশ কাটিয়ে সামনে সামনে গমন করবে না। দেহ সুন্দরভাবে আচ্ছাদন করে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে। অধঃদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে। চীবর ওপরে তুলে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে না। চীবর ওপরে তুলে উপবেশন করবে না। অল্পশব্দে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে। দেহ দোলাতে দোলাতে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে না। বাহু দোলাতে দোলাতে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে না। মাথা দোলাতে দোলাতে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে না। কোমরে হাত রেখে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে না। মাথা ঢেকে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে না। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে গ্রামে কিংবা ঘরের মধ্যে গমন করবে না।

দেহ সুন্দরভাবে আচ্ছাদিত করে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে। সুসংযতভাবে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে। অধঃচক্ষুসম্পন্ন হয়ে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে। চীবর ওপরে তুলে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না। উচ্চহাস্যে তথা উচ্চস্বরে হেসে হেসে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না। নিচুস্বরে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে। দেহ না দোলায়ে অর্থাৎ দেহ সোজা রেখে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে। বাহু দোলায়ে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না। মাথা সঞ্চালন করে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না। কোমরে হাত রেখে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না। মাথা ঢেকে রেখে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না। হাঁটু আঁকড়ে ধরে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না।

স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে উপবেশন করবে না। নবীন ভিক্ষুদের আসন দখল করে নেবে না। সঙ্ঘাটি বিছিয়ে ঘরের মধ্যে উপবেশন করবে না।

পাত্র ধোয়ার জন্য পানি পরিবেশনকালে উভয় হাতে পাত্র গ্রহণ করে জল প্রতিগ্রহণ করবে। পাত্র নিচু করে জলের শব্দ ও ঘর্ষণ না করে ভালোভাবে পাত্র ধুয়ে নিবে। যদি পাত্র ধোয়ার জল রাখার ভাজন দেওয়া হয়, তবে পাত্র নিচু করে জল ঢেলে রাখবে। ভাজনে জল ঢেলে রাখার সময় যাতে ছিটকে পড়ে পাশে বসা ভিক্ষুদের গায়ে জল না পড়ে আর উক্ত জলে নিজের ও পরের চীবর ভিজে না যায়, তৎপ্রতি সতর্ক থেকে জল ঢালতে হবে। যদি উচ্ছিষ্ট জল রাখার ভাজন না থাকে, তাহলে পাত্র নিচু করে মাটিতে এমনভাবে ঢেলে রাখবে যাতে পাশে বসা ভিক্ষুর গায়ে জল ছিটকে না পড়ে, সঙ্ঘাটিতে জল ছিটকে না পড়ে।

ভাত পরিবেশনকালে উভয় হাতে পাত্র ধারণ করে ভাত প্রতিগ্রহণ করবে। ব্যঞ্জন তথা তরকারির জন্য পাত্রে জায়গা রাখবে। ঘি (বা মাখন), তেল এবং অতিরিক্ত কোনো সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হলে, স্থবির ভিক্ষু পরিবেশনকারীকে বলবে ‘সবাইকে সমপরিমাণে দাও’। ভালোভাবে পিণ্ডপাত বা ভোজন গ্রহণ করবে। পাত্রে মনোযোগ রেখে ভোজন গ্রহণ করবে। ভাতের সঙ্গে যথাযথ অনুপাতে (অর্থাৎ ভাতের একচতুর্থাংশ) তরকারি গ্রহণ করে ভোজন করবে। পাত্রের কিনারায় (মুখরেখার নিচে) সঙ্গে সমান রেখে (পিণ্ড গ্রহণ করে) ভোজন করবে।

যাবৎ সবার পাত্রে ভোজন পরিবেশন করা না হয়, তাবৎ স্থবির ভিক্ষু ভোজন গ্রহণ করা আরম্ভ করবে না। ভালোভাবে ভোজন গ্রহণ করবে। পাত্রে মনোযোগ রেখে ভোজন গ্রহণ করবে। একপার্শ্ব হতে ক্রমান্বয়ে ভোজন গ্রহণ করবে। ভাতের সঙ্গে যথাযথ অনুপাতে তরকারি গ্রহণ করে ভোজন করবে। খাদ্যস্তূপের অগ্র বা মধ্যভাগ হতে মর্দন অথবা ভেঙে ভেঙে ভোজন গ্রহণ করবে না। বেশি লাভের আশায় তরকারি ভাত দিয়ে লুকিয়ে রাখবে না। সুস্থ অবস্থায় নিজের জন্য তরকারি চেয়ে নিয়ে ভোজন গ্রহণ করবে না। দোষ খোঁজার ইচ্ছায় অপরের পাত্রের দিকে তাকাবে না। অতিরিক্ত বড় গ্রাস গ্রহণ করবে না। গ্রাস গোল গোল করে ভোজন গ্রহণ করবে। গ্রাস মুখের কাছে না আনার আগে মুখ খুলবে না। খাওয়ার সময় সমস্ত আঙুল মুখে ঢুকাবে না। মুখে গ্রাস নিয়ে তথা খাদ্যপূর্ণ মুখে কথা বলবে না। মুখের ভেতর গ্রাস নিক্ষেপ করে ভোজন গ্রহণ করবে না। গ্রাসের অর্ধেক দাঁতে কেটে লয়ে লয়ে ভোজন গ্রহণ করবে না। খাদ্য গালে ঠাসা করে নিয়ে তথা গাল ফুলিয়ে

ভোজন গ্রহণ করবে না। হাত বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে ভোজন গ্রহণ করবে না। ভাতের কণাদি উচ্ছিষ্ট ছিটিয়ে ভোজন গ্রহণ করবে না। জিহ্বা বের করে ভোজন গ্রহণ করবে না। চপ চপ শব্দ করে ভোজন গ্রহণ করবে না। সুরু সুরু শব্দ করে ভোজন গ্রহণ করবে না। হাত (হাতের আঙুল) লেহন করে করে ভোজন গ্রহণ করবে না। পাত্র চেটে চেটে ভোজন গ্রহণ করবে না।

এঁটো হাতে পানির গ্লাস গ্রহণ করবে না। যাবৎ সবার ভোজন করা শেষ না হয়, তাবৎ স্থবির ভিক্ষু পাত্র ধোয়ার জল প্রতিগ্রহণ করবে না। জল দেওয়ার সময় উভয়হাতে পাত্র গ্রহণ করে জল প্রতিগ্রহণ করবে। পাত্র নিচু করে জলের শব্দ ও ঘর্ষণ না করে মতন ভালোভাবে পাত্র ধুয়ে নেবে। যদি পাত্র ধোয়ার জল রাখার ভাজন দেওয়া হয়, তবে পাত্র নিচু করে জল ঢেলে রাখবে। ভাজনে জল ঢেলে রাখার সময় যাতে ছিটকে পড়ে পাশে বসা ভিক্ষুদের গায়ে জল না পড়ে আর উক্ত জলে নিজের ও পরের চীবর ভিজে না যায়, তৎপ্রতি সতর্ক থেকে জল ঢালতে হবে। যদি উচ্ছিষ্ট জল রাখার ভাজন না থাকে, তাহলে পাত্র নিচু করে মাটিতে এমনভাবে ঢেলে রাখবে, যাতে পাশে বসা ভিক্ষুর গায়ে জল ছিটকে না পড়ে, সঙ্ঘাটিতে জল ছিটকে না পড়ে। ভাতের কণার সঙ্গে পাত্র ধোয়ার উচ্ছিষ্ট জল ঘরের মধ্যে ফেলবে না।

ভোজন গ্রহণ শেষে বের হবার সময় প্রথমে নবীন ভিক্ষুগণ বেরিয়ে আসবে। এরপর স্থবির ভিক্ষুকে বেরিয়ে আসবে। ভালোভাবে চীবর আচ্ছাদন তথা পরিধান করে ঘরের মধ্যে গমন করবে। সুসংযতভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে। নত চক্ষু (চার হাতের ভেতর দৃষ্টি রেখে) হয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে। চীবর ওপরে তুলে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। উচ্চস্বরে হেসে হেসে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। নিচুস্বরে কথা বলে ঘরের মধ্যে গমন করবে। দেহ দোলাতে দোলাতে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। বাহু দোলাতে দোলাতে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। মাথা দোলাতে দোলাতে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। কোমরে হাত রেখে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। মাথা ঢেকে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। হে ভিক্ষুগণ, এগুলো ভোজনশালা-ব্রত। ভোজনশালায় ভিক্ষুদের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয় ব্রত।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৬. পিণ্ডচারিক-ব্রত কথা

৩৬৫. সেই সময় পিণ্ডচারিক ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান ও পারুপন করে বেমানানভাবে পিণ্ডচরণ করতেন। ভালোভাবে লক্ষ না করে গৃহে প্রবেশ করতেন। ভালোভাবে লক্ষ না করে গৃহ হতে বের হতেন। হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করতেন। হঠাৎ গৃহ হতে বের হতেন। ভিক্ষান্নের জন্য গৃহের বহুদূরে দাঁড়াতেন। গৃহের সন্নিকটে দাঁড়াতেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতেন।

জনৈক পিণ্ডচারিক ভিক্ষু বেখেয়াল করে একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের দরজাকে ভুলবশত বাইরের দরজা মনে করে কক্ষে প্রবেশ করলেন। ভেতরের কক্ষে একজন নগ্ন নারী চিৎ করে শয়ন করছিল। সেই নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকা নারীকে দেখে ভিক্ষু বুঝতে পারলেন, এতো বাইরের দরজা নয়। এতো ভেতরের দরজা। তিনি কক্ষের থেকে সহসা বেরিয়ে আসলেন। সেই নারীটির স্বামী তার স্ত্রীকে নগ্ন অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে ভাবল 'এই ভিক্ষু আমার স্ত্রীকে কলুষিত করেছে'। সে ভিক্ষুকে ধরে প্রহার করতে লাগল। সেই গোলমালের শব্দে নারীটি জেগে উঠে তার স্বামীকে বলল, আর্য, তুমি এ ভিক্ষুকে কেন প্রহর করছ? এই ভিক্ষু দ্বারা তুমি কলুষিত হয়েছে নয় কি? স্ত্রী বলল, আর্য, আমি এ ভিক্ষু দ্বারা কলুষিত হয়নি। এই ভিক্ষু নির্দোষ। এভাবে স্বামীকে শান্ত করে ভিক্ষুকে মুক্ত করল। অতঃপর সেই ভিক্ষু বিহারে ফিরে গিয়ে অন্যান্য ভিক্ষুগণকে এ বিষয়টি জানালেন। এতে যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান ও পারুপন করে বেমানানভাবে পিণ্ডচরণ করছেন। ভালোভাবে লক্ষ না করে গৃহে প্রবেশ করছেন। ভালোভাবে লক্ষ না করে গৃহ হতে বের হচ্ছেন। হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করছেন। হঠাৎ গৃহ হতে বের হচ্ছেন। ভিক্ষান্নের জন্য গৃহের বহুদূরে দাঁড়াচ্ছেন। গৃহের সন্নিকটে দাঁড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছেন। তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন? তখন তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন :

৩৬৬. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে পিণ্ডচারিক ভিক্ষুগণের জন্য ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো পিণ্ডচারিক ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ,

পিণ্ডচারিক ভিক্ষু 'এই গ্রামে প্রবেশ করব' ভেবে ত্রিমণ্ডল ঢাকা যায় মতো করে অন্তর্বাস পরিধান করে গোলাকারে চীবর পরিধান করে কটিবন্ধন বাঁধবে। সজ্ঘাটি সমানভাবে ভাঁজ করে নিয়ে, পারুপন করে গ্রন্থিবন্ধন করবে। তারপর পাত্র ধুয়ে নিয়ে সংযতভাবে আস্তে আস্তে গ্রামে প্রবেশ করবে।

ভালোভাবে দেহ আচ্ছাদন করে ঘরের আঙিনায় গমন করবে। সুসংযতভাবে ঘরের আঙিনায় গমন করবে। নতচক্ষু হয়ে ঘরের আঙিনায় গমন করবে। চীবর ওপরে তুলে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না। উচ্চস্বরে হেসে হেসে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না। নিচুস্বরে কথা বলে ঘরের আঙিনায় গমন করবে। দেহ দোলাতে দোলাতে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না। বাহু দোলাতে দোলাতে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না। মাথা সঞ্চালন করতে করতে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না। কোমরে হাত রেখে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না। মাথা ঢেকে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ঘরের আঙিনায় গমন করবে না।

ঘরে প্রবেশের সময় 'এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করব আর এই দরজা দিয়ে বের হব' এরূপ লক্ষ রাখবে। হঠাৎ করে প্রবেশ করবে না। হঠাৎ করে বের হবে না। বহু দূরে দাঁড়াবে না। অতি কাছেও দাঁড়াবে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে না। অতি তাড়াতাড়িও ফিরে আসবে না। দাঁড়িয়ে থাকার সময় লক্ষ করবে—ভিক্ষান্ন দিতে ইচ্ছুক কি না। যদি তার কাজ বন্ধ করে আসন হতে উঠে যায়, চামচ ও থালা হাতে নেয়, কোনো কিছু সাজিয়ে নিতে থাকে, তাহলে 'ভিক্ষান্ন দিতে ইচ্ছুক' ভেবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। ভিক্ষান্ন দেওয়ার সময় বামহাতে সজ্ঘাটি তুলে নিয়ে ডানহাতে পাত্র সামনে বাড়িয়ে ধরে, উভয়হাতে পাত্র ধরে পিণ্ড গ্রহণ করবে। ভিক্ষান্ন দেয়ার সময় ভিক্ষান্নদাতা স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক তার মুখের দিকে তাকাবে না। এরূপও লক্ষ করবে—তরকারি দিতে ইচ্ছুক নাকি অনিচ্ছুক। যদি চামচ ও বাতি হাতে নেয়, কিছু সাজিয়ে নিতে থাকে, তাহলে 'তরকারি দিতে ইচ্ছুক' ভেবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। ভিক্ষান্ন দেওয়া শেষ হলে সজ্ঘাটি দিয়ে পাত্র ঢেকে সংযতভাবে আস্তে আস্তে প্রত্যাবর্তন করবে।

ভালোভাবে দেহ আচ্ছাদন করে সংঘের মধ্যে গমন করবে। সংযতভাবে সংঘের মধ্যে গমন করবে। নতচক্ষু হয়ে সংঘের মধ্যে গমন করবে। চীবর ওপরে তুলে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। উচ্চস্বরে হেসে হেসে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। নিচস্বরে কথা বলে সংঘের মধ্যে গমন করবে। দেহ

দোলাতে দোলাতে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। বাহু বা হাত দোলাতে দোলাতে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। মাথা দোলাতে দোলাতে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। কোমরে হাত রেখে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। মাথা ঢেকে রেখে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সংঘের মধ্যে গমন করবে না।

গ্রাম হতে পিণ্ডচরণ শেষ করে যেই ভিক্ষু প্রথমে (বিহারে) ফিরে আসবে, সে (ভোজনশালার) আসনগুলো সাজিয়ে নিবে; পা ধোয়ার পানি, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পাদানি প্রস্তুত করে রাখবে। পরিত্যক্ত খাদ্য রাখার জন্য ভাজন প্রস্তুত করে রাখবে। খাওয়ার পানি প্রস্তুত করে রাখবে। যেই ভিক্ষু সবার শেষে গ্রাম হতে পিণ্ডচরণ শেষে ফিরে আসবে, সে উদ্বৃত্ত পিণ্ডাদি তৃণহীন স্থানে ফেলে দিবে অথবা প্রাণীহীন জলে ফেলে দিবে। ভোজনশালার আসনগুলো গুছিয়ে রাখবে। পা ধোয়ার পানি, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পাদানি তুলে রাখবে। উচ্ছিষ্ট রাখার পাত্র ধুয়ে, মুছে সামলিয়ে রাখবে। খাওয়ার ও ব্যবহার্য পানি সামলিয়ে রাখবে। ভোজনশালা ঝাঁট দিবে। অন্যদিকে যেই ভিক্ষু খাওয়ার পানির ঘট, ব্যবহার্য পানির ঘট এবং টয়লেটের ঘট খালি দেখবে, সে-ই সেসব পূর্ণ করবে। যদি একাই পূর্ণ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে হাতের ইশারায় কোনো একজন ভিক্ষুকে ডেকে নিয়ে যৌথভাবে ধারাধারি করে পূর্ণ করবে। কিন্তু সেই কারণে বাক্য ব্যয় করবে না। ভিক্ষুগণ, এগুলো পিণ্ডচারিক-ব্রত। পিণ্ডচারিক ভিক্ষুদের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয় ব্রত।

৭. আরণ্যিক-ব্রত কথা

৩৬৭. সেই সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু অরণ্যে অবস্থান করতেন। তাঁরা খাওয়ার পানি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য পানি তুলে রাখতেন না। আগুন জ্বালানোর জ্বালানী কাঠ ও আগুন জ্বালানোর কাঠি রাখতেন না। নক্ষত্র, তিথি ও দিকগুলো সম্বন্ধে জানতেন না। একদিন কয়েকজন চোর এসে তাঁদের বলল, ভন্তে, খাওয়ার পানি আছে কি? না, বন্ধুগণ, নেই। ভন্তে, হাত-মুখ ধোয়ার পানি আছে কি? না, বন্ধুগণ নেই। ভন্তে, আগুন আছে কি? না, বন্ধুগণ, নেই। ভন্তে, আগুন জ্বালানোর কাঠি আছে কি? না, বন্ধুগণ, নেই। ভন্তে, আজ কোন তিথি? বন্ধুগণ, সেটা তো জানি না। ভন্তে, এটি কোন দিক? বন্ধুগণ, আমরা সেটাও বলতে পারব না। তখন চোরেরা ‘এদের খাওয়ার পানি নেই, হাত-মুখ ধোয়ার পানি নেই, আগুন নেই, আগুন

জ্বালানোর কাঠি নেই; এরা তিথি জানে না, দিক জানে না। তারা নিশ্চয় ভিক্ষু নয়, চোরই হবে', এই ভেবে সেই ভিক্ষুগণকে প্রহারাদি করে চলে গেল। সেই ভিক্ষুগণ অন্যান্য ভিক্ষুদের এই বিষয় জানালেন। অমনি তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। অনন্তর ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা প্রদান করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৩৬৮. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে আরণ্যিক ভিক্ষুদের জন্য ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব, যেগুলো আরণ্যিক ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, আরণ্যিক ভিক্ষু ভোরে উঠে পাত্র থলিতে ঢুকিয়ে নিবে। এরপর সেটি কাঁধে ঝুলিয়ে সজ্ঘাটি কাঁধে নিয়ে, জুতা পায়ে দিয়ে কাঠের দ্রব্যসামগ্রী ও মাটির মালামাল সামলিয়ে নিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বাসস্থান হতে বের হবে। 'এখন গ্রামে প্রবেশ করব' এ অবস্থায় পৌঁছলে জুতা খুলে নিয়ে ঝেড়ে থলিতে ঢুকায়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিবে। ত্রিবিধ মণ্ডল ঢাকা যায় মতো করে অন্তর্বাস পরিধান করে গোলাকারে চীবর পরিধান করে কটিবন্ধন বাঁধবে। সজ্ঘাটি সমানভাবে ভাঁজ করে নিয়ে পারুপন করে গ্রন্থি বন্ধন করবে। তারপর পাত্র ধুয়ে নিয়ে সংযতভাবে আস্তে আস্তে গ্রামে প্রবেশ করবে। সুন্দরভাবে দেহ আচ্ছাদন করে ঘরের আঙিনায় প্রবেশ করবে... পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ঘরের আঙিনায় প্রবেশ করবে না।

ঘরে প্রবেশের সময় 'এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করব আর এই দরজা দিয়ে বের হব' এরূপ লক্ষ রাখবে। হঠাৎ করে প্রবেশ করবে না। হঠাৎ করে বের হবে না। বহু দূরে দাঁড়াবে না। অতি কাছেও দাঁড়াবে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে না। অতি তাড়াতাড়িও ফিরে আসবে না। দাঁড়িয়ে থাকার সময় লক্ষ করবে—ভিক্ষান্ন দিতে ইচ্ছুক কি না। যদি তার কাজ বন্ধ করে আসন হতে উঠে যায়, চামচ ও থালা হাতে নেয়, কোনো কিছু সাজিয়ে নিতে থাকে, তাহলে 'ভিক্ষান্ন দিতে ইচ্ছুক' ভেবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। ভিক্ষান্ন দেওয়ার সময় বামহাতে সজ্ঘাটি তুলে নিয়ে ডানহাতে পাত্র সামনে বাড়িয়ে ধরে, উভয়হাতে পাত্র ধরে পিণ্ড গ্রহণ করবে। ভিক্ষান্ন দেয়ার সময় ভিক্ষান্নদাতা স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক তার মুখের দিকে তাকাবে না। এরূপও লক্ষ করবে—তরকারি দিতে ইচ্ছুক নাকি অনিচ্ছুক। যদি চামচ ও বাতি হাতে নেয়, কিছু সাজিয়ে নিতে থাকে, তাহলে 'তরকারি দিতে ইচ্ছুক' ভেবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। ভিক্ষান্ন দেওয়া শেষ হলে সজ্ঘাটি দিয়ে পাত্র ঢেকে সংযতভাবে আস্তে আস্তে প্রত্যাবর্তন করবে।

ভালোভাবে দেহ আচ্ছাদন করে সংঘের মধ্যে... পায়ের আঙুলের ওপর

ভর দিয়ে সংঘের মধ্যে গমন করবে না। গ্রাম হতে বের হয়ে থলিতে পাত্র ঢুকিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিবে। সজ্ঘাটি ভাঁজ করে মাথায় রাখবে। তারপর জুতো পায়ে দিয়ে বিহারে প্রত্যাগমন করবে।

ভিক্ষুগণ, আরণ্যিক ভিক্ষুকে খাওয়ার পানি তুলে রাখতে হবে। হাত-মুখাদি ধোয়ার পানি তুলে রাখতে হবে। আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থাদি ও আগুন জ্বালানোর কাঠি (ম্যাচ বক্স, লাইটার ইত্যাদি) জমা রাখতে হবে। যষ্ঠি রাখতে হবে। তিথি, নক্ষত্রমার্গ জেনে রাখতে হবে। দিকগুলো জেনে রাখতে হবে। ভিক্ষুগণ, এগুলো আরণ্যিক ভিক্ষুগণের ব্রত। আরণ্যিক ভিক্ষুদের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয় ব্রত।

৮. শয্যাসন-ব্রত কথা

৩৬৯. সেই সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু খোলা জায়গায় চীবর সেলাই করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বিহার প্রাঙ্গণে সেই চীবর সেলাইরত ভিক্ষুগণের বিপরীত বায়ু প্রবাহের দিক থেকে শয্যাদি ঝাড়তে লাগল। এতে চীবর সেলাইরত ভিক্ষুগণ ধুলোবালি লিপ্ত হয়ে গেলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিহার প্রাঙ্গণে বায়ুর প্রতিকূলে শয্যাদি ঝাড়তেছে? এতে ভিক্ষুগণ ধূলি লিপ্ত হচ্ছেন। তখন তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালে... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিহার প্রাঙ্গণে বায়ু প্রবাহের বিপরীত দিকে শয্যাদি ঝাড়তেছে? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

৩৭০. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুগণের জন্য শয্যাসন ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, যেই বিহারে অবস্থান করবে, সেই বিহার যদি নোংরা হয়, তাহলে সম্ভব হলে পরিষ্কার করবে। বিহার পরিষ্কার করার সময় প্রথমে পাত্র-চীবর বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। তোষক-বালিশ বের করে এনে একস্থানে রেখে দিবে। খাট নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একপাশে রাখবে। বেঞ্চি নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একপাশে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র পিকদানি বের করে এনে একপাশে রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড

বের করে এনে একপাশে রাখবে। মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একপাশে রাখবে। যদি বিহারে মাকড়সার জাল থাকে, প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে শুরু করে পরে নিচের দিকে (অর্থাৎ দেয়াল, বেড়াদি) ঝেড়ে ফেলবে। জানলা ফ্রেমের চারিদিকের কোনাগুলো মুছবে। যদি লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলিপ্ত দেয়াল ময়লা হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছবে। যদি কালো রঙের পাকা মেঝে ময়লা হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছে ফেলবে। যদি মেঝে মাটির হয়, তাহলে 'ধুলো উড়ে বিহার ময়লা না হোক' ভেবে প্রথমে সামান্য পানি ছিটিয়ে ঝাড়ু দিবে। ময়লাগুলো বেছে নিয়ে একপাশে ফেলবে।

ভিক্ষুদের শয্যাসনের আশেপাশে আসবাবপত্রাদি ঝাড়বে না। বিহারের আশেপাশে আসবাবপত্রাদি ঝাড়বে না। খাওয়ার পানির আশেপাশে ঝাড়বে না। হাত-পা ধোয়ার পানির আশেপাশে ঝাড়বে না। বাতাসের প্রতিকূলে ঝাড়বে না। বাতাসের অনুকূলে ঝাড়বে।

মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে বিছিয়ে রাখবে। খাটের পায়ার নিচে দেয়ার ধারকগুলো রোদে শুকিয়ে, মুছে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। খাট রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। বেঞ্চি রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। তোষক, বালিশ রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। বসার কাপড় ও বিছানার চাদর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র (পিকদানি) রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে যথাযথ জায়গায় রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। নিজের পাত্র-চীবর গুছিয়ে রাখবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাটের বা বেঞ্চির নিচে হাতড়ায়ে পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখতে পারবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছে নিয়ে এবং চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে বা রশিতে চীবর রেখে দিবে।

যদি পূর্বদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পূর্বদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি পশ্চিমদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পশ্চিমদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি উত্তরদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে উত্তরদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি দক্ষিণদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে দক্ষিণদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি শীতকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা খোলা রাখবে আর রাতে বন্ধ রাখবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা বন্ধ রাখবে আর রাতে খোলা রাখবে।

যদি বিহারপ্রাঙ্গণ ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি রুম ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি বৈঠকখানা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি অগ্নিশালা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি পায়খানাঘর ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি খাওয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি হাত-মুখাদি ধোয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি স্নানের জলকুম্ভে পানি না থাকে, তাহলে স্নানের জলকুম্ভে পানি ঢেলে রাখবে।

অধিকতর জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর সঙ্গে একই বিহারে অবস্থান করলে, তাঁকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে উপদেশ দিবে না; (ধর্মীয় কোনো বিষয়ে) কারোর প্রশ্নের উত্তর দিবে না; কারোর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে না; কাউকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে না; প্রদীপ জ্বালাবে না; প্রদীপ নির্বাপিত করবে না; জানলা খুলে দিবে না; জানলা বন্ধ করবে না। যদি জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর সঙ্গে একই চঙ্ক্রমণ স্থানে চঙ্ক্রমণ করতে হয়, তাহলে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু যেদিকে চঙ্ক্রমণ করে, সেদিক থেকে ঘুরে যাবে। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে সজ্ঘাটির কোনায় নামাবে না। ভিক্ষুগণ, এগুলো আরণ্যিক ভিক্ষুগণের শয্যাসন-ব্রত। ভিক্ষুগণের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয় ব্রত।

৯. স্নানঘর-ব্রত কথা

৩৭১. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ, স্থবির ভিক্ষুগণের বারণ করা সত্ত্বেও অগ্রাহ্যবশে স্নানঘরের চুল্লিতে অনেক লাকড়ি দিয়ে আগুন জ্বেলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসে দ্বারে বসে থাকত। স্থবির ভিক্ষুগণ দরজা বন্ধ থাকায় বের হতে না পেরে আগুনের উত্তাপে পীড়িত হয়ে একপর্যায়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হলেন। এটা জেনে যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে

আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ, স্থবির ভিক্ষুগণের বারণ করা সত্ত্বেও আগ্রহবশে স্নান ঘরের চুল্লিতে অনেক লাকড়ি দিয়ে আগুন জ্বেলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসে দ্বারে বসে থাকছে? এতে স্থবির ভিক্ষুগণ দরজা বন্ধ থাকায় বের হতে না পেরে আগুনে উত্তাপে পীড়িত হয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। তখন সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ, স্থবির ভিক্ষুগণের বারণ করা সত্ত্বেও অগ্রাহ্যবশে স্নানঘরের চুল্লিতে অনেক লাকড়ি আগুন জ্বেলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসে দ্বারে বসে থাকছে? স্থবির ভিক্ষুগণ দরজা বন্ধ থাকায় বের হতে না পেরে আগুনে উত্তাপে পীড়িত হয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হচ্ছে? হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুব নিন্দনীয় অভিহিত... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, স্থবির কর্তৃক বারিত হয়ে অগ্রাহ্যবশত স্নানঘরের চুল্লিতে অনেক লাকড়ি দিয়ে আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে পারবে না। যে প্রজ্জ্বলিত করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। দরজা বন্ধ করে দ্বারে বসে থাকতে পারবে না। যে বসে থাকবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৩৭২. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুগণের জন্য স্নানঘরের ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো ভিক্ষুগণকে অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু প্রথমে স্নানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে চুল্লির ছাই বেশি হলে, সেগুলো বাইরে ফেলে দিবে। স্নানঘর যদি ময়লা হয়, তাহলে পরিষ্কার করে ফেলবে। যদি স্নানঘরের মেঝে ময়লা হয়, তাহলে মেঝে পরিষ্কার করে ফেলবে। যদি স্নানঘরের বারান্দা ময়লা হয়, তাহলে স্নানঘরের বারান্দা পরিষ্কার করবে। যদি স্নানঘরের কক্ষটি ময়লা হয়, তাহলে কক্ষটি পরিষ্কার করে ফেলবে। যদি স্নানঘর ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে।

গোসলের চূর্ণ পিষে রাখবে। কাদামাটি ভিজিয়ে রাখবে। কলসী/বালতিতে জলপূর্ণ করে রাখবে। স্নানঘরে প্রবেশের আগে মুখে কাদামাটি লেপে নিয়ে সামনে ও পিছনে ঢেকে নিবে। তারপর স্নানঘরে প্রবেশ করবে। স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসবে না। নবীন ভিক্ষুকে আসন চ্যুত করবে না। যদি ইচ্ছা জাগে, স্থবির ভিক্ষুগণের দেহ সম্মার্জন করে দিবে। স্নানঘর হতে বের হবার সময় স্নানে পিঁড়ি হাতে নিয়ে সম্মুখভাগ ও পশ্চাড্ভাগ আচ্ছাদন করে স্নানঘর হতে বের হবে। যদি ইচ্ছা জাগে, স্থবির ভিক্ষুগণের গা মুছে দিবে। স্থবির ভিক্ষুগণের সামনে সামনে ও তাদের উজানে স্নান করবে না। (নদীতে) স্নান করে উঠবার সময়, স্নান করতে নামক ভিক্ষুকে পথ ছেড়ে দিবে। যদি স্নানঘর ময়লা হয়, তাহলে যেই ভিক্ষুটি স্নানঘর হতে সর্বশেষে

বের হবে, সে স্নানঘর ধৌত করবে। স্নানঘরের পিঁড়ি, মাটির পাত্র ধৌত করে সামলিয়ে রাখবে। অগ্নি নির্বাপণ করে, দ্বার বন্ধ করে প্রস্থান করবে। ভিক্ষুগণ, এগুলো স্নানঘরের ব্রত। ভিক্ষুগণের জন্য এই স্নানঘরের ব্রতগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

১০. পায়খানাঘর-ব্রত কথা

৩৭৩. সেই সময় জনৈক ব্রাহ্মণ জাতীয় ভিক্ষু মলত্যাগ করে 'কে এই ঘৃণ্য দুর্গন্ধ জিনিসকে স্পর্শ করবে' এই ভেবে ঘৃণাবশত জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন না। ফলে তার পায়ুতে পোকা বাসা বাঁধল। তখন সেই ভিক্ষু এ বিষয়টি অন্যান্য ভিক্ষুগণকে জানালেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, সত্যিই কি আপনি পায়খানা করার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন না? হ্যাঁ বন্ধুগণ, ধুয়ে ফেলতাম না। এসব শুনে যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন এই পায়খানা করার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেন না? তখন তাঁরা এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন... সত্যিই কি তুমি পায়খানা করার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেল না? হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, পায়খানা করার পর জল থাকলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। যে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবে না, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পায়খানাঘরে গিয়ে পায়খানা করতে থাকলেন। একদা জনৈক নবীন ভিক্ষু পায়খানার বেগে প্রথমে আসলেও নিজের আনুক্রমিকতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। তিনি পায়খানার বেগ সহ্য করতে না পেরে একপর্যায়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি... হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পায়খানা করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, পায়খানার বেগ আগমনের ক্রমানুসারে পায়খানা করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হঠাৎ পায়খানাঘরে প্রবেশ করত। পরিধেয় বস্ত্র ওপরে উঠিয়ে পায়খানাঘরে প্রবেশ করত। কোৎ দিতে দিতে পায়খানা

করত। দাঁত মাজন করতে করতে পায়খানা করত। পায়খানা গর্তের বাইরে পায়খানা করত। প্রস্রাব নালার বাইরে প্রস্রাব করত। প্রস্রাব নালায় থুথু ত্যাগ করত। অমসৃণ মলকাঠি দিয়ে মলমার্গ মুছত। মলকাঠি পায়খানার গর্তে ফেলে দিত। পরিধেয় বস্ত্র উঠানো অবস্থায় সহসা পায়খানাঘর হতে বের হত। চপ চপ শব্দে শৌচকার্য করত। শৌচকার্য শেষে বদনায় জল অবশিষ্ট রাখত। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু হঠাৎ পায়খানাঘরে প্রবেশ করছে, পরিধেয় বস্ত্র ওপরে উঠিয়ে পায়খানাঘরে প্রবেশ করছে, কোঁৎ দিতে দিতে পায়খানা করছে, দাঁত মাজন করতে করতে পায়খানা করছে, পায়খানা গর্তের বাইরে পায়খানা করছে, প্রস্রাব নালার বাইরে প্রস্রাব করছে, প্রস্রাব নালায় থুথু ত্যাগ করছে, অমসৃণ মলকাঠি দিয়ে মলমার্গ মুছছে, মলকাঠি পায়খানার গর্তে ফেলে দিচ্ছে, পরিধেয় বস্ত্র উঠানো অবস্থায় সহসা পায়খানাঘর হতে বের হচ্ছে, চপ চপ শব্দে শৌচকার্য করছে, শৌচকার্য শেষে বদনায় জল অবশিষ্ট রাখছে? তখন তাঁরা এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ... হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৩৭৪. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুগণের জন্য পায়খানা-ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু পায়খানায় যাবে সে পায়খানাঘরের (কাছাকাছি পৌঁছলে) বাইরে থেকে কাশি দিবে। পায়খানাঘরের ভেতরে কেউ থাকলে সেও কাশি দিবে। চীবর রাখার বাঁশ বা রশিতে চীবর রেখে সংযতভাবে আস্তে আস্তে পায়খানাঘরে প্রবেশ করবে। হঠাৎ প্রবেশ করবে না। পরিধেয় বস্ত্র (অন্তর্বাস) ওপরে উঠিয়ে প্রবেশ করবে না। মলত্যাগের পাদানিতে দাঁড়িয়ে অন্তর্বাস ওপরে উঠাবে। কোঁৎ দিতে দিতে প্রস্রাব করবে না। দাঁত মাজতে মাজতে প্রস্রাব করবে না। পায়খানা গর্তের বাইরে পায়খানা করবে না। প্রস্রাব নালার বাইরে প্রস্রাব করবে না। প্রস্রাব নালায় থুথু ফেলবে না। অমসৃণ মলকাঠি দিয়ে মলমার্গ মুছবে না। মলকাঠি পায়খানার গর্তে ফেলবে না। মলত্যাগের পর পাদানিতে দাঁড়িয়ে অন্তর্বাস নামিয়ে নিবে। সহসা পায়খানাঘর হতে বের হবে না। অন্তর্বাস ওপরে তুলে পায়খানাঘর হতে বের হবে না। ধোয়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে অন্তর্বাস তুলবে। ধোয়ার সময় চপ চপ শব্দে ধুইবে না। বদনাতে জল অবশিষ্ট রাখবে না। ধোয়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে শৌচকার্য শেষ করে

অন্তর্বাস নামিয়ে নিবে।

যদি পায়খানাঘর (বিষ্ঠা দ্বারা) নোংরা হয়, তাহলে ধুয়ে ফেলবে। যদি মলকাঠি রাখার ঝুড়ি পূর্ণ হয়, তাহলে ব্যবহৃত কাঠিগুলো বাইরে ছুড়ে ফেলে দিবে। যদি পায়খানাঘর অপরিষ্কার হয়, তাহলে ঝাড়ু দিবে। যদি পায়খানাঘরের চারপাশে অপরিষ্কার হয়, তাহলে ঝাড়ু দিবে। যদি পায়খানাঘরের ভেতরে বেড়া বা দেয়ালাদি অপরিষ্কার হয়, তাহলে ঝাড়ু দিবে। যদি পায়খানা ঘরের কুম্ভে জল না থাকে, তাহলে জলপূর্ণ করবে। ভিক্ষুগণ, এগুলো পায়খানাঘরের ব্রত। ভিক্ষুগণের জন্য এই পায়খানাঘরের ব্রতগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

১১. উপাধ্যায়-ব্রত কথা

৩৭৫. সেই সময় সহবিহারী ভিক্ষুগণ ভালোভাবে উপাধ্যায়ের অনুগত হতেন না। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন সহবিহারী ভিক্ষুগণ ভালোভাবে অনুগত হচ্ছেন না? তখন তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি সহবিহারী ভিক্ষুগণ ভালোভাবে উপাধ্যায়ের অনুগত হচ্ছে না? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত করে... সেই সহবিহারী ভিক্ষুগণ কেনই ভালোভাবে উপাধ্যায়ের অনুগত হচ্ছে না? তাদের এ কাজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন... তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৩৭৬. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সহবিহারী ভিক্ষুগণের জন্য উপাধ্যায় ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো সহবিহারী ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, সহবিহারীকে উপাধ্যায়ের কাছে ভালোভাবে অনুগত থাকতে হবে। ভালোভাবে অনুগত থাকার বিধি : ভোরে শয্যাসন ত্যাগ করবে। জুতা খুলে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উপাধ্যায়কে দন্তকাষ্ঠ তথা দাঁত মাজার সামগ্রী ও মুখ ধোয়ার পানি প্রদান করবে। উপাধ্যায়ের আসন প্রস্তুত করে দেবে। যদি যাগু প্রস্তুত থাকে, তাহলে পাত্র ধুইয়ে দিয়ে তাতে যাগু সাজিয়ে নিয়ে উপাধ্যায়কে প্রদান করবে। (তাঁর) যাগু পান শেষ হলে, হাত ধোয়ার পানি প্রদান করবে। এরপর পাত্র গ্রহণ করে নিচে নামিয়ে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সবধানে ধুয়ে নিবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠে গেলে আসনটি সামলিয়ে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি উপাধ্যায় গ্রামে গমনেচ্ছু হন, তাহলে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে।

কায়বন্ধন প্রদান করবে। সজ্ঘাটি দুই ভাঁজ করে দিয়ে প্রদান করবে। ভালোভাবে ধুইয়ে দিয়ে সজল পাত্র প্রদান করবে। যদি উপাধ্যায় সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন, তাহলে ত্রিবিধ মণ্ডল ঢাকা যায় মতো করে অন্তর্বাস পরিধান করে গোলাকারে চীবর পরিধান করে কটিবন্ধন বাঁধবে। সজ্ঘাটি সমানভাবে ভাঁজ করে নিয়ে পারুপন করে গ্রন্থি বন্ধন করবে। এরপর পাত্র ধুয়ে সঙ্গে নিয়ে উপাধ্যায়ের পেছন পেছন গমন করবে। অতি কাছে করে কিংবা বেশি দূরে করে গমন করবে না। উপাধ্যায়ের পাত্র যদি ভারী হয়ে যায় কিংবা গরম ভাত, তরকারির কারণে গরম হয়ে যায়, তাহলে উপাধ্যায়ের পাত্রটি চেয়ে নিবে আর এর বদলে নিজের হাল্কা, ঠাণ্ডা পাত্রটি তাঁকে দিবে। উপাধ্যায়ের কথার মধ্যে কথা বলবে না। উপাধ্যায় আপত্তিকর কথার কাছাকাছি গেলে, তাঁকে থামাতে চেষ্টা করবে।

ফেরার সময় উপাধ্যায়ের আগে বিহারে এসে আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি প্রস্তুত করে রাখবে। আগু বাড়িয়ে উপাধ্যায়ের পাত্র-চীবর গ্রহণ করবে। অন্তর্বাস পরিবর্তনের জন্য অন্য অন্তর্বাস প্রদান করবে। পরিবর্তন করা অন্তর্বাস গ্রহণ করবে। যদি চীবর ঘামে ভিজে যায়, তাহলে কিছুক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে ফেলে রাখবে না। চীবর ভাঁজ করে রাখবে। 'যাতে চীবরের মাঝখানে ভাঁজ না পড়ে' এটা মাথায় রেখে ভাঁজ করার সময় প্রান্তগুলো চার আঙুল দূরে রেখে ভাঁজ করবে। কটিবন্ধনী ভাঁজ করে রাখবে।

যদি ভোজন প্রস্তুত হয়, উপাধ্যায়ও ভোজন গ্রহণেচ্ছু হন, তাহলে পানি দিয়ে ভোজন প্রদান করবে। খাওয়ার পানি প্রয়োজন হবে কি না জিজ্ঞেস করবে। ভোজন করা শেষ হলে পানি দিয়ে পাত্র গ্রহণ করবে। পাত্র নিচু করে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সাবধানে ধুয়ে নিবে। অমনি মুছে নিয়ে অল্পক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে দিবে না। পাত্র-চীবর যথাস্থানে সামলিয়ে রেখে দিবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাট বা বেঞ্চির নিচে হাতড়াবে আর পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছার আর চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে অথবা রশিতে রাখবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠে গেলে আসন তুলে রাখবে। পা ধোয়ার পানি, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি তুলে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি উপাধ্যায় স্নান করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে স্নানের সব ব্যবস্থাদি করে দিবে। যদি ঠাণ্ডা পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে ঠাণ্ডা পানি এনে দিবে। যদি গরম পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে পানি গরম করে দিবে।

যদি স্নানঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে গোসলের চূর্ণ পিষে নিবে। কাদামাটি ভিজিয়ে নিবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে উপাধ্যায়ের পেছন পেছন গিয়ে স্নানঘরে পেতে দিয়ে দিবে। (উপাধ্যায়ের) চীবর প্রতিগ্রহণ করে একপাশে রেখে দিবে। এরপর উপাধ্যায়কে গোসলের চূর্ণ দিবে; কাদামাটি দিবে। যদি ইচ্ছা হয়, নিজেও স্নানঘরে প্রবেশ করবে। প্রবেশের সময় মুখে কাদামাটি লেপে নিয়ে নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে প্রবেশ করবে। তবে স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসবে না। নবীন ভিক্ষুদেরও স্থানচ্যুত করবে না। উপাধ্যায়ের দেহ রগড়ায়ে দেবে। স্নানঘর হতে বের হবার সময় স্নানের পিঁড়ি হাতে নিবে, নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে বের হবে।

পানিতে গোসল করার সময়ও উপাধ্যায়ের দেহ রগড়ায়ে দিবে। স্নানকার্য শেষ করে প্রথমে শিষ্য উঠে এসে নিজের গা মুছে পরিধেয় বস্ত্র তথা অন্তর্বাস পরিবর্তন করবে। এরপর উপাধ্যায়ের শরীরের জল মুছে দিবে। (তাঁকে) পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে, সঙ্ঘাটি প্রদান করবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে প্রথমে বিহারে এসে উপাধ্যায়ের বসার আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধোয়া পা রাখা পিঁড়ি পেতে রাখবে। উপাধ্যায়কে খাওয়ার পানি লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করবে। যদি ধর্মীয় বিষয়ে কোনো শিক্ষা অথবা মুখস্ত করতে ইচ্ছা থাকে, শিক্ষা করবে। যদি প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার থাকে, তাহলে (উপাধ্যায়কে) প্রশ্ন করে জেনে নেবে।

যদি উপাধ্যায়ের বাসস্থান ময়লা হয়, তাহলে সম্ভব হলে পরিষ্কার করে দেবে। পরিষ্কার করার সময় প্রথমে পাত্র-চীবর বের করে নিয়ে একপাশে রাখবে। বসার আসনাদি বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। তোষক-বালিশ বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। খাট নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। বেঞ্চি নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে মতো এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র পিকদানি বের করে এনে একস্থানে রাখবে। হেলান দেওয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড বের করে এনে একপাশে রাখবে। মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর

সতর্কতার সঙ্গে বের করে একপাশে রাখবে। যদি রুমে মাকড়সার জাল থাকে, প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে শুরু করে পরে নিচের দিকে (অর্থাৎ দেয়াল অথবা বেড়াদি) ঝেড়ে ফেলবে। জানলার ফ্রেমের কোনাগুলো মুছে ফেলবে। যদি লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলিপ্ত দেয়াল ময়লা হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছবে। যদি কালোরঙের পাকা মেঝে হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছে ফেলবে। যদি মেঝে মাটির হয়, তাহলে 'ধুলো উড়ে রুম ময়লা না করুক' ভেবে প্রথমে সামান্য জল ছিটিয়ে ঝাড়ু দিবে। ময়লাগুলো বেছে নিয়ে একপাশে ফেলবে।

মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে বিছিয়ে রাখবে। খাটের পায়ার নিচে দেয়ার ধারকগুলো রোদে শুকিয়ে, মুছে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। খাট রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। বেঞ্চি রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। তোষক, বালিশ রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। বসার কাপড় ও বিছানার চাদর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র (পিকদানি) রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে যথাযথ জায়গায় রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। নিজের পাত্র-চীবর গুছিয়ে রাখবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাটের বা বেঞ্চির নিচে হাতড়ায়ে পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখতে পারবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছে নিয়ে এবং চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে বা রশিতে চীবর রেখে দিবে।

যদি পূর্বদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পূর্বদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি পশ্চিমদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পশ্চিমদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি উত্তরদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে উত্তরদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি দক্ষিণদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে দক্ষিণদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি

শীতকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা খোলা রাখবে আর রাতে বন্ধ রাখবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা বন্ধ রাখবে আর রাতে খোলা রাখবে।

যদি বিহারপ্রাঙ্গণ ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি রুম ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি বৈঠকখানা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি অগ্নিশালা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি পায়খানাঘর ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি খাওয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি হাত-মুখাদি ধোয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি স্নানের জলকুম্ভে পানি না থাকে, তাহলে স্নানের জলকুম্ভে পানি ঢেলে রাখবে।

যদি উপাধ্যায়ের ব্রহ্মচর্য পালনে অনীহা উৎপন্ন হয়, তাহলে সহবিহারী সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি উপাধ্যায়ের (বিনয় মোতাবেক স্বীয় আচরণ নিয়ে) অনুতাপ উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি উপাধ্যায়ের মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি উপাধ্যায় পরিবাস দণ্ড প্রাপ্তির মতো অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সহবিহারীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ উপাধ্যায়কে পরিবাস প্রদান করবে। যদি উপাধ্যায় মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সহবিহারীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ উপাধ্যায়কে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যদি উপাধ্যায় মানত্তযোগ্য হয়, তাহলে সহবিহারীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ উপাধ্যায়কে মানত্ত প্রদান করবে। যদি উপাধ্যায় আহ্বানযোগ্য হয়, তাহলে সহবিহারীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ উপাধ্যায়কে আহ্বান করবে। যদি সংঘ উপাধ্যায়কে তর্জনীয় (তিরস্কার), নির্যশ (পদাবনতি), প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন), প্রতিস্মরণীয় (মিটমাট) ও উৎক্ষেপণীয় (সাময়িক অব্যাহতি) দণ্ডকর্ম প্রদান করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সহবিহারীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ উপাধ্যায়কে সেসব দণ্ডকর্ম প্রদান করবে না? অথবা কোনো লঘু দণ্ডে পরিণত করে কিনা? আর যদি সংঘ তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় দণ্ডকর্মই প্রদান করে থাকে, তাহলে সহবিহারীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে উপাধ্যায় এগুলো সম্যকভাবে প্রতিপালন করবে; মান ত্যাগ করবে; দোষমুক্ত থাকবে

এবং সংঘ সেই দণ্ডকর্ম প্রত্যাহার করে নিবে।

যদি উপাধ্যায়ের চীবর ধোয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সহবিহারী ধুইয়ে দিবে। কীভাবে উপাধ্যায়ের চীবর ধুইয়ে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সহবিহারী বানিয়ে দিবে। কীভাবে উপাধ্যায়ের জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি উপাধ্যায়ের চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সহবিহারী রং পাক করবে। কীভাবে উপাধ্যায়ের চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি উপাধ্যায়ের চীবর রং করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সহবিহারী রং করে দিবে। কীভাবে উপাধ্যায়ের চীবর রং করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। চীবর রং করার সময় ভালোভাবে উল্টেপাল্টে রং করবে। রং করার কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না।

উপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস না করে কাউকে পাত্র দিবে না। কারোর কাছ হতে পাত্র গ্রহণ করবে না; কাউকে চীবর দিবে না, কারোর কাছ হতে চীবর গ্রহণ করবে না; কাউকে ভিক্ষুর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী দিবে, কারোর কাছ হতে ভিক্ষুর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করবে না; কারোর চুল কেটে দিবে না, কাউকে দিয়ে নিজের চুল কেটে নিবে না; কারোর দেহ রগড়ায়ে দিবে না, কাউকে দিয়ে নিজের দেহ রগড়ায়ে নিবে না। কাউকে সেবা করবে না, কাউকে দিয়ে নিজের সেবা করাবে না; কারোর সেবক হিসেবে পশ্চাদানুবর্তী হবে না, কাউকে নিজের সেবক হিসেবে পশ্চাদানুবর্তী করাবে না; কারোর জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনবে না, কাউকে দিয়ে নিজের জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনাবে না। উপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস না করে কোনো গ্রামে প্রবেশ করবে না, (অশুচি ভাবনার সহায়ক নিমিত্ত দর্শনের জন্য) শ্মশানে যাবে না, ঘুরে বেড়ানোর জন্য কোনো দিকে যাবে না। যদি উপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে (প্রয়োজনে) আজীবন সেবা করবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না উঠা পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না। ভিক্ষুগণ, এগুলো সহবিহারী ভিক্ষুগণের জন্য উপাধ্যায়ের ব্রত। সহবিহারী ভিক্ষুগণের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

১২. সহবিহারী-ব্রত কথা

৩৭৭. সেই সময় উপাধ্যায়গণ সহবিহারীদের ভালোভাবে অনুগ্রহ করতেন না। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন উপাধ্যায়গণ সহবিহারীদের

ভালোভাবে অনুগ্রহ করছেন না। তখন তাঁরা এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন... ভিক্ষুসংঘ, সত্যিই কি উপাধ্যায়গণ সহবিহারীদের ভালোভাবে অনুগ্রহ করছে না? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় বলে অভিহিত... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৩৭৮. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে উপাধ্যায়ের জন্য সহবিহারী-ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো উপাধ্যায়ের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায়কে অবশ্যই সহবিহারীকে ভালোভাবে অনুগ্রহ করতে হবে। ভালোভাবে অনুগ্রহ করার বিধি : ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, উপদেশ ও অনুশাসন করার মাধ্যমে সহবিহারীকে উপকার, সহায়তা করবে। যদি উপাধ্যায়ের কাছে পাত্র থাকে, কিন্তু সহবিহারীর পাত্র থাকে না; তাহলে উপাধ্যায় সহবিহরীর জন্য পাত্র ব্যবস্থা করে দিবে। কীভাবে সহবিহারীর জন্য পাত্র ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি উপাধ্যায়ের কাছে চীবর থাকে, কিন্তু সহবিহারীর চীবর থাকে না; তাহলে উপাধ্যায় সহবিহরীর জন্য চীবর ব্যবস্থা করে দিবে। কীভাবে সহবিহারীর জন্য চীবর ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি উপাধ্যায়ের কাছে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থাকে, কিন্তু সহবিহারীর থাকে না; তাহলে উপাধ্যায় সহবিহারীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ব্যবস্থা করে দিবে। কীভাবে সহবিহারীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে।

যদি সহবিহারী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে উপাধ্যায় ভোরে শয্যাসন ত্যাগ করে উঠে সহবিহারীকে দণ্ডকাষ্ঠ তথা মাজার সামগ্রী দিবে। মুখ ধোয়ার পানি দিবে। আসন প্রস্তুত করে দিবে। যদি যাগু প্রস্তুত থাকে, তাহলে পাত্র ধুইয়ে তাতে যাগু সাজিয়ে দিবে। যাগু পান করা শেষ হলে হাত ধোয়ার পানি প্রদান করবে। এরপর পাত্র গ্রহণ করে, নিচে নামিয়ে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সাবধানে ধুয়ে নিবে। সহবিহারী আসন হতে উঠে গেলে আসনটি সামলিয়ে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি সহবিহারী গ্রামে গমনেচ্ছু হন, তাহলে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে। কায়বন্ধন প্রদান করবে। সঙ্ঘাটি দুই ভাঁজ করে দিয়ে প্রদান করবে। ভালোভাবে ধুইয়ে দিয়ে সজল পাত্র প্রদান করবে। যদি সহবিহারী সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন, তাহলে ত্রিবিধ মণ্ডল ঢাকা যায় মতো করে অন্তর্বাস

পরিধান করে গোলাকারে চীবর পরিধান করে কটিবন্ধন বাঁধবে। সঙ্ঘাটি সমানভাবে ভাঁজ করে নিয়ে পারুপন করে গ্রন্থি বন্ধন করবে। এরপর পাত্র ধুয়ে সঙ্গে নিয়ে সহবিহারীর পেছন পেছন গমন করবে। অতি কাছে করে কিংবা বেশি দূরে করে গমন করবে না। সহবিহারীর পাত্র যদি ভারী হয়ে যায় কিংবা গরম ভাত, তরকারির কারণে গরম হয়ে যায়, তাহলে সহবিহারীর পাত্রটি চেয়ে নিবে আর এর বদলে নিজের হাল্কা, ঠাণ্ডা পাত্রটি তাঁকে দিবে। সহবিহারীর কথার মধ্যে কথা বলবে না। সহবিহারী আপত্তিজনক কথার কাছাকাছি গেলে, তাঁকে থামাতে চেষ্টা করবে।

ফেরার সময় সহবিহারীর আগে বিহারে এসে আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি প্রস্তুত করে রাখবে। আগু বাড়িয়ে সহবিহারীর পাত্র-চীবর গ্রহণ করবে। অন্তর্বাস পরিবর্তনের জন্য অন্য অন্তর্বাস প্রদান করবে। পরিবর্তন করা অন্তর্বাস গ্রহণ করবে। যদি চীবর ঘামে ভিজে যায়, তাহলে কিছুক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে ফেলে রাখবে না। চীবর ভাঁজ করে রাখবে। 'যাতে চীবরের মাঝখানে ভাঁজ না পড়ে' এটা মাথায় রেখে ভাঁজ করার সময় প্রান্তগুলো চার আঙুল দূরে রেখে ভাঁজ করবে। কটিবন্ধনী ভাঁজ করে রাখবে।

যদি ভোজন প্রস্তুত হয়, সহবিহারীও ভোজন গ্রহণেচ্ছু হন, তাহলে পানি দিয়ে ভোজন প্রদান করবে। খাওয়ার পানি প্রয়োজন হবে কিনা জিজ্ঞেস করবে। ভোজন করা শেষ হলে পানি দিয়ে পাত্র গ্রহণ করবে। পাত্র নিচু করে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সাবধানে ধুয়ে নিবে। অমনি মুছে নিয়ে অল্পক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে দিবে না। পাত্র-চীবর যথাস্থানে সামলিয়ে রেখে দিবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাট বা বেঞ্চির নিচে হাতড়াবে আর পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছার আর চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে অথবা রশিতে রাখবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠে গেলে আসন তুলে রাখবে। পা ধোয়ার পানি, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি তুলে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি সহবিহারী স্নান করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে স্নানের সব ব্যবস্থাদি করে দিবে। যদি ঠাণ্ডা পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে ঠাণ্ডা পানি এনে দিবে। যদি গরম পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে পানি গরম করে দিবে।

যদি স্নানঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে গোসলের চূর্ণ পিষে নিবে। কাদামাটি ভিজিয়ে নিবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে সহবিহারীর পেছন পেছন গিয়ে স্নানঘরে পেতে দিয়ে দিবে। (সহবিহারীর) চীবর প্রতিগ্রহণ করে একপাশে রেখে দিবে। এরপর সহবিহারীকে গোসলের চূর্ণ দিবে; কাদামাটি দিবে। যদি ইচ্ছা হয়, নিজেও স্নানঘরে প্রবেশ করবে। প্রবেশের সময় মুখে কাদামাটি লেপে নিয়ে নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে প্রবেশ করবে। তবে স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসবে না। নবীন ভিক্ষুদেরও স্থানচ্যুত করবে না। সহবিহারীর দেহ রগড়ায়ে দেবে। স্নানঘর হতে বের হবার সময় স্নানের পিঁড়ি হাতে নিবে, নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে বের হবে।

পানিতে গোসল করার সময়ও সহবিহারীর দেহ রগড়ায়ে দিবে। স্নানকার্য শেষ করে প্রথমে শিষ্য উঠে এসে নিজের গা মুছে পরিধেয় বস্ত্র তথা অন্তর্বাস পরিবর্তন করবে। এরপর উপাধ্যায়ের শরীরের জল মুছে দিবে। (তাঁকে) পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে, সঙ্ঘাটি প্রদান করবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে প্রথমে বিহারে এসে সহবিহারীর বসার আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধোয়া পা রাখা পিঁড়ি পেতে রাখবে। সহবিহারীকে খাওয়ার পানি লাগবে কি না জিজ্ঞেস করবে।

যদি সহবিহারীর বাসস্থান ময়লা হয়, তাহলে সম্ভব হলে পরিষ্কার করে দেবে। পরিষ্কার করার সময় প্রথমে পাত্র-চীবর বের করে নিয়ে একপাশে রাখবে। বসার আসনাদি বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। তোষক-বালিশ বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। খাট নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। বেঞ্চি নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে মতো এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র পিকদানি বের করে এনে একস্থানে রাখবে। হেলান দেওয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড বের করে এনে একপাশে রাখবে। মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর সতর্কতার সঙ্গে বের করে একপাশে রাখবে। যদি রুমে মাকড়সার জাল থাকে, প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে শুরু করে পরে নিচের দিকে (অর্থাৎ দেয়াল অথবা বেড়াদি) ঝেড়ে ফেলবে। জানলার ফ্রেমের কোনাগুলো মুছে ফেলবে। যদি লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলিপ্ত দেয়াল ময়লা হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছবে। যদি কালোরঙের পাকা মেঝে হয়, তাহলে

ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছে ফেলবে। যদি মেঝে মাটির হয়, তাহলে 'ধুলো উড়ে রুম ময়লা না করুক' ভেবে প্রথমে সামান্য জল ছিটিয়ে ঝাড়ু দিবে। ময়লাগুলো বেছে নিয়ে একপাশে ফেলবে।

মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে বিছিয়ে রাখবে। খাটের পায়ার নিচে দেয়ার ধারকগুলো রোদে শুকিয়ে, মুছে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। খাট রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। বেঞ্চি রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। তোষক, বালিশ রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। বসার কাপড় ও বিছানার চাদর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র (পিকদানি) রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে যথাযথ জায়গায় রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। নিজের পাত্র-চীবর গুছিয়ে রাখবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাটের বা বেঞ্চির নিচে হাতড়ায়ে পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখতে পারবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছে নিয়ে এবং চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে বা রশিতে চীবর রেখে দিবে।

যদি পূর্বদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পূর্বদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি পশ্চিমদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পশ্চিমদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি উত্তরদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে উত্তরদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি দক্ষিণদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে দক্ষিণদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি শীতকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা খোলা রাখবে আর রাতে বন্ধ রাখবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা বন্ধ রাখবে আর রাতে খোলা রাখবে।

যদি বিহারপ্রাঙ্গণ ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি রুম ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি বৈঠকখানা ময়লা

হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি অগ্নিশালা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি পায়খানাঘর ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি খাওয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি হাত-মুখাদি ধোয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি স্নানের জলকুম্ভে পানি না থাকে, তাহলে স্নানের জলকুম্ভে পানি ঢেলে রাখবে।

যদি সহবিহারীর ব্রহ্মচর্য পালনে অনীহা উৎপন্ন হয়, তাহলে উপাধ্যায় সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি সহবিহারীর (বিনয় মোতাবেক স্বীয় আচরণ নিয়ে) অনুতাপ উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি সহবিহারীর মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি সহবিহারী পরিবাস দণ্ড প্রাপ্তির মতো অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ সহবিহারীকে পরিবাস প্রদান করবে। যদি সহবিহারী মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ সহবিহারীকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যদি সহবিহারী মানত্তযোগ্য হয়, তাহলে উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ সহবিহারীকে মানত্ত প্রদান করবে। যদি সহবিহারী আহ্বানযোগ্য হয়, তাহলে উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ সহবিহারীকে আহ্বান করবে। যদি সংঘ সহবিহারীকে তর্জনীয় (তিরস্কার), নির্যশ (পদাবনতি), প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন), প্রতিস্মরণীয় (মিটমাট) ও উৎক্ষেপণীয় (সাময়িক অব্যাহতি) দণ্ডকর্ম প্রদান করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে উপাধায়ের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ সহবিহারীকে সেসব দণ্ডকর্ম প্রদান করবে না? অথবা কোনো লঘু দণ্ডে পরিণত করে কিনা? আর যদি সংঘ তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় দণ্ডকর্মই প্রদান করে থাকে, তাহলে উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সহবিহারী এগুলো সম্যকভাবে প্রতিপালন করবে; মান ত্যাগ করবে; দোষমুক্ত থাকবে এবং সংঘ সেই দণ্ডকর্ম প্রত্যাহার করে নিবে।

যদি সহবিহারীর চীবর ধোয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে উপাধ্যায় ধুইয়ে দিবে। কীভাবে সহবিহারীর চীবর ধুইয়ে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি সহবিহারীর জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে উপাধ্যায় বানিয়ে দিবে। কীভাবে সহবিহারীর জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়া

যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি সহবিহারীর চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে উপাধ্যায় রং পাক করবে। কীভাবে সহবিহারীর চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি সহবিহারীর চীবর রং করার প্রয়োজন হয়, তাহলে উপাধ্যায় রং করে দিবে। কীভাবে সহবিহারীর চীবর রং করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। চীবর রং করার সময় ভালোভাবে উল্টেপাল্টে রং করবে। রং করার কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না। যদি সহবিহারী অসুস্থই থেকে যায়, তাহলে আজীবন তার সেবা করবে। তার সুস্থ হয়ে না উঠা পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না। ভিক্ষুগণ, এগুলো উপাধ্যায়ের জন্য সহবিহারীর ব্রত। উপাধ্যায়ের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

১৩. আচার্য-ব্রত কথা

৩৭৯. সেই সময় অন্তেবাসী ভিক্ষুগণ আচার্যের প্রতি ভালোভাবে অনুগত থাকত না। যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন অন্তেবাসী ভিক্ষুগণ আচার্যের প্রতি ভালোভাবে অনুগত থাকছে না? তখন তারা এই বিষয়টি ভগবানকে অবগত করলেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি অন্তেবাসী ভিক্ষুগণ আচার্যের প্রতি ভালোভাবে অনুগত থাকছে না? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৩৮০. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে অন্তেবাসী ভিক্ষুগণের জন্য আচার্য ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো অন্তেবাসী ভিক্ষুগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসীকে আচার্যের কাছে ভালোভাবে অনুগত থাকতে হবে। ভালোভাবে অনুগত থাকার বিধি : ভোরে শয্যাসন ত্যাগ করবে। জুতা খুলে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে আচার্যকে দন্তকাষ্ঠ তথা দাঁত মাজার সামগ্রী ও মুখ ধোয়ার পানি প্রদান করবে। আচার্যের আসন প্রস্তুত করে দেবে। যদি যাগু প্রস্তুত থাকে, তাহলে পাত্র ধুইয়ে দিয়ে তাতে যাগু সাজিয়ে নিয়ে আচার্যকে প্রদান করবে। (তাঁর) যাগু পান শেষ হলে, হাত ধোয়ার পানি প্রদান করবে। এরপর পাত্র গ্রহণ করে নিচে নামিয়ে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সবধানে ধুয়ে নিবে। আচার্য আসন হতে উঠে গেলে আসনটি সামলিয়ে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি আচার্য গ্রামে গমনেচ্ছু হন, তাহলে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে। কায়বন্ধন প্রদান করবে। সঙ্ঘাটি দুই ভাঁজ করে দিয়ে প্রদান করবে। ভালোভাবে ধুইয়ে দিয়ে সজল পাত্র প্রদান করবে। যদি আচার্য সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন, তাহলে ত্রিবিধ মণ্ডল ঢাকা যায় মতো করে অন্তর্বাস পরিধান করে গোলাকারে চীবর পরিধান করে কটিবন্ধন বাঁধবে। সঙ্ঘাটি সমানভাবে ভাঁজ করে নিয়ে পারুপন করে গ্রন্থি বন্ধন করবে। এরপর পাত্র ধুয়ে সঙ্গে নিয়ে উপাধ্যায়ের পেছন পেছন গমন করবে। অতি কাছে করে কিংবা বেশি দূরে করে গমন করবে না। উপাধ্যায়ের পাত্র যদি ভারী হয়ে যায় কিংবা গরম ভাত, তরকারির কারণে গরম হয়ে যায়, তাহলে উপাধ্যায়ের পাত্রটি চেয়ে নিবে আর এর বদলে নিজের হাল্কা, ঠাণ্ডা পাত্রটি তাঁকে দিবে। আচার্যের কথার মধ্যে কথা বলবে না। আচার্য আপত্তিজনক কথার কাছাকাছি গেলে, তাঁকে থামাতে চেষ্টা করবে।

ফেরার সময় আচার্যের আগে বিহারে এসে আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি প্রস্তুত করে রাখবে। আগু বাড়িয়ে আচার্যের পাত্র-চীবর গ্রহণ করবে। অন্তর্বাস পরিবর্তনের জন্য অন্য অন্তর্বাস প্রদান করবে। পরিবর্তন করা অন্তর্বাস গ্রহণ করবে। যদি চীবর ঘামে ভিজে যায়, তাহলে কিছুক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে ফেলে রাখবে না। চীবর ভাঁজ করে রাখবে। 'যাতে চীবরের মাঝখানে ভাঁজ না পড়ে' এটা মাথায় রেখে ভাঁজ করার সময় প্রান্তগুলো চার আঙুল দূরে রেখে ভাঁজ করবে। কটিবন্ধনী ভাঁজ করে রাখবে।

যদি ভোজন প্রস্তুত হয়, আচার্যও ভোজন গ্রহণেচ্ছু হন, তাহলে পানি দিয়ে ভোজন প্রদান করবে। খাওয়ার পানি প্রয়োজন হবে কিনা জিজ্ঞেস করবে। ভোজন করা শেষ হলে পানি দিয়ে পাত্র গ্রহণ করবে। পাত্র নিচু করে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সাবধানে ধুয়ে নিবে। অমনি মুছে নিয়ে অল্পক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে দিবে না। পাত্র-চীবর যথাস্থানে সামলিয়ে রেখে দিবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাট বা বেঞ্চির নিচে হাতড়াবে আর পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছার আর চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে অথবা রশিতে রাখবে। আচার্য আসন হতে উঠে গেলে আসন তুলে রাখবে। পা ধোয়ার পানি, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি তুলে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ

পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি আচার্য স্নান করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে স্নানের সব ব্যবস্থাদি করে দিবে। যদি ঠাণ্ডা পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে ঠাণ্ডা পানি এনে দিবে। যদি গরম পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে পানি গরম করে দিবে।

যদি স্নানঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে গোসলের চূর্ণ পিষে নিবে। কাদামাটি ভিজিয়ে নিবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে আচার্যের পেছন পেছন গিয়ে স্নানঘরে পেতে দিয়ে দিবে। (আচার্যের) চীবর প্রতিগ্রহণ করে একপাশে রেখে দিবে। এরপর আচার্যকে গোসলের চূর্ণ দিবে; কাদামাটি দিবে। যদি ইচ্ছা হয়, নিজেও স্নানঘরে প্রবেশ করবে। প্রবেশের সময় মুখে কাদামাটি লেপে নিয়ে নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে প্রবেশ করবে। তবে স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসবে না। নবীন ভিক্ষুদেরও স্থানচ্যুত করবে না। আচার্যের দেহ রগড়ায়ে দেবে। স্নানঘর হতে বের হবার সময় স্নানের পিঁড়ি হাতে নিবে, নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে বের হবে।

পানিতে গোসল করার সময়ও আচার্যের দেহ রগড়ায়ে দিবে। স্নানকার্য শেষ করে প্রথমে শিষ্য উঠে এসে নিজের গা মুছে পরিধেয় বস্ত্র তথা অন্তর্বাস পরিবর্তন করবে। এরপর আচার্যের শরীরের জল মুছে দিবে। (তাঁকে) পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে, সঙ্ঘাটি প্রদান করবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে প্রথমে বিহারে এসে আচার্যের বসার আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধোয়া পা রাখা পিঁড়ি পেতে রাখবে। আচার্যকে খাওয়ার পানি লাগবে কি না জিজ্ঞেস করবে। যদি ধর্মীয় বিষয়ে কোনো শিক্ষা অথবা মুখস্ত করতে ইচ্ছা থাকে, শিক্ষা করবে। যদি প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার থাকে, তাহলে (আচার্যকে) প্রশ্ন করে জেনে নেবে।

যদি আচার্যের বাসস্থান ময়লা হয়, তাহলে সম্ভব হলে পরিষ্কার করে দেবে। পরিষ্কার করার সময় প্রথমে পাত্র-চীবর বের করে নিয়ে একপাশে রাখবে। বসার আসনাদি বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। তোষক-বালিশ বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। খাট নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। বেঞ্চি নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে মতো এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র পিকদানি বের করে এনে একস্থানে রাখবে। হেলান দেওয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড

বের করে এনে একপাশে রাখবে। মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর সতর্কতার সঙ্গে বের করে একপাশে রাখবে। যদি রুমে মাকড়সার জাল থাকে, প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে শুরু করে পরে নিচের দিকে (অর্থাৎ দেয়াল অথবা বেড়াদি) ঝেড়ে ফেলবে। জানলার ফ্রেমের কোনাগুলো মুছে ফেলবে। যদি লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলিপ্ত দেয়াল ময়লা হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছবে। যদি কালোরঙের পাকা মেঝে হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছে ফেলবে। যদি মেঝে মাটির হয়, তাহলে 'ধুলো উড়ে রুম ময়লা না করুক' ভেবে প্রথমে সামান্য জল ছিটিয়ে ঝাড়ু দিবে। ময়লাগুলো বেছে নিয়ে একপাশে ফেলবে।

মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে বিছিয়ে রাখবে। খাটের পায়ার নিচে দেয়ার ধারকগুলো রোদে শুকিয়ে, মুছে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। খাট রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। বেঞ্চি রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। তোষক, বালিশ রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। বসার কাপড় ও বিছানার চাদর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র (পিকদানি) রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে যথাযথ জায়গায় রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। নিজের পাত্র-চীবর গুছিয়ে রাখবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাটের বা বেঞ্চির নিচে হাতড়ায়ে পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখতে পারবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছে নিয়ে এবং চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে বা রশিতে চীবর রেখে দিবে।

যদি পূর্বদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পূর্বদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি পশ্চিমদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পশ্চিমদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি উত্তরদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে উত্তরদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি দক্ষিণদিক হতে ধুলো-

বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে দক্ষিণদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি শীতকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা খোলা রাখবে আর রাতে বন্ধ রাখবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা বন্ধ রাখবে আর রাতে খোলা রাখবে।

যদি বিহারপ্রাঙ্গণ ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি রুম ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি বৈঠকখানা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি অগ্নিশালা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি পায়খানাঘর ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি খাওয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি হাত-মুখাদি ধোয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি স্নানের জলকুম্ভে পানি না থাকে, তাহলে স্নানের জলকুম্ভে পানি ঢেলে রাখবে।

যদি আচার্যের ব্রহ্মচর্য পালনে অনীহা উৎপন্ন হয়, তাহলে অন্তেবাসী সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি আচার্যের (বিনয় মোতাবেক স্বীয় আচরণ নিয়ে) অনুতাপ উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি আচার্যের মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি আচার্য পরিবাস দণ্ড প্রাপ্তির মতো অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে অন্তেবাসীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ আচার্যকে পরিবাস প্রদান করবে। যদি আচার্য মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে অন্তেবাসীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ আচার্যকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যদি আচার্য মানত্তযোগ্য হয়, তাহলে অন্তেবাসীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ আচার্যকে মানত্ত প্রদান করবে। যদি আচার্য আহ্বানযোগ্য হয়, তাহলে অন্তেবাসীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ আচার্যকে আহ্বান করবে। যদি সংঘ আচার্যকে তর্জনীয় (তিরস্কার), নির্যশ (পদাবনতি), প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন), প্রতিস্মরণীয় (মিটমাট) ও উৎক্ষেপণীয় (সাময়িক অব্যাহতি) দণ্ডকর্ম প্রদান করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে অন্তেবাসীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ আচার্যকে সেসব দণ্ডকর্ম প্রদান করবে না? অথবা কোনো লঘু দণ্ডে পরিণত করে কিনা? আর যদি সংঘ তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় দণ্ডকর্মই প্রদান করে থাকে, তাহলে অন্তেবাসীর প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে আচার্য এগুলো সম্যকভাবে প্রতিপালন করবে; মান ত্যাগ

করবে; দোষমুক্ত থাকবে এবং সংঘ সেই দণ্ডকর্ম প্রত্যাহার করে নিবে।

যদি আচার্যের চীবর ধোয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্তেবাসী ধুইয়ে দিবে। কীভাবে আচার্যের চীবর ধুইয়ে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি আচার্যের জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্তেবাসী বানিয়ে দিবে। কীভাবে আচার্যের জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি আচার্যের চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্তেবাসী রং পাক করবে। কীভাবে আচার্যের চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি আচার্যের চীবর রং করার প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্তেবাসী রং করে দিবে। কীভাবে আচার্যের চীবর রং করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। চীবর রং করার সময় ভালোভাবে উল্টেপাল্টে রং করবে। রং করার কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না।

আচার্যকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে পাত্র দিবে না। কারোর কাছ হতে পাত্র গ্রহণ করবে না; কাউকে চীবর দিবে না, কারোর কাছ হতে চীবর গ্রহণ করবে না; কাউকে ভিক্ষুর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী দিবে, কারোর কাছ হতে ভিক্ষুর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করবে না; কারোর চুল কেটে দিবে না, কাউকে দিয়ে নিজের চুল কেটে নিবে না; কারোর দেহ রগড়ায়ে দিবে না, কাউকে দিয়ে নিজের দেহ রগড়ায়ে নিবে না। কাউকে সেবা করবে না, কাউকে দিয়ে নিজের সেবা করাবে না; কারোর সেবক হিসেবে পশ্চাদানুবর্তী হবে না, কাউকে নিজের সেবক হিসেবে পশ্চাদানুবর্তী করাবে না; কারোর জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনবে না, কাউকে দিয়ে নিজের জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনাবে না। আচার্যকে জিজ্ঞেস না করে কোনো গ্রামে প্রবেশ করবে না, (অশুচি ভাবনার সহায়ক নিমিত্ত দর্শনের জন্য) শ্মশানে যাবে না, ঘুরে বেড়ানোর জন্য কোনো দিকে যাবে না। যদি আচার্য অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে (প্রয়োজনে) আজীবন সেবা করবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না উঠা পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না। ভিক্ষুগণ, এগুলো অন্তেবাসী ভিক্ষুগণের জন্য আচার্যের ব্রত। অন্তেবাসী ভিক্ষুগণের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

১৪. অন্তেবাসী-ব্রত কথা

৩৮১. সেই সময় আচার্যগণ অন্তেবাসীদের ভালোভাবে অনুগ্রহ করতেন না। যেসব ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন আচার্যগণ অন্তেবাসীদের ভালোভাবে অনুগ্রহ

করছেন না? তখন তারা এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি আচার্যগণ অন্তেবাসীদের ভালোভাবে অনুগ্রত করছে না? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৩৮২. হে ভিক্ষুগণ, তাহলে আচার্যগণের জন্য অন্তেবাসী-ব্রত প্রজ্ঞাপ্ত করব। যেগুলো আচার্যগণের অবশ্যই প্রতিপালনীয়। ভিক্ষুগণ, আচার্যগণকে অবশ্যই অন্তেবাসীদের ভালোভাবে অনুগ্রহ করতে হবে। ভালোভাবে অনুগ্রহ করার বিধি : ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, উপদেশ ও অনুশাসন করার মাধ্যমে অন্তেবাসীকে উপকার, সহায়তা করবে অন্তেবাসীকে উপকার, সহায়তা করবে। যদি আচার্যের কাছে পাত্র থাকে, কিন্তু অন্তেবাসীর পাত্র থাকে না; তাহলে আচার্য অন্তেবাসীর জন্য পাত্র ব্যবস্থা করে দিবে। কীভাবে অন্তেবাসীর জন্য পাত্র ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি আচার্যের কাছে চীবর থাকে, কিন্তু অন্তেবাসীর চীবর থাকে না; তাহলে আচার্য অন্তেবাসীর জন্য চীবর ব্যবস্থা করে দিবে। কীভাবে অন্তেবাসীর জন্য চীবর ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি আচার্যের কাছে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থাকে, কিন্তু অন্তেবাসীর থাকে না; তাহলে আচার্য অন্তেবাসীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ব্যবস্থা করে দিবে। কীভাবে অন্তেবাসীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে।

যদি অন্তেবাসী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে উপাধ্যায় ভোরে শয্যাসন ত্যাগ করে উঠে অন্তেবাসীকে দণ্ডকাষ্ঠ তথা মাজার সামগ্রী দিবে। মুখ ধোয়ার পানি দিবে। আসন প্রস্তুত করে দিবে। যদি যাগু প্রস্তুত থাকে, তাহলে পাত্র ধুইয়ে তাতে যাগু সাজিয়ে দিবে। যাগু পান করা শেষ হলে হাত ধোয়ার পানি প্রদান করবে। এরপর পাত্র গ্রহণ করে, নিচে নামিয়ে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সাবধানে ধুয়ে নিবে। অন্তেবাসী আসন হতে উঠে গেলে আসনটি সামলিয়ে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি অন্তেবাসী গ্রামে গমনেচ্ছু হন, তাহলে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে। কায়বন্ধন প্রদান করবে। সঙ্ঘাটি দুই ভাঁজ করে দিয়ে প্রদান করবে। ভালোভাবে ধুইয়ে দিয়ে সজল পাত্র প্রদান করবে। যদি সহবিহারী সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন, তাহলে ত্রিবিধ মণ্ডল ঢাকা যায় মতো করে অন্তর্বাস

পরিধান করে গোলাকারে চীবর পরিধান করে কটিবন্ধন বাঁধবে। সজ্ঘাটি সমানভাবে ভাঁজ করে নিয়ে পারুপন করে গ্রন্থি বন্ধন করবে। এরপর পাত্র ধুয়ে সঙ্গে নিয়ে অন্তেবাসীর পেছন পেছন গমন করবে। অতি কাছে করে কিংবা বেশি দূরে করে গমন করবে না। অন্তেবাসীর পাত্র যদি ভারী হয়ে যায় কিংবা গরম ভাত, তরকারির কারণে গরম হয়ে যায়, তাহলে অন্তেবাসীর পাত্রটি চেয়ে নিবে আর এর বদলে নিজের হাল্কা, ঠাণ্ডা পাত্রটি তাঁকে দিবে। অন্তেবাসীর কথার মধ্যে কথা বলবে না। অন্তেবাসী আপত্তিজনক কথার কাছাকাছি গেলে, তাঁকে থামাতে চেষ্টা করবে।

ফেরার সময় অন্তেবাসীর আগে বিহারে এসে আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি প্রস্তুত করে রাখবে। আগু বাড়িয়ে অন্তেবাসীর পাত্র-চীবর গ্রহণ করবে। অন্তর্বাস পরিবর্তনের জন্য অন্য অন্তর্বাস প্রদান করবে। পরিবর্তন করা অন্তর্বাস গ্রহণ করবে। যদি চীবর ঘামে ভিজে যায়, তাহলে কিছুক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে ফেলে রাখবে না। চীবর ভাঁজ করে রাখবে। 'যাতে চীবরের মাঝখানে ভাঁজ না পড়ে' এটা মাথায় রেখে ভাঁজ করার সময় প্রান্তগুলো চার আঙুল দূরে রেখে ভাঁজ করবে। কটিবন্ধনী ভাঁজ করে রাখবে।

যদি ভোজন প্রস্তুত হয়, অন্তেবাসীও ভোজন গ্রহণেচ্ছু হন, তাহলে পানি দিয়ে ভোজন প্রদান করবে। খাওয়ার পানি প্রয়োজন হবে কিনা জিজ্ঞেস করবে। ভোজন করা শেষ হলে পানি দিয়ে পাত্র গ্রহণ করবে। পাত্র নিচু করে ভূমিতে ঘষা না লাগে মতো সাবধানে ধুয়ে নিবে। অমনি মুছে নিয়ে অল্পক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিবে। তবে বেশিক্ষণ রোদে দিবে না। পাত্র-চীবর যথাস্থানে সামলিয়ে রেখে দিবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাট বা বেঞ্চির নিচে হাতড়াবে আর পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছার আর চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে অথবা রশিতে রাখবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠে গেলে আসন তুলে রাখবে। পা ধোয়ার পানি, পিঁড়ি ও ধৌত পা রাখার পিঁড়ি তুলে রাখবে। যদি সেই স্থান খাদ্যাংশ পড়ে ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে।

যদি অন্তেবাসী স্নান করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে স্নানের সব ব্যবস্থাদি করে দিবে। যদি ঠাণ্ডা পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে ঠাণ্ডা পানি এনে দিবে। যদি গরম পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে পানি গরম করে দিবে।

যদি স্নানঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে গোসলের চূর্ণ পিষে নিবে। কাদামাটি ভিজিয়ে নিবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে অন্তেবাসীর পেছন পেছন গিয়ে স্নানঘরে পেতে দিয়ে দিবে। (অন্তেবাসীর) চীবর প্রতিগ্রহণ করে একপাশে রেখে দিবে। এরপর অন্তেবাসীকে গোসলের চূর্ণ দিবে; কাদামাটি দিবে। যদি ইচ্ছা হয়, নিজেও স্নানঘরে প্রবেশ করবে। প্রবেশের সময় মুখে কাদামাটি লেপে নিয়ে নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে প্রবেশ করবে। তবে স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁষে বসবে না। নবীন ভিক্ষুদেরও স্থানচ্যুত করবে না। অন্তেবাসীর দেহ রগড়ায়ে দেবে। স্নানঘর হতে বের হবার সময় স্নানের পিঁড়ি হাতে নিবে, নিজের সামনে ও পেছনে ভালোভাবে আচ্ছাদন করে বের হবে।

পানিতে গোসল করার সময়ও অন্তেবাসীর দেহ রগড়ায়ে দিবে। স্নানকার্য শেষ করে প্রথমে শিষ্য উঠে এসে নিজের গা মুছে পরিধেয় বস্ত্র তথা অন্তর্বাস পরিবর্তন করবে। এরপর উপাধ্যায়ের শরীরের জল মুছে দিবে। (তাঁকে) পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে, সঙ্ঘাটি প্রদান করবে। স্নানের পিঁড়ি হাতে নিয়ে প্রথমে বিহারে এসে অন্তেবাসীর বসার আসন প্রস্তুত করবে। পা ধোয়ার জল, পিঁড়ি ও ধোয়া পা রাখা পিঁড়ি পেতে রাখবে। অন্তেবাসীকে খাওয়ার পানি লাগবে কি না জিজ্ঞেস করবে।

যদি অন্তেবাসীর বাসস্থান ময়লা হয়, তাহলে সম্ভব হলে পরিষ্কার করে দেবে। পরিষ্কার করার সময় প্রথমে পাত্র-চীবর বের করে নিয়ে একপাশে রাখবে। বসার আসনাদি বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। তোষক-বালিশ বের করে নিয়ে একস্থানে রেখে দিবে। খাট নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। বেঞ্চি নিচু করে, মেঝেতে আঁচড় না কাটে মতো এবং দরজায়, দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে মতো সতর্কতার সঙ্গে বের করে এনে একস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র পিকদানি বের করে এনে একস্থানে রাখবে। হেলান দেওয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড বের করে এনে একপাশে রাখবে। মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর সতর্কতার সঙ্গে বের করে একপাশে রাখবে। যদি রুমে মাকড়সার জাল থাকে, প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে শুরু করে পরে নিচের দিকে (অর্থাৎ দেয়াল অথবা বেড়াদি) ঝেড়ে ফেলবে। জানলার ফ্রেমের কোনাগুলো মুছে ফেলবে। যদি লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলিপ্ত দেয়াল ময়লা হয়, তাহলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছবে। যদি কালোরঙের পাকা মেঝে হয়, তাহলে

ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল নিংড়ে নিয়ে মুছে ফেলবে। যদি মেঝে মাটির হয়, তাহলে 'ধুলো উড়ে রুম ময়লা না করুক' ভেবে প্রথমে সামান্য জল ছিটিয়ে ঝাড়ু দিবে। ময়লাগুলো বেছে নিয়ে একপাশে ফেলবে।

মেঝেতে বিছানো কার্পেট অথবা মাদুর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে বিছিয়ে রাখবে। খাটের পায়ার নিচে দেয়ার ধারকগুলো রোদে শুকিয়ে, মুছে নিয়ে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। খাট রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। বেঞ্চি রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে নিচে নামিয়ে যাতে মেঝেতে দাগ না কাটে, দরজা ও দরজার খুঁটিতে ধাক্কা না লাগে সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে এনে আগের স্থানে স্থাপন করবে। তোষক, বালিশ রোদে শুকিয়ে, পরিষ্কার করে ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। বসার কাপড় ও বিছানার চাদর রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে, ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। থুথু ফেলার পাত্র (পিকদানি) রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে যথাযথ জায়গায় রাখবে। হেলান দেয়ার চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড রোদে শুকিয়ে, মুছে ফেলে ভেতরে এনে যথাস্থানে রাখবে। নিজের পাত্র-চীবর গুছিয়ে রাখবে। পাত্র রাখার সময় এক হাতে পাত্র ধারণ করে অন্য হাতে খাটের বা বেঞ্চির নিচে হাতড়ায়ে পাত্র রাখার স্থান পরিষ্কার করে পাত্র রাখবে। পাত্র মাটিতে রাখতে পারবে না। চীবর রাখার সময় এক হাতে চীবর অন্য হাতে চীবর রাখার বাঁশ বা রশি মুছে নিয়ে এবং চীবর মধ্যভাগ হতে প্রান্তভাগ লম্বিত করে, উপরাংশ বাঁকিয়ে (চীবর রাখার) বাঁশে বা রশিতে চীবর রেখে দিবে।

যদি পূর্বদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পূর্বদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি পশ্চিমদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে পশ্চিমদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি উত্তরদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে উত্তরদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি দক্ষিণদিক হতে ধুলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে দক্ষিণদিকের জানলা বন্ধ করবে। যদি শীতকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা খোলা রাখবে আর রাতে বন্ধ রাখবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহলে দিনে জানলা বন্ধ রাখবে আর রাতে খোলা রাখবে।

যদি বিহারপ্রাঙ্গণ ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি রুম ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি বৈঠকখানা ময়লা

হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি অগ্নিশালা ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি পায়খানাঘর ময়লা হয়, তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। যদি খাওয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি হাত-মুখাদি ধোয়ার পানি না থাকে, তাহলে যোগাড় করে রাখবে। যদি স্নানের জলকুম্ভে পানি না থাকে, তাহলে স্নানের জলকুম্ভে পানি ঢেলে রাখবে।

যদি অন্তেবাসীর ব্রহ্মচর্য পালনে অনীহা উৎপন্ন হয়, তাহলে আচার্য সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি অন্তেবাসীর (বিনয় মোতাবেক স্বীয় আচরণ নিয়ে) অনুতাপ উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি অন্তেবাসীর মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা প্রশমন করে দিবে। অন্য কারোর দ্বারা প্রশমন করাবে। তাকে ধর্মদেশনা প্রদান করবে। যদি অন্তেবাসী পরিবাস দণ্ড প্রাপ্তির মতো অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে আচার্যের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ অন্তেবাসীকে পরিবাস প্রদান করবে। যদি অন্তেবাসী মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য অপরাধপ্রাপ্ত হয়, তাহলে আচার্যের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ অন্তেবাসীকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। যদি অন্তেবাসী মানত্তযোগ্য হয়, তাহলে আচার্যের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ অন্তেবাসীকে মানত্ত প্রদান করবে। যদি অন্তেবাসী আহ্বানযোগ্য হয়, তাহলে আচার্যের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ অন্তেবাসীকে আহ্বান করবে। যদি সংঘ অন্তেবাসীকে তর্জনীয় (তিরস্কার), নির্যশ (পদাবনতি), প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন), প্রতিস্মরণীয় (মিটমাট) ও উৎক্ষেপণীয় (সাময়িক অব্যাহতি) দণ্ডকর্ম প্রদান করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে আচার্যের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে সংঘ অন্তেবাসীকে সেসব দণ্ডকর্ম প্রদান করবে না? অথবা কোনো লঘু দণ্ডে পরিণত করে কি না? আর যদি সংঘ তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় ও উৎক্ষেপণীয় দণ্ডকর্মই প্রদান করে থাকে, তাহলে আচার্যের প্রচেষ্টা হবে—কীভাবে অন্তেবাসী এগুলো সম্যকভাবে প্রতিপালন করবে; মান ত্যাগ করবে; দোষমুক্ত থাকবে এবং সংঘ সেই দণ্ডকর্ম প্রত্যাহার করে নিবে।

যদি অন্তেবাসীর চীবর ধোয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে আচার্য ধুইয়ে দিবে। কীভাবে অন্তেবাসীর চীবর ধুইয়ে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি অন্তেবাসীর জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে আচার্য বানিয়ে দিবে। কীভাবে অন্তেবাসীর জন্য চীবর বানিয়ে দেওয়া যায়,

এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি অন্তেবাসীর চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আচার্য রং পাক করবে। কীভাবে অন্তেবাসীর চীবরের জন্য রং সিদ্ধ করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। যদি অন্তেবাসীর চীবর রং করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আচার্য রং করে দিবে। কীভাবে অন্তেবাসীর চীবর রং করে দেওয়া যায়, এ বিষয়ে উৎসুক থাকবে। চীবর রং করার সময় ভালোভাবে উল্টেপাল্টে রং করবে। রং করার কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না। যদি সহবিহারী অসুস্থই থেকে যায়, তাহলে আজীবন তার সেবা করবে। তার সুস্থ হয়ে না উঠা পর্যন্ত অন্য কোথাও যাবে না। ভিক্ষুগণ, এগুলো আচার্যের জন্য অন্তেবাসীর ব্রত। আচার্যের এগুলো অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

ব্রত অধ্যায় সমাপ্ত।

৯. প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণ অধ্যায়

১. প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি প্রার্থনা

৩৮৩. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে মিগারমাতা বিশাখা কর্তৃক নির্মিত পূর্বারাম বিহার প্রাসাদে অবস্থান করছেন। তখন ভগবান উপোসথের দিনে ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট হন। আয়ুষ্মান আনন্দ রাতের প্রথম যাম অতিক্রম হয়ে গেলে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভগবানের দিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ভগবানকে বললেন, ভন্তে, রাত অনেক অতিবাহিত হয়েছে; প্রথম যাম শেষ হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ অনেকক্ষণ ধরে বসে রয়েছেন। কাজেই ভন্তে, ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। আনন্দ এরূপ বললেও ভগবান নীরব থাকলেন। আরও রাত অতিবাহিত হলো। রাতের মধ্যম যাম অতিক্রম হলে আয়ুষ্মান আনন্দ দ্বিতীয়বার উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভগবানের দিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ভগবানকে বললেন, ভন্তে, রাত অনেক অতিবাহিত হয়েছে; মধ্যম যাম শেষ হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ অনেকক্ষণ ধরে বসে রয়েছেন। কাজেই ভন্তে, ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। দ্বিতীয় বারেও ভগবান নীরব থাকলেন। যখন রাত অনেক অতিবাহিত হয়ে গেল; রাতের শেষ যাম অতিক্রম হয়ে ঊষাকালে প্রকাশমান সূর্যের রক্তিমাভা উঁকি দিচ্ছিল, তখন আয়ুষ্মান আনন্দ তৃতীয়বার উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভগবানের দিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ভগবানকে বললেন। ভন্তে, রাত শেষ হয়েছে, রাতের শেষ যাম অতিবাহিত হয়ে গেল। ঊষাকালের সূর্যের রক্তিমাভা উঁকি দিচ্ছে। ভিক্ষুসংঘ সেই কবে থেকেই বসে রয়েছেন। কাজেই ভন্তে, ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। এবার ভগবান বললেন, হে আনন্দ, এই পরিষদ অপরিশুদ্ধ।

তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়নের মনে এ প্রশ্ন উদয় হলো—কোন ভিক্ষু সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বললেন যে, 'হে আনন্দ, এই পরিষদ অপরিশুদ্ধ'। অমনি আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়ন স্বীয় চিত্তে সেই ভিক্ষুগণের সবার চিত্ত পর্যবেক্ষণ করলেন। মহামৌদ্গাল্ল্যায়ন ভিক্ষুসংঘের মধ্যে সেই দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ, অপবিত্র, সন্দিগ্ধ আচারযুক্ত, গোপনে পাপ সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মাচারীত্বের দাবিদার, ভেতরে ভেতরে পচা, কামুক, হীন পুদ্গালকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেখেই তার কাছে গেলেন। অমনি বললেন, বন্ধু, তুমি উঠ।

তোমাকে ভগবান দেখে ফেলেছেন। ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে তোমার আর সংবাস (একসঙ্গে অবস্থান) হবে না। মহামৌদ্গাল্ল্যায়ন কর্তৃক এরূপ বলা হলেও সেই ভিক্ষু নীরব হয়ে থাকল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়ন তাকে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বললেন, বন্ধু, তুমি উঠ। তোমাকে ভগবান দেখে ফেলেছেন। ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে তোমার আর একসঙ্গে অবস্থান হবে না। তৃতীয়বার বলার পরও সেই ভিক্ষু নীরব হয়ে থাকল। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্ল্যায়ন সেই ভিক্ষুকে বাহুতে ধরে দরজার বাইরে বের করে দিয়ে দরজার খিল লাগিয়ে দিলেন। ভগবানের কাছে এসে বললেন, ভন্তে, আমি সেই ভিক্ষুকে বের করে দিয়েছি। এখন পরিষদ শুদ্ধ। কাজেই ভন্তে ভগবান, আপনি ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। ভগবান বললেন, হে মৌদ্গাল্ল্যায়ন, আশ্চর্য! অদ্ভুত! সেই মোঘপুরুষ বাহুতে ধরে বের করে না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল! তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

২. মহাসমুদ্রের আট প্রকার আশ্চর্য গুণ

৩৮৪. হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের আট প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বা বিষয় রয়েছে। যেগুলো দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। সেই আট প্রকার বিষয় কী কী?

ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র ক্রমান্বয়ে ঢালু, ক্রমান্বয়ে গভীর, ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়া; হঠাৎ করে ঢালু বা গভীর নয়। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে ক্রমান্বয়ে ঢালু, ক্রমান্বয়ে গভীর, ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে ঝুকে পড়া; হঠাৎ করে গভীর নয়; এটা মহাসমুদ্রের প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র স্থিরধর্মী, উপকূল অতিক্রম করে না। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে স্থিরধর্মী, উপকূল অতিক্রম করে না; এটা মহাসমুদ্রের দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র মরা, পচার সঙ্গে বাস করে না। যেকোনো মরা, পচা দেহ মহাসমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক না কেন, তা শীঘ্রই তীরে অথবা স্থলভাগে তুলে দেয়। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে মরা, পচার সঙ্গে বাস করে না। যেকোনো মরা, পচা দেহ মহাসমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক না কেন, তা শীঘ্রই তীরে অথবা স্থলভাগে তুলে দেয়। এটা মহাসমুদ্রের তৃতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, যেসব মহানদী; যেমন—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও

মহী রয়েছে, সে সবই মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে আগের নাম, শ্রেণি হারিয়ে ফেলে, কেবল মহাসমুদ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এ মহানদীগুলো যে, পূর্বের নাম, শ্রেণি হারিয়ে ফেলে কেবল মহাসমুদ্র হিসেবে বিবেচিত; এটা মহাসমুদ্রের চতুর্থ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, যদিও সব ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হয়, আকাশ হতে বৃষ্টির ধারা বর্ষিত হয় (তথা বর্ষিত হয়ে অবশেষে মহাসমুদ্রেই মিশে যায়), তবুও এ কারণে মহাসমুদ্রের ঊনতা বা পূর্ণতা দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, যদিও সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হয়, আকাশ হতে বৃষ্টির ধারা বর্ষিত হয়, তবুও এ কারণে মহাসমুদ্রের যে ঊনতা বা পূর্ণতা দেখা যায় না; এটা মহাসমুদ্রের পঞ্চম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের একটিমাত্র রস, সেটি হলো লবণ রস। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের যে একটিমাত্র রস, সেটি হলো লবণ রস; এটা মহাসমুদ্রের ষষ্ঠ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র অতি মূল্যবান সম্পদের সঞ্চয়াগার। সেখানে এসব সম্পদ বিদ্যমান—মুক্তা, মণি, বৈদূর্য (নীলকান্ত মণি), শঙ্খ, বহুমূল্যবান পাথর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, পদ্মরাগ মণি ও পান্না। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে অতি মূল্যবান সম্পদের সঞ্চয়াগার। সেখানে যে, এসব সম্পদ বিদ্যমান—মুক্তা, মণি, বৈদূর্য (নীলকান্ত মণি), শঙ্খ, বহুমূল্যবান পাথর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, পদ্মরাগ মনি ও পান্না। এটা মহাসমুদ্রের সপ্তম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র বিশালকায় প্রাণীদের বাসস্থল। সেখানে রয়েছে তিমি, তিমিঙ্গল (তিমির অন্য একজাতের মৎস্য), মহা তিমিঙ্গল (তিমি মৎস্যকে গিলে খেতে পারে এমন একজাতীয় প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য), অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে রয়েছে শত যোজন, দুইশত যোজন, তিনশত যোজন, চারশত যোজন ও পাঁচশত যোজনবিশিষ্ট দেহধারী প্রাণী। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে বিশালকায় প্রাণীদের বাসস্থান। সেখানে যে রয়েছে তিমি, তিমিঙ্গল, মহা তিমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে রয়েছে শত যোজন, দুইশত যোজন, তিনশত যোজন, চারশত যোজন ও পাঁচশত যোজনবিশিষ্ট দেহধারী প্রাণী। এটা মহাসমুদ্রের অষ্টম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। যা দেখে

অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

৩. এই ধর্ম-বিনয়ে আট প্রকার আশ্চর্য গুণ

৩৮৫. হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রুপ এই ধর্ম-বিনয়ে আট প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত গুণ বা ধর্ম বিদ্যমান। যেগুলো দেখে ভিক্ষুগণ এ ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়। সেই আট প্রকার ধর্ম কী কী?

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র ক্রমান্বয়ে ঢালু, ক্রমান্বয়ে গভীর, ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে ঝুকে পড়া, হঠাৎ করে গভীর নয়। ঠিক তেমনি এই ধর্ম-বিনয়ে রয়েছে আনুক্রমিক শিক্ষা, আনুক্রমিক আচরণ (অনুশীলন), আনুক্রমিক উন্নতি; হঠাৎ করে পরিজ্ঞান (অর্হত্ত্ব) লাভ হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে যে রয়েছে আনুক্রমিক শিক্ষা, আনুক্রমিক আচরণ, আনুক্রমিক উন্নতি; হঠাৎ করে পরিজ্ঞান লাভ হয় না। এটা এই ধর্ম-বিনয়ের প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র স্থিরধর্মী, উপকূল অতিক্রম করে না। ঠিক তেমনি আমার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ, আমার শিষ্যগণ জীবনের বিনিময়েও লঙ্ঘন করে না। ভিক্ষুগণ, আমার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ যে আমার শিষ্যগণ জীবনের বিনিময়েও লঙ্ঘন করে না; এটা এই ধর্ম-বিনয়ের দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র মরা, পচার সঙ্গে বাস করে না। যেকোনো মরা, পচা দেহ মহাসমুদ্রে দেয়া হোক না কেন, তা শীঘ্রই তীরে অথবা স্থলভাগে তুলে দেয়। ঠিক তদ্রুপ যেই দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ, অপবিত্র, সন্দিগ্ধ আচারযুক্ত, গোপনে পাপ সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারীত্বের দাবিদার, ভেতরে ভেতরে পচা, কামুক, হীন পুদ্গল তার সঙ্গে সংঘ বাস করে না। শীঘ্রই তাকে একত্রে আসা (মিলিত হওয়া) হতে বের করে দেয়। যদিও সে একত্রিত হয়ে সংঘের মধ্যে উপবিষ্ট থাকে, তারপরও সে সংঘ হতে বহুদূরে আর সংঘও তার কাছ থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই যে দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ, অপবিত্র, সন্দিগ্ধ আচারযুক্ত, গোপনে পাপ সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারীত্বের দাবিদার, ভেতরে ভেতরে পচা, কামুক, হীন পুদ্গল তার সঙ্গে সংঘ বাস করে না। শীঘ্রই তাকে একত্রে আসা (মিলিত হওয়া) হতে বের করে দেয়। যদিও সে একত্রিত হয়ে সংঘের মধ্যে উপবিষ্ট থাকে, তারপরও সে সংঘ হতে বহুদূরে আর সংঘও তার কাছ থেকে

বহুদূরে অবস্থান করে। এটা এই ধর্ম-বিনয়ের তৃতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন যেসব মহানদী, যথা : গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী রয়েছে, সেসবই মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে আগের নাম, শ্রেণি হারিয়ে ফেলে কেবল মহাসমুদ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ঠিক তেমনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র—এ চারি বর্ণ তথাগত বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করে আগের নাম, গোত্র পরিত্যাগ করে কেবল শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভিক্ষুগণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র—এ চারি বর্ণ যে তথাগত বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করে আগের নাম, গোত্র পরিত্যাগ করে কেবল শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হিসেবে বিবেচিত হয়; এটা এই ধর্ম-বিনয়ের চতুর্থ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন যদিও সব ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হয়, আকাশ হতে বৃষ্টির ধারা বর্ষিত হয়, তবুও এ কারণে মহাসমুদ্রের ঊনতা বা পূর্ণতা দেখা যায় না। ঠিক তেমনি বহুসংখ্যক ভিক্ষু অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেও নির্বাণ ধাতুর ঊনতা বা পূর্ণতার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। ভিক্ষুগণ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেও যে নির্বাণধাতুর ঊনতা বা পূর্ণতার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না; এটা এই ধর্ম-বিনয়ের পঞ্চম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্রের একটিমাত্র রস, সেটি হলো লবণরস। ঠিক তেমনি এই ধর্ম-বিনয়ে একটিমাত্র রস, সেটি হলো বিমুক্তিরস। ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে একটিমাত্র রস, সেটি হলো বিমুক্তিরস; এটা এই ধর্ম-বিনয়ের ষষ্ঠ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন, মহাসমুদ্র অতি মূল্যবান সম্পদের সঞ্চয়াগার। সেখানে এসব সম্পদ বিদ্যমান—মুক্তা, মণি, বৈদূর্য, শঙ্খ, বহুমূল্যবান পাথর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, পদ্মরাগ মণি ও পান্না। ঠিক তেমনি এই ধর্ম-বিনয়েও রয়েছে অনেক নানা প্রকারের রত্ন। এই রত্নগুলো হলো—চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়েও যে রয়েছে অনেক নানা প্রকারের রত্ন। এই রত্নগুলো হলো—চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি

ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এটা এই ধর্ম-বিনয়ের সপ্তম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র বিশালকায় প্রাণীদের বাসস্থল। সেখানে রয়েছে তিমি, তিমিঙ্গল, মহাতিমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে রয়েছে শত যোজন, দুইশত যোজন, তিনশত যোজন, চারশত যোজন ও পাঁচশত যোজনবিশিষ্ট দেহধারী প্রাণী। ঠিক তেমনি এই ধর্ম-বিনয়েও মহৎ সত্ত্বগণের আবাস। এখানে এই সত্ত্বগণ রয়েছেন—স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল লাভে নিরত; সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফল লাভে নিরত; অনাগামী, অনাগামীফল লাভে নিরত; অর্হৎ, অর্হৎফল লাভে নিরত। ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে যে মহৎ সত্ত্বগণের আবাস। এখানে এই সত্ত্বগণ রয়েছে—স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল লাভে নিরত, সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফল লাভে বিরত, অনাগামী, অনাগামীফল লাভে নিরত, অর্হৎ, অর্হৎফল লাভে নিরত; এটা এই ধর্ম-বিনয়ে অষ্টম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম যা দেখে ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

তখন ভগবান এই ভাবার্থ জ্ঞাত হয়ে এ গভীর ভাবোদ্দীপক গাথা উচ্চারণ করলেন :

ছাদন থাকলে ঢুকে অঝরে বৃষ্টি পতন,
খোলাতে তো নাহি ঢুকে এতটুকু বর্ষণ।
তবে দাও খুলে আচ্ছাদন, করহ উন্মোচন,
হবে না এতে, কিছুতেই তত বর্ষণ।

৪. প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি) শ্রবণযোগ্য

৩৮৬. তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এখন হতে আমি আর উপোসথ করব না প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করব না। এখন হতে তোমরাই উপোসথ করবে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। ভিক্ষুগণ, এটা অসম্ভব এবং এটার কোনো অবকাশ নেই যে, তথাগত অপরিশুদ্ধ পরিষদে উপোসথ করবে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। ভিক্ষুগণ, আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শ্রবণ করতে পারবে না। যে শ্রবণ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, যেই ভিক্ষু আপত্তিগ্রস্ত হয়ে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শ্রবণ করবে, তার প্রাতিমোক্ষ (শ্রবণ) স্থগিত করবে। এরূপে স্থগিত করবে—চতুর্দশী বা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ভিক্ষুকে

সংঘের মধ্যে উপস্থিত করে উপস্থিত সংঘের মধ্যে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু এরূপ বলবেন :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের এই ভিক্ষু আপত্তিগ্রস্ত। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা যাবে না। এরূপ বলার পর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত হয়।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ 'আমাদের কেউ জানেন না' এরূপ মনে করে আপত্তিগ্রস্ত হয়েও (উপোসথের সময় উপস্থিত হয়ে) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শুনতে লাগল। তখন পরচিত্ত প্রত্যভিজ্ঞ স্থবিরগণ অন্যান্য ভিক্ষুদের বললেন, বন্ধু, অমুক অমুক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'আমাদের কেউ জানেন না' এরূপ মনে করে আপত্তিগ্রস্ত হয়ে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শ্রবণ করতেছে। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শুনতে পেল—পরচিত্ত প্রত্যভিজ্ঞ স্থবিরগণ অন্যান্য ভিক্ষুদের তাদের সম্বন্ধে বলতেছেন যে, "অমুক অমুক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'আমাদের কেউ জানেন না' এরূপ মনে করে আপত্তিগ্রস্ত হয়ে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শ্রবণ করতেছে।"

শীলবান ভিক্ষুগণ আমাদের প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ স্থগিত করতেছেন জেনে, তারাই আগে পরিশুদ্ধ, নির্দোষ ভিক্ষুগণের অহেতুক, অকারণে প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি শ্রবণ) স্থগিত করতে লাগল। এতে যেসব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু... তাঁরা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ, নির্দোষ ভিক্ষুগণের অহেতুক, অকারণে প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি শ্রবণ) স্থগিত করতেছে? তাঁরা এ বিষয়টি ভগবানকে জানালেন... ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পরিশুদ্ধ, নির্দোষ ভিক্ষুগণের অহেতুক অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করছে? ভিক্ষুগণ—হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান এটা খুবই নিন্দনীয় অভিহিত করে... ধর্মদেশনা করলেন। এরপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ, নির্দোষ (তথা নিরপরাধী) ভিক্ষুগণের অহেতুক, অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতে পারবে না। যে স্থগিত করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৫. ধর্মসম্মত ও ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণ

৩৮৭. হে ভিক্ষুগণ, প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা একটা ধর্মবিরুদ্ধ আর একটা ধর্মসম্মত। আবার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা দুটি ধর্মবিরুদ্ধ ও দুটি ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা তিনটি ধর্ম-বিরুদ্ধ ও তিনটি ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা চারটি ধর্মবিরুদ্ধ ও চারটি ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা পাঁচটি ধর্মবিরুদ্ধ ও পাঁচটি ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ছয়টি ধর্ম-

বিরুদ্ধ ও ছয়টি ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা সাতটি ধর্মবিরুদ্ধ ও সাতটি ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা আটটা ধর্মবিরুদ্ধ ও আটটা ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা নয়টা ধর্মবিরুদ্ধ ও নয়টা ধর্মসম্মত; প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা দশটা ধর্মবিরুদ্ধ ও দশটা ধর্মসম্মত।

কোন এক বা একপ্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অমূলকভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা এক প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন এক প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? যথার্থভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা এক প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন দুই প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অমূলকভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে আচার বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা দুই প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন দুই প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? যথার্থভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত, যথার্থভাবে আচার বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা দুই প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন তিন প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অমূলকভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে আচার বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা তিন প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন তিন প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? যথার্থভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, যথার্থভাবে বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, যথার্থভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা তিন প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন চার প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অমূলকভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে আচার বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে (সম্যক) জীবিকা ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা চার প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন চার প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত

করা ধর্মসম্মত? যথার্থভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, যথার্থভাবে আচার বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, যথার্থভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, যথার্থভাবে জীবিকা ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা চার প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন পাঁচ প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অমূলকভাবে পারাজিকার অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে সংঘাদিশেষের... স্থগিত করে, অমূলকভাবে পাচিত্তিয়ার... স্থগিত করে, অমূলকভাবে পটিদেসনীয়ের... স্থগিত করে, অমূলকভাবে দুক্কট অপরাধের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা পাঁচ প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন পাঁচ প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? যথার্থভাবে পারাজিকার অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, যথার্থভাবে সংঘাদিশেষের... স্থগিত করে, যথার্থভাবে পাচিত্তিয়ার... স্থগিত করে, যথার্থভাবে পটিদেসনীয়ের... স্থগিত করে, যথার্থভাবে দুক্কট অপরাধের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা পাঁচ প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন ছয় প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অকৃত (অর্থাৎ শীল বিনাশের মতন কোন অপরাধ করা হয়নি) ও অমূলকভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে (অর্থাৎ একজন শীল বিনাশ হয় মতন অপরাধ করেছে কিন্তু শীল বিনাশের ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে অন্য আরেকজনের উপর) শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে; অকৃত ও অমূলকভাবে আচার বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে আচার বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত ও অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে; কৃত কিন্তু অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা ছয় প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন ছয় প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? অকৃত তবে সহেতুতে (অর্থাৎ শীল বিনাশ হয় মতন অপরাধ করা হয়নি, কিন্তু এমন কাজ করার মতন ভিত্তি রয়েছে) শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে শীল বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত তবে সহেতুতে আচার বিনাশের... স্থগিত করে; কৃত এবং সহেতুতে আচার বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত তবে সহেতুতে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে। কৃত এবং সহেতুতে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ

এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা ছয় প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন সাত প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অমূলকভাবে পারাজিকার অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, অমূলকভাবে সংঘাদিশেষের... স্থগিত করে, অমূলকভাবে থুল্লচ্চয়ের... স্থগিত করে, অমূলকভাবে পাচিত্তিয়ার... স্থগিত করে, অমূলকভাবে প্রতিদেশনীয়ের... স্থগিত করে, অমূলকভাবে দুক্কট অপরাধের... স্থগিত করে, অমূলকভাবে দুব্ভাসিতের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা সাত প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন সাত প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? যথার্থভাবে পারাজিকার অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, যথার্থভাবে সংঘাদিশেষের... স্থগিত করে, যথার্থভাবে থুল্লচ্চয়ের... স্থগিত করে, যথার্থভাবে পাচিত্তিয়ার... স্থগিত করে, যথার্থভাবে প্রতিদেশনীয়ের... স্থগিত করে, যথার্থভাবে দুক্কট অপরাধের... স্থগিত করে, যথার্থভাবে দুব্ভাসিতের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা সাত প্রকারের ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন আট প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? অকৃত ও অমূলকভাবে কোন আট প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম-বিরুদ্ধ? অকৃত ও অমূলকভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে শীল বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত ও অমূলকভাবে আচার বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে আচার বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত ও অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, অকৃত ও অমূলকভাবে সম্যক জীবিকা ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে সম্যক জীবিকা ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা আট প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন আট প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? অকৃত তবে সহেতুতে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে; অকৃত তবে সহেতুতে আচার বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে আচার বিনাশের... স্থগিত করে, অকৃত তবে সহেতুতে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, অকৃত তবে সহেতুতে সম্যক জীবিকা ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে সম্যক জীবিকা ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত

করে। এটা আট প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন নয় প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম-বিরুদ্ধ? অকৃত ও অমূলকভাবে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে শীল বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত ও অকৃত কিন্তু অমূলকভাবে শীল বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত ও অমূলকভাবে আচার বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে আচার বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত ও অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত কিন্তু অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত ও অকৃত কিন্তু অমূলকভাবে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা নয় প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। কোন নয় প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? অকৃত তবে সহেতুতে শীল বিনাশের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে শীল বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত ও অকৃত কিন্তু সহেতুতে শীল বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত তবে সহেতুতে আচার বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে আচার বিনাশের... স্থগিত করে, কৃত ও অকৃত কিন্তু সহেতুতে আচার বিনাশের... স্থগিত করে; অকৃত তবে সহেতুতে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত এবং সহেতুতে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের... স্থগিত করে, কৃত ও অকৃত কিন্তু সহেতুতে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টের অভিযোগ এনে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা নয় প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

কোন দশ প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মবিরুদ্ধ? পারাজিকাগ্রস্ত ভিক্ষু সেই পরিষদে উপস্থিত থাকে না, পারাজিকা অপরাধের আলোচনা সমাপ্ত হয় না, শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষু সেই পরিষদে উপস্থিত থাকে না, শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয় না, ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয়, ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করে না, ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের বিরুদ্ধে আলোচনা সমাপ্ত হয় না, শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত (বা সন্দেহ) হয় না; আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয় না; সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয় না। এটা দশ প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। কোন দশ প্রকারে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত? পারাজিকাগ্রস্ত ভিক্ষু সেই পরিষদে উপস্থিত থাকে, পারাজিকা অপরাধের আলোচনা সমাপ্ত হয়, শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষু সেই পরিষদে উপস্থিত থাকে, শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়, ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয় না, ধর্মসম্মত

সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করে, ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের বিরুদ্ধে আলোচনা সমাপ্ত হয়, শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়; আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়; সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়। এটা দশ প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৬. ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণ

৩৮৮. কী প্রকারে পারাজিকাগ্রস্ত ভিক্ষু সেই পরিষদে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে যেই অবস্থায়, যেই কার্যের ধরনে (বা লক্ষণে) ও যেই প্রমাণে (বা ভিত্তিতে) পারাজিকা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেই অবস্থা, কার্যের ধরন ও প্রমাণ দ্বারা কোনো ভিক্ষু নিজেই সেই ভিক্ষুকে পারাজিকা অপরাধ করতে দেখতে পাই। আবার, ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে পারাজিকা অপরাধ করতে দেখেনি, তবে অন্য একজন ভিক্ষু তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধ করেছে'। ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে অপরাধ করতে দেখেনি, অন্য কোনো ভিক্ষুও তাকে বলেনি যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধ করেছে'। তবে যেই ভিক্ষু অপরাধী সেই ভিক্ষু নিজেই তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, আমি পারাজিকা অপরাধ করেছি। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুটি ইচ্ছা করলে সেই দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানকে ভিত্তি করে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধে অপরাধী হয়েছে। আমি তার প্রাতিমোক্ষ (শ্রবণ) স্থগি করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি) স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৮৯. সেই ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করার সময় যদি রাজার উপদ্রব, চোরের উপদ্রব, আগুনের ভয়, জলের ভয়, মানুষের উপদ্রব, অমনুষ্যের উপদ্রব, হিংস্রজন্তুর উপদ্রব, সাপের উপদ্রব, জীবন-নাশের আশঙ্কা, ব্রহ্মচর্য চ্যুতির আশঙ্কা এই দশ প্রকার অন্তরায়ের মধ্যে যেকোনো একটি অন্তরায়ের কারণে পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহলে ইচ্ছা করলে (পুনঃ) সেই স্থানে অথবা অন্য কোনো স্থানে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষুর পারাজিকা অপরাধ নিয়ে আলোচনা চলতেছে। সেই বিষয় এখনো

অমীমাংসিত রয়েছে। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ সেই বিষয়টি সুমীমাংসা করতে পারেন।

এভাবে সমাধান হলে উত্তম, না হলে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষুর পারাজিকা অপরাধ নিয়ে আলোচনা চলতেছে। সেই বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। আমি তার প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি শ্রবণ) স্থগিত করছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৯০. কী প্রকারে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষু সেই পরিষদে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে যেই অবস্থায়, যেই কার্যের ধরনে ও যেই প্রমাণে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান হয়, সেই অবস্থা, কার্যের ধরন ও প্রমাণ দ্বারা কোনো ভিক্ষু নিজেই সেই ভিক্ষুকে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করতে দেখতে পাই। আবার, ভিক্ষুটি (অভিযোগ উত্থাপনকারী ভিক্ষু) নিজে সেই ভিক্ষুকে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করতে দেখেনি, তবে অন্য একজন ভিক্ষু তাকে বলে যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করেছে'। ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করতে দেখেনি, অন্য কোনো ভিক্ষুও তাকে বলেনি যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করেছে'। তবে সেই ভিক্ষু নিজেই তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, আমি শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করেছি'। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে (অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি ইচ্ছা করলে সেই দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানকে ভিত্তি করে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষু কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম ব ন্যায়সম্মত।

৩৯১. সেই ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করার সময় যদি রাজার উপদ্রব... ব্রহ্মচর্যচ্যুতির আশঙ্কা এই দশ প্রকার অন্তরায়ের মধ্যে যেকোনো একটি অন্তরায়ের কারণে পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহলে ইচ্ছা করলে (পুন) সেই স্থানে অথবা অন্য কোনো স্থানে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষুর শিক্ষাপদ

প্রত্যাখ্যান নিয়ে আলোচনা চলতেছে। সেই বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ সেই বিষয়টি সুমীমাংসা করতে পারেন।

এভাবে সমাধান হলে উত্তম, না হলে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষুর শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান নিয়ে আলোচনা চলতেছে। সেই বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৯২. কী প্রকারে ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয় না? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে যেই অবস্থায়, যেই কার্যের ধরনে ও যেই প্রমাণে ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত না থাকার অপরাধী হয়, সেই অবস্থা, ধরন ও প্রমাণ দ্বারা কোনো ভিক্ষু নিজেই সেই ভিক্ষুকে ধর্মসম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত থাকতে দেখে। আবার (অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে ধর্মসম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত থাকতে দেখে না, তবে অন্য একজন ভিক্ষু তাকে বলে যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয়নি। ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে ধর্মসম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত থাকতে দেখেনি, অন্য কোনো ভিক্ষুও তাকে বলেনি যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয়নি, তবে সেই ভিক্ষু নিজেই তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, আমি ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হইনি'। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে (অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি ইচ্ছা করলে সেই দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানকে ভিত্তি করে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হইনি। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৯৩. কী প্রকারে ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করে? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে যেই অবস্থায়, যেই কার্যের ধরনে ও যেই প্রমাণে ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করার অপরাধী হয়, সেই অবস্থা, ধরন ও প্রমাণ দ্বারা কোনো ভিক্ষু নিজেই সেই ভিক্ষুকে ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করতে দেখে। আবার

(অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করতে দেখে না, তবে অন্য একজন ভিক্ষু তাকে বলে যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করছে। ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করতে দেখে না, অন্য কোনো ভিক্ষুও তাকে বলেনি যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করছে, তবে সেই ভিক্ষু নিজেই তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, আমি ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করছি। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে (অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি ইচ্ছা করলে সেই দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানকে ভিত্তি করে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করেছে। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৭৪. সেই ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করার সময় যদি রাজার উপদ্রব... ব্রহ্মচর্য চ্যুতির আশঙ্কা এই দশ প্রকার অন্তরায়ের মধ্যে যেকোনো একটি অন্তরায়ের কারণে পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহলে ইচ্ছা করলে পুনঃ সেই স্থানে অথবা অন্য কোনো স্থানে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষুর ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করার বিষয়কে নিয়ে আলোচনা চলতেছে। সেই বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ সেই বিষয়টি সুমীমাংসা করতে পারেন।

এভাবে সমাধান হলে উত্তম, না হলে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষুর ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ে পুনঃ বিচার দাবি করার বিষয়কে নিয়ে আলোচনা চলতেছে। সেই বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে

প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৯৫. কী রকমে শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে যেই অবস্থায়, যেই কার্যের ধরনে ও যেই প্রমাণে শীল বিনাশের বিষয়টি দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়, সেই অবস্থা, ধরন ও প্রমাণ দ্বারা কোনো নিজেই সেই ভিক্ষুকে শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই। আবার, (অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই না, তবে অন্য একজন ভিক্ষু তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই না, অন্য কোনো ভিক্ষুও তাকে বলেনি যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। তবে সেই ভিক্ষু নিজেই তাকে বলে যে, 'বন্ধু, আমি শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছি'। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুটি ইচ্ছা করলে সেই দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানকে ভিত্তি করে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের ভিক্ষু শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৯৬. কীরূপে আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে যেই অবস্থায়, যেই কার্যের ধরনে ও যেই প্রমাণে আচার বিনাশের বিষয়টি দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়, সেই অবস্থা, ধরন ও প্রমাণ দ্বারা কোনো নিজেই সেই ভিক্ষুকে আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই। আবার, (অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই না, তবে অন্য একজন ভিক্ষু তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই না, অন্য কোনো ভিক্ষুও তাকে বলেনি যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। তবে সেই ভিক্ষু নিজেই তাকে বলে যে, 'বন্ধু, আমি আচার বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছি'। হে ভিক্ষুগণ,

তাহলে ভিক্ষুটি ইচ্ছা করলে সেই দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানকে ভিত্তি করে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের আচার শীল বিনাশের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

৩৯৭. কীরূপে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে যেই অবস্থায়, যেই কার্যের ধরনে ও যেই প্রমাণে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার বিষয়টি দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত হয়, সেই অবস্থা, ধরন ও প্রমাণ দ্বারা কোনো নিজেই সেই ভিক্ষুকে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই। আবার, (অভিযোগ উত্থাপনকারী) ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষুকে সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই না, তবে অন্য একজন ভিক্ষু তাকে বলেছে যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। ভিক্ষুটি নিজে সেই ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থায় দেখতে পাই না, অন্য কোনো ভিক্ষুও তাকে বলেনি যে, 'বন্ধু, অমুক নামের ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। তবে সেই ভিক্ষু নিজেই তাকে বলে যে, 'বন্ধু, আমি সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছি'। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুটি ইচ্ছা করলে সেই দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানকে ভিত্তি করে চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী উপোসথের দিনে সেই ভিক্ষুকে সংঘসভায় উপস্থিত করে এরূপ বলবে :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামের সম্যক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে'। আমি তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এরূপে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত। এগুলো দশ প্রকারে ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৭. নিজে গ্রহণ করার কারণ

৩৯৮. তখন আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন।

অমনি আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আত্মদান[১] তথা বিচারের ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ভিক্ষু কয়টি কারণসংযুক্ত হয়ে নিজে গ্রহণ করা উচিত?

হে উপালি, নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ভিক্ষু পাঁচটি কারণসংযুক্ত হয়ে নিজে গ্রহণ করবে। যথা : ১) নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ভিক্ষুকে এরূপ পর্যবেক্ষণ করবে—আমি যেই বিচারের ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছি, সেটা গ্রহণ করার এটি কী উপযুক্ত সময় হবে, নাকি হবে না? উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে 'নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করার এটি অসময়, উপযুক্ত সময় নয় কিছুতেই'। তাহলে সেই বিচারের ভার গ্রহণ করবে না।

২) পুনঃ উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে 'নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করার এটি উপযুক্ত সময়, অসময় নয়। তাহলে ভিক্ষুকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ করতে হবে—আমি যেই বিচারের ভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি, সেই গ্রহণ করা যথার্থ হবে নাকি অযথার্থ হবে? উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে 'নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করা অযথার্থই হবে, যথার্থ হবে না'। তাহলে সেই বিচারের ভার গ্রহণ করবে না।

৩) পুনঃ উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে, 'নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করা যথার্থই হবে, অযথার্থ হবে না'। তাহলে ভিক্ষুকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ করতে হবে, 'আমি যেই বিচারের ভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি, সেই গ্রহণ করা অর্থসংহিত হবে, নাকি অন্যথা হবে?' উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে, 'নিজে এই বিচারের ভার গ্রহণ করা অনর্থসংহিতই হবে, অর্থসংহিত হবে না'। তাহলে সেই বিচারের ভার গ্রহণ করবে না।

৪) পুনঃ উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে, 'নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করা অর্থসংহিত হবে, অনর্থসংহিত হবে না'। তাহলে ভিক্ষুকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ করতে হবে, 'আমি যেই বিচারের ভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি, সেখানে (তথা সেই গ্রহণ করাতে) বন্ধু ও হিতৈষী ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ের পক্ষে পাবো কি, নাকি অন্যথা হবে তথা পাবো না?' উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে, 'নিজে এই বিচারের

---

[১]। বুদ্ধশাসন বিশুদ্ধকামী ভিক্ষু যেই বিচারের ভার নিজে গ্রহণ করে, সেটাকে আত্মদান বলা হয়। (অট্ঠকথা)

ভার গ্রহণ করাতে বন্ধু ও হিতৈষী ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ের পক্ষে পাবো না'। তাহলে সেই বিচারের ভার গ্রহণ করবে না।

৫) পুনঃ উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে, 'আমি নিজে এই বিচারের ভার গ্রহণ করলে বন্ধু ও হিতৈষী ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ের পক্ষে পাবো'। তাহলে ভিক্ষুকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ করতে হবে, 'আমি নিজে এই বিচারের ভার গ্রহণ করলে তা হতে সংঘের মধ্যে ঝগড়া, কলহ, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং সংঘভেদ, সংঘের মতভেদ, সংঘের অনৈক্য ও সংঘের নানাকরণ তথা সংঘের মেরুকরণ সৃষ্টি হবে, নাকি অন্যথা হবে? উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে, 'আমি নিজে এই বিচারের ভার গ্রহণ করলে তা হতে সংঘের মধ্যে ঝগড়া, কলহ, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং সংঘভেদ, সংঘের মতভেদ, সংঘের অনৈক্য ও সংঘের মেরুকরণ সৃষ্টি হবে'। তাহলে সেই বিচারের ভার গ্রহণ করবে না। পুনঃ উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ করে এরূপ জানে যে, আমি নিজে এই বিচারের ভার গ্রহণ করলে তা হতে সংঘের মধ্যে ঝগড়া, কলহ, বাদানুবাদ, বিবাদ এবং সংঘভেদ, সংঘের মতভেদ, সংঘের অনৈক্য ও সংঘের মেরুকরণ সৃষ্টি হবে না। তাহলে সেই বিচারের ভার গ্রহণ করবে। উপালি, এরূপে পঞ্চ অঙ্গ সমন্বিত হয়ে ভিক্ষু নিজে বিচারের ভার গ্রহণ করে, যা পরে দুঃখের কারণ হয় না।

৮. দোষ উত্থাপকের পর্যবেক্ষণকৃত ধর্ম

৩৯৯. ভন্তে, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার সময় নিজের মধ্যে কয়টি ধর্ম পর্যবেক্ষণ করে অন্যের দোষ উত্থাপন করতে হয়?

হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে নিজের মধ্যে পাঁচটি ধর্ম পর্যবেক্ষণ করে অন্যের ওপর দোষ উত্থাপন করতে হয়। যথা : ১) দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যের ওপর দোষ উত্থাপন করার সময় এরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে—আমার কায়িক আচরণ পরিশুদ্ধ আছে? অছিদ্র, নিখুঁত ও পরিশুদ্ধ কায়সদাচারে আমি কি সমন্বিত? আমার কাছে এই ধর্ম বিদ্যমান আছে, নাকি নেই? উপালি, যদি ভিক্ষুর কায়িক আচরণ পরিশুদ্ধ না থাকে, অছিদ্র, নিখুঁত ও পরিশুদ্ধ কায়সদাচারে সমন্বিত না হয়, তাহলে লোকে বলবে, আয়ুষ্মান প্রথমে নিজে কায়িক আচার শিক্ষা করুন। তাকে (দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে) এরূপই বলবে।

২) পুনঃ হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যের ওপর দোষ উত্থাপন করার সময় এরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে—আমার বাচনিক আচরণ পরিশুদ্ধ আছে? অছিদ্র, নিখুঁত ও পরিশুদ্ধ বাকসদাচারে আমি কি সমন্বিত? আমার কাছে এই ধর্ম বিদ্যমান আছে, নাকি নেই? উপালি, যদি ভিক্ষুর বাচনিক আচরণ পরিশুদ্ধ না থাকে, অছিদ্র, নিখুঁত ও পরিশুদ্ধ বাকসদাচারে সমন্বিত না হয়, তাহলে লোকে বলবে—আয়ুষ্মান প্রথমে নিজে বাচনিক আচার শিক্ষা করুন। তাকে (দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে) এরূপই বলবে।

৩) পুনঃ হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যের ওপর দোষ উত্থাপন করার সময় এরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে—আমার চিত্তে সর্বদা সব্রহ্মচারীদের প্রতি বিদ্বেষহীন মৈত্রীভাব বিদ্যমান থাকে কী? আমার কাছে এ ধর্ম বিদ্যমান আছে, নাকি নেই? উপালি, যদি ভিক্ষুর চিত্তে সর্বদা সব্রহ্মচারীদের প্রতি বিদ্বেষহীন মৈত্রীভাব না থাকে, তাহলে লোকে বলবে, আয়ুষ্মান প্রথমে নিজে সব্রহ্মচারীদের প্রতি মৈত্রীভাব জাগ্রত করুন। তাকে এরূপই বলবে।

৪) পুনঃ হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যের ওপর দোষ উত্থাপন করার সময় এরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে—আমি কী বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুত সন্নিশ্রিতসম্পন্ন? যেই ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণজনক; যা অর্থ ও সব্যঞ্জনসম্পন্ন, সম্যকরূপে পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মে আমি কী বহুশ্রুত, ধারিত, বাক্যে পরিচিত ও মনের উপেক্ষিত দৃষ্টিতে সুপ্রবিদ্ধ হয়েছি? নাকি নয়? উপালি, যদি ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুত সন্নিশ্রিত হয় না। যেই ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণজনক, যা অর্থ ও সব্যঞ্জনসম্পন্ন, সম্যকরূপে পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, ধারিত, বাক্যে পরিচিত, মনের উপেক্ষিত দৃষ্টিতে সুপ্রবিদ্ধ হয় না; তাহলে লোকে বলবে, আয়ুষ্মান প্রথমে নিজে শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করুন। তাকে এরূপই বলবে।

৫) পুনঃ হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যের ওপর দোষ উত্থাপন করার সময় এরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে—আমার কাছে উভয় প্রাতিমোক্ষ সবিস্তারে কণ্ঠস্থ, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত ও সুবিনিশ্চিতভাবে—অনুচ্ছেদ, অনুব্যঞ্জনসহ বিদ্যমান আছে, নাকি নেই? উপালি, যদি ভিক্ষুর কাছে উভয় প্রাতিমোক্ষ সবিস্তারে কণ্ঠস্থ, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত ও সুবিনিশ্চিতভাবে—অনুচ্ছেদ, অনুব্যঞ্জনসহ বিদ্যমান না থাকে; তাহলে

লোকে বলবে, আয়ুষ্মান প্রথমে নিজে বিনয় শিক্ষা করুন। তাকে এরূপই বলবে। হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার সময় নিজের মধ্যে এই পাঁচটি ধর্ম পর্যবেক্ষণ করে অন্যের দোষ উত্থাপন করতে হয়।

৯. দোষ উত্থাপকের উপস্থানীয় ধর্ম

৪০০. ভন্তে, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার আগে কয়টি গুণধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপিত করতে হয়? হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার আগে পাঁচটি গুণধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপিত করে অন্যের দোষ উত্থাপন করতে হয়। যথা : ১) যথাসময়ে বলবো, অসময়ে বলবো না, ২) যথার্থই বলবো, অযথার্থ বলবো না, ৩) কোমল স্বরে বলবো, কর্কশভাবে বলবো না, ৪) অর্থযুক্ত বা সার্থকভাবে বলবো নিরর্থক বলবো না, ৫) মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে বলবো, দ্বেষবশে বলবো না। উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার আগে এই পাঁচটি গুণধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপিত করে অন্যের দোষ উত্থাপন করতে হয়।

১০. দোষ উত্থাপনকারী ও দোষী সম্পর্কিত কথা

৪০১. ভন্তে, অধর্মতভাবে দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুর কয়টি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত? হে উপালি, অধর্মতভাবে দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুর পাঁচটি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। যথা : ১) আয়ুষ্মান আপনি অসময়ে দোষ উত্থাপন করেছেন, সময়ে করেননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ২) আয়ুষ্মান আপনি যথার্থভাবে (বা সঠিক ভাবে) দোষ উত্থাপন করেননি, বেঠিকভাবে দোষ উত্থাপন করেছেন। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ৩) আয়ুষ্মান আপনি কোমল স্বরে দোষ উত্থাপন করেননি, কর্কশস্বরে দোষ উত্থাপন করেছেন। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ৪) আয়ুষ্মান আপনি সার্থকভাবে দোষ উত্থাপন করেননি, অনর্থকভাবে দোষ উত্থাপন করেছেন। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ৫) আয়ুষ্মান আপনি মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে দোষ উত্থাপন করেননি, দ্বেষবশে দোষ উত্থাপন করেছেন। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। উপালি, অধর্মতভাবে দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুর এই পাঁচটি কারণে

দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। তার কারণ কী? যাতে করে অন্য ভিক্ষুও যথার্থভাবে দোষ উত্থাপন করতে ইচ্ছা করে।

ভন্তে, অধর্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুর কয়টি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়? হে উপালি, অধর্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুর পাঁচটি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। যথা : ১) আয়ুষ্মান আপনি অসময়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, সময়ে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। ২) আয়ুষ্মান আপনি সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত হননি, বেঠিকভাবে হয়েছেন। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। ৩) আয়ুষ্মান আপনি কঠোরভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, কোমলভাবে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। ৪) আয়ুষ্মান আপনি অনর্থকভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, সার্থকভাবে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। ৫) আয়ুষ্মান আপনি দ্বেষবশে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, মৈত্রীবশে নয়। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। উপালি, অধর্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুর এই পাঁচটি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ভন্তে, ধর্মতভাবে দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুর কয়টি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়? হে উপালি, ধর্মতভাবে দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুর পাঁচটি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। যথা : ১) আয়ুষ্মান আপনি সময়ে দোষ উত্থাপন করেছেন, অসময়ে করেননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। ২) আয়ুষ্মান আপনি যথার্থ বা সঠিক ভাবে দোষ উত্থাপন করেছেন, বেঠিকভাবে করেননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। ৩) আয়ুষ্মান আপনি কোমলভাবে দোষ উত্থাপন করেছেন, কঠোরভাবে করেননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ খরা উচিত নয়। ৪) আয়ুষ্মান আপনি সার্থকভাবে দোষ উত্থাপন করেছেন, নিরর্থকভাবে করেননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। ৫) আয়ুষ্মান আপনি মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে দোষ উত্থাপন করেছেন, দ্বেষবশে করেননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। উপালি, ধর্মতভাবে দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুর এই পাঁচটি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। তার কারণ কী? যাতে করে অন্য ভিক্ষুও যথার্থভাবে দোষ উত্থাপন করে।

ভন্তে, ধর্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুর কয়টি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত? হে উপালি, ধর্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুর পাঁচটি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। যথা : ১) আয়ুষ্মান আপনি সময়ে দোষী

সাব্যস্ত হয়েছেন, অসময়ে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ২) আয়ুষ্মান আপনি যথার্থ বা সঠিক ভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, বেঠিকভাবে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ৩) আয়ুষ্মান আপনি কোমলভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, কঠোরভাবে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ৪) আয়ুষ্মান আপনি সার্থকভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, নিরর্থকভাবে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ৫) আয়ুষ্মান আপনি মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, দ্বেষবশে হননি। এটার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। উপালি, ধর্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুর এই পাঁচটি কারণে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।

ভন্তে, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার সময় কয়টি গুণধর্ম নিজের মনে স্থাপন করে দোষ উত্থাপন করা উচিত? হে উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার সময় পাঁচটি গুণধর্ম নিজের মনে স্থাপন করে দোষ উত্থাপন করা উচিত? যথা : ১) কারুণ্যতা (পরের দুঃখে করুণাবিগলিত মন), ২) পরহিতৈষিতা, ৩) অনুকম্পাপরায়ণতা, ৪) অপরাধমুক্ততা, ৫) বিনয়ানুবর্তিতা। উপালি, দোষ উত্থাপনকারী ভিক্ষুকে অন্যজনের দোষ উত্থাপন করার সময় এই পাঁচটি গুণধর্ম নিজের মনে স্থাপন করে দোষ উত্থাপন করা উচিত।

ভন্তে, দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুকে কয়টি গুণধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে? হে উপালি, দোষী সাব্যস্ত হওয়া ভিক্ষুকে দুইটি গুণধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। যথা : ১) সত্য এবং ২) সুদৃঢ়তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

প্রাতিমোক্ষ স্থগিতকরণ অধ্যায় সমাপ্ত।

১০. ভিক্ষুণী অধ্যায়

১. প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাহিনি

৪০২. সেই সময় ভগবান বুদ্ধ শাক্যরাজ্যস্থ কপিলবাস্তুর ন্যাগ্রোধারামে অবস্থান করছেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্টা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, এটা উত্তম হবে যে, নারীরা তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করুক। ভগবান বললেন, দেখুন, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীর আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভের স্পৃহা আপনার উৎপন্ন না হোক। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারেও মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন, ভন্তে, এটা ভালো হবে যে, নারীরা তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করুক। ভগবানও দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারে বললেন, দেখুন, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভের স্পৃহা আপনার উৎপন্ন না হোক। অনন্তর প্রজাপতি গৌতমী 'ভগবান তো তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীকে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি দিচ্ছেন না' ভেবে দুঃখিত, বিষণ্ন ও অশ্রুপ্লাবিত মুখে কেঁদে কেঁদে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন, প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

নারীর প্রব্রজ্যা লাভ

তখন ভগবান ইচ্ছানুরূপ কপিলবাস্তুতে অবস্থান করে বৈশালীর অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে বৈশালীতে এসে পৌঁছলেন। অমনি ভগবান বৈশালীস্থ মহাবনের কূটাশালায় অবস্থান করতে লাগলেন। ঠিক সেসময় মহাপ্রজাপতি গৌতমী কেশ ছেদন করে কাষায়বস্ত্র পরিধান করে বহুসংখ্যক শাক্যরমণী সঙ্গে নিয়ে বৈশালীর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। অনুক্রমে বৈশালীস্থ মহাবনের কূটাশালায় এসে পৌঁছলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ফোলা তথা ফোস্কা পায়ে, ধূলিলিপ্ত দেহে দুঃখিত, বিষণ্ন ও অশ্রুপ্লাবিত মুখে কেঁদে কেঁদে সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে

থাকলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ফোস্কা পায়ে, ধূলিলিপ্ত দেহে দুঃখিত, বিষণ্ন ও অশ্রুপ্লাবিত মুখে কেঁদে কেঁদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন, গৌতমী, আপনি কেন ফোস্কা পায়ে, ধূলিলিপ্ত দেহে দুঃখিত, বিষণ্ন ও অশ্রুপ্লাবিত মুখে কেঁদে কেঁদে সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? গৌতমী—ভন্তে, আনন্দ, ভগবান যে তথাগতের ধর্ম-বিনয়ে নারীদের আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি প্রদান করছেন না। আয়ুষ্মান আনন্দ—তাহলে গৌতমী, আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি ভগবানের কাছে তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীদের আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা প্রদানের প্রার্থনা করতেছি।

অমনি আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। এরপর ভগবানকে বললেন, ভন্তে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী এসেছেন। ভগবান তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীকে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করছেন না বলে ফোস্কা পায়ে, ধূলিলিপ্ত দেহে দুঃখিত, বিষণ্ন ও অশ্রুপ্লাবিত মুখে কেঁদে কেঁদে সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভন্তে, এটা ভালো হবে যে, তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীদের আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন। অমনি ভগবান বললেন, আনন্দ, নিষ্প্রয়োজন। তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীকে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা প্রদানের স্পৃহা তোমার উৎপন্ন না হোক। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, এটা ভালো হবে যে, তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীদের আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন। ভগবানও দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারে বললেন, আনন্দ, নিষ্প্রয়োজন। তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীকে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা প্রদানের স্পৃহা তোমার উৎপন্ন না হোক।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ চিন্তা করলেন, 'ভগবান তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীকে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিবেন না। কাজেই আমি যদি অন্য উপায়ে ভগবানের কাছে নারীদের তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহলে কেমন হয়। এই ভেবে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, ভন্তে, যদি নারীরা তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে

অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, তাতে তারা স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে কি? ভগবান—হ্যাঁ আনন্দ, নারীরা তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হবে। এবার আনন্দ বলে উঠলেন, ভন্তে, যদি নারীরা তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হবে, তাহলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী তো ভগবানের বহু উপকারিণী, তিনি ভগবানের মাসি, (ভগবানকে) শিশুকাল হতে পালনকারিণী, রক্ষাকারিণী এবং ক্ষীর দানকারিণী; ভগবানের মায়ের মৃত্যুর পর হতে তিনিই ভগবানকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। ভন্তে, এটা ভালো হবে যে, নারীকে তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রদান করুন।

অষ্ট গুরুধর্ম

৪০৪. হে আনন্দ, যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী অষ্ট প্রকার গুরুধর্ম গ্রহণ বা স্বীকার করেন, তাহলে সেভাবেই তাঁর উপসম্পদা লাভ হবে। সেই আট প্রকার গুরুধর্ম হলো :

১) ভিক্ষুণীর উপসম্পদা লাভের বয়স শতবছর অতিক্রান্ত হলেও আজমাত্র উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বন্দনা, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচিত-কর্ম করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

২) ভিক্ষুবিহীন আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস যাপন করতে পারবে না। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৩) প্রতি পনের দিন অন্তর ভিক্ষুণীকে উপোসথ বিষয়ক প্রশ্ন ও উপদেশ লাভের জন্য ভিক্ষুসংঘের কাছে উপস্থিত হতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৪) বর্ষাবাস সমাপনান্তে ভিক্ষুণীকে দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত এই তিন বিষয় সম্বন্ধে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের কাছে প্রবারণা করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৫) গুরুতর বিনয় লঙ্ঘনের অপরাধী ভিক্ষুকে উভয়সংঘের কাছে এক

পক্ষকাল পর্যন্ত মানত্ত ব্রত পালন করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৬) দুই বছর যাবৎ ছয় ধর্মে শিক্ষিতা শিক্ষামনাই ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৭) ভিক্ষুণী যেকোনো কারণে কোনো ভিক্ষুকে আক্রোশ বা অবজ্ঞা, তিরস্কার করতে পারবে না। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৮) আজ হতে ভিক্ষুগণের প্রতি ভিক্ষুণীদের কোনো কিছু বলা, অনুশাসন করার পথ রুদ্ধ হলো। কিন্তু ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান, শাসন করতে পারবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

হে আনন্দ, যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী এই আট প্রকার গুরুধর্ম গ্রহণ বা স্বীকার করে, তাহলে সেভাবেই তাঁর উপসম্পদা লাভ হবে।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কাছ হতে এই আট প্রকার গুরুধর্ম শিক্ষা করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বললেন, গৌতমী, যদি আপনি আট প্রকার গুরুধর্ম গ্রহণ তথা স্বীকার করেন, তাহলে সেভাবেই আপনার উপসম্পদা লাভ হবে। আট প্রকার গুরুধর্ম হলো :

১) ভিক্ষুণীর উপসম্পদা লাভের বয়স শতবছর অতিক্রান্ত হলেও আজমাত্র উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বন্দনা, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন-কর্ম করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

২) ভিক্ষুবিহীন আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস যাপন করতে পারবে না। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৩) প্রতি পনের দিন অন্তর ভিক্ষুণীকে উপোসথ বিষয়ক প্রশ্ন ও উপদেশ লাভের জন্য ভিক্ষুসংঘের কাছে উপস্থিত হতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৪) বর্ষাবাস সমাপনান্তে ভিক্ষুণীকে দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত এই তিন বিষয় সম্বন্ধে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের কাছে প্রবারণা করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৫) গুরুতর বিনয় লঙ্ঘনের অপরাধী ভিক্ষুকে উভয়সংঘের কাছে এক পক্ষকাল পর্যন্ত মানত্ত ব্রত পালন করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৬) দুই বছর যাবৎ ছয় ধর্মে শিক্ষিতা শিক্ষামনাই ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৭) ভিক্ষুণী যেকোনো কারণে কোনো ভিক্ষুকে আক্রোশ বা অবজ্ঞা, তিরস্কার করতে পারবে না। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

৮) আজ হতে ভিক্ষুগণের প্রতি ভিক্ষুণীদের কোনো কিছু বলা, অনুশাসন করার পথ রুদ্ধ হলো। কিন্তু ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান, শাসন করতে পারবে। এই ধর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লঙ্ঘন করতে পারবে না।

গৌতমী, যদি আপনি এই আট প্রকার গুরুধর্ম স্বীকার করেন, তাহলে সেভাবেই আপনার উপসম্পদা লাভ হবে।

অমনি মহাপ্রজাপতি বললেন, ভন্তে আনন্দ, অল্পবয়স্ক বিলাসী তরুণ-তরুণী যেমন স্নানের পর অভিলাষিত উৎপলমাল্য হোক বা সৌরভমণ্ডিত পুষ্পমাল্য হোক অথবা মূল্যবান মণি-মুক্তাখচিত মোহর মাল্য হোক সাগ্রহে উভয় হাতে গ্রহণ করে খুশিমনে গলায় পরিধান করে, ঠিক তেমনিভাবে আমি এই আট প্রকার গুরুধর্ম আজীবন অনতিক্রম্যরূপে মেনে নিলাম।

এবার আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। অমনি ভগবানকে বললেন, ভন্তে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী আট প্রকার গুরুধর্ম আজীবন অলঙ্ঘনীয় হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কাজেই ভগবানের মাসি উপসম্পন্না হয়েছেন।

ভগবান বললেন, আনন্দ, যদি নারী তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত না হতো, তাহলে এই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হতো। আনন্দ, সদ্ধর্ম সহস্র বছর সুনির্মল, পরিশুদ্ধ থাকতো। যেহেতু আনন্দ, নারী তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করল সেহেতু এখন ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হবে না। পাঁচশত বছর মাত্র সদ্ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে।

যেমন আনন্দ, যেই পরিবারে অল্পসংখ্যক পুরুষ এবং বহুসংখ্যক নারী

বাস করে, সেই সিঁদকাটা চোর ও ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি যেই ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সেই ব্রহ্মচর্য তথা ধর্ম-বিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

যেমন আনন্দ, ফলবান ধান্যক্ষেত্রে শ্বেতস্থিতকা নামক রোগ উৎপন্ন হলে সেই ধান্যক্ষেত্র অচিরে বিনষ্ট হয়, ঠিক তেমনি যেই ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সেই ধর্ম-বিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

যেমন আনন্দ, ফলবান ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেষ্ঠিকা নামক রোগ উৎপন্ন হলে সেই ইক্ষুক্ষেত্র অচিরে বিনষ্ট হয়, ঠিক তেমনি যেই ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সেই ধর্ম-বিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

যেমন আনন্দ, কোনো ব্যক্তি পুকুরের জল বেরিয়ে যেতে না পারার আগেই পুকুরের পাড় ভালো করে বেঁধে নেয়, ঠিক তেমনিভাবে আমিও পূর্বেই (অষ্টপাশে বাঁধ দেওয়ার মতো) ভিক্ষুণীদের আজীবন অনতিক্রমণীয় আট প্রকার গুরুধর্ম প্রজ্ঞাপ্ত করলাম।

ভিক্ষুণীদের আট প্রকার গুরুধর্ম সমাপ্ত।

ভিক্ষুণীর উপসম্পদা অনুমোদন

৪০৪. তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন করলেন। একপাশে দাঁড়ানো মহাপ্রজাপতি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আমি এই শাক্যবংশীয় নারীদের কীরূপ ব্যবস্থা করব? অমনি ভগবান মহাপ্রজপতি গৌতমীকে ধর্মদেশনা প্রদান করে উৎসাহিত, প্রণোদিত, প্রফুল্লিত ও পরিতৃপ্ত করলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে উৎসাহিতা, প্রণোদিতা, প্রফুল্লিতা ও পরিতৃপ্তা হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

অমনি ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা প্রদান করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা প্রদান করবে।

অনন্তর ভিক্ষুণীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে এরূপ বললেন, আর্যা, আপনি উপসম্পন্না নন; আমরাই উপসম্পন্না। কারণ ভগবান তো ভিক্ষুগণ

কর্তৃক ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা প্রদানের অনুজ্ঞা দিয়েছেন। অমনি মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দাঁড়ানো মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, ভন্তে, আনন্দ, ভিক্ষুণীগণ আমাকে বলছেন যে, 'আর্যা, আপনি উপসম্পন্না নন; আমরাই উপসম্পন্না। কারণ ভগবান তো ভিক্ষুগণ কর্তৃক ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা প্রদানের অনুজ্ঞা দিয়েছেন।

এবার আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। অমনি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলছেন যে, ভন্তে আনন্দ, ভিক্ষুণীগণ আমাকে বলছেন, 'আর্যা, আপনি উপসম্পন্না নন; আমরাই উপসম্পন্না। কারণ ভগবান তো ভিক্ষুগণ কর্তৃক ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা প্রদানের অনুজ্ঞা দিয়েছেন'। ভগবান বললেন, হে আনন্দ, যখনই মহাপ্রজাপতি গৌতমী আট প্রকার গুরুধর্ম গ্রহণ বা স্বীকার করেছেন, তখনই তিনি উপসম্পদা লাভ করেছেন।

৪০৫. তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, ভন্তে আনন্দ, আমি ভগবানের সকাশে একটি বর প্রার্থনা করছি। ভন্তে, এটা ভালো হবে যে, ভগবান ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম সম্পাদনের অনুজ্ঞা প্রদান করুক। এবার আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলেছেন, 'ভন্তে আনন্দ, আমি ভগবানের সকাশে একটি বর প্রার্থনা করছি। ভন্তে, এটা ভালো হবে যে, ভগবান ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচিনকর্ম সম্পাদনের অনুজ্ঞা প্রদান করুক'।

হে আনন্দ, এটা অসম্ভব, এটার কোনো অবকাশ নেই যে, তথাগত (কোনো ভিক্ষু কর্তৃক) নারী তথা ভিক্ষুণীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচিনকর্ম সম্পাদনের অনুজ্ঞা প্রদান করবে। আনন্দ, এই যে অন্য তীর্থিকগণ, যাদের ধর্ম সুব্যাখ্যাত নয়, তারাও (কোনো তীর্থিক কর্তৃক)

নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচিনকর্ম সম্পাদনের অনুমতি দেয়নি। তথাগত কীরূপে কোনো ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুণীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচিনকর্ম সম্পাদনের অনুজ্ঞা প্রদান করবে? তখন ভগবান এ বিষয়ে এ কারণে ধর্মদেশনা প্রদান করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম করতে পারবে না। যে করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দাঁড়ানো মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, যেই শিক্ষাপদগুলো ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের জন্য একই রকমের, সেগুলো আমরা কীরূপে শিক্ষা করব? ভগবান বললেন, গৌতমী, যেই শিক্ষাপদগুলো ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের জন্য একই রকমের, সেগুলো ভিক্ষুগণ যেভাবে শিক্ষা করে তোমরাও সেভাবেই শিক্ষা কর। ভন্তে, যেই শিক্ষাপদগুলো ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের জন্য আলাদা আলাদা, সেগুলো আমরা কীরূপে শিক্ষা করব? গৌতমী, যেসব শিক্ষাপদ ভিক্ষুণীগণের জন্য আলাদা, সেসব শিক্ষাপদ যেভাবে আদিষ্ট হয়েছে, সেভাবে শিক্ষা কর।

৪০৬. তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এটা ভালো হয় যে, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষেপে ধর্মদেশনা প্রদান করেন। যেই দেশনা শুনে আমি একাকী নির্জনে অপ্রমত্তভাবে, বীর্যবান ও একাগ্রচিত্তে অবস্থান করতে পারি'। ভগবান বললেন, হে গৌতমী, আপনি যেসব ধর্ম সম্বন্ধে জানেন—এসব ধর্ম সরাগের দিকে নিয়ে যায়, বিরাগের দিকে নয়; সংযোগ তথা বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়, বন্ধনমুক্তির দিকে নয়; জন্ম সঞ্চয়ের দিকে নিয়ে যায়, জন্ম কমানোর দিকে নয়; অধিক আকাঙ্ক্ষার দিকে নিয়ে যায়, অল্পেচ্ছুতা দিকে নয়; অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়, সন্তুষ্টির দিকে নয়; জনসঙ্গপ্রিয়তার দিকে নিয়ে যায়, প্রবিবেকের দিকে নয়; অলসতার দিকে নিয়ে যায়, বীর্যারম্ভের দিকে নয়; বিলাসিতার দিকে নিয়ে যায়, মিতাচারের দিকে নয়। গৌতমী, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে জানবেন—এটা ধর্ম নয়, এটা বিনয় নয়, এটা শাস্তার শাসন নয়। কিন্তু গৌতমী, আপনি যেসব ধর্ম সম্বন্ধে জানেন যে, এসব ধর্ম বিরাগের দিকে নিয়ে যায়, সরাগের দিকে নয়; বন্ধনমুক্তির দিকে

নিয়ে যায়, বন্ধনের দিকে নয়; জন্ম কমানোর দিকে নিয়ে যায়, জন্ম সঞ্চয়ের দিকে নয়; অল্পেচ্ছুতার দিকে নিয়ে যায়, অধিক আকাঙ্ক্ষার দিকে নয়; সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়, অসন্তুষ্টির দিকে নয়; প্রবিবেকের দিকে নিয়ে যায়, জনসঙ্গপ্রিয়তার দিকে নয়; বীর্যারম্ভের দিকে নিয়ে যায়, অলসতার দিকে নয়; মিতাচারের দিকে নিয়ে যায়, বিলাসিতার দিকে নয়। গৌতমী, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে জানবেন—এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন।

৪০৭. সেই সময় ভিক্ষুণীগণের মধ্যে (উপোসথের সময়) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি হতো না... ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, (উপোসথের দিনে) ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—কে ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীগণের জন্য ভিক্ষুগণই প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের আবাসে গিয়ে ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, এরা ওদের স্ত্রী, ওরা এদের স্বামী। এখন এরা ওদের সঙ্গে অভিরমিত হবে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ আর ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না। যেই ভিক্ষু আবৃত্তি করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীই ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না, কীরূপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে হবে? (ভিক্ষুগণ) ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে বলে দিবে যে, এভাবে এভাবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে হবে।

৪০৮. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ অপরাধের জন্য প্রতিকার করতেন না। (ভিক্ষুগণ) ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ অপরাধের প্রতিকার না করে থাকতে পারবে না। যেই ভিক্ষুণী প্রতিকার করবে না, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না, কীরূপে অপরাধের প্রতিকার করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে বলে দেবে যে, এভাবে অপরাধের প্রতিকার করতে হয়। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—কে ভিক্ষুণীগণের অপরাধ অনুমোদন করবে? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণই ভিক্ষুণীগণের অপরাধ প্রতিকার অনুমোদন করবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ প্রধান সড়কে জনতার সামনে চৌরাস্তার সংযোগস্থলে ভিক্ষুকে দেখতে পেয়ে পাত্র মাটিতে রেখে, উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে, উৎকুটিকভাবে বসে দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে অপরাধের প্রতিকার করতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, এরা ওদের স্ত্রী, ওরা এদের স্বামী। রাতে অপরাধ করে এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা আর ভিক্ষুণীগণের অপরাধ প্রতিকার অনুমোদন করবে না। যেই ভিক্ষু অনুমোদন করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতিকার অনুমোদন করবে। 'কিরূপে অপরাধ প্রতিকার, অনুমোদন করতে হয়?' সেটা ভিক্ষুণীরা জানতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে বলে দেবে যে, এরূপে অপরাধ প্রতিকার অনুমোদন করতে হয়।

৪০৯. সেই সময় ভিক্ষুণীগণের জন্য তর্জনীয় কর্মাদি নামক শাস্তির বিধান করা হতো না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণের তর্জনীয় কর্মাদি নামক শাস্তির বিধান করবে।

সেই সময় দণ্ডপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীগণ নগরীর প্রধান সড়কে জনতার সামনে, চৌরাস্তার সংযোগস্থলে ভিক্ষুকে দেখতে পেলে পাত্র মাটিতে রেখে, উত্তরাসঙ্গ একাংশ রেখে, উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তারা এরূপ করা উচিত বলে মনে করতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, এরা ওদের স্ত্রী, ওরা এদের স্বামী। রাতে অপরাধ করে এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা আর ভিক্ষুণীগণের শাস্তির বিধান করবে। যেই ভিক্ষু করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীরাই ভিক্ষুগণের শাস্তির বিধান করবে। কীরূপে শাস্তির বিধান করবে? সেটা ভিক্ষুণীগণ জানতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে বলে দেবে যে, এরূপে শাস্তির বিধান করতে হয়।

৪১০. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ সংঘসভায় ঝগড়া, কলহ ও বিবাদপরায়ণা হয়ে একে অপরকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সেই বিবাদ মীমাংসা করতে সমর্থ হচ্ছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণের বিবাদ মীমাংসা করবে।

তখন ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণের বিবাদ মীমাংসা করতে লাগলেন। বিবাদ মীমাংসা করার সময় দেখা যেত যে, ভিক্ষুণীগণ বেশ অপরাধগ্রস্ত ও আপত্তিপ্রাপ্ত। তখন ভিক্ষুণীগণ বললেন, ভন্তে, এটা উত্তম হয় যে, আর্যগণই ভিক্ষুণীদের শাস্তির বিধান করুন; আর্যগণই ভিক্ষুণীদের অপরাধ প্রতিকার অনুমোদন করুন। ভগবান কর্তৃক এমনই প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণের বিবাদ মীমাংসা করবে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণের শাস্তির বিধান করে সেটা ভিক্ষুণীদের জানাবে, আর ভিক্ষুণীগণ সেই অনুসারে ভিক্ষুণীগণের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করবে। ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে অপরাধে অভিযুক্ত করে সেটা ভিক্ষুণীদের জানাবে, আর ভিক্ষুণীগণ সেই অনুসারে ভিক্ষুণীগণের অপরাধ প্রতিকার অনুমোদন করবে।

সেই সময় উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর অন্তেবাসিনী ভিক্ষুণী বিনয় শিক্ষা করার সাত বছর পর্যন্ত ভগবানের অনুসরণ করছিলেন। কিন্তু স্মৃতিহীনতা দরুণ যা যা শিক্ষা করতেন, সবই ভুলে যেতেন। একপর্যায়ে সে শুনতে পেল যে, ভগবান শ্রাবস্তীতে যেতে ইচ্ছাপোষণ করছেন। তখন তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—আমি বিনয় শিক্ষা করার জন্য সাত বছর যাবৎ ভগবানকে অনুসরণ করে আসতেছি। তবে স্মৃতিহীনতা দরুণ যা যা শিক্ষা করি, সবই ভুলে যাই। নারীর পক্ষে সারা জীবন ভগবানকে অনুসরণ করা দুষ্কর। এমতাবস্থায় আমার কী করা উচিত? সেই ভিক্ষুণী অন্যান্য ভিক্ষুণীদের এ বিষয় প্রকাশ করল। ভিক্ষুণীগণ এ ব্যাপারে ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের বিনয় শিক্ষা দিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪১১. সেই সময় ভগবান ইচ্ছানুরূপ বৈশালীতে অবস্থান করার পর শ্রাবস্তীর অভিমুখে পদব্রজে রওনা দিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে

শ্রাবস্তীতে এসে পৌঁছলেন। অমনি ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ 'এরা হয়তো আমাদের প্রতি আসক্ত হবে' এই ভেবে ভিক্ষুণীগণকে লক্ষ করে কর্দমাক্ত জল নিক্ষেপ করত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে লক্ষ করে কর্দমাক্ত জল নিক্ষেপ করতে পারবে না। যেই ভিক্ষু নিক্ষেপ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই ভিক্ষুকে (ভিক্ষুণীকে কর্দমাক্ত জল নিক্ষেপকারীকে) দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—কী রকমের দণ্ডকর্ম প্রদান করতে হবে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীসংঘ কর্তৃক অবন্দনীয় (বন্দনার অযোগ্য) হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণকে দেহ উন্মুক্ত করে প্রদর্শন করত। পরিধেয় বস্ত্র উচিয়ে ঊরু প্রদর্শন করত; পুং-চিহ্ন প্রদর্শন করত। ভিক্ষুণীগণের সঙ্গে অসদ্ধর্মমূলক তথা অশালীন বাক্য প্রয়োগ করত। 'তারা আমাদের প্রতি আসক্ত হবে' ভেবে ভিক্ষুণীগণের কাছে পুরুষ দ্বারা কুপ্রস্তাব পাঠাত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীগণকে দেহ উন্মুক্ত করে প্রদর্শন করতে পারবে না। পরিধেয় বস্ত্র উচিয়ে ঊরু প্রদর্শন করতে পারবে না, পুং-চিহ্ন প্রদর্শন করতে পারবে না, অসদ্ধর্মমূলক তথা অশালীন বাক্য প্রয়োগ করতে পারবে না। ভিক্ষুণীদের কাছে পুরুষ দ্বারা কুপ্রস্তাব পাঠাতে পারবে না। যেই ভিক্ষু এসব করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই ভিক্ষুকে দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—কী রকমের দণ্ডকর্ম প্রদান করতে হবে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীসংঘ কর্তৃক অবন্দনীয় হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ 'এরা হয়তো আমাদের প্রতি আসক্ত হবে' ভেবে ভিক্ষুগণকে কর্দমাক্ত জল নিক্ষেপ করত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ কোনো ভিক্ষুকে কর্দমাক্ত জল নিক্ষেপ করতে পারবে না। যেই ভিক্ষুণী নিক্ষেপ করবে, দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই ভিক্ষুণীকে দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ভিক্ষুণীগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—কী রকম দণ্ডকর্ম প্রদান করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, আমি অনুজ্ঞা করছি, তাকে প্রতিরোধ করবে অর্থাৎ বিহারে প্রবেশ

করতে নিবারণ করবে। প্রতিরোধ করলেও সে আদেশ মেনে চলল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তাকে উপদেশ প্রদান করা বন্ধ করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুদের দেহ উন্মুক্ত করে প্রদর্শন করত। পরিধেয় বস্ত্র সরিয়ে স্তন প্রদর্শন করত, ঊরু প্রদর্শন করত, স্ত্রী-চিহ্ন প্রদর্শন করত। ভিক্ষুগণের সঙ্গে অসদ্ধর্মমূলক তথা অশালীন বাক্য প্রয়োগ করত। 'তারা আমাদের প্রতি আসক্ত হবে' ভেবে ভিক্ষুগণের কাছে মহিলা দ্বারা কুপ্রস্তাব পাঠাত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের দেহ উন্মুক্ত করে প্রদর্শন করতে পারবে না। পরিধেয় বস্ত্র সরিয়ে স্তন প্রদর্শন করতে পারবে না, ঊরু প্রদর্শন করতে পারবে না, স্ত্রী-চিহ্ন প্রদর্শন করতে পারবে না। অসদ্ধর্মমূলক তথা অশালীন বাক্য প্রয়োগ করতে পারবে না। ভিক্ষুদের কাছে মহিলা দ্বারা কুপ্রস্তাব পাঠাতে পারবে না। যেই ভিক্ষুণী এসব করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই ভিক্ষুণীকে দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ভিক্ষুণীগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—কী রকমের দণ্ড প্রদান করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তাকে প্রতিরোধ করবে অর্থাৎ বিহারে প্রবেশ করতে নিবারণ করবে। প্রতিরোধ করলেও সে আদেশ মেনে চলল না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, তাকে উপদেশ প্রদান করা বন্ধ করবে। ভিক্ষুণীদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—উপদেশ প্রদান বন্ধ ভিক্ষুণীর সঙ্গে উপোসথ করা যাবে কী? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, যাবৎ সেই অভিযোগ মীমাংসিত না হয়, তাবৎ সেই ভিক্ষুণীর সঙ্গে উপোসথ করা যাবে না।

৪১২. সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ প্রদান করা বন্ধ রেখে পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। ভিক্ষুণীগণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন আর্য উদায়ী উপদেশ প্রদান করা বন্ধ রেখে পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, উপদেশ প্রদান করা বন্ধ রেখে পর্যটনে বের হতে পারবে না। যে বের হবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় অজ্ঞ, অদক্ষ ভিক্ষুরা উপদেশ প্রদান বন্ধ করার দণ্ড আরোপ (তথা দণ্ডের বিধান) করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অজ্ঞ, অদক্ষ ভিক্ষুরা উপদেশ প্রদান বন্ধ

করার দণ্ড আরোপ করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অহেতুক, বিনা কারণে উপদেশ প্রদান বন্ধ করার দণ্ড আরোপ করতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অহেতুক, বিনা কারণে উপদেশ প্রদান বন্ধ করার দণ্ড আরোপ করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ উপদেশ প্রদান বন্ধ করার দণ্ড আরোপ করে মীমাংসা করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, উপদেশ প্রদান বন্ধ করার দণ্ড আরোপ করে মীমাংসা না করে থাকতে পারবে না। যে মীমাংসা করবে না, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৪১৩. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ উপদেশ শ্রবণ করতে যেতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ উপদেশ শ্রবণ করতে না যেতে পারবে না। যে না যাবে, তাকে ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীসংঘের সবাই একসঙ্গে উপদেশ শ্রবণ করতে যেতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, এরা ওদের স্ত্রী, ওরা এদের স্বামী। এখন এরা ওদের সঙ্গে অভিরমিত হবে। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীসংঘের সবাই একসঙ্গে উপদেশ শ্রবণ করতে যেতে পারবে না। যদি যায়, তাহলে দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, চার কিংবা পাঁচজন ভিক্ষুণী একত্রে উপদেশ শ্রবণে যাবে।

সেই সময় চার কিংবা পাঁচজন ভিক্ষুণী একত্রে উপদেশ শ্রবণ করতে যেতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, এরা ওদের স্ত্রী, ওরা এদের স্বামী। এরা এখন ওদের সঙ্গে অভিরমিত হবে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, চার কিংবা পাঁচজন ভিক্ষুণী একসঙ্গে উপদেশ শ্রবণ করতে যেতে পারবে না। যদি যায়, তাহলে দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দুই কিংবা তিনজন ভিক্ষুণী একসঙ্গে উপদেশ শ্রবণ করতে যাবে।

একজন ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুর পদ বন্দনা করে উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে :আর্য, ভিক্ষুণীসংঘ ভিক্ষুসংঘের পদে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। উপদেশ শ্রবণ করার জন্য আসতে অনুমতি প্রার্থনা করছেন। আর্য, ভিক্ষুণীসংঘ উপদেশ শ্রবণ করার জন্য আসতে অনুমতি লাভ করুক। এরূপ হলে সেই ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ

আবৃত্তিকারক ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হবে; আর এরূপ বলবে : ভন্তে, ভিক্ষুণীসংঘ ভিক্ষুসংঘের পদ বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। উপদেশ শ্রবণ করার জন্য আসতে অনুমতি প্রার্থনা করছেন। ভন্তে, অতএব ভিক্ষুণীসংঘ উপদেশ শ্রবণ করার জন্য আসতে অনুমতি লাভ করুক। অমনি প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ভিক্ষুকে বলতে হবে—ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেবার জন্য নির্বাচিত কোনো ভিক্ষু রয়েছেন কি? যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেবার জন্য নির্বাচিত কোনো ভিক্ষু থাকেন, তাহলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ভিক্ষুকে বলতে হবে—অমুক নামের ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেয়ার জন্য নির্বাচিত—ভিক্ষুণীসংঘ তার কাছে গমন করুক। যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেবার জন্য নির্বাচিত কোনো ভিক্ষু না থাকেন, তাহলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ভিক্ষুকে এরূপ বলতে হবে—কোনো আয়ুষ্মান কি ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ প্রদান করতে ইচ্ছা করছেন? যদি কেউ ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, আর তিনি যদি অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত অর্থাৎ উপদেশ প্রদানে যোগ্য বা সমর্থ হন, তাহলে তাকে নির্বাচিত করবে। এরপর বলবে, অমুক নামের ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, ভিক্ষুণীসংঘ তার কাছে গমন করুক। যদি কেউ ভিক্ষুণীকে উপদেশ প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, তাহলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ভিক্ষু বলবে, ভিক্ষুণীকে উপদেশ প্রদান করার জন্য নির্বাচিত কোনো ভিক্ষু নেই। কাজেই ভিক্ষুণীসংঘ প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করুক।

৪১৪. সেই সময় ভিক্ষুগণ উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করতে হবে। যে অনুমোদন করবে না, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু ধর্ম-বিনয়ে অজ্ঞ ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আর্য, উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভিক্ষু বললেন, ভগিনী, আমি ধর্ম-বিনয়ে অজ্ঞ, কী করে আমি উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করব? আর্য, উপদেশ প্রদানের প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণের উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করবে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ধর্ম-বিনয়ে অজ্ঞজন ছাড়া অন্যদের উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন

করতে হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভিক্ষুণীগণ তার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, আর্য, উপদেশ প্রদানের প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভিক্ষু বললেন, ভগিনী, আমি অসুস্থ। কী করে উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করব? আর্য, উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, ধর্ম-বিনয় অজ্ঞ ছাড়া অন্যদের উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ধর্ম-বিনয়ে অজ্ঞ ও অসুস্থ ব্যতিরেকে অন্যদের উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করতে হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু গামিক (কোথাও গমনে উদ্যত) ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, আর্য, উপদেশ প্রদানের প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভিক্ষু বললেন, ভগিনী, আমি গামিক। কী করে উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করব? আর্য, উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, ধর্ম-বিনয় অজ্ঞ ছাড়া অন্যদের উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ধর্ম-বিনয়ে অজ্ঞ, অসুস্থ ও গামিক ভিক্ষু ব্যতিরেকে অন্যদের উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করতে হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু আরণ্যিক বা অরণ্যবাসী ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, আর্য, উপদেশ প্রদানের প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভিক্ষু বললেন, ভগিনী, আমি আরণ্যিক। কী করে উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করব? আর্য, উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, ধর্ম-বিনয় অজ্ঞ ছাড়া অন্যদের উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আরণ্যিক ভিক্ষু উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করবে। আমি এই স্থানে আসব বলে (নির্দিষ্ট স্থানের) সংকেত করবে।

৪১৫. সেই সময় ভিক্ষুগণ উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করেও উপদেশ প্রদান করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা অনুমোদন করে উপদেশ প্রদান না করে থাকতে পারবে না, যে উপদেশ প্রদান করবে না,

তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ উপদেশ প্রদান করার প্রার্থনা গ্রহণ করে, সেটা ফিরিয়ে দিতেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, উপদেশ প্রদান করার ভার ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যে ফিরিয়ে দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ (উপদেশ শ্রবণের জন্য) নির্দিষ্ট স্থানে যেতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, উপদেশ শ্রবণের জন্য ভিক্ষুণীগণ নির্দিষ্ট স্থানে না যেতে পারবে না। যে যাবে না, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৪১৬. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ দীর্ঘ কটিবন্ধনী ব্যবহার করতেন এবং তথায় পুচ্ছ ঝুলাতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা দীর্ঘ কটিবন্ধনী ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীগণ কোমর একবার মাত্র বেষ্টন করা যায় এমন লম্বা কঠিবন্ধনী ব্যবহার করবে। তথায় পুচ্ছ ঝুলাতে পারবে না। যে ঝুলাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ বেতের তৈরি পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতেন, চামড়ার তৈরি পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতেন, সাদা কাপড়ের পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতেন, সুতিকাপড়ের পুচ্ছ ঝুলাতেন, ঝালরযুক্ত কাপড়ের পুচ্ছ ঝুলাতেন, জীর্ণ কাপড়ের পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতেন, ছিন্ন কাপড়ের পুচ্ছ ঝুলাতেন, ছিন্ন কাপড়ের প্রান্তের পুচ্ছ ঝুলাতেন, সুতা ভাঁজের পুচ্ছ ঝুলাতেন, সুতা টুকরার পুচ্ছ ঝুলাতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা বেতের তৈরি পট্টের পুচ্ছ... টুকরো সুতার পুচ্ছ ঝুলাতে পারবে না। যে ঝুলাবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ অস্থি (নর-কঙ্কাল?) দ্বারা জঙ্ঘা ঘর্ষণ করাতেন, গো-চোয়াল দ্বারা জঙ্ঘা ঘর্ষণ করাতেন, হাত মর্দন করাতেন, হাতের পৃষ্ট মর্দন করাতেন, পা মর্দন করাতেন, পায়ের পৃষ্ট মর্দন করাতেন, ঊরু মর্দন করাতেন, মুখ মর্দন করাতেন, দন্তমাংস আঘাত করাতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগী গৃহিণী। ভগবান এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ অস্থি দ্বারা জঙ্ঘা ঘর্ষণ করাতে... দন্তমাংসে আঘাত করাতে পারবে না। যে করাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৪১৭. সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ মুখ রঞ্জিত করত, মুখে প্রসাধনী দ্রব্য মাখত, মুখে চূর্ণ (তথা পাউডার) মাখত, মুখে লাল রং মাখত, দেহ রঞ্জিত করত, ঠোঁটে রং তথা লিপিস্টিক লাগত, দেহ ও মুখে প্রসাধন দ্রব্য মাখত। সেটা দেখে অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ মুখ রঞ্জিত করতে পারবে না; মুখে প্রসাধন দ্রব্য, মুখে পাউডার, মুখে লাল রং মাখতে পারবে না; দেহ রঞ্জিত করতে পারবে না, ঠোঁটে লিপিস্টিক লাগাতে পারবে না, দেহ ও মুখে প্রসাধন দ্রব্য মাখতে পারবে না। যে এসব করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ চোখের কোনায় কাজল দিত, কপালে তিলক দিত, জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকত, দরজা খুলে অর্ধেক শরীর প্রদর্শন করে দাঁড়িয়ে থাকত, নৃত্য করাত, গণিকা বসাত, পানাগার (মদ্য বিক্রি ও পান করার দোকান) খুলত, মাংসের দোকান খুলত,(মুদির) দোকান খুলত, মহাজনগিরি করত, চাকর রাখত, চাকরানী রাখত, কর্মচারী রাখত, কর্মচারিণী রাখত, পশুপ্রকৃতির লোক পালন করত, শাকসবজির বাগান করত, জীর্ণবস্ত্র পরিধান করত। জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ চোখের কোনায় কাজল দিতে পারবে না, কপালে তিলক দিতে পারবে না, জানলা খুলে বাইরে তাকিয়ে থাকতে পারবে না, দরজা খুলে অর্ধেক শরীর প্রদর্শন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, নৃত্য করাতে... জীর্ণবস্ত্র পরিধান করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৪১৮. সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ পরিপূর্ণ নীলরঙের চীবর পরিধান করত, পরিপূর্ণ সাদারঙের চীবর পরিধান করত, পরিপূর্ণ লালরঙের চীবর পরিধান করত, পরিপূর্ণ গাঢ় লালরঙের চীবর পরিধান করত, পরিপূর্ণ কালোরঙের চীবর পরিধান করত, মহারঙ্গ (অতি রঞ্জিতকরণ) চীবর পরিধান করত, মহানাম নামক উদ্ভিদের রঙ-এর বর্ণের চীবর পরিধান করত; অচ্ছিন্ন (খণ্ডিত) পাড়সংযুক্ত চীবর, দীর্ঘপাড় সংযুক্ত চীবর, ফুলের পাড়সংযুক্ত চীবর পরিধান করত, কাঁচুলি (কাঞ্চুক) ব্যবহার করত, লোধ্রবৃক্ষের বল্কল দ্বারা তৈরি বস্ত্র পরিধান করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও

প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ পরিপূর্ণ নীলরঙের চীবর... লোধ্রবৃক্ষের বল্কল দ্বারা তৈরি বস্ত্র পরিধান করতে পারবে না। যে পরিধান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী মৃত্যুবরণ করার সময় বললেন, আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্যসামগ্রী সংঘের হোক। তখন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ 'আমাদের হোক, আমাদের হোক' বলে বিবাদ করতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুণী মৃত্যুবরণ করার সময় এরূপ বলে থাকে যে, আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্যসামগ্রী সংঘের হোক, তাহলে ভিক্ষুসংঘ সেসবের মালিক নয়; ভিক্ষুণীসংঘই সেসবের মালিক। যদি শিক্ষামানা কিংবা শ্রামণেরী মৃত্যুবরণ করার সময় বলে যে, আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্যসামগ্রী সংঘের হোক, তাহলে ভিক্ষুসংঘ সেসবের মালিক নয়; ভিক্ষুণীসংঘই সেসবের মালিক। যদি ভিক্ষু মৃত্যুবরণ করার সময় বলে—আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্যসামগ্রী সংঘের হোক, তাহলে ভিক্ষুণীসংঘ সেসবের মালিক নয়, ভিক্ষুসংঘই সেসবের মালিক। ভিক্ষুগণ, যদি শ্রামণের... উপাসক... উপাসিকা... অন্য কেউ মৃত্যুবরণ করার সময় বলে যে, আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্যসামগ্রী সংঘের হোক, তাহলে ভিক্ষুণীসংঘ সেসবের মালিক নয়, ভিক্ষুসংঘই সেসবের মালিক।

৪২০. সেই সময় জনৈক প্রাক্তন কুস্তিগির মহিলা ভিক্ষুণীগণের কাছে প্রব্রজিত হলেন। তিনি রাস্তায় দুর্বল এক ভিক্ষুকে দেখে কাঁধের (তথা অংসকূটের) ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিলেন। এতে ভিক্ষুগণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে ধাক্কা মারতেছে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে ধাক্কা মারতে পারবে ন। যে ধাক্কা মারবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখলে দূর হতে রাস্তা ছেড়ে দিবে।

সেই সময় জনৈক স্বামীবিহীনা মহিলা উপপতির দ্বারা গর্ভবতী হয়েছিল। সে গর্ভপাত করে পারিবারিক মঙ্গল কামনাকারী ভিক্ষুণীকে (অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কোনো এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের যেই ভিক্ষুণী সর্বদা গমনাগমন করে থাকে) এরূপ বলল, আর্যে, এই গর্ভ পাত্রে করে বাইরে নিয়ে যান। তখন সেই ভিক্ষুণী গর্ভ পাত্রে ঢুকিয়ে সঙ্ঘাটি দিয়ে ঢেকে নিয়ে

গেলেন। সেই সময় জনৈক পিণ্ডচারিক ভিক্ষু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি প্রথম যেই ভিক্ষান্ন লাভ করব, সেগুলো কোনো ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণীকে না দিয়ে, ভোজন করব না। সেই ভিক্ষু উক্ত ভিক্ষুণীকে দেখে বললেন, ভগিনী, ভিক্ষান্ন প্রতিগ্রহণ করুন। আর্য, প্রয়োজন নেই। ভিক্ষু দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বললেন, ভগিনী, ভিক্ষান্ন প্রতিগ্রহণ করুন। আর্য, প্রয়োজন নেই। ভগিনী, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি প্রথমে যেই ভিক্ষান্ন লাভ করব, সেগুলো কোনো ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণীকে না দিয়ে, ভোজন করব না। কাজেই ভগিনী, ভিক্ষান্ন প্রতিগ্রহণ করুন। তখন উক্ত ভিক্ষুণী ভিক্ষুর পুনঃপুন অনুরোধে বাধ্য হয়ে পাত্র বের করে দেখিয়ে বললেন, আর্য, দেখুন, পাত্রে গর্ভ রয়েছে। একথা কিন্তু কাউকে বলবেন না। অমনি সেই ভিক্ষু অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণী পাত্রে ভরে গর্ভ বাইরে নিয়ে যাচ্ছে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী পাত্র করে গর্ভ বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। যে নিয়ে যাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে পাত্র বের করে প্রদর্শন করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুকে দেখে উল্টিয়ে পাত্রের তলা প্রদর্শন করতেন। এতে ভিক্ষুগণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে উল্টিয়ে পাত্রের তলা প্রদর্শন করতেছে? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে উল্টিয়ে পাত্র প্রদর্শন করতে পারবে না। যে দেখাবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখাবে আর যদি পাত্রে মৎস্য-মাংসাদি খাবার থাকে, তাহলে আহার গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাবে।

সেই সময় শ্রাবস্তীর রাস্তায় একটা পুং-চিহ্ন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকল। এক ভিক্ষুণী সেটা ভালোভাবে দেখতে লাগলেন। এতে পথচারি জনতা চিৎকার ও শিস্ দিল। ভিক্ষুণী মৌন থাকলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী বিহারে গিয়ে অন্যান্য ভিক্ষুণীগণকে এ বিষয়টি প্রকাশ করলেন। তখন যেসব ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু... তারা অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণী পুং-চিহ্ন ভালোভাবে অবলোকন করতেছে? এমতাবস্থায় সেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে এ বিষয়টি জানালেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয়টি ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ পুং-চিহ্ন অবলোকন করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৪২১. সেই সময় জনসাধারণ ভিক্ষুগণকে আমিষযুক্ত খাবার দান করতেন। ভিক্ষুগণ সেসব খাবার ভিক্ষুণীগণকে প্রদান করতেন। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন ভদন্তগণ নিজেদের আহারের জন্য প্রাপ্ত খাবার অন্যদের প্রদান করছেন? আমরা কী দান দিতে জানি না? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, নিজেদের আহারের জন্য প্রাপ্ত খাবার অন্যকে দিতে পারবে না। যে দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণের কাছে বহুল পরিমাণে খাদ্য জমা হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সংঘকে প্রদান করবে। তারপরও বহু খাদ্য জমা থাকল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কোনো এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণের সঞ্চিত করে রাখা খাদ্য-দ্রব্য অধিক হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুদের সঞ্চিত খাদ্য-দ্রব্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক প্রতিগ্রহণ করিয়ে ভোজন করবে।

সেই সময় জনসাধারণ ভিক্ষুণীগণের জন্য আমিষযুক্ত খাবার দান করতেন। ভিক্ষুণীগণ সেসব খাবার ভিক্ষুগণকে প্রদান করতেন। সেটা জেনে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীগণ নিজেদের আহারের জন্য প্রাপ্ত খাবার অন্যদের প্রদান করছেন? আমরা কী দান দিতে জানি না? তারা ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা নিজেদের আহারের জন্য প্রাপ্ত খাবার অন্যকে দিতে পারবে না। যে দিবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণের কাছে বহুল পরিমাণে খাদ্য জমা হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সংঘকে প্রদান করবে। তারপরও বহু খাদ্য জমা থাকল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কোনো একজন ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণের সঞ্চিত করে রাখা খাদ্য-দ্রব্য অধিক হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীদের সঞ্চিত খাদ্য-দ্রব্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক প্রতিগ্রহণ

করিয়ে ভোজন করবে।

৪২২. সেই সময় ভিক্ষুগণের কাছে বহু বিছানাপত্রাদি জমা ছিল। কিন্তু ভিক্ষুণীগণের কাছে কোনো বিছানাপত্র ছিল না। ভিক্ষুণীগণ দূত প্রেরণ করে ভিক্ষুগণকে বললেন, ভদন্ত, আর্যগণ, এটা উত্তম হয় যে, আমাদের কিছু সময়ের জন্য বিছানাপত্রাদি প্রদান করুন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীগণকে কিছু সময়ের জন্য বিছানাপত্রাদি প্রদান করবে।

সেই সময় ঋতুমতী ভিক্ষুণী কাপড় তথা বেডশীট বিছানো বেঞ্চি ও খাটে উপবেশন করতেন, শয়ন করতেন। এতে শয্যাসন শোণিত, ম্রক্ষিত হয়ে যেতো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ঋতুমতী ভিক্ষুণী বেডশীট বিছানো বেঞ্চি ও খাটে উপবেশন করবে না, শয়ন করবে না। যে উপবেশন, শয়ন করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, আবসথ চীবর (ঋতুকালীন ব্যবহার্য বস্ত্র) ব্যবহার করবে। আবসথ চীবর শোণিত হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, আণিচোলক (প্রস্রাবদ্বারে বাঁধার ছোট এক টুকুরা জীর্ণবস্ত্র) ব্যবহার করবে। আণিচোলক পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সুতা দিয়ে উরুর সঙ্গে বেঁধে নিবে। সুতা ছিঁড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কোমরের সুতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ সব সময় কোমরের সুতা ব্যবহার করতে থাকল। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা সব সময় কোমরের সুতা ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ঋতুমতী ভিক্ষুণী কোমরের সুতা ব্যবহার করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪২৩. সেই সময় উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীগণের মধ্যে এরূপ দেখা যেতে লাগল—স্ত্রী-চিহ্নবিহীনা, স্ত্রী-চিহ্নমাত্র বিদ্যমান অর্থাৎ ক্লীব লিঙ্গ, ঋতুবিহীনা, অনিয়মিত ঋতুগ্রস্তা, ধ্রুবচোড়া, ক্ষরণশীলা, শিখরিণী (নারীত্বে দোষ আছে, এমন নারী), পণ্ডক নারী, পুরুষ-লিঙ্গযুক্ত নারী, সম্ভিন্না (বিশৃঙ্খল যোনিযুক্ত নারী), উভয় লিঙ্গবিশিষ্টা নারী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, উপসম্পদা প্রার্থীকে চতুর্বিংশতি প্রকার অন্তরায়কর বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। ভিক্ষুগণ, এ রকম জিজ্ঞেস করবে—১) তুমি স্ত্রী-চিহ্নবিহীনা নও তো? ২) তুমি স্ত্রী-চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নও তো? ৩) তুমি ঋতুবিহীনা নও তো? ৪) তুমি অনিয়মিত ঋতুগ্রস্তা নও তো? ৫) তুমি ধ্রুবচোড়া নও তো? ৬) তুমি ক্ষরণশীলা নও তো? ৭) তুমি শিখরিণী নও তো? ৮) তুমি পণ্ডক নও তো? ৯) তুমি পুরুষ-লিঙ্গযুক্ত নও তো? ১০) তুমি সম্ভিন্না নও তো? ১১) তুমি উভয় লিঙ্গবিশিষ্টা নও তো? তোমার কাছে এসব রোগ আছে কি? যেমন—১২) কুষ্ঠ? ১৩) গণ্ড? ১৪) চর্মরোগ? ১৫) ক্ষয়রোগ? ১৬) মৃগীরোগ? ১৭) তুমি মানবী তো? ১৮) তুমি নারী তো? ১৯) তুমি কারও দাসী হও না তো? ২০) তুমি ঋণী নও তো? ২১) তুমি রাজনারী বা সৈন্য নও তো? ২২) তুমি মাতাপিতা ও স্বামীর অনুমতি পেয়েছ তো? ২৩) তোমার বয়স বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে তো? ২৪) তোমার পাত্র-চীবর পরিপূর্ণ রয়েছে তো? তোমার নাম কী? তোমার গুরুর নাম কী?

সেই সময় ভিক্ষুগণ (উপসম্পদা প্রার্থিনী) ভিক্ষুণীকে অন্তরায়কর বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। উপসম্পদা প্রার্থিনী বিস্তারিতভাবে উত্তর দিতেন, মৌন থাকতেন, উত্তর দিতে পারতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, একজন উপসম্পদা প্রার্থিনীকে প্রথমে ভিক্ষুণীসংঘে উপসম্পদা দিয়ে, বিশুদ্ধ করে পুনঃ ভিক্ষুসংঘে উপসম্পদা প্রদান করবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ অনুশাসিত উপসম্পদা প্রার্থিনীর কাছে অন্তরায়কর বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। উপসম্পদা প্রার্থিনী বিস্তারিতভাবে উত্তর দিতেন, মৌন থাকতেন, উত্তর দিতে পারতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রথমে অনুশাসন করে, পরে অন্তরায়কর বিষয় জিজ্ঞেস করবে।

সেই সম্বন্ধে সংঘসভায় (ভিক্ষুগণ) অনুশাসন করতে লাগলেন। উপসম্পদা প্রার্থিনী (পূর্বের ন্যায়) বিস্তারিতভাবে বললেন, মৌন থাকলেন, উত্তর দিতে পারলেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, একান্তে অনুশাসন করে সংঘসভায় অন্তরায়কর বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। ভিক্ষুগণ, এ রকমে অনুশাসন করবে :

৪২৪. প্রথমে উপাধ্যায় গ্রহণ করাবে। উপাধ্যায় গ্রহণ করিয়ে পাত্র-চীবর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে, এই পাত্র তোমার তো? এই সজ্ঘাটি তোমার তো? এই উত্তরাসঙ্গ তোমার তো? এই অন্তর্বাস তোমার তো? এই কটিবন্ধনী তোমার তো? এই স্নানের বস্ত্র তোমার তো? যাও, অমুক স্থানে গিয়ে দাঁড়াও।

(তখন) মূর্খ, অদক্ষ ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে লাগলেন। ত্রুটিপূর্ণভাবে অনুশাসিত উপসম্পদা প্রার্থিনীগণের মধ্যে কেউ বিস্তারিতভাবে উত্তর দিতে লাগলেন। কেউ মৌন থাকলেন, কেউ উত্তর দিতে অসমর্থ হলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, মূর্খ, অদক্ষ ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী অনুশাসন করবে।

(তখন) অনুশাসন করার জন্য অনির্বাচিত তথা অনুপযুক্ত ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অনুশাসন করার জন্য অনির্বাচিত ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নির্বাচিত ভিক্ষুণীই অনুশাসন করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে নির্বাচিত করবে—নিজকে নিজে নির্বাচিত করবে অথবা অন্যজনকে অন্যজন দিয়ে নির্বাচিত করবে।

কীরূপে নিজকে নিজে নির্বাচন করতে হয়? কোনো দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে :

আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যের কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। এখন সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে আমি অমুক নামক উপসম্পদা প্রার্থিনীকে অনুশাসন করতে পারি। এভাবে নিজকে নিজে নির্বাচিত করবে।

কীরূপে অন্যকে অন্য দিয়ে নির্বাচন করতে হয়? কোনো দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে :

আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যের কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। এখন সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে অমুক ভিক্ষুণী অমুক উপসম্পদা প্রার্থিনীকে অনুশাসন করতে পারেন। এভাবে অন্যকে অন্য দিয়ে নির্বাচন করবে।

সেই নির্বাচিত ভিক্ষুণী উপসম্পদা প্রার্থিনীর কাছে গিয়ে এরূপ বলবে : অমুক, আমার প্রস্তাব শ্রবণ কর। এখন তোমার সত্যকথা বলার সময়, সঠিক কথা বলার সময়। যা তোমার কাছে রয়েছে, তৎসম্পর্কে তুমি সংঘসভায় জিজ্ঞাসিত হয়ে থাকলে আছে বলবে, না থাকলে নেই বলবে। বাক্য দীর্ঘায়িতও করবে না, মৌনও থাকবে না। তাঁরা তোমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি স্ত্রী-চিহ্নবিহীনা নও তো? তুমি স্ত্রী-চিহ্নমাত্র বিদ্যমানা নও তো? তুমি ঋতুবিহীনা নও তো? তুমি অনিয়মিত ঋতুগ্রস্তা নও তো? তুমি ধ্রুবচোড়া নও তো? তুমি ক্ষরণশীলা নও তো? তুমি শিখরিণী নও তো? তুমি পণ্ডক নও তো? তুমি পুরুষ-লিঙ্গযুক্তা নও তো? তুমি সম্ভিন্না নও তো? তুমি উভয়লিঙ্গবিশিষ্টা নও তো? তোমার কাছে এসব রোগ আছে কি? যেমন : কুষ্ঠ? গণ্ড? চর্মরোগ? ক্ষয়রোগ? মৃগীরোগ? তুমি মানবী তো? তুমি নারী তো? তুমি কারও দাসী নও তো? তুমি ঋণী নও তো? তুমি রাজনারী বা সৈন্য নও তো? তোমার মাতাপিতা ও স্বামীর অনুমতি পেয়েছ তো? তোমার বয়স বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে তো? তোমার পাত্র-চীবর পরিপূর্ণ রয়েছে তো? তোমার নাম কী? তোমার গুরুর নাম কী?

অনুশাসক ও উপসম্পদা প্রার্থিনী একসঙ্গে আসতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, একসঙ্গে আসতে পারবে না। প্রথমে অনুশাসক এসে সংঘকে জ্ঞাপন করবে—আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যের কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। আমি তাকে অনুশাসন করছি। এখন সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে অমুক নামক উপসম্পদা প্রার্থিনী আসতে পারেন। তুমি এসো বলতে হবে।

উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উপসম্পদা প্রার্থিনী উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে উপসম্পদা প্রার্থনা করাবে। আর্যা সংঘ, আমি সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। আর্যা সংঘ, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয়বার, আর্যা সংঘ, আমি সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। আর্যা সংঘ, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন। তৃতীয়বার আর্যা সংঘ আমি সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। আর্যা সংঘ, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে

উদ্ধার করুন। এরপর একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে :

আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যের কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। এখন সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে আমি অমুক নামক উপসম্পদা প্রার্থিনীকে অন্তরায়কর বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারি।

অমুক, আমার প্রস্তাব শ্রবণ কর। এখন তোমার সত্যকথা বলার, সঠিক কথা বলার সময়। যা তোমার কাছে রয়েছে তৎসম্পর্কে তুমি সংঘসভায় জিজ্ঞাসিত হয়ে থাকলে আছে বলবে, না থাকলে নেই বলবে। তাঁরা তোমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করবে, তুমি স্ত্রী-চিহ্নবিহীনা... তোমার গুরুর নাম কী?

পুনঃ সেই দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে জ্ঞাপন করবে :

৪২৫. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যের কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয়গুলোতে বিশুদ্ধ আছেন, তার পাত্র-চীবরও পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রদানের প্রার্থনা করছেন অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে। এখন সংঘের যদি উচিত মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয়গুলোতে বিশুদ্ধ আছেন, তাঁর পাত্র-চীবরও পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রদানের প্রার্থনা করছেন অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে। সংঘও অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করছেন। অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করাটা যেই আর্যা উচিত বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এরূপ বলছি... আমি তৃতীয়বার এরূপ বলছি। আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয়গুলোতে বিশুদ্ধ আছেন, তাঁর পাত্র-চীবরও পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি সংঘের কাছে উপসম্পদা

প্রদানের প্রার্থনা করছেন অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে। সংঘও অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করছেন। অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করাটা যেই আর্যা উচিত বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে উপস্থিত করাবে। অমনি উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুসংঘের পাদ বন্দনা করিয়ে উৎকুটিকভাবে বসাবে, আর দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়ে উপসম্পদা প্রার্থনা করাবে—আর্যগণ, আমি অমুক নামক, অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়ে একপক্ষের অর্থাৎ ভিক্ষুণীসংঘের কাছে উপসম্পদা লাভ করেছি। ভিক্ষুণীসংঘের জিজ্ঞাসিত অন্তরায়কর বিষয়ে বিশুদ্ধ রয়েছি। এখন আর্য, ভিক্ষুসংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতেছি। আর্য, সংঘ অনুকম্পাপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয়বার, আর্যগণ, আমি অমুক নামক, অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়ে একপক্ষের অর্থাৎ ভিক্ষুণীসংঘের কাছে উপসম্পদা লাভ করেছি। ভিক্ষুণীসংঘের জিজ্ঞাসিত অন্তরায়কর বিষয়ে বিশুদ্ধ রয়েছি। এখন আর্য, ভিক্ষুসংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতেছি। আর্য, সংঘ অনুকম্পাপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন। তৃতীয়বার, আর্যগণ, আমি অমুক নামক, অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়ে একপক্ষের অর্থাৎ ভিক্ষুণীসংঘের কাছে উপসম্পদা লাভ করেছি। ভিক্ষুণীসংঘের জিজ্ঞাসিত অন্তরায়কর বিষয়ে বিশুদ্ধ রয়েছি। এখন আর্য, ভিক্ষুসংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতেছি। আর্য, সংঘ অনুকম্পাপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন।

অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য হতে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে :

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যা-এর কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়ে একপক্ষে (ভিক্ষুণীসংঘে) উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়েছেন, ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ আছেন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যা-এর উপাধ্যায়ত্বে সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতেছেন। এখন সংঘ যদি উচিত মনে করেন,

তাহলে অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়ে একপক্ষে উপসম্পদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ আছেন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতেছেন। সংঘও অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করাটা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

আমি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে বলছি... আমি তৃতীয়বার এ বিষয়ে বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়ে একপক্ষে উপসম্পদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ আছেন। অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করতেছেন। সংঘও অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করাটা উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামক নারীকে অমুক নামক আর্যার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তখন সময় নির্ধারণ করণার্থে ছায়া মেপে নিবে, ঋতুর নাম উল্লেখ করবে, দিনের ভাগ (অর্থাৎ সকাল নাকি বিকাল ইত্যাদি) উল্লেখ করবে এবং সঙ্গীতি বলে দিবে। ভিক্ষুণীকে তিন প্রকার নিশ্রয়ের কথা ও আট প্রকার অকরণীয়ের কথা বলে দিবে।

৪২৬. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ ভোজনশালায় আসন হিসেব করতে করতে আহারের সময় অতিবাহিত করে ফেললেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রথম আটজন জ্যেষ্ঠানুসারে, অবশিষ্ট উপস্থিত অনুসারে উপবেশন করবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ 'ভগবান প্রথম আটজন জ্যেষ্ঠানুসারে, অবশিষ্ট উপস্থিত অনুসারে উপবেশন করার অনুজ্ঞা দিয়েছেন' ভেবে সবখানে প্রথম আটজন জ্যেষ্ঠানুসারে, অবশিষ্ট উপস্থিত অনুসারে আসন দখল করতেন, সেগুলোতে উপবেশন করতে বাধা দিতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, শুধুমাত্র ভোজনশালায় প্রথম আটজন জ্যেষ্ঠানুসারে, অবশিষ্ট উপস্থিত অনুসারে উপবেশন করবে। অন্য সবখানে জ্যেষ্ঠানুসারে বাধা দিতে পারবে না। যে বাধা দিবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

৪২৭. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ প্রবারণা করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ প্রবারণা না করে থাকতে পারবে না। যে ভিক্ষুণী প্রবারণা করবে না, তাকে নিয়মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ নিজেদের মধ্যে প্রবারণা করে ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ কেবল নিজেদের মধ্যে প্রবারণা করে ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা না করে থাকতে পারবে না। যে প্রবারণা করবে না, তাকে ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

সেই সময় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী একই সময়ে প্রবারণা করার সময় কোলাহল সৃষ্টি হলো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী একই সময়ে প্রবারণা করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ সকালে প্রবারণা করতে করতে আহারের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, আহারের পরে প্রবারণা করবে। আহারের পর প্রবারণা করতে করতে বিকাল হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, আজকে ভিক্ষুণীসংঘ প্রবারণা করুক, পরবর্তী দিন ভিক্ষুসংঘ প্রবারণা করুক।

সেই সময় ভিক্ষুণীসংঘের সবাই ভিক্ষুসংঘের কাছে গিয়ে প্রবারণা করার সময় কোলাহল সৃষ্টি হলো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীসংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করার জন্য নির্বাচিত

করবে। এভাবে নির্বাচন করতে হবে :

প্রথমে ভিক্ষুণীর মত গ্রহণ করবে। এরপর দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীসংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে :

প্রস্তাবনা স্থাপন : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামক ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীসংঘের পক্ষে ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করার জন্য নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ ভিক্ষুণীসংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে নির্বাচন করছেন। যেই আর্যা অমুক নামক ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীসংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করার জন্য নির্বাচন করাটা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামক ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীসংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করার জন্য নির্বাচিত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তখন নির্বাচিত সেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীসংঘকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। এরপর উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুগণের পদ বন্দনা করে উৎকুটিকভাবে বসে, দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলতে হবে : আর্যগণ, দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত ভুল-ত্রুটি বিষয়ে ভিক্ষুণীসংঘ ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করতেছে। আর্য ভিক্ষুসংঘ, দৃষ্ট, শ্রুত কিংবা অনুমিত এমন কোনো ত্রুটি ভিক্ষুণীসংঘ করে থাকলে তা অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষুণীসংঘকে বলুন। নিজেদের মধ্যে কথিত ত্রুটি দেখলে আমরা তার প্রতিকার করব। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার, আর্যগণ, দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত ভুল-ত্রুটি বিষয়ে ভিক্ষুণীসংঘ ভিক্ষুসংঘের কাছে প্রবারণা করতেছে। আর্য ভিক্ষুসংঘ, দৃষ্ট, শ্রুত কিংবা অনুমিত এমন কোনো ত্রুটি ভিক্ষুণীসংঘ করে থাকলে তা অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষুণীসংঘকে বলুন। নিজেদের মধ্যে কথিত ত্রুটি দেখলে আমরা তার প্রতিকার করব।

৪২৮. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুগণের উপোসথ স্থগিত করতে লাগলেন, প্রবারণা স্থগিত করতে লাগলেন; উপদেশাদি শুনাতে লাগলেন, নিন্দা করতে লাগলেন, আদেশ দিতে লাগলেন, দোষারোপ করতে লাগলেন,

দোষ স্মরণ করাতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুগণের উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না। স্থগিত করলেও স্থগিত হবে না। স্থগিতকারীর দুক্কট অপরাধ হবে। প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না। স্থগিত করলেও স্থগিত হবে না। স্থগিতকারীর দুক্কট অপরাধ হবে। উপদেশাদি শুনাতে পারবে না। শুনালেও শুনানো হবে না। শুনানোকারীর দুক্কট অপরাধ হবে। নিন্দা করতে পারবে না। নিন্দা করলেও নিন্দা বলে গণ্য হবে না, নিন্দাকারীর দুক্কট অপরাধ হবে। আদেশ দিতে পারবে না, আদেশ দিলেও আদেশ হিসেবে গণ্য হবে না, আদেশ প্রদানকারীর দুক্কট অপরাধ হবে। দোষারোপ করতে পারবে না, দোষারোপ করলেও দোষারোপ হিসেবে গণ্য হবে না, দোষারোপকারীর দুক্কট অপরাধ হবে। দোষ স্মরণ করাতে পারবে না, দোষ স্মরণ করালেও দোষ স্মরণ করা হিসেবে গণ্য হবে না, দোষ স্মরণকারীর দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণের উপোসথ স্থগিত করতে লাগলেন, প্রবারণা স্থগিত করতে লাগলেন; উপদেশাদি শুনাতে লাগলেন, নিন্দা করতে লাগলেন, আদেশ দিতে লাগলেন, দোষারোপ করতে লাগলেন, দোষ স্মরণ করাতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে, স্থগিত করলে তা যথার্থ স্থগিত হবে, স্থগিতকারীর অপরাধ হবে। প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে, স্থগিত করলে তা যথার্থ স্থগিত হবে, স্থগিতকারীর অপরাধ হবে না। উপদেশাদি শুনাতে পারবে, উপদেশাদি শুনালে তা যথার্থ শুনানো হবে, যে শোনায় তার অপরাধ হবে না। নিন্দা করতে পারবে, নিন্দা করলে তা যথার্থ নিন্দা হবে, নিন্দাকারীর অপরাধ হবে না। আদেশ করতে পারবে, আদেশ করলে তা যথার্থ আদেশ হবে, আদেশকারীর অপরাধ হবে না। দোষারোপ করতে পারবে, দোষারোপ করলে তা যথার্থ দোষারোপ হবে, দোষারোপকারীর অপরাধ হবে না।

৪২৯. সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ যানে আরোহণ করে চলাচল করত। যেমন—পুরুষ চালিত গাভী শকটে আরোহণ করত, মহিলা চালিত ষাঁড় শকটে আরোহণ করত। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন গঙ্গার মহাক্রীড়া। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ যানে আরোহণ করে যাতায়াত করতে পারবে না। যে করবে, তাকে ধর্মানুসারে

প্রতিকার করতে হবে।

সেই সময় জনৈকা ভিক্ষুণী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পায়ে হেঁটে চলাচল করতে অসমর্থ হলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অসুস্থ ভিক্ষুণী যানে আরোহণ করতে পারবে। তখন ভিক্ষুণীগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—স্ত্রীযুক্ত যানে আরোহণ করতে হবে নাকি পুরুষযুক্ত যানে আরোহণ করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্ত্রীযুক্ত হোক কিংবা পুরুষযুক্ত হোক, হাতে টানা যানে আরোহণ করবে।

সেই সময় জনৈকা ভিক্ষুণী যানের ঝাঁকুনিতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, শিবিকা এবং পালকিতে আরোহণ করবে।

৪৩০. সেই সময় আঢ্যকাশী নামক গণিকা ভিক্ষুণীগণের কাছে প্রব্রজিতা হন। 'ভগবানের সকাশে উপসম্পদা গ্রহণ করব' এই ভেবে তিনি শ্রাবস্তীতে যেতে ইচ্ছুক হলেন। ধূর্তের শুনতে পেল যে, আঢ্যকাশী গণিকা নাকি শ্রাবস্তীতে গমনেচ্ছু হয়েছেন। ফলে তারা রাস্তায় অবস্থান নিল। এদিকে আঢ্যকাশীও শুনতে পেলেন, ধূর্তেরা নাকি (তাকে ধরার জন্য) রাস্তায় অবস্থান নিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি ভগবানের কাছে দূত প্রেরণ করলেন এই বলে, "ভন্তে, আমি উপসম্পদা লাভ করতে ইচ্ছুক। এখন আমাকে কী করতে হবে?" তখন ভগবান এ বিষয়ে, এ কারণে ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করবে।

তখন ভিক্ষু দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করতে লাগলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না। যে উপসম্পদা প্রদান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। শিক্ষামানা দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করতে... শ্রামণের দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান... শ্রামণেরী দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান... অজ্ঞ, অদক্ষ দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, অজ্ঞ, অদক্ষ দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে না। যে উপসম্পদা প্রদান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করবে।

সেই ভিক্ষুণী-দূত সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে

ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করবে। এরপর উৎকুটিকভাবে বসে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে : আর্যগণ, অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। তিনি একপক্ষ (ভিক্ষুণীসংঘ) হতে উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ আছেন। তিনি কোনো অন্তরায়কর বিষয়ের অধীন নন। আর্যগণ, অমুক নামক নারী সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রদানের প্রার্থনা করছেন। আর্য সংঘ, অনুগ্রহপূর্বক তাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয়বার, আর্যগণ, অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। তিনি একপক্ষ (ভিক্ষুণীসংঘ) হতে উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ আছেন। তিনি কোনো অন্তরায়কর বিষয়ের অধীন নন। আর্যগণ, অমুক নামক নারী সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রদানের প্রার্থনা করছেন। আর্য সংঘ, অনুগ্রহপূর্বক তাকে উদ্ধার করুন। তৃতীয়বার, আর্যগণ, অমুক নামক নারী অমুক নামক আর্যার কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন। তিনি একপক্ষ (ভিক্ষুণীসংঘ) হতে উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ আছেন। তিনি কোনো অন্তরায়কর বিষয়ের অধীন নন। আর্যগণ, অমুক নামক নারী সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রদানের প্রার্থনা করছেন। আর্য সংঘ, অনুগ্রহপূর্বক তাকে উদ্ধার করুন।

এরপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য হতে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন।

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক নারী অমুক নামক ভিক্ষুণীর কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন; আর একপক্ষ হতে উপসম্পদা প্রাপ্তা হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ রয়েছেন। তিনি কোনো অন্তরায়কর বিষয়ের অধীন নন। এখন তিনি অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে সংঘর কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামক নারীকে অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন অমুক নামক নারী অমুক নামক ভিক্ষুণীর কাছে উপসম্পদা প্রার্থিনী হয়েছেন; আর একপক্ষ হতে উপসম্পদা প্রাপ্তা হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ রয়েছেন। তিনি কোনো অন্তরায়কর বিষয়ে অধীন নন। এখন তিনি অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রদানের প্রার্থনা করছেন। সংঘও অমুক নামক নারীকে অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান

করতেছেন। যেই আয়ুষ্মাণ অমুক নামক নারীকে অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করাটা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশা করতে পারেন।

এই বিষয়ে আমি দ্বিতীয়বার বলছি... এই বিষয়ে আমি তৃতীয়বার বলছি। ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন অমুক নামক নারী অমুক নামক ভিক্ষুণীর কাছে উপসম্পদা প্রার্থিণী হয়েছেন; আর একপক্ষ হতে উপসম্পদা প্রাপ্তা হয়েছেন। ভিক্ষুণীসংঘের কাছে বিশুদ্ধ রয়েছেন। তিনি কোনো অন্তরায়কর বিষয়ে অধীন নন। এখন তিনি অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রদানের প্রার্থনা করছেন। সংঘও অমুক নামক নারীকে অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করতেছেন। যেই আয়ুষ্মাণ অমুক নামক নারীকে অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করাটা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশা করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামক নারীকে অমুক নামক ভিক্ষুণীর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা প্রদান করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তখন সময় নির্ধারণ করণার্থে ছায়া মেপে নিবে, ঋতুর নাম উল্লেখ করবে, দিনের ভাগ উল্লেখ করবে, সঙ্গীতি বলে দিবে। ভিক্ষুণীকে তিন প্রকার নিশ্রয়ের কথা ও আট প্রকার অকরণীয়ের কথা বলে দিবে।

৪৩১. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ অরণ্যে বাস করতে লাগলেন। এতে ধূর্তেরা তাদের দূষিত করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ অরণ্যে বাস করতে পারবে না। যেই ভিক্ষুণী বাস করতে, আর তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক উপাসক ভিক্ষুণীসংঘের উদ্দেশ্যে কুঁড়েঘর দান করলেন। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কুঁড়েঘর ব্যবহার করবে। কুঁড়েঘরে স্থান সংকুলান হলো না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গৃহ ব্যবহার করবে। গৃহে স্থান সংকুলান হলো না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নতুন গৃহ নির্মাণ করবে। নতুনগৃহেও স্থান সংকুলান হলো না। ভগবানকে

এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ব্যক্তিগতভাবে গৃহ প্রস্তুত করবে।

৪৩২. সেই সময় জনৈক নারী সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় ভিক্ষুণীর মধ্যে প্রব্রজিতা হন। প্রব্রজিতা হবার পর তার সন্তান প্রসব হলো। তখন সেই ভিক্ষুণীর মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো–আমি এই বালককে কী করব? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, যতদিন বালকটি বড় না হয়, ততদিন পালন করবে।

তখন সেই ভিক্ষুণীর মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—আমার পক্ষে একাকী থাকা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে অন্য ভিক্ষুণীরাও এই বালকের সঙ্গে থাকতে পারছে না। এমতাবস্থায় আমি কী করব? ভগবানকে এই বিষয়টি জানলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য কোনো এক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করবে। ভিক্ষুণীগণ, এভাবে মনোনীত করবে :

প্রথমে ভিক্ষুণীর মত নিবে। এরপর উপস্থিত ভিক্ষুণীসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রস্তাবনা স্থাপন : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার সংঘ জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করতেছেন। যেই আর্যা অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিণী হবার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করাটা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

তখন সেই সঙ্গিনী ভিক্ষুণীর মনে এই চিন্তা উদয় হলো—আমি এই বালকের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করব? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, গৃহবাসী পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করা হয়, সেই বালকের সঙ্গেও সেরূপই আচরণ করবে।

৪৩৩. সেই সময় জনৈকা ভিক্ষুণী মানত্ত ব্রত পালন করতে হয় মতন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়। তখন সেই ভিক্ষুণীর মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—আমার পক্ষে একাকী থাকা সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে অন্য ভিক্ষুণীও আমার সঙ্গে থাকতে পারছেন না। এখন আমি কী করব? ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, সেই ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য একজন ভিক্ষুণীকে মনোনীত করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবে মনোনীত করবে।

প্রথমে ভিক্ষুণীর মত নিবে। এরপর ভিক্ষুণীসংঘের মধ্য থেকে একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে জ্ঞাপন করবে :

প্রস্তাবনা স্থাপন : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের এখন উচিত বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করছেন। যেই আর্যা অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক অমুক নামক ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নামক ভিক্ষুণীকে মনোনীত করা হলো। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

৪৩৪. সেই সময় জনৈকা ভিক্ষুণী শিক্ষাপদ পরিত্যাগ করে গৃহী হয়ে গেল। সে পুনঃ প্রত্যাগমন করে ভিক্ষুণীগণের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীর শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যাত বলে কিছুই নেই। যখনই সে গৃহী হয়ে গেছে, তখন হতেই সে ভিক্ষুণীর মধ্যে গণ্য নয়।

সেই সময় জনৈকা ভিক্ষুণী নিজের আবাস হতে তীর্থিকাশ্রমে চলে গেল। সে পুনঃ প্রত্যাগমন করে ভিক্ষুণীগণের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সংকোচবশত পুরুষের অভিবাদন গ্রহণ করতে এবং পুরুষ দিয়ে কেশচ্ছেদন, নখচ্ছেদন ও ব্রণে ওষুধ দিতে সম্মত হতেন না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীগণ সম্মত হবে।

৪৩৫. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ আসনবদ্ধ হয়ে বসে পাঞ্চির স্পর্শসুখ অনুভব করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয়টি জানলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ আসনবদ্ধ হয়ে বসতে পারবে না। যে বসবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আসনবদ্ধ হয়ে বসা ব্যতিরেকে তার স্বস্তিবোধ হতো না। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ভিক্ষুণীগণ অর্ধবদ্ধাসনে উপবেশন করবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ যেই পায়খানা ঘরে মল ত্যাগ করত, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ সেখানেই গর্ভপাত করত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ পায়খানা ঘরে মল ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, নিম্নে অনাবৃত কিন্তু ওপরে আবৃত এমন স্থানে মল ত্যাগ করবে।

৪৩৬. সেই সময় ভিক্ষুণীগণ সুগন্ধী চূর্ণ দিয়ে স্নান করতে লাগল। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগিণী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ সুগন্ধি চূর্ণ দিয়ে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার দুক্কট অপরধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, কুঁড়া ও মৃত্তিকা দিয়ে স্নান করবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ সুগন্ধিযুক্ত মৃত্তিকা দিয়ে স্নান করতে লাগল। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগিণী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ সুগন্ধিযুক্ত মৃত্তিকা দিয়ে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, প্রকৃতিগত মৃত্তিকা বা স্বাভাবিক মৃত্তিকা দিয়ে স্নান করবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ, স্নানঘরে স্নান করার সময় কোলাহল সৃষ্টি হলো। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ স্নানঘরে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ স্রোতের প্রতিকূলে (দাঁড়িয়ে) স্নান করে আর স্রোতধারার স্পর্শসুখ অনুভব করত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন।

ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্নান করতে পারবে না। যে করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ অযোগ্য ঘাটে (অতিত্থে) গিয়ে স্নান করতে লাগল। এতে ধূর্তেরা বলৎকার করত। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ অযোগ্য ঘাটে গিয়ে স্নান করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ পুরুষলোকের স্নান-স্থান দিয়ে স্নান করতে লাগল। সেটা দেখে জনসাধারণ অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, যেন কামভোগিণী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয়টি জানালেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ পুরুষতীর্থ দিয়ে স্নান করতে পারবে না। যে করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, স্ত্রীলোকের স্নান স্থানে গিয়ে স্থান করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ভিক্ষুণী অধ্যায় সমাপ্ত।

১১. পঞ্চশতিকা অধ্যায়

১. সঙ্গীতির উৎপত্তি

৪৩৭. তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, বন্ধুগণ, আমি একসময় পাঁচশত সংখ্যক মহা ভিক্ষুসংঘকে সঙ্গে নিয়ে পাবা এবং কুশীনারার মধ্যবর্তী রাস্তা ধরে দীর্ঘ পথব্রজে রত ছিলাম। একপর্যায়ে আমি রাস্তা হতে নেমে একটি বৃক্ষের মূলে বসে পড়লাম। সেই সময় জনৈক আজীবক কুশীনারা হতে মন্দার পুষ্প হাতে করে পাবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি দূর থাকতেই দেখতে পেলাম তাকে। দেখে সেই আজীবককে এরূপ বললাম, বন্ধু, আমাদের শাস্তার সংবাদ জানেন কি? হ্যাঁ বন্ধু, জানি। আজ সাত দিন হলো, শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ প্রাপ্তি হয়েছে। তথা হতেই আমি এই মন্দার পুষ্প এনেছি। বন্ধুগণ, সেখানে যেসব ভিক্ষু অবীতরাগ ছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাহু প্রসারিত করে কাঁদতে লাগলেন; ছিন্ন বৃক্ষবৎ পড়ে গেল; মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ভগবান অতি শীঘ্রই পরিনির্বাণ লাভ করলেন! সুগত অতি শীঘ্রই পরিনির্বাণ লাভ করলেন! অতি শীঘ্রই জগতের আলো অন্তর্হিত হয়েছেন! বলতে লাগলেন বার বার। যেসব ভিক্ষু বীতরাগ ছিলেন, তারা স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের সঙ্গে সহ্য করলেন এই ভেবে যে, 'সংস্কার মাত্রেই অনিত্য, সেটার অন্যথা হবে কীরূপে?'

বন্ধুগণ, আমি তখন সেই ভিক্ষুগণকে বললাম, বন্ধুগণ, শোক করো না। বিলাপ করো না। ভগবান কী পূর্বেই বলেননি যে, সমস্ত প্রিয়, মনোজ্ঞ বস্তু হতে বিচ্ছেদ, বিচ্যুত, পৃথক তথা বিচ্ছিন্ন হতে হয়। তবে এটা কী করে সম্ভব যে যা জাত, উৎপন্ন, গঠিত ও ধ্বংসশীল; সেটা বিনাশ হবে না? এটা তো অসম্ভব।

বন্ধুগণ, সেই সময় বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত সুভদ্র নামক ভিক্ষু সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন সেই সুভদ্র ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধুগণ, শোক করো না, বিলাপ করো না। সেই মহাশ্রমণ হতে আমরা মুক্তি পেয়েছি। 'এটা তোমাদের উপযুক্ত, এটা তোমাদের অনুপযুক্ত' এবাক্যে আমরা সর্বদা উপদ্রুত হতাম। এখন হতে আমাদের যা ইচ্ছা হয় তা করব, যা ইচ্ছা হয় না, তা করব না। কাজেই বন্ধুগণ, চলুন আমরা ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন (আবৃত্তি) করি। আগামীতে অধর্ম প্রকটিত হচ্ছে, ধর্ম বাধাগ্রস্ত

(সংকচিত) হচ্ছে। অবিনয় প্রকটিত হচ্ছে, বিনয় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অধর্মবাদী শক্তিশালী হচ্ছে, ধর্মবাদী দুর্বল হচ্ছে। অবিনয়বাদী শক্তিশালী হচ্ছে, বিনয়বাদী দুর্বল হচ্ছে।

তাহলে ভন্তে, স্থবির ভিক্ষু মনোনীত করুন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ চারশত নিরানব্বই জন অর্হৎ ভিক্ষু মনোনীত করলেন। (উপস্থিত) ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে বললেন, ভন্তে, এই আয়ুষ্মান আনন্দ যদিও বা শৈক্ষ্য হয়ে থাকেন, তবুও তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়ের বশীভূত হবার পাত্র নন। অধিকন্তু তিনি ভগবানের অনেক ধর্ম (সূত্র) ও বিনয় অবগত হয়েছেন। অতএব ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দকেও মনোনীত করুন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকেও মনোনীত করলেন।

তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—আমরা কোথায় ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করব? ঠিক তখনি তাদের মনে উদয় হলো—রাজগৃহ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য উপযোগী স্থান। সেখানে বহু শয্যাসনও রয়েছে। বেশ, আমরা রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করব। তবে অন্য কোনো ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করতে পারবে না।

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

৪৩৮. **প্রস্তাবনা স্থাপন :** সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে সংঘ রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করার জন্য এই পাঁচশত ভিক্ষুকে মনোনীত করতে পারেন। তখন অন্য কোনো ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করতে পারবে না। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করার জন্য এই পাঁচশত ভিক্ষুকে মনোনীত করছেন। অপরদিকে এই রাজগৃহে অন্য কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন করতে পারবে না। যেই আয়ুষ্মান রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করার জন্য এই পাঁচশত ভিক্ষুকে মনোনীত করাটা এবং এই রাজগৃহে অন্য কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন করতে না পারাটা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ কর্তৃক এই পাঁচশত ভিক্ষুকে রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করার জন্য মনোনীত এবং রাজগৃহে অন্য কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন না করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এতে উপস্থিত

ভিক্ষুসংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করার জন্য রাজগৃহে গমন করলেন। তখন তাঁদের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—বন্ধুগণ, ভগবান জীর্ণ সংস্কার প্রশংসা করতেন। সুতরাং আমরা প্রথম মাস জীর্ণ সংস্কার করব, দ্বিতীয় মাসে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করব। স্থবির ভিক্ষুগণ প্রথম মাস জীর্ণ সংস্কার করলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ 'আগামীকাল সম্মিলন হবে, শৈক্ষ্য অবস্থায় সম্মিলনে যোগদান করা উচিত হবে না' ভেবে গভীর রাত পর্যন্ত কায়গতানুস্মৃতিতে অতিবাহিত করলেন। রাত শেষে প্রত্যুষে 'শয়ন করব' ভেবে ভূমিতল হতে পদদ্বয় উঠাচ্ছেন, দেহ বিছানায় হেলে পড়ছে ও বালিশে মাথা স্পর্শ হচ্ছে এমন অবস্থায় তাঁর চিত্ত অনাসক্ত, যাবতীয় আস্রব হতে বিমুক্ত হলো।

৪৩৯. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ অর্হৎ হয়ে সঙ্গায়নে উপস্থিত হলেন। অমনি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মান উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করব।

আয়ুষ্মান উপালি সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব।

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু উপালি, ভগবান প্রথম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন? ভন্তে, বৈশালীতে। কাকে উপলক্ষ করে? ভন্তে, কলন্দক পুত্র সুদিন্নকে উপলক্ষ করে। কী বিষয়ে? মৈথুন সেবন বিষয়ে। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে প্রথম পারাজিকার বিষয়, উৎপত্তিকথা, পুদ্গল, প্রজ্ঞাপ্ত, অনুপ্রজ্ঞাপ্ত (সংশোধন), অপরাধ, নিরাপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

বন্ধু উপালি, দ্বিতীয় পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন? ভন্তে, রাজগৃহে। কাকে উপলক্ষ করে? কুম্ভকার পুত্র ধনিয়কে উপলক্ষ করে। কী বিষয়ে? অদত্ত দান বিষয়ে। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে দ্বিতীয় পারাজিকার বিষয়, উৎপত্তি-কথা, পুদ্গল, প্রজ্ঞাপ্ত, অনুপ্রজ্ঞাপ্ত, অপরাধ, নিরাপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

বন্ধু উপালি, তৃতীয় পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন? ভন্তে,

বৈশালীতে। কাকে উপলক্ষ করে? বহুসংখ্যক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে। কী বিষয়ে? নরহত্যা বিষয়ে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে তৃতীয় পারাজিকার বিষয়, উৎপত্তিকথা, পুদ্গল, প্রজ্ঞাপ্ত, অনুপ্রজ্ঞাপ্ত, অপরাধ ও নিরাপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

বন্ধু উপালি, চতুর্থ পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন? ভন্তে, বৈশালীতে। কাকে উপলক্ষ করে? বগ্‌গুমুদা নদীর তীরবাসী ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কী বিষয়ে? অলৌকিক শক্তি ও লোকোত্তর ধর্ম লাভ বিষয়ে। এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে চতুর্থ পারাজিকার বিষয়, উৎপত্তিকথা, পুদ্গল, প্রজ্ঞাপ্ত, অনুপ্রজ্ঞাপ্ত, অপরাধ ও নিরাপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। এই উপায়ে উভয়-বিভঙ্গ (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ), বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আয়ুষ্মান উপালি জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলোর উত্তর প্রদান করলেন।

৪৪০. তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত মনে হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান আনন্দকে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করব।

আয়ুষ্মান আনন্দ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত মনে হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব।

এবার আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু আনন্দ, ভগবান ব্রহ্মজাল সূত্র কোথায় ভাষণ করেছিলেন? ভন্তে, রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী আম্র লট্‌ঠিক রাজ-উদ্যানে। কাকে উপলক্ষ করে? সুপ্রিয় পরিব্রাজক ও ব্রহ্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণ যুবককে উপলক্ষ করে। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে ব্রহ্মজালের উৎপত্তি-কথা, পুদ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

বন্ধু আনন্দ, শ্রামণ্যফল সূত্র কোথায় ভাষণ করেছিলেন? ভন্তে, রাজগৃহে জীবকের আম্রকাননে। কার সঙ্গে বা কাকে উপলক্ষ করে? বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুকে উপলক্ষ করে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রামণ্যফল সূত্রের উৎপত্তিকথা, পুদ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। এই নিয়মে পঞ্চম নিকায় সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলোর উত্তর প্রদান করলেন।

২. ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ বিষয়ক কথা

৪৪১. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, ভন্তে, ভগবান পরিনির্বাণের সময় আমাকে এরূপ বলেছেন, আনন্দ, সংঘ ইচ্ছা করলে আমার অবর্তমানে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ রহিত করতে পারবে। বন্ধু আনন্দ, আপনি কী ভগবানের কাছে জিজ্ঞেস করেছেন, ভন্তে, কোন কোনগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ? না ভন্তে, আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করিনি, ভন্তে, কোন কোনগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ? তখন কোনো কোনো স্থবির বললেন, চার প্রকার পারাজিকা বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ। কোনো কোনো স্থবির বললেন, চার প্রকার পারাজিকা, তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ। কোনো কোনো স্থবির বললেন, চার প্রকার পারাজিকা, তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ, দুই প্রকার অনিয়ত বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ। কোনো কোনো স্থবির বললেন, চার প্রকার পারাজিকা, তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ, দুই প্রকার অনিয়ত, ত্রিশ প্রকার নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয় বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ। কোনো কোনো স্থবির বললেন, চার প্রকার পারাজিকা, তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ, দুই প্রকার অনিয়ত, ত্রিশ প্রকার নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয় বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ। কোনো কোনো স্থবির বললেন, চার প্রকার পারাজিকা, তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ, দুই প্রকার অনিয়ত, ত্রিশ প্রকার নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয়, বিরানব্বই প্রকার পাচিত্তিয়, চার প্রকার প্রতিদেশনীয় বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ।

৪৪২. অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

প্রস্তাবনা স্থাপন : সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের শিক্ষাপদগুলো গৃহীগতও রয়েছে। গৃহীরা জানে যে, 'এটা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের বিহিত, এটা অবিহিত'। এখন আমরা যদি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো বাদ দিই, তাহলে লোকে বলবে, ধূম্রকাল (শ্মশানে শবদাহ কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত) পর্যন্ত শ্রমণ গৌতম শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদের প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। এঁদের শাস্তা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এঁরা শিক্ষাপদ পালন করেছিলেন। যখন এঁদের শাস্তা পরিনির্বাণ লাভ করলেন, তখন এঁরা সংঘ অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপ্ত করবেন না। প্রজ্ঞাপ্তকে রহিত করবেন না। যথা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদগুলো প্রতিপালন করবে। এটা প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের শিক্ষাপদগুলো গৃহীগতও রয়েছে। গৃহীরা জানে যে, 'এটা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের বিহিত, এটা অবিহিত'। এখন আমরা যদি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো বাদ দিই, তাহলে লোকে বলবে, ধূম্রকাল পর্যন্ত শ্রমণ গৌতম শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদের প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। এঁদের শাস্তা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এঁরা শিক্ষাপদ পালন করেছিলেন। যখন এঁদের শাস্তা পরিনির্বাণ লাভ করলেন, তখন এঁরা শিক্ষাপদ পালন করছেন না। সংঘ অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপ্ত করছেন না, প্রজ্ঞাপ্তকে রহিত করছেন না। যথা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদগুলো প্রতিপালন করবে। যেই আয়ুষ্মান অপ্রজ্ঞাপ্তকে অপ্রজ্ঞাপ্ত, প্রজ্ঞাপ্তকে অরহিত এবং যথা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদগুলো প্রতিপালন করাটা উচিত মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। যিনি উচিত বলে মনে না করেন, তিনি স্বীয় বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা : সংঘ অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপ্ত করছেন না, প্রজ্ঞাপ্তকে রহিত করছেন না এবং যথা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদগুলো প্রতিপালন করবে। এতে উপস্থিত সংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

৪৪৩. তখন স্থবির ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, বন্ধু আনন্দ, তুমি কোন কোনগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ হবে, সেটা ভগবানের কাছে জিজ্ঞেস করনি। এটা তোমার অন্যায় হয়েছে। কাজেই তুমি সেই অন্যায় স্বীকার কর। ভন্তে, কোন কোনগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ হবে, তা আমি ভুলবশত ভগবানকে জিজ্ঞেস করিনি। আমি এতে কোনো অন্যায় দেখছি না। তবুও আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক আমি তা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।

বন্ধু আনন্দ, তুমি ভগবানের স্নানবস্ত্র পায়ে মাড়িয়ে সেলাই করেছ। এটা তোমার অন্যায় হয়েছে। কাজেই তুমি সেই অন্যায় স্বীকার কর। ভন্তে, আমি অগৌরববশে ভগবানের স্নানবস্ত্র পায়ে মাড়িয়ে সেলাই করিনি। আমি এতে কোনো অন্যায় দেখছি না। তবুও আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক আমি তা অন্যায় বলে স্বীকার করছি।

বন্ধু আনন্দ, তুমি প্রথমে নারী দ্বারা ভগবানের দেহ বন্দনা করিয়েছ। সেই কান্নারত নারীদের অশ্রুতে ভগবানের দেহ সিক্ত হয়েছিল। এটা তোমার অন্যায় হয়েছে। কাজেই তুমি সেই অন্যায় স্বীকার কর। ভন্তে, আমি 'বিকাল না হোক' ভেবে প্রথমে নারী দ্বারা ভগবানের দেহ বন্দনা করিয়েছি।

এতে আমি কোনো অন্যায় দেখছি না। তবুও আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক আমি তা অন্যায় বলে স্বীকার করছি।

বন্ধু আনন্দ, তুমি ভগবানের প্রকাশ্য ইঙ্গিত ও মন্তব্য করা সত্ত্বেও ভগবানকে প্রার্থনা করনি যে, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের জনমানবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক এবং দেব-মানবের অর্থ-হিত-সুখের জন্য ভগবান! কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করুন। সুগত, কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করুন। এটা তোমার অন্যায় হয়েছে। কাজেই তুমি সেই অন্যায় স্বীকার কর। ভন্তে, মার আমার চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় আমি ভগবানকে প্রার্থনা করিনি যে, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের জনমানবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক এবং দেব-মানবের অর্থ-হিত-সুখের জন্য ভগবান! কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করুন। সুগত, কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করুন। এতে আমি কোনো অন্যায় দেখছি না। তবুও আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক আমি তা অন্যায় বলে স্বীকার করছি।

বন্ধু আনন্দ, তুমি তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীর প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য আগ্রহশীল ছিলে। এটা তোমার অন্যায় হয়েছে। কাজেই তুমি সেই অন্যায় স্বীকার কর। ভন্তে, মহাপ্রজাপতি ভগবানের মাসি, (ভগবানকে) শিশুকাল হতে পালনকারিণী, রক্ষাকারিণী, (ভগবানের) মাতা মৃত্যুর পর মাতৃদুগ্ধ প্রদানকারিণী এসব ভেবে আমি তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীর প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য আগ্রহশীল ছিলাম। আমি এতে কোনো অন্যায় দেখছি না। তবুও আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক আমি তা অন্যায় বলে স্বীকার করছি।

৪৪৪. সেই সময় আয়ুষ্মান পুরাণ পাঁচশতজন মহতী ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে দক্ষিণাগিরিতে পদব্রজে বিচরণ করতে লাগলেন। স্থবির ভিক্ষুগণের ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন সমাপ্ত হবার পর আয়ুষ্মান পুরাণ দক্ষিণাগিরিতে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করে রাজগৃহের বেণুবন কলন্দকনিবাপে এসে স্থবির ভিক্ষুগণের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণের সঙ্গে প্রীত্যালাপ, কুশল বিনিময়াদি করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পুরাণকে স্থবির ভিক্ষুগণ এরূপ বললেন, বন্ধু পুরাণ, স্থবির ভিক্ষুগণ ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করেছেন। সুতরাং তুমিও সঙ্গায়ন মেনে নাও। আয়ুষ্মান পুরাণ বললেন, বন্ধুগণ, স্থবিরগণ ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করে অবশ্যই ভালো করেছেন। তবে আমি ভগবানের সাক্ষাতে যেভাবে শুনেছি, যেভাবে প্রতিগ্রহণ করেছি, সেভাবেই ধারণ তথা আচরণ করব।

৩. ব্রহ্মদণ্ড

৪৪৫. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন, ভন্তে, ভগবান পরিনির্বাণকালে আমাকে বলেছেন, 'আনন্দ, আমার অবর্তমানে সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদানের অনুজ্ঞা করবে'। বন্ধু আনন্দ, তুমি কি ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছ যে, ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড কী রকম? হ্যাঁ ভন্তে। আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছি, ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড কী রকম? ভগবান বলেছেন, আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষু যা ইচ্ছা করে তা বলুক। ভিক্ষুগণ ছন্ন ভিক্ষুকে কিছুই বলবে না, কোনো উপদেশ দিবে না, কোনো অনুশাসন করবে না। বন্ধু আনন্দ, তাহলে তুমি ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা প্রদান কর। ভন্তে, আমি কী করে ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা দিব? সে তো ক্রোধী, ভীষণ কর্কশভাষী। তাহলে বন্ধু আনন্দ, তুমি বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করে নিয়ে যাও। 'ভন্তে, এরূপই হোক' বলে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁচশত জনবিশিষ্ট মহতী ভিক্ষুসংঘ নিয়ে নৌকাযোগে স্রোতের প্রতিকূলে কৌশাম্বী গমন করলেন।

নৌকা হতে নেমে আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুসংঘসহ রাজা উদয়নের রাজোদ্যানের কাছে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। সেই সময় রাজা উদয়ন রানিসহ উদ্যান ভ্রমণ করতেছেন। রাজা উদয়নের রানি শুনতে পেলেন যে, আমাদের আচার্য আর্য আনন্দ নাকি উদ্যানের কাছে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রয়েছেন। তখন রানি রাজা উদয়নকে বললেন, দেব, আমাদের আচার্য আর্য আনন্দ নাকি উদ্যানের কাছে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রয়েছেন। আমরা আর্য আনন্দকে দর্শন করতে ইচ্ছা করছি। রাজা উদয়ন বললেন, তাহলে তোমরা শ্রমণ আনন্দকে দর্শন করতে পার।

অতঃপর রাজা উদয়নের রানি আয়ুষ্মান আনন্দের সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট রাজা উদয়নের রানিকে আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্মদেশনায় উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, প্রফুল্লিত ও পরিতৃপ্ত করলেন। তখন রাজা উদয়নের রানি উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, প্রফুল্লিত ও পরিতৃপ্ত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে পাঁচশত উত্তরাসঙ্গ দান করলেন। এরপর রানি আয়ুষ্মান আনন্দের ধর্মদেশনা অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রদ্ধাভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করে রাজা উদয়নের কাছে গেলেন। রাজা উদয়ন দূর হতেই রানিকে আসতে দেখলেন। রানিকে বললেন,

তোমরা শ্রমণ আনন্দকে দর্শন পেয়েছ কি? হ্যাঁ দেব, আমরা আর্য আনন্দকে দর্শন পেয়েছি। তোমরা কি শ্রমণ আনন্দকে কিছু প্রদান করেছ? হ্যাঁ দেব। আমরা আর্য আনন্দকে পাঁচশত উত্তরাসঙ্গ দান করেছি। তখন রাজা উদয়ন অসন্তোষ, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কেন শ্রমণ আনন্দ বহুসংখ্যক চীবর গ্রহণ করলেন। শ্রমণ আনন্দ কাপড়ের ব্যবসা করবেন কী? নাকি দোকান খুলবেন?

অনন্তর রাজা উদয়ন আয়ুষ্মান আনন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সঙ্গে প্রীত্যালাপ করলেন। কুশল বিনিময় ও সদ্ভাবসূচক বাক্যালাপ করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট রাজা উদয়ন আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, মহানুভব আনন্দ, আমাদের রানি এখানে এসেছেন কি? হ্যাঁ মহারাজ, রানি এখানে এসেছেন। মহানুভব আনন্দকে কী কিছু দিয়েছেন? হ্যাঁ মহারাজ, পাঁচশত উত্তরাসঙ্গ দিয়েছেন। মহানুভব আনন্দ, এই বহু চীবর কী করবেন? মহারাজ, যেসব ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হয়েছে, তাদের ভাগ করে দিব। মহানুভব আনন্দ, পুরাতন জীর্ণ চীবর কী করবেন? মহারাজ, তদ্বারা বিছানার চাদর তৈরি করব। মহানুভব আনন্দ, পুরাতন বিছানার চাদর কী করবেন? মহারাজ, তদ্বারা গদির কভার তৈরি করব। মহানুভব আনন্দ, পুরনো গদির কভার কী করবেন? মহারাজ, তদ্বারা ভূমিতে বিছাবার চাদর তৈরি করব। মহানুভব আনন্দ, পুরনো ভূমিতে বিছাবার চাদর কী করবেন? মহারাজ, তদ্বারা পাপোষ প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ, পুরনো পাপোষ কী করবেন? মহারাজ, তদ্বারা ধূলি মুছব। মহানুভব আনন্দ, পুরনো রজহরণী কী করবেন? মহারাজ, সেটা টুকরো টুকুরো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গৃহ লেপন করব।

অমনি রাজা উদয়নের মনে উদয় হলো—এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ তো সুবিজ্ঞের ন্যায় কাজ করেন; কিছুই বৃথা যেতে দেন না। এই ভেবে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে আরও পাঁচশত শ্বেতবস্ত্র দান করলেন। এই প্রকারে আয়ুষ্মান আনন্দের (জীবনে) প্রথমবার সহস্র চীবর লাভ হলো।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ঘোষিতারামে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। অমনি আয়ুষ্মান ছন্ন আয়ুষ্মান আনন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন জানিয়ে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ছন্নকে আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন, বন্ধু ছন্ন, সংঘ, তোমাকে ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা দিয়েছেন। ভন্তে আনন্দ, ব্রহ্মদণ্ড কী রকম? বন্ধু ছন্ন, তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার। ভিক্ষুগণ

তোমাকে কিচ্ছু বলবেন না। কোনো উপদেশ দিবেন না। অনুশাসন করবেন না। ভন্তে, আনন্দ, 'আমি তো এতে মরে গেলাম। যেহেতু ভিক্ষুগণ আমাকে আর কিচ্ছু বলবেন না। আমাকে কোনো উপদেশ দিবেন না, অনুশাসন করবেন না'। এরূপ বলে সেখানেই মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ছন্ন ব্রহ্মদণ্ডে দুঃখিত, লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে একাকী, নির্জনস্থানে অপ্রমত্ত, উদ্যমশীল এবং সংযমপরায়ণ হয়ে অবস্থান করে অচিরেই যেইজন্য কুলপুত্রগণ যথার্থভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করেন, সেই ব্রহ্মচর্যের চরমফল স্বয়ং ইহজীবনে সাক্ষাৎ করে অবস্থান করেন। তাঁর জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, ইহজীবনে করণীয় আর কিছুই নেই বলে অবগত হলেন। আয়ুষ্মান ছন্ন অর্হতের মধ্যে অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হলেন।

আয়ুষ্মান ছন্ন অর্হত্ত্ব লাভ করার পর আয়ুষ্মান আনন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আনন্দ, আমার ব্রহ্মদণ্ড প্রত্যাহার করে নিন। বন্ধু, ছন্ন, তুমি যখনই অর্হত্ত্ব লাভ করেছ, তখনই তোমার ব্রহ্মদণ্ড প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই বিনয় সঙ্গীতিতে অন্যূন অনধিক পাঁচশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তদ্ধেতু এই বিনয় সঙ্গীতিকে "পঞ্চশতিকা" বলা হয়।

পঞ্চশতিকা অধ্যায় সমাপ্ত।

১২. সপ্তশতিকা অধ্যায়

১. প্রথম পরিচ্ছেদ

৪৪৬. ভগবানের পরিনির্বাণের একশত বছর পর—সেই সময় বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ দশবস্তু তথা দশ প্রকার নিয়ম ভঙ্গ বিষয় প্রচার করছেন। যথা : ১) শৃঙ্গে পুরে লবণ জমা রাখা বিধেয়, ২) দুপুরের পর ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম করলেও আহার গ্রহণ করা বিধেয়, ৩) এখন গ্রামে গমন করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা বিধেয়, ৪) এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করা বিধেয়, ৫) পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাবো এই ভেবে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু দ্বারা বিনয়কর্ম করা বিধেয়, ৬) আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন বলে সেটা আচরণ করা বিধেয়, ৭) দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে অথচ এখন দধিত্বপ্রাপ্ত হয়নি। সেটা ভুক্ত প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত হিসেবে পান করা বিধেয়, ৮) যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানো হয়েছে, এখনো সুরায় পরিণত হয়নি। সেটা পান করা বিধেয়, ৯) ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার বিধেয়, ১০) সোনা, রূপা কিংবা টাকা স্পর্শ ও গ্রহণ বিধেয়।

সেই সময় কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ স্থবির বৃজিদেশ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে বৈশালী এসে পৌঁছলেন। অমনি কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৈশালীস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করতে লাগলেন। তখন বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ উপোসথ দিনে কাঁসার পাত্র জলপূর্ণ করে ভিক্ষুসংঘের মাঝখানে রাখলেন, আর আগত বৈশালীর উপাসকগণকে বলতে লাগলেন, বন্ধো, সংঘকে কার্ষাপণ (মুদ্রা), অর্ধ-কার্ষাপণ (অর্ধ মুদ্রা), পাদ (সিকি মুদ্রা), মাষা (এক আনার মুদ্রা) প্রদান কর, এতে সংঘের সামগ্রীর নিশ্চিত করবে।

বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ এরূপ বললে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৈশালীনিবাসী উপাসকগণকে বললেন, বন্ধো, সংঘকে মুদ্রা, অর্ধ-মুদ্রা, সিকি-মুদ্রা ও এক আনার মুদ্রা প্রদান করবে না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের সোনা, রূপা গ্রহণ বিধেয় নয়। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা, রূপা উপভোগ করেন না; গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি, সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা, রূপা বর্জন করেন। কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ এরূপ বলার

পরও বৈশালীনিবাসী উপাসকগণ মুদ্রা, অর্ধ-মুদ্রা, সিকি-মুদ্রা ও এক আনার মুদ্রা প্রদান করলেন।

বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ সেই রাতের শেষে সেই ভিক্ষাপ্রাপ্ত হীরক গণনা করে বিভাগ করলেন। অতঃপর তারা কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে বললেন, বন্ধু হীরকের এই অংশ আপনার। না বন্ধু, আমার হীরকের কোনো অংশ নেই। আমি হীরক উপভোগ করব না।

যশের ওপর প্রতিস্মরণীয় কর্ম

তখন বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ 'এই কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ ও তিরস্কার করতেছে; তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করে তুলতেছে। কাজেই আমরা তার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করব' এরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন। অমনি তার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করলেন। এমতাবস্থায় কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধুগণ, ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, প্রতিস্মরণীয় কর্ম করা ভিক্ষুকে অনুদূত প্রদান করবে। বন্ধুগণ, আমাকে একজন অনুদূত প্রদান করুন।

বৈশালীস্থ বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ একজন ভিক্ষুকে মনোনীত করে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে অনুদূত প্রদান করলেন। তখন আয়ুষ্মান যশ অনুদূতকে সঙ্গে নিয়ে বৈশালী নগরে প্রবেশ করলেন। বৈশালীবাসী উপাসকগণকে বলতে লাগলেন, হে আয়ুষ্মানগণ, আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি; অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

৪৪৭. বন্ধুগণ, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করতেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, চন্দ্র-সূর্যের চার প্রকার উপক্লেশ রয়েছে; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল তথা প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই প্রকার উপক্লেশ কী কী?

মেঘ চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। তুষার চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে

না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে ন। ধূম্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে ন। অসুরিন্দ্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে ন।

ভিক্ষুগণ, এরূপে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চার প্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই চার প্রকার উপক্লেশ কী কী?

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, মাদকদ্রব্য সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রথম উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মৈথুনধর্ম সেবন করে, মৈথুনধর্ম সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের দ্বিতীয় উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা সোনা-রূপা গ্রহণ করে, সোনা-রূপা গ্রহণ হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তৃতীয় উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মিথ্যাজীবিকা দ্বারা জীবন-যাপন করে, মিথ্যাজীবিকা হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চতুর্থ উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

বন্ধুগণ, ভগবান এরূপ বললেন। এটা বলার পর সুগত পুনঃ এরূপ বললেন :

"রাগ, হিংসায় উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
অবিদ্যার দাসরূপে করে থাকে অভিনন্দন।
নেশাদ্রব্য পান করে, মৈথুন প্রতিসেবন,

স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণে হয় ঘোর অজ্ঞান।
মিথ্যাজীবিকা অনুসরণে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
উপক্লেশ এসব, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের ভাষণ।
এসবে উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
প্রকাশিত, আলোকিত না-রে ধূম্র অজ্ঞান।
অবিদ্যা, তৃষ্ণার দাস হয় পুনর্জন্মচারী,
ধারণে পুনর্জন্ম তারা, শ্মশান বৃদ্ধিকারী।

হে আয়ুষ্মানগণ, এরূপ বলে আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি; অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

৪৪৮. বন্ধুগণ, একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করতেন। সেই সময় রাজার অন্তঃপুরে রাজপরিষদে সম্মিলিত জনতার মাঝে এই কথা আলোচিত হচ্ছিল :

শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা অবিহিত তথা অবিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করে থাকেন। সেই সময় মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে এরূপ বললেন, আর্যগণ, এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা বিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, সোনা-রূপা বর্জন করে থাকেন। বন্ধুগণ, মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে বুঝাতে সক্ষম হন।

মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে বুঝায়ে ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মণিচুড়ক গ্রামপতি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, রাজার অন্তঃপুরে রাজপরিষদে সম্মিলিত জনতার মাঝে এই কথা আলোচিত হচ্ছিল—শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা অবিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করে থাকেন। ভন্তে, এরূপ উক্ত হলে আমি সেই পরিষদকে বললাম, আর্যগণ, এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা বিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ

করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, তারা সোনা-রূপা হতে দূরে অবস্থান করেন। ভন্তে, আমি সেই পরিষদকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি।

ভন্তে, আমি এরূপ বলে ভগবানের পক্ষে যথার্থ বলেছি কি? মিথ্যা বলে ভগবানকে নিন্দা করিনি তো? ধর্মানুসারে বলেছি তো? এটা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হবে না তো? গৃহপতি, তুমি অবশ্যই এরূপ বলে সত্যকথা বলেছ, মিথ্যা বলে ভগবানকে নিন্দা করনি, ধর্মানুসারে বলেছ, এতে ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হবে না। হে গৃহপতি, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা বিধেয় নয়। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, তারা সোনা-রূপা হতে দূরে অবস্থান করেন।

গৃহপতি, সোনা-রূপা গ্রহণ করা যার পক্ষে বিধেয়, তার পক্ষে পঞ্চকামগুণও বিধেয়। পঞ্চকামগুণ যার পক্ষে বিধেয় হয়, নিশ্চিতরূপে জেনে নিও তা শ্রমণধর্ম কিংবা শাক্যপুত্রীয় ধর্ম নয়। গৃহপতি, আমি এরূপ বলতেছি, তৃণার্থী তৃণ, কাষ্ঠার্থী কাষ্ঠ, শকটার্থী শকট, পুরুষার্থী পুরুষ অন্বেষণ করবে, কিন্তু শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ কোনো প্রকারেই সোনা-রূপা উপভোগ কিংবা অন্বেষণ করতে পারবে না।

হে আয়ুষ্মানগণ, এরূপ বলে আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি, অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

৪৪৯. বন্ধুগণ, এক সময় ভগবান রাজগৃহে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে উপলক্ষ করে সোনা-রূপা গ্রহণ নিষিদ্ধের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন। আয়ুষ্মানগণ, এরূপ বলে আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি; অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

এরূপ বলা হলে বৈশালীবাসী উপাসকগণ কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে বললেন, ভন্তে, কাকন্দকপুত্র আর্য যশই একমাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। এরা সবাই অশাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। ভন্তে, কাকন্দকপুত্র আর্য যশ আপনি বৈশালীতে অবস্থান করুন। আমরা আপনাকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্যাদি

দান করতে উৎসুক হয়ে থাকব। তখন কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান বৈশালীবাসী উপাসকগণকে বুঝায়ে অনুদূত ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বিহারে ফিরে আসলেন। বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ অনুদূত ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৈশালীবাসী উপাসকগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কি? অনুদূত ভিক্ষু বললেন, বন্ধুগণ, উপাসকগণ (উল্টো) আমাদের প্রতি অন্যায়ভাবে বলেছেন যে, একমাত্র কাকন্দকপুত্র যশই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। আমরা সবাই অশাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। অতঃপর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আলোচনা করলেন, বন্ধুগণ, এই কাকন্দকপুত্র যশ আমাদের দ্বারা মনোনীত না হয়ে গৃহীদের বুঝিয়েছে তথা ধর্মদেশনা প্রদান করেছে। এই অপরাধে আমরা তার উৎক্ষেপণীয় কর্মের অনুজ্ঞা করব। এই আলোচনা মোতাবেক তারা যশের উৎক্ষেপণীয় কর্ম করার জন্য একত্রিত হলো। অন্যদিকে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আকাশপথে গমন করে কৌশাম্বীতে উপস্থিত হলেন।

৪৫০. তখন কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ পাবাবাসী এবং অবন্তীস্থ দক্ষিণাপথবাসী ভিক্ষুগণের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা আসুন, এই বিবাদের মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম দীপ্তিমান হয়, ধর্ম সংকুচিত হয়; অবিনয় দীপ্তিমান হয়, বিনয় সংকুচিত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়।

সেই সময় আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী অহোগঙ্গা পর্বতে বাস করতেন। কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ অহোগঙ্গা পর্বতে গমন করে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে অভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। এবার কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে বললেন, ভন্তে, বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে দশ বস্তুক তথা দশ প্রকার অবিনয় প্রচার করতেছে। যথা : ১) শৃঙ্গে পুরে লবণ জমা রাখা বিধেয়, ২) দুপুরের পর ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম করলেও আহার গ্রহণ করা বিধেয়, ৩) এখন গ্রামে গমন করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা বিধেয়, ৪) এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করা বিধেয়, ৫) পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাবো এই ভেবে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু দ্বারা বিনয়কর্ম করা বিধেয়, ৬) আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন বলে সেটা

আচরণ করা বিধেয়, ৭) দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে অথচ এখন দধিত্বপ্রাপ্ত হয়নি। সেটা ভুক্ত প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত হিসেবে পান করা বিধেয়, ৮) যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানো হয়েছে, এখনো সুরায় পরিণত হয়নি। সেটা পান করা বিধেয়, ৯) ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার বিধেয়, ১০) সোনা, রূপা কিংবা টাকা স্পর্শ ও গ্রহণ বিধেয়। ভন্তে, কাজেই আমরা এই বিবাদ মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম দীপ্তিমান হয়, ধর্ম সংকুচিত হয়; অবিনয় দীপ্তিমান হয়, বিনয় সংকুচিত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল, বিনয়বাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়। "হ্যাঁ, বন্ধু, তাই হবে" বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর পাবাবাসী ষাটজন ভিক্ষু—যাঁরা সবাই অরণ্যবাসী, পিণ্ডচারিক, পাংশুকুলিক, ত্রিচীবরিক তথা ত্রিচীবরধারী এবং অর্হৎ—তাঁরা অহোগঙ্গা পর্বতে একত্রিত হলেন। অবন্তীস্থ দক্ষিণাপথবাসী আটাশিজন ভিক্ষু—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যবাসী, কেউ কেউ পিণ্ডচারিক, কেউ কেউ পাংশুকুলিক, কেউ কেউ ত্রিচীবরিক তবে সবাই অর্হৎ—তাঁরা অহোগঙ্গা পর্বতে একত্রিত হলেন। আলোচনা করার সময় স্থবির ভিক্ষুগণের মনে উদয় হলো—এই বিবাদ গুরুতর, সাংঘাতিক। কীরূপে আমরা এরূপ পক্ষ পাবো যে, এই বিবাদে আমাদের পক্ষ, অধিকতর শক্তিশালী হবে?

৪৫১. সেই সময় আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্যতে অবস্থান করতেন। তিনি বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিশিক্ষু। অমনি স্থবির ভিক্ষুগণের মনে পড়ল, আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্যতে অবস্থান করছেন। তিনি তো বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিশিক্ষু। আমরা যদি আয়ুষ্মান রেবতকে আমাদের পক্ষে পাই, তাহলে এই বিবাদে আমাদের পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে।

আয়ুষ্মান রেবত অতিমানুষিক বিশুদ্ধ দিব্যকর্ণ দ্বারা স্থবির ভিক্ষুগণের সেই আলোচনা শুনতে পেলেন। শুনে তাঁর মনে এরূপ ভাব উদয় হলো—এই বিবাদ গুরুতর, সাংঘাতিক। এমন বিবাদ মীমাংসায় আমার যোগদান না করা সঠিক হবে না। এখন সেই স্থবির ভিক্ষুগণ আসবেন। তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গমন করা আমার পক্ষে সুখকর হবে না। কাজেই আমি (তারা আসার) পূর্বেই গমন করব। এই ভেবে আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্য হতে সাংকাশ্যে গমন করলেন।

এদিকে স্থবির ভিক্ষুগণ সোরেয়্য পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন—আয়ুষ্মান রেবত কোথায়? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো সাংকাশ্যে চলে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত সাংকাশ্য হতে কান্যকুব্জে গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সাংকাশ্যে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেবত কোথায় গেছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো কান্যকুব্জে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত কান্যকুব্জ হতে উদুম্বরে গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ কান্যকুব্জে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেবত কোথায় আছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো উদুম্বরে চলে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত উদুম্বর হতে অর্গলপুর গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ উদুম্বরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেবত কোথায় আছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো অর্গলপুর চলে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত অর্গলপুর হতে সহজাতি গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ অর্গলপুর গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেতন কোথায় আছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো সহজাতি চলে গেছেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সহজাতিতে গিয়ে আয়ুষ্মান বেরতের সঙ্গে মিলিত হলেন।

৪৫২. তখন আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে বললেন, বন্ধু, এই আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিক্ষু। আমরা যদি আয়ুষ্মান রেবতকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাহলে তিনি এক প্রশ্নের উত্তর দিতেই সমস্ত রাত অতিবাহিত করতে পারেন। এখন আয়ুষ্মান রেবত স্বরভাণক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে স্বস্বরে আবৃত্তির জন্য বলবেন। সেই ভিক্ষুর আবৃত্তি শেষ হলে তুমি আয়ুষ্মান বেরতের কাছে গিয়ে এই দশবস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। "হ্যাঁ ভন্তে, এরূপ হবে" বলে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। এদিকে আয়ুষ্মান রেবত স্বরভাণক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে আদেশ করলেন। সেই ভিক্ষুর স্বস্বরে আবৃত্তি শেষ হলে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান রেবতের কাছে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান বেরতকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন, ১) ভন্তে, শৃঙ্গের ভেতর লবণ রেখে ব্যবহার করা যায় কি? বন্ধু, শৃঙ্গের ভেতর লবণ রাখার অর্থ কী? ভন্তে, যেখানে বা যখন লবণের অভাব হবে, সেখানে বা তখন (এই লবণ) পরিভোগ করব। এই ভেবে শৃঙ্গে লবণ জমা রাখা যায় কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ২) ভন্তে, দুই

আঙুল কপ্পো বিধেয় কি? বন্ধু, দুই আঙুল কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, দুপুরের পর ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম করলেও ভোজন করা যায়। না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৩) ভন্তে, গ্রামান্তর কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এখন গ্রামে গমন করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৪) ভন্তে, আবাস কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, আবাস কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করা সঙ্গত কি? না, বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৫) ভন্তে, অনুমতি কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অনুমতি কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাবো এই ভেবে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু দ্বারা বিনয়কর্ম করা, এটা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৬) ভন্তে, অভ্যস্ত কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অভ্যস্ত কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন বলে সেটা আচরণ করা, এটা সঙ্গত কি? বন্ধু, অভ্যস্ত কপ্পো কোনো কোনোটি সঙ্গত আর কোনো কোনোটি অসঙ্গত। ৭) ভন্তে, অমথিতকপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অমথিতকপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে অথচ এখন দধিত্বপ্রাপ্ত হয়নি। সেটা ভুক্ত প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত হিসেবে পান করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৮) ভন্তে, জলোগি পান সঙ্গত কি? বন্ধু, জলোগি পান অর্থ কী? ভন্তে, যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানো হয়েছে, এখনো সুরায় পরিণত হয়নি। সেটা পান করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৯) ভন্তে, ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ১০) ভন্তে, সোনা-রূপা গ্রহণ সঙ্গত কি? না বন্ধু, সঙ্গত নয়।

ভন্তে, বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ এই দশবস্তু ব্যবহার সঙ্গত বলে প্রচার করতেছে। কাজেই ভন্তে, আমরা এই বিবাদ মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম দীপ্তিমান হয়, ধর্ম সংকুচিত হয়, অবিনয় দীপ্তিমান হয়, বিনয় সংকুচিত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়। "হ্যাঁ বন্ধু, এরূপই হবে" বলে আয়ুষ্মান রেবত কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪৫৩. বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ নাকি এই বিবাদ মীমাংসার জন্য স্বপক্ষ অনুসন্ধান

করতেছেন, স্বপক্ষ সুদৃঢ় করতেছেন। তখন বৃজিপুত্র ভিক্ষুদের মনে উদয় হলো—এই বিবাদ গুরুতর, সাংঘাটিক। কীরূপে আমরা এমন পক্ষ পাবো যে, এই বিবাদে আমাদের পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে।

অমনি তাদের মনে উদয় হলো—আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিশিক্ষু। যদি আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে আমাদের পক্ষে পাই, এই বিবাদে আমাদের পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে।

তখন বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সজ্জিত করলেন। যথা : পাত্র, চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কায়বন্ধনী, জলছাঁকনি এবং জল ছাঁকিবার পাত্র। তারা এসব ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে নৌকায় চেপে সহজাতির অভিমুখে যাত্রা করলেন। নৌকা হতে নেমে এক বৃক্ষের মূলে আহার সেরে নিলেন। এ সময় নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্তে পরিবিতর্ক উদয় হলো, আচ্ছা, কারা ধর্মবাদী—প্রাচীনক (পূর্বদেশীয়) ভিক্ষুগণ নাকি পাবেয়্যক (পশ্চিম দেশীয়) ভিক্ষুগণ? ধর্ম ও বিনয় অনুসারে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এরূপ উদয় হলো—প্রাচীনক ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী আর পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী।

তখন জনৈক শুদ্ধবাস কায়িক দেবতা আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে বলবান পুরুষ যেমন মুহূর্তেই সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, ঠিক তদ্রুপ মুহূর্তেই শুদ্ধাবাস দেবলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে আয়ুষ্মান সাঢ়ের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। অমনি সেই দেবতা আয়ুষ্মান সাঢ়কে বললেন, উত্তম, উত্তম, ভন্তে সাঢ়, প্রাচীনক ভিক্ষুগণই অধর্মবাদী, পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। তদ্ধেতু ভন্তে, সাঢ়, ধর্মবাদীর পক্ষ অবলম্বন করুন। আয়ুষ্মান সাঢ় বললেন, দেবতে, আমি পূর্বেই এবং বর্তমানেও ধর্মবাদীর পক্ষে আছি। তবে আমি আমার মত প্রকাশ করব না। নিশ্চয় এই বিবাদে তথা বিবাদ মীমাংসায় আমাকে মনোনীত করবে।

৪৫৪. বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। উপবেশন করার পর আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন, ভন্তে, স্থবির মহোদয়, ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কায়বন্ধনী, জলছাঁকুনি, জল ছাঁকিবার পাত্র প্রতিগ্রহণ করুন। আয়ুষ্মান রেবত বললেন, বন্ধুগণ, নিষ্প্রয়োজন। আমার কাছে পাত্র-চীবরাদি পরিপূর্ণ আছে। এই বলে তিনি

সেসব প্রতিগ্রহণ করলেন না।

সেই সময় বিশবছর বয়স্ক উত্তর নামক ভিক্ষু আয়ুষ্মান রেবতের সেবক ছিলেন। বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উত্তরের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উত্তরকে বললেন, আয়ুষ্মান উত্তর, ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী এই চীবর, বসবার আসন, ছুঁচ রাখার কৌটা, কায়বন্ধনী, জল ছাঁকুনি, জল ছাঁকিবার পাত্র প্রতিগ্রহণ করুন। বন্ধুগণ, নিষ্প্রয়োজন। আমার কাছে পাত্র-চীবরাদি পরিপূর্ণ আছে। এই বলে তিনি সেসব প্রতিগ্রহণ করলেন না। বন্ধু, উত্তর, জনসাধারণ ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হতেন। ভগবান সেসব গ্রহণ করলে তারা সন্তোষ লাভ করতেন। যদি ভগবান গ্রহণ না করতেন, তাহলে তারা আনন্দের কাছে নিয়ে উপস্থিত হতেন। বলতেন, ভন্তে, স্থবির ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করুন। ভগবান গ্রহণ করলে যেরূপ হয়, আপনি গ্রহণ করলেও সেরূপ হবে। কাজেই আয়ুষ্মান উত্তর, ভিক্ষুর উপযোগী এ দ্রব্যসামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন। এতে স্থবিরের (আয়ুষ্মান রেবতের) গ্রহণ করার ন্যায় হবে। তখন আয়ুষ্মান উত্তর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণের পীড়াপীড়িতে একখানা চীবর গ্রহণ করলেন আর বললেন, বন্ধুগণ, আপনাদের কীসের প্রয়োজন, বলুন? আয়ুষ্মান উত্তর স্থবিরকে (রেবতকে) এটুকুমাত্র বলেন যে, ভন্তে, স্থবির সংঘসভায় বলবেন, পূর্বজনপদেই ভগবান বুদ্ধগণ উৎপন্ন হয়ে থাকেন। প্রাচীনক তথা পূর্বদেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী, পাবেয়্যক তথা পশ্চিমদেশীয় ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী। "বন্ধুগণ, এরূপই হবে" বলে আয়ুষ্মান উত্তর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অমনি আয়ুষ্মান রেবতের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে এরূপ বললেন, ভন্তে, স্থবির, সংঘসভায় এরূপমাত্র বলুন, পূর্বজনপদেই ভগবান বুদ্ধগণ উৎপন্ন হয়ে থাকেন। পূর্বদেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী, পশ্চিমদেশীয় ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী। ভিক্ষু, তুমি আমাকে অধর্মে নিয়োজিত করতেছ। এই বলে স্থবির (রেবত) আয়ুষ্মান উত্তরকে বাহিষ্কার করলেন।

তখন বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উত্তরকে বললেন, বন্ধু, উত্তর, স্থবির কী বললেন? বন্ধুগণ, আমি পাপকার্য করেছি। 'ভিক্ষু, তুমি আমাকে অধর্মে নিয়োজিত করতেছ' বলে স্থবির আমাকে বহিষ্কার করেছেন। বন্ধু, তুমি বৃদ্ধ, বিশ বছর বয়স্ক ভিক্ষু নও কি? হ্যাঁ বন্ধুগণ, তা বটে। বন্ধু, আমরা তোমাকে গুরুরূপে গ্রহণ করলাম।

৪৫৫. অতঃপর সেই বিবাদ মীমাংসা করার জন্য ভিক্ষুসংঘ সম্মিলিত

হলেন। আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আমরা এই বিবাদ এখানে মীমাংসা করি, তাহলে পক্ষভুক্ত ভিক্ষুগণ পুনর্বিচার প্রার্থী হবে। সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে যেখানে এই বিবাদ উৎপন্ন হয়েছে, সংঘ সেখানেই এই বিবাদের মীমাংসা করবেন।

তখন স্থবির ভিক্ষুগণ সেই বিবাদ মীমাংসা করতে ইচ্ছুক হয়ে বৈশালীতে গমন করলেন।

সর্বকামী স্থবিরের যশের পক্ষাবলম্বন

সেই সময় এ পৃথিবীতে আয়ুষ্মান আনন্দের সহবিহারী সংঘস্থবির, উপসম্পদায় একশত বিশ বছর বয়স্ক সর্বকামী বৈশালীতে অবস্থান করছেন। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে বললেন, বন্ধু, যেই বিহারে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির অবস্থান করছেন, আমি সেই বিহারে যাচ্ছি। আপনি আগামীকাল ভোরে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরের কাছে এসে দশবস্তু বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। "হ্যাঁ বন্ধু, এরূপ হবে" বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান রেবতকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন।

তখন আয়ুষ্মান রেবত যেই বিহারে সর্বকামী স্থবির অবস্থান করছেন, সেই বিহারে গমন করলেন। প্রকোষ্ঠের ভেতরে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরের আর প্রকোষ্ঠের মুখে আয়ুষ্মান বেরতের শয্যাসন প্রস্তুত হলো। আয়ুষ্মান রেবত 'এই বৃদ্ধ স্থবির শয়ন করেন না' ভেবে নিজেও শয়ন করলেন না। অন্যদিকে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির 'এই আগন্তুক পরিশ্রান্ত হয়েও শয়ন করছেন না' দেখে নিজেও শয়ন করলেন না। আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির ভোরে উঠে আয়ুষ্মান বেরতকে এরূপ বললেন, বন্ধু, তুমি কোন ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত কর? ভন্তে, আমি মৈত্রী ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করি। বন্ধু, এখন তুমি কুল্লক তথা অনাবৃত ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করতেছ। কুল্লক অবস্থান করা অর্থ হলো মৈত্রী ধ্যানস্তরে অতিবাহিত করা। ভন্তে, আমি পূর্বে অর্থাৎ গৃহী অবস্থায়ও মৈত্রী ভাবনায় অভ্যস্ত ছিলাম। তদ্ধেতু আমি বর্তমানে মৈত্রী ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করি। যদিও আমি বহু আগেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। ভন্তে, স্থবির মহোদয়! আপনি এখন কোন ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করেন? বন্ধু, আমি এখন শূন্যতা ধ্যানস্তরে অবস্থান করে থাকি। ভন্তে, স্থবির মহোদয়, আপনি তো এখন মহাপুরুষের ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করছেন। ভন্তে, মহাপুরুষ ধ্যানস্তর অর্থ শূন্যতা। বন্ধু, আমি পূর্বে অর্থাৎ গৃহী

অবস্থায়ও শূন্যতা ভাবনায় অভ্যস্ত ছিলাম। তদ্ধেতু আমি বর্তমানে শূন্যতা ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করি। যদিও আমি বহু আগেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। এই স্থবিরদ্বয়ের আলোচনার মাঝে ব্যাঘাত ঘটিয়ে তথায় আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী এসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন।

একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরকে এরূপ বললেন, ভন্তে, বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ দশবস্তু প্রচার করতেছে। ১) শৃঙ্গের ভেতর লবণ জমা রাখা সঙ্গত, ২) দুই আঙুল কপ্পো সঙ্গত, ৩) গ্রামান্তর কপ্পো সঙ্গত, ৪) আবাস কপ্পো সঙ্গত, ৫) অনুমতি কপ্পো সঙ্গত, ৬) অভ্যস্ত কপ্পো সঙ্গত, ৭) অমথিত কপ্পো সঙ্গত, ৮) জলোগি পান করা সঙ্গত, ৯) ঝালরযুক্ত আসন ব্যবহার সঙ্গত, ১০) সোনা-রূপা গ্রহণ সঙ্গত। ভন্তে, স্থবির মহোদয়, আপনি তো স্বীয় উপাধ্যায়ের (আনন্দ স্থবিরের) কাছে বহু ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করেছেন। ভন্তে, ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণকারী স্থবির হিসেবে আপনার কী মনে হচ্ছে, কারা ধর্মবাদী? প্রাচীনক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নাকি পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী? বন্ধু, আপনিও তো স্বীয় আচার্যের কাছে বহু ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করেছেন। আপনি ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে কী মনে করেন—কারা ধর্মবাদী? প্রাচীনক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নাকি পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী? ভন্তে, আমার ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এরূপ মনে হচ্ছে যে, প্রাচীনক ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী, পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। তবে আমাকে এই বিবাদ মীমাংসায় মনোনীত করবেন ভেবে আমি আমার মত প্রকাশ করছি না। বন্ধু, আমারও ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এরূপ মনে হচ্ছে, প্রাচীনক ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী, পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। তবে আমাকে এই বিবাদ মীমাংসায় মনোনীত করবেন ভেবে আমিও আমার মত প্রকাশ করছি না।

সঙ্গীতির কার্যারম্ভ

৪৫৬. এই বিবাদ মীমাংসা করার জন্য ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হলেন। বিবাদ মীমাংসা করার সময় নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হতে লাগল। কোনো কথার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিল না। তখন আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বিবাদ মীমাংসা করার সময় আমাদের মাঝে নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হচ্ছে। কোনো কথার অর্থ

সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। যদি উচিত মনে করেন, তাহলে সংঘ এই বিবাদ কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা মীমাংসা করতে পারেন।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ চারজন প্রাচীনক ভিক্ষু ও চারজন পাবেয্যক ভিক্ষুকে মনোনীত করলেন। প্রাচীনক ভিক্ষুগণের পক্ষে আয়ুষ্মান সর্বকামী, আয়ুষ্মান সাঢ়, আয়ুষ্মান ক্ষুদ্র শোভিত ও আয়ুষ্মান বার্ষভগ্রামিক। পাবেয্যক ভিক্ষুগণের মধ্যে আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী, আয়ুষ্মান কাকন্দকপুত্র যশ ও আয়ুষ্মান সুমনকে মনোনীত করলেন। এবার আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন :

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বিবাদ মীমাংসা করার সময় আমাদের মাঝে নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হচ্ছে। কোনো কথার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে এই বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সংঘ প্রাচীনক পক্ষে চারজন আর পাবেয্যক পক্ষে চারজন ভিক্ষুকে কার্য-নির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বিবাদ মীমাংসা করার সময় আমাদের মাঝে নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হচ্ছে। কোনো কথার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সংঘ কার্য-নির্বাহিক কমিটি দ্বারা এই বিবাদ মীমাংসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এতে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অজিত ভিক্ষুকে আসন প্রস্তুতকারক মনোনীত

সেই সময় অজিত নামক দশ বর্ষাবাসধারী ভিক্ষু সংঘের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ছিলেন। সংঘ সেই ভিক্ষুকে স্থবির ভিক্ষুগণের আসন প্রস্তুতকারী হিসেবে মনোনীত করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে উদয় হলো—আমরা এই বিবাদ কোথায় মীমাংসা করব? অমনি তাঁদের মনে পড়ল, বালুকারাম বিহার রমণীয়, উপরন্তু নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে ভরা কাজেই আমরা এই বালুকারাম বিহারেই এ বিবাদ মীমাংসা করব।

সঙ্গীতির কার্যধারা শুরু

৪৫৭. বিবাদ মীমাংসা করার ইচ্ছুক হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণ বালুকারাম বিহারে উপস্থিত হলেন। তখন আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এরূপ জ্ঞাপন

করলেন :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান সর্বকামীকে বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করব।

এবার আয়ুষ্মান সর্বকামী সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে আমি রেবত কর্তৃক বিনয় সম্পর্কিত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করব।

এবার আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সর্বকামীকে জিজ্ঞেস করলেন, ১) ভন্তে, শৃঙ্গে লবণ কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, শৃঙ্গে লবণ কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, যেখানে লবণের অভাব হবে, সেখানে পরিভোগ করব এই ভেবে শৃঙ্গে লবণ জমা করে রাখা। না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। (এটা) কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? সংগ্রহকরণ ভোজন করার অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই প্রথম বস্তু তথা বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই প্রথম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

২) ভন্তে, দুই আঙুল কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, দুই আঙুল কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, ছায়া দুই আঙুল পরিমাণ পশ্চিমে অতিক্রান্ত হওয়ার মতন বিকালে ভোজন করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? রাজগৃহে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? বিকালভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই দ্বিতীয় বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই দ্বিতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৩) ভন্তে, গ্রামান্তর কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এখান গ্রামে প্রবেশ করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করতে পারে কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? অতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই তৃতীয় বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই তৃতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম

৪) ভন্তে, আবাস কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, আবাস কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করতে পারা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? রাজগৃহে, উপোসথ-সংযুক্তে। কী অপরাধ হয়? বিনয় অতিক্রম করাতে দুক্কট অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই চতুর্থ বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই চতুর্থ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৫) ভন্তে, অনুমতি কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অনুমতি কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাব এই ভেবে সংঘের একাংশের বিনয়-কর্ম করা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? চম্পেয়্য স্কন্ধে, বিনয় বিষয়ে। কী অপরাধ হয়? বিনয় অতিক্রম করাতে দুক্কট অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই পঞ্চম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই পঞ্চম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৬) ভন্তে, অভ্যস্ত কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অভ্যস্ত কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন এই ভেবে তদনুরূপ আচরণ করা যায় কি? কোনো কোনো অভ্যস্ত কপ্পো বিনয়সঙ্গত আর কোনো কোনো অভ্যস্ত কপ্পো বিনয়সঙ্গত নয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই ষষ্ঠ বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই ষষ্ঠ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৭) ভন্তে, অমথিত কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অমথিত কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, যেই দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে কিন্তু এখনো দধিতে পরিণত হয়নি, সেটা ভুক্ত, প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্তি হিসেবে পান করা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? অতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই সপ্তম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই সপ্তম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৮) ভন্তে, জলোগী পান করা সঙ্গত? বন্ধু, জলোগী অর্থ কী? ভন্তে, যেই

সুরা চোয়ানো হয়েছে তবে সুরায় পরিণত হয়নি, তা পান করা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? কৌশাম্বীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? মাদক দ্রব্য সেবনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই অষ্টম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই অষ্টম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৯) ভন্তে, ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? ছেদন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই নবম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই নবম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

১০) ভন্তে, সোনা-রূপা গ্রহণ করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? রাজগৃহে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? সোনা-রূপা গ্রহণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই দশম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই দশম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই বিষয় মীমাংসিত হলো। এই দশ বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসনবহির্ভূত।

৪৫৮. তখন আয়ুষ্মান সর্বকামী বললেন, বন্ধুগণ, এই বিবাদ মীমাংসিত, উপশমিত, উপশান্ত ও সুউপশান্ত হলো। বন্ধু, আপনি আমাকে সংঘসভায় ও সেই ভিক্ষুগণের জ্ঞাতার্থে এই দশ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

অমনি আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সর্বকামীকে সংঘসভায় এই দশ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আয়ুষ্মান সর্বকামীও জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলোতে উত্তর প্রদান করলেন।

এই বিনয়-সঙ্গীতিতে অন্যূন অনধিক সাতশতজন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এ কারণে এই বিনয়-সঙ্গীতিকে 'সপ্তশতিকা' বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তশতিকা অধ্যায় সমাপ্ত।

বিনয়পিটকে চূলবর্গ সমাপ্ত।

বিনয়পিটকে

পরিবার

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
কর্তৃক অনূদিত

কৃতজ্ঞ পূজায় উৎসর্গ

বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের প্রাণ হচ্ছে 'বিনয়পিটক'। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এই বিনয়পিটকের সর্বশেষ গ্রন্থ 'পরিবার পাঠ'। এই উপমহাদেশের বর্তমান সময়ে বুদ্ধশাসনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পরম পূজ্য বুদ্ধপুত্র শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উৎসাহ-প্রেরণায় আমার দীন সামর্থ্যে বাংলায় অনূদিত হলো 'পরিবার পাঠ' নামক পবিত্র গ্রন্থটি। অতঃপর কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি যাদের অবদানে শ্রীলংকার মহরাগামা ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টারে আমার দ্বারা পালি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেই কৃতার্থজনেরা হলেন—

আমার শিক্ষা ও দীক্ষাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের (চট্টগ্রাম)

Ven. Madihe Siri Pannasinha Mahanayaka Thero (Srilanka)

Ven. Ampitiye Siri Rahula Thero (Srilanka)

Ven. Gonulle Siri Assaji Thero (Srilanka)

উপরোক্ত পাঁচ মহান সংঘপুরুষদের পবিত্র করকমলে আমার অনূদিত এই পবিত্র বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'পরিবার পাঠ' 'THE PARIVARA PATHO' কৃতজ্ঞ পূজার পুণ্যনিদর্শনস্বরূপ উৎসর্গীত হলো।

প্রণত

প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু

গহিরা বৈজয়ন্ত শান্তিময় বিহার

রাউজান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষের চীবর মাস

২৩ কার্তিক ১৪১৪ বাংলা

৭ নভেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

বিনয়পিটকে পরিবার

১. ভিক্ষু-বিভঙ্গ
ষোলো মহাপর্ব

২. ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ

ভূমিকা

পবিত্র বিনয়পিটকের ‘পারিবার পালি’কে পরিবার বাংলায় অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হলো ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে বৃহস্পতিবারে শুরু করে ২৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হলো। এটি আমার জন্যে এক বিরাট স্বস্তি। সে কথা পরে বলা যাবে।

বিশাল ত্রিপিটক সাহিত্য। আড়াই হাজার বছরের অধিককাল ধরে এই সাহিত্য মূল ভাষা পালি, তার অট্‌ঠকথা, টিকা, অনুটিকা ইত্যাদি বহু প্রকারে তার বিশালত্ব কেবল বাড়িয়েই চলেছে। যুগে যুগে এই সাহিত্যের দার্শনিক মুক্তচিন্তার অপার সৌন্দর্য, নিত্য নতুন কৌতূহল-উদ্দীপক তার মনস্তাত্ত্বিকতা, বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনী সিদ্ধান্তগুলো, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মুগ্ধ হৃদয়কে জয় করে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

কিন্তু, বিশাল এই রত্নভাণ্ডারের মূল উৎস এই উপমহাদেশে আজ এই পালি ভাষা ও তার সাহিত্য ভাণ্ডার কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে, তা বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়টির প্রতি নজর দিলেই বুঝা যাবে। বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা—এই চারটি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে মূলত বুদ্ধধর্মের ধারক বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ হাজার বছর ধরে তারা পুরো ত্রিপিটক অদ্যাবধি নিজেদের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলায় চোখে দেখেনি। ত্রিপিটকের মূল ধারক পালি ভাষা। সেই ভাষাটি থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান বাংলা ভাষা। তাই বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষে পালি ভাষাটি আয়ত্ত করা যত সহজ, বর্মী, থাই, শ্রীলংকানদের পক্ষে তত নয়। তবুও আপন ধর্মীয় ভাষার গৌরবে ওই দেশগুলোর মানুষেরা পালি ভাষা শিক্ষায় যত উৎসাহী আমরা বুদ্ধের দেশের মানুষ হয়েও এক আশ্চর্য উদাসীনতা আমাদের ধর্মভাষাটির প্রতি প্রদর্শন করে চলেছি অদ্যাবধি। ফলে এদেশের অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় তো দূরের কথা, খোদ বৌদ্ধরা পর্যন্ত বিশ্বনন্দিত ত্রিপিটকের সাথে এখনো আত্মপরিচয়টুকু গড়ে তুলতে পারেননি। এ বড়ো লজ্জার কথা।

এ বিশাল লজ্জাভার লাঘবের চেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে অদ্যাবধি যারা ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ চালিয়ে আসছেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া, ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া, ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ডক্টর বেণীমাধব, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ট্রাষ্ট,

রেঙ্গুনস্থ ত্রিপিটক পাবলিশিং প্রেস, কোলকাতাস্থ করুণা প্রকাশনী, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী এবং বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারস্থ বনভন্তে প্রকাশনী ও চট্টগ্রাম মহানগরীর মোগলটুলি শাক্যমুনি বুদ্ধ বিহারস্থ বনভন্তে-প্রজ্ঞাবংশ একাডেমীর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; তৎসংশ্লিষ্ট অনুবাদক গোষ্ঠীর মহামূল্য শ্রমদান ও তার প্রকাশনার জন্যে।

উপর্যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘ শতাব্দীকালের এত প্রয়াস-প্রযত্ন সত্ত্বেও অদ্যাবধি আমরা পবিত্র ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থগুলোর বাংলা অনুবাদ পেয়েছি সূত্রপিটকের মধ্যমনিকায়, দীর্ঘনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, সংযুক্তনিকায় এবং খুদ্দকনিকায় হতে কিছু অংশ এবং অভিধর্মপিটকের একটিমাত্র খণ্ড পট্ঠান। অপরদিকে বিনয়পিটকের সম্পূর্ণাংশ এখন বাংলায় অনুবাদ সবেমাত্র সমাপ্ত হলো, এই 'পরিবার' খণ্ডটির অনুবাদের মাধ্যমে। এদেশের বুদ্ধশাসনের জন্যে এটি এক বড়ো সুসংবাদ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বছর পাঁচেক আগে আমাকে অনুবাদ কর্মে উৎসাহিত করে আমার মাধ্যমে এ যাবৎ অনুবাদ করালেন ত্রিপিটক-সংশ্লিষ্ট ১. ভিক্ষুণীবিভঙ্গ, ২. ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, ৩. সতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা, ৪. সম্যকদৃষ্টি সুত্ত অট্ঠকথা, ৫. অগ্নিস্কন্ধপমো সুত্ত ও ভাবনা সুত্ত, ৬. বুদ্ধগুণাবলীগাথা এবং বিনয়পিটকের পরিবার পালি।

বিনয়পিটকে সর্বমোট গ্রন্থ ৫টি; মহাবর্গ, চূলবর্গ, পরিবার, পারাজিকা এবং পাচিত্তিয়। মহাবর্গ খণ্ডটি অর্ধশত বছর আগে অনূদিত হয়েছিল ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির কর্তৃক। চূলবর্গ খণ্ডটি অনূদিত হয় ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাস্থবির কর্তৃক। পারাজিকা খণ্ডটি অনুবাদ হয় মদীয় শ্রামণশিষ্য বুদ্ধবংশ ভিক্ষু কর্তৃক। পাচিত্তিয় খণ্ডটির অনুবাদ হয় মদীয় শ্রামণশিষ্য করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক। অতঃপর সর্বশেষে পরিবার খণ্ডটির অনুবাদ সমাপ্ত হলো আমার দ্বারা।

এখন, পরিবার খণ্ডটির অনুবাদবিষয়ক পর্যালোচনায় আসা যাক। বুদ্ধবাণীর পুরো সংগ্রহের নাম ত্রিপিটক। সূত্রপিটক, বিনয়পিটক, ও অভিধর্মপিটক, এই তিন পিটকে ত্রিপিটক বিভক্ত। তন্মধ্যে বুদ্ধের বাণীবাহক তথা ধর্মসেনারূপী ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘের জীবনাচার তথা সংবিধান হচ্ছে বিনয়পিটক। এই বিনয়পিটকের সমগ্র বিধি-বিধানগুলো ধারণ করা হয়েছে; মহাবর্গ, চূলবর্গ, পারাজিকা, পাচিত্তিয় ও পরিবার—এই পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে। তন্মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ 'পরিবার'-এর বঙ্গানুবাদটি মধ্য দিয়ে

বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে সমগ্র বিনয়পিটক ভাষান্তরের কাজ সম্পন্ন বিগত ২৯ মার্চ ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে।

'পরিবার' শব্দটিকে পরি+বার এই দুই ভাগে বিভক্ত করে অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা করলে দেখা যায়, 'পরি' অর্থে বুঝায় চতুষ্পার্শ্ব পরিবৃত ইত্যাদি। এবং 'বার' বলতে বুঝায় সময়, সুযোগ। ফলে পরিবার বলতে তৎকালীন বুদ্ধ সময়ের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘের মধ্যে তাঁদের আচার-আচরণে সংগঠিত আপত্তিজনক সমস্ত বিষয়াবলী নিয়ে পর্যালোচনা মূল গ্রন্থটিকে পরিবার বলা হয়। মূলত, এই পরিবার গ্রন্থটি বিনয়পিটকভুক্ত পারাজিকা ও পাচিত্তিয় এবং মহাবর্গ ও চূলবর্গ—এই চারটি গ্রন্থের যাবতীয় বিষয়ের ওপর আলোকপাতকারী গ্রন্থরূপে বিবেচনা করা যায়। জেনে রাখা ভালো যে, বিনয়পিটকের পাঁচটি গ্রন্থকে কোনো কোনো সময়ে শুধু তিনটি ভাগে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মহাবর্গ ও চূলবর্গ এই গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে উল্লেখ করা হয় 'খন্ধক' নামে এবং পারাজিকা ও পাচিত্তিয় এ দুই গ্রন্থকে একত্রে বলা হয় 'সুত্তবিভঙ্গ' বা 'উভতো বিভঙ্গ নামে। 'সুত্তবিভঙ্গ'কে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিক্খু-বিভঙ্গ এবং ভিক্খুনী-বিভঙ্গ এই দুই ভাগে পৃথক করেও উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু 'পরিবার' গ্রন্থটিকে নিয়ে এযাবৎ এ ধরনের নামকরণ বিতর্ক বিগত দুই হাজার বছরে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ বিনয়পিটককে তিন ভাগে বিভক্ত করলেও 'পরিবার' গ্রন্থটি স্ব স্থানে সর্বশেষে থাকে এবং পাঁচ ভাগে বিভক্ত করলেও সেই একই নামে স্বস্থানে স্ব মর্যাদায়, স্ব নামে তাকে পাওয়া যায়। বিনয়পিটকের বিষয়ানুক্রমিক অবস্থান নির্ণয়ে পরিবার গ্রন্থটির সর্বশেষ অবস্থান এবং পূর্বোক্ত ৪টি বা ২টি গ্রন্থে বিধৃত বিষয়গুলোর ওপর নানাভাবে আলোকপাতমূলক পর্যালোচনা বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রন্থটির 'পরিবার' নামকরণের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়। তবে, 'পরিবার' গ্রন্থটি অনুবাদকালে অনেক উল্লিখিত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ উত্তর বা উদ্ভূত বিষয়ে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়নি। তখন আমার বারবার মনে হয়েছে,, এসব পশ্নের সমাধান জানতে হলে বিনয়পিটকে অন্য কোনো গ্রন্থ নয় অবশ্যই অর্থকথা আর টিকা, অনুটিকার সহায়তা প্রয়োজন। এ কারণেই মনে হয় পরিবার গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদক Dr. I.B. Horner মহোদয় এ কথা বলেছেন :

It would be possible, I think, to fathom the `Parivara' without access to either the sutta vibhanga or the Khandakas and indeed I believe that in some Buddhist countries the monastic disciple has

to learn it (Parivara) before he studies these other parts to follow it is another matter to do so, the relevant partions of the suttavibhanga and the Khandakas should be at end.

I.B. Horner মহোদয় এখানে সুত্তবিভঙ্গ এবং খন্ধক তথা বিনয়পিটকের পারাজিকং, পাচিত্তিযং, মহাবগ্গো, চূলবগ্গো—এই চারি গ্রন্থকে 'পরিবার' অধ্যয়নের সময়ে এক পর্যায়ে প্রয়োজন না হলেও তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্যে অবশ্যই হাতে কাছে রাখার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।

I.B. Horner-এর মতে The idea that the Parivara sarrounds, encircles or encompasses thus presents itself, the core of its interest being the material of the Sutta vibhangas and the Khandakas; it is these that it is concerned with and encompasses.

পরিবার গ্রন্থটির বিষয়বস্তুগুলো যে বিনয়পিটকের অপরাপর গ্রন্থগুলো দ্বারা পরিবৃত এবং সে-সকল গ্রন্থের সারসংক্ষেপস্বরূপ তা বলতে আমারও দ্বিমত নেই। কিন্তু, পরিবার গ্রন্থে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের জন্যে যে আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে হবে বিনয় অট্ঠকথা ও টিকা-টিপ্পনীর ওপরে; এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, আমরা এখন পরিবার গ্রন্থটির ওপর একটু বিশদ পর্যালোচনার দিকে অগ্রসর হব। পরিবার গ্রন্থটির নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে বিভক্ত; যথা :

১. ভিক্ষু-বিভঙ্গ। এটি ষোলোটি প্রকারান্তরে ১৭টি মহাবার বা মহাপর্বে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকটিকে আবার কাণ্ড বা খণ্ডও বলা যায়; যথা : ক) পারাজিকা কণ্ড, খ) সংঘাদিশেষ খণ্ড, গ) অনিয়ত কণ্ড, ঘ) নিস্সগ্গিয় কণ্ড, ঙ) পাচিত্তিয় কণ্ড, চ) প্রতিদেশনীয় কণ্ড, ছ) সেখিয় কণ্ড, এই সাতটি কোথায় প্রজ্ঞপ্তি পর্বে। অতঃপর কয়টি আপত্তি পর্বে আছে ছয়টি; যথা : ক) পারাজিকা কণ্ড, খ) সংঘাদিশেষ খণ্ড, গ) নিস্সগ্গিয় কণ্ড, ঘ) পাচিত্তিয় কণ্ড, ঙ) প্রতিদেশনীয় কণ্ড, চ) সেখিয় কণ্ড।

অতঃপর কোথায় প্রজ্ঞপ্তি পর্বে আছে দুটি; যথা : ক) পারাজিকা কণ্ড, খ) সংঘাদিশেষ কণ্ড।

অতঃপর কয়টি আপত্তি পর্বে আছে দুটি; যথা : ক) পারাজিকা খণ্ড, খ) সংঘাদিশেষ খণ্ড।

উপর্যুক্ত বিভাগগুলোর মধ্যে আবার বর্গ এবং বার নামে আরও কিছু উপবিভাগ রয়েছে। যেমন—কঠিন বর্গ, কোসিয় বর্গ, পাত্র বর্গ, মিথ্যা বর্গ, ভূতবর্গ, ওবাদ বর্গ, ভোজন বর্গ, অচেলক বর্গ, সুরাপান বর্গ, সহধার্মিক বর্গ,

রাজ বর্গ, প্রতিদেশন বর্গ, পরিমণ্ডল বর্গ, উজ্জগ্ঘিক বর্গ, খম্ভকত বর্গ, পিণ্ডপাত বর্গ, কবল বর্গ, সুরুসুরু বর্গ, পাদুকা বর্গ, ইত্যাদি বর্গগুলো।

অতঃপর বিপত্তি বার, সংগ্রহ বার, সমুত্থান বার, অধিকরণ বার, সমুচ্চয় বার ইত্যাদি বারগুলো।

একই নিয়মে বিভাজিত হয়েছে ভিক্ষুণীবিভঙ্গ; কণ্ড, বর্গ, বার এবং সমুত্থান ইত্যাদিতে।

ভিক্ষু শীলস্কন্ধের সাথে ভিক্ষুণী শীলস্কন্ধের নানা পর্যায়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের আপত্তির সংখ্যা বেশি। পরিবার গ্রন্থেও এ সকল বিষয়ে তাই পার্থক্য বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। তার পরেও বিষয়সূচির নামকরণে বিশেষ পার্থক্যগুলো তুলনা করতে গেলে দেখা যায়, ভিক্ষুবিভঙ্গের পাচিত্তিয় কণ্ডে নামকরণ করা হয়েছে—মিথ্যাকথা বর্গ, ভূতগাম বর্গ, উপদেশ বর্গ, ভোজন বর্গ, অচেলক বর্গ, সুরামদ্য বর্গ, সপ্রাণক বর্গ, সহধার্মিক বর্গ এবং রাজবর্গ। সর্বমোট এই নয়টি বর্গ।

অপর দিকে ভিক্ষুণীবিভঙ্গের পাচিত্তিয় খণ্ডে নামকরণ করা হয়েছে রসুন বর্গ, রাত্রি অন্ধকার বর্গ, স্নান বর্গ, তুবট্টবর্গ, চিত্রাগার বর্গ, আরাম বর্গ, গর্ভিণী বর্গ, কুমারী বর্গ এবং ছাতা-পাদুকা বর্গ।

উভয় বিভঙ্গের অন্য কোথাও নামকরণে এমন ভিন্নতা আর নেই।

ভিক্ষুবিভঙ্গ ও ভিক্ষুণীবিভঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণের অবতারণা করতে গিয়ে পরবর্তী যে-সকল বিষয়সূচির নামকরণ আমরা পেয়ে থাকি, তা হচ্ছে—অন্তরপেয়্যাল, সমথভেদ, একুত্তরিক বিধি, গাথা সংগ্রাহিক, অধিকরণ ভেদ, অপরগাথা সংগ্রাহিক, চোদন বা প্রশ্নকারক খণ্ড, চূলসংগ্রহ, মহাসংগ্রহ, উপালি পঞ্চক, অর্থাপত্তি সমুত্থান, দ্বিতীয় গাথা সংগ্রহ, স্বেদমোচন গাথা এবং পঞ্চ বর্গ।

এ সকল বিষয়গুলোর ওপর পর্যায়ক্রমে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

'পরিবার' গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে—"যং তেন ভগবতা জানতা পস্সতা অরহতা সম্মাসম্বুদ্ধেন" অর্থাৎ সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই পরিবার গ্রন্থের প্রতিটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। সংগ্রহকারীগণের এই দাবির যথার্থতা প্রতীয়মান হয় বুদ্ধসমকালীন অশীতি মহাশ্রাবকদের অন্যতম এবং বুদ্ধ কর্তৃক বিনয়ধরগণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী অর্হৎ শ্রেষ্ঠ উপালি স্থবির কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের প্রক্ষিতে বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 'উপালি পঞ্চক'

নামক অধ্যায়টির অবস্থান থেকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও পরিবার গ্রন্থটি পিটকীয় অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় লিখিতভাবে সর্বপ্রথম সংগ্রহের সিংহলী দাবিটি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। বৌদ্ধ ইতিহাসবিদগণ যেখানে সকলে একমত যে, বুদ্ধের জীবিতকালে বা তৎপরে প্রায় হাজার বছর ধরে বুদ্ধবাণীগুলো শুধু শ্রুতিপরম্পরা কণ্ঠস্থ করেই সংরক্ষিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণের এই ঐকমত্য আমার কাছে এক মস্ত প্রশ্নবোধক হয়ে আছে। কারণ, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পাঁচশত বছর পরে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের সময়েই বুদ্ধবাণীকে পালি ভাষা হতে সংস্কৃতে ভাষান্তর করা হয় প্রখ্যাত বৌদ্ধ সাহিত্যিক মহাকবি অশ্বঘোষের মাধ্যমে। আর এই ভাষান্তর সংরক্ষিত হয় স্বর্ণপাতে লিখিতভাবে। আর সেই কবিরই স্বহস্তে লিখিত বিশ্বখ্যাত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বয়ং রাজকুমার সিদ্ধার্থকে গুরুগৃহে নানাবিধ হস্তলিপি শিক্ষাদান করা হয়েছিল। আমার প্রশ্ন এ সকল বর্ণনা কি কাল্পনিক? যদি তা না হয় এবং বুদ্ধপূর্ব বেদান্ত শাস্ত্রগুলোও যদি সে সময়ে লিখিত হয়ে থাকে, তাহলে শুধু বুদ্ধবাণীকে কেন মুখে মুখে রক্ষার অপবাদটুকু আরোপ করা হয়? সবচেয়ে বড়ো কথা, যেখানে বুদ্ধ শিষ্যগণ এই বুদ্ধবাণীর বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ঠেকানোর জন্যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই মাত্র মাসকয়েক ব্যবধানের মধ্যে সঙ্গায়নের মতো এক অতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারলেন, সেখানে তা কোনো লিখিতভাবে না হয়ে শুধুমাত্র মুখে মুখেই রাখায় তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন? এটা কোন ধরনের উদ্ভট ধারণা। বিশেষত, সে সময়ে লৌহ, তাম্র এবং সুবর্ণের যেমন প্রচুর ব্যবহার ছিল, একই সাথে মুদ্রণলিপির ব্যবহারও যে খুবই উৎকৃষ্ট ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে না। বুদ্ধ পরিনির্বাণের মাত্র তিনশত বছরের ব্যবধানে মহামতি সম্রাট অশোকের ঐতিহাসিক শিলালিপিগুলো ও তার উৎকৃষ্ট সাহিত্য শৈলীর আবির্ভাবও তাহলে মিথ্যা, কাল্পনিক হয়ে যাবে।

আমার এ সকল দাবির আরও প্রমাণ দেয়া যেতে পারে বর্তমান 'পরিবার' গ্রন্থটির নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও "এতে নাগা মহাপঞ্‌ঞা বিনঞ্‌ঞূ মগ্গকোবিদা; বিনয়ং দীপে পকসেসুং পিটকং তম্বপন্নিয়াতি।"

[পারিবার পালি ক্রমিক নং ৩ দ্রষ্টব্য]

এই যে বলা হলো "বিনয়পিটককে দ্বীপে (সিংহল) প্রকাশ করা হয়েছিল,

'তম্বপন্নি' তথা তামার পাতায় বা পাতে।

অতএব, নানা জনের নানা কথায় ভগবান বুদ্ধের সুমহান বাণীকে বিকৃত করার সুযোগ দানে কিছুতেই পরের মুখে একটি হাজার বছর রেখে দেওয়া সত্যি অন্যায় এবং অবাস্তবও বটে।

আর এ কারণেই আমার এই বাংলায় অনুবাদিত পরিবার গ্রন্থটির কোথাও 'তম্বপন্নী'কে সীংহল দ্বীপ বলে অনুবাদ করা হয়নি; তাম্রপাতরূপেই অনুবাদ করা হয়েছে।

পরিবার গ্রন্থে উল্লিখিত শিক্ষাপদগুলোর সাথে প্রাতিমোক্ষে বিধৃত একই শিক্ষাপদগুলোর যাচাই করতে গেলে দেখা যায়, পরিবারে উল্লিখিত শিক্ষাপদগুলো প্রায় ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত; যেন সারসংক্ষেপ মাত্র। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় পরিবার হতে ইঙ্গিতমাত্র প্রাপ্ত হয়ে প্রাতিমোক্ষে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হয়েছে। তাই বলতে হয়, এক্ষেত্রে বিনয়পিটকে 'মাতিকা' সদৃশ দায়িত্ব পালনকারী হচ্ছে পরিবার গ্রন্থটি। এ প্রসঙ্গে, উদাহরণস্বরূপ নিস্সগ্গিয় হতে একটি উদাহরণ প্রদান করছি :

ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের ৩ নং নিস্সগ্গিয় আপত্তিটি পরিবারে ২৬-এ উল্লেখ আছে :

"অকাল চীবরং পটিগ্গহেত্বা মাসং অতিক্কামেন্তস্স নিস্সগ্গিয়ং পাচিত্তিয়ং।" অর্থাৎ 'অকাল চীবর প্রতিগ্রহণ করে এক মাস অতিক্রমকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।'

অপরদিকে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে এই শিক্ষাপদটি এভাবে বিস্তার প্রাপ্ত হয়েছে :

"নিট্ঠিত চীবরস্মিং পন ভিক্খুনা, উব্ভতস্মিং কঠিনে ভিক্খুনো পনেব অকাল চীবরং উপ্পজ্জেয্য; আকঙ্খমানেন ভিক্খুনা পটিগ্গহেতব্বং পটিগ্গহেত্বা খিপ্পমেব কারেতব্বং। নোচস্স পারিপূরি মাস পরমং তেন ভিক্খুনা তং চীবরং নিক্খিপিতব্বং। ঊনস্স পরিপূরিযা সতিযাপি পচ্চাসায়; নিস্সগগিয়ং পাচিত্তিয়'ন্তি।

অর্থাৎ 'চীবর মাসের শেষ হলে, কঠিনচীবর লাভের পাঁচটি সুফল ভোগে রত সময়ও অতিক্রান্ত হলে; এ সময়ে লব্ধ নতুন যেই বস্ত্র, সেই অকাল বস্ত্র ভিক্ষু ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারবে। তবে দশ দিনের মধ্যেই তা দিয়ে চীবর তৈরি করতে হবে। যদি তখন বস্ত্র অকুশল হয়, তা হলে প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগ্রহে আরও এক মাস অপেক্ষা করা যাবে। তার চেয়ে অধিক সময় উক্ত অকালবস্ত্র নিজ অধিকারে বিকপ্পন না করে রাখলে পাচিত্তিয় আপত্তি

হয়।”

২২নং ক্রমের অনিয়ত পর্বে দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয় সংখ্যা যতটি বলা হয়েছে, পরবর্তীতে উল্লেখে গরমিল হয়। অর্থাৎ যদি বলা হয়, “দশবিধ অর্থবশে ভগবান প্রথম প্রথম অনিয়ত ধর্ম প্রজ্ঞাপিত করেছেন।” কিন্তু, গণনা করতে গেলে দেখা যায়, সেখানে দশটি উল্লিখিত হয়নি; খুঁজে পাওয়া যায় মাত্র ৮টি। এমন তরো হিসাবের গরমিল এই পরিবার গ্রন্থের আরও অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

পরিবার গ্রন্থের ৩৭নং ক্রমিকে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত শিক্ষাপদটি ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের ১৪নং নিস্‌সগ্গিয়রূপে স্থান পেয়েছে। কিন্তু, পরিবার ও প্রাতিমোক্ষের মধ্যে অর্থের পার্থক্য ব্যাপক। পরিবারে যেখানে বলা হয়েছে :

“অনুবস্‌সং সন্ততং কারাপেন্তস্‌স নিস্‌সগ্গিয়ং পাচিত্তিয়ং” অর্থাৎ প্রতি বছর মেঝের আস্তরণ তৈরিকারীর নিস্‌সগিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

অপরপক্ষে, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে এই শিক্ষাপদে বলা হচ্ছে : “নবং পন ভিক্‌খুনো সন্থতং কারাপেত্বা ছব্বস্‌সানি ধারেতব্বং। ওরেন চে ছন্নং বস্‌সানং তং সন্থতং বিস্‌সজ্জেত্বা বা অবিস্‌সজ্জেত্বা বা অঞ্ঞং নবং সন্থতং কারাপেয্য, অঞ্ঞত্র ভিক্‌খু সম্মুতিয়া, নিস্‌সগ্গিযং পাচিত্তিযন্তি। (১৪ নং পাচিত্তিয়)

অর্থাৎ, নতুন আস্তরণ বিধিমতে তৈরি করে, কমপক্ষে ছয় বছর ব্যবহার করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের সম্মতি ব্যতীত বিসর্জন বা অবিসর্জন করে নতুন আস্তরণ তৈরিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

পরিবার গ্রন্থের ৪৬ নং ক্রমের ভৈষজ্যবিষয়ক নিস্‌সগ্গিয় শিক্ষাপদটি পাত্রবর্গভুক্ত। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে সেই একই বর্গে ২৩ নং-এ শিক্ষা পদটি অন্তর্ভুক্ত হলো। পরিবারের পাত্র বর্গভুক্ত সেই শিক্ষাপদে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে :

“ভৈষজ্যাদি (ওষধ) দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করে সপ্তাহকাল অতিক্রমকারীর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।”

অথচ এই ‘ভৈষজ্য’ কোন কোন দ্রব্যকে বুঝায়, এ বিষয়ে বিশদ কোনো ব্যাখ্যা পরিবার গ্রন্থে নেই। কিন্তু ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে এই ভৈষজ্য সম্পর্কে আমরা পূর্ণাঙ্গ তথ্যটি পেয়ে যাই :

“... রুগ্‌ণ ভিক্ষুর জন্য খাদ্যের পরিবর্তে (পটিসায়তি) পথ্য বা ভৈষজ্যরূপে ব্যবহার্য দ্রব্য হচ্ছে—ঘৃত (সপ্পি), মাখন (নবনীতং), তৈল

(তেলং), মধু এবং গুড় (ফাণিতং)"।

তাই পরিবার গ্রন্থে আলোচ্য শিক্ষাপদগুলোর বিস্তারিত তথ্য পেতে হলে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষসহ অন্যান্য বিনয়পিটকীয় গ্রন্থগুলোর সহায়তা নিতে হবে।

পরিবার গ্রন্থের ৯৪নং ক্রমের অচেলক বর্গভুক্ত পাচিত্তিয় শিক্ষাপদ, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের একই বর্গভুক্ত ৪১নং-এ স্থাপিত হয়েছে। এই শিক্ষাপদটিতে অচেলক (নগ্নসন্ন্যাসী) এবং পরিব্রাজক, পরিব্রাজিকাকে কোনো ভিক্ষু স্ব হস্তে কোনো খাদ্য-ভোজ্য দানের ওপর কেন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো? এ সম্পর্কে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

কোনো পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গকে পর্যন্ত দানের মহনীয়তা যেখানে বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হলো; সে ক্ষেত্রে অচেলক, পরিব্রাজকের প্রতি কেন বুদ্ধের এই নেতিবাচক মনোভাব? সাধারণ দৃষ্টিতে, অচেলক, পরিব্রাজকদেরকে যদি ভিক্ষুরা উদার-বদান্যতা দ্বারা সন্তুষ্ট-প্রসন্ন করতে পারে, তাতে সদ্ধর্ম প্রচার প্রতিষ্ঠায় এই ভিন্ন মতাবলম্বীরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ভাব বৃদ্ধি পাবে এবং সকল মতের মানুষ এতে করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সক্ষম হবে। তখন সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত দাঙ্গা-হাঙ্গামাদি বিষাক্ত পরিবেশটি হতেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা—এ চারটি শ্রেষ্ঠতম মানবীয় গুণের শিক্ষাদানকারী বুদ্ধ তাহলে কেন ভিক্ষুদেরকে এই উপদেশ-নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন স্বহস্তে, অচেলক, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে কোনো খাদ্য-ভোজ্য দান না করে।

এখানে লক্ষণীয় যে, বুদ্ধের এই নির্দেশে দানকে নিষেধ করা হয়নি, কেবল স্বহস্তে না দেয়ার কথাই বলা হয়েছে। অচেলক, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব মতের কেবল সমর্থক বা অনুসারীই নয়, অন্যকে স্বমতে আকৃষ্ট করতে প্রবল উৎসাহীও বটে। তারা স্বমতের প্রচারক এবং প্রতিষ্ঠায় সদা যত্নবান থাকা স্বাভাবিক। অপরদিকে ভিক্ষুরাও ঠিক একই পর্যায়ভুক্ত। তাই খাদ্য-ভোজ্যজাতীয় আপ্যায়নবস্তু সমপর্যায়ভুক্ত, অথচ বিপরীত মতাবলম্বীর মধ্যে প্রত্যক্ষ আদান-প্রদানে মন তোষণের উপমারূপে দান দাতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সহজ হয়। অর্থাৎ, ভিক্ষু যদি কোনো ভিন্নমতাবলম্বীকে খাদ্য-ভোজ্য স্ব হস্তে দান করেন, তখন সেই ভিন্নমতাবলম্বী স্বমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে শ্রোতাদেরকে বলতে পারেন, "বুদ্ধশ্রাবক ভিক্ষুরাও আমাদের ধর্মকে পছন্দ করেন, শ্রদ্ধা করেন। তাই সেদিন আমাকে এক ভিক্ষু অতিসমাদরে, গারবতার সাথে স্বহস্তেই

ভোজনে আপ্যায়ন করেছেন।”

এ জাতীয় নানা প্রতিকূলতা দর্শন করেই বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে ভিন্নমতাবলম্বী ধর্ম প্রচারকদেরকে স্বহস্তে কোনো খাদ্য-ভোজ্য দান না দিয়ে, প্রয়োজনে অন্যের মাধ্যমে প্রদানের উপদেশ দিয়েছেন।

পরিবার গ্রন্থের পাচিত্তিয় অধ্যায়ের সুরাপান বর্গে ১০৬ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে—“জলে হাস্য উদ্রেককারী ক্রীড়ায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।”

এই শিক্ষাপদটিতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। শিক্ষাপদটি উৎপত্তির কারণ ‘সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুদের’ আচরণ। এভাবে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদগুলোর প্রত্যেকটির পেছনে বিভিন্ন স্থানে এক একটি ঘটনা বিদ্যমান। তবে, স্থানগুলোর মধ্যে শ্রাবস্তীর উল্লেখ সবচেয়ে বেশি। অতঃপর রাজগৃহ, বৈশালী, বগ্গমুদা, শাক্যরাজ্য এবং কোশাম্বীর নামসহ আরও দু-একটি স্থানের নাম পাওয়া যায়, যেগুলো বর্তমান বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্যেই অবস্থিত। এতেই বুঝা যায় বৌদ্ধসংঘের বিস্তারের পরিধি বুদ্ধ সমকালে কতদূর বিস্তৃত ছিল।

ঘটনা সংঘটিত করার ক্ষেত্রের সীমিতসংখ্যক ভিক্ষুদের দ্বারাই বারবার নানা অপকর্ম সংগঠিত হয়েছে; যেমন, ভিক্ষুদের মধ্যে বৈশালীর পঞ্চবর্গীয়, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা, উপানন্দ শাক্যপুত্র, ছন্ন প্রমুখরা। কাদচিৎ আনন্দ, সতেরো বর্গীয় ভিক্ষু, পূর্বে গন্ধবাদী ভিক্ষু অরিষ্ট, পুনব্বসু, বেলট্ঠশির—এদের নাম পাওয়া যায়।

ভিক্ষুণীদের মধ্যে শাক্য গোত্রীয় স্থূলানন্দা, বৈশালীর ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের উল্লেখই বেশি। কদাচিৎ অন্যান্য ভিক্ষুণীদের নাম পাওয়া যায়।

যে-সকল স্থানে কোনো নির্দিষ্ট ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর নাম পাওয়া যায় না, সে-সকল স্থানে ‘অঞ্ঞতরো ভিক্খু’ বা ‘অঞ্ঞতরা ভিক্খুনী’ জনৈক ভিক্ষু বা জনৈকা ভিক্ষুণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, প্রতিটি শিক্ষাপদের উৎপত্তি স্থান অবশ্যই পাওয়া যায়।

প্রাতিমোক্ষে কয়েকটি সমপর্যায়ভুক্ত শিক্ষাপদকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্রিত করে একটি শিক্ষাপদে পরিণত করা হয়েছে; কিন্তু পরিবারে সে জাতীয় শিক্ষাপদগুলোকে তাদের স্ব স্ব ঘটনা উল্লেখপূর্বক পৃথকভাবে রেখে দিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে।

সেখিয়াগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শিক্ষাপদের উল্লেখের শুরুতেই বলা হয়েছে—‘অনাদরিয়ং পটিচ্চ’ অর্থাৎ, অনাদর বা অগৌরবহেতু শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে আপত্তি হয়। অপরদিকে পারাজিকাদি অপর শিক্ষাপদগুলোতে এ

জাতীয় শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সেখিয়ায় এখন 'শব্দ ব্যবহারের কারণে ধারণা হতে পারে যে, এ সকল শিক্ষাপদ বুদ্ধশাসনে সংঘের সূচনালগ্নেই প্রব্রজিত জীবনে প্রাত্যহিক আচার-ব্রতরূপে উপদিষ্ট ছিল। তাই সেই বিধি-বিধানগুলোর প্রতি অগৌরব অনাদরহেতু লঙ্ঘন প্রবণতা যখন যেখানে দেখা দিয়েছে, সেখানেই এগুলোকে শিক্ষাপদভুক্ত করে আপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে। সেখিয়ার তুলনায় পারাজিকা, সংঘাদিশেষগুলো সংঘের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে অনেক পরে।

সেখিয়াগুলোর মধ্যে দেখা যায় কোনো কোনোটির আলোচনায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে এই রীতিকে রক্ষা করা হয়নি; কেবল সংক্ষেপে বর্ণনাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনটির কারণ কী? পুনরাবৃত্তির পরিহার প্রয়াস; না একঘেঁয়েমিতাজনিত অবসাদ অপনোদন প্রচেষ্টা? না, অন্য কোনো কারণ এর পেছনে বিদ্যমান?

পরিবার গ্রন্থের ১৫০ নং ক্রমে সেখিয়ার পরিমণ্ডল বর্গে ৭ ও ৮ নং শিক্ষাপদে 'তহং তহং ওলোকেন্তে' অর্থাৎ যেখানে সেখানে বা এদিক-সেদিক দেখে ঘরে, বাইরে ও ভেতরে গমন, উপবেশন না করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে সেই একই শিক্ষাপদে বলা হয়েছে 'ন ওক্খিত্তচক্খু' অর্থাৎ চোখ তুলে ঘরের বাইরে ও ভেতরে গমন, উপবেশন না করার কথা বলা হয়েছে। এখানে শব্দগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও, অর্থ ও বিষয়গত কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু পরিমণ্ডল বর্গের ৯ নং, ১০ নং শিক্ষাপদের 'উক্খিত্তকায়' শব্দটির অনুবাদ ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের প্রাতিমোক্ষে দেখা যায় 'উভয় দিকে চীবর উঠায়ে'। প্রকৃতপক্ষে এটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় 'দেহকে উৎক্ষেপণ করে, বা দেহ নাচিয়ে' না চলা। পরিবার গ্রন্থের অনুবাদে তাই অভিধানকে অনুসরণ করা হয়েছে।

একই ব্যতিক্রম দেখা যায় সেখিয়ার আরও অনেক শিক্ষাপদে।

পরিবারের ১৫৪ নং ক্রমে সেখিয়া কবলবর্গে ৩ নং শিক্ষাপদে 'মুখে গ্রাস রেখে কথা বললে দুক্কটাপত্তি হয়'; এই শিক্ষাপদটির সমুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটির আপত্তি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

এমন ব্যাখ্যাটি মোটেই যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তবসম্মতও নয়। কারণ,

আপত্তিটি যেখানে 'মুখে কথা বলার কারণে' অতএব, সেক্ষেত্রে কীভাবে বলা যায় যে আপত্তিটির সাথে বাক্যের কোনো সম্পর্ক নেই?

পরিবার গ্রন্থের আপত্তি পর্ব কথার পারাজিকা খণ্ডে ১৫৭ নং ক্রমে প্রথম পারাজিকা 'মৈথুন সেবন' সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে—"মৈথুন সেবনে তিনটি আপত্তি; যথা : ১. জীবিত বা মৃত অক্ষয়িত দেহে মৈথুন সেবনে পারাজিক আপত্তি, ২. মৃতদেহ অধিকাংশ পঁচে গলে গেলে, এমন দেহে মৈথুন সেবনে থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩. সম্পূর্ণ গলিত দেহে যোনিদ্বারের গোলাকৃতি মুখে দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অঙ্গজাত প্রবেশে দুক্কটাপত্তি।

প্রথম পারাজিকা সম্পর্কিত আলোচনায় ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির অনুবাদিত ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের সাথে এখানে বড়ো ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি এক পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন, "অক্ষয়িত বা অবিনষ্ট ও অধিকাংশ ক্ষয়িত মৃতদেহে মৈথুন সেবন করিলে পারাজিকা হয়।... কেবল মৈথুন দ্বার ব্যতীত সমস্ত বিনষ্ট হইলে, তথায় মৈথুন সেবন করিলেও পারাজিকা হয়।"

ঠিক তার পরবর্তী বাক্যেই আবার বলা হয়েছে—"পঁচিয়া ফুলিয়া উঠিলে, এমন দেহে মৈথুন সেবনে 'দুক্কট' হয়।"

এ জাতীয় অস্পষ্ট, অসংলগ্ন ব্যাখ্যা বিষয়টি জটিল ও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। এক্ষেত্রে পরিবার গ্রন্থের ব্যাখ্যা বহুগুণে সহজ এবং স্পষ্ট।

তারপরও প্রথম পারাজিকাটি নিয়ে আরও অনেক বিতর্কের অবকাশ আছে, সংঘাদিশেষ আপত্তির সাথে তুলনা করলে।

দ্বিতীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিতে বলা হয়েছে—কোনো ভিক্ষু কামচিত্তে কোনো স্ত্রীর হস্তগ্রহণ, বেণীগ্রহণ, বা অন্য যেকোনো অঙ্গ স্পর্শাদি কায়সংসর্গ করলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

অথচ, প্রথম পারাজিকা-সংক্রান্ত ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের আলোচনায় এক পর্যায়ে বলা হলো—"... বগল, ঊরু প্রভৃতিতে মৈথুন সেবন করলে 'দুক্কট' হয়।

চুরি-সংক্রান্ত দ্বিতীয় পারাজিকার আলোচনায়ও এ জাতীয় অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, পরিবার এবং প্রাতিমোক্ষের আলোচনার মধ্যে। যেমন :

পরিবার গ্রন্থের ১৫৮ নং ক্রমে বলা হচ্ছে—"অদত্তবস্তু গ্রহণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. পঞ্চ মাসক বা পঞ্চমাসার বা অগ্‌ঘনক

মূল্যের অধিক অদত্তবস্তু চৌর্যচিত্তে গ্রহণে পারাজিকা আপত্তি; ২. অতিরিক্ত মাসক, তথা এক মাসকের বা অগ্ঘনের অধিক অদত্তবস্তু চৌর্য চিত্তে গ্রহণে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. এক মাসক বা এক অগ্ঘনকের কম পরিমাণ অদত্তবস্তু চুরি চিত্তে গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়।

পরিবার গ্রন্থের এই বিশ্লেষণে কিন্তু যুক্তিসঙ্গত যথেষ্ট পারিপাট্যতা আছে।

বঙ্গদেশে বিভিন্ন সময়ে এ যাবৎ ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের যে-সকল অনুবাদ হয়েছে, তাদের মধ্যে অগ্রজ হলো আবুরখীল নিবাসী শ্যামদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়ার "ভিক্ষু পাতিমোক্খ" (প্রায় শতবছর আগে ১২৭২ মঘীর পূর্বে), মহামুনির হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দির ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ (১৯০৩ খ্রি. এর পূর্বে), অতঃপর কোলকতাবাসী ডা. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ এবং পণ্ডিত বিধূশেখর শাস্ত্রীর ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ (উভয়টি ১৯২০ খ্রি. এর পূর্ববর্তী) এবং ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের (বৈদ্যপাড়া, বোয়ালখালী) ভিক্খু পাতিমোক্খং (১৯২০ খ্রি.) ও ভদন্ত বংশদীপ মহাস্থবিরের (নাইখাইন) ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ (১৯৩৭ খ্রি.)।

ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের উপর্যুক্ত অনুবাদগুলোর মধ্যে ভদন্ত প্রজ্ঞালোক এবং ভদন্ত বংশদীপ মহাথেরোর সম্পাদিত অনুবাদের মধ্যে ভদন্ত প্রজ্ঞালোকের 'ভিক্খু পাতিমোক্খং' গ্রন্থটিই সবচেয়ে সমৃদ্ধতর। এই দুই প্রাতিমোক্ষের মধ্যে চারি পারাজিকা আপত্তির মধ্যে দ্বিতীয় পারাজিকা আপত্তির অনুবাদে "অদত্তবস্তু চৌর্য চিত্তে গ্রহণ" সম্পর্কে সংগ্রহ ও অট্ঠকথাদিসহ আলোচনায় নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং ধারণাদির স্থান দিয়েছেন। বিনয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের চলমান ঘটনাবলী নিয়েই সর্বদা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তাই বিনয় বিষয়ে কিছু লেখা বা বলা স্বতঃসিদ্ধতার দাবি বা পূর্ণাঙ্গতার দাবি করতে পারে না। এ কারণেই বিনয়ধরগণ বিনয়ের মূল বিধানগুলোকে প্রধান হিসেবে ধরে নিয়ে সংগ্রহ, টিকা, অনুটিকা ও অর্থকথার চলমান ঘটনার ওপর নিজস্ব ধারণা বা অভিমত ব্যক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

সে-কারণেই দ্বিতীয় পারাজিকার ওপর এখানে কিছু পর্যালোচনা প্রয়োজন মনে করছি :

দ্বিতীয় পারাজিকা সম্পর্কে ভগবান বুদ্ধের মৌলিক বক্তব্য কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা অযৌক্তিক নয় যে, উপসম্পদা গ্রহণকালে ভিক্ষুদেরকে 'চত্তারি অকরণীয়ানি' নামক যেই শপথবাক্য উপস্থিত সংঘ কর্তৃক গ্রহণ করানো হয় তাতে অদত্তবস্তু গ্রহণ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, এটিই ভগবান

বুদ্ধের মৌলিক বক্তব্য। কী বলা হয়েছে সেই দ্বিতীয় শপথ বাক্যে?

"উপসম্পন্নেন ভিক্খুনা অদিন্নং থেয্য সঙ্খাতং না আদাতব্বং; অন্তমসো তিণসলাকং উপাদায়। যো ভিক্খু পাদং বা পাদারহং বা, অতিরেক পাদং বা, অদিন্নং থেয্য সঙ্খাতং আদিয়তি, অস্সমাণো হোতি অসক্যপুত্তিযো। সেয়্যাথাপি নাম—পণ্ডুপলাসো বন্ধনা পমুত্তো অভব্বো হরিতত্থায়। এবমেব ভিক্খু পাদং বা, পাদারহং বা, অতিরেক পাদং বা, অদিন্নং থেয্যসঙ্খাতং আদিয়িত্বা অস্সমণো হোতি অসক্যপুত্তিযো।' তং তে যাবজীবং অকরণীয়ং।"

অর্থাৎ, উপসম্পন্ন ভিক্ষু দ্বারা কোনো অদত্তবস্তু চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করা উচিত নয়; অন্তিম তৃণশলাকাটি পর্যন্ত। যেই ভিক্ষু মুদ্রামানের অতিক্ষুদ্র মুদ্রাটি (পাদং/কানাকড়িটি) পর্যন্ত চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করে, সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্র বলে গণ্য হয়। যেমন, বৃক্ষপত্র হরিদ্বর্ণ ধারণের পর বৃক্ষচ্যুত হয়ে ভূমিতে পতিত হয় (বৃন্তের বন্ধন মুক্ত হয়) এবং সেই পত্র পুনরায় সবুজ-সজীব ভাব প্রাপ্তি অসম্ভব হয়; অনুরূপভাবে ভিক্ষু চৌর্যচিত্তে ক্ষুদ্র তুচ্ছ মুদ্রা বা সেই মুদ্রা মূল্যের বা ততোধিক মূল্যের কোনো অপ্রদত্ত দ্রব্য চৌর্যচিত্তে গ্রহণে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্র হয়। তাই তা যাবজ্জীবন অকরণীয়।

এবার দেখুন ভগবান বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত এই বক্তব্যটি বিনয়-সংগ্রহ পুস্তক ভিক্খু পাতিমোক্খে কতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে :

"যো পন ভিক্খু গামা বা অরঞ্ঞা বা অদিন্নং থেয্য সঙ্খাতং আদিয়েয্য; যথারূপে অদিন্নাদানে রাজানো চোরং গহেত্বা, হনেয়্যুং বা বন্ধেয়্যুং বা পব্বাজেয়্যং বা, চোরোসি, বালোসি, মূল্হোসি, থেনোসীতি। তথারূপং ভিক্খু অদিন্নং আদিযমানো, অযম্পি পারাজিকো হোতি, অসংবাসো।"

এখানে বলা হয়েছে—"যদি কোনো ভিক্ষু গ্রামে বা অরণ্য হতে কোনো অদত্ত পরদ্রব্য চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করে; যেই পরিমাণ অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করলে রাজা কর্তৃক চোরকে ধরে, তুমি চোর, তুমি মূর্খ, তুমি বেকুপ, তুমি অপহরণকারী, ইত্যাদি বলে বধ, বন্ধন বা দেশ থেকে বিতাড়িত করে থাকে; সেরূপ অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে ভিক্ষুর পারাজিকা হয় এবং ভিক্ষুদের সাথে সম্ভোগ বর্জিত হয়।"

এখানে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, উপসম্পদা গ্রহণকালীন চারি অকরণীয়ভুক্ত চুরির ওপর আরোপিত কঠোর নিষেধাজ্ঞাটি (তৃণশলাকা বা তুচ্ছ মূল্যের দ্রব্যও চুরি চিত্তে গ্রহণ না করা), অনেকটা শিথিল করা হলো,

ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে। কারণ, এখানে বলা হলো 'যেই পরিমাণ দ্রব্য চুরি করলে রাজা কর্তৃক গালমন্দ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়; সে পরিমাণ দ্রব্য চুরিতেই পারাজিকা হবে। ফলে, বুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা যেখানে ছলে সম্পূর্ণ 'চুরি চিত্ত' নির্ভর বিষয়, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ তাকে 'রাজার দণ্ড' নির্ভর এবং 'বস্তু' নির্ভর করে ফেলা হলো। আর সেই ফেক্‌রাটি ধরেই বিনয়াচার্য, অর্থকথাচার্যগণ পরবর্তীকালে—"নানাভাণ্ড পঞ্চক, একভাণ্ড পঞ্চক, স্বাহত্থিক পঞ্চক, পুব্বপযোগ পঞ্চক, থেয়্যবহার পঞ্চক" ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা বিশাল জাল-বিস্তারে সুযোগ পেয়ে গেলেন। ফলে, বুদ্ধ উল্লিখিত 'চুরি চিত্তের' সহজ সরল উপলব্ধিটি জটিলতার জালে বিভ্রান্তি, উদ্ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হলো। আর এ কারণেই আইনের দুর্বোধ্য মারপ্যাচে পড়ে অল্প মেধা অথচ শীল-বিনয়ানুবর্তী জীবন গঠনে আগ্রহী অনেক ভিক্ষু চারি পারাজিকার মতো জীবন-মরণ প্রশ্নে নানা সন্দেহ, নানা বিতর্কে জড়িত হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে থাকেন। একই কারণে সংঘের মধ্যেও প্রায় সময় বিতর্কের ঝড় উঠে দলভেদ, মতভেদের জন্ম হয়ে থাকে।

"সব্বপাপস্‌স অকরণং, কুসলস্‌স উপসম্পদা;
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানুসাসনং।"

বুদ্ধের এটিই অনুশাসন বা শিক্ষা উপদেশ, সকল প্রকার পাপ না করা, কেবল কুশল তথা ভালো কাজই সম্পাদন করা এবং নিজের চিত্তকে বিশুদ্ধ করা।

এখানে কোনো পাপ না করা, সর্বদা ভালো কাজ করা এই শিক্ষা উপদেশ পৃথিবীর সকল ধর্মেই আছে; সকল ধর্ম প্রবক্তাগণই এই সংযম শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু, একমাত্র বুদ্ধ ব্যতীত আর কেউই, সকল পাপ এবং অন্যায়ের মূল উৎস 'স্ব চিত্তটির প্রতি মনোযোগী হতে এতবেশি গুরুত্ব দেননি। বুদ্ধশিক্ষার এটিই অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই বৌদ্ধমাত্রেই করণীয় কর্তব্য, বাহ্যিক শীলসংযমতা অনুশীলনের সাথে সাথে আপন চিত্ত শোধনের প্রতিই সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

চিত্ত যেহেতু অবশ্যই পরিবর্তনশীল একটি অনুভূতিময় অবস্থা; তাই এ চিত্ত যেকোনো অবস্থাতে মন্দ হতে ভালোর দিকে অবশ্যই পরিবর্তনযোগ্য, এতে অবিশ্বাস করার কি আছে? আর এ কারণেই ভগবান বুদ্ধ পারাজিকাদি প্রত্যেকটি অপরাধের আদিকর্মীর অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য করে, অপরাধীকে সংঘ হতে বহিষ্কার করেননি আত্মসংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। কোনো সংস্থা বা সংগঠনের বিধি-বিধান বা সংবিধান লঙ্ঘন মানে সেই সংস্থার

আইন ভঙ্গ করা। গুরুতর আইন লজ্ঘনকারীর শাস্তি হয় বহিষ্কার বা বর্জন এবং সেই সংস্থা হতে তার সভ্যপদ বাতিল। বুদ্ধের সংঘে সেই বর্জন বা বাতিলের নাম পারাজিকা। অতএব, পারাজিকা হচ্ছে একটি বাহ্যিক বা ব্যবহারিক বিষয়মাত্র। অকুশল চিত্ত-প্রবৃত্তিজাত বিষয় হলেও চেতনা পারাজিকা হতে প্রকাশিত হওয়াতে ব্যবহারিক তথা সাংঘিক জীবনে একটি গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিষয়ে রূপ নেয়। অপরদিকে, চেতনার পরিবর্তনযোগ্যতার কারণে পারাজিকার সেই কলুষ চেতনা ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা উদ্যম, পরাক্রম দ্বারা সমূলে উৎপাটন, চিরতরে ধ্বংস সাধনও সম্ভব। আর সে-কারণেই পারাজিকাগ্রস্ত ভিক্ষুর পাপ তাঁর চিত্ত-বিশুদ্ধিতা তথা নির্বাণ লাভের পক্ষে কোনো স্থায়ী প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তবে এই চিত্তবিমুক্তির পূর্বশর্ত হলো শীলবিশুদ্ধি। আর সেই শীলবিশুদ্ধিতা অর্জনের জন্যেই পারাজিকা অপরাধী সাংঘিক জীবনে মান-যশ-কীর্তি-প্রতিপত্তির প্রশ্নে আত্মগোপন করে ছদ্মবেশী ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করা একান্তই অনুচিত। কারণ রাষ্ট্রীয় বিধানে গুরুতর অপরাধী কোনো আত্মগোপনকারী ব্যক্তি যেমন মানসিক আতঙ্ক অস্থিরতায় তাড়িত হয়; সজ্ঞানে জেনেশুনে পারাজিকা অপরাধগ্রস্ত আত্মগোপনকারী ভিক্ষুও একইভাবে মানসিক অশান্তি অস্থিরতায় ভোগ করে থাকে। তাই ধ্যান-সমাধিতে তার কোনো উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না। আপন অপরাধ প্রকাশ করে ভিক্ষুত্ব ত্যাগপূর্বক প্রশান্ত মনে ধ্যান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে শীঘ্রই তার আধ্যাত্মিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভব হয়।

এই আলোচনায় অন্য একটি প্রসঙ্গ উঠে আসে। যে-সকল ভিক্ষুরা উপসম্পদার পর থেকে কোনো দিন প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলাদির সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ হয়নি; এমনকি ক্রমান্বয়ে সামাজিক মান-যশ-প্রতিপত্তিতে আপন প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছেন; তেমন ভিক্ষুরা নিজেদের অজ্ঞাতেই যদি পারাজিকা অপরাধগ্রস্ত হয়ে থাকেন, অথচ নিজেকে খাঁটি ভিক্ষু ধারণায় নির্বিকার ভিক্ষুজীবন অতিবাহিত করে যাচ্ছেন; এমনকি ধ্যান-সাধনার প্রতি বা ধর্ম-বিনয় নিয়ে বিন্দুমাত্রও যার মাথাব্যথা নেই; তেমন ভিক্ষুজীবনকে কোন পর্যায়ভুক্ত করা যাবে? ভগবান বুদ্ধ এ শ্রেণির ভিক্ষুকেই বুদ্ধশাসনে মহাচোর বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই মহাচোরদের গতি অবশ্যই নিরয়মুখী, যদিও সেই প্রতারকেরা দাতাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাসভরা দান, বন্দনাদি গ্রহণে বিন্দুমাত্রও আপন বিবেক দংশনের জ্বালা ভোগ করে না এবং কর্ম, কর্মফল ও পরকালে বিশ্বাস করে না। এই মহাচোরদেরকে যে-সকল দাতা দুঃশীল, দুরাচারী জেনেও লোকাচারী ব্যবহার-সখ্যতার কারণে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস

করেন, দান-বন্দনাদি সেবা-সৎকার করে থাকেন, সে-সকল দাতারা বুদ্ধ-শাসন বিনষ্টের সহায়ক বলেই গণ্য হন। আর তেমন পৃষ্ঠপোষকগণের গতিও হয় নিরয়মুখী।

পরিবার গ্রন্থের ১২৫ নং ক্রমে বিনয়ের শিক্ষাপদগুলোর অর্থ অনুধাবনে অনীহা তথা অশ্রদ্ধ, অবজ্ঞা (বিবণ্নকে) প্রদর্শন ও নিন্দাকারীর পাচিত্তিয় আপত্তির কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, ভিক্ষুদের মাঝে এই চরিত্রের ভিক্ষুরও অভাব নেই। রাঙামাটি রাজবন বিহারে প্রতি উপোসথে জ্যেষ্ঠজন হিসেবে আমাকে পুরো প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে হতো। সময় লাগতো প্রায় এক ঘণ্টা। ত্রিশ থেকে চল্লিশজন ভিক্ষু এই আবৃত্তি শুনতেন। কিন্তু, অধিকাংশের মধ্যে অন্যমনস্কতা ভাব লক্ষ করতাম। তার প্রধান কারণ পালিতে এই আবৃত্তি তাদের পক্ষে বোধগম্য নয়। এ সমস্যার সমাধানে এবং আবৃত্তিও যাতে কর্ণসুখকর হয়, সেই লক্ষ্যে আমি সমগ্র ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষটি বাংলা পদ্য ছন্দে অনুবাদ করে মূল-পালিসহ মুদ্রণের ব্যবস্থা করি। অতঃপর বনভন্তের প্রত্যেক শিষ্যগণের হাতে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি।

আমার প্রস্তাব এক উপোসথ দিবসে উপস্থিত সকল ভিক্ষু সাধুবাদের সাথে গ্রহণ করেন যে, এক উপোসথে পালিতে এবং পরবর্তী উপোসথে বাংলায় এবার থেকে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা হবে। এই প্রস্তাবে দুই উপোসথে বাংলা পদ্যে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিতে অনেকে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শ্রবণে তাদের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, তৃতীয়বার যখন বাংলায় আবৃত্তি শুরু করি তখন ক্ষমতাশালী এক ভিক্ষু মহোদয় এই বলে বাধা দিলেন, 'বাংলায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিতে, এখন আমাদের মধ্যে অনেকের মনে নানা সন্দেহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন থেকে বাংলায় আবৃত্তি বন্ধ করা হোক। তার এই বাঁধার মুখে একজন ভিক্ষুও টু-শব্দটি করলেন না। এদেশে বুদ্ধশাসনের বর্তমান সামগ্রিক দৃশ্যটাই এমন।

পরিবার গ্রন্থে পরিচ্ছেদগুলোর ক্রমিক সংখ্যাটি আপত্তির সংখ্যা আনুপাতিক বলে প্রথমে মনে হয়েছিল। আসলে তা নয়। এই সংখ্যাক্রমটি আসলে কীসের বিবেচনায় হয়েছে তা বোধগম্য নয়। যেমন ধরুন আপত্তি পর্বকথার পারাজিকার খণ্ডে ১৫৭ নং হতে ১৬০ নং পর্যন্ত চারটি পারাজিকার ক্রমকে অনুসরণ করা হয়েছে। অথচ, সংঘাদিশেষ খণ্ডে গিয়ে শুধু ১৩টি সংঘাদিশেষ এর আলোচনা হয়েছে ১৬১ নং ক্রম পর্যন্ত।

পরিবার গ্রন্থের ১৭১ নং সপ্রাণ বর্গে সজ্ঞানে প্রাণীর জীবনপাত বিষয়ক আলোচনায় অপরাধ নির্ণয়মূলক বিশ্লেষণে কিছু বিতর্ক উঠতে পারে। বলা

হয়েছে, সজ্ঞানে প্রাণীর জীবনপাতে চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটিতে বলা হয়েছে, কেউ পড়ে মৃত্যু হোক, এমন উদ্দেশ্য ছাড়া খনিত গর্তে, যেকোনো প্রাণী পড়ে মৃত্যু হলে খননকারী ভিক্ষুর দুক্কট অপরাধ হবে। আবার দ্বিতীয় নং-এ বলা হলো—তথায় মানুষ পড়ে মরলে পারাজিকা অপরাধ হবে।

এখানে অসংলগ্নতা বিস্তর। যেমন, প্রথমে বলা হলো, সজ্ঞানে প্রাণীর জীবন পাতে চারটি আপত্তি। অতঃপর বলা হলো, খনিত গর্তে কোনো প্রাণী পড়ে মৃত্যু হোক, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত। তাহলে সজ্ঞানে প্রাণীর জীবনপাতটি গেল কোথায়? আবার বলা হলো, সেই গর্তে পড়ে মানুষ মারা গেলে, পারাজিকা যেখানে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে গর্ত খনন, সেখানে পারাজিকার অবকাশ কোথায়? ৪ নং-এ বলা হলো, সেই গর্তে পড়ে তির্যগ্‌প্রাণী মারা গেলে পাচিত্তিয়। অথচ ১ নং-এ বলা হলো, যেকোনো প্রাণী সেই গর্তে পড়ে মারা গেলে দুক্কটাপত্তি। এ সকল সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা নিতান্তই অগোছালো এবং অস্পষ্ট।

১৭৭ নং ও ১৭৮ নং ক্রমের মধ্যে দেখা যায় ১৭৭ নং সেখিয়া শিক্ষাপদ খম্ভকত বর্গে পিণ্ডপাত-সংক্রান্ত শিক্ষাপদগুলোর আলোচনা শুরু করে তা সেই বর্গে সমাপ্ত না হতেই ১৭৮ নং ক্রম দিয়ে পিণ্ডপাত বর্গ নামে পৃথকভাবে আরও ১০টি শিক্ষাপদ সন্নিবেশিত হলো। এই বিভক্তি করণের হেতু কী, উদ্দেশ্য কী, কিছুই বুঝার উপায় নেই। যদি বলি প্রতিবর্গে ১০টি করে শিক্ষাপদ সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যেই এই বিভক্তি, তা-ও সঠিক নয়। কারণ খম্ভকত বর্গে শিক্ষাপদ সংখ্যা ১১টি, পাদুকা বর্গে ১৫টি। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষেও ঠিক একই অবস্থা।

১৮০ নং সেখিয়া সুরুসুরু বর্গের ৩ নং শিক্ষাপদে পাত্র লেহন করে ভোজনে দুক্কটাপত্তি হয়। এই বাক্যটির মাধ্যমে ভিক্ষুদের ভোজনে থালার ব্যবহারও যে, সে সময়ে হতো, সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ থালা ব্যতীত ভিক্ষা পাত্রের তলা লেহন করে খাওয়ার সুযোগ নেই।

১৮৬ নং-এ মৈথুন সম্পর্কিত মীমাংসায় পালি মূলের মধ্যে বাক্যগঠনগত ভুল পরিলক্ষিত হয়। বাংলা অনুবাদে এটি সংশোধন করা হয়েছে।

১৮৭ নং-এ সমুচ্চয় বার অষ্টম সমাপ্ত এর নিচে বলা হলো, এই ৮টি বার পুনরাবৃত্তি (সজ্জায়ন) পদ্ধতিতে লিখিত। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই লেখা কি সিংহল দ্বীপে বসে সেই রাজা বট্টগামিনী অভয়ের আমলেই লিখিত? আর সেই পুনরাবৃত্তিটি দেখা যায় পরিবার গ্রন্থে পালি মূলের ৮৩ নং পৃষ্ঠা হতে

৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯২ নং সংঘাদিশেষ পর্বে ৮ নং সংঘাদিশেষ আপত্তিতে দশ প্রকার লেশ গ্রহণ দ্বারা অন্যায়ভাবে অপর ভিক্ষুকে অপদস্থ করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এই দশটি লেশ হচ্ছে—জাতি, নাম, গোত্র, লিঙ্গ, আপত্তি, পাত্র, চীবর, উপাধ্যায়, আচার্য এবং শয়নাসন। এ সকল বিষয়ের যেকোনো একটিকে উপমাস্বরূপ ব্যবহার করে অন্যকে হীন, তুচ্ছরূপে উপস্থাপন করাতে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়ে থাকে। এখানে 'লেশ' অর্থে টিট্‌কারী বা লজ্জা দেয়া বুঝায়।

১৩ নং সংঘাদিশেষ আপত্তিতে 'কুলদূষক' কর্মের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে 'কুল' বলতে গৃহীকুল, উপাসক-উপাসিকাকুল, দায়ক-দায়িকাকুল বুঝায়। কোনো ভিক্ষু এ সকল কুলগুলোর আদরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আপন সঞ্চয় বা সাংঘিক সঞ্চয়জাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি যদি প্রদান করে, মাতাপিতার, আদরণীয় হতে তাদের সন্তানাদিকে যদি আদর-স্নেহ প্রদর্শন করে এবং খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রদান করে, এ সকল কর্ম দ্বারা কুলদূষণ করা হয়ে থাকে। কী কারণে? ভিক্ষুর সাথে গৃহী-দায়কের সম্পর্ক বস্তু দ্বারা নয়, ধর্ম দ্বারা; ভিক্ষুর ধর্মজ্ঞান এবং শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা। বস্তুর আদান-প্রদানজাত সম্পর্ক স্থূলত্ব-হীনত্বের গন্ধ বিদ্যমানহেতু ধর্মের অনাবিল, প্রীতিময়, নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা সেখানে নষ্ট হয়ে যায়। তাই এমন ধর্ম নষ্টকারী ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক বহিষ্কারযোগ্য হয়। সংঘ নির্দেশকে অমান্য করলে তখন সেই ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সাময়িকভাবে বর্জিত ভিক্ষুতে পরিণত হয়।

১৯৩ নং-এর ২-এ থুল্লচ্চয় আপত্তি নির্ণয়ে "অতিরেক মাসকং বা ঊনপঞ্চমাসকং" এই বাক্যাংশটি বিরোধাত্মক হয়ে অর্থের বিঘ্নতা ঘটায় অনুবাদে তা বাদ দেয়া গেল।

১৯৪ নং-এর ৬-এ নিজের জন্যে, স্ব-উদ্যোগে প্রমাণাতিরিক্ত কুটির নির্মাণের কারণে উৎপন্ন তিনটি আপত্তি সম্পর্কে পরিবার গ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের সম্পাদক ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের বর্ণনায় পার্থক্য দেখা যায়। যথা :

পরিবার গ্রন্থে আছে : নির্মাণ সমাপ্তির সর্বশেষ মাটির পিণ্ড বা একখণ্ড উপকরণ আগত না হওয়া পর্যন্ত (অনাগতে) থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। সেই সর্বশেষ পিণ্ড বা উপকরণ এসে গেলে (তস্মিং পিণ্ডে আগতে) সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

অপরদিকে ভদন্ত প্রজ্ঞালোক ভন্তের সম্পাদিত ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে বলা হয়েছে 'কুঠির নির্মাণ সমাপ্তির সর্বশেষ ইট স্থাপন সমাপ্ত হলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। বস্তুত এ বর্ণনাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

১৯৯ নং-এ মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য, এ প্রশ্নে তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানের উল্লেখ থাকলেও পালি মূলে তা চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে দুটি। এমন জটিলতা আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাই আপন অভিজ্ঞতার আলোকে আমি নিম্নোক্তভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে অনুবাদ করেছি; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২০৫ নং-এ উল্লিখিত হয়েছে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের উপদ্রবে অষ্টম পারাজিকা শিক্ষাপদটি ভগবান বুদ্ধকে প্রজ্ঞাপিত করতে হয়েছে। ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এবং ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের দ্বারা বুদ্ধের সংঘে বহু বহু উপদ্রব সংগঠিত হয়েছে। এই উভয় দলের সদস্যরা বৈশালীজাত সন্তান। ভগবান বুদ্ধ বৈশালীবাসীদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং তাদের সুশৃঙ্খল একতাবদ্ধতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এমনকি, বুদ্ধের সংঘে সপ্ত শমথ নামক বিচার-মীমাংসা পদ্ধতিসহ বিনয়কর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানকে সেই বৈশালী রাজ্যের প্রশাসনিক অবকাঠামোর আলোকেই সজ্জিত করেছিলেন। অথচ, বুদ্ধের সংঘে দেখা গেল সেই বৈশালী হতে বুদ্ধের সংঘে আগত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা সবচেয়ে বেশি উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিলেন। কেন এমনটি হলো? সেই বৈশালীবাসী বজ্জীদের রক্তের ধারক চট্টগ্রামী বড়ুয়াদের মধ্যেও ঠিক একই চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না?

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ বিষয়ে আলোচনা—২২১-এ ভিক্ষুণীদেরকে একই বিছানায়, একই কম্বলের ভেতরে শয়নে পাচিত্তিয় অপরাধের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করা হয়েছে। অথচ ভিক্ষুদের বেলায় এ জাতীয় কোনো শিক্ষাপদ নেই। কেন এমনটি হলো? পুরুষের চেয়ে নারীদের কামতাড়না বেশি, এমন একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এজন্যেই ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্যবিরোধী সমকামী প্রবণতা হতে আত্মরক্ষার জন্যেই এই বিধিনিষেধ আরোপ?

২২১ নং-এর ৩৭ ও ৩৮ পরিচ্ছেদে, ভিক্ষুণীদেরকে অন্তঃরাষ্ট্র ও বহিঃরাষ্ট্রে ভয়যুক্ত গমনমার্গে আত্মরক্ষার্থে ছুরিকাদি শস্ত্র রাখার নির্দেশ আছে। অথচ ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে এমন শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়নি। কারণ কী? মাতৃজাতির শারীরিক সামর্থ্য পুরুষদের চেয়ে দুর্বল। এইহেতু পুরুষ

মাতৃজাতির ওপর বল প্রয়োগে দ্বিধা করে না। তাই গমনাগমনমার্গে ভিক্ষুণীদের ওপর প্রদুষ্ট চিত্তে পুরুষের বলপ্রয়োগে বাঁধাদানে সহায়ক শক্তি হিসেবেই এই ছুরিকাদি শস্ত্র সাথে রাখার আইন বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।

২২১ নং-এর ৪০ নং পরিচ্ছেদে ভিক্ষুণীরা চারিকায় না গেলে পাচিত্তিয়া আপত্তির শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্ষাব্রতের সমাপ্তিতে ভিক্ষুণীদেরকে অবশ্যই চারিকায় গমন করতে হবে। চারিকং এর আভিধানিক নানা অর্থ আছে। এখানে চারিকা বলতে সচরাচর দীর্ঘপথে পর্যটন বুঝায়। ভগবান বুদ্ধকেও দেখা যেত তিনি বর্ষাব্রত সমাপ্তির পর বিভিন্ন সময় মহাভিক্ষুসংঘসহ এই চারিকায় বের হতেন। এই চারিকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পদব্রজে নানা জনপদ পরিভ্রমণের মাধ্যমে সদ্ধর্ম প্রচার করা।

কথা হচ্ছে, ভিক্ষুণীদেরকে চারিকায় যেতে যেভাবে বাধ্য করে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো, ভিক্ষুদেরকে তেমন করা হলো না কেন? দেখা গেছে চারিকায় যেতে ভিক্ষুদের মধ্যে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ততা বিদ্যমান, ভিক্ষুণীদের মাঝে তা দেখা যায় না। কারণ, ভিক্ষুদের নানা স্থানে ভ্রমণ যত নিরাপদ ভিক্ষুণীদের বেলায় তত নিরাপদ নয়। অপরদিকে, এক স্থানে অধিককাল অবস্থান করতে গেলে স্থানীয় জনগণের সাথে ভিক্ষুণীরা যত সহজে অধিক জনসংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, ভিক্ষুরা তেমনটি নন। ফলে কুলদূষক আপত্তি দ্বারা ভিক্ষুণীরা শাসনকে সবচেয়ে বেশি কলুষিত করে থাকেন। এ সকল ভালোমন্দ বিবেচনায় ভিক্ষুণীদের চারিকায় যেতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২২২ নং-এর ৪৯ ও ৫০ নং-এ ভিক্ষুণীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে এই বলে—ভিক্ষুণীরা তন্ত্র-মন্ত্র, জাদু-টোনা, গণাপড়া ইত্যাদি তিরচ্ছান বিদ্যায় দক্ষতা প্রদর্শন করলে, বা এ সকল প্রসঙ্গে কথা বললে পাচিত্তিয় হবে। এ সকল তিরচ্ছান বিদ্যার প্রতি ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের আকর্ষণই সবচেয়ে বেশি বিধায়, বুদ্ধ ভিক্ষুণীদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে, এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

২২৪ নং-এর ৬১ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত 'বুট্ঠাপেতি' শব্দ দ্বারা কোনো কোনো সময়ে প্রব্রজ্যা দানকে বুঝানো হয়েছে, আবার কোনো কোনো সময়ে উপসম্পদা দানকে নির্দেশ করেছে।

২২৪ নং-এর ৬৩ পরিচ্ছেদে ছয় ধর্মে দুই বছর যাবৎ শিক্ষা দানের যে বিষয়টি উল্লিখিত হলো, সেই ছয় ধর্ম বলতে কী বুঝায়? এখানে এই ছয় ধর্ম বলতে ছয়টি শীল-সংযমতা পালনকে বুঝানো হয়েছে। সেই ছয়টি শীল

হচ্ছে—১. প্রাণিহিংসা ও হত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ, ২. চুরি হতে বিরতি শিক্ষাপদ, ৩. অব্রহ্মচর্য হতে বিরতি শিক্ষাপদ, ৪. মিথ্যা কথন হতে বিরতি শিক্ষাপদ, ৫. নেশাদ্রব্য সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ এবং ৬. বিকালে-ভোজন হতে বিরতি শিক্ষাপদ।

এই ছয়টি শিক্ষাপদের দুই বছর যাবৎ অনুশীলনকারীকে শিক্ষামনা বলা হয়। এভাবে ছয় ধর্মের দু বছর যাবৎ অনুশীলনকারী শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দ্বারা দশশীলে দীক্ষিত করলে ভিক্ষুণী পাচিত্তিয় অপরাধ থেকে অব্যহতি পাবেন। দেখা গেছে, পুরুষ প্রব্রজ্যার্থীর ক্ষেত্রেও ছয় ধর্মের অনুশীলন বিধান রয়েছে। তবে তা স্ত্রী-জাতির মতো বাধ্যতামূলক নয়। কেন এমনটি হলো? পুরুষের চেয়ে স্ত্রী-জাতির স্বভাব-চরিত্র অবগত হওয়া তত সহজ নয়। আর সে কারণেই প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রার্থিণীকে এই ছয় ধর্মে দীক্ষিত করে দুই বছর যাবৎ তার স্বভাব চরিত্র অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন বিধায় এমনতরো বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে।

অপরদিকে ৬৯ পরিচ্ছেদে প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তা অনুবর্তিনীকে দুই বছরকাল আচার্যের নিয়ন্ত্রণে রাখার বাধ্যবাধকতাও আরোপিত হয়েছে। ঠিক একই কারণে। এক্ষেত্রে পুরুষ প্রব্রজ্যার্থীর বেলায় দেখা যায় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণের পর উপাধ্যায় বা আচার্য সান্নিধ্যে দশ বছর শিক্ষানবিশরূপে অবস্থানের নির্দেশ আছে, বিনয় গ্রন্থ মহাবর্গের স্কন্ধে; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শিক্ষামেয়াদ কমপক্ষে পাঁচ বছরও দেখা যায়।

৭০ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে সহজীবিনীকে আপত্তিমুক্ত করে তাকে নিজ হতে পৃথক না করলে বা, না করালে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। কিন্তু কেন এবং কীভাবে এই পৃথকীকরণ হবে, তার কোনো নির্দেশনা নেই।

৭৪ পরিচ্ছেদে 'বুট্ঠাপন' শব্দটির ব্যবহারে এটির বিবিধার্থক ব্যবহার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা এসে যায়। এই 'বুট্ঠাপন' শব্দটি, এখানে একবার বলা হলো ১২ বছরের কম বয়সীকে 'বুট্ঠাপনে' পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। কিন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ বছরের (৭১ নং) ক্রমিকে 'বুট্ঠাপনে' পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। আবার ৭০ নং-এ বলা হয়েছে সহজীবিনীকে 'বুট্ঠাপন' এই একটি শব্দকে এখানে ৭০ নং-এ আপত্তি মুক্তকরণের পর উদ্ধার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার ৭১ নং-এ তাকে উপসম্পদা দান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে ৭৪-এ তাকে প্রব্রজ্যাদান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে দেখা যায়, শাক্যকন্যা সুন্দরীনন্দার দ্বারা প্রথম পারাজিকা

অপরাধ সংঘটিত হলো। আর তারই বোন স্থূলানন্দা দীর্ঘ সময় ধরে শ্রাবস্তীতে অবস্থান করে সবচেয়ে বেশি অপরাধ সংঘটিত করেছে। শুধু ৮১ পরিচ্ছেদেই তাকে রাজগৃহে গিয়ে অপরাধ করতে দেখা যায়।

ভিক্ষুণীসংঘে অবশিষ্ট অপরাধীদের তালিকায় রয়েছে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী, চণ্ডকালীসহ অন্যেরা লক্ষ করলে দেখা যায়, জনৈকা তথা নামবিহীন ভিক্ষুণীদের দ্বারাও অনেক অপরাধের উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব সঙ্গায়ন চলাকালে যাদের নাম ভদন্ত উপালির মনে ছিল না তাদের ক্ষেত্রেই এই জনৈকা ভিক্ষুণী দ্বারা এমনটি বলা হয়েছে।

এ সকল ভিক্ষুণীদের মধ্যে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুকে, সবচেয়ে বেশি পরিভ্রমণরতা দেখা যায়। তাদেরকে কখনো শ্রাবস্তী, কখনো বৈশালী, কখনো রাজগৃহে, কখনো বা কপিলবাস্তুতে দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত সমগ্র উত্তর ভারত তারা তখন চষে বেড়িয়ে ছিলেন, বলা চলে।

২৩০ নং ১ এর স্নান বর্গে ভিক্ষুণীদের নগ্নস্নানে পাচিত্তিয়াপত্তি বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গব্রত ভিক্ষুণীদের প্রতিপাল্য নয়। কারণ, ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গ অনুশীলনে ভিক্ষুদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নগ্ন হয়ে স্নান করতে হয়। এমনিতেই বর্ষাসাটিক তথা স্নানবস্ত্রের ব্যবহার যখন কার্তিকী পূর্ণিমার পরে নিষিদ্ধ হয়ে যায় তখন ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গহীন ভিক্ষুদেরও অনেক সময়ে নগ্ন হয়ে স্নান করতে হয়, যদিও তা আচ্ছাদিত স্থানে হয়ে থাকে। ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে এখানে বিধানটি শিথিল করে সারা বছরই স্নান বস্ত্র রাখার বিধান প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন।

ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গ সজ্ঘাটি অন্তর্বাসরূপে পরিধানে নিষেধ আছে। এখানে ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রেও অন্যান্য চীবর বিহারে রেখে দিয়ে শুধুমাত্র সজ্ঘাটি পরিধান করে চারিকায় বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এখানে ৯ নং-এ দুর্বলচীবর বলতে কি বুঝায়, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

২৩৫ নং-এর 'চিত্তাগার বর্গ' তথা চিত্রশালা অধ্যায়ের ওপর কিছু আলোচানার প্রয়োজন। ভিক্ষুণীদের রাজ প্রসাদ, চিত্রশালা, আরাম (রাজাদের অবকাশ যাপন স্থান), উদ্যান, বা পুকুর এ সকল দর্শনার্থে গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত করে পাচিত্তিয়াপত্তি বলা হয়েছে। কিন্তু ভিক্ষুদের জন্যে এ বিষয়ে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। কেন এমনটি হলো? যদি বলি ভিক্ষুণীরা পুরুষ নয় মাতৃজাতি বিধায় এ জাতীয় বিলাস উপকরণের প্রতি আকর্ষণ জাগতে পারে ভিক্ষুদের চাইতে বেশি। তাই এই নিষেধাজ্ঞা। বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক। অথচ, ভিক্ষুণীরা সাধারণ মহিলা নয়। জীবন চলার

পথে গৃহীকুলের নারীত্বে যত সীমাবদ্ধতা থাকে ভিক্ষুণী জীবন তো বহুশত গুণে উদার, উন্মুক্ত, স্বাধীন। তবুও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মাঝে নৈকট্যতা বেশিহেতু অবাধ সংস্রব-দোষ পরিহারের লক্ষ্যে যে-সকল কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তাদের সাথে এই যে রাজপ্রাসাদ দর্শন বা চিত্রশালা, আরাম উদ্যান বা পুষ্করিণী এ সকল দর্শনের তো কোনো সম্পর্কই নেই।

আসন্দি (অর্ধশয়নের চেয়ার), পালঙ্ক—এসবের ব্যবহারও ভিক্ষুণীদের জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু, ভিক্ষুদের বেলায় এক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তুলাদি দ্বারা কোমল, আরামদায়ক করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে (তুলোনোদ্ধকং)। আসলে মাতৃজাতি-হেতু কোনো ভিক্ষুণী ইজি চেয়ারাদিতে চিৎ হয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকাটার গভীরে পুরুষের সমক্ষে কামাত্মক নিমিত্ত সৃষ্টি করে থাকে। এজন্যেই সম্ভবত এমন তরো নিষেধাজ্ঞা।

অপরদিকে তুলা দিয়ে চেয়ার, ইজি চেয়ার বা পল্লঙ্ককে গদিযুক্ত না করতে ভিক্ষুদের জন্যে যেই নিষেধাজ্ঞা, তা কি বর্তমানে 'ফোম'-এর ব্যবহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়?

২৩৯ নং 'ছত্ত পহান বগ্গে' ভিক্ষুণীদেরকে যাতায়াতে যান-বাহনের ব্যবহার ঢালাওভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবার অন্যত্র নদী পারাপারে নৌযানে শুধু একাকী গমনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেন এই দ্বৈত বিধান? এ বিষয় সমর্থনযোগ্য যে, তৎকালীন রথ, গরুগাড়ি, নৌকা ইত্যাদি ধীরগামী যানবাহনই ছিল পথ অতিক্রমে আরামদায়ক উপায়। অধিকন্তু, দূরগামী পথ ছিল প্রায় জনশূন্য। এমতাবস্থায় চালক কর্তৃক দুর্বল-ইন্দ্রিয় ভিক্ষুণীদের সম্ভ্রমহানির ঘটনা অনেক ঘটেছে বিধায়, এই নিষেধাজ্ঞা অর্থবহ ছিল। বর্তমানের উন্নত দ্রুতগামী যানবাহন এবং রাজপথে জনতার ঢলের যুগে এ বিধিনিষেধ বলবৎ রাখার যৌক্তিকতা কতটুকু তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

২৪৬ নং 'সমুচ্চয় বর্গে' 'কাযপটিবদ্ধং' শব্দটি দ্বারা ভিক্ষুণী কোনো পুরুষকে স্বদেহ স্পর্শ করতে দিল 'দুক্কটাপত্তি' বলা হয়েছে। কিন্তু, একই পরিচ্ছেদে পূর্বে বলা হয়েছে নাভি হতে জানুর উপরিভাগ এলাকায় স্পর্শ করতে দিলে পারাজিকাপত্তি। জানুর নিম্নভাগ এলাকা ও নাভির ঊর্ধ্বভাগ এলাকায় স্পর্শ করতে দিলে থুল্লচ্চয়াপত্তি হয়। এখানেও দ্বৈত বিধানের লক্ষণ থাকছে যদি ব্যাখ্যা দেয়া না হয় যে, পূর্বে উল্লিখিত গুরুতর অপরাধ দ্বয় সংঘটিত হয়, যদি ভিক্ষুণী অনাসক্তা অবস্থায় কোনো পুরুষকে স্বদেহ স্পর্শ করতে দেয়। যেমন, ভিক্ষুণীর রোগাদির কারণে ডাক্তারকে দেহ স্পর্শ করতে দিতে হয়।

২৪৯ নং কতাপত্তি বর্গে কায়সংসর্গজনিত আপত্তি নির্ণয়ে ২ ও ৩ নং-এ সংঘাদিশেষ ও থুল্লচ্চয় আপত্তিকে পৃথকরূপে দেখানো হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন জাগে এই থুল্লচ্চয় আপত্তি কি সংঘাদিশেষ আর নিস্‌সগ্গিয়ত্ব মধ্যবর্তী কোন অপরাধ? কিন্তু, থুল্লচ্চয় আপত্তির উল্লেখ কামসংসর্গ এবং চুরি এই দুই পারাজিকাপত্তি সংশ্লিষ্ট হয়েই উৎপন্ন হতে দেখা যায়। তাই আবারো প্রশ্ন জাগে থুল্লচ্চয় কি পারাজিকা ও সংঘাদিশেষ এ দুই আপত্তির মধ্যবর্তী কোনো অপরাধ?

(৫) নং-এ, এক আসক্ত দেহ অপর আসক্তদেহকে স্পর্শ করলে দুক্কটাপত্তি হয়, বলা হয়েছে। অথচ অন্যক্ষেত্রে আসক্তিহীন দেহের সাথে আসক্ত দেহের স্পর্শে থুল্লচ্চয় এর ক্ষেত্রে পুরুষ দেহের সাথে ভিক্ষুণীর দেহের স্পর্শ হয়ে থাকে; আর দুক্কট এর ক্ষেত্রে দুই আসক্ত ভিক্ষুণীর মধ্যে পরস্পরের দেহ স্পর্শ হয়ে থাকবে।

২৭১ নং অন্তর পুনরাবৃত্তি (পেয়্যালং) কয়টি এই পর্বের আলোচ্য বিষয়গুলো বিনয়ের আলোচনায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ২নং পরিচ্ছেদের ১ নং হতে ৩ নং এবং ৪ নং হতে ৬ নং উপ-পরিচ্ছেদে আপত্তিগুলোকে পঞ্চ আপত্তি ও সপ্ত আপত্তিরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু কী কারণে এ দুই শ্রেণিভেদ তার কোনো ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে নেই। লক্ষণীয় যে, এ দুই শ্রেণিকরণে 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তির কোনো স্থান নেই। কেন এমনটি হলো, তার কোনো ব্যাখ্যাও নেই।

২ নং-এর ৭ নং হতে ৯ নং উপ-পরিচ্ছেদে ছয় অগৌরব-এর বিষয়গুলোকে পুনঃ ১৭২ নং ক্রম-এর ১ নং ও ২ নং উপ-পরিচ্ছেদেও একইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বুদ্ধে অগৌরব, অপ্রমাদে অগৌরব, সংঘে অগৌরব, শিক্ষায় অগৌরব এবং পুনঃ একত্রীকরণে অগৌরব, এভাবে। সে যা-ই হোক, এভাবে একজন ভিক্ষু উক্ত ছয় প্রকারে অগৌরবী হলে বুদ্ধশাসনে সে কেবল ঝগড়া-বিবাদই করতে জানে। আর মনে করে যে, সে যা করছে তা বহুজন হিতের জন্যে, মঙ্গলের জন্যেই করছে। অথচ, তাতে তদ্বিপরীত ফলই প্রসব করছে।

২৭৪ নং-এ ছয় সারণীয় ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই সারণীয় ধর্মগুলো হচ্ছে—প্রিয়তা, গারবতা, সংগ্রহতা, অবিবাদতা, সমগ্রতা এবং একতা। যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীরদের প্রতি মৈত্রীসহগত কায়কর্ম বা বাক্‌কর্ম ও মনোকর্ম দ্বারা এই ছয়টি ধর্ম পরিপূরণ করে থাকে, তাদের সমস্ত ঝগড়া-বিবাদরূপ পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি রুদ্ধ হয়ে যায়।

২৭৫ নং-এ অষ্টাদশ ভেদকর বত্থু উল্লিখিত হয়েছে। এই ভেদকর বত্থুগুলো হলো—১. ভিক্ষু ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, ২. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ৩. বিনয়কে অবিনয়, ৪. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে থাকে; ৫-৬. তথাগত কর্তৃক অভাষিত; অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বলে প্রকাশ করে থাকে, ৭. তথাগত কর্তৃক অননুশীলিত বিষয়কে অনুশীলিত, ৮. এবং অনুশীলিত বিষয়কে অননুশীলন বিষয় বলে প্রকাশ করে থাকে; ৯. তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপিত বিষয়কে প্রজ্ঞাপিত, ১০. প্রজ্ঞাপিতকে অপ্রজ্ঞাপিত বলে প্রকাশ করে থাকে; ১১. আপত্তিকে অনাপত্তি; ১২. অনাপত্তিকে আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে; ১৩. লঘু আপত্তিকে গুরু আপত্তি ১৪. গুরু আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে ১৫. সাবশেষ আপত্তিকে অনবশেষ; ১৬. অনাবশেষকে সাবশেষ আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে; ১৭. প্রদুষ্ট আপত্তিকে অপ্রদুষ্ট আপত্তি, ১৮. অপ্রদুষ্টকে পুদষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে।

অন্তর পেয়্যালক বর্গে আলোচ্য এ বিষয়গুলোর প্রতি ভিক্ষুদের সর্বশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

২৮৭ ক্রমিক নং-এ দেখা যায় ভিক্ষু নিরোগী অবস্থায় নিজের জন্যে খাদ্য-ভোজ্য যাচঞা করে ভোজন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। আর ভিক্ষুণী যদি সেভাবে যাঞা করে ভোজন করে, তখন তার অপরাধ হয় প্রতিদেশনীয়। এখানে ভিক্ষুর চেয়ে ভিক্ষুণীর অপরাধ লঘুতর হওয়ার কারণ কি? অথচ ভিক্ষুদের চাইতে ভিক্ষুণীদের গৃহী-সংশ্লিষ্টতার প্রবণতা বেশি। তাই, তাদের পক্ষে যাচঞা করে খাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

অপরদিকে কামচিত্তে ভিক্ষু যদি মাতৃজাতির দেহ স্পর্শ করে তার অপরাধ হয় সংঘাদিশেষ; আর ভিক্ষুণী যদি কোনো পুরুষকে কামচিত্তে নাভির নিম্নভাগ এবং জানুর উপরিভাগে স্পর্শ করতে দিলে ভিক্ষুণীর পারাজিকা আপত্তি হয়। এখানে একই কর্মের জন্যে ভিক্ষুর চেয়ে ভিক্ষুণীর অপরাধ গুরুতর বিবেচনা করা হলো। এই পার্থক্যতার মধ্যে যথার্থতা আছে। কারণ, গুপ্তদ্বারতা মাতৃজাতির সম্পদ এবং এতে তার গৌরবতা, মহনীয়তা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে তদ্বিপরীতে পতিতা সদৃশা লজ্জাহীনা আর তুচ্ছতার শিকার হয় ভীষণভাবে। তাই ভিক্ষুণী হলেও মাতৃ জাতিত্বেরই কারণে দৈহিক সংযমতার ক্ষেত্রে ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের ওপর দণ্ডারোপের এই কঠোরতা ন্যায্য, তাদের নিজেদেরই স্বার্থে।

২৮৮ ক্রমিক নং-এ দেখা যায়, ভিক্ষু উপসম্পন্ন হওয়া অন্য এক

উপসম্পন্নকে আঘাত করলে প্রাপ্ত হয় পাচিত্তিয় আপত্তি। কিন্তু সেই ভিক্ষু অনুপসম্পন্ন কোনো শ্রমণ, সেবক বা গৃহীকে আঘাত করলে হয়, লঘুতর দুক্কট আপত্তি। এখানে গুণশ্রেষ্ঠতারই মূল্যায়ন হলো। বিপত্তি বিচারের ক্ষেত্রে তাই এই আপত্তিদ্বয়কে পাচিত্তিয় এবং দুক্কট উভয়কে গণ্য করা হলো শীলবিপত্তি ও আচারবিপত্তি এই উভয় পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

২৯০ ক্রমিক নং-এ দেখা যায় ভিক্ষুণী অন্যের পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্তির বিষয় গোপন করলে সে নিজেই পারাজিকা অপরাধী হয়ে যায়। এ যেন লঘু অপরাধে অতিগুরুতর দণ্ড। অথচ, তেমন কর্ম যদি একজন ভিক্ষুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, সে বিষয়ে কেবল সংঘাদিশেষ পর্যায়ের 'দুট্ঠুল্ল' আপত্তি গোপনে পাচিত্তিয় আপত্তিতে অপরাধী হওয়া এবং আচারবিপত্তি গোপনে দুক্কটাপত্তির কথাই উল্লেখ হলো। বিনয়-বিচারে এই অপূর্ণতা ও অসামঞ্জস্যতার কারণ কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের দুই অনিয়ত শিক্ষাপদের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে মাতৃজাতির সাথে কোনো ভিক্ষু নির্জনে অবস্থানের কারণে সেই ভিক্ষু পারাজিকা, সংঘাদিশেষ অথবা পাচিত্তিয় এই তিন আপত্তির কোনোটি প্রাপ্ত হলে, তা নির্ণয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো স্রোতপন্ন উপাসিকাকে; স্রোতাপন্ন কোনো পুরুষকে পর্যন্ত নয়। কারণ কী? স্রোতাপন্ন উপাসক ও উপাসিকা দুজনের স্বভাবধর্ম হচ্ছে, জীবনান্তেও মিথ্যা বলতে অক্ষমতা। তারপরও মাতৃজাতির স্বভাবধর্মে গোপন ফাঁস করে দেয়ার প্রবণতা খুবই বেশি। ফলে, অন্যকারো পারাজিকার মতো গুরুতর অপরাধ গোপন করবেন, একজন ভিক্ষুণী! এ যেন সম্ভব। তাই বলে কি লঘু অপারধে এত গুরুতর দণ্ড?

একুত্তরি তথা এক উত্তর নিয়ম অধ্যায়ে ক্রমিক ৩২১ নং হতে ৪০২ নং পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়গুলো খুবই চমকপ্রদ এবং বিনয়গারবীদের জন্যে তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুরুতে ৩২১ নং-এ বিনয়-বিধান সম্পর্কিত যে-সকল বিষয়কে 'জানা কর্তব্য' বলা হয়েছে, সেই উল্লিখিত বিষয়গুলো, যেমন : "আপত্তিকর ধর্মগুলো জানা কর্তব্য, অনাপত্তিকর ধর্মগুলো জানা কর্তব্য। আপত্তি জানা কর্তব্য, অনাপত্তি জানা কর্তব্য। লঘু আপত্তি জানা কর্তব্য, গুরু আপত্তি জানা কর্তব্য...। এভাবে উল্লিখিত সব বিষয়গুলোকে জানতে গেলে দেখা যাবে যে, সমগ্র বিনয়পিটকে যেন তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাতে হয়। তাই I.B. Horner বলেছেন, "I have also seen 'Parivara' called 'a digest of estira Vinaya Pitaka," setting forth

the method of teaching vinaya, In deed, to provide a manual for instructors oand students may well have been a reason for its compilation."

তিনি আরও বলেছেন, 'পরিবার' গ্রন্থটি তার নিজের সম্পর্কে এমন কিছু কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় বলতে চেয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ধর্ম এবং বিনয় উভয়ের মাধ্যমে সন্দেহের নিরসনে যেন একটি ছেদনকারী অস্ত্র বিশেষ। বুদ্ধধর্মে মহাযানাদি অন্য কোনো শাখায় পরিবার গ্রন্থ সদৃশ এমন একটি গ্রন্থও পরিলক্ষিত হয় না।

৩২২ নং-এ বিধৃত তেমন দুই একটি উপমা এখানে তুলে ধরা হলো, যেমন : ১. নিজের কল্যাণপ্রদ (অত্থাপত্তি) সংজ্ঞাবিমোক্ষ যেমন আছে, আবার নিজের কল্যাণহীন সংজ্ঞাবিমোক্ষও আছে।" শুধু এটুকু পর্যন্ত বলে, এ প্রসঙ্গে আর কিছুই বলা হয়নি। তাই পাঠকের মনে কৌতূহল এবং প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, আপন কল্যাণপ্রদ সেই সংজ্ঞাবিমোক্ষটি তাহলে কী? আর অকল্যাণপ্রদ সংজ্ঞাবিমোক্ষটিই বা কী? একইভাবে দেখুন, আর একটি পরিচ্ছেদে বলা হলো—"সত্যবাদিতায় গুরু আপত্তি প্রাপ্তি এবং মিথ্যাবাদিতায় লঘু আপত্তি প্রাপ্তি যেমন আছে; অপরদিকে মিথ্যা বলায় গুরু আপত্তি এবং সত্য বলায় লঘু আপত্তিও আছে।

এভাবেই এ অধ্যায়ে একটির পর একটি প্রশ্ন আর কৌতূহলের জন্ম দানের পর, অন্য একটি পরিচ্ছেদে গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন সেখানে যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হলো, তার প্রশ্ন এবং উত্তর একই সাথে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন : "উপোসথ দুটি—চতুর্দশী ও পঞ্চদশী। কর্ম দুটি—অবলোকন কর্ম ও বিজ্ঞপ্তি কর্ম।

৩২২ নং-এ চতুর্থ পরিচ্ছেদে উপসম্পদা দান বিষয়ক আলোচনাটি বিনয় সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে 'উপসম্পদা' সংশ্লিষ্ট বিনয়কর্মে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছে। একইভাবে এখানে ২৬ নং-এ লবণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে চমকপদ তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। যেমন : "লবণ দুই প্রকার—জাতিমঞ্চ এবং কারিমঞ্চ।" এ উল্লেখে আমরা কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু, পরে আরও যখন বলা হলো—"আরও দুই প্রকার লবণ আছে—সামুদ্রিক লবণ এবং কালো লবণ। অপর দুই লবণ আছে—সিন্ধব লবণ এবং কালো লবণ। এবং অপর দুই লবণ হচ্ছে—রোমক লবণ এবং প্রক্কালক লবণ। এ সকল লবণের কোনো কোনোটির সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ এমনকি দৈনন্দিন পরিচয় পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু, এমন কিছু লবণের নাম এখানে

আমরা পেলাম, যেগুলো জীবনে এ পর্যন্ত চোখে দেখা দূরে থাক নামও জানতে পারলাম এই প্রথম।

পরিবার গ্রন্থের এই ৩২২ নং হতে ৪০২ নং পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো অধ্যয়ন করতে করতে মনে বারবার এমন একটি ধারণা জেগে উঠে যে, এ বিষয়গুলোকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সত্যিকারভাবে একটি 'বিনয়-অভিধান' রচনা করা যেত।

৩২১ নং-এ দেখা যায়, পালিতে 'নিয়ত পুগ্গলো; অনিয়ত পুগ্গলো, ধম্মত, অধম্মত, অপজ্জতি, বুট্‌ঠতি' এ জাতীয় অনেক শব্দ এ গ্রন্থের যত্রতত্র পাওয়া যায়। এগুলো এক সময়ে এক এক অর্থ প্রকাশ করে। পুরো বাক্য বা সেই বাক্যের আগে-পরে কী বর্ণনা করা হয়েছে, তা অনুধাবন করেই তখন এ সকল শব্দের অর্থ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে না দেখলে, পালিতে ব্যবহৃত শব্দটিকেই হুবহু বাংলা অনুবাদে রেখে দিয়ে অনুবাদে অগ্রসর হতে হয়েছে। এমন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে পালি অভিধানগুলোতে খুঁজে না পাওয়া শব্দগুলোর ক্ষেত্রেও।

৩২৫ নং ক্রমের ১৩ নং পালিতে 'সন্তো সংবিজ্জমান' এভাবে বাক্যাংশের ব্যবহার পাওয়া যাবে। এই বাক্যাংশে 'সন্তো' শব্দটির অর্থ 'আছে'; আবার 'সংবিজ্জমানা' এই শব্দটির অর্থও হচ্ছে 'আছে'। পালি ভাষার বাক্যনির্মাণে এ জাতীয় সমার্থবোধক শব্দের যুগ্ম ব্যবহার বাংলা ভাষার চেয়ে বহুগুণে বেশি বিদ্যমান। বাংলায় 'ঢং ঢং, টং টং, ভন্-ভন্ ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তিকর শব্দের ব্যবহার কেবল উদ্ভূত শব্দ বা ছন্দের প্রকাশেই হয়ে থাকে। তাই এদের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পালিতে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দই কেবল নয়, একাত্মবোধক শব্দগুলোর ব্যবহারও খুবই ব্যাপক। একটু লক্ষ করলে বুঝা যাবে যে, এই একার্থবোধক শব্দগুলো পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে এমন একটি সামগ্রিক ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে থাকে, যা বর্ণনার উপলক্ষ বিষয়টিকে এক জীবন্ত মূর্তিতে উত্তীর্ণ করে দেয়। পালি বৌদ্ধসাহিত্যের সৌন্দর্যে এক্ষেত্রে অনন্য।

৩২৯ নং এবং ৩৩০ নং-এর নবক বার ও দশক বারভুক্ত বিষয়গুলো, যেমন : নয়টি আঘাত বত্থু, নয়টি আঘাত প্রতিবিনয়, অথবা দশটি আঘাত বত্থু, দশটি আঘাত প্রতিবিনয়; এ জাতীয় একের পর এক কেবল সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেই নয়টি বত্থু; বা দশটি বত্থু কী কী, তার কোনো উল্লেখ থাকছে না। ফলে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে এ গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো বিনয়গ্রন্থ বা অন্যান্য কোনো গ্রন্থের অধ্যয়নজনিত পূর্বঅভিজ্ঞতা না

থাকলে পরিবার গ্রন্থের বহু অধ্যায়ে এ জাতীয় অনুল্লেখিত বা অস্পষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাই পাওয়া যাবে না। পরিবার গ্রন্থের এ বিষয়গুলোর অনুবাদ করতে গিয়ে বারবার মনে হয়, যেন এগুলো মহাযানীদের ধারণী মন্ত্রগুলোরই আদি পিতা।

৩৩০ নং ক্রমে ২ নং হতে দেখা যায়, প্রতিটিতে 'দশ অঙ্গ-সমন্বিত বলে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে আছে ৮টি। এ জাতীয় ব্যতিক্রম পরিবার গ্রন্থে আরও অনেক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

অধিকরণ প্রভেদ, এ অধ্যায়ে ৩৪০ নং ৩৫৮ নং পর্যন্ত বিষয়গুলোতে সংঘের বিরোধ নিরসন বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। এসব বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণা খুবই প্রয়োজন। যেমন, অধিকরণ (অভিযোগ) চারটি; যথা : বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণ।

এই চারি অধিকরণের মধ্যে কয়টি উৎকোটন (অন্যায় বিচার)? এই চারি অধিকরণের মধ্যে উৎকোটন দশটি; যথা : ১. বিবাদ অধিকরণে উৎকোটন দুটি, ২. অনুবাদ অধিকরণে চারটি উৎকোটন, ৩. আপত্তি অধিকরণে তিনটি উৎকোটন এবং ৪. কৃত্যাধিকরণে একটি উৎকোটন। ঠিক এভাবেই পর্যায়ক্রমে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে আলোচ্য বিষয়গুলো।

৩৫২ নং-টির পুনরুক্তিগুলো অনুবাদ করতে করতে মনে প্রশ্ন জাগলো, আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের ঋদ্ধিময় অবদানে মুদ্রণজগৎ যখন এত সুলভ, এত দীর্ঘস্থায়িত্বের (সি. ডি. রোম) গ্যারান্টি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে, তখন ত্রিপিটক অনুবাদে আমাদেরও পুনরুক্তির এত বেশি আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন কী?

অবশ্যই ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বেরই স্বার্থে পালি মূল পিটকের পুনরুক্তি, দাড়ি, কমাহীনতা ইত্যাদি লক্ষণগুলো অক্ষত রাখা কর্তব্য। কিন্তু, নিয়ত পরিবর্তনশীল মন ও মননের স্বভাবরুচিকে বাস্তব অনুধাবন করেই তো আমাদের অনুবাদ কর্মগুলো সম্পাদন করা উচিত। পালি ভাষায় বিধৃত ত্রিপিটকের বিষয়গুলোর আনুক্রমিকতায় অগোছালো প্রবণতা ও বিষয়বস্তুর সম্যক অনুধাবণে অন্তরায়কর হয়ে ওঠে। হাজার বছরের পুরোনো সংগ্রহ সেই মূলের এমন অবস্থাটিকে তাই অক্ষত রেখে, আমরা বর্তমান অনুবাদকগণ কি স্বীয় অনুবাদের সময়ে এগুলোকে গুছানো-সুশৃঙ্খলতার মধ্যে আনতে পারি না? এমনটি যদি করা যায়, তাহলে পিটকীয় প্রত্যেকটি গ্রন্থের পরিপূর্ণ উপলব্ধি আধুনিক মনকে আকৃষ্ট যে করবে, এতে সন্দেহ

নেই। তাই আমার মনে বারবার ইচ্ছা জাগে, পিটকের এক একটি খণ্ডকে ঠিক সেভাবেই সাজিয়ে পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমার শারীরিক অক্ষমতা, এ ইচ্ছা বাস্তবায়নে হয় তো সহায়ক হবে না। তাই অনাগতকালেও যদি কেউ বাংলায় বর্তমানে অনূদিত গ্রন্থগুলোকে 'পরিক্রমা' আকারে, গুছানো-সুশৃঙ্খলতার মধ্যে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তা আশা করি অভিনন্দিতই হবে।

৩৬০ নং-এ শীলবিপত্তি, আচারবিপত্তি ও দৃষ্টিবিপত্তির ওপর আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনা ভিক্ষুজীবনের জন্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একজন শীলগারবী বিনয়ধর ভিক্ষু সংঘের মধ্যে কারো শীলবিপত্তি বা শীলবিচ্যুতি, ইত্যাদির কারণে উৎপন্ন সমস্যার সমাধানে কীভাবে প্রশ্নোত্তর করা প্রয়োজন তা এখানে বিশদভাবে তুলে ধার হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে পরীক্ষক কর্তৃক বিচারককে জিজ্ঞাস্য—আবুসো, আপনি এই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করেছেন কি? কী বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন? শীলবিপত্তি, আচারবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন কি? উত্তরে তিনি যদি বলেন, আমি তাকে শীলবিপত্তি... নিয়ে প্রশ্ন করেছি। তখন তাকে তিনি এরূপ প্রশ্ন করতে পারেন, আয়ুষ্মান, আপনি জানেন, শীলবিপত্তি কী? ঠিক এভাবে প্রশ্নোত্তরের এক বিস্তীর্ণ অনুসন্ধানী পদ্ধতির দ্বারা রহস্যের উন্মোচনে সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার দক্ষতাশৈলী আধুনিক বিচার-ব্যবস্থার চেয়ে কোনো অংশে যে কম ছিল না; তা এই অধ্যায়টির অধ্যয়নে সহজেই বলা যায়।

৩৯৬ নং-এ দেখা যায়, ৩৬০ নং-এ আলোচ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে এক পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর করা হয়েছে এভাবে : "... সে এরূপ বললে, বলা উচিত, আবুসো, শীলবিপত্তি কত প্রকার? আচারবিপত্তি কত প্রকার? দৃষ্টিবিপত্তি কত প্রকার? সে তখন এরূপ বলতে পারে—১. চারি পারাজিকা এবং তেরো সংঘাদিশেষ হচ্ছে শীলবিপত্তি, ২. থুল্লচ্চয়, পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনীয়, দুক্কট এবং দুব্ভাসিত হচ্ছে আচারবিপত্তি এবং একান্তগ্রাহী দৃষ্টি হচ্ছে দৃষ্টিবিপত্তি। এভাবে বিচার বেশ কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে।

৪০৩ নং পরিচ্ছেদ হতে ৪১৬ পর্যন্ত কঠিন চীবর সম্পর্কিত আলোচনায়, এমন কতগুলো শব্দ এবং বাক্যের বহুল প্রয়োগ আছে, যেগুলো অর্থোদ্ধার অভিধান হতে সম্ভব হয় না এবং বাক্যের অর্থোদ্ধারও একই কারণে দুরূহ হয়ে উঠে। ফলে, সে-সকল ক্ষেত্রে পালি শব্দটিকে সামান্য বাংলা রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। এতে পুরো বাক্যটা কোনো কোনো

ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হলেও বিষয়বস্তু অনুধাবন মোটামুটি সম্ভব হয়।

৪৩৪ নং-এ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ-সংক্রান্ত যে প্রশ্নোত্তরটি আছে, তা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জন্যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, বিনয়শ্রেষ্ঠ ভদন্ত, উপালি কর্তৃক ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করা হলো বিশুদ্ধি কয়টি। ভগবান বললেন, উপালি, বিশুদ্ধি পাঁচটি তা হচ্ছে, ১. শুধু নিদান উদ্দেশ করে অবশিষ্ট সকল উদ্দেশের কেবল নাম উল্লেখপূর্বক ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্তিকে বলা হয় প্রথম বিশুদ্ধি; ২. এভাবে নিদান ও ৪ পারাজিকা উদ্দেশের পর অবশিষ্ট উদ্দেশের কেবল নামোল্লেখপূর্বক সমাপ্তিকে বলা হয় দ্বিতীয় বিশুদ্ধি; ৩. নিদান, পারাজিকা, ও ১৩টি সংঘাদিশেষ আবৃত্তির পর অবশিষ্টগুলোর নামোল্লেখে সমাপ্তিকে বলা হয় তৃতীয় বিশুদ্ধি; ৪. নিদান, পারাজিকা, সংঘাদিশেষ ও দুই অনিয়ত আবৃত্তির পর অবশিষ্টগুলোর নামোল্লেখে সমাপ্তিকে বলা হয় চতুর্থ বিশুদ্ধি। আর ৫. নিদান, পারাজিকা, সংঘাদিশেষ, অনিয়ত, নিস্সগ্গিয়, পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনীয় এবং সেখিয়া ও অধিকরণ সমথ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি হচ্ছে পঞ্চম বিশুদ্ধি। চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশীতে ভিক্ষুরা সংঘ-উপোসথে উপর্যুক্ত নিয়মে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে স্বীয় বিশুদ্ধিতা অজন করে থাকেন।

৪৩৭ নং পরিচ্ছেদে দেখা যায়, ভদন্ত উপালি ভগবানকে প্রশ্ন করলেন, ভন্তে, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে, নিজেকে কয়টি ধর্মের প্রতিষ্ঠিত রেখে প্রশ্ন করা কর্তব্য? উত্তরে ভগবান বললেন, উপালি, প্রশ্নকারী ভিক্ষু অন্যকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হলে, নিজে পঞ্চ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কি না প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য; যথা : ১. যথাকালে প্রশ্ন করব, অসময়ে করব না; ২. প্রত্যক্ষ বিষয়ে বলবো, অভূত বিষয়ে প্রশ্ন করব না; ৩. স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলবো, ককর্শ বাক্যে প্রশ্ন করব না; ৪. অর্থপূর্ণ বাক্যে প্রশ্ন করব, নিরর্থক প্রশ্ন করব না এবং ৫. মৈত্রীচিত্তে বলবো, দ্বেষচিত্তে প্রশ্ন করব না। ঠিক এভাবে, পরকে প্রশ্ন করতে কয়টি ধর্মে মনোযোগী হতে হবে; কয়টি অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা অবকাশ কর্মকারীর অবকাশ কর্ম করানো উচিত নয়; কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত হয়ে নিজেকে সংঘ সম্মুখে উপস্থাপিত করা কর্তব্য; এ জাতীয় অনেক মূল্যবান প্রশ্নোত্তরে সমৃদ্ধ এই এই পরিচ্ছেদগুলো।

৪৪১ নং পরিচ্ছেদে ভদন্ত উপালি ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত হলে ভিক্ষু অভিযোগকারী ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকেন? ভগবান বললেন, উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, অভিযোগকারী ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকেন; যথা : ১. ভিক্ষু শীলবান হলে, প্রাতিমোক্ষ

সংবরশীল সুসংবৃত হয়ে অবস্থান করলে; ২. অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হলে, ৩. বহুশ্রুত, সূত্রধর ও সূত্র সন্নিশ্রয়ী হলে, ৪. উভয় প্রাতিমোক্ষে বিস্তারিতভাবে স্বাগতকারী হলে এবং ৫. আশ্বস্ত করতে, সংজ্ঞাপন করতে, আনুকূল্যতা প্রদান করতে, কোনো উপায় অন্বেষণ করতে এবং চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন করতে সক্ষম হলে। এভাবে পরপর আরও অনেক পঞ্চাঙ্গতা প্রকাশ করা হয়েছে।

৪৪২ নং পরিচ্ছেদে প্রশ্ন করা হয়েছে, কয়টি অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অনুচিত। ভগবান বললেন, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হতে নেই। যেমন—যেই ভিক্ষু, ১. সুপ্ত জানে না, ২. সূত্রানুলোম জানে না, ৩. বিনয় জানে না, ৪. বিনয়ানুলোম জানে না এবং ৫. স্থান-অস্থান কুশল নয়।

এভাবে এ প্রসঙ্গে আরও অনেক পঞ্চাঙ্গের উল্লেখ আছে। তবে এ সকল এক পঞ্চাঙ্গ থেকে অন্য পঞ্চাঙ্গের তফাৎ এত সামান্য যে, প্রায় পুনরুক্তির পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

৪৫৭ নং পরিচ্ছেদে কোনো ভিক্ষু অধিকরণ বা অভিযোগ উপশমে সক্ষম এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যে ভিক্ষু, আপত্তি কী জানে, আপত্তির সমুত্থান কী জানে, আপত্তির প্রয়োগ কী জানে, আপত্তির উপশম কী জানে এবং আপত্তির মীমাংসা (বিনিশ্চয়) কী জানে; তেমন ভিক্ষু দ্বারা অভিযোগ উপশম করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, যে ভিক্ষু ছন্দ, (স্বৈরাচারী) গতিতে গমন করে না, দ্বেষগতিতে গমন করে না, মোহগতিতে গমন করে না, ভয়গতিতে গমন করে না, লজ্জী হয়, বহুশ্রুত হয়, বত্থু (বিষয়) জানে, নিদান, (উৎস) জানে, প্রজ্ঞপ্তি জানে, পদের ব্যাখ্যা জানে, অনুসন্ধী বচনপথ জানে, বিনয়ে কুশলী হয়, ব্যক্তিগারবী না হয়ে সংঘগারবী হয়, সদ্ধর্মের প্রতিগারবী হয়, উৎকোচের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, এ সকল গুণসম্পন্ন ভিক্ষু অভিযোগ সু-উপশমে সক্ষম হয়।

৪৫৮ নং পরিচ্ছেদে ভদন্ত উপালি ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, সংঘ কত প্রকারে বিভক্ত হয়। ভগবান বললেন, সংঘ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয়; যথা : ১. কর্ম দ্বারা, ২. উদ্দেশ দ্বারা, ৩. সিদ্ধান্ত দ্বারা, ৪. অনুশ্রবণ দ্বারা এবং ৫. শলাকা গ্রহণ একই পরিচ্ছেদে সংঘরাজি (মতভেদ) আর সংঘভেদের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে :

যে-সকল ভিক্ষু আগন্তুক ব্রত ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষাপদগুলো, আবাসিক ব্রত

ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষাপদগুলো, ভোজন ব্রত ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষাপদগুলো, সুপ্রজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ সকল ব্রত ও শিক্ষাপদগুলোর প্রতি অবহেলা, অগৌরব প্রদর্শন করলে সংঘরাজি হয়; কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

অপরদিকে আন্তসীমায় (একই সীমার অভ্যন্তরে) এক উপোসথ, এক প্রবারণা, এক সংঘকর্ম এবং কর্মাকর্ম শিক্ষাপদ আচরণ, অনুশীলন না করে আন্তসীমায় ভিন্নভাব পোষণ দ্বারা গণবদ্ধ হয়ে পৃথকভাবে সংঘকর্ম করে এবং পৃথকভাবে অন্যান্য বিনয়কর্মাদি সম্পাদন করে; তখনই সংঘভেদ হয় এবং সংঘারাজিও হয়।

৪৬১ নং-এর আবাসিক বর্গে ভদন্ত উপালি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ভগবান আবাসিক ভিক্ষুকে কী কী কারণে নিরয়ে উৎপন্ন হয়, তা উল্লেখ করলেন এভাবে—উপালি, যে-সকল আবাসিক ভিক্ষু অন্যের প্রতি ছন্দ (উদ্দেশ্যপ্রণোদিত) গতিতে, দ্বেষগতিতে, মোহগতিতে, ভয়গতিতে আচরণ করে এবং সাংঘিক দ্রব্য বা সম্পদকে ব্যক্তিসম্পদরূপে পরিভোগ করে, সেই আবাসিক ভিক্ষু যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৪৬২ নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, এই পাঁচ প্রকারে বিনয়ের অধর্মত ব্যাখ্যাও পরিবর্তন হয়ে থাকে; যথা : ১. অধর্মকে ধর্মরূপে ব্যাখ্যা করলে, ২. ধর্মকে অধর্মরূপে ব্যাখ্যা করলে, ৩. অবিনয়কে বিনয়রূপে ব্যাখ্যা করলে ৪. বিনয়কে অবিনয়রূপে ব্যাখ্যা করলে এবং ৫. অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, প্রজ্ঞাপিতকে সমুচ্ছেদ করলে।

৪৬৩ নং ৪৬৪ নং পরিচ্ছেদে ভোজনে আমন্ত্রণ বণ্টনকারী, শয়নাসন বণ্টনকারী এবং শ্রামণ নিয়ন্ত্রকসহ অন্যান্য দায়িত্বপালনকারী ভিক্ষু কী কী কারণে নিরয়ে গমনের হেতু হয়ে থাকে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

যে ভিক্ষু ভোজন আমন্ত্রণ বণ্টনকারী, শয়নাসন বণ্টনকারী এবং শ্রামণের নিয়ন্ত্রণকারী হয়েছে যদি ১. ছন্দগতিতে (উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে) কাজ করে, ২. দ্বেষগতিতে কাজ করে, ৩. মোহগতিতে কাজ করে, ৪. ভয়গতিতে কাজ করে, ৪. ভয়গতিতে কাজ করে, ৫. নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট না জানে ৬. নিয়ন্ত্রণ-অনিয়ন্ত্রণ না জানে, তাহলে সেই ভোজন আমন্ত্রণ বণ্টনকারী, শয়নাসন বণ্টনকারী, শ্রামণ নিয়ন্ত্রণকারীসহ আরামের অন্যান্য সকল প্রকার দায়িত্ব পালনকারীরা যথানুরূপ নিরয়ে পতিত হয়।

৪৬৬ নং পরিচ্ছেদে স্মৃতিহীন অসম্প্রজ্ঞানে নিদ্রাগত হওয়ার কুফল প্রসঙ্গে পাঁচটি বলা হয়েছে—এতে দুঃখে নিদ্রাগত হয়, দুঃখে ঘুম থেকে উঠে, পাপস্বপ্ন দর্শন করে, দেবগণ সুরক্ষা করে না এবং অশুচি (শুক্র) মোচন

করে।

কঠিনখণ্ডক বর্গের ৪৬৭ নং পরিচ্ছেদে বন্দনার যোগ্য, অযোগ্য ব্যক্তিকে বা বন্দনার সময়-অসময় কী, এ নিয়ে অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ : প্রথম পর্যায়ে অবন্দনীয় হচ্ছে—একান্তকক্ষে (অন্তরঘরে) অবস্থানকালে, যানবাহনে অবস্থানকালে, অন্ধকারে, অসমান পথে গমনকালে এবং শয়নে অবন্দনীয় হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অবন্দনীয় হচ্ছে—১. যাগুপানকালে, ২. ভোজনের অগ্রে বা ভোজনে উপবেশন সময়ে, ৩. একবস্ত্রে, অর্থাৎ শুদ্ধুমাত্র অন্তর্বাস পরিধানরত অবস্থায়, ৪. অন্য কাজে লিপ্ত বা অন্যমনস্ক অবস্থায় এবং ৫. নগ্ন ব্যক্তি অবন্দনীয় হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে অবন্দনীয় হচ্ছে—১. খাদ্য খাওয়ার সময় অবন্দনীয়, ২. ভোজনকালে, ৩. মলত্যাগকালে, ৪. প্রস্রাবকালে এবং ৫. উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত অবন্দনীয় হয়।

চতুর্থ পর্যায়ে অবন্দনীয় হচ্ছে—১. আগে উপসম্পন্নের নিকটে পরে উপসম্পন্ন জন, ২. অনুপসম্পন্ন ব্যক্তি, ৩. ভিন্নমত বা নিকায়ভুক্ত জ্যেষ্ঠতর, কিন্তু অধর্মবাদী; ৪. মাতৃজাতি এবং ৫. পণ্ডক অবন্দনীয় হয়।

পঞ্চম পর্যায়ে অবন্দনীয় হচ্ছে—১. পারিবাসিক, ২. মূলে প্রতিকর্ষণরত, ৩. মানত্তব্রত প্রার্থনাকারী, ৪. মানত্তরত, ৫. আহবান প্রার্থনাকারী এবং ৬. আহবানরত ভিক্ষু অবন্দনীয় হয়।

(বি. দ্র.) পালি মূলে পঞ্চম পর্যায়ে পাঁচটি অবন্দনীয় বলা হলেও বাস্তবে উপর্যুক্ত ছয়টি উল্লিখিত আছে। তাই আমি ছয় সংখ্যাই গণনা করলাম।

৪৬৮ নং পরিচ্ছেদে ভদন্ত উপালি কর্তৃক অতঃপর জিজ্ঞাসিত হলো—ভন্তে, কোন পর্যায়ে এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর বন্দনীয় হয়? ভগবান বললেন, উপালি, পাঁচ পর্যায়ে এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর বন্দনীয় হয়; যথা : ১. পরে উপসম্পন্ন দ্বারা অগ্রে উপসম্পন্ন বন্দনীয় হন। ২. ভিন্ন নিকায়ের ভিক্ষু জ্যেষ্ঠতর এবং ধর্মবাদী হলে বন্দনীয় হন। ৩. আচার্য বন্দনীয় হন। ৪. উপাধ্যায় বন্দনীয় হন। ৬. সদেব, সমার, ব্রহ্ম ও মনুষ্যলোকে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বন্দনীয় হন।

৪৬৯ নং পরিচ্ছেদে কনিষ্ঠ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর পাদবন্দনার বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে, দু-হাত জোড় করে, পাদদ্বয় মুছে দেয়ার মতো করে, হৃদয়ে অগাধ প্রেম ও গারবতা উৎপাদনপূর্বক কনিষ্ঠজন জ্যেষ্ঠজনকে বন্দনা করা উচিত।

এভাবে, অনেক অনেক মহামূল্য উপদেশ পরিপূর্ণ এই পরিবার গ্রন্থ, যা ভিক্ষু জীবনকে করবে নিরাপদ, নির্ভয় আর অনুপম মাধুর্যমণ্ডিত উজ্জ্বল চারিত্রিক আদর্শের এক আকর্ষণীয় জীবন। পরিবার গ্রন্থের এই অপার সৌন্দর্য ধর্ম-বিনয়গারবী ভিক্ষুজীবনের জন্যে তাই একান্ত নির্ভরযোগ্য পরম বন্ধু ও কল্যাণমিত্র। বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধিকামী এবং স্বীয় বিরাগ, ত্যাগবিমণ্ডিত পরম শান্তি-সুখ নির্বাণকামী বঙ্গীয় ভিক্ষুদের কাছে বাংলায় অনূদিত এই পবিত্র পরিবার-বিনয় গ্রন্থটি পরম শ্রদ্ধা, গৌরব এবং আদরের সাথে গ্রহণীয় ও আচরণীয় হলে, আমার শ্রমকে সার্থক ও ধন্য জ্ঞান করব। এই নিবেদন রেখে পরিবার গ্রন্থের ওপর আলোচনা এখানে ইতি টানলাম।

অতঃপর পালি হতে বাংলা অনুবাদকর্মের ওপর কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনা-বিবরণী তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি এদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীসমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণ কামনা করে।

অত্র পরিবার গ্রন্থের পটভূমির শুরুতে এ গ্রন্থটির অনুবাদের মাধ্যমে আমার 'বিরাট স্বস্তি লাভের' কথাটি শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, এতে পাঠকের মনোভাব গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রতি মনোনিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে ভেবে মুখবন্ধের সর্বশেষে প্রসঙ্গটি উত্থাপনের যথাযোগ্য বিবেচনা করি। এখন সেই পরে বলা ইচ্ছাটা ব্যক্ত করছি।

আমি আগেও অনেকবার নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, পালি ভাষা শিক্ষা এবং সমগ্র ত্রিপিটক গবেষণা প্রজ্ঞাবংশের দ্বারা হোক, এমন একটি স্বপ্ন ছিল আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু প্রয়াত বিদর্শনাচার্য পিতৃতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো মহোদয়ের। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোতে তিনি কক্সবাজারের সেই রাংকোট বনাশ্রমের শান্ত-স্বিগ্ধ তপোবনে সেদিনের সুব্রতকে প্রজ্ঞাবংশ শ্রামণে পরিণত করেছিলেন। আর সেই শ্রামণকে দিয়ে একের পর এক ধম্মপদ, কায়বিজ্ঞান, তেলকটাহগাথা আর অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলোর গাথা মুখস্থ করাতে করাতেই গুরুদেবের মনে স্বপ্ন জেগে ছিল, প্রজ্ঞাবংশ যেন সমগ্র ত্রিপিটক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। ১৯৮১ সালের মাথায় এসে গুরুদেব তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই প্রজ্ঞাবংশকে এ প্রসঙ্গে কিছু না বলেই শুধু এক মাসের ভ্রমণের নাম করে শ্রীলংকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে কোনো প্রকার চিন্তার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ করে কলম্বোর উপকণ্ঠস্থ মহারাগমা শ্রীবজিরারাম ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মাডিহে পঞ্ঞাসীহা মহানায়ক থেরো মহোদয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, প্রজ্ঞাবংশকে ধর্ম-বিনয় শিক্ষায় সু-উপযুক্ত করে তুলতে

সে দিন তিনি মহানায়কের কাছে বাংলাদেশের বুদ্ধশাসনকে রক্ষার প্রার্থনা করেছিলেন।

সমাজ ও সদ্ধর্মকে শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধকরণের স্বপ্ন-সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরো মহোদয় দ্বারা এক পর্যায়ে ১৯৭৩ থেকে এই প্রজ্ঞাবংশ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সেই মোহগ্রস্ততা থেকে উদ্ধারের জন্যে গুরুদেব তাঁর গোপন পরিকল্পনায় প্রজ্ঞাবংশকে শ্রীলংকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, প্রজ্ঞাবংশ ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাচার্যের অভাবসহ নানা প্রতিকূলতার মাঝে মাত্র চারটি বছর শ্রীলংকায় অতিবাহিত করার পর শুধুমাত্র পালি ভাষাটির ওপর প্রাথমিক জ্ঞানটুকু অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী শ্রামণ-ভিক্ষুদের মাধ্যমে গুরুদেবের স্বপ্নপূরণের বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে দেশের ১৪/১৫জন ভিক্ষু-শ্রামণকে শ্রীলংকায় সিংহলী ভাষায় দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে দিয়ে ১৯৮৫ সালে দেশে ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চলে আসে। দীর্ঘ নয়টি বছর ব্যর্থপ্রয়াসের পর এক দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে এই প্রজ্ঞাবংশ ১৯৯৬-এর মধ্যভাগে রাঙামাটিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে চলে যায়। ইতিমধ্যে স্বপ্রচেষ্টায় পালি ভাষা শিক্ষার জ্ঞানকে বৃদ্ধির জন্যে ভদন্ত জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির প্রণীত ‘পালি প্রবেশ’, ভদন্ত বংশদীপ মহাস্থবির প্রণীত ‘বালাবতার’ এবং শ্রীলংকার প্রখ্যাত পালি ভাষাবিদ Dr. A. P. Buddhadatta Thero মহোদয় প্রণীত The New Pali Course-Part-I, Part-II, Part-III—এই ব্যাকরণ গ্রন্থগুলোর কিছু কিছু অধ্যয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রেরণায় সেই প্রজ্ঞাবংশ ‘মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা’ গ্রন্থটি অনুবাদের হাত দেয় ২০০২ সালের দিকে। সেই থেকে প্রতিটি ছোট বড়ো অনুবাদ গ্রন্থ এ যাবৎ অনূদিত হলেও একটি পরিপূর্ণ পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদের ভাগ্য প্রজ্ঞাবংশের এ যাবৎ হয়নি। আশা ছিল, যে-সকল ভিক্ষুরা প্রজ্ঞাবংশ হতে পালি ভাষা শিক্ষা করছে, তাদের সকলকে নিয়ে যৌথভাবে পিটকীয় গ্রন্থগুলো অনুবাদে সে হাত দেবে। কিন্তু, শিক্ষা সমাপনান্তে প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রথমে একক নামে গ্রন্থ অনুবাদের প্রবল আগ্রহের প্রেক্ষিতে প্রজ্ঞাবংশের মনে ক্রমে এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কারণে। বিষয়টি এই প্রজ্ঞাবংশ যেদিন ‘বুদ্ধ-গুণাবলীগাথা’ নামে প্রায় শতাধিক গাথার একটি গ্রন্থের পালি হতে বাংলা পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের হাতে তুলে দেয়; সেদিনই তিনি ‘পরিবার’ নামক ৩৮৭ পৃষ্ঠার বিনয়পিটকীয় গ্রন্থটি প্রজ্ঞাবংশের হাতে দিয়ে

৩ বছরের মধ্যে গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু, বনবিহার হতে গহিরা শ্মশান ভাবনাকেন্দ্রে ৮/১০ জন ভিক্ষু পালি শিক্ষার্থে আগমন এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আহবানে রাজবন বিহারে গিয়ে ৪০/৪৫ জন ভিক্ষুকে কিছুকাল পালি শিক্ষাদানেও নিয়োজিত থাকায় এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নির্দেশিত অগ্নিস্কন্ধোপম সুত্ত, ভাবনা সুত্তের অনুবাদ, সম্যক দৃষ্টি সুত্ত এবং তার অট্ঠকথার অনুবাদ এ সকল জরুরিভিত্তিতে সম্পাদন করতে হয়েছে বিধায় 'পরিবার' গ্রন্থটি অনুবাদের ইচ্ছায় ভাটা পড়ে। দুটি বছর অতিক্রম হয়ে যায় এভাবেই। অপরদিকে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায় সময় নানা প্রসঙ্গে দায়ক-সমাবেশে যখন বলতে থাকলেন, প্রজ্ঞাবংশ বিনয়পিটকের পারাজিকা, পাচিত্তিয়, পরিবার এ গ্রন্থগুলোর অনুবাদ করছে, সে পারবে। এ সকল সংবাদ যতই আমার কাছে আসে, ততই আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেবল বাড়তেই থাকে। ফলে, লজ্জায় ভন্তের সান্নিধ্য থেকেও বেশ কিছুকাল দূরে থাকি। অবশেষে, মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম তিন মাস পরিবাসব্রত অধিষ্ঠান করলে আপত্তি-সংক্রান্ত কিছু করণীয় কর্তব্যও সমাধা হবে, একই সাথে অন্যকে শিক্ষাদান এবং নানা অনুষ্ঠানে নিত্য ছুটাছুটিও বন্ধ হবে। এতে করে যেই অখণ্ড সময় পাবো তাতে 'পরিবার' গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম কতদূর এগিয়ে নিতে পারি দেখি।

এই সিদ্ধান্তে বিগত ২০০৭-এর ১৫ জানুয়ারি হতে গহিরা শ্মশান ভাবনাকেন্দ্রে পরিবাসব্রত এবং অনুবাদের কাজ একসাথে শুরু করি, আর ২৯ মার্চ ২০০৭-এ গ্রন্থটির অনুবাদ মাত্র আড়াই মাসে শেষ করি। আমার তদ্গত চিত্তের এই প্রয়াসে এমনই অবস্থা হয়েছিল যে, রাতে যৎসামান্য ঘুম যা হতো, তাতেও স্বপ্নে দেখতাম আমি অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। পুস্তকের অক্ষর, আর খাতার অক্ষরটা পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠতো এই নিদ্রাতে। শারীরিক অসুস্থতা এ সময়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে দেখা দিলেও পশ্চিম গহিরা শান্তিময় বিহারের দায়ক ডাক্তার কনকবাবু, আয়ুষ্মান শীলজ্যোতি ভিক্ষু, বুদ্ধপাল ভিক্ষু, তিলোকাবংশ ভিক্ষু, বিপুলবংশ ভিক্ষু, মৈত্রীবংশ ভিক্ষু, মোগলটুলীর উপসিকা সুমির মায়ের চিকিৎসা-সেবা এবং সর্বোপরি ছায়ার মতো সার্বক্ষণিক সেবাদানকারী স্নেহভাজন শীলালঙ্কার ব্রহ্মচারীসহ গহিরা অঙ্কুরীঘোনা ও গহিরা উত্তর পাড়ার প্রতিদিনের পিণ্ডদানকারী উপাসক-উপাসিকা এবং পরিবাসব্রতের সহায়ক শ্মশানবাসী স্নেহভাজন সত্যপাল, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মুদিতা, দীপানন্দ, বিনয়বংশ, শাসনবংশ ভিক্ষু ও শ্রামণগণের অপার মৈত্রীতে আমার তিন মাসের ব্রত নির্বিঘ্ন হলো। আর এ সময়ে আমি

মুগ্ধ বিস্ময়াভিভূত হলাম গহিরা শান্তিময় বিহারের তরুণ প্রাণময় দায়ক স্নেহভাজন পুলকের তদ্গত দানপরায়ণতায়। এই শ্রদ্ধাবান দায়কটি শীতের ঘোর কুয়াশাকে উপেক্ষা করে এক কিলোমিটার পথ প্রতিদিন অতিক্রম করে নিয়ে আসতো আমার জন্যে প্রাতঃরাশ।

সবশেষে দেখা গেল, আর এক কাণ্ড। নীরবে সংগোপনেই আমি পরিবাসব্রতের ত্রৈমাসিক অধিষ্ঠানটি শুরু করেছিলাম। কিন্তু, তার সমাপ্তি 'আহ্বান কর্ম'টি সম্পাদনকে উপলক্ষ করে সত্তারঘাটের উপাসক খোকনবাবু, শান্তিময় বিহারের সুনীলবাবু (কালন) এবং অঙ্কুরীঘোনার উপাসক সুজিত বাবু, এই তিনজন পশ্চিম গহিরার পাঁচটি বিহারের সকল উপাসক-উপাসিকাদের নিয়ে এক ব্যাপক উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বসলেন। আর তাতে যুক্ত করা হলো মহামান্য দ্বাদশ সংঘরাজ পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ধর্মসেন মহাথেরো এবং উপ-সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরোদ্বয়ের সম্বর্ধনাসহ শতাধিক ভিক্ষু-শ্রামণের সমাবেশ, মহাসংঘদান ও গহিরা শ্মশান ভাবনাকেন্দ্রে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠা, আমার পরিবাসব্রত এবং অনুবাদকর্ম-সংশ্লিষ্ট এই সেবা, এই সহায়তা আর দাতাদের এ সকল উদ্যোগ ছিল একান্তই অপ্রত্যাশিত। যাই হোক তাদের এই পুণ্যকর্মের প্রতি জানাই অপার মৈত্রীময় মঙ্গল কামনা আর সকৃতজ্ঞ আশীর্বাদ।

এবারে আসা যাক অন্য এক প্রসঙ্গে। হিন্দুরা দশ অবতারের অন্যতমরূপে পূজা করেন বুদ্ধকে। সেই দশ অবতারের মধ্যে শুকর, মৎস্য থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আছেন। তাঁরা আবার কথায় কথায় বুদ্ধকে, বুদ্ধদেব বলে থাকেন। এই দেব আশুতোষদেব নন, তিনি স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে বাবু রণজিৎ চক্রবর্তী, বিভূতি ভট্টচার্যরা প্রখ্যাত বৌদ্ধধর্ম দেশক। তাঁরা বড়ো বড়ো বৌদ্ধ সমাবেশে বুদ্ধ এবং তাঁর শিক্ষা, আদর্শকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। কিন্তু সারা জীবনভর তাঁরা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মতোই সনাতন হিন্দুধর্মের ধারক আর বাহক। প্রিয় পাঠক, এদের মুখের সাথে মনের মিল আছে কি?

ঠিক তেমনই দেখি এদেশের বৌদ্ধসমাজে যারা ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্মদর্শন নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের অনেকের মননে আর আচরণেও ঠিক অনুরূপ দুঃখজনক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁরা সারা জীবনভর পালি ভাষা ও ত্রিপিটক শাস্ত্রকে জীবিকার অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করে থাকেন, অথচ স্বধর্ম ও স্ব-সমাজের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালনে থাকেন ভীষণ উদাসীন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বুদ্ধধর্মের গবেষকদের মধ্যে বড়ুয়া

সমাজে যিনি ছিলেন অগ্রপথিক ও মধ্যমণি, যার গবেষণা বিশ্বব্যাপী অমরত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত সেই মহামনীষাটি ছিলেন আজীবন হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী। এমনকি, তিনি আপন সকল পুত্র-কন্যাদের বৈবাহিক সম্পর্কটুকু করেছিলেন হিন্দুসমাজের সাথে। বড়ুয়া সমাজের এ সকল গবেষকগণের মধ্যে একজনকেও যদি দেখতাম, শ্রীলংকার বৌদ্ধসন্তান অনাগারিক ধর্মপালের মতো স্বজাতি ও সদ্ধর্মের জন্যে আত্ম-উৎসর্গে এগিয়ে এসেছেন, তাহলেও বলতাম আপন রুচি-রুজির জন্যে বুদ্ধকে ব্যবহার করাটা সার্থক হয়েছে। তাই সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভাস্থ International Buddhist Center-এর অধ্যক্ষ, শ্রীলংকান ভিক্ষু Dr. T. Dhammika মহোদয় আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনাদের সমাজে অনাগারিক ধর্মপালের মতো প্রতিভাবান শিক্ষিত একজন ত্যাগীর জন্মও কেন হলো না? এমনটি হয়নি বলেই, আজ ভিক্ষুহিতৈষী উপযুক্ত সংরক্ষকের অভাবে প্রতিটি বিহারভিত্তিক ভিক্ষুরা বহুবিধ কুলদূষক অপরাধে জর্জরিত হয়ে পড়েছে, সংঘদানের দ্রব্যাদি বণ্টনে এবং আর্থিক সঞ্চয় ও লেনদেনে কয়জন ভিক্ষু আপন ভিক্ষুত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন, তা এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত-বাংলায় কলেজ-বিদ্যালয়ের পালিবিভাগ বা Buddhist Studies বিভাগগুলোতে বৌদ্ধ এত শিক্ষক, গবেষকগণ আছেন; অথচ কেউই এগিয়ে আসলেন না, একটি সত্যিকার ধর্ম-বিনয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে আদর্শ-সুশিক্ষিত এবং সদ্ধর্ম প্রচারপ্রেমী ভিক্ষু ও অনাগারিক সংঘের জন্ম দানে।

এমনটিই হবে, এই বিশাল আশা নিয়ে একবার আমি কোলকাতার দুজন বড়ো মাপের বড়ুয়া বৌদ্ধ বিদ্বানের হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমার কষ্টে সঞ্চিত কয়েক লক্ষ টাকা। কথা ছিল, তারা ধর্মাধার কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় এই টাকাগুলো সংরক্ষণ করে বাংলাদেশ থেকে এবং পূর্বভারত থেকে তথায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় যাওয়া ভিক্ষুদের শিক্ষা সহায়তা এবং ভারতে চিকিৎসার্থে যাওয়া বাংলাদেশি ভিক্ষুদের চিকিৎসা সহায়তা দেবেন, টাকাগুলোর লভ্যাংশ থেকে। দীর্ঘকাল ধরে তারা এ নিয়ে কিছুই করলেন না; এমন একবার আমি নিজে অসুস্থ হয়ে কোলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা সহায়তা চাইলে ভক্ত নারী-পুরুষেরা এগিয়ে আসলেন; অথচ, তারা আমাকে বিমুখ করলেন। তাদের নিষ্ক্রিয়তায় উক্ত অর্থ অন্য কোনো মঙ্গল কাজেও ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও সাড়া দেননি। জানি না এর ভবিষ্যৎ কী।

এই দুই ডক্টরের একজন বিপত্নীক, তিনি প্রচুর অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় করেছেন

বুদ্ধবিদ্যায় চাকুরি এবং বৌদ্ধ গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে ও তা দিয়ে ব্যবসা করে। একদিন ওই ধনবান উক্টর মহোদয়কে প্রশ্ন করলাম, বাবু, শুনেছি আপনি নাকি ১০/১২টি কুকুর পোষণ করছেন। মাসে কত খরচ হয়, প্রতিটির জন্যে? তিনি বললেন, প্রায় এক হাজার টাকা। বললাম, কুকুরদের পেছনে এত টাকা ব্যয় না করে, আপনার অধীনে অধ্যয়নার্থে আসা গরিব শিক্ষার্থীদের জন্যে এ টাকা ব্যয় করা কি ভালো হতো না? আমার এ প্রশ্নে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলে দিলেন, যা করছি তা-ও তো একটা ভালো কর্ম। এই হচ্ছে, বুদ্ধের কর্মবাদী শিক্ষাকে অনুধাবনকারী এ সমাজের গুণীদের কর্মজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান।

প্রিয় পাঠক, হতভাগ্য বড়ুয়া সমাজের এ-ই তো ভাগ্য। অথচ, সারা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে বঙ্গভাষীদের মাঝে এই বৌদ্ধ বিদ্বানটি এক নামে পরিচিত। আর পশ্চিমবঙ্গের বড়ুয়াদের তিনি ভগবান সদৃশ শ্রদ্ধেয় জন। শিক্ষা-দীক্ষাহীন কৃপাশরণের আশীর্বাদে বিলাত গমনকারী এশিয়ার প্রথম ডিলিট উপাধিধারী আমাদের চিরগৌরব ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এক প্রবন্ধে বড়ুয়া ভিক্ষুদেরকে ‘বসন্তের কোকিল’ উপাধি দিতে গিয়ে এই তুচ্ছ বাক্যগুলো লিখলেন :

“... বাংলার বৌদ্ধসমাজ ভিক্ষু এবং দায়ক লইয়া গঠিত। দায়কের মধ্যে কেউ পুরুষ, কেউ বা নারী। ভিক্ষুর ভরণ-পোষণের জন্য দায়কগণ দায়ী। ভিক্ষুগণ বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন বিহারে বাস করেন এবং প্রত্যেক বিহারের স্থায়ী এবং অভ্যাগত ভিক্ষুর আহার, বিহার, শয়ন, বিশ্রাম, পাথেয় এবং সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা দায়কেরাই করিয়া থাকেন। চীবরই মাত্র দেহের আচ্ছাদন এবং ভিক্ষা অথবা দায়ক প্রদত্ত অন্নই ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র উপায়, এটিই এখনও বাংলার ভিক্ষুগণের আদর্শ।... তিনি পরভৃতিক, ধর্মসাক্ষাৎকার, ধর্মপালন, ধর্মদেশনা এবং ধর্মবিতরণ করবার জন্য তাঁহার জীবন। তিনি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধেরই জীবন্ত প্রতীক। অতি উত্তম কথা। কিন্তু পরভৃতিক কোকিল সুমিষ্ট কুহু কুহু রবে নব বসন্তের শুভাগমন সূচনা করে, আর পরভৃতিক ভিক্ষু সকল ঋতুতে শুধু উহু উহু ধ্বনি তুলে দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্ট গৃহস্থের জীবন জ্বালাময় করে তুলেন। মুক্তির উপায় জিজ্ঞেস করিলে উত্তর প্রদান করেন—“দান কর, সৎপাত্রে দান কর, অর্থাৎ আমাকে দাও, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাবে নির্বাণ লাভ করবে।” (অভিভাষণ : বেণীমাধব বড়ুয়া; চট্টগ্রাম বৌদ্ধমহাসভার সম্মেলন উপলক্ষে লিখিত : চন্দনাইশ ফতেনগর অহিংসা সেবকসংঘের অভিষেক ২০০৫-এর

'মহাবোধি' স্মরণিকায় পুনর্মুদ্রিত)।

এই অভিভাষণটির সন তারিখ উল্লেখ নেই। মনে হয় আজ থেকে পৌনে শত বছর আগে লিখিত। সেদিনে এ সমাজে ভিক্ষুদের দৈন্যজীবনের যেই চিত্র তিনি এখানে তুলে ধরলেন, তার বিন্দু-বিসর্গ পরিবর্তন সাধন অদ্যাবধিও হয়নি। প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষাহীন, ধর্ম-জ্ঞানহীন এ সমাজের ভিক্ষুদের এই অসহায়ত্ব মোচনে তিনি কোলকাতা ধর্মাংকুরে যৎসামান্য উদ্যোগ নিতে না নিতেই প্রচুর অভিমানে সরে পড়েছিলেন বলে শুনেছি। কারণ বহু তোষামোদ করেই অলংকারস্বরূপ তাঁকে তখন পাওয়া গিয়েছিল; স্বতঃপ্রণোদিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। ঠিক এমন চরিত্রই বারবার ফুটে উঠছে এ সমাজের উচ্চ শিক্ষিত এবং বিত্তবান পরিমণ্ডলে। ফলে, শত বছর অতিক্রান্ত হলেও এ সমাজের ধর্মগুরুরা যে তিমিরে সে তিমিরেই এখনো পড়ে আছেন। আর সেই পড়ে থাকাতে তলানির স্তর দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতরই কেবল হচ্ছে। ধর্ম-বিনয় শিক্ষা এবং শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার অনুশীলনকে বিসর্জন দিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, আর চাকুরি; ধনী দেশে পাড়ি জমিয়ে চীবর ত্যাগ, তিথি-শ্রাদ্ধ-সংঘদান এবং তন্ত্র-মন্ত্র বৈদ্যালির আবিলতাপূর্ণ ভিক্ষুজীবনটি আকণ্ঠ-নিমজ্জিত আজকের ভিক্ষুজীবন। কবে, কার শক্তিত্বে এই ধেয়ে চলা অধঃপতন নব-উত্থানে মোড় নেবে, জানি না।

পূজ্য বনভন্তের সুদীর্ঘ ২২টি বছরের আরণ্যিক একাচারী জীবনে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের ওপর গভীর গবেষণালব্ধ খাঁটি বুদ্ধজ্ঞানটি এই ভয়ানক অধঃপতন রোধে একটি মহাশক্তির উৎস হতে পারতো, যদি ত্যাগদীপ্ত তেজস্বী মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত কিছু তরুণ তৎসান্নিধ্যে যথাসময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতো। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে রাঙামাটিতে পদার্পণের পর হতে আজ সুদীর্ঘ ৩০টি বছর ধরে অবিরাম আহবান জানানো সত্ত্বেও একজন মাত্র যুবকও অদ্যাবধি এগিয়ে আসলো না। ১৯৯৬ থেকে আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে বনভন্তের এই আহ্বানে উৎসর্গ করতে বারবার চেয়েও নানা প্রতিকূলতার সক্ষম হলাম না। তবুও সান্ত্বনা এই, চট্টগ্রামে বৌদ্ধমন্দির ছেড়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে যাওয়ার পর থেকে নিজের হাতে ১৫টি ছোট বড়ো অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থের যেমন লেখন ও প্রকাশন হয়েছে, একই সাথে বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্যেও লেখালেখির প্রেরণা জাগানো সম্ভব হয়েছে। আজকে এদেশের আদর্শস্থানীয় সাংঘিক রাজবন বিহারে প্রশাসনিক যেই নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা শ্রীলংকার মহরাগমা ভিক্ষু ট্রেনিং

সেন্টারের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় আমারই প্রণীত সংবিধানের আলোকে গড়ে ওঠা। রাঙামাটি রাজবন বিহার আজকে নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেসে একে একে বহু ধর্মীয় গ্রন্থ মুদ্রণের পেছনে পূজ্য বনভন্তের প্রেরণা যেমন বিদ্যমান, একই সাথে প্রজ্ঞাবংশের চিন্তা-পরিকল্পনা এবং প্রেরণাও যে ছিল, তা কৃতজ্ঞজন মাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য।

সর্বোপরি বিভিন্ন শাখা বনবিহারসহ রাঙামাটি রাজবন বিহার হতে সর্বমোট ৪৫/৫০জন ভিক্ষুকে পালি ভাষার যেই ভিত প্রজ্ঞাবংশের ক্ষুদ্র শক্তিতে দান করা সম্ভব হয়েছে, ভবিষ্যতে এই বীজ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে একটি বড়ো আকারের পালি পিটকীয় অনুবাদক, গবেষক ও লেখকগোষ্ঠী জন্ম লাভের বিশেষ সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। পূজ্য বনভন্তে ও প্রজ্ঞাবংশের সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হোক এ কামনা করি।

এদেশের বৌদ্ধশাসন ও সদ্ধর্মে শতাব্দীকালের ক্রমিক পুঞ্জীভূত অন্ধকারের অপসারণ প্রক্রিয়াটি আরও শক্তিশালী হতো, যদি পূজ্য বনভন্তের শিষ্যবৃন্দ পার্থিব ভোগ-চাকচিক্য ও আরাম-আয়াস, বড়ো বড়ো দালান ইমারত নির্মাণের প্রতিযোগিতা এবং ধ্যান-সাধনার নামে রাতারাতি জনতার দৃষ্টি আকর্ষণে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টার বদলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দীর্ঘ ২২টি বছরের অনাসক্ত একাচারী জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবনাদর্শকে নিজেদের চলার পথের দিকনির্দেশনারূপে গ্রহণ করতে সবিশেষ উৎসাহী থাকেন।

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষের
২৩ মে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ
গহিরা শান্তিময় বিহার
গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার”

বিনয়পিটকে

পরিবার

১. ভিক্ষু-বিভঙ্গ

ষোলো মহাপর্ব

১. কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

১. যা সেই ভগবান কর্তৃক দৃষ্ট, জ্ঞাত, তা সেই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক প্রথম পারাজিকা হিসেবে কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? কোত্থেকে আরম্ভ করা হয়েছে? কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে?

এটির কি কোনো প্রজ্ঞপ্তি আছে? কোনো সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি বা অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একক প্রজ্ঞপ্তি বা উভতো প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? কী পরিমাণে আবদ্ধ এবং কতদূর পর্যন্ত প্রাতিমোক্ষের পাঁচটি উদ্দেশ এতে রয়েছে? এই উদ্দেশে কত প্রকার উদ্দেশ দ্বারা আগত? চতুর্বিধ বিপত্তির মধ্যে কয়টি বিপত্তি? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে কয়টি আপত্তিস্কন্ধ? ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? চারি অধিকরণের মধ্যে কয়টি অধিকরণ? সপ্ত সমথের মধ্যে কয়টি সমথের দ্বারা সাম্যকৃত? কে সেখানে বিনয়ী? কে তথায় অভিবিনয়ী? সেখানে প্রাতিমোক্ষ কী? সেখানে অধিপ্রাতিমোক্ষ কী? কার বিপত্তি? কার সম্প্রাপ্তি? কার প্রতিপত্তি? কয়টি অর্থবশে ভগবান প্রথম পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্তি করলেন। কে শিক্ষা করে? কে এই শিক্ষায় শিক্ষিত? কোথায় স্থিত হয়? কে ধারণ করে? কার এই বাক্য? কার দ্বারা ভাষিত?

২. যা ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যেভাবে জ্ঞাত, দর্শিত, সেই প্রথম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপ্ত। কাকে দিয়ে সূচিত? কলন্দপুত্র সুদিন্নকে দিয়ে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? কলন্দপুত্র সুদিন্ন তার পূর্বের স্ত্রীর সাথে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনের ঘটনাকে ভিত্তি করে। তথায় এটিই প্রজ্ঞাপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি এবং অনুৎপন্ন-প্রজ্ঞপ্তি। তবে এখানে আছে একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং দুটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি এখানে নেই। সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তিই আছে। সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে কোনটি আছে? সাধারণ প্রজ্ঞপ্তিই আছে। এক প্রজ্ঞপ্তি এবং উভয় প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে কোনটি আছে? উভয় প্রজ্ঞপ্তি। পাঁচ প্রকার প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের শুরু কোথা হতে? পর্যায় কী? নিদান হতে শুরু এবং নিদানই প্রাপ্তি। কার দ্বারা উদ্দেশ আবৃত্তি আগত হয়ে থাকে? দ্বিতীয়জন দ্বারা উদ্দেশ আবৃত্তি আগত হয়ে থাকে। চতুর্বিধ আপত্তির মধ্যে কোন আপত্তি এখানে গৃহীত? শীল আপত্তি। সাতটি আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে কোন আপত্তিস্কন্ধ এখানে গৃহীত? পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ। ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান হতে সমুত্থিত? এক সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত; যেমন : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। চতুর্বিধ অধিকরণের কয়টি অধিকরণ? আপত্তি অধিরণ। সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত; দুটি সমথ দ্বারা সমর্থিত; যথা : সম্মুখ-বিনয় দ্বারা এবং প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা। তথায় কোনটি বিনয়, কোনটি অভিবিনয়? প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে বিনয় এবং বিভক্তি হচ্ছে অভিবিনয়। তথায় প্রাতিমোক্ষ কী এবং অধিপ্রাতিমোক্ষ কী? প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে প্রাতিমোক্ষ এবং বিভক্তি হচ্ছে অধিপ্রাতিমোক্ষ। কোন বিপত্তি? অসংযতবিপত্তি। কোন সম্পত্তি? সংযতই সম্পত্তি। কোনটি প্রতিপত্তি? আমি আজীবন এরূপ আর করব না, এটির আপ্রাণ প্রচেষ্টা জাতীয় শিক্ষাপদগুলোর শিক্ষাপদ। কয়টি অর্থ-কারণবশে ভগবান কর্তৃক প্রথম পারাজিকা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? দশ অর্থকারণবশে ভগবান কর্তৃক প্রথম পারাজিকা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে; যথা : সংঘের সুষ্ঠতার জন্যে, সংঘের সুখের জন্যে, প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের নিগ্রহের জন্যে, ভদ্র ভিক্ষুদের সুখে অবস্থানের জন্যে, ইহজীবনে পঞ্চকামগুণে আসক্তদের (দিট্ঠধম্মিকানং) আসবগুলোর সংযমের জন্যে জন্যে, পরবর্তী জন্মের (সম্পরায়িকদের) আসবগুলোকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার জন্যে, প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহের জন্যে। কারা শিক্ষা করবে? সেখ (শিক্ষার্থী) এবং কল্যাণ-পৃথগ্‌জনই (সাধারণ) শিক্ষা করবে। কে সেই শিক্ষায় সুশিক্ষিত?

অর্হৎই সেই শিক্ষায় সুশিক্ষিত। কার নিকটে এটি স্থিত হবে? শিক্ষাকামীদের নিকটেই তা স্থিত হবে। কারা তা ধারণ করবে? যারা অনুবর্তী হবে তারাই ধারণ করবে। এটি কার বাণী? এটি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বাণী। কাদের দ্বারা প্রতিভাত হবে? পরম্পরায় প্রতিভাত হবে। যেমন :

৩. উপালি, দাসক আর সোণক, সিগ্গবে,
মোগ্গলীপুত্র এই পঞ্চ জম্বুদ্বীপ মাঝে;
তথা হতে মহিন্দ ইট্‌ঠিয়, আর যে সম্বল,
ভদ্র নামক থেরো প্রাজ্ঞ নাগগণ,
জম্বুদ্বীপ হতে তাঁরা করে আগমন;
বাক্যে প্রকাশি বিনয়, পিটকত্রয় তাম্রপাতে
পঞ্চনিকায় প্রকাশে তাঁরা সপ্ত প্রকরণে।
তথা হতে মেধাবী অরিষ্ট, তিস্‌সদত্ত পণ্ডিত সুজন;
বিশারদ কাল সুমণো, দীঘ-নামে এই থেরোগণ,
নাগথেরো, বুদ্ধরক্ষিত, তিস্‌স ও দেবথেরগণ।
অতঃপর মেধাবী সুমন, বিশারদ বিনয়ে,
বহুশ্রুত চূলনাগ, গজব থেরো জিনবাক্য রণে।
ধর্ম পালিত পূজিত, রোহনে সাধুতে;
তৎশিষ্য ক্ষেম থেরো মহাপ্রাজ্ঞ ত্রিপিটকে।
দীপের তারকারাজ্যে, প্রজ্ঞায় অতিরোচকে;
উপতিষ্য মেধাবী, মহাকথিক ফুস্‌সদেবে।
অতঃপর মেধাবী সুমণ, পুষ্প নামক বহুশ্রুত;
মহাকথিক মহাসিব পিটকের সর্বত্র কোবিদ।
অতঃপর উপালি মেধাবী, বিনয় বিশারদে,
মহাপ্রাজ্ঞ মহানাগ, সদ্ধর্মবংশ কোবিদে।
পুনঃ মেধাবী অভয় পিটকের সর্বত্র কোবিদে;
তিস্‌স থেরো মেধাবী পুদ্গাল অভয় বিশারদ বিনয়ে।
তৎশিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ পুষ্প নামক বহুশ্রুতে;
জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধশাসন অনুরক্ষে।
চূলাভয় মেধাবী থেরো বিশারদ বিনয়ে;
সীব থেরো মেধাবী বিনয়ে সর্বত্রকোবিদে।
এ সকল মহাপ্রাজ্ঞ নাগ, বিনয়ানুগ মার্গকোবিদে;

দ্বীপে প্রকাশে বিনয় তাম্রপাতের পিটকেতে।[১]

৪. সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক শ্রুত হয়ে, জ্ঞাত হয়ে, দ্বিতীয় পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে? কুম্ভকারপুত্র ধনীয় ভিক্ষুকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? কুম্ভকারপুত্র ধনীয় ভিক্ষু, রাজার কাঠ চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে। এখানে একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয়টি আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান হতে এটি সমুত্থিত? তিনটি সমুত্থান হতে সমুত্থিত; যথা : প্রথমটি স্বীয় হতে এবং স্বীয় চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়েছে; কিন্তু বাক্য হতে নয়। দ্বিতীয়টি, স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়েছে; কিন্তু স্বীয় হতে নয়। তৃতীয়টি স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়েছে।...

৫. তৃতীয় পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? কাকে দিয়ে হয়েছে? জনৈক ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে। কি বিষয়কে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুগণ পরস্পরকে হত্যা করায়। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে। এখানে একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : স্বীয় কায় হতে এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে হয় না। ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, কায় হতে হয় না। ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

৬. চতুর্থ পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে? বগ্গমুদাতীরের ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে। কোন বিষয়ে? বগ্গমুদাতীরের ভিক্ষুগণ একে অন্যের আধ্যাত্মিক লোকোত্তর জ্ঞান (উত্তরী মনুস্‌সধম্ম) গৃহীদেরকে বর্ণনা করতেন, সেই বিষয়ে। এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত হয়? তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত। যথা ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় চিত্ত এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ৩. স্বীয় চিত্ত, বাক্য ও কায় হতে সমুত্থিত।...

[চারি পারাজিকা সমাপ্ত]

---

[১]। এখানে "তাম্রপণ্নি যাযতি"—এ শব্দকে নিয়ে বিতর্ক আছে। ঐতিহাসিকগণ তম্বপণ্নি বলতে সীংহলদ্বীপকেই বুঝায়। কিন্তু পিটক লিখায় বা প্রকাশে তামার পাত-এর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। যেহেতু বলা হয়েছে—"বিনযং দীপে পকাসেসুং পিটকং তম্বপণ্নিযাতি"। কিন্তু সীংহলবাসীরা বলেন যে, তালপত্রেই প্রথম ত্রিপিটক লিখিত হয়।

স্মারক-গাথা

মৈথুন, অদত্ত গ্রহণ মনুষ্য জাতি,
উত্তরী পারাজিকাদি চারি পরিত্যাজ্য অসংশয়ী।

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

৭. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে দর্শিত এবং জ্ঞাত হয়েছে সেভাবেই বলা হচ্ছে; স্বেচ্ছায় অশুচিমোচনে (বীর্যপাতে) সংঘাদিশেষ হয়। কোথায় এটি প্রজ্ঞাপিত? কাকে ভিত্তি করে এটির শুরু? কী বিষয়কে ভিত্তি করে? এখানে প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি, সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি, সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি?

পাঁচ প্রকার প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোথায় কোন পর্যায় হতে শুরু? কোন উদ্দেশ দ্বারা সেই উদ্দেশ (আবৃত্তি) আগত? চতুর্বিধ বিপত্তির কোন বিপত্তি? সপ্তক আপত্তিস্কন্ধের কোন আপত্তিস্কন্ধ? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? সপ্ত শমথের কয়টি শমথ দ্বারা সাম্য? কে তথায় বিনয়ী? কে অভিবিনয়ী? তথায় প্রাতিমোক্ষ কি, অধিপ্রাতিমোক্ষ কি? কোনটি বিপত্তি? কোনটি প্রতিপত্তি? কত প্রকার অর্থবশে ও কারণে ভগবান এটিই প্রজ্ঞাপিত করেছেন যে, স্বেচ্ছায় (উপক্রম দ্বারা) অশুচিমোচনে সংঘাদিশেষ হয়? কারা তা শিক্ষা করবে? কারা শিক্ষায় শিক্ষিত? কোথায় স্থিত? কারা ধারণ করবে? কার বাক্যে কিভাবে প্রতিভাত হবে?

৮. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবেই দর্শিত এবং জ্ঞাত হয়েছে সেভাবেই বলা হচ্ছে, স্বেচ্ছায় অশুচিমোচনে (বীর্যপাতে) সংঘাদিশেষ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। কাকে ভিত্তি করে প্রবর্তিত? আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে প্রবর্তিত। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষু স্বেচ্ছায় স্বহস্তে অশুচিমোচন করেন; সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে। তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি তথায় নেই। সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি, তথায় আছে কি? সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি আছে। সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি এবং অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে কোনটি আছে? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, একক প্রজ্ঞপ্তি এবং উভতো প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে কোনটি আছে? একক প্রজ্ঞপ্তি। পাঁচ প্রকার প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের মধ্যে কোথায় কোন পর্যায় হতে

শুরু হয়েছে? নিদান এবং নিদান পর্যায় হতে শুরু হয়েছে। উদ্দেশ কত প্রকার উদ্দেশ দ্বারা আগত? তৃতীয় উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশ আগত। চারি বিপত্তির মধ্যে কোন বিপত্তি? শীলবিপত্তি। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে কোন আপত্তিস্কন্ধ? সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ। ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? এক সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১. কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? আপত্তি অধিকরণ। সপ্ত সমথের কয়টি দ্বারা সাম্যকৃত? দুটি সমথ দ্বারা সাম্যকৃত; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং প্রতিজ্ঞা দ্বারা। তথায় কোনটি বিনয় এবং কোনটি অভিবিনয়? তথায় প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে বিনয় এবং বিভক্তি হচ্ছে অভিবিনয়। তথায় প্রাতিমোক্ষ কী এবং অধিপ্রাতিমোক্ষ কী? প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে প্রাতিমোক্ষ এবং বিভক্তি হচ্ছে অধিপ্রাতিমোক্ষ। বিপত্তি কাকে বলে? অসংযম হচ্ছে বিপত্তি। সম্পত্তি কী? সংযম হচ্ছে সম্পত্তি। প্রতিপত্তি কী? 'আমি এরূপ আর করব না' আমরণকাল এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব এমনভাবে শিক্ষাপদগুলোর শিক্ষাকে গ্রহণ দ্বারা।

কয়টি কারণ ও অর্থবশে গ্রহণ করে ভগবান অশুচিমোচনকে (বীর্যপাতকে) সংঘাদিশেষ অপরাধে গণ্য করলেন? সংঘের সুস্থতার জন্যে, সংঘের সুখের জন্যে, দুষ্ট প্রবৃত্তিকে (দুম্মুঙ্কুকে) দমনের জন্যে; ভদ্র ভিক্ষুদের সুখে অবস্থানের জন্যে, ইহজীবনে পঞ্চকামগুণে আসক্তদের আসবকে সংযত করার জন্যে, পরবর্তী জন্মের প্রতি আসক্তদের আসবগুলোকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনের জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে। কারা শিক্ষা করবে? শৈক্ষ্য এবং কল্যাণ-পৃথগ্‌জনই শিক্ষা করবে। কে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়? অর্হৎগণই এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। কোথায় এটি স্থিত হবে? শিক্ষাকামীদের মধ্যে স্থিত হবে। কারা ধারণ করবে? যারা অনুবর্তী হবে তারাই ধারণ করবে। এটি কার বচন? এটি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন। কাদের দ্বারা এটি প্রতিভাত হবে? পরম্পরা এটি প্রতিভাত হবে; যেমন :

দাসক, উপালি আর সোণক সিগ্গব তথা;
মোগ্গলিপুত্র এই, পঞ্চ জম্বুদ্বীপের শ্রী অভয়া।
তথা হতে মহেন্দ্র, ইট্ঠিয়; উত্তিয়, সম্বল তথা,
ভদ্র নামক সেই পণ্ডিত খ্যাতিমান সর্বথা।
এই নাগ মহাপ্রাজ্ঞ জম্বু হতে আগত এখানে;

বিনয় তাঁরা করলো ভাষণ পিটকে তাম্রপর্ণীতে।
ভাষণ করলো পঞ্চ নিকায়, সপ্ত প্রকরণে;
তথা হতে মেধাবী অরিষ্ট, পণ্ডিত তিস্‌সদত্তে।
বিশারদ কালসুমন, দীর্ঘ নামক থের
দীর্ঘ সুমন নামে জান এ সকল মহাপণ্ডিত।
পুনঃ কাল-সুমন থেরো; নাগ সেই বুদ্ধরক্ষিতে;
মেধাবী তিস্‌স থেরো দেব থেরো সম পণ্ডিতে।
পুনঃ মেধাবী সুমন, বিশারদ বিনয়ে;
বহুশ্রুত চূলনাগ, গজব থেরো দুর্জয় বাক্যরণে।
ধর্মপালিত থেরো সাধুতে; পূজিত, রোহণে;
তৎশিষ্য ক্ষেম থেরো মহাপ্রাজ্ঞ ত্রিপিটকে।
দ্বীপে তারকা সম, বিরাজে প্রজ্ঞাতে;
মেধাবী উপতিষ্য, মহাকথিক ফুস্‌সদেবে।
পুনঃ মেধাবী সুমন, পুষ্প নামক বহুশ্রুত;
মহাকথিক মহাসীব, পিটকে সর্বত্র কোবিদ।
পুনঃ উপালি মেধাবী, বিনয়ে বিশারদ
মহাপ্রাজ্ঞ মহানাগ সদ্ধর্মবংশ কোবিদ।
পুনঃ মেধাবী অভয়, পিটকে সর্বত্র কোবিদ;
মেধাবী তিষ্য থেরো বিনয় বিশারদ।
তৎশিষ্য পুষ্প নাম, মহাপ্রাজ্ঞ বহুশ্রুত;
শাসনের অনুরক্ষক জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত।
মেধাবী চূলাভয় বিশারদ বিনয়ে;
মেধাবী তিস্‌স, সদ্ধর্মবংশ কোবিদে।
মেধাবী চূলদেব বিশারদ বিনয়ে;
মেধাবী সিবথের বিনয়ে সর্বত্র কোবিদে।
এ সকল মহাপ্রাজ্ঞ নাগ, বিনয়ানুগ মার্গে কোবিদে;
দ্বীপে প্রকাশে বিনয় তাম্রপাতের পিটকেতে।

৯. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে দৃষ্ট ও জ্ঞাত; সেভাবেই মাতৃজাতির সাথে কায়সংসর্গকে সংঘাদিশেষ অপরাধ বলা হয়েছে। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? আয়ুষ্মান উদায়িকে ভিত্তি করে। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ী মাতৃজাতির সাথে কায়সংসর্গে লিপ্ত হয়েছিল। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত। যথা : মন ও দেহ হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

১০. মাতৃজাতির সাথে প্রদুষ্ট বাক্য দ্বারা ভাষণে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? আয়ুষ্মান উদায়ীকে ভিত্তি করে। আয়ুষ্মান উদায়ী মাতৃজাতির সাথে প্রদুষ্ট বাক্য দ্বারা ভাষণ করেন। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : ১. স্বীয় চিত্ত এবং কায় হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় চিত্ত এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩. স্বীয় চিত্ত, বাক্য এবং কায় হতে সমুত্থিত হয়।...

১১. মাতৃজাতির সাথে কামসেবা দ্বারা আত্মপরিচর্যার গুণ বর্ণনা করে বাক্য বলায় সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে। কাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ী মাতৃজাতির সাথে কামসেবা দ্বারা তাকে পরিচর্যার গুণ বর্ণনা করে কথা বলেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১. স্বীয় চিত্ত এবং কায় হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় চিত্ত এবং কায় হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। এবং ৩. স্বীয় চিত্ত, বাক্য এবং কায় হতে সমুত্থিত।...

১২. 'সঞ্চারিত্তং' বা দূতকর্ম (স্ত্রী-পুরুষের যৌনকর্মে) সম্পাদনে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? আয়ুষ্মান উদায়ীকে ভিত্তি করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ী নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ক স্থাপনে দূতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে। এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয় না; ২) স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয় না; ৩) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; চিত্ত হতে সমুত্থিত হয় না; ৪) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে সমুত্থিত হয় না; ৫) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে হয় না; ৬) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

১৩. "নিজের সঞ্চয় দ্বারা বা নিজ উদ্যোগে কুটির করায় সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়"। একথা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? আলবীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে? আলবীবাসী ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে। কী বিষয়কে ভিত্তি করে? আলবীবাসী ভিক্ষুরা নিজের সঞ্চয় দিয়ে বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি এবং আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত।...

১৪. "বৃহৎ বিহার করতে গেলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়"। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোসাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু? আয়ুষ্মান ছন্নকে ভিত্তি করে শুরু। কী বিষয়কে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান ছন্ন বিহার ভিটা পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি চৈত্যবৃক্ষকে (বোধিবৃক্ষ) কাটায়ে ফেলেছিলেন। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি এবং ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত।...

১৫. "ভিক্ষু কর্তৃক পারাজিকা সম্পর্কীয় অমূলক তথা মিথ্যা দোষারোপে সংঘাদিশেষ আপত্তি" হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত। কাকে ভিত্তি করে শুরু? মেত্তিয় ভূম্যজ ভিক্ষুগণ, আয়ুষ্মান দব্ব মল্লপুত্র ভিক্ষুকে অমূলকভাবে পারাজিকা প্রাপ্ত বলে দোষারোপ করেছিলেন। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি এবং ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন আপত্তি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত।...

১৬. "ভিক্ষু অন্য জনের মৈথুন সেবন অপরাধ, তাঁর বিরুদ্ধাচারী ভিক্ষুর ওপর সামান্যমাত্রও চাপিয়ে দিয়ে পারাজিকা প্রাপ্ত বলে অভিযোগ উত্থাপন করলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়"। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ? মেত্তিয় ভূম্যজ ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে আরম্ভ। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে শুরু? মেত্তিয় ভূম্যজ ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব অন্যের দোষ কিঞ্চিতভাবে চাপিয়ে দিয়ে পারাজিকা দোষের অপরাধে অভিযুক্ত করার বিষয় থেকে এটির শুরু। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি এবং ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত।...

১৭. "সংঘভেদে উদ্যোগী ভিক্ষুকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দানের পরও তা পরিত্যাগ না করলে, সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়"। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? দেবদত্তকে ভিত্তি করে শুরু হয়। কী বিষয়কে ভিত্তি করে শুরু হয়? দেবদত্ত একতাবদ্ধ সংঘকে বিভক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

১৮. "সংঘভেদে উদ্যোগী ভিক্ষুর অনুগামীদেরকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দানের পরও বিরত না হলে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়"। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা দেবদত্তের সংঘভেদ উদ্যোগের অনুসারী হয়ে ভেদক বাক্যসম্পন্ন হয়েছিল। সে বিষয়কে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত। কায়, বাক্য এবং মন দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

১৯. "দুর্বাক্য ভাষণকারী ভিক্ষুকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দানের পরও স্বভাব পরিত্যাগ না করলে তার সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? কোসাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ? আয়ুষ্মান ছন্নকে ভিত্তি করে আরম্ভ। কী বিষয়কে ভিত্তি করে আরম্ভ? আয়ুষ্মান ছন্ন সধর্মী ভিক্ষুগণ কর্তৃক তার দুর্বাক্য ব্যবহার বন্ধের অনুরোধ করতে গেলে, তাকে কোনো প্রকার উপদশ না দিতে বলেছিলেন। এটি সে বিষয়কে ভিত্তি করে।

এটির একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এটি একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং মন দ্বারা।...

২০. "কুলদূষক ভিক্ষুকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দানের পরও তা পরিত্যাগ না করলে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? অসজ্জী-পুনব্বসু ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? অসজ্জী পুনব্বসু ভিক্ষুগণকে সংঘ কর্তৃক 'পব্বাজ্জনীয়' দণ্ডকর্ম দেয়া হলে, বলা হলো যে, ভিক্ষুরা ছন্দগামিতা, দ্বেষগামিতা, মোহগামিতা, ভয়গামিতা প্রাপ্ত হয়েছে। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে একটি সমুত্থানের দ্বারা এটি সমুত্থিত এবং কায়, বাক্য ও চিত্তের দ্বারা সমুত্থিত।...

[তেরো সংঘাদিশেষ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বিসর্জন কায়সংসর্গ, দুষ্টবাক্য, আত্মকামিতা;
কুঠির, বিহার, অমূলক দোষারোপিতা।
কিঞ্চিৎ দ্বেষ, ও ভেদ কিংবা আহার অনুগামিতা;
দুর্বচ আর কুলদূষক সংঘাদিশেষ সংখ্যা তেরোটা।

৩. অনিয়ত খণ্ড

২১. যা সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক জ্ঞাত এবং দর্শিত হয়েছে; সেই প্রথম অনিয়ত কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ এবং কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি, সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি, সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? পঞ্চ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোন পর্যায় হতে শুরু? কয়টি বিপত্তি? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? চারি অধিকরণের কয়টি অধিকরণ? সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সাম্যকৃত? তথায় বিনয় কী? অভিবিনয় কী? তথায় প্রাতিমোক্ষ কী? অধিপ্রাতিমোক্ষ কী? বিপত্তি কী? সম্পত্তি কী? প্রতিপত্তি কী? কয়টি অর্থবশে ভগবান কর্তৃক প্রথম অনিয়ত ধর্ম এটি প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? কে শিক্ষা করে? কে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়? কোথায় স্থিত হয়ে? কে ধারণ করে? এটি কার বাক্য? কার দ্বারা প্রতিভাত হয়?

২২. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক জ্ঞাত, দর্শিত প্রথম অনিয়ত কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়েছিল? আয়ুষ্মান উদায়িকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়েছিল। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ি মাতৃজাতির সাথে নির্জন স্থানে প্রতিচ্ছন্ন আসনে একাকী শুয়ে রাতগত করেছিলেন, সেই বিষয়কে ভিত্তি করে। তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? তথায় একক প্রজ্ঞপ্তি আছে, কিন্তু অনুপ্রজ্ঞপ্তি ও অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি নেই। সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি ও প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তিই আছে। সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি ও অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তিই আছে। একক প্রজ্ঞপ্তি উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একক প্রজ্ঞপ্তিই আছে। পঞ্চবিধ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোথায় কোন পর্যায় হতে শুরু হয়েছে? নিদান ও নিদান পর্যায় হতে শুরু হয়েছে। কত প্রকার উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত হয়েছে? চতুর্থ উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত হয়েছে। চতুর্বিধ বিপত্তির এটি কোন বিপত্তি? এটি স্বীয় শীলবিপত্তি, স্বীয় আচারবিপত্তি। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের এটি কোন আপত্তিস্কন্ধ? এটি স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ। এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? একক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত বাক্য দ্বারা নয়। চতুর্বিধ অধিকরণের এটি কোন অধিকরণ? আপত্তি অধিকরণ। সপ্তবিধ সমথের এটি কয়টি সমথ দ্বারা সাম্যযোগ্য? তিনটি সমথ

দ্বারা এটি সাম্যযোগ্য; যথা : ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২) স্বীয় প্রতিজ্ঞা করানো দ্বারা, ৩) স্বীয় সম্মুখ বিনয় এবং তৃণাবৃত পদ্ধতি দ্বারা?

তথায় বিনয় কী? তথায় অভিবিনয় কী? তথায় প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে বিনয় এবং বিভক্তি হচ্ছে অভিবিনয়। তথায় প্রাতিমোক্ষ কী, অধিপ্রাতিমোক্ষ কী? প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে প্রাতিমোক্ষ এবং বিভক্তি হচ্ছে অধিপ্রাতিমোক্ষ। বিপত্তি কার? অসংযতেরই বিপত্তি। সম্পত্তি কার? সংযতেরই সম্পত্তি। কার প্রতিপত্তি? "যাবজ্জীবন এমন আর করব না" শিক্ষাপদগুলো রক্ষায় এভাবে আপ্রাণ প্রচেষ্টা শিক্ষা দ্বারা প্রতিপত্তি অর্জিত হয়।

কয়টি অর্থবশে ভগবান প্রথম অনিয়ত প্রজ্ঞাপিত করেছিলেন? দশবিধ অর্থবশে ভগবান প্রথম অনিয়ত ধর্ম প্রজ্ঞাপিত করেছিলেন; যথা : ১) সংঘের সুস্থতার জন্যে, ২) সংঘের সুখে অবস্থানের জন্যে, ৩) উৎপন্ন আসবগুলোর সংযমের জন্যে, ৪) অনুৎপন্ন আসবগুলোর উৎপত্তি প্রতিহত করতে, ৫) অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপত্তির জন্যে, ৬) প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, ৭) সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, ৮) বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে, ৯)...

কারা শিক্ষা করবে? শৈখ্য এবং কল্যাণ পৃথগ্‌জনেরাই শিক্ষা করবে। কারা শিক্ষায় শিক্ষিত? অর্হতেরাই শিক্ষায় শিক্ষিত। কোথায় স্থিত হবে? শিক্ষাকামীদের মাঝেই স্থিত হবে। কারা ধারণ করবে? যারা অনুসরণ করবে, তারাই ধারণ করবে? কার বচন ধারণ করবে? ভগবানের বচন, যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। কাদের দ্বারা ভাষিত হয়ে? পরম্পরা ভাষিত হয়। যেমন :

উপালি দাসক, গোণক তথা সিগ্গবে
মোগ্গলী পুত্রের কৃত পঞ্চম, দ্বীপের জম্বু শ্রীভয়ে।
সেই মহিন্দ, ইট্‌ঠিয় উত্তিয় আর সম্বল;
তথা ভদ্র নামক পণ্ডিতে।
মহাপ্রাজ্ঞ এ সকল নাগ এখানে আগত জম্বুদ্বীপ হতে;
বিনয় ভাষিত তাঁদের তাম্রপাতের পিটকেতে।
নিকায়ে ভাষিত পঞ্চ, সপ্ত প্রকরণে;
মেধাবী অরিষ্ট হতে তিস্য দত্ত পণ্ডিতে।
বিশারদ কালসুমন, দীর্ঘ নামকে; মহাথেরো
তৎ হতে প্রাপ্ত হয় দীর্ঘ সুমন পণ্ডিতে।
আরও বলেন—
কালসুমন, নাগ থেরো, জানিও বুদ্ধরক্ষিতে;
মেধাবী তিস্‌স থেরো, দেব থেরো পণ্ডিতে।

পুনঃ মেধাবী সুমন, বিনয়ে বিশারদে;
বহুশ্রুত চূলনাগ, উপদ্রব ধ্বংসে হস্তীসমে।
ধর্ম পালিত সাধু যিনি পূজিত রোহণে;
তৎশিষ্য ক্ষেমথেরো মহাপ্রাজ্ঞ ত্রিপিটকে।
দ্বীপের তারকারাজি বিরোচে অতিপ্রজ্ঞাতে;
মেধাবী উপতিষ্য, মহাকথক ফুস্‌সদেবে।
পুনঃ মেধাবী সুমনপুষ্প নামক বহুশ্রুতে;
শাসনের অনুরক্ষক, জম্বুদীপে প্রতিষ্ঠাতে।
মেধাবী চুলাভয়, বিনয়েতে বিশারদে;
মেধাবী তিস্‌স থেরো, সদ্ধর্মবংশ কোবিদে।
মেধাবী চূলদেব, বিনয়েতে বিশারদে;
মহাপ্রাজ্ঞ এসব নাগ, বিনয়ে মার্গ কোবিদে;
দ্বীপে প্রকাশে বিনয়, তাম্রপত্রের পিটকেতে।

২৩. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক দ্বিতীয় অনিয়ত কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়েছিল? আয়ুষ্মান উদায়িকে উপলক্ষ করে। কী বিষয়কে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ি মাতৃজাতির সাথে নির্জনে একাকী অবস্থান করেছিলেন। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে। তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? তথায় একক প্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুপ্রজ্ঞপ্তি ও অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি নাই। সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি বা প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি আছে। সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি বা অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে। একক প্রজ্ঞপ্তি বা উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একক প্রজ্ঞপ্তি আছে। পঞ্চ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোন পর্ব, কোন পর্যায় হতে শুরু হয়েছে? নিদান পর্ব, নিদান পর্যায় হতে শুরু হয়েছে। কোন উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশ আগত হয়? চতুর্থ উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশ আগত হয়। চতুর্বিধ বিপত্তির কোন বিপত্তি? স্বীয় শীলবিপত্তি, স্বীয় আচারবিপত্তি। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কোন আপত্তিস্কন্ধ? স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ এবং স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ। ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১. স্বীয় কায় হতে, চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়; ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত, কায় হতে নয়; ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।

চতুর্বিধ অধিকরণের (অভিযোগের) কয়টি অধিকরণ? আপত্তি অধিকরণ।

সপ্ত সমথের (সমাধানের) কয়টি সমথ দ্বারা সাম্যকৃত? তিনটি সমথ দ্বারা

সাম্যকৃত; যথা : ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং প্রতিজ্ঞা দ্বারা; ২) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং ৩) তৃণাচ্ছাদন পদ্ধতি দ্বারা।

দুই অনিয়ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা

যথার্থ সমাধান যাহা, নিশ্চই তা, নয় অন্যথা;
অনিয়ত, সুপ্রজ্ঞাপ্ত, বুদ্ধশ্রেষ্ঠকৃত তা।

৪. নিস্সগ্গিয় খণ্ড

১. কঠিন বর্গ

২৪. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত হয়েছে, তা হচ্ছে, (ত্রিচীবরের) অতিরিক্ত হিসেবে কোন "চীবর (বস্ত্র) দশ রাত্রি অতিক্রান্তকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়" হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়েছিল? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতিরিক্ত চীবর ধারণ (ব্যবহার) করছিলেন; সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়; ২) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।...

২৫. "ত্রিচীবরবিহীন একরাত্রি অতিক্রান্তে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়"। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে সূচনা হয়।

কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদের হাতে (সঙ্ঘাটি) চীবর ছুঁড়ে দিয়ে অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ পরিহিত অবস্থায় জনপদ বিচরণে প্রস্থান করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, চিত্ত হতে নয়; ২) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

২৬. "অকাল চীবর প্রতিগ্রহণ করে এক মাস অতিক্রমকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়"। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে

প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়েছিল? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু অকাল চীবর প্রতিগ্রহণ করে এক মাসকাল অতিক্রম করেছিল। এই বিষয়কে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি, ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয় ২) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।...

২৭. 'অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা পুরনো চীবর ধোবন করালে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়'। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়েছিল? আয়ুষ্মান উদায়িকে ভিত্তি করে। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে দিয়ে পুরনো চীবর ধোবন করিয়েছিলেন; সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত।...

২৮. 'অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত থেকে চীবর প্রতিগ্রহণকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়' এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উদায়ি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত থেকে চীবর প্রতিগ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

২৯. 'অজ্ঞাতি গৃহপতি, বা গৃহপত্নীর কাছে চীবর যাচঞ্ঞাকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।' এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। কী বিষয়কে ভিত্তি করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র অজ্ঞাতি শ্রেষ্ঠীপুত্রের নিকটে চীবর চেয়েছিলেন। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে।

এই শিক্ষাপদের একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত।...

৩০. "অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপতিপত্নীর নিকটে মাত্রাতিরিক্ত, চীবর যাচঞ্ঞা করে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কাকে ভিত্তি করে প্রথম সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? ষগবর্গীয় ভিক্ষুরা মাত্রাজ্ঞানহীন হয়ে বহু চীবর যাচঞ্ঞা করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান হতেই

সমুত্থিত।

৩১. "পূর্বে অপ্রবারিত (not being invited /নিমন্ত্রণ ব্যতীত) অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকটে চীবর বিকপ্পনকারী (পরিবর্তনকারী) ভিক্ষুর, নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। কোন বিষকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র অনিমন্ত্রিত হয়েও অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকটে উপস্থিত হয়ে চীবর বিকপ্পন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয় সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।

৩২. "পূর্বে নিমন্ত্রিত না হয়ে অজ্ঞাতি গৃহপতিগণের নিকটে উপস্থিত হয়ে চীবরকে বিকপ্পনকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে এটির সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্য পুত্রকে ভিত্তি করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র পূর্বে নিমন্ত্রিত না হয়ে অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকটে উপস্থিত হয়ে চীবর পরিবর্তন (বিকপ্পন) করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয় সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৩৩. "অতিরিক্ত তিনবার চাহিবার যোগ্য চীবর, অতিরিক্ত ছয়বার মৌনভাবে স্থানে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্য পুত্রকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র, এক উপাসক দ্বারা, "ভন্তে অদ্যই আসবেন" এভাবে আমন্ত্রিত হয়েও গমন করেননি। এ ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

কঠিন বর্গ সমাপ্ত।

২. কৌশিয় বর্গ

৩৪. "কৌশিয় রেশমমিশ্রিত আস্তরণ তৈরিতে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? এটি আলবীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কৌশীয় বস্ত্র প্রস্তুতকারী তাঁতীর নিকটে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেছিলেন, হে বন্ধু, কৌশীয় বস্ত্র কারককে দেখেছেন কি? আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবেন কি? আমরা কৌশিয় বস্ত্র তৈরি করতে ইচ্ছুক। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থানের দ্বারাই সমুত্থিত হয়।...

৩৫. শুধুমাত্র কালো ভেড়ার লোম দ্বারা আস্তরণ তৈরিকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শুধুমাত্র কালো ভেড়ার লোম দ্বারা আস্তরণ তৈরি করিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে । এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

৩৬. "ওজন দ্বারা পরিমাণ মতো মিশ্রণ না করে শুধুমাত্র কপিল বর্ণের রঞ্জিত লোম দ্বারা নতুন আস্তরণ তৈরিকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অল্পমাত্র অন্য রং দেওয়ার পরে শুধুমাত্র কালো রং-এর ভেড়ার লোম মিশ্রিত করে আস্তরণ করিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে। এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি আপত্তি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

৩৭. প্রতি বছর বস্ত্র তৈরিকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। এটি কোথায়

প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? জনৈক ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? জনৈক ভিক্ষুগণ প্রতিবছর বস্ত্র তৈরি করাতেন সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।...

৩৮. "নতুন জমাট বস্ত্রে, আসন তৈরিতে সুগত বিঘত প্রমাণ পুরাতন জমাট বস্ত্র দ্বারা পাড় না দিয়ে বসার আসন তৈরিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? বহু ভিক্ষুকে ভিত্তি করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? বহু ভিক্ষু জমাট বস্ত্রে আসন হতে পুরণো বস্ত্রে পাড় তুলে ফেলে আরণ্যিক ধুতাঙ্গ, পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ, পাংশুকুলিক অনুশীলন করছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত।

এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই সমুত্থিত।...

৩৯. "ভেড়ার লোম গ্রহণ করে তিন যোজন পর্যন্ত অতিক্রমকারী ভিক্ষুর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু মেষলোম গ্রহণ করে ত্রিযোজন অতিক্রম করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় হতে এটি সমুত্থিত; বাক্য হতে বা চিত্ত হতে নয়। ২) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে এটি সমুত্থিত হয়; কিন্তু বাক্য হতে নয়।...

৪০. "অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা মেষ লোম ধোবনকারীর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শাক্যরাজ্যে এটি প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীদের দ্বারা মেষলোম ধোবন করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

৪১. "প্রচলিত মুদ্রা গ্রহণকারীর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।" এটি কোথায়

প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র মুদ্রা প্রতিগ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

৪২. "নানা প্রকারে মুদ্রাটি ব্যবহারে (রূপিয় সংবোহারং) লিপ্ত হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে এটি শুরু হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে ভিত্তি করে এটি শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নানা প্রকারে মুদ্রাদির ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানে ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

৪৩. "নানা প্রকারে ক্রয়-বিক্রয়ে (কযবিক্কযং) লিপ্ত হলে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র পরিব্রাজকের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

[কৌশিয় বর্গ দ্বিতীয়]

৩. পাত্র বর্গ

৪৪. "অতিরিক্ত পাত্র স্পর্শ বা অধিষ্ঠান না করে দশ দিনের অতিরিক্ত ফেলে রাখা হলে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অতিরিক্ত পাত্রধারণ (নিজ

অধিকারে) করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। ২) স্বীয়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।...

৪৫. পুরাতন পাত্র পাঁচবারের কম বন্ধন বা মেরামতির দ্বারা ব্যবহার ব্যতীত অন্য নতুন পাত্র বিনিময়ে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শাক্যরাজ্যে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অল্পমাত্র ভিন্ন (ভাঙ্গা), অল্পমাত্র খণ্ডিত, অল্পমাত্র দুমড়ানো বহু পাত্রধারণ করে। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয় সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

৪৬. "ভৈষজ্যাদি দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করে সপ্তাহ অতিক্রমকারীর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? বহু ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয় কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? বহু ভিক্ষুরা ভৈষজ্য দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহণ করে সপ্তাহের বেশি অতিক্রম করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনক শিক্ষাপদ অনুসারে)...

৪৭. গ্রীষ্মঋতুর অতিরিক্ত মাসের শেষে বর্ষাসাটিক "চীবর অন্বেষণকারীর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা গ্রীষ্মঋতুতে অতিরিক্ত মাসের শেষেও বর্ষাসাটিক চীবর অন্বেষণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

৪৮. "ভিক্ষুকে নিজে চীবর দান করে কুপিত, অসন্তুষ্টতাবশত কেড়ে নিলে, নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র এক ভিক্ষুকে নিজে চীবর দান করে কুপিত, অসন্তুষ্ট হয়ে তা কেড়ে নিয়েছিল। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

৪৯. "নিজে সুতো সংগ্রহ করে (বিঞ্ঞাপেত্বা) তাঁতীগণ দ্বারা চীবর বুননকর্ম সম্পাদনকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিজেরা সুতো সংগ্রহ করে তাঁতীগণ দ্বারা চীবর বুনন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই সমুত্থিত।...

৫০. "অজ্ঞাতি গৃহপতি কর্তৃক পূর্বে আমন্ত্রিত (অপ্পবারিতস্স) না হয়ে তাঁতীর নিকটে উপস্থিত হয়ে চীবর তৈরির বিকল্পে (বিকপ্পং) কিছু প্রদানকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র অজ্ঞাতি গৃহপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত না হয়েও তাঁতীদের নিকট উপস্থিত হয়ে চীবর বুননের বিকল্পে কিছু দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

৫১. "অচ্চেক চীবর (বিশেষ কারণে ব্যবহার্য) বিধিবদ্ধ সময় অতিক্রমকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়েছিল? বহু ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? বহু ভিক্ষু অচ্চেক চীবর গ্রহণপূর্বক সময়সীমা অতিক্রম করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত। (কথিনক শিক্ষাপদ অনুসারে)...

৫২. "ত্রিচীবরের অন্যতর কোনো এক চীবর গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করে ছয়রাতের অধিক উক্ত চীবর ব্যতীত অবস্থানকারীর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? বহু ভিক্ষুগণকে (সম্বহুলা) ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? বহু ভিক্ষু ত্রিচীবের অন্যতর চীবর গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করে, সেই চীবরবিহীন অবস্থায় ছয় রাতের সময় সীমা (ছারত্তং) অতিক্রম করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত। (কথিনক শিক্ষাপদ অনুসারে)...

৫৩. "এটি সংঘের দ্রব্যে পরিণত হবে' এটা জেনেও যেজন এটি নিজের দ্রব্যে পরিণত করলে; তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়"।

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? 'সাংঘিক দ্রব্যে পরিণত হবে, এটি জেনেও ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সে-সকল দ্রব্য নিজের করে নিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

[পাত্র বর্গ তৃতীয়]

স্মারক-গাথা

দশ, অতিক্রম, মাস; ধোবন আর প্রতিগ্রহণ।
অজ্ঞাতি তৎ উদ্দেশ্যে, উৎপন্ন দূতের মাধ্যম॥
কৌশিয়, শুদ্ধ দুই ভাগ, ছয় বৎসর বসার আসন।
দুই চলতি মুদ্রা গ্রহণ উভয়ে নানা প্রকরণ॥
দুই পাত্র, ভৈষজ্য, বাসিকা দান পঞ্চমে।
নিজে, বুনন, অচ্চেক, শঙ্কাযুক্ত, সাংঘিকে॥

ত্রিশটি নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় সমাপ্ত।

৫. পাচিত্তিয় খণ্ড

১. মিথ্যা কথন বর্গ

৫৪. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত, "সেই মতে "সজ্ঞানে মিথ্যা কথনে পাচিত্তিয় হয়।"

এই শিক্ষাপদটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? হত্থক নামে শাক্যপুত্রকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়?

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান হত্থক শাক্যপুত্র তীর্থিয়দের সাথে আলাপকালে একবার অস্বীকার করে পুনঃ তা স্বীকার করে, একবার স্বীকার করে (পটিজালিত্বা) পুনঃ তা অস্বীকার করে (অবজানাতি)। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতেই সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ২) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতেই সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ৩) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।...

৫৫. "আক্রোশপূর্ণ (ওমাসবাদে) বাক্য ব্যবহারে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা শান্ত ভদ্র (পেসল) ভিক্ষুদের সাথে ঝগড়া করতে করতে (ভণ্ডতা) আক্রোশের সাথে দেহ স্পর্শ করতো (ওমস)। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত।...

৫৬. "ভিক্ষু পিশুনবাক্য ব্যবহার করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এ শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ঝগড়ার জন্ম দাতা (ভণ্ডনজাতা), কলহের জন্মদাতা, বিবাদের জন্মদাতা এবং পাছে নিন্দুক (পেসুঞ্ঞ) হয়ে অবস্থান করতো। এ ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত।...

৫৭. “অনুপসম্পন্নকে বাক্যে বা পদে পদে (পদসো/Sentence by sentence or word by word) ধর্মশিক্ষা দানকারী (ধম্মং বাচেন্তস্‌স) ভিক্ষুর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা উপাসকগণকে পদে পদে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় বাক্য হতেই সমুত্থিত, কায় ও চিত্ত হতে নয়। ২) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়।...

৫৮. অনুপসম্পন্নের সাথে দুতিন রাতের অধিক একত্রে শয়ন করলে (সহসেয্যং) পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? এটি আলবীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল? বহু ভিক্ষুকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? বহু ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের সাথে একত্রে শয়ন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত; বাক্য ও চিত্ত হতে নয়। ২) স্বীয় কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৫৯. “মাতৃজাতির সহিত একত্রে শয়নকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।” এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ মাতৃজাতির সাথে একত্রে শয়ন করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত। (এলকলোমক শিক্ষাপদ অনুসারে)...

৬০. “মাতৃজাতির নিকটে পাঁচ ছয় বাক্যের অধিক ধর্মদেশনায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।” এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? আয়ুষ্মান উদায়িকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ি মাতৃজাতির নিকটে ধর্মদেশনা করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। দুটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত। (পদসোধম্ম শিক্ষাপদ অনুসারে)...

৬১. "অনুপসম্পন্নের নিকটে নিজের ধ্যান-বিমোক্ষাদি প্রকাশকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? বগ্গুমুদাতীরিয় (বগ্‌গমুদ্রা তীরবর্তী) ভিক্ষুরা গৃহীগণকে নিজেদের পরস্পরের ধ্যান-বিমোক্ষের গুণ বর্ণনা করেছিলেন। সে ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারাই এগুলো সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত; বাক্য ও চিত্ত হতে নয়। ২) স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত; কায় ও চিত্ত হতে নয়। ৩) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতেই সমুত্থিত।...

৬২. "ভিক্ষুর পারাজিকা, সংঘাদিশেষ জাতীয় দুষ্ট আপত্তিগুলো অনুপসম্পন্নদের নিকটে প্রকাশকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ভিক্ষুগণের প্রদুষ্ট অপরাধগুলো গৃহীদের নিকটে প্রকাশ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

৬৩. "মৃত্তিকা খননকারীর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? আলবকে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? আলবকবাসী ভিক্ষুদের ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আলবকবাসী ভিক্ষুরা মাটি খনন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত।...

[মিথ্যা কথন বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. ভূতগাম বর্গ

৬৪. "সজীব উদ্ভিদ ছেদনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।" এটি কোথায়

প্রজ্ঞাপিত হয়? আলবীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? আলবীবাসী ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আলবকের ভিক্ষুরা বৃক্ষছেদন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৬৫. "প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে (বিহেসকে) গোপন ইচ্ছায় বাদানুবাদ বা ভিন্ন কথার অবতারণা করলে, পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এগুলো কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোশাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? আয়ুষ্মান ছন্নকে ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান ছন্ন সংঘ মধ্যে আপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে অন্যান্য বিষয়ে বর্ণনা শুরু করেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একক প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৬৬. "অহেতুক দোষারোপকারীর, নিন্দকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়, রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? মেত্তেয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদয়কে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? মেত্তেয় ও ভূমজক ভিক্ষু আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে অহেতুক দোষারোপ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৬৭. " সাংঘিক মঞ্চ, চেয়ার (পীঠং), গদি (ভিসিং), শয়নের তোষক (কোচ্ছং) ইত্যাদি খোলা আকাশতলে বিছায়ে, পরে নিজে না উঠায়ে বা অন্যকে উঠাতে না বলে চলে গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা সাংঘিক শয়নাসন খোলা আকাশতলে বিছানোর পর তা না উঠায়ে, অন্যকেও কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনক শিক্ষাপদ অনুসারে)...

৬৮. "সাংঘিক বিহারে শয্যা নিজে বা অন্যের দ্বারা বিছায়ে, পরে উঠায়ে না রেখে, অন্যকেও না বলে চলে গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুরা সাংঘিক বিহারে শয্যা বিছায়ে তা না উঠায়ে এবং কাকেও না বলে চয়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত। (কথিনক শিক্ষাপদ অনুসারে)...

৬৯. "সাংঘিক বিহারে কোনো ভিক্ষু পূর্বে আগত হয়েছেন, এটা জেনেও তার শয্যাকে বলপূর্বক অধিকার করলে (অনুপখজ্জতি) পাচিত্তিয় হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে শুরু হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা জ্যেষ্ঠ স্থবির ভিক্ষুগণের শয্যা জোরপূর্বক অধিকার করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা এটি সমুত্থিত, বাক্য দ্বারা নয়।...

৭০. "ক্রোধপরবশ হয়ে সাংঘিক বিহার হতে কোনো ভিক্ষুকে বহিষ্কারকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে শুরু হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ক্রোধান্বিত হয়ে সাংঘিক বিহার হতে এক ভিক্ষুকে বহিষ্কার করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত।...

৭১. "সাংঘিক বিহারে ছাদবিহীন অবস্থায় নিচে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাযুক্ত স্থানে আকাশ কুঠিরে উঠে পা-যুক্ত মঞ্চ বা চেয়ারে উপবেশনকারীর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু সাংঘিক বিহারে ছাদবিহীন আকাশ কুঠিতে পা-যুক্ত মঞ্চে সহসা গিয়ে উপবেশন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়; ২) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৭২. "দুইবার মাত্র দাঁড়িয়ে কোনো (বিহারাদি নির্মাণে) কাজের নির্দেশনা দিতে পারে। ততোধিক নির্দেশকের পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোশাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? আয়ুষ্মান ছন্নকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? আয়ুষ্মান ছন্ন নির্মাণাধীন বিহারে পুনঃপুন আচ্ছাদন দেওয়াচ্ছিলেন, পুনঃপুন লেপন করাচ্ছিলেন, (অতিভারিকো বিহারো...। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত।...

৭৩. "জ্ঞাত থেকেও প্রাণীযুক্ত জল, তৃণে বা মাটিতে জোরে জল সেচনকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? আলবীতে প্রজ্ঞাপিত। ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আলবীবাসী ভিক্ষুরা, জ্ঞাত থেকেই প্রাণীযুক্ত জলে, তৃণে ও মাটিতে জল সেচ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

[ভূতগাম বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উপদেশ বর্গ

৭৪. "সংঘের সম্মতি প্রাপ্ত না হয়ে ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দাতার পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে ভিত্তি করে আরম্ভ হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সংঘের অসম্মতিতে ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি তথায় নেই।

এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয়

বাক্য দ্বারা সমুত্থিত, কায় এবং চিত্ত হতে নয়। ২) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়।...

৭৫. "সূর্যের অস্তগমনের পর ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান চূলপন্থককে ভিত্তি করে সূচনা হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান চূলপন্থক সূর্য অস্তগমনের পরেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দানে রত ছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় প্রকার আপত্তির মধ্যে এটি 'পদসোধম্মে' এই শিক্ষাপদের অন্তর্গত হয়ে দুই প্রকার আপত্তি দ্বারা সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

৭৬. "ভিক্ষুণীদের আবাসে গিয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শাক্যরাজ্যে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের আবাসে গিয়েই উপদেশ দান করতেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে 'কথিনক' শিক্ষাপদের ভিত্তিতে দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৭৭. "দানীয়বস্তু আদি লাভার্থেই ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন" এরূপ নিন্দবাক্য প্রয়োগে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? "দান প্রাপ্তির জন্যেই ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন" এরূপ নিন্দাবাক্য বলেছিলেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

৭৮. "অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে চীবর দানকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে চীবর দিয়েছিলেন। সেই

ঘটনাকে ভিত্তি করে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

৭৯. "অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা চীবর সেলাই করাতে ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উদায়িকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ী অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা চীবর সেলাই করিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি এবং ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই সমুত্থিত হয়।...

৮০. "ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে পথে একসাথে গমনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে সূচনা হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে একসাথে একইপথে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের চার সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় দ্বারা সমুত্থিত হয়। কিন্তু বাক্য কিংবা, চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয় না। ২) স্বীয় কায় এবং বাক্য দ্বারা সমুত্থিত হয়। কিন্তু চিত্ত দ্বারা হয় না। ৩) স্বীয় কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা হয় না। ৪) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত এই ত্রিবিধ দ্বারেই সমুত্থিত হয়।...

৮১. "ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে একই নৌকায় আরোহণকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে সূচনা হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে একই সাথে আরোহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের চার সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

৮২. “ভিক্ষুণীর দ্বারা রান্না কৃত; এটি জেনেও ভোজনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচিত হয়? দেবদত্তকে ভিত্তি করে সূচিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? দেবদত্ত জানতেন যে, এই পিণ্ডপাত ভিক্ষুণী দ্বারা রান্নাকৃত। তদ্‌সত্ত্বেও তিনি তা পরিভোগ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত, কিন্তু বাক্য দ্বারা নয়।...

৮৩. “ভিক্ষুণীর সাথে একাকী নির্জনে অবস্থানকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে ভিত্তি করে সূচিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুণীর সাথে একাকী নির্জনে অবস্থান করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত, বাক্য দ্বারা নয়।...

[উপদেশ বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ভোজন বর্গ

৮৪. “তার চেয়ে বেশি অবসথপিণ্ড (বিহারে আনীত খাদ্য?) ভোজনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।” এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে সূচিত হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে সূচিত হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পুনঃপুন বসে বসে অবসথপিণ্ড (আবাসে আনীত অন্ন?) ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়ে থাকে ‘এলকলোমক’ শিক্ষাপদের আওতায়।...

৮৫. “গণভোজনে ভিক্ষুর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।” এই শিক্ষাপদ কোথায়

প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে সূচিত হয়? দেবদত্তকে ভিত্তি করে সূচিত হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? দেবদত্ত সপরিষদ গৃহীকুলে গিয়ে যাচঞা করে করে খেয়েছিলেন।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং সাতটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। এলকলোম শিক্ষাপদে এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

৮৬. "পরম্পরা ভোজনে ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে সূচিত হয়? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে সূচিত হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু এক স্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে, অন্য স্থানে ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং চারটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। কথিনক শিক্ষাপদে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৮৭. "পূর্বে দুই পরিপূর্ণ পাত্র প্রতিগ্রহণ করে, তদতিরিক্ত প্রতিগ্রহণকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।" এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কাকে ভিত্তি করে সূচিত হয়? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা মাত্রাজ্ঞানহীন হয়ে প্রতিগ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টির দ্বারাই সমুত্থিত হয়।...

৮৮. "ভোজনে প্রবারিত হয়ে তদতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্য ভোজনকারীর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে সূচনা হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা ভোজনে প্রবারিত হয়ে অন্যত্র পুনঃভোজন করেছিলেন, এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। কথিনক শিক্ষাপদে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৮৯. "ভোজনে প্রবারিত কোনো ভিক্ষুকে খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা প্রবারিত

করলে সেই ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু প্রবারিত ভিক্ষুকে অনতিরিক্ত খাদ্য দ্বারা ভোজন করিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

৯০. “বিকালে খাদ্য বা ভোজ্যদ্রব্য ভোজনকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।” এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

কাকে ভিত্তি করে? সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিকালে ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; এলকলোম শিক্ষাপদ অনুসারে।...

৯১. “নিজ আয়ত্তে সঞ্চিত খাদ্য বা ভোজ্য ভোজনকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।” এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? বেলট্ঠশীর্ষকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান বেলট্ঠশীর্ষ নিজ আয়ত্তে রাখা সঞ্চিত খাদ্য ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এলকলোম শিক্ষাপদে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৯২. “উত্তম ভোজ্যদ্রব্য নিজের জন্যে নিজে যাচঞা করে ভোজনকারীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের ভিত্তি করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উত্তম খাদ্যবস্তু নিজের জন্যে নিজেই যাচঞা করে ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৯৩. “মুখে গ্রহণযোগ্য অদত্ত খাদ্য আহারকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ

হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুকে ভিত্তি করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু মুখে গ্রহণযোগ্য খাদ্য আহার করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। এলকলোম মতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

[ভোজন বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অচেলক বর্গ

৯৪. “অচেলক বা পরিব্রাজক অথবা পরিব্রাজিকাকে স্বহস্তে খাদ্য বা ভোজ্য দানকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? কাকে উপলক্ষ করে? আয়ুষ্মান আনন্দকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান আনন্দ দুই পরিব্রাজিকাকে নিজেদের মতো প্রব্রজিত মনে করে পূর্বে খাদ্য দান দিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে। এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এলকলোম মতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৯৫. “আস আবুসো, আমরা গ্রামে বা নিগমে পিণ্ডাচারে প্রবেশ করব। এরূপ বলে কোনো ভিক্ষু তাকে পিণ্ড দেওয়ায়ে বা না দেওয়ায়ে যদি কু-অভিপ্রায়ে ফিরায়ে দিলে, সেই ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল। কাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র এক ভিক্ষুকে এই বলে পিণ্ডচারণে নিয়ে গেলেন, “আসুন আবুসো, আমরা গ্রামে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করব।” কিন্তু তাকে কোনো পিণ্ড না দেওয়ায়ে কু-অভিপ্রায়ে প্রত্যাগমন করিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৯৬. “ভোজনদাতাদের ঘরে স্বামী-স্ত্রী শয়ন ঘর থেকে বের হয়ে না আসা অবস্থায়, তথায় প্রবেশ করে উপবেশনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

কাকে উপলক্ষ করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র পিণ্ডদাতাকুলে স্বামী-স্ত্রী শয়নকক্ষ হতে বের হয়ে না আসার পূর্বেই তথায় প্রবিষ্ট হয়ে বসেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের সমুত্থান হতে সমুত্থিত। কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৯৭. "মাতৃজাতির সাথে একাকী নির্জনে আচ্ছাদিত আসনে অবস্থানকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র মাতৃজাতির সাথে একাকী নির্জনে আচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায়ে এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৯৮. "মাতৃজাতির সাথে একাকী নির্জনে উপবেশনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র মাতৃজাতির সাথে একাকী নির্জনে উপবেশন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৯৯. "ভোজনে একসাথে নিমন্ত্রিত হয়ে সহগামী ভিক্ষুকে না বলে ভোজনের পূর্বে বা পরে দায়ককুলের অন্যান্য গৃহে গমনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত। কাকে উপলক্ষ করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র একসাথে আমন্ত্রিত হয়ে, সাথী ভিক্ষুদের না বলে ভোজনের পূর্বে ও পরে গৃহীকুলের অন্যত্র বিচরণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং চারটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়ে থাকে; কথিনক শিক্ষাপদ মতে।...

১০০. "পুনঃপুন ভৈষজ্য যাচঞাকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শাক্যরাজ্যে।

কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মহানাম শাক্য কর্তৃক, "ভন্তে, আজই আসবেন" এরূপ বললেও তাঁরা আসেননি। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

১০১. "যুদ্ধার্থে সজ্জিত সেনা দর্শনে গমনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। কাহাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যুদ্ধার্থে সজ্জিত সেনা দর্শনার্থে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এলকলোম মতে এটি সমুত্থিত হয়।...

১০২. "তিনবারের অধিক সেনাদের সাথে বাসকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তিন রাতের অধিক সেনাদের সাথে অবস্থান করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। এলকলোম মতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

১০৩. "যুদ্ধের পরিখা-ব্যূহাদি দর্শনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রজ্ঞাপিত হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সেনা ব্যূহাদি দর্শনে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। এলকলোম মতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই

সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

[অচেলক বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সুরাপান বর্গ

১০৪. "সুরা-মেরয় পানে ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোসাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? আয়ুষ্মান স্বাগত ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান স্বাগত মদ্যপান করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য বা চিত্ত হতে হয় না। ২) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে হয় না।...

১০৫. "আঙুল দ্বারা অন্যের খুঁতখুঁতি উৎপাদনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ, এক ভিক্ষুকে আঙুল চালনা দ্বারা হাস্যোদ্রেক করিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়, বাক্য দ্বারা নয়।...

১০৬. "জলের মধ্যে হাস্য-উৎপাদক ক্রীড়াকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়? সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুগণ অচিরবতী নদীর জলে ক্রীড়া করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটিমাত্র সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

১০৭. "ধর্ম-বিনয়ে অনাদরকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।" এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোসাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ

করে প্রজ্ঞাপিত হয়? আয়ুষ্মান ছন্নকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান ছন্ন ধর্ম-বিনয় শিক্ষায় অনাদর, অগৌরব করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

১০৮. "কোনো ভিক্ষুকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত হয়।

কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এক ভিক্ষুকে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

১০৯. "নিজেকে তপ্ত করতে অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? ভগ্গ নগরে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা আগুন প্রজ্জ্বলন করে নিজেদের শরীরকে তপ্ত করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং দুটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

১১০. "অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নানকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা রাজার স্নানকে দেখে মাত্রাজ্ঞানহীন হয়ে স্নান করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং ছয়টি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। সকল প্রজ্ঞপ্তি কি প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি? হ্যাঁ প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি। এলকলোম অনুসারে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

১১১. "ত্রিবিধ দুর্বর্ণকারী দ্রব্যের যেকোনোটি দ্বারা দুর্বর্ণ না করে নতুন

চীবর পরিধানকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুদের উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা নিজেদের চীবর দুর্বর্ণকরণ বিষয় না জানার কারণে সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি এলকলোম অনুসারে ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

১১২. “ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীকে, শিক্ষামনাকে বা শ্রামণেরকে বা শ্রামণেরীকে নিজে চীবর বিকপ্পন করে; পুনঃ পচ্চুদ্ধার না করে পরিভোগকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। কাকে উপলক্ষ করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র এক ভিক্ষুকে নিজে চীবর বিকপ্পন করে, তা পচ্চুদ্ধার ব্যতীত ব্যবহার করেছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। কথিনক শিক্ষাপদ অনুসারে এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

১১৩. “ভিক্ষুর পাত্র বা চীবর, বসার আসন, বা সূচিঘর বা কায়বন্ধন অপসারণকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ভিক্ষুদের পাত্র, চীবরাদি অপসারণ করে রেখেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়।...

[সুরাপান বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সপ্রাণ বর্গ

১১৪. “ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রাণীকে জীব হতে বঞ্চিত করালে; সেই ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? আয়ুষ্মান উদায়িকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে প্রাণীর জীবনপাত করেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে। এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।...

১১৫. "এই জল প্রাণীযুক্ত, এটি জেনেও ব্যবহারকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে প্রাণীযুক্ত জল ব্যবহার করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়।...

১১৬. "যথাধর্ম বিনয়ানুকূল সমাধানকৃত অভিযোগ, পুনঃ বিচারার্থে উত্থাপনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ, জানেন যে, যথাধর্ম অধিকরণানুযায়ী অভিযোগটির সমাধা করা হয়েছে; তারপরও পুনঃ বিচারের জন্যে তা উত্থাপন করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়।...

১১৭. "কোনো ভিক্ষুর প্রদুষ্ট (দুট্‌ঠুল্ল) অপরাধ পারাজিকা ও সংঘাদিশেষজাতীয় জেনেও গোপনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? সেই জনৈক ভিক্ষু অন্য এক ভিক্ষুর প্রদুষ্ট আপত্তি জেনেও তা গোপন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা।...

১১৮. "জ্ঞাত থেকেও বিশ বছরের কম বয়সী উপসম্পদাদানকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা জেনেশুনে উনিশ বছর বয়সীকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সম্পাদন হয়।...

১১৯. "জেনেশুনেও অস্ত্রধারী চোরের সাথে পরামর্শ করে একসাথে দীর্ঘপথ গমনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে।

কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? জনৈক ভিক্ষু জেনেও অস্ত্রধারী চোরের সাথে পরামর্শ ক্রমে একই সাথে দীর্ঘপথ গমনে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সম্পন্ন হয়, বাক্য হতে নয়। ২) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সম্পন্ন হয়।...

১২০. "মাতৃজাতির সাথে পরামর্শ করে একসাথে দীর্ঘপথ গমনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? জনৈক ভিক্ষু মাতৃজাতির সাথে পরামর্শ করে একসাথে দীর্ঘপথে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।...

১২১. "পাপদৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষুকে তিনবার সমনুভাষণ দানের পরেও তা পরিত্যাগ না করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? পূর্বের গন্ধবাদী ভিক্ষু অরিষ্টকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার ভিত্তিতে? পূর্বের গন্ধবাদী ভিক্ষু অরিষ্টকে তিনবার সমনুভাষণ দানের পরেও তিনি পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করেননি। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা।...

১২২. "আমি এরূপই বুদ্ধবাক্যকে জানি—এমন মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করার কারণে 'অকথন কথক' দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর সাথে সম্ভোগকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা জানতেন যে পূর্বে গন্ধবাদী ভিক্ষু অরিষ্টকে তার মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগহেতু অকথন কথিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। তবু তারা ওই ভিক্ষুর সাথে সম্ভোগাদি করছেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।...

১২৩. “শ্রমণটি নাশিতদণ্ডে দণ্ডিত’ এটি জেনেও তেমন শ্রামণের সেবা গ্রহণ, শিক্ষাদানাদি দাতা ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা জানেন যে, এই কণ্টক শ্রামণটি নাশিত দণ্ডে দণ্ডিত। তবুও তারা শ্রমণটির সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সম্পাদিত হয়ে থাকে।...

[সপ্রাণ বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সহধার্মিক বর্গ

১২৪. “ভিক্ষুগণের দ্বারা যথাধর্ম বলা সত্ত্বেও কোনো ভিক্ষু যদি বলে যে, “বন্ধুগণ, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দক্ষ বিনয়ধর হতে পরিপ্রশ্নাদি দ্বারা জেনে নিতে না পারছি; ততক্ষণ বন্ধুগণ আপনাদের কথিত মতে শিক্ষা করব না।” এমন ভাষণকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোশাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? আয়ুষ্মান ছন্নকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান ছন্ন, ভিক্ষুগণ দ্বারা যথাধর্ম বলা সত্ত্বেও বলেছিলেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দক্ষ, বিনয়ধর কর্তৃক পরিপ্রশ্নাদি করতে না পারছি, ততক্ষণ বন্ধুগণ এই শিক্ষাপদানুযায়ী শিক্ষা করতে পারছি না।” এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সমুৎপন্ন হয়ে থাকে।...

১২৫. “বিনয়-বিধানের অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও নিন্দাকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিনয়-বিধানের নিন্দা করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সমুৎপন্ন হয়ে থাকে।...

১২৬. “মোহগ্রস্ত ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সমুৎপন্ন হয়ে থাকে।...

১২৭. “কোনো ভিক্ষুর প্রতি কোপিত, অসন্তুষ্ট হয়ে প্রহারকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোপিত, অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুদেরকে প্রহার করেছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি উৎপন্ন হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন হয়; বাক্যতে নয়।...

১২৮. “কোনো ভিক্ষুর প্রতি কোপিত অসন্তুষ্ট হয়ে হাতের তালু উত্তোলনকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়?” শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কোপিত অসন্তুষ্ট মনে ভিক্ষুগণকে হাতের তালু উত্তোলন করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি উৎপন্ন হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন হয়; বাক্য দ্বারা নয়।...

১২৯. “কোনো ভিক্ষুকে উৎপীড়ন করার অভিপ্রায়ে সংঘাদিশেষাদি আপত্তির বিষয়ে অমূলকভাবে অভিযোকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা এক ভিক্ষুকে অমূলকভাবে সংঘাদিশেষ আপত্তির অভিযোগে উৎপীড়ন করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি হতে এটি উৎপন্ন হয়।...

১৩০. "সজ্ঞানে কোনো ভিক্ষুর সন্দেহ-উৎপন্নকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সজ্ঞানে অন্য ভিক্ষুদের সন্দেহ উৎপন্ন করেছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি হতে এটি উৎপন্ন হয়।...

১৩১. "ভিক্ষুদের মধ্যে ভেদ, কলহ, বিবাদ ইত্যাদি উৎপন্ন করতে গোপনে থেকে কথোপকথন শুনলে ভিক্ষুর পাচিত্তিয় হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদের মধ্যে ভেদ, বিবাদ, কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোপনে থেকে অন্যদের বাক্যালাপ শুনতেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়।...

১৩২. "ধর্মত সমাধানে কোনো বিষয়ে সমর্থন দিয়ে পরে তার সমালোচনা (খীযনধম্মং) করলে সেই ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ধর্মত সমাধানকৃত বিষয়ে প্রথমে সমর্থন দিয়ে পরে তার সমালোচনা করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি হতে এটি উৎপন্ন হয়ে থাকে।...

১৩৩. "সংঘের মধ্যে কোনো বিচার্য বিষয়ে আলোচনা প্রস্থানকারী ভিক্ষুর

পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে বিচার্য বিষয়ে আলোচনা চলাকালে নিজের মত না দিয়েই আসন হতে উঠে প্রস্থান করেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে একটি হতে এটি উৎপন্ন হয়ে থাকে; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে উৎপন্ন হয়।...

১৩৪. “সংঘের সামগ্রিক মত দ্বারা চীবর দেয়ার পর সমালোচনাকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সংঘের একমতো চীবর বণ্টন করলেও; পরে তারা সমালোচনা করেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান হতে এটি সমুত্থিত হয়।...

১৩৫. “সংঘের লভ্যবস্তুকে ব্যক্তিগত প্রাপ্তিতে পরিণতকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সংঘের লাভকে ব্যক্তিগত লাভে পরিণত করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

[সহধার্মিক বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

৯. রাজবর্গ

১৩৬. “পূর্বে জ্ঞাত না করিয়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান আনন্দকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বে জ্ঞাত না করিয়ে রাজ অন্তঃপুরে

প্রবেশ করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি দ্বারা সমুত্থিত হয়; (কথিনক শিক্ষাপদ অনুসারে)...

১৩৭. "রত্ন গ্রহণকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? সেই জনৈক ভিক্ষু রত্ন গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই সমুত্থিত হয়।...

১৩৮. "উপস্থিত যে ভিক্ষু আছে, তাকে না জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বিকালে গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং তিনটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। কথিনক শিক্ষাপদানুসারে ছয় আপত্তি সমুত্থানে দুই সমুত্থান দ্বারা এটি উৎপন্ন হয়।...

১৩৯. "অস্থি দ্বারা, দন্ত দ্বারা, বা শিং দ্বারা সূঁচ রাখার কৌটা তৈরিকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শাক্যরাজ্যে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচিত হয়? জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? জনৈক ভিক্ষুরা মাত্রাজ্ঞানহীন হয়ে বহু সূঁচ-কৌটা তৈরি করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

১৪০. "প্রমাণ অতিক্রম করে মঞ্চ বা চেয়ার তৈরিকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র উচ্চ মঞ্চে শয়ন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

১৪১. "মঞ্চ বা চেয়ার তুলাবৃতকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মঞ্চ বা চেয়ারে তূলাবৃত করিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

১৪২. "প্রমাণ অতিক্রম করে বসার আস্তরণ তৈরিকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচিত হয়।

কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অপ্রমাণ (বড়ো আকারের) বসার আসন ব্যবহার করছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

১৪৩. "প্রমাণ অতিক্রম করে কণ্ডু (খোঁস্‌পাঁচড়া) আচ্ছাদনী বস্ত্র তৈরিকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? তারা অপ্রমাণিক কণ্ডু আচ্ছাদনী বস্ত্র ব্যবহার করছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

১৪৪. "প্রমাণ অতিক্রম করে বর্ষাসাটিক তৈরিকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অপ্রমাণিক বর্ষাসাটিক ব্যবহার করছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই সমুত্থিত হয়ে

থাকে।...

১৪৫. "সুগতের চীবর সমান চীবর তৈরিকারী ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান নন্দকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? আয়ুষ্মান নন্দ সুগতের চীবরপ্রমাণ নিজের জন্যে তৈরি করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সুমত্থিত হয়।...

[রাজবর্গ নবম সমাপ্ত]

বিরানব্বই প্রকার পাচিত্তিয় সমাপ্ত।

ক্ষুদ্র বিভাগ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা

মিথ্যা, আক্রোশ, পিশুন আর পদসোধর্ম, স্ত্রীতে;
অন্যত্র বিজ্ঞজন, ভূত প্রদুষ্ট আপত্তি খননে।
ঋতু, অন্যান্য, উজ্বয়ন, সঙ্কেত আর শয়নে;
ঈর্ষাগত, বহিষ্কার, দ্বার, আর সপ্রাণকে।
অসম্মতে, অস্তগতে, উপস্থানশালা আমিষে;
দানে, সেলাই, পরামর্শে, নায়ে, ভোজে, একত্রে।
পিণ্ডে, গণে, পরে, পূর্বে, প্রবারিত আর প্রবারিতে;
বিকালে, সঞ্চয়ে, খীর, দন্তপোন আনতে দশে।
অচেলক, উয়োজন, খজ্জ, প্রতিচ্ছন্নে আর নির্জনে;
অনামন্ত্রণ, প্রত্যয়তে, সেনা, বাস ব্যূহদর্শনে।
সুরা, অঙ্গুলি, হাস্য আর অনাদর, ভয়দর্শনে;
অগ্নি, স্নান, দুর্বর্ণ, সমান আর অপসারণে।
সজ্ঞানে, ইচ্ছা করে, ধর্ম কর্ম প্রদুষ্ট ঊনিশে;
চোর, স্ত্রী, অকথায়, সংবাসে আর নাশিতে।
সহধার্মিক, নিন্দাতে, মোহ, প্রহার, হাত তুলে;
অমূলক, সজ্ঞান, উপশ্রুতি, নিন্দা আর প্রস্থানে।
সংঘ দ্বারা, চীবর, দিয়ে, সংঘের লাভ, পুদ্গলে;
রাজা, রতন, সন্ত, সূচি, মঞ্চ আর তুলাতে।
বসার আসন, কণ্ডুছাদন, বর্ষাসাটিক, সুগতে॥

সে-সকল বর্গের উদান

মিথ্যা, ভূত, উপদেশ আর ভোজনে অচেলকে,
সুরা, সপ্রাণক ধর্ম, রাজা, নয়টি এই বর্গেতে।

৬. পটিদেসনীয় খণ্ড

(Which out to be confessed)

১৪৬. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে দর্শিত এবং জ্ঞাত হয়েছে, সেভাবেই বলা হচ্ছে যে, "গৃহীর ঘরে প্রবেশ করে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে খাদ্য বা ভোজ্য প্রতিগ্রহণ করে পরিভোগ করলে পাটিদেসনীয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছে? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। কাকে উদ্দেশ্যে করে সূচনা হয়েছে? জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়েছে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষু গৃহীর ঘরে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে আমিষ (খাদ্য) গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একক প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : স্বীয় কায় দ্বারা সমুত্থিত হয়, বাক্য বা চিত্ত দ্বারা নয়। স্বীয় কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত, বাক্য দ্বারা নয়।...

১৪৭. "ভিক্ষুণীর তদারকি বন্ধ না করে ভোজনকারী ভিক্ষুর পাটিদেসনীয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের তদারকির দায়িত্ব বন্ধ করেননি। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

১৪৮. "সেক্‌খসম্মতিপ্রাপ্ত গৃহে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে ভোজনকারী ভিক্ষুর পাটিদেসনীয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা মাত্রাজ্ঞানহীন হয়ে প্রতিগ্রহণ

করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়, চিত্ত হতে নয়। স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

১৪৯. "আরণ্যিক শয়নাসনগুলোর মধ্যে পূর্বে জ্ঞাত না করে স্বহস্তে (দাতা হতে) ভোজন প্রতিগ্রহণ করে ভোজনকারী ভিক্ষুর পাটিদেসনীয় অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শাক্যরাজ্যে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে প্রথম সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুগণ বিহারে চোরের অবস্থান প্রকাশ (আরোচন) করেননি। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; চিত্ত হতে নয়। ২) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়ে থাকে।...

[চারি পটিদেশনীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অজ্ঞাতিনী, তদারকি, সেক্খসম্মত, অরণ্যে;
পাটিদেসনীয় এই চারি সম্যকসম্বুদ্ধ প্রকাশে।

৭. শিক্ষণীয় (সেখিয) খণ্ড

১. পরিমণ্ডল বর্গ

১৫০. ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে দর্শিত এবং জ্ঞাত হয়েছে। তা সেভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে :

১) "অনাদর অগৌরবের কারণে সামনে বা পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পরিধানকারী ভিক্ষুর দুক্কট অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ধরনের ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সামনে ও পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পরিধান করতেন। সেই ঘটনাতে।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

২) "অনাদরহেতু সামনে বা পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পরিধানকারী ভিক্ষুর দুক্কট অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সামনে পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পারুপন করতেন। সেই ঘটনায়।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়ে এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত; বাক্য দ্বারা নয়।...

৩) "অনাদরহেতু দেহ প্রদর্শন করে ঘরের বাইরে গমনে দুক্কট অপরাধ হয়।"

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এবং এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৪) "অনাদরহেতু দেহ প্রদর্শন করে ঘরের ভেতরে উপবেশনে দুক্কট অপরাধ হয়।"

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে উৎপন্ন হয়; বাক্য হতে নয়।...

৫) "অগৌরবহেতু হস্ত বা পদ দোলায়ে ঘরের বাইরে গমনে দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়। বাক্য দ্বারা নয়।...

৬) "শিক্ষাপদের প্রতি অগৌরবহেতু হস্ত বা পদ খেলায়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনে দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৭) "শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু যথায়-তথায় দেখে দেখে ঘরের বাইরে গমনে দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৮) "শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু, এদিক-সেদিক দেখে দেখে ঘরের ভেতরে উপবেশনে দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৯) “শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু, দেহ উৎক্ষেপণ করে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

১০) “শিক্ষাপদে অনাদরহেতু দেহ উৎক্ষেপণ করে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক আপত্তি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

[পরিমণ্ডল বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. উচ্চহাস্য (উজ্জগ্ঘিক) বর্গ

১৫১. ১) “শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু উচ্চহাস্য, মহাহাস্য করে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উচ্চহাস্য হাসতে হাসতে (মহাহসিতং হসন্তা) গৃহী ঘরে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

২) “শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু উচ্চহাস্যে, মহাহাস্যে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মহাহাস্য করতে করতে ঘরের ভেতরে উপবেশন করেছিলেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায়ে, বাক্যে এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

৩) “শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু উচ্চশব্দে মহাশব্দে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মহাশব্দ করতে করতে (মহাসদ্দং করোন্তা) গৃহীর ঘরে গমন

করছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

৪) "শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু উচ্চশব্দে, মহাশব্দে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গৃহীঘরে উপবেশন করেছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

৫) "শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু দেহ সঞ্চালন করে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এই শিক্ষাপদের প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত, বাক্য দ্বারা নয়।...

৬) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু দেহ সঞ্চালন করে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত; বাক্য দ্বারা নয়।...

৭) "শিক্ষাপদে অগৌরবহেতু, বাহু সঞ্চালন করে করে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; বাক্য দ্বারা নয়।...

৮) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু বাহু সঞ্চালন করে করে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। একটি আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়; বাক্য দ্বারা নয়।...

৯) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু শির চালনা করে করে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়, বাক্য দ্বারা নয়।...

১০) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু শির চালনা করে করে ঘরের ভিতরে

উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত, বাক্য দ্বারা নয়।...

[উচ্চহাস্য বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কোমরে হাত দেয়া (খম্ভকত) বর্গ

১৫২. ১) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু কোমরে হাত দিয়ে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক আপত্তি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত, বাক্য দ্বারা নয়।...

২) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু কোমরে হাত রেখে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এই শিক্ষাপদের একটি প্রজ্ঞপ্তি। এই আপত্তি সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত; বাক্য দ্বারা নয়।...

৩) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু ঘোমটা দিয়ে (অবগুণ্ঠিতেন) ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ, চীবর পারুপনে ঘোমটা যুক্ত হয়ে গৃহীর ঘরে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৪) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু ঘোমটাযুক্ত হয়ে ঘরের বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবর পারুপনে ঘোমটাযুক্ত হয়ে গৃহীর ঘরে উপবেশন করেছিলেন। এই ঘটনায়।

এই শিক্ষাপদে একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কিন্তু বাক্য হতে নয়।...

৫) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু পায়ে আঙুলে ভার রেখে (উক্কুটিকায) ঘরের

বাইরে গমনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত; বাক্য দ্বারা নয়।...

৬) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু পায়ের আঙুলে ভার রেখে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। একটি আপত্তি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়; বাক্য দ্বারা নয়।...

৭) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু হাঁটু বুকে জড়িয়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক সমুত্থান দ্বারা আপত্তি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা; বাক্য দ্বারা নয়।...

৮) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু সমাদরের সাথে পিণ্ডপাত গ্রহণ না করলে দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৯) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু এদিক-সেদিক দেখে দেখে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। যেমন : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

১০) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু অধিক সূপ-ব্যঞ্জন প্রতিগ্রহণকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

১১) "শিক্ষাপদে অনাদরহেতু স্তূপকৃত করে পিণ্ড প্রতিগ্রহণকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে এটি সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

[খম্ভকত বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পিণ্ডপাত বর্গ

১৫৩. ১) উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু সমাদর ও মনযোগের সাথে

পিণ্ডপাত ভোজন না করলে দুক্কট আপত্তি হয়।”...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

২) “উপদেশের প্রতি অগৌরবহেতু, এদিক-সেদিক দেখে দেখে পিণ্ডপাত ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৩) “উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু এখান সেখান হতে পিণ্ডপাত ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৪) “উপদেশের প্রতি অনাদর হেতু অতিরিক্ত সূপাদি দ্বারা ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৫) “উপদেশের অনাদরহেতু অন্নস্তুপকে মর্দন করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এই আপত্তি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৬) “উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু (বেশি লাভের আশায়) সূপ বা ব্যঞ্জনকে অন্ন দ্বারা আচ্ছাদনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৭) “উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু সূপ বা ভাত, অসুস্থ না হয়েও নিজের জন্যে যাচঞা করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কাকে উপলক্ষ করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সূপ, অন্নাদি নিজের জন্যে যাচঞা করে ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) নিজের কায় এবং

চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়; কিন্তু বাক্য দ্বারা নয়। ২) নিজের কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

৮) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু নিন্দা চেতনায় পরের পাত্রের প্রতি অবলোকনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত, বাক্য হতে নয়।...

৯) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু বৃহৎ আকারের গ্রাস গ্রহণকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

১০) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু দীর্ঘাকৃতির গ্রাস গ্রহণকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়।

[পিণ্ডপাত বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কবল বর্গ

১৫৪. ১) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু গ্রাস মুখে আনার পূর্বে মুখ ব্যাদানকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটি একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

২) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু ভোজনকালে হাতের সব আঙুল মুখে প্রক্ষেপকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

৩) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু গ্রাস মুখে রেখে কথা বললে দুক্কট অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে গ্রাস রেখে কথা বলতেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত, বাক্য হতে নয়।

৪) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু মুখে নিক্ষেপ করে গ্রাস গ্রহণকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়।

৫) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু গ্রাস কামড়ায়ে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়।

৬) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু মুখ স্ফীত করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।

৭) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং এক সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়ে থাকে; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

৮) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু হাতে জড়িয়ে ধরে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

৯) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু জিহ্বা বের করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। কায় এবং চিত্ত নয় সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

১০) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু মুখে চপ্‌চপ্ শব্দ করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং একটি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়। যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কিন্তু বাক্য হতে নয়।

[কবল বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সুরু সুরু বর্গ

১৫৫. ১) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু সুরু সুরু (পুরুৎ পুরুৎ) করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোশাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুগণ পুরুৎ পুরুৎ করে দুধ পান করেছিলেন। এই ঘটনায়।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়ে থাকে; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়ে থাকে, বাক্য হতে নয়।...

২) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু হাত লেহন করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং এক সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়ে থাকে; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়ে থাকে; বাক্য হতে নয়।...

৩) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু পাত্র লেহন করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়ে থাকে। যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৪) "উপদেশের প্রতি অনাদর হেতু ওষ্ঠ লেহন করে ভোজনকারীর দুক্কট অপরাধ হয়ে থাকে।"...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়ে থাকে; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

৫) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু এঁটো হাতে পানীয় গ্লাস গ্রহণকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? ভগ্গ নগরে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন বিষয়কে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা এঁটো হাতে পানীয় গ্লাস প্রতিগ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

৬) "উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু খাদ্যকণাসহ (সসিত্থং) পাত্রধৌত জল ঘরের ভেতরে নিক্ষেপকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।"

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? ভগ্গ নগরে। কাকে উপলক্ষ করে? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে? জনৈক ভিক্ষুগণ খাদ্যকণাসহ পাত্র ধৌত জল ঘরের ভেতরে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই

ঘটনাকে ভিত্তি করে।...

৭) “উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু ছত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”

এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ছত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করেছিলেন। এই ঘটনায়।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা সমুিত্থত; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়।

৮) “ “উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু দণ্ডধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত; কায় দ্বারা নয়।...

৯) “উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু অস্ত্রধারী (দাঁ, ছুড়ি) ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা সমুত্থিত; যথা : বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত; কায় হতে নয়।...

১০) “উপদেশের প্রতি অনাদরহেতু অস্ত্রধারী (বল্লম, তলোয়ার) ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়।...

[সুরু সুরু বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পাদুকা বর্গ

১৫৬. ১) “উপদেশে অনাদরহেতু পাদুকাপরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি, একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়।...

২) “উপদেশে অনাদরহেতু জুতোপরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর

দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্যে এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়।...

৩) “উপদেশে অনাদরহেতু যানারোহী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্যে এবং চিত্ত হতে এটি সমুত্থিত; কায় হতে নয়।...

৪) “উপদেশে অনাদরহেতু শয়নরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়।...

৫) “উপদেশে অনাদরহেতু হাঁটু বুকে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটি একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়।...

৬) “উপদেশে অনাদরহেতু আবৃত মস্তকের ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়।...

৭) “উপদেশে অনাদরহেতু ঘোমটাযুক্ত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কিন্তু কায় হতে নয়।...

৮) “উপদেশে অনাদরহেতু ভূমিতে বসে আসনে উপবিষ্টকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে

সমুত্থিত হয়।...

৯) “উপদেশে অনাদরহেতু উঁচু আসনে উপবিষ্টকে নিচু আসনে বসে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

১০) “উপদেশে অনাদরহেতু দাঁড়ানো ব্যক্তিকে বসা অবস্থা হতে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

১১) “উপদেশে অনাদরহেতু আগে গমনকারীকে পেছনে থেকে ধর্মদেশনাকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটি একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে এটি সমুত্থিত হয়।...

১২) “উপদেশে অনাদরহেতু মূল পথে গমনকারীকে উপপথে গমনকারী কর্তৃক ধর্মদেশনায় দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

১৩) “উপদেশে অনাদরহেতু দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

১৪) “উপদেশে অনাদরহেতু সবুজ তৃণ, উদ্ভিদের ওপর মলমূত্র ত্যাগকারীর দুক্কট অপরাধ হয়।”...

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়ে এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

১৫) “উপদেশে অনাদরহেতু জলে মলমূত্র এবং থুথু ত্যাগকারীর দুক্কট

অপরাধ হয়।”

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা জলে মলমূত্র এবং থুথু ত্যাগ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায়ে এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

[পাদুকা বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পরিমণ্ডল, প্রতিচ্ছাদন, সুসংযত আর চক্ষু নিক্ষেপে;
উৎক্ষিপ্ত উচ্চহাস্য, শব্দ আর হাত পা চালনে।
কটি আর ঘোমটাসহ উৎকুটিক হাঁটু জড়ানে;
সমাদরে পাত্র সজ্ঞায়, সূপ আর সমতিত্তিকে।
সমাদরে, পাত্র সংজ্ঞায়, আর সপাদান, সমসূপে;
স্তূপ হতে, আচ্ছাদনে, যাচঞা আর নিন্দাতে।
নহে বড়ো, সুগোল, দ্বার, সর্বহস্ত নয় ব্যবহারে;
উৎক্ষেপ, ছেদন, গণ্ড ঝেড়ে আর ছিটায়ে।
মুখের বাইরে জিহ্বা এনে, সুরু সুরু আর চপ্ চপে;
হস্ত, পাত্র ওষ্ঠ লেহন এঁটো হাত, এঁটো জলে।
ছত্র হাতে, দেশনাধর্মে, নয় দেশনা তথাগতে।
যদি থাকে দণ্ড হাতে, অস্ত্র-সস্ত্র যদি হাতে।
পাদুকা, জুতো, আর যান, শয্যাগতে;
হাঁটু জড়ান, উপবেশন, আবৃত, ঘোমটা মস্তকে;
ভূমি, নিচাসন স্থানে পশ্চাতে আর উপপথে;
দণ্ডায়মানে নাহি কর্তব্য, সবুজে আর জলে।

সেই বর্গগুলোর উদান

পরিমণ্ডল, উজ্জগ্ঘিক, খম্ভ, পিণ্ড তথৈবচে;
কবল সুরু সুরু আর পাদুকা সপ্তমে।
এই বিভঙ্গে কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার সমাপ্ত।

২. কয়টি আপত্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

১৫৭. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে কয়টি আপত্তিপ্রাপ্ত হতে হয়? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : (ক) অক্ষয়িত দেহে মৈথুন সেবনে পারাজিকা আপত্তি, (খ) পঁচে গলে যাচ্ছে, এমন দেহে মৈথুন সেবনে থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং (গ) গোলাকৃতি মুখে দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অঙ্গজাত প্রবেশে দুক্কট আপত্তি। মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে এই তিন আপত্তি হয়ে থাকে।

১৫৮. (২) অদত্তবস্তু গ্রহণে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? অদত্তবস্তু গ্রহণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : (ক) পঞ্চমাসক অদত্তবস্তু গ্রহণে পঞ্চমাসার বা অগ্‌ঘনক মূল্যেও অধিক অদত্তবস্তু চৌর্যচিত্তে গ্রহণে পারাজিকা আপত্তি, (খ) অতিরিক্ত মাসক তথা এক মাসকের অগ্‌ঘন পরিমাণের অধিক মূল্যেও অদত্তবস্তু চৌর্যচিত্তে গ্রহণে থুল্লচ্চয় আপত্তি; (গ) মাসক বা মাসকের কম বা এক অগ্‌ঘনকের পরিমাণ অদত্তবস্তু চুরি চিত্তে গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়। অদত্তবস্তু গ্রহণে এই তিন প্রকার আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

১৫৯. (৩) সজ্ঞানে মানুষের জীবনপাতে কয়টি আপত্তি হয়ে থাকে? সজ্ঞানে মানুষের জীবনপাতে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে; যথা : (ক) "এখানে পড়ে মৃত্যু হোক!" এমন গর্ত মানুষের উদ্দেশ্যে খনন করাতে দুক্কট আপত্তি হয়, (খ) মানুষ পতিত হয়ে দুঃখ বেদনা প্রাপ্ত হলে, খননকারীর থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়, (গ) পতিত ব্যক্তির মৃত্যু হলে পারাজিকা আপত্তি হয়। জীবিত ব্যক্তির জীবনপাতে এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

১৬০. (৪) অধিগত নেই তেমন অস্থিত্বহীন অভূত লোকোত্তর জ্ঞান তথা 'উত্তরিমনুস্‌সধম্ম' উল্লেখ দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে? অনধিগত অভূত লোকোত্তর জ্ঞানের উল্লেখে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে; যথা : (ক) পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়ে অনধিগত অভূত লোকোত্তর জ্ঞানের উল্লেখ দ্বারা পারাজিকা আপত্তি হয়। (খ) যিনি তাদের বিহারে আছেন তিনি অর্হৎ। একথা যাকে বলা হলো, তিনি বুঝতে পারলে, বক্তার থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। (গ) শ্রবণকারী বুঝতে না পারলে বক্তার দুক্কট আপত্তি হয়। অসন্তং ও অভূতং—লোকোত্তর জ্ঞান উল্লেখে এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

[চারি পারাজিকা সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

১৬১. (১) নিজ উদ্যোগে অশুচি (শুক্র)-মোচনে তিনটি আপত্তি উৎপন্ন হয়; যথা : (ক) চেতনাক্রমে উপক্রমপূর্বক মোচন করলে সংঘাদিশেষ আপত্তি, (খ) চেতনা করে, উপক্রম করে, কিন্তু মোচন না করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি, (গ) এ সকল প্রয়োগে দুক্কট আপত্তি হয়।

(২) মাতৃজাতির সাথে কায়সংসর্গ দ্বারা তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) অনাসক্ত স্ত্রী দেহের সাথে আসক্ত ভিক্ষু দেহের স্পর্শে দুক্কট আপত্তি, ২) অনাসক্ত ভিক্ষু দেহের সাথে আসক্ত স্ত্রী দেহের স্পর্শে থুল্লচ্চয় আপত্তি, ৩) আসক্ত ভিক্ষু দেহের সাথে আসক্ত স্ত্রী দেহের স্পর্শে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৩) মাতৃজাতিকে প্রদুষ্ট বাক্য ভাষণে তিনটি আপত্তি হয়; যথা : ১) গুহ্যমার্গ, প্রস্রাবমার্গাদি গুণ বর্ণনায় অগুণ ভাষণ হলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ২. গুহ্যমার্গ, প্রস্রাবমার্গ বাদ দিয়ে নিম্নভাগে হাঁটু হতে উপরের গুণ বর্ণনায়, অগুণ ভাষণ হলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়, ৩) দেহাসক্তিমূলক গুণ বর্ণনায় অগুণ ভাষণ হলে দুক্কট আপত্তি হয়।

(৪) নিজেকে কামপরিচর্যাদি দ্বারা সেবার গুণ বর্ণনায় তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) মাতৃজাতির নিকটে নিজেকে কামসেবা দানের গুণ বর্ণনায় সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়; ২) পণ্ডকাদির নিকটে নিজেকে কামসেবা দানের গুণ বর্ণনায় থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩) তির্যকাদির নিকটে নিজেকে সেবাদানের গুণ বর্ণনায় দুক্কট আপত্তি হয়।

(৫) "যৌনসম্বন্ধ স্থাপনে মধ্যস্থতায়" তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) পুরুষ হতে প্রতিগৃহীত (পটিগ্গণহাতি) অভিমত নারীর নিকটে নিয়ে যাওয়ায় (পচ্চাহরতি) সংঘাদিশেষ আপত্তি, ২) প্রতিগৃহীত অভিমত নিয়ে না যাওয়ায় থুল্লচ্চয় আপত্তি, ৩) অভিমত প্রতিগৃহীত সিদ্ধান্তকৃত নয় এবং পৌঁছে দেয়াও নয়; এটি দুক্কট আপত্তি হয়।

(৬) নিজ অন্বেষণে ও নিজ উদ্দেশ্যে কুঠির করালে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) নির্মাণে নিয়ম বহির্ভূত উদ্যোগ গ্রহণে (প্রয়োগে) দুক্কট আপত্তি; ২) নির্মাণ সম্পন্ন হতে একপিণ্ডমাত্র মাটির ঢেলা এসে না পৌঁছার আগে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩) সেই ঢেলা এসে পৌঁছে সংযোগ হয়ে গেলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৭) বৃহৎ বিহার নির্মাণ করণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১) নিয়ম না মেনে নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) নির্মাণ সমাপ্তের

সর্বশেষ একপিণ্ড ঢেলা এসে না পৌঁছা পর্যন্ত থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩) এসে পৌঁছে সংযুক্ত হয়ে গেলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৮) ভিক্ষু বিনষ্টকামী হয়ে (অনুদ্ধংসেন্তা) অমূলকভাবে পারাজিকা দোষারোপণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) অবকাশ বা অনুমতি গ্রহণ না করে তাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছায় দোষারোপ করা মাত্রই সংঘাদিশেষ ও ২) দুক্কট আপত্তি হয়; ৩) অবকাশ গ্রহণ করে দোষারোপণে ওমাসবাদে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) অন্য ভিক্ষুকে পারাজিকা দোষ বিনষ্ট করার ইচ্ছায় কিঞ্চিৎমাত্র বিরূপ উপমা (লেসমত্তং) প্রয়োগ দ্বারা তিনটি আপত্তি প্রাপ্তি হয়; যথা : ১) অবকাশ বা অনুমতি গ্রহণ না করে তাড়িয়ে দেয়া ইচ্ছায় দোষারোপণ করা ক্ষণেই সংঘাদিশেষ আপত্তি এবং ২) দুক্কটাপত্তি; ৩) অবকাশ গ্রহণ করে করলে ওমাসবাদে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(১০) সংঘভেদকামী ভিক্ষুকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দানেও স্বমত পরিত্যাগ না করাতে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়অ যথা : ১) প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন দ্বারা দুক্কট, ২) দুইবার কর্মবাক্যে দ্বারা (অনুশ্রবণ) থুল্লচ্চয় এবং ৩) কর্মবাক্যের অবসানে (ধারণা) সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(১১) ভেদকারীর অনুবর্তনকারী ভিক্ষুদের তৃতীয় সমনুভাষণ দানের পূর্বে স্বমত পরিত্যাগ না করাতে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন দ্বারা দুক্কট, ২) দুইবার কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয় এবং ৩) কর্মবাক্য অবসানে (ধারণা) সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(১২) দুর্বাক্য ভাষণকারী ভিক্ষু তিনবার সমনুভাষণ দ্বারা ও স্বমত অপরিত্যাগহেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট, ২) দুইবার কর্মবাক্যের দ্বারা থুল্লচ্চয় এবং ৩) কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(১৩) কুলদূষক ভিক্ষু তিনবার সমনুভাষণে স্বমত অপরিত্যাগ তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি, ২) দুইবার কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩) কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

[তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ সমাপ্ত]

৩. নিস্‌সগ্গিয় খণ্ড

১. কঠিন বর্গ

১৬২. (১) অতিরিক্ত চীবর দশ দিন অতিক্রান্তে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি।

(২) এক রাত্রি ত্রিচীবর ব্যতীত অতিবাহিত দ্বারা একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি।

(৩) অকাল চীবর প্রতিগ্রহণ করে এক মাস অতিক্রমে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি।

(৪) অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা পুরনো চীবর ধোবনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ধোবনের উদ্যোগে দুক্কট এবং ২) ধোবন অবসানে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি।

(৫) অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে চীবর প্রতিগ্রহণে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) গ্রহণে প্রয়োগে দুক্কট, ২) গ্রহণের সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি।

(৬) অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নীর থেকে চীবর যাচঞাতে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) যাচঞা করলে প্রয়োগে দুক্কট, ২) যাচঞার সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয়।

(৭) অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নী হতে নিয়মের অতিরিক্ত উত্তরিতর চীবর যাচঞায় দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) যাচঞার ইচ্ছায় প্রকাশে দুক্কট এবং ২) যাচঞার সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৮) পূর্বে আহূত না হয়ে (অপ্পবারিতে) অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নীর কাছে উপস্থিত হয়ে চীবর পরিবর্তিত করণে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশে দুক্কট আপত্তি; ২) পরিবর্তন সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়।

(৯) পূর্বে আহূত না হয় অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকটে উপস্থিত হয়ে চীবর পরিবর্তন দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) পরিবর্তন করা হলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(১০) চীবরসম্পন্ন করতে তিনবারের অতিরিক্ত করিয়ে দেয়ায়, ছয়বারের অধিক স্থানে নীরবে দাঁড়ানোয় দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) সম্পাদনার্থে নিয়োগে দুক্কট এবং ২) সম্পাদন সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

[কঠিন বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. কৌশিয় বর্গ

১৬৩. (১) কৌশিয় (কার্পাস) মিশ্রিত আস্তরণ করতে গিয়ে দুই আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) করার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট, ২) উদ্যোগ সম্পাদনে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(২) শুধু কালোবর্ণ এলক (মেষ) লোম দ্বারা আস্তরণ তৈরিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট এবং ২) তৈরি সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৩) পরিমাণমতো সাদা, পরিমাণমতো কপিলবর্ণ গ্রহণ না করে, নতুন আস্তরণ তৈরিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট এবং ২) আস্তরণ সম্পন্নে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৪) প্রতি বছর আস্তরণ তৈরিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট, ২) প্রস্তুত সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৫) নতুন বসার আসন তৈরিতে পুরাতন আসন হতে সুগতের বিগত প্রমাণ গ্রহণ না করাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) প্রস্তুত সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) এলকলোম প্রতিগ্রহণ করে তিন যোজনের চেয়ে বেশি অতিক্রম দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তিন যোজন অতিক্রম করে প্রথম পদক্ষেপে দুক্কট আপত্তি, ২) দ্বিতীয় পদক্ষেপে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা এলকলোম ধৌতকরণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ধোবনের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি, ২) ধোবন শেষে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৮) টাকা-পয়সাদি প্রতিগ্রহণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) গ্রহণের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি, ২) গ্রহণ কৃত্য সম্পাদনে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) টাকা-পয়সাদির নানা প্রকার ব্যবহার বা বাণিজ্যে নিয়োজিত হওয়া দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) ব্যবহার করা হয়ে গেলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(১০) নানা প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কর্ম দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়; ২) ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

[কৌশিয় বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পাত্র বর্গ

১৬৪. (১) অতিরিক্ত পাত্র দশ দিনের অধিক নিজ আয়ত্তে রাখায় একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়।

(২) পাঁচবার মেরামতের আগে অন্যে নতুন পাত্র ধারণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ধারণের চিত্ত উৎপত্তিতে দুক্কট আপত্তি, ২) ধারণকৃত্য সম্পাদনে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৩) ভৈষজ্যাদি প্রতিগ্রহণ করে সপ্তাহকাল অতিক্রান্তে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়।

(৪) গ্রীষ্মঋতুর শেষে অতিরিক্ত মাসে বর্ষাসাটিক-চীবর অন্বেষণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) অন্বেষণ উদ্যোগে দুক্কট এবং ২) অন্বেষণ সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়।

(৫) ভিক্ষুকে নিজে চীবর দান করে, পরে কুপিত, অসন্তুষ্ট মনে ছিনিয়ে নিলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) কেড়ে নেয়ার উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) কেড়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৬) নিজে সুতো যাচঞা করে তাঁতীদেরকে দিয়ে চীবর বুনন দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) বুননে নিয়োজিত করলে দুক্কট আপত্তি; ২) বয়ন সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৭) আহ্বান না করার পূর্বে অজ্ঞাতি গৃহপতির নিয়োজিত তাঁতীর নিকটে উপস্থিত হয়ে চীবরের বিকল্প দিলে, দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) বিকল্প করার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) বয়ন সমাপ্তি বিকল্প প্রাপ্তিক্ষণে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

(৮) অচ্চেকচীবর প্রতিগ্রহণ করে চীবরকাল সময় অতিক্রমে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়।

(৯) ত্রিচীবরের অন্যতর চীবর গৃহীর ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে, ছয় রাতের অধিক হস্তপাশের বাইরে রাত্রি অতিক্রান্তে একটি আপত্তি লাভ হয়; যথা : নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়।

(১০) জ্ঞাতসারে সাংঘিক লাভকে নিজের করাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ব্যক্তি লাভে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি; ২) নিজের আয়ত্তে আসলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

[পাত্র বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

ত্রিশটি নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় সমাপ্ত।

৪. পাচিত্তিয় খণ্ড

১. মিথ্যা কথন বর্গ

১৬৫. (১) সজ্ঞানে মিথ্যাবাক্য ভাষণে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? সজ্ঞানে মিথ্যাবাক্য ভাষণে পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়ে, সেই ইচ্ছা প্রকাশ করতে যা তার নেই, যা এখনো অনুৎপন্ন, তেমন ধ্যান, বিমোক্ষাদি উল্লেখ করলে, ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হয়। ২) অন্য ভিক্ষুর বিনাশ কামনায় ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাকে পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছে বলে অমূলক মিথ্যা দোষারোপ করলে সেই ভিক্ষুর সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৩) "যেই ভিক্ষু আপনাদের বিহার বাস করছেন তিনি অর্হৎ" এরূপ বললে শ্রোতা যদি বুঝতে পারেন, তখন সেই ভিক্ষুর থুল্লচ্চয় অপরাধ হয়। ৪) শ্রবণকারী ওই ভিক্ষুর কথা বুঝতে না পারলে, ভিক্ষুটির দুক্কট আপত্তি হয়। ৫) সজ্ঞানে হালকা মিথ্যা ভাষণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। সজ্ঞানে মিথ্যাবাক্য ভাষণে এই পাঁচ প্রকার আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(২) আক্রোশ দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) উপসম্পন্ন (ভিক্ষু)কে আক্রোশ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি, ২) অনুপসম্পন্ন (শ্রামণ/গৃহী)কে আক্রোশ করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

(৩) ভেদবাক্য ব্যবহার দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) উপসম্পন্নের প্রতি ভেদবাক্য ব্যবহারে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়; ২) অনুপসম্পন্নের প্রতি ভেদবাক্য ব্যবহারে দুক্কট আপত্তি হয়।

(৪) অনুপসম্পন্নকে মুখে মুখে গাথাদি ধর্মশিক্ষা দানের দ্বারা ভিক্ষু দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) শিক্ষকের এরূপ বাক্য প্রয়োগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) মুখে মুখে বলা প্রতিটি বাক্যে পাচিত্তিয় হয়।

(৫) অনুপসম্পন্নের সাথে তিন রাতের অধিক অতিবাহিত করলে দুটি আপত্তি; যথা : ১) শয়নের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) শয়ন করায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) মাতৃজাতির সাথে একসাথে অবস্থানে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) শয়নের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) শয়ন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) মাতৃজাতিকে পাঁচ ছয় বাক্যের অধিক ধর্মদেশনায় দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) দেশনার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) প্রত্যেক বাক্যে বাক্যে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৮) অনুপসম্পন্নকে ধ্যান-বিমোক্ষ আছে বলাতে দুটি আপত্তি হয়; যথা :

১) বলার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) ব্যক্ত করা হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) ভিক্ষুর গুরু আপত্তিকে অনুপসম্পন্নের কাছে প্রকাশে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) বলার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) বলার সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(১০) মাটি খনন দ্বারা দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) খননের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) খননের প্রতিটি কোদালির আঘাতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[মিথ্যা কথন বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. ভূতগাম বর্গ

১৬৬. (১) ভূতগাম, তথা সম্পূর্ণ উদ্ভিদকে ছেদনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) ছেদনের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) ছেদনের প্রতিটি আঘাতে পাচিত্তিয় হয়।

(২) এক প্রশ্নের উত্তরে সজ্ঞানে অন্য প্রসঙ্গে বলাতে, দুটি আপত্তি হয; যথা : ১) দোষ অনারোপিত অবস্থায় এক প্রশ্নে অন্য প্রসঙ্গ বললে দুক্কট আপত্তি; ২) দোষ আরোপিত অবস্থায় এক প্রশ্নে অন্য প্রসঙ্গ বললে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) ভিক্ষুকে নিন্দা দ্বারা দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) নিন্দার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট অপরাধ হয় এবং ২) নিন্দা করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(৪) সাংঘিক মঞ্চ, চেয়ার, তোষক, বালিশ খোলা আকাশে ছড়ায়ে রাখার পর উঠায়ে না রেখে অন্যকে না বলে প্রস্থান করাতে দুক্কট আপত্তি হয়। যথা : ১) প্রথম পদক্ষেপে ঢিল নিক্ষেপ অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৫) সাংঘিক বিহারে শয্যা বিস্তার করে পরে যথাস্থানে তুলে না রেখে, অন্যকেও বা কিছু না বলে প্রস্থান দ্বারা দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) ফেলে রেখে প্রথম পদক্ষেপে দুক্কট আপত্তি, ২) দ্বিতীয় পদক্ষেপে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) সাংঘিক বিহারের নিয়ম জানে যে, যিনি পূর্বে আগত, সেই ভিক্ষুকে বলপূর্বক সরিয়ে দিয়ে নিজ শয্যা বিস্তারে, দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) শয়নের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি, ২) শুয়ে পড়লে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট হয়ে সাংঘিক বিহার হতে শীলসম্পন্ন ভিক্ষুকে বহিষ্কার দ্বারা দুটি অপরাধ প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) বহিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট অপরাধ হয়, ২) বের করে দেয়া হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৮) সাংঘিক বিহারে ছাঁদের ওপর পায়াযুক্ত মঞ্চে বা চেয়ারে শয়ন-উপবেশনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) উপবেশনের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) বসলে বা শুয়ে পড়লে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) নির্মাণ তদারকিতে দুইবার পর্যন্ত শয্যাদি ক্ষেত্রে দাঁড়ানো যায়, তদতিরিক্ত হলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) দুইয়ের অধিক অবস্থানের উদ্যোগের দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হয় এবং ২) গিয়ে দাঁড়ালেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(১০) প্রাণীযুক্ত জল, এটি জেনেও তৃণে বা মাটিতে সেচন দ্বারা দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) সেচের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) সেচ শুরু করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[ভূতগাম বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উপদেশ বর্গ

১৬৭. (১) সংঘের সম্মানহীন হয়ে ভিক্ষুণীকে উপদেশ দান দ্বারা দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) উপদেশ দানের শুরুতে দুক্কট এবং ২) উপদেশ দান সমাপ্তে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(২) সূর্যাস্তের পরে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) উপদেশ দানের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) উপদেশ শেষে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) ভিক্ষুণীর আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) উপদেশ দানের শুরু করলে দুক্কট এবং ২) উপদেশ দান শেষে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৪) "লাভ-সৎকারের জন্যে ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দেয়" এই বাক্যে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) এরূপ দুর্নাম রটনার উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) রটনার দ্বারা পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৫) অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর দ্বারা চীবর দানে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) দেয়ার প্রয়োগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) দান শেষে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর দ্বারা চীবর সেলাই দ্বারা দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) সেলাইয়ে নিয়োজিত করলে দুক্কট আপত্তি এবং ২) সেলাই সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে একসাথে গমনে দ্বিবিধ আপত্তি হয়; যথা : ১) গমনের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) গমন শুরু করলে

পাচিত্তিয় হয়।

(৮) ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে একই নৌকায় আরোহণে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) আরোহণ উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) আরোহিত হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) ভিক্ষুণীরই রান্নাকৃত পিণ্ড এটা জেনেও ভোজন দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) "ভোজন করব" এই বলে প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) প্রতিগ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(১০) ভিক্ষুণীর সাথে একাকী অবস্থানে দুটি আপত্তি; যথা : ১) উপবশেনের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) উপবিষ্ট হলেই পাচিত্তিয় হয়।

[উপদেশ বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ভোজন বর্গ

১৬৮. (১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অবসথপিণ্ড দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) ভোজন করব এই ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) প্রতিগ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(২) গণভোজন ভোজনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) ভোজন করব এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়, ২) প্রতিগ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) পরম্পরা ভোজনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) ভোজন করব এ ইচ্ছায় দুক্কট আপত্তি হয় এবং ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৪) পূর্বে দুই পাত্র গ্রহণপূর্বক, তদতিরিক্ত গ্রহণে দুটি আপত্তি হয়। যথা : ১) গ্রহণের উদ্যোগে দুক্কট, ২) গ্রহণ করতেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৫) ভোজনে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর সামান্য খাদ্য-ভোজ্য ভোজনেও দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। ১) ভোজন করব এ ইচ্ছায় গ্রহণ ক্ষণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) ভিক্ষুর পরিপূর্ণ ভোজনের পর অনতিরিক্ত খাদ্য বা ভোজ্য আরও দান প্রদত্ত হলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) দাতার অনুরোধ বাক্য দ্বারা 'খাব' এমন ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) ভোজনের অবসানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) বিকালে খাদ্য বা ভোজ্যের ভোজনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) খাবো, ভোজন করব, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণ ক্ষণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৮) সন্নিধিকৃত খাদ্য বা ভোজ্য ভোজনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) খাব, ভোজন করব, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণ ক্ষণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) উৎকৃষ্ট ভোজনাদি (মাছ, মাংস, দধি, ঘৃত, মধু) নিজের প্রয়োজনে নিজে যাচঞা করে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ভোজন করব, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি এবং ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(১০) মুখে আহার্য এমন অদত্ত খাদ্য আহার দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ভোজন করব, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণ ক্ষণে দুক্কট আপত্তি; ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[ভোজন বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অচেলক বর্গ

১৬৯. (১) অচেলক বা পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে স্বহস্তে খাদনীয় বা ভোজনীয় বস্তু প্রদান দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) দেয়ার উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি; ২) দেয়া হলে পাচিত্তিয় হয়।

(২) কোনো ভিক্ষু যদি বলে, "আসুন বন্ধু গ্রামে বা নিগমে পিণ্ডচারণে যাই। এমন বলে তাকে দিয়ে বা না দিয়ে যদি বলে বন্ধু তুমি চলে যাও, তোমাকে নিয়ে আমার অসুবিধা আছে; কু-অভিপ্রায়ে এরূপ বলাতে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) এরূপ নিন্দাবাক্য প্রয়োগের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি হয়; ২) নিন্দাবাক্য বলার সমাপ্তে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) পিণ্ডদাতাদের গৃহে শয়নকক্ষে উপবেশনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) বসার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) বসে গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৪) মাতৃজাতির সাথে একাকী নির্জনে আচ্ছাদিত স্থানে অবস্থানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) উপবেশনের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) বসে গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৫) মাতৃজাতির সাথে নির্জনে একাকী উপবেশনেও দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) বসার উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) বসে গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) সকলে একই গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে কোনোজন যদি ভোজনের পূর্বে বা পরে সঙ্গীকে না বলে অন্য গৃহীকুলে বিচরণ করে, তার দুটি আপত্তি হয়; যথা

: ১) গৃহসীমা অতিক্রমে প্রথম পদক্ষেপক্ষণে দুক্কট আপত্তি; ২) দ্বিতীয় পদক্ষেপে পাচিত্তিয় হয়।

(৭) প্রয়োজনাতীত ভৈষজ্য যাচঞাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) যাচঞার উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) যাচঞাকরণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৮) যুদ্ধার্থে সজ্জিত সেনাকে দর্শনার্থে গমনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) গমনে দুক্কট আপত্তি, ২) যেখানে স্থিত হয়ে দেখা গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) তিন রাতের অধিক সেনাদের সাথে অবস্থানে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) বসবাসের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) বাস করায় পাচিত্তিয়।

(১০) যুদ্ধস্থানে গমনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) গমনকালে দুক্কট আপত্তি এবং ২) যথায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়াতে পাচিত্তিয় হয়।

[অচেলক বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সুরা-মেরয় বর্গ

১৭০. (১) মদ্যপানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। 'পান করব' এই চেতনায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রতি গলাধঃকরণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(২) ভিক্ষুকে আঙুল চালিয়ে হাস্যোদ্রেকে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। হাসানোর উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়। হাসালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) জলে ক্রীড়ায় দুটি আপত্তি হয়। গুল্ফের (পায়ের চোখের) নিচে অবধি জলে ক্রীড়ায় দুক্কট আপত্তি হয়। গুল্ফের উপরে ডুবে এমন জলে ক্রীড়ায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৪) শিক্ষাপদের প্রতি অনাদর অগৌরবে দুটি আপত্তি হয়। অনাদরের ইচ্ছা উৎপন্নে দুক্কটাপত্তি হয়। ইচ্ছা প্রকাশে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৫) এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ভয় প্রদর্শনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। ভয় প্রদর্শনের ইচ্ছায় দুক্কটাপত্তি হয়। ভয় দেখালে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৬) নিরোগী দেহ তপ্ত করণার্থে আগুন প্রজ্জ্বলনে দুটি আপত্তি হয়। প্রজ্জ্বলনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি হয়। আগুন জ্বালালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) পনেরো দিনের আগে স্নান করায় দুটি আপত্তি হয়। স্নানের শুরুতে দুক্কটাপত্তি এবং স্নানের সমাপনে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৮) ত্রিবিধ দুর্বর্ণকরণের যেকোনোটি গ্রহণ না করে নতুন চীবর ব্যবহার দ্বারা দুটি আপত্তি হয়।

(৯) ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের বা শ্রামণেরীকে স্বয়ং চীবর বিকপ্পন করে, পচ্চুদ্ধার না করে পরিধানে পাচিত্তিয় হয়।

(১০) ভিক্ষুর পাত্র, চীবর, বসার আসন, সূচাধার বা কায়বন্ধনী লুকিয়ে রাখলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[সুরা-মেরয় বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সপ্রাণ বর্গ

১৭১. (১) সজ্ঞানে জীবিত প্রাণীর জীবনপাতে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? সজ্ঞানে প্রাণীর জীবনপাতে চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) উদ্দেশ্যহীন চিত্তে গভীর গর্ত খনন করে এবং তাতে যে যেই মৃত্যু হলে দুক্কট আপত্তি হবে। ২) তথায় মানুষ পড়ে মরলে পারাজিকা; ৩) যক্ষ, ভূত, প্রেত বা মনুষ্যজাতির তির্যগ্‌প্রাণী মারা গেলে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৪) তির্যগ্‌জাতীয় প্রাণী মারা গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। সজ্ঞানে প্রাণীর জীবন পাতে এই চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) জেনেও প্রাণীযুক্ত জল ব্যবহারে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) ব্যবহারের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) ব্যবহার করাতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) অভিযুক্ত বিষয়ের যথাধর্ম মীমাংসা হয়েছে, তা জেনেও পুনঃ উত্থাপনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) পুনঃ উত্থাপনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২) উত্থাপন শেষে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৪) জেনেও কোনো ভিক্ষু অপর ভিক্ষুর গুরুতর আপত্তি গোপন দ্বারা একটি অপরাধ প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয় আপত্তি।

(৫) জ্ঞাতসারে ঊনবিংশ বয়সের প্রার্থীকে উপসম্পদা দানে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) উপসম্পদা দিলে, প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট আপত্তি, ২) উপসম্পদায় সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) এ ব্যক্তি সশস্ত্র চোর, এটি জেনেও তার সাথে পরামর্শ করে একই মার্গগমনে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) পথগমনের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি; ২) গমন শুরু করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) মাতৃজাতির সাথে পরামর্শক্রমে একসাথে পথে গমনে দুটি অপরাধ আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পথগমনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. গমন শুরু করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৮) তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে দুটি আপত্তি

হয়; যথা : ১) জ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি এবং ২) কর্মবাক্যের অবসানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) অধর্মকথক ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগহেতু, বিসর্জন দণ্ড দেওয়া হয়েছে এ বিষয় জেনেও তার সম্পর্ক রাখাতে দুটি আপত্তি হয়। যথা : ১) সম্ভোগাদির উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি হয় এবং ২) সম্ভোগ সমাপনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(১০) শ্রমণটি নাশনদণ্ডে দণ্ডিত জেনেও তার সাথে আলাপাদিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) আলাপের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) আলাপ শেষে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[সপ্রাণ বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সহধার্মিক বর্গ

১৭২. (১) ভিক্ষুগণ দ্বারা সহধার্মিক ভিক্ষুকে কিছু বলতে সে যদি বলে, বন্ধুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত এই শিক্ষাপদ আমি নিজে শিক্ষা না করব, অথবা অন্য দক্ষ বিনয়ধর হতে প্রতিপ্রশ্নাদি না করব, ততক্ষণ আপনাদের বাক্য গ্রহণ করব না। এরূপ বলাতে দুটি অপরাধ হয়; যথা : ১) 'বিরূপ বলবো' এমন ইচ্ছা পোষণে দুক্কট আপত্তি হয় এবং ২) বিরূপ বাক্যের সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(২) বিনয়ের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) বিরূপ বাক্য প্রয়োগের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি হয় এবং ২) বিরূপবাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) মোহগ্রস্ত হলে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) মোহারোপণ না হতে দুক্কটাপত্তি হয় এবং ২) মোহারোপ হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৪) ভিক্ষুকে কোপিত, অসন্তুষ্ট মনে প্রহার দ্বারা দুটি আপত্তি উৎপন্ন হয়; যথা : ১) প্রহার প্রয়োগে উদ্যত হলে দুক্কট আপত্তি হয়; ২) প্রহার প্রয়োগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৫) ভিক্ষুকে ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট মনে থাপ্পর দ্বারা দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) থাপ্পর দিতে উদ্যোগী হলে দুক্কটাপত্তি হয়; ২) থাপ্পর প্রয়োগ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) ভিক্ষুকে সংঘাদিশেষ আপত্তি দ্বারা অমূলকভাবে অভিযুক্ত করলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) অভিযোগ উত্থাপনের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি হয় এবং ২) অভিযুক্ত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) সজ্ঞানে ভিক্ষুর মনে সন্দেহের জন্মদানে দ্বিবিধ আপত্তি হয়; যথা : ১) সন্দেহ উৎপন্ন করব, এমন ইচ্ছায় দুক্কট আপত্তি এবং ২) সন্দেহের উদ্রেক হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৮) ভিক্ষুদের ভেদ, কলহ, বিবাদ ইত্যাদি সৃষ্টির ইচ্ছায় লুকিয়ে কথাবার্তা শুনলে দুটি আপত্তি উৎপন্ন হয়; যথা : ১) শুনতে যাবো এমন ইচ্ছায় দুক্কটাপত্তি; ২) যেখানে দাঁড়ালে শোনা যায়, তথায় দাঁড়ালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) ধর্মানুকূল বিনয়কর্মাদিতে সম্মতি দিয়ে পরে নিন্দাবাদ দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) নিন্দার উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি হয়; ২) নিন্দায় রত হলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(১০) সংঘের মধ্যে বিচারকর্ম চলাকালে মতামত না দিয়ে আসন হতে উঠে গেলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) পরিষদের হস্তপাশে বাইরে যাওয়ার উপক্রমে দুক্কটাপত্তি হয় এবং ২) হস্তপাশের বাইরে গেলে পাচিত্তিয় হয়।

(১১) সংঘের একমতে চীবর প্রদানের পরেও নিন্দা করলে দ্বিবিধ আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) নিন্দার উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি; ২) নিন্দা শুরু করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(১২) সংঘের লাভকে জ্ঞাতসারে ব্যক্তিগত কারণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ব্যক্তিগত কারণের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি এবং ২) ব্যক্তিগত কারণ হয়ে গেলে পাচিত্তিয় হয়।

[সহধার্মিক বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

৯. রাজবর্গ

১৭৩. (১) পূর্বে না জানিয়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) গৃহসীমা প্রথম পাদ অতিক্রমে দুক্কটাপত্তি হয়; ২) দ্বিতীয় পদক্ষেপে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(২) মণিরত্ন ধারণে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) গ্রহণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি হয়; ২) গ্রহণ করার পরে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৩) আবাসে ভিক্ষু থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস না করে বিকালে গ্রামে প্রবেশ দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) বিহার সীমা অতিক্রমে এক পদ বিক্ষেপে দুক্কট আপত্তি; ২) দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৪) অস্থিনির্মিত, দন্তনির্মিত, শিংনির্মিত সূচিঘর তৈরি দ্বারা দুটি আপত্তি

প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি হয়; ২) তৈরি সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৫) প্রমাণ অতিক্রম করে মঞ্চ বা পীঠ (চেয়ার) নির্মাণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২) তৈরি সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) তুলো সংযোগে মঞ্চ বা পীঠ (চেয়ার) নির্মাণে দুটি আপত্তি হয়। যথা : ১) তৈরির উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২) তৈরি সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৭) প্রমাণ অতিক্রম করে বসার আসন তৈরিতে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি হয়; ২) তৈরি সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৮) কণ্ড তথা খোঁস্-পাঁচড়া আচ্ছাদনী বস্ত্রের প্রমাণাতীত প্রস্তুতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগে গ্রহণে দুক্কটাপত্তি হয়; ২) প্রস্তুতির সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৯) বর্ষাসাটিক চীবর প্রস্তুতে প্রমাণাতিক্রমে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি হয়; ২) প্রস্তুতির সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(১০) চীবর তৈরিতে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? সুগতের চীবর প্রমাণে চীবর তৈরিতে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১) চীবর তৈরির উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কট আপত্তি এবং ২) চীবর তৈরি সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। সুগত চীবর প্রমাণ চীবর তৈরিতে এ দুই আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

[রাজবর্গ নবম সমাপ্ত]

৫. প্রতিদেশনীয় খণ্ড

১৭৪. (১) অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে ভোজনে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে গৃহের অভ্যন্তরে স্বহস্তে খাদ্য বা ভোজ্য প্রতিগ্রহণ করে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ভোজন করব, এমন ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি হয়; ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

বহু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে স্বহস্তে খাদ্য বা ভোজ্য প্রতিগ্রহণ করে ভোজনের দ্বারা এই দ্বিবিধ আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) ভিক্ষুণীকে তদারকি হতে নিবারিত না করে ভোজন করাতে দ্বিবিধ আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) ভোজন করব, এমন ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয় এবং ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

(৩) সেখ (মার্গফললাভী) সম্মতিপ্রাপ্ত গৃহগুলো খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১) ভোজন করব, এমন ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হয়; ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

(৪) আরণ্যিক শয়নাসনে (আবাস)-গুলোতে পূর্বে জ্ঞাত না করিয়ে খাদ্য বা ভোজ্য কুঠির অভ্যন্তরে স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে ভোজন দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? আরণ্যিক শয়নাসনগুলোতে পূর্বে না জানিয়ে খাদ্য বা ভোজ্য কুঠির অভ্যন্তরে স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। যথা : ১) ভোজন করব, এমন ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়; ২) প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

আরণ্যিক শয়নাসনগুলোতে পূর্বে জ্ঞাত না করে খাদ্য বা ভোজ্য গৃহাভ্যন্তরে স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ ও ভোজনে এই দ্বিবিধ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

[চারি প্রতিদেশনীয় সমাপ্ত]

৬. সেখিয় খণ্ড

১. পরিমণ্ডল বর্গ

১৭৫. (১) অনাদরহেতু সামনে-পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পরিধানে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? অনাদরহেতু সামনে-পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পরিধানে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : দুক্কটাপত্তি। অনাদরহেতু সামনে-পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পরিধানে এই একটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) অনাদরহেতু সামনে-পেছনে ঝুলিয়ে চীবর পারুপন করলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(৩) অনাদরহেতু দেহ প্রদর্শন করে ঘরের বাইরে গমন করলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(৪) অনাদরহেতু দেহ প্রদর্শন করে ঘরের ভিতরে উপবেশন করলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(৫) অনাদরহেতু হস্ত-পদ নাচিয়ে ঘরের বাইরে গমন করলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(৬) অনাদরহেতু হস্ত-পদ নাচিয়ে ঘরের ভিতরে উপবেশন করলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(৭) অনাদরহেতু যত্র-তত্র দেখে দেখে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(৮) অনাদরহেতু যত্র-তত্র দেখে দেখে ঘরের ভিতরে উপবেশনে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(৯) অনাদরহেতু দেহ নাচিয়ে (উৎক্ষেপণ) ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(১০) অনাদরহেতু দেহ নাচিয়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

[পরিমণ্ডল বর্গ সমাপ্ত]

২. উজ্জগ্ঘিক বর্গ

১৭৬. (১) অনাদরহেতু উচ্চহাস্যে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কট আপত্তি।...

(২) অনাদরহেতু উচ্চহাস্যে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৩) অনাদরহেতু উচ্চশব্দে, মহাশব্দে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৪) অনাদরহেতু উচ্চশব্দে, মহাশব্দে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৫) অনাদরহেতু দেহ দোলায়ে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৬) অনাদরহেতু দেহ দোলায়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৭) অনাদরহেতু বাহু দোলায়ে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৮) অনাদরহেতু বাহু দোলায়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৯) অনাদরহেতু মাথা দোলায়ে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১০) অনাদরহেতু মাথা দোলায়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি

আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

[উজ্জগ্‌ঘিক বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কোমরে হাত দেয়া (খম্ভকত) বর্গ

১৭৭. (১) অনাদরহেতু কোমরে হাত রেখে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(২) অনাদরহেতু কোমরে হাত রেখে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৩) অনাদরহেতু ঘোমটা দিয়ে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৪) অনাদরহেতু ঘোমটা দিয়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৫) অনাদরহেতু আঙুলে ভার রেখে ঘরের বাইরে গমনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৬) অনাদরহেতু আঙুলে ভার রেখে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৭) অনাদরহেতু হাঁটু জড়িয়ে ঘরের ভেতরে উপবেশনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৮) অনাদরহেতু অবজ্ঞার সাথে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৯) অনাদরহেতু এদিক-সেদিক দেখে দেখে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১০) অনাদরহেতু অধিক সূপ প্রতিগ্রহণে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১১) অনাদরহেতু স্তূপাকারে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

[কোমরে হাত দেয়া (খম্ভকত) বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পিণ্ডপাত বর্গ

১৭৮. (১) অগৌরবহেতু অবজ্ঞার সাথে পিণ্ডপাত পরিভোগে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(২) অগৌরবহেতু এদিক-সেদিক দেখে দেখে পিণ্ডপাত ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৩) অগৌরবহেতু এখান-সেখান থেকে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৪) অগৌরবহেতু বেশি ভোজনে সূপ চেয়ে নেয়াতে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৫) অগৌরবহেতু স্তূপ মর্দন করে করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৬) অগৌরবহেতু সূপ বা ব্যঞ্জন ভাত দ্বারা আচ্ছাদনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৭) অগৌরবহেতু নিরোগী হয়েও সূপ বা ভাত নিজের জন্য নিজে যাচঞা করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৮) অগৌরবহেতু নিন্দা চেতনায় পরের পত্র অবলোকনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৯) অগৌরবহেতু বড়ো বড়ো গ্রাসধারণে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১০) অগৌরবহেতু লম্বাকৃতির গ্রাস ধারণে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

[পিণ্ডপাত বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কবল বর্গ

১৭৯. (১) অগৌরবহেতু গ্রাস না আনিতে মুখ হা করায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(২) অগৌরবহেতু ভোজনকালে মুখে হাতের সবটুকু প্রবেশ দ্বারা একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৩) অগৌরবহেতু মুখে আহার নিয়ে কথা বলায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৪) অগৌরবহেতু গ্রাস মুখে নিক্ষেপ করে করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৫) অগৌরবহেতু গ্রাস কামড়ায়ে ভোজন দ্বারা একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৬) অগৌরবহেতু গ্রাস দ্বারা মুখ স্ফীত করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৭) অগৌরবহেতু হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি

দুক্কটাপত্তি।...

(৮) অগৌরবহেতু হাতে জড়িয়ে ধরে ভোজন করায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৯) অগৌরবহেতু জিহ্বা বের করে করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১০) অগৌরবহেতু চপ্‌চপ্ শব্দ করে ভোজন দ্বারা একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

[কবল বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সুরু সুরু বর্গ

১৮০. (১) অগৌরবহেতু সুরু সুরু শব্দে ভোজন দ্বারা একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(২) অগৌরবহেতু হাত লেহন করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৩) অগৌরবহেতু পাত্র লেহন করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৪) অগৌরবহেতু ওষ্ঠ লেহন করে ভোজনে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৫) অগৌরবহেতু এঁটো হাতে পানীয় বাটি আদি প্রতিগ্রহণে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৬) অগৌরবহেতু ভাতের কণাযুক্ত পাত্র ধৌত করে ঘরের ভেতরে ত্যাগ করাতে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৭) অগৌরবহেতু হাতে ছত্রধারীকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৮) অগৌরবহেতু দণ্ডধারীকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৯) অগৌরবহেতু হাতে তরবারি চুরিকাদি যুক্তকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১০) অগৌরবহেতু হাতে শেল, বল্লমযুক্তকে ধর্মদেশনা করাতে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

[সুরু সুরু বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পাদুকা বর্গ

১৮১. (১) অগৌরবহেতু পাদুকা-পরিহিতকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(২) অনাদরহেতু জুতাপরিহিতকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৩) অনাদরহেতু যানারোহীকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৪) অনাদরহেতু শায়িতকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৫) অনাদরহেতু হাঁটু জড়িয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৬) অনাদরহেতু আবৃত-মস্তক ব্যক্তিকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৭) অনাদরহেতু ঘোমটাযুক্ত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৮) অগৌরবহেতু আসনে উপবিষ্টকে মাটিতে বসে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(৯) অগৌরবহেতু উঁচু আসনে উপবিষ্টকে নিচু আসনে বসে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১০) অনাদরহেতু দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্টকে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১১) অগৌরবহেতু অগ্রগামীকে পশ্চাদ্গামী হয়ে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১২) অগৌরবহেতু প্রশস্ত পথে গমনকারীকে সরুপথে গমনকারী হয়ে ধর্মদেশনায় একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১৩) অগৌরবহেতু দাঁড়িয়ে মলমূত্র ত্যাগে একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১৪) অগৌরবহেতু সবুজ উদ্ভিদের ওপর মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগকারীর একটি আপত্তি হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।...

(১৫) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র ও কফ্-থুথু ত্যাগে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগকারী একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।

[পাদুকা বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]
সেখিয়া সমাপ্ত।
কয়টি আপত্তি বার দ্বিতীয় সমাপ্ত।

৩. বিপত্তি বার

১৮২. (১) মৈথুনকর্ম প্রতিসেবনকারী চারি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? মৈথুনকর্ম প্রতিসেবনকারী আপত্তির মধ্যে চারটি বিপত্তির দুই বিপত্তি ভোগ করে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং স্বীয় আচারবিপত্তি।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ-থুথু ত্যাগে কৃত আপত্তির চারটি বিপত্তিতে কয়টি বিপত্তি প্রাপ্ত হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে কৃত আপত্তিতে চারটি বিপত্তির একটি বিপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : আচারবিপত্তি।

[বিপত্তি বার তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সঙ্গহিত বার (সংগৃহীত)

১৮৩. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন আপত্তিতে সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনজনিত আপত্তি সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের তিনটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : ১) স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ২) স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৩) স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের আপত্তিতে সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের আপত্তিতে সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের এক আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত। এটি দুক্কটাপত্তি।

[সংগ্রহ বার চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সমুত্থান বার

১৮৪. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনের আপত্তিতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনের আপত্তিতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত,

বাক্য দ্বারা নয়।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের আপত্তিতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়?

অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের আপত্তিতে ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত দ্বারা এটি সমুত্থিত; বাক্য দ্বারা নয়।

[সমুত্থান বার পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অধিকরণ বার (অভিযোগ)

১৮৫. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন আপত্তিতে, চারি অধিকরণের কোন অধিকরণভুক্ত হয়? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন আপত্তিতে চারি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণই হয়ে থাকে।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি চারি অধিকরণের কোন অধিকরণভুক্ত হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি, চারি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত হয়ে থাকে।

[অধিকরণ বার ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সমথ বার (মীমাংসা)

১৮৬. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনের আপত্তিতে সপ্ত সমথের মধ্যে কয়টি সমথ দ্বারা মীমাংসা করা যায়? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনের আপত্তিতে সপ্ত সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা মীমাংসা করা যায়। ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২) স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং ৩) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের আপত্তিতে সপ্ত সমথের মধ্যে কয়টি সমথ দ্বারা মীমাংসা করা যায়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের আপত্তিতে সপ্ত সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা মীমাংসা করা যায়; যথা : ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২) স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং ৩) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

[সমথ বার সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সমুচ্চয় বার (সর্বমোট সংগ্রহ)

১৮৭. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) অক্ষয়িত দেহে মৈথুন সেবনে পারাজিকা আপত্তি; ২) অধিকাংশ ক্ষয়িত দেহে মৈথুন সেবনে থুল্লচ্চয় আপত্তি, ৩) গোলাকৃতি ছিদ্রমুখে লিঙ্গ প্রবেশে দুক্কটাপত্তি।

মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে এই তিনটি আপত্তিগ্রস্ত হতে হয়। সেই আপত্তিগুলোর চারটি বিপত্তিতে কয়টি বিপত্তি ভোগ করতে হয়? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে কয়টি আপত্তিস্কন্ধ সংগৃহীত হয়? ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? চারটি অধিকরণের মধ্যে কয়টি অধিকরণ? সপ্ত সমথের মধ্যে কয়টি সমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়?

(ক) সেই আপত্তিগুলোর মধ্যে চারি বিপত্তির দুটি বিপত্তি এটি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) স্বীয় শীলবিপত্তি এবং ২) স্বীয় আচারবিপত্তি।

(খ) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের তিনটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এটি সংগৃহীত; যথা : ১) স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ২) স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ৩) স্বীয় দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

(গ) ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।

(ঘ) চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

(ঙ) সপ্ত সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা মীমাংসিত; যথা : ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২) স্বীয় প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং ৩) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।...

(২) (ক) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে কয়টি আপত্তি উৎপন্ন হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র ত্যাগে কয়টি আপত্তি উৎপন্ন হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে এক আপত্তি উৎপন্ন হয়; যথা : দুক্কটাপত্তি। অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে এই একটি আপত্তি উৎপন্ন হয়।

(খ) সেই আপত্তির চারি বিপত্তির মধ্যে কয়টি বিপত্তি ভোগ করতে হয়?

(গ) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগহীত হয়?

(ঘ) ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়?

(ঙ) চারি অধিকরণের মধ্যে কোন অধিকরণভুক্ত?

(চ) সপ্ত সমথের মধ্যে কয়টি সমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়?

(ক) সেই আপত্তিগুলোর চারি বিপত্তির একটি বিপত্তি ভোগ করতে হয়। এটি আচারবিপত্তি।

(খ) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের এক আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এটি সংগৃহীত হয়। এটি দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ।

(গ) ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।

(ঘ) চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

(ঙ) সপ্ত আপত্তিগুলোর মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা মীমাংসিত; যথা : ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২) স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং ৩) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

[সমুচ্চয় বার অষ্টম সমাপ্ত]

এই আটটিবার পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে লিখিত।

স্মারক-গাথা

কোথায় প্রজ্ঞপ্তি, কয়টি আর বিপত্তি সংগ্রহে
সমুত্থান অধিকরণ আর সমথ, সমুচ্চয়ে।

১. কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

১৮৮. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক জ্ঞাত এবং দর্শিত হয়েছে, সেই মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু পারাজিকা অপরাধগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে?

(২) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক জ্ঞাত, দর্শিত, মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু যেই পারাজিকা অপরাধ হয়, তা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? কলন্দপুত্র সুদিন্নকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? কলন্দপুত্র সুদিন্ন তার প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করেছিলেন, সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

(৩) এখানে প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং দুটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি এতে নাই।

এখানে সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? এখানে সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তিই আছে। এখানে সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? এখানে সাধারণ প্রজ্ঞপ্তিই আছে।

এখানে একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? এখানে উভয় প্রজ্ঞপ্তিই আছে। পাঁচ প্রকার প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের এটি কোথা হতে শুরু, কোন পর্যায় পর্যন্ত? নিদান হতে শুরু এবং নিদান পর্যন্ত।

কত প্রকার উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশ আগত হয়? দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ দ্বারা এই উদ্দেশ আগত হয়।

চারটি বিপত্তির কোন বিপত্তি? শীলবিপত্তি। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কোন আপত্তিস্কন্ধ? পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ।

ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত? এটি একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।... কার দ্বারা বর্ণিত? পরম্পরা বর্ণিত। যথা :

উপালি, দাসক আর সোণক সিগ্গবে;
মোগ্গলিপুত্র এই পাঁচজন জম্বুদ্বীপ হতে।
এ সকল মহাপ্রাজ্ঞ নাগ বিনয়ানুগ মার্গকোবিদে;
দ্বীপে প্রকাশিল বিনয় তাম্রপাতের পিটকেতে।

১৮৯. ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত, সেই 'অদত্ত গ্রহণহেতু পারাজিকা' অপরাধ প্রাপ্ত হওয়ার কথা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? কুম্ভকার পুত্র ধনিয়কে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? কুম্ভকার পুত্র ধনিয় রাজার অদত্ত জ্বালানিকাঠ গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে। এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কিন্তু বাক্য হতে নয়। ২) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কিন্তু কায় হতে নয়। ৩) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

১৯০. সজ্ঞানে মানব পর্যায়ভুক্তকে জীবনপাতহেতু পারাজিকা অপরাধ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? জনৈক ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে? জনৈক ভিক্ষুরা পরস্পরকে জীবনপাত করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ২) স্বীয় চিত্ত এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

১৯১. ধ্যান-বিমোক্ষাদি উত্তরিমনুষ্যধর্ম আয়ত্তকৃত নেই, উৎপত্তির মার্গেও নেই; এমন বিষয়ের উল্লেখহেতু পারাজিকা অপরাধের কথা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাকে উপলক্ষ করে সূচিত হয়? বর্গমুদা-নদীতীরবর্তী ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে প্রথম সূচনা হয়। কোন ঘটনায়? বর্গমুদা-নদীতীরবর্তী ভিক্ষুরা গৃহীদের নিকটে নিজেদের পরস্পরের ধ্যান-বিমোক্ষাদি সম্পর্কে মিথ্যাভাষণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থানের দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়। ২) স্বীয় চিত্ত এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

[চারি পারাজিকা সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

১৯২. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত, দর্শিত সেই উপক্রম দ্বারা (ইচ্ছা) অশুচি (শুক্র)-মোচনহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়; এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? কাকে উপলক্ষ করে সূচনা? কোন ঘটনায়?... কোন পরম্পরায় বর্ণিত?

ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত, দর্শিত, সেই উপক্রম করে শুক্রমোচনহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা? আয়ুষ্মান সেয়্যসককে উপলক্ষ করে সূচনা। কোন ঘটনায়? আয়ষ্মান সেয়্যসক উপক্রম দ্বারা শুক্রমোচন করেছিলেন, সেই ঘটনায়।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি সেখানে নেই।

এখানে সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি এবং প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি আছে।

সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি এবং অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে। একক প্রজ্ঞপ্তি এবং উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একক প্রজ্ঞপ্তিই আছে।

পঞ্চবিধ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোথা হতে শুরু এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত? নিদান হতে শুরু এবং নিদান পর্যন্ত। কয়টি উদ্দেশ বারো উদ্দেশটি আগত? তৃতীয় উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত।

চারটি বিপত্তির কোন বিপত্তি? শীলবিপত্তি সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কোনটি আপত্তিস্কন্ধ? সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ। ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। কিভাবে বর্ণিত? পরম্পরা বর্ণিত। যথা :

উপালি দাসক আর সোণক সিগ্গবে;
মোগ্গলিপুত্র এই পঞ্চ জম্বুদ্বীপে॥...
মহাপ্রাজ্ঞ এ নাগেরা বিনয়জ্ঞ মার্গকোবিদে;
দ্বীপে প্রকাশে বিনয়, ত্রিপিটক তাম্রপাতে॥

(২) মাতৃজাতির সাথে দৈহিক সংসর্গে লিপ্তহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উদায়িকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়। কোন ঘটনায়? আয়ুষ্মান উদায়ি মাতৃজাতির সাথে দৈহিক সংসর্গে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

(৩) মাতৃজাতির সাথে প্রদুষ্ট (কামার্থক) বাক্যাদি ব্যবহারে "সংঘাদিশেষ অপরাধটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কাকে উপলক্ষ করে সূচিত হয়? আয়ুষ্মান উদায়িকে ভিত্তি করে। কোন ঘটনায়? আয়ুষ্মান উদায়ি মাতৃজাতিকে প্রদুষ্ট কামার্থক বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এতে একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : ১) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ২) স্বীয় চিত্ত এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়; ৩) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।...

(৪) মাতৃজাতির নিকটে নিজেকে কামসেবন পরিচর্যার গুণ বর্ণনায় সংঘাদিশেষ অপরাধটি ১) কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কার থেকে সূচনা হয়? আয়ুষ্মান উদায়িকে উপলক্ষ করে সূচিত হয়?।

৩) কোন ঘটনায়? আয়ুষ্মান উদায়ি মাতৃজাতির নিকটে নিজেকে কামসেবন দ্বারা পরিচর্যার গুণ বর্ণনা করেছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫) কাম-সংবাদবাহক হয়ে আনাগোনার কারণে (সঞ্চরিত্তং) সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। ১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কার থেকে সূচনা? আয়ুষ্মান উদায়ি থেকে সূচনা হয়। ৩) কোন ঘটনায়? আয়ুষ্মান উদায়ি কামবিষয়ক দূতিয়ালী করেছিলেন। এ ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; চিত্ত এবং বাক্য হতে নয়। ২) স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত; কায় এবং চিত্ত হতে নয়। ৩) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ৪) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ৫) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ৬) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

(৬) নিজ উদ্যোগে কুঠির নির্মাণহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। ১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? আলবীতে প্রজ্ঞাপিত। ২) কার থেকে আরম্ভ? আলবীবাসী ভিক্ষুদের থেকে। ৩) কোনো ঘটনায় আলবীবাসী ভিক্ষুরা নিজেদের উদ্যোগে বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(৭) বড়ো আকারের বিহার নির্মাণহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। ১) এটি কোথায প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? কোসাম্বীতে। ২) কার থেকে আরম্ভ? আয়ুষ্মান ছন্ন থেকে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? আয়ুষ্মান ছন্ন বিহার ভিটা পরিষ্কার করতে গিয়ে অন্য একটি চৈত্যবৃক্ষ (বোধিবৃক্ষ) কর্তন করিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(৮) অন্যের ধ্বংস কামনায় ভিক্ষুকে অমূলক পারাজিকা অপরাধ দ্বারা দোষী করা-হেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। ১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কার থেকে আরম্ভ? মেত্তেয় ভূমিজাত ভিক্ষুগণ থেকে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? মেত্তেয় ভূমিজাত ভিক্ষুগণ মল্লপুত্র দব্বকে

অমূলকভাবে পারাজিকা অপরাধের অভিযোগে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৯) ভিক্ষুকে কিঞ্চিৎ বিদ্বেষবশত হলেও অন্যায়ত অভিযোগের জন্যে জাতি-গোত্রাদি দশ প্রকার বিষয়ের যেকোনোটি দ্বারা পারাজিকা অপরাধে লজ্জিত করা-হেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কার থেকে আরম্ভ হয়? মেত্তিয় ভূমিজাত ভিক্ষুদের থেকে আরম্ভ হয়। ৩) কোন ঘটনায়? মেত্তেয় ভূমিজাত ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে ধ্বংস কামনায় অন্যায়ভাবে পারাজিকা অপরাধে অভিযুক্ত করতে দ্বেষচিত্তবশত জাতি-গোত্রাদি দ্বারা অপমান করেছিলেন। এই ঘটনায়।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(১০) সংঘভেদক ভিক্ষুদের তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দানের পরও স্বমত অপরিত্যাগহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কার থেকে আরম্ভ হয়? দেবদত্ত থেকে আরম্ভ হয়। ৩) কোন ঘটনায়? দেবদত্ত একতাবদ্ধ সংঘকে ভাগ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই ঘটনার ভিত্তিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে এটি সমুত্থিত হয়।...

(১১) সংঘ ভেদকের অনুগামী ভিক্ষুগণকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণেও স্বমত ত্যাগ না করা-হেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।

১) এ শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কারহেতু আরম্ভ হয়? কিছু ভিক্ষুগণের হেতু? ৩) কোন ঘটনায়? কিছু ভিক্ষু দেবদত্তের সংঘভেদ উদ্যোগের অনুগামী হয়েছিলেন। সেই দলবাদী ভিক্ষুদের ঘটনায়।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(১২) দুর্বাক্য ভাষণকারী ভিক্ষুকে তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও স্ব স্বভাব অপরিত্যাগহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।

১) এ শিক্ষাপদটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কোসাম্বীতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

২) কার হেতু আরম্ভ হয়? আয়ুষ্মান ছন্নের হেতু আরম্ভ হয়। ৩) কোন ঘটনায়? আয়ুষ্মান ছন্ন স্বধর্মী ভিক্ষুগণ কর্তৃক আত্মশোধনের অনুরোধ উপক্ষো করেছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটিমাত্র সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(১৩) কুলদূষক ভিক্ষুকে তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও স্বমত অপরিত্যাগহেতু সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

১) এ শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কার হেতু আরম্ভ হয়? অস্‌সজী ও পুনব্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের কারণে। ৩) কি ঘটনায়? অস্‌সজী ও পুনব্বসু ভিক্ষুরা সংঘ কর্তৃক পব্বজ্জনীয় দণ্ডকর্ম পর্যন্ত হয়ে সংঘকে ছন্দগামিতা, দ্বেষগামিতা, মোহগামিতা, ভয়গামিতা ইত্যাদিবশে পাপ করেছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

(১৪) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু পরিত্যাগহেতু দুক্কট আপত্তি হয়।

১) এ শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কার কারণে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কারণে। ৩) কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা জলে মলমূত্র এবং কফ্-থুথু পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি আছে। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

[কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার প্রথম সমাপ্ত]

২. কয়টি আপত্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

১৯৩. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) অক্ষত দেহে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে পারাজিকা আপত্তি হয়। ২) অধিকাংশ ক্ষত দেহে মৈথুনসেবনে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৩) গোলাকার মুখে লিঙ্গ প্রবেশে দুক্কটাপত্তি হয়। ৪)

জতুমট্‌ঠক (গর্ভধারণ রোধে ব্যবহার্য শক্ত গামজাতীয় পদার্থ) প্রয়োগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। মৈথুনধর্ম সেবনের কারণে এই চতুর্বিধ আপত্তি (অপরাধ) প্রাপ্ত হয়।

(২) অদত্তবস্তু গ্রহণের কারণে কয়টি আপত্তি (অপরাধ) প্রাপ্ত হয়? ১) চৌর্যচিত্তে পঞ্চ মাসক (প্রায় ৭৫ পয়সার সমান) বা ততোধিক মাসক বা অগ্‌ঘনক মূল্যের অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে পারাজিকা আপত্তি হয়। ২) চুরি চিত্তে পঞ্চ মাসকের কম মূল্যের দ্রব্য গ্রহণে থুল্লচ্চয়াপত্তি হয়। ৩) এক মাসা বা তার কম মূল্যের অদত্ত দ্রব্য চুরিচিত্তে গ্রহণে দুক্কটাপত্তি হয়। অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(৩) সজ্ঞানে মনুষ্যজাতির (বিগ্গহং) জীবনপাতের কারণে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়?

সজ্ঞানে মনুষ্যজাতীয় প্রাণীর জীবন পাতের কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) 'মানুষ এই গর্তে পড়ে মৃত্যুবরণ করুক' এমন ইচ্ছায় গর্ত খনন করলে দুক্কটাপত্তি হয়। ২) মানুষ তাতে পড়ে দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হলে থুল্লচ্চয়াপত্তি হয়। ৩) মৃত্যুবরণ করলে পারাজিকাপত্তি হয়। সজ্ঞানে মনুষ্যজাতীয়ের জীবনপাতের দ্বারা এই ত্রিবিধ আপত্তি উৎপন্ন হয়।

(৪) যা অধিগত হয়নি, এমন ধ্যান-বিমোক্ষের বিষয়ে মিথ্যা উল্লেখের কারণে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়?

যা অধিগত হয়নি এমন ধ্যান-বিমোক্ষের বিষয়ে মিথ্যা উল্লেখের কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) পাপেচ্ছার ইচ্ছা প্রকাশার্থে যা নেই, তেমন ধ্যান-বিমোক্ষ বিষয় উল্লেখকে পারাজিকাপত্তি হয়। ২) যিনি আপনাদের বিহারে বাস করেন তিনি অর্হৎ এ বাক্য যাকে বলা হয়, তিনি বুঝতে পারলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৩) শ্রবণকারী বুঝতে না পারলে দুক্কটাপত্তি হয়। যা নেই তেমন ধ্যান-বিমোক্ষ বিষয়ে মিথ্যা প্রকাশ দ্বারা এই ত্রিবিধ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

[চারি পারাজিকা সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

১৯৪. (১) উপক্রমের দ্বারা অশুচিমোচনহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? উপক্রম দ্বারা শুক্র (অশুচি)-মোচনহেতু তিনটি আপত্তি উৎপন্ন হয়; যথা : ১) নিজ চেতনা দ্বারা উপক্রম করে মোচন করলে, সংঘাদিশেষ আপত্তি। ২) নিজ চেতনায় উপক্রম করে, কিন্তু মোচন না হলে, থুল্লচ্চয় আপত্তি। ৩)

উপক্রম প্রয়োগে দুক্কটাপত্তি হয়। উপক্রম দ্বারা শুক্রমোচনে, এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) কায়সংসর্গ সম্পাদনহেতু কয়টি আপত্তি উৎপন্ন হয়? কায়সংসর্গ সম্পাদনহেতু পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের নিকটে নাভির নিম্নভাগ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করতে দিলে পারাজিকা আপত্তি (অপরাধ) হয়। ২) কিন্তু ভিক্ষু আসক্ত চিত্তে দেহের সাথে স্ত্রী দেহের স্পর্শে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৩) কায় দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় থাকা দেহের স্পর্শ হলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৪) আবদ্ধ দেহের সাথে আবদ্ধদেহের স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। ৫) আঙুলের স্পর্শে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। কায়সংসর্গ দ্বারা এই পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(৩) মাতৃজাতির সাথে কামসম্পর্কিত প্রদুষ্ট বাক্য ভাষণের কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) গুহ্যমার্গ, প্রস্রাবমার্গাদির গুণ বর্ণনায় অগুণই বর্ণিত হয় বিধায় সংঘাদিশেষ আপত্তি। ২) গুহ্যমার্গ, প্রস্রাবমার্গ রেখে নাভির নিম্ন থেকে জানুর উপরিভাগের অন্যান্যের গুণ বর্ণনায় অগুণই ভাষিত হয় বিধায় থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৩) দেহসংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানের গুণ বর্ণনায়, অগুণই বর্ণিত হয় বিধায়, দুক্কটাপত্তি হয়।

(৪) নিজের জন্য কামসেবার গুণ বর্ণনায় তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। যথা : ১) মাতৃজাতির নিকটে নিজের জন্যে কামসেবার গুণ বর্ণনায় সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ২) পণ্ডকের নিকটে নিজের জন্যে কামসেবার গুণ বর্ণনায় থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৩) তির্যগ্‌জাতির নিকটে নিজের জন্যে কামসেবার গুণ বর্ণনায় দুক্কটাপত্তি হয়।

(৫) নারী-পুরুষের যৌন-সংক্রান্ত সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হওয়ার কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) প্রেরিত অভিমত প্রতিগ্রহণের পর পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরে পৌঁছে দিলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ২) প্রেরিত সংবাদ প্রতিগ্রহণের পর পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু নিয়ে না গেলে থুল্লচ্চয় আপত্তি। ৩) সংবাদ প্রতিগ্রহণ করে কিন্তু পৌঁছে দেয়ার সিদ্ধান্ত (বীমংসিত)ও নেয় না, পরে নিয়েও যায় না। তাতে দুক্কটাপত্তি হয়।

(৬) নিজের জন্যে স্ব উদ্যোগে প্রমাণাতিরিক্ত কুটির নির্মাণের কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) তৈরি করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলে দুক্কটাপত্তি হয়। ২) নির্মাণ সমাপ্তির সর্বশেষ মাটির একটি পিণ্ড বা একটি ইট বা একখণ্ড উপকরণ আগত না হওয়া পর্যন্ত (অনাগতে) থুল্লচ্চয় আপত্তি

হয়। ৩) সেই সর্বশেষ পিণ্ড বা উপকরণ এসে গেলে (তস্মিং পিণ্ডে আগতে) সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৭) ব্যক্তিগত বড়ো বিহার নির্মাণে বিধি লঙ্ঘনের কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি হয়। ২) নির্মাণ সমাপ্তির সর্বশেষ উপকরণ বা পিণ্ডটি আগমনের আগে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৩) সর্বশেষ সেই পিণ্ডটি এসে গেলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৮) অমূলক পারাজিকা অপরাধ দ্বারা অভিযুক্ত করে ভিক্ষুর ধ্বংস প্রচেষ্টার কারণে তিনটি আপত্তি হয়; যথা : ১-২) অবকাশ (আত্মপক্ষের সুযোগ) না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছায় বললে সংঘাদিশেষ আপত্তি এবং দুক্কটাপত্তি হয়। ৩) অবকাশের (আত্মপক্ষ সমর্থনের) সুযোগ দিয়ে আক্রোশবশত বললে পাচিত্তিয় আপত্তি (ওমাসবাদ) হয়।

(৯) ঈর্ষাকাতরতাবশে জাতি, গোত্রাদি দশ প্রকার লেশের কিঞ্চিৎ (যেকোনোটি) হলেও গ্রহণ (উল্লেখ) করে পারাজিকা অপরাধে অভিযোগে ভিক্ষু ধ্বংস করতে ইচ্ছার কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১-২) তাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছায় অবকাশ না দিয়ে বললে সংঘাদিশেষ এবং দুক্কটাপত্তি হয়। ৩) আক্রোশবশত অবকাশ দিয়ে বললে পাচিত্তিয় (ওমসবাদে) হয়।

(১০) সংঘভেদক ভিক্ষুকে তিনবার সমনুভাষণের পরও স্বমত পরিত্যাগ না করা-হেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) জ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি, ২) দুইবার কর্মবাক্য (অনুশ্রবণ) দ্বারা থুল্লচ্চয় এবং ৩) কর্মবাক্যের অবসানে (ধারণায়) সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(১১) সংঘভেদকের অনুগামী ভিক্ষুদের তিনবার সমনুভাষণের পরও স্বমত অপরিত্যাগে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) জ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট, ২) দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা থুল্লচ্চয় এবং ৩) কর্মবাক্য অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(১২) দুর্বাক্য ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে তিনবার সমনুভাষণ দানের পরও স্বভাব অপরিবর্তনহেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি, ২) দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩) কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(১৩) কুলদূষক আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষুকে তিনবার সমনুভাষণ প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১) বিজ্ঞপ্তি স্থাপনের দ্বারা দুক্কট আপত্তি, ২) দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তির দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩) কর্মবাক্য আবৃত্তির অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু জলে মলমূত্র ত্যাগহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগহেতু একটিমাত্র আপত্তি উৎপন্ন হয়। এটি দুক্কটাপত্তি।

অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু পরিত্যাগে এই একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

[কৃত আপত্তি বার দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বিপত্তি বার

১৯৫. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু চতুর্বিধ আপত্তিতে কয়টি বিপত্তি ভোগ করতে হয়? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু চতুর্বিধ আপত্তিতে দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : ১) স্বীয় শীলবিপত্তি ও ২) স্বীয় আচারবিপত্তি।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগহেতু চতুর্বিধ আপত্তিতে কয়টি বিপত্তি ভোগ করতে হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগহেতু চারি আপত্তির একটি বিপত্তি ভোগ করতে হয়। তা হচ্ছে আচারবিপত্তি।

[বিপত্তি তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সংগৃহীত বার

১৯৬. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত?

মৈথুন দ্বারাধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের চারটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : ১) স্বীয় পারাজিকাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ২) স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ৩) স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৪) স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি, একটিমাত্র আপত্তিস্কন্ধ সংগৃহীত। তা দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ।

[সংগৃহীত বার চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সমুত্থান বার

১৯৭. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি, ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি, ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটিমাত্র সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি দ্বারা সমুত্থিত? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি, ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটিমাত্র আপত্তি সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।

[সমুত্থান বার পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অধিকরণ বার

১৯৮. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি চারি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি, চারি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

[অধিকরণ বার ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সমথ বার

১৯৯. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধাযোগ্য? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি, সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২) স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ এবং ৩) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।...

(২) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য?

অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে প্রাপ্ত আপত্তি, সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১) সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ এবং ৩. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা ৪. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

[সমথ বার সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সমুচ্চয় (সর্বমোট) বার

২০০. (১) মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনহেতু চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১) অক্ষয়িত দেহে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন, পারাজিকা আপত্তির অন্তর্গত। ২) অধিকাংশ ক্ষয়িত দেহে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন থুল্লচ্চয় আপত্তির অন্তর্গত। ৩) গোলাকৃতি মুখে লিঙ্গ স্পর্শের মতো প্রবেশে দুক্কটাপত্তির অন্তর্গত এবং ৪) জতুমট্‌ঠক প্রবেশ করানো পাচিত্তিয় আপত্তির অন্তর্গত হয়। মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে এই চারি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো ১) চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? ২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত? ৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? ৪) চারি অধিকরণের কয়টি অধিকরণ? ৫) সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানকৃত?

সেই আপত্তিগুলো ১) চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : শীলবিপত্তি ও আচারবিপত্তি। ২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের চারটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : ১. স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ২. স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ৩. স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৪. স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়।

৪) চারটি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

৫) সপ্ত সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ক) স্বীয় সম্মুখ বিনয় এবং খ) প্রতিজ্ঞাকরণ; গ) স্বীয় সম্মুখ বিনয় এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।...

(৩) অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? অগৌরবহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগের দ্বারা একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; এটি দুক্কটাপত্তি। অগৌবেরহেতু জলে মলমূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে এই একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

১) সেই আপত্তি চারটি বিপত্তির কয়টি কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে? ২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত হয়? ৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়? ৪) চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? ৫) সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য?

সেই আপত্তি ১) চারটি বিপত্তির একটি বিপত্তি ভোগ করে, তা হচ্ছে আচারবিপত্তি। ২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের এক আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এটি সংগৃহীত তা হচ্ছে দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ। ৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ৪) চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫) সপ্ত সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানকৃত হয়; যথা : ক) সম্মুখ বিনয় এবং খ) প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, গ) সম্মুখ বিনয় এবং ঘ) তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

[সমুচ্চয় বার অষ্টম সমাপ্ত]

অষ্ট প্রত্যয় বার সমাপ্ত

মহাবিভঙ্গে ষোলো মহাবার সমাপ্ত।

ভিক্ষু-বিভঙ্গ মহাবার সমাপ্ত।

২. ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ

১. কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

২০১. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত এবং সন্দর্শিত হয়েছে; ১) ভিক্ষুণীদের সেই পঞ্চম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? ২) কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? ৩) কোন ঘটনায়? ৪) তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? ৫) সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? ৬) সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? ৭) একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? ৮) চারটি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোথা হতে শুরু, কোথায় শেষ? ৯) কোন উদ্দেশ দ্বারা এই উদ্দেশ আগত? চারি বিপত্তির কোন বিপত্তি? ১০) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কোন আপত্তিস্কন্ধ? ১১) ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? ১২) চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? ১৩) সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধান হয়? ১৪) তথায় বিনয় কী কী? ১৫) তথায় অভিবিনয় কী কী? ১৬) তথায় প্রাতিমোক্ষ কি? ১৭) তথায় অধিপ্রাতিমোক্ষ কী? ১৮) কয়টি বিপত্তি? ১৯) কয়টি সম্পত্তি? কয়টি প্রতিপত্তি? ২০) কয়টি অর্থবশে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুণীদের পঞ্চম পারাজিকা প্রজ্ঞাপিত করা হয়? ২১) কারা শিক্ষা করবে? ২২) কার দ্বারা এটি শিক্ষায় শিক্ষিত? ২৩) কোথায় স্থিত? ২৪) কারা ধারণ করবে? ২৫) কার বচন? ২৬) কীভাবে বর্ণিত?

২০২. (২) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত এবং সন্দর্শিত হয়েছে। ১) ভিক্ষুণীদের সেই পঞ্চম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়? সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীকে ভিত্তি করে সূচনা হয়। ৩) কোন ঘটনায়? সুন্দরীনন্দা নিজে কামাসক্তা হয়ে অপর কামাসক্ত পুরুষের সাথে দৈহিক সংসর্গ স্থাপন করেছিল। সেই ঘটনায়। ৪) তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুপ্রজ্ঞপ্তি এবং অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি সেখানে নেই। ৫) সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে। ৬) একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একক প্রজ্ঞপ্তি আছে। ৭) চারি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোথা হতে শুরু, কোথায় সমাপ্তি?

নিদান থেকে শুরু, নিদান পর্যন্ত। ৮) কোন উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত? দ্বিতীয় উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত। ৯) চারটি বিপত্তির কোন বিপত্তি? শীলবিপত্তি। ১০) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কোন আপত্তিস্কন্ধ? পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ। ১১) ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত, বাক্য হতে নয়। ১২) চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? আপত্তি অধিকরণ। ১৩) সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য? দুটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা। ১৪) তথায় বিনয় কী? তথায় অভিবিনয় কী? এখানে প্রজ্ঞপ্তিটি বিনয় এবং বিভক্তিটি অভিবিনয়। তথায় প্রাতিমোক্ষ কী? এবং তথায় অধিপ্রাতিমোক্ষ কী? প্রজ্ঞপ্তিটা প্রাতিমোক্ষ এবং বিভক্তিটি অধিপ্রাতিমোক্ষ। ১৫) বিপত্তি কী? অসংযমবিপত্তি। ১৬) সম্পত্তি কী? সংযমই সম্পত্তি। ১৭) প্রতিপত্তি কী? যাবজ্জীবন প্রাণ থাকতে এরূপ করব না, এই শিক্ষাপদের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। ১৮) কয়টি অর্থবশে ও কারণে ভগবান ভিক্ষুণীদের জন্যে পঞ্চম পারাজিকাটি প্রণয়ন করলেন? দশ অর্থবশে এবং কারণে ভগবান ভিক্ষুণীদের জন্যে পঞ্চম পারাজিকাটি প্রজ্ঞাপ্ত করলেন; যথা : ১. সংঘের সুস্থতার জন্যে ২. সুখের জন্যে, ৩. নীরবে দুষ্টামীকারী এবং বাচাল (দুম্মঙ্কু) ভিক্ষুণীদেরকে নিগ্রহের জন্যে ৪. সুস্বভাবের ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, ৫. ইহজীবনে (দিট্ঠধম্মিক) বা প্রত্যক্ষ জীবনে আসবগুলোর সংযমের জন্যে, ৬. জন্মান্তর দানকারী তৃষ্ণা বা আসবগুলোর (সম্পরায়িকাসব) প্রতিহত করা উচ্ছেদ করার জন্যে, ৭. অপ্রসন্নতা উৎপাদনে, ৮. প্রসন্নতার বৃদ্ধি সাধনে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে, ১১. কাকে শিক্ষাদানের জন্যে? শিক্ষাকামী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং আর্যমার্গহীন কল্যাণকামীদেরকে (শীল-বিনয়গারবী, বিনীত) শিক্ষাদানের জন্যে, ১২. কিসের শিক্ষিত শিক্ষা? অর্হৎ হতে শিক্ষিত শিক্ষা, ১৩. কোথায় স্থিতি? শিক্ষাকামীদের মধ্যে স্থিতি, ১৪. কোনগুলো ধারিত হবে? যেগুলো বলা হলে তা ধারিত হবে, ১৫. কার বাক্য? ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বাক্য, ১৬. কাদের দ্বারা প্রকাশিত? পরম্পরা প্রকাশিত। যথা :

উপালি, দাসক আর সোণক নিগ্গবে;
মোগ্গলিপুত্র এই পঞ্চ জম্বুদ্বীপে।
তৎ হতে মহিন্দ, ইন্দ্রিয়, উত্তিয় আর সম্বলে;
ভদ্র নামের এই পঞ্চ পণ্ডিত মণ্ডলে।

এ সকল মহানাগ (অর্হৎ) এথায় আগত জম্বুদ্বীপ হতে;
ভাষিলে বিনয়পিটক, বহু তাম্রপাতে।
ভাষিলেন পঞ্চ নিকায়, সাতটি তার প্রকরণে;
মেধাবী অরিষ্ট, তিস্‌সদত্ত, পেলেন তা পণ্ডিতগণে।
বিশারদ কালসুমন, দীঘ থেরো এই নামে;
দীর্ঘসুমন নামেতে জন এ সকল পণ্ডিতে।
পুনঃ পেলেন কালসুমন, নাগথের আর বুদ্ধরক্ষিতে;
মেধাবী তিস্‌সথের দেবথের, এ সকল পণ্ডিতে।
পুনঃ পেলেন মেধাবী সুমন, বিশারদ যিনি বিনয়েতে;
বহুশ্রুত চূলনাগ হস্তীগ্রাম যিনি দুটি ধ্বংসেতে।
ধর্মপালিত নামেতে যিনি; সজ্জনে পূজিত রোহণে;
তাঁরই শিষ্য খেমে থেরো, মহাপ্রাজ্ঞ ত্রিপিটকে।
দ্বীপে তারকা রাজা প্রজ্ঞায় যারা বিরোচিত;
মেধাবী উপতিস্‌স, ফুস্‌স, মহাকথিক বহুশ্রুত।
পুনঃ পেলেন মেধাবী সুমন, পুষ্প নামক বহুশ্রুত;
মহাকথিক মহাসীব, পিটকে সর্বত্র কোবিদ।
পুনঃ উপালি মেধাবী, বিশারদ বিনয়ে;
মহানাগ মহাপ্রাজ্ঞ বংশ কোবিদ সদ্ধর্মেতে।
পুনঃ মেধাবী অভয় পিটকে সর্বত্র কোবিদে;
তিস্‌স থের মেদাবী, বিশারদ বিনয়ে।
তাঁরই শিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ পুষ্প নামক বহুশ্রুত;
শাসনের অনুরক্ষক জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত।
মেধাবী চূল অভয়, বিশারদ বিনয়ে;
মেধাবী তিস্‌সথের, সদ্ধর্মবংশ কোবিদে।
মেধাবী চূলদেব বিশারদ বিনয়ে;
মেধাবী সিবথেরো বিনয়ে সর্বত্র কোবিদে।
মহাপ্রাজ্ঞ এ সকল নাগ, বিনয়জ্ঞ কোবিদে;
দ্বীপে বিনয় প্রকাশ করেন ত্রিপিটক তাম্রপাতে।

৩০৩. (৩) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত, সন্দর্শিত ভিক্ষুণীদের সেই ষষ্ঠ পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত? ১) শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়। ৩) কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অপর এক ভিক্ষুণীর

পারাজিকা অপরাধ প্রাপ্তির বিষয়টি জেনেও তাকে ভর্ৎসনা করেননি; গণের (সভায়) নিকটে প্রকাশও করেননি। সেই ঘটনায়। ৪) এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি, ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটিমাত্র সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত।...

২০৪. (৪) ১. ভিক্ষুণীদের সপ্তম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীসংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপণ দণ্ডপ্রাপ্ত পূর্বে গন্ধবাদী ভিক্ষু অরিষ্টের পক্ষ সমর্থনকারিণী হয়েছিলেন। সেই ঘটনায় ৪. এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটিমাত্র সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ধুরনিক্ষেপ দ্বারা অর্থাৎ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে।...

২০৫. (৫) ১. ভিক্ষুণীদের অষ্টম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীদেরকে উপলক্ষ করে প্রথম সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা অষ্টম বত্থু পরিপূরণ করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : ধুরনিক্ষেপে।...

[আট পারাজিকা সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

মৈথুন, অদত্ত গ্রহণ মানুষ হত্যা, উত্তরী,
কায়সংসর্গ সমাপন, উৎক্ষিপ্ত, অষ্ট বত্থুকা
প্রজ্ঞপ্তিলেন মহাবীর, ছিন্ন মূলে নিসংশয়ী।

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

২০৬. ভগবান অর্হৎ সম্যুকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত, সন্দর্শিত, 'আক্রোশবাদী' ভিক্ষুণীকে 'অড্ডং' দণ্ডকর্ম বাক্যান্তে সংঘাদিশেষ হয়' ১) এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? ৩) কোন ঘটনায়?... কীভাবে প্রকাশিত?

২০৭. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত, সন্দর্শিত, 'আক্রোশবাদী ভিক্ষুণীকে 'অড্ঢং' দণ্ডকর্ম বাক্যান্তে সংঘাদিশেষ হয়। ১) এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কাকে

উপলক্ষ করে আরম্ভ? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী কলহপরায়ণ, আক্রোশবাদী হয়ে অবস্থান করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪) উহাতে প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একটি প্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুৎপন্ন জ্ঞপ্তি অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি তাতে নাই। ৫) সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে। ৬) একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একক প্রজ্ঞপ্তি আছে। ৭) চারি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোথায় শুরু, কোথায় সমাপ্তি? নিদান হতে শুরু নিদানেই শেষ। ৮) কোন উদ্দেশের দ্বারা এই উদ্দেশ আগত হয়? তৃতীয় উদ্দেশ দ্বারা এই উদ্দেশ আগত হয়। ৯) চারি বিপত্তির এটি কোন বিপত্তি? শীলবিপত্তি। ১০) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের এটি কোন আপত্তিস্কন্ধভুক্ত? সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধভুক্ত। ১১) ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়? দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ক) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; কিন্তু চিত্ত হতে নয়। খ) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতেই সমুত্থিত হয়।... কার দ্বারা প্রকাশিত হয়? পরম্পরা প্রকাশিত হয়। যথা :

উপালি, দাসক আর সোণক সিগ্গবে;
মোগ্গলিপুত্ত এই পঞ্চকে প্রকাশিত জম্বুদ্বীপে।
মহাপ্রাজ্ঞ এ সকল নাগ, বিনয়জ্ঞ মার্গকোবিদে (অর্হৎ);
দ্বীপে প্রকাশিল বিনয়, পিটকে তাম্রপাতে।

২০৮. (২) 'চৌরীকে উপসম্পদা দানে সংঘাদিশেষ হয়'। ১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী চৌরীকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। এই ঘটনায়। ৪) এটি একক প্রজ্ঞপ্তি। ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : ক) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। খ) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।...

২০৯. (৩) একাকী গ্রামান্তর গমনে সংঘাদিশেষ হয়। ১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনায়।

এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থানের দ্বারা সমুত্থিত। (প্রথম পারাজিকার অন্তর্গত)। ...

২১০. (৪) সমগ্র সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ড প্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে বুদ্ধশাসনে ধর্মবিনয়ের দ্বারা পুনঃ গারবতাসম্পন্ন না করে, দণ্ডবিধানকারী কারকসংঘকে অবজ্ঞা না করে, গণের অনুমতি না নিয়ে, নিজেই দণ্ড তুলে নেয়া ভিক্ষুণীর সংঘাদিশেষ হয়।

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী, সংঘের একমত দ্বারা উৎক্ষিপ্তা ভিক্ষুণীকে শাস্তা শাসনের ধর্মবিনয়ের প্রতি পুনঃ অভিরমিত না করিয়ে, দণ্ডদানকারী কারক সংঘের অজ্ঞাতে, গণের অনুমতি গ্রহণ না করে, নিজেই দণ্ড পরিহার করিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪) এটি একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত। তা ধুরনিক্ষেপের মধ্যে।...

২১১. (৫) কামরাগাসক্ত ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের হাত হতে খাদ্য ভোজ্যাদি স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে ভোজনকারিণী সংঘাদিশেষ হয়। ১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে। ৩) সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী কামরাগাসক্তা হয়ে কামাসক্ত পুরুষের হাত হতে স্বহস্তে আমিষ (খাদ্যবস্তু) প্রতিগ্রহণ করেছিলেন। সে ঘটনায়। ৪) এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত। এটি প্রথম পারাজিকাভুক্ত।...

২১২. (৬) "আর্যে, এই ব্যক্তি কী করছেন? তিনি কি আসক্ত, না অনাসক্ত? আপনি অনাসক্ত আছেন কি? হ্যাঁ আর্যে, এই ব্যক্তি আপনাকে খাদ্য বা ভোজ্য দ্রব্য যা দিচ্ছেন তা আপনি যদি অনাসক্তা হন তাহলে প্রতিগ্রহণ করেই পান-ভোজন করেন দেখি"। এভাবে নিন্দাকারী ভিক্ষুণীর সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? জনৈক ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণী—"আর্যে, এই ব্যক্তির সাথে কি করছেন? তিনি কি আসক্ত, না অনাসক্ত? আপনি অনাসক্তা আছেন কি? হ্যাঁ আর্যে, এই ব্যক্তি আপনাকে খাদ্য বা ভোজ্য যা দিচ্ছেন, তা আপনি স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করেই পান-ভোজন করুন।" এভাবে নিন্দা করেছিলেন। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে। ৪) এটির একটিমাত্র প্রজ্ঞপ্তি। ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

২১৩. (৭) কোনো অভিযোগের প্রত্যাখ্যানকারী ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার

সমনুভাষণ দেয়ার পরও স্বমত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। ১) এটি কোথায় প্রজ্ঞপ্তি হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণী ক্রুদ্ধ আক্রোশকারী অসন্তুষ্ট ভিক্ষুণী তৃতীয়বার সমনুভাষণেও স্বভাব অপরিত্যাগের দ্বারা সংঘাদিশেষ হয়।

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণী তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর প্রতি অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলেছিলেন, "ভিক্ষুণীরা আত্মমতলবী; ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী। সেই ঘটনার কারণে। ৪) এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি; ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

২১৪. (৮) "বিন্দুমাত্র অভিযোগেও প্রত্যাখ্যাতা ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও স্বমত অপরিত্যাগহেতু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।"

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২) কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণীর উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণী কিছু অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ক্রুদ্ধা অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলেছিলেন, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী (আত্মমতলবী), ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী—এই ঘটনায়। ৪) এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি, ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত। (ধুরনিক্ষেপের আওতাভুক্ত)...

২১৫. (৯) গৃহীদের সাথে অতিসংশ্লিষ্টা ভিক্ষুণীদেরকে তিনবার সমনুভাষণের পরও স্বভাব ত্যাগ না করলে সংঘাদিশেষ হয়।

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২) কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুণীদের উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণীরা গৃহীদের সাথে অতিসংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪) এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপভুক্ত)...

২১৬. (১০) "আর্যরা অতিসংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন। আপনারা এভাবে নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করবেন না।" এভাবে বলতে নিন্দাকারীকে তিনবার সমনুভাষণের পরও স্বভাব পরিত্যাগ না করলে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়।

১) এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২) কার উপলক্ষ

করে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর উপলক্ষে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী নিন্দা করে বলেছিলেন যে, "আর্যরা খুবই সংশ্লিষ্টা হয়েই অবস্থান করছেন। সেই ঘটনায়। ৪) এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপভুক্ত)...

[দশটি সংঘাদিশেষ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উস্‌সবাদিকা চৌরী, গ্রামান্তর আর উৎক্ষিপ্তা, খাদনে;
কিহে! কুপিতা, কিছু অভিযোগ, সংশ্লিষ্টাতে।
এটিই দশটি সংঘাদিশেষ জ্ঞাতব্য।

৩. নিস্‌সগ্গিয় খণ্ড

২১৭. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত, সন্দর্শিত; সেই পাত্র সঞ্চয়ে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপত্তি। ১) শিক্ষাপদটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২) কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীদের উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩) কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা পাত্র সঞ্চয় করে রাখাছিলেন; সেই ঘটনায়। ৪) এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫) ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনকভুক্ত)...

(২) অকালচীবরকে কালচীবররূপে অধিষ্ঠান করে, বণ্টন করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অকালচীবরকে কালচীবররূপে অধিষ্ঠান করে বণ্টন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৩) ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে ছিনিয়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অপর এক ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে পুনঃ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৪) একটি নির্দেশ করে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়

হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার উপলক্ষে প্রজ্ঞাপিত হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপিত। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা একটি নির্দেশ করার পর পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করেছিলেন; এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫) একটি চেয়ে নিয়ে পরিবর্তে অন্যটি চাইলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ১. এই শিক্ষাপদ কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী একটি চেয়ে নেয়ার পর অন্যটি চেয়েছিলেন; এই ঘটনায়। ৪. এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই সমুত্থিত হয়।...

(৬) সংঘের দ্বারা এক উদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা অন্য দ্রব্য চেয়ে নেয়া ব্যক্তির নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? জনৈক ভিক্ষুণীগণকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণীগণ সংঘ কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা অন্য দ্রব্য চেয়ে নিয়েছিলেন। এ ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(৭) সংঘের দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা সজ্ঞানে অন্য দ্রব্য নিলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুণীদেরকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণীরা সংঘ কর্তক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্য দ্রব্য নিয়ে গিয়েছিলেন; এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(৮) মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা অন্য দ্রব্য নিয়ে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুণীদেরকে উপলক্ষ করে। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণীরা মহাজনতা কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা অন্য দ্রব্য নিয়েছিলেন; এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(৯) মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা, সজ্ঞানে অন্যদ্রব্য

নিলে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুণীদেরকে উপলক্ষ করে। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণীরা মহাজনতা কর্তক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা সজ্ঞানেই অন্যদ্রব্য নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(১০) কোনো ব্যক্তি দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা সজ্ঞানে অন্যদ্রব্য নিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী এক ব্যক্তি কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা সজ্ঞানে অন্য দ্রব্য নিয়েছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(১১) চতুর্থাংশের চেয়ে উৎকৃষ্ট বেশি ভারী উত্তরীয় পরিবর্তনকারীর নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাতি। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী রাজার কম্বল চেয়েছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই সমুত্থিত হয়।...

(১২) অর্ধেকের বেশি উত্তম হালকা উত্তরীয় পরিবর্তনকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীদেরকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী রাজাদের ক্ষৌম বস্ত্র চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

[বারোটি নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পাত্র, অকাল, কাল, পরিবর্তে আর বিজ্ঞাপনে,
পরিবর্তন করে, অন্যদত্তে, সাংঘিকে আর মহাজনে;
সজ্ঞানে, পুদ্গালিকে, চতুর্থাংশে আর অর্ধেকেরও বেশি।

৪. পাচিত্তিয় খণ্ড

১. রসুন বর্গ

২১৮. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা যেভাবে জ্ঞাত, সন্দর্শিত, সেই রসুন খাদিকার পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা মাত্রজ্ঞানহীন হয়ে অন্যের দ্বারা রসুন নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনাই। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(২) কষ্টকর স্থানের বা যোনিদ্বারে (বহুজন সমক্ষে) লোম উৎপাটনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীদের উপলক্ষে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা জনসমক্ষে লোম উৎপাটন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৩) যোনিদ্বারে হাতের তালু (তলঘাতং) দ্বারা আঘাতে (থাপ্পর দিলে) পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার উপলক্ষে আরম্ভ হয়? দুই ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? দুই ভিক্ষুণী হাতের তালু দ্বারা আঘাত করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (প্রথম পারাজিকাভুক্ত)...

(৪) জতুমট্ঠক (গর্ভরোধে লাভাজাতীয় দ্রব্য) ব্যবহারে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে আরম্ভ হয়? জনৈক ভিক্ষুণীর কারণে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈক ভিক্ষুণী জতুমট্ঠক গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তির এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (প্রথম পারাজিকাভুক্ত)...

(৫) আঙুলের দুই পর্বাতিরিক্ত যোনিদ্বারে উদকশুদ্ধি গ্রহণকারীর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শাক্যরাজ্যে প্রজ্ঞাপিত। ২. কার কারণে শুরু হয়? জনৈক ভিক্ষুণীর কারণে শুরু হয়। কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী অতি গভীরে যোনিদ্বারে উদকশুদ্ধি করেছিলেন। সেই

ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৬) ভিক্ষুর ভোজনকালে পানীয় বা পাখা দ্বারা সেবিকারূপে থাকলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী ভোজনরত ভিক্ষুর সেবিকারূপে পানীয় এবং পাখা নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৭) অপক্ব চাল চেয়ে নিয়ে ভোজনকারিণীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী অপক্কচাল চেয়ে নিয়ে ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৮) মল-মূত্র, আবর্জনা বা এঁটো খাদ্য আবর্জনা স্তূপে ফেললে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী প্রস্রাবে আবর্জনা স্তূপে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(৯) মল-মূত্র আবর্জনা বা এঁটো সবুজ উদ্ভিদের ওপর ফেললে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কোন কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণীর মল-মূত্র, আবর্জনা ও এঁটো সবুজ উদ্ভিদের ওপর ফেলছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(১০) নাচ, গীত, বাদ্য দর্শনে গমনকারিণীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা নাচ, গীত, বাদ্য দর্শনার্থে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান হতে এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকভুক্ত)...

[লসুন বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. রাত্রির অন্ধকার বর্গ

২১৯. (১১) রাত্রির অন্ধকারে অপ্রদীপে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে আরম্ভ? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপহীন অবস্থায় পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (থেয্যসত্থকভুক্ত)...

(১২) আচ্ছাদিত খোলা আকাশে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী আচ্ছাদিত স্থানে খোলা আকাশতলে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান হতে এটি সমুত্থিত হয়। (থেয্যসত্থকভুক্ত)...

(১৩) উন্মুক্ত আকাশতলে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে জনৈকা ভিক্ষুণী খোলা আকাশতলে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (থেয্যসত্থকভুক্ত)...

(১৪) রথে, সেনাব্যূহে বা চৌরাস্তার মোড়ে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? স্থুলানন্দা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী রথে, ব্যূহে এবং চৌরাস্তার মোড়ে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (থেয্যসত্থকভুক্ত)...

(১৫) ভোজনের পূর্বে গৃহীকুলে উপস্থিত হয়ে আসনে উপবেশন করে গৃহস্বামীকে না বলে চলে গেলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী গৃহস্বামীকে না বলে চলে গিয়েছিলেন। এ ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনকভুক্ত)...

(১৬) ভোজনের পর গৃহীকুলে উপস্থিত হয়ে, গৃহস্বামীকে না বলে আসনে উপবেশন করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ভোজনের পরে গৃহীকুলে উপস্থিত হয়ে, গৃহস্বামীকে না বলে শয্যাসনে শুয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটি প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনকভুক্ত)...

(১৭) বিকালে গৃহীকুলগুলোতে উপস্থিত হয়ে গৃহস্বামীকে না বলে শয্যা নিজে বা অন্যের দ্বারা বিছায়ে শুয়ে পড়লে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী গৃহীকুলে বিকালে উপস্থিত হয়ে গৃহস্বামীকে না বলে শয্যা বিছায়ে শুয়ে পড়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনকভুক্ত)...

(১৮) বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, বিপরীতভাবে ধারণ করে, পরে নিন্দা সমালোচনা করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী বিপরীতভাবে গ্রহণ ও বিপরীতভাবে গ্রহণ করে পরে তার নিন্দা করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(১৯) নিজেকে বা পরকে নিরয় দ্বারা, ব্রহ্মচর্যা দ্বারা অভিশাপ দিলে, পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী চণ্ডকালীর কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী চণ্ডকালী নিজেকে এবং পরকে নিরয় এবং ব্রহ্মচর্যা দ্বারা অভিশাপ দিতেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(২০) নিজের বধ বা মৃত্যু কামনা করে করে রোদন করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী চণ্ডকালীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণী নিজের মৃত্যু কামনা করে করে রোদন করতেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপভুক্ত)...

[রাত্রির অন্ধকার বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. স্নান বর্গ

২২০. (২১) নগ্ন হয়ে স্নানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী নগ্ন হয়ে স্নান করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(২২) প্রমাণের অতিরিক্ত স্নানবস্ত্র তৈরিতে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা প্রমাণাতিরিক্ত স্নানবস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এটি সমুত্থিত হয়।...

(২৩) ভিক্ষুণীরা চীবর নিজে বা অন্যের দ্বারা চীবর সেলাই করে, বা চীবর সেলাইয়ের জন্যে নিজে বা অন্যের দ্বারা করাতে উদ্যোগী না হলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীদের জন্যে নিজে বা অন্যের দ্বারা চীবর সেলাই না করে উদ্যোগ ও নেননি। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপভুক্ত)...

(২৪) পঞ্চাহিক সজ্ঘাটিচার অতিক্রম করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীদের হাতে চীবর নিক্ষেপ করে শুধু সজ্ঘাটি নিয়ে জনপদ বিচরণে বের হয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনক আওতাভুক্ত)...

(২৫) অন্যকে দেয়া চীবর নিজে পরিধান করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর চীবর না বলে পারুপন করেছিলেন। সে ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনক)...

(২৬) গণের (২/৩ জন) চীবর লাভের অন্তরায়কারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা গণের লাভে অন্তরায় করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(২৭) ধর্মত চীবর বণ্টনে প্রত্যাখ্যান করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ধর্মত চীবর বণ্টনে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(২৮) গৃহী, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে শ্রামণ চীবর দান করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা গৃহীকে শ্রামণ-চীবর দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(২৯) দুর্বল (জীর্ণ) চীবর প্রত্যাশায় চীবরকাল সময় অতিক্রান্তে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা দুর্বল চীবর প্রত্যাশায় চীবরকাল সময় অতিক্রম করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৩০) ধর্মত কঠিনুদ্ধারে (কথিনুদ্ধারং) প্রতিবন্ধকতাকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ধর্মত কঠিনুদ্ধারে প্রতিবন্ধকতা করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি তিনটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

[স্নান বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. তুবট্ট (অংশভাগ) বর্গ

২২১. (৩১) দুই ভিক্ষুণী একই মঞ্চে শয়নে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি

কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী দুইজনে একই মঞ্চে শয়ন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৩২) দুই ভিক্ষুণী একই কম্বলের মধ্যে শয়নে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী একই কম্বলের মধ্যে শয়ন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৩৩) সজ্ঞানে ভিক্ষুণীদের অসুবিধা সৃষ্টিকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সজ্ঞানে ভিক্ষুণীদের অসুবিধা সৃষ্টি করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৩৪) দুঃখগ্রস্ত সহজীবিনীকে নিজে সেবা না করলে বা অন্যের দ্বারা সেবার উদ্যোগ না নিলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সঞ্জীবনী ভিক্ষুণীকে নিজে সেবা করেননি; অন্যের দ্বারাও সেবায় উদ্যোগী হননি। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপভুক্ত)...

(৩৫) ভিক্ষুণীকে থাকার ঘর দিয়ে ক্রুদ্ধা, অসন্তুষ্টা হয়ে বের করে দিলে, পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক ভিক্ষুণীকে থাকার ঘর দিয়ে, পরে তার প্রতি কুপিত, অসন্তুষ্ট হয়ে বের করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৩৬) সংসর্গানুরক্তা ভিক্ষুণীকে তিনবার সমনুভাষণ দেয়ার পরও স্বভাব অপরিবর্তনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণীর চণ্ডকালীর কারণে সূচনা

হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী চণ্ডকালী অতিশয় সংসর্গানুরক্তা হয়ে অবস্থান করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপভুক্ত)...

(৩৭) রাজ্যের মধ্যে আশংকা, ভীতিযুক্ত বলে কথিত স্থানে ছুরিকাদি শাস্ত্রবিহীন হয়ে বিচরণকারিণীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী রাজ্যের মধ্যে আশঙ্কা ও ভীতিযুক্ত বলে কথিত স্থানে শস্ত্রবিহীন হয়ে বিচরণ করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৩৮) বহিঃরাজ্যে শঙ্কাযুক্ত বলে বিদিত ও ভীতিপ্রদ বলে কথিত স্থানে শস্ত্রবিহীন হয়ে বিচরণকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বহিঃরাষ্ট্রে শাস্ত্রবিহীন হয়ে বিচরণ করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৩৯) বর্ষার ভেতরে চারিকায় বিচরণকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বর্ষার ভেতরে চারিকায় বিচরণ করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৪০) বর্ষার শেষে ভিক্ষুণীরা চারিকায় না গেলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বর্ষার সমাপ্তিতে চারিকায় গমন করেননি। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (প্রথম পারাজিকাভুক্ত)...

[তুবট্ট বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. চিত্রশালা বর্গ

২২২. (৪১) রাজভবন, চিত্রশালা, আরাম, উদ্যান বা পুষ্করিণী দর্শনার্থে গমনকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা রাজভবন, চিত্রশালাদি দর্শনে গমন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৪২) আসন্দি (লম্বা চেয়ার) বা পালঙ্ক ব্যবহারকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী আসন্দি আর পালঙ্ক ব্যবহার করছিলেন; এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৪৩) সুতো কাটায় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুতো কাটছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৪৪) গৃহীর সেবিকাকর্মে নিয়োজিতের পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী গৃহীদের সেবিকা কর্মে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৪৫) 'আর্যে, আসুন, এই অভিযোগের সমাধা করুন!' ভিক্ষুণী দ্বারা এরূপ বলাতে 'অতি উত্তম' এভাবে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেও অভিযোগের সমাধান করতে বা সমাধানের জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ না করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা, ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক 'আর্যা, আসুন! আমরা এই অভিযোগের উপশম করি' এভাবে বলতে, তিনি সাধু! বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা উপশম করেননি এবং উপশমের জন্যে কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশও করেননি। সেই

ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপভুক্ত)...

(৪৬) গৃহী, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্য দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী স্বহস্তে গৃহীকে খাদ্য-ভোজ্য দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমভুক্ত)...

(৪৭) আবাসিক অভ্যন্তরীণ চীবর ত্যাগ না করে ভোজন করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচিত হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা অভ্যন্তরীণ চীবর ত্যাগ না করেই ভোজন করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (কথিনকভুক্ত)...

(৪৮) অভ্যন্তরীণ বাস ত্যাগ না করে চারিকায় প্রস্থান করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা অভ্যন্তরীণ বাস ত্যাগ করে চারিকায় বের হয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনকভুক্ত)...

(৪৯) জাদু ও তন্ত্রমন্ত্রাদি অবাস্তব বিদ্যায় (তিরচ্ছানবিজ্জা) দক্ষতা অর্জনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষর্ড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তিরচ্ছান বিদ্যায় দক্ষতা (পরিয়াপুনন্তি) অর্জন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (পদসোধম্মের অন্তর্গত)...

(৫০) জাদু, তন্ত্রমন্ত্রাদি বিদ্যা বিষয়ে কথা বললে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তিরচ্ছান বিদ্যা-বিষয়ক কথা বলেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (পদসোধম্মের অন্তর্গত)...

[চিত্রশালা বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. আরাম বর্গ

২২৩. (৫১) ভিক্ষু আছে জেনেও জিজ্ঞেস না করে আরামে প্রবেশ করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচিত হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী, আরামে ভিক্ষু আছেন, জেনেও বিনা জিজ্ঞাসায় প্রবেশ করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির একটি প্রজ্ঞপ্তি এবং দুটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অন্তর্গত)...

(৫২) ভিক্ষুকে আক্রোশ করলে, গালি দিলে (পরিভাসতি) পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? ২. বৈশালীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা আয়ুষ্মান উপালিকে আক্রোশ করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫৩) ক্রোধবাক্যে (চণ্ডীকতায়) গণকে (২/৩জন) গাল-মন্দ করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা গণকে ক্রোধবাক্য ভাষণ করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫৪) নিমন্ত্রিত হয়ে বা পর্যাপ্ত ভোজনের পরে অন্যত্র খাদ্য বা ভোজ্য ভোজনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোজনের পরেও অন্যত্র ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫৫) গৃহীকুলকে মাৎসর্য (মচ্ছরায়) বা কৃপণতা প্রদর্শনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী গৃহীকুলের প্রতি কৃপণতা প্রদর্শন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪.

এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫৬) ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস দ্বারা পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে সূচনা হয়। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষা যাপন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫৭) বর্ষা যাপনকারী ভিক্ষুণী কর্তৃক উভয় সংঘে ত্রিস্থানে প্রবারণা না করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বর্ষা যাপনান্তে উভয় সংঘের নিকট প্রবারণা করেননি। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

(৫৮) উপদেশ গ্রহণে একসঙ্গে না গেলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শাক্যরাজ্যে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা উপদেশ গ্রহণে গমন করেননি। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (প্রথম পারাজিকাভুক্ত)...

(৫৯) উপোসথ দিবস জিজ্ঞেস না করলে, উপদেশ প্রার্থনা না করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী উপোসথ দিবসও জিজ্ঞেস করেননি, উপদেশ প্রার্থনাও করেননি। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

(৬০) পাছাভাগে (পসাখে)-জাত ফোঁড়া বা রক্ত গণ বা সংঘকে না জানিয়ে (অনপলোকেত্বা) পুরুষের সাথে একাকী ভেদন করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণীর পাছাভাগে (পসাখে) জাত গণ্ড পুরুষের সাথে একাকী ভেদন করিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি

সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথনিকের অন্তর্ভুক্ত)...

[আরাম বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. গর্ভিণী বর্গ

২২৪. (৬১) গর্ভিণীকে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী গর্ভিণীকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৬২) দুগ্ধবতীকে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী দুগ্ধবতীকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৬৩) ছয় ধর্মে দুই বছর যাবৎ শিক্ষাগ্রহণ না করা শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী ছয় ধর্মে দুবছর শিক্ষা গ্রহণ না করা শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৬৪) ছয় ধর্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষামনাকে সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী ছয় ধর্মে শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষামনাকে সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৬৫) গৃহীজীবনে বারো বছরের কম অবস্থানকারীকে প্রব্রজ্যা দানে, পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বারো বছরের কম গৃহীজীবনে গতকারীকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিন সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৬৬) গৃহীজীবন বারো বছর গতকারী, কিন্তু ছয় ধর্মে দুই বছর শিক্ষাহীনকে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে বারো বছর পরিপূর্ণ; কিন্তু ছয় ধর্মে দুই বছরের শিক্ষায় অপূর্ণাকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৬৭) গৃহীজীবনে বারো বছর গতকারী, ছয় ধর্মে দুই বছর শিক্ষা গ্রহণকারী; কিন্তু সংঘের অসম্মতিতে তাকে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে বারো বছর গতা; ছয় ধর্মে দুই বছর শিক্ষাপ্রাপ্তা; কিন্তু তাকে সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৬৮) সহজীবিনীকে প্রব্রজ্যা দেয়ার পর দুই বছর নিজে অনুগ্রহ বা অন্যের দ্বারা অনুগ্রহ কিছুই না করলে, পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সহজীবনীকে প্রব্রজ্যা দেয়ার পর দুই বছর অনুগ্রহ-অননুগ্রহ কিছুই করেননি। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

(৬৯) প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তা অনুবর্তিনীকে দুই বছর নিয়ন্ত্রণ না করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তা অনুবর্তিনীকে দুই বছর নিয়ন্ত্রণে রাখেননি। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (প্রথম পারাজিকার অনুসারে)...

(৭০) সহজীবিনীকে আপত্তিমুক্ত করে তাকে নিজে পৃথক না করলে বা তদ্বারা পৃথক না করালে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সহজীবনীকে আপত্তি থেকে উদ্ধার করে নিজেও তাকে পৃথক করেননি; তাকেও পৃথক করাননি। এ

ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

[গর্ভিণী বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

৮. কুমারীভূত বর্গ

২২৫. (৭১) ঊনিশ বছরের কুমারীকে উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী ঊনিশ বছরের কুমারীকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৭২) পরিপূর্ণা বিশ বছরের কুমারীকে ছয় ধর্মে দুই বছরের শিক্ষা না দিয়ে উপসম্পদায় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীকে ছয় ধর্মে দুই বছরের শিক্ষা না করিয়ে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৭৩) বিশ বছর পরিপূর্ণা, ছয় ধর্মে দুই বছর শিক্ষাকারীকে সংঘের সম্মতি না দিয়ে উপসম্পদায় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বিশ বছর পরিপূর্ণা, ছয় ধর্মে দুই বছর শিক্ষিতাকে সংঘের সম্মতি না নিয়ে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৭৪) বারো বছরের কম বয়সীকে প্রব্রজ্যা দিলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বারো বছরের কম বয়সীকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৭৫) দ্বাদশ বছর পরিপূর্ণা, কিন্তু সংঘের সম্মতি ব্যতীত প্রব্রজ্যাদানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২.

কী কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী দ্বাদশ বছর পরিপূর্ণা, কিন্তু সংঘের সম্মতি ব্যতীত প্রব্রজ্যাদান করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি হতে সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৭৬) 'এই আর্যাকে প্রব্রজ্যা দিলে ভালো হয়' এরূপ বলতে 'সাধু' বলে প্রতিশ্রুতি দানের পরে পুনঃ প্রত্যাখ্যান (খীযনধম্মং) করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী চণ্ডকালীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী চণ্ডকালী 'উত্তম হয়, আর্যাদের দ্বারা তাকে প্রব্রজ্যা দান' এভাবে বলাতে 'সাধু' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৭৭) শিক্ষামনাকে "আর্যে, তুমি চীবর দাও তবে তাকে প্রব্রজ্যা দেব" এরূপ বলেও প্রব্রজ্যা না দিলে বা অন্যের দ্বারা দেয়ার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ না করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী শিক্ষামনাকে "আর্যা, তুমি যদি চীবর দাও, তাহলে প্রব্রজ্যা দেব" এরূপ বলে নিজেও প্রব্রজ্যা দেননি, অন্যের দ্বারা প্রব্রজ্যা দানে ঔৎসুক্যও প্রকাশ করেননি। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অন্তর্গত)...

(৭৮) "আর্যে, যদি তুমি আমাকে দুই বছর সেবা কর, তাহলে তোমাকে প্রব্রজ্যা দেব"। শিক্ষামনাকে এরূপ বলে প্রব্রজ্যা নিজে না দিলে; অন্যের দ্বারা প্রব্রজ্যার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশও না করলে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কী কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা শিক্ষামনাকে "আর্যা, তুমি যদি আমাকে দুই বছর সেবা কর, তাহলে প্রব্রজ্যা দেব", এভাবে অবকাশ দিয়ে প্রব্রজ্যা নিজেও দেননি, অন্যকে দিতেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি।" এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

(৭৯) পুরুষসংশ্লিষ্টা, কুমারসংশ্লিষ্টা, চণ্ডস্বভাবা, শোকাতুরা শিক্ষামনাকে

প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা পুরুষসংশ্লিষ্টা, কুমারসংশ্লিষ্টা, চণ্ডস্বভাবা, শোকাতুরাকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৮০) মাতাপিতা বা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা মাতাপিতা, আর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ক) স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত; কায় এবং চিত্ত হতে নয়। খ) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। গ) স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ঘ) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।...

(৮১) পারিবাসিকের ইচ্ছায় শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজগৃহে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা পরিবাসের ইচ্ছা প্রকাশকারী হয়ে শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দান করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৮২) বছরের একবার (অনুবস্‌সং) প্রব্রজ্যা দানকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বছরে একবার মাত্র প্রব্রজ্যা দিচ্ছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৮৩) বছরে দুইবার প্রব্রজ্যা দানকারীর পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী বছরে দুবার প্রব্রজ্যা দিচ্ছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

[কুমারীভূত বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ছত্র-জুতা বর্গ

২২৬. (৮৪) ছাতা এবং জুতা ব্যবহারে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ছাতা এবং জুতা (ছত্ত + উপহান > ছত্তুপহান) ব্যবহার করছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান এটি দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের ভুক্ত)...

(৮৫) যানে করে যাওয়াতে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা যান-বাহনে করে যাচ্ছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের ভুক্ত)...

(৮৬) সজ্ঘানি (বস্ত্রখণ্ড) ধারণে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী সজ্ঘানি (সজ্ঘ+আনি) কাপড়ের আনি (কাপড়ের ছোটো খণ্ডকে আনি বলা হয়েছে) ধারণ করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের অনুসারে)...

(৮৭) স্ত্রী-অলংকার ধারণে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা স্ত্রী অলংকার ধারণ করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের অনুসারে)...

(৮৮) সুগন্ধি রং প্রভৃতি দ্বারা স্নানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধি রং প্রভৃতি দ্বারা স্নান করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের ভুক্ত)...

(৮৯) সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা স্নানে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধি

তৈলে স্নান করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের অনুযায়ী)...

(৯০) ভিক্ষুণী দ্বারা উৎমর্দন-পরিমর্দনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী উৎমর্দন-পরিমর্দন করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের অনুযায়ী)...

(৯১) শিক্ষামনা দ্বারা উৎমর্দন-পরিমর্দনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী শিক্ষামনা দ্বারা উৎমর্দন-পরিমর্দন করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের ভুক্ত)...

(৯২) শ্রামণেরী দ্বারা উৎমর্দন-পরিমর্দনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী শ্রামণেরী দ্বারা উৎমর্দন-পরিমর্দন করাচ্ছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের ভুক্ত)...

(৯৩) গৃহিণীর দ্বারা উৎমর্দন-পরিমর্দনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার দ্বারা সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর দ্বারা। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী গৃহিণীর দ্বারা উৎমর্দন-পরিমর্দন করাচ্ছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (এলকলোমকের অনুসারে)...

(৯৪) জিজ্ঞেস না করে ভিক্ষুর পূর্বে আসনে উপবেশনে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী জিজ্ঞেস না করে ভিক্ষুর পূর্বে আসনে উপবেশন করছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান

দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (কথিনকের ভুক্ত)...

(৯৫) অবকাশ না নিয়ে ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী অবকাশ না নিয়ে ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (পদসোধম্মের ভুক্ত)...

(৯৬) কোমরবন্ধনহীন দেহে গ্রামে প্রবেশে পাচিত্তিয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ২. কার কারণে সূচনা হয়? জনৈকা ভিক্ষুণীর কারণে। ৩. কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী কোমর-বন্ধনীহীন অবস্থা গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। যথা : ক) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়। খ) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।...

[ছত্র-জুতা বর্গ নবম সমাপ্ত]

নয় বর্গের ক্ষুদ্রাপত্তি সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা

রসুন, সংহরে লোম, তল, মট্‌ঠক, শুদ্ধিকা;
ভোজন, আমক ধান্য, দুই, আবর্জনা দর্শন।
অন্ধকারে, প্রতিচ্ছন্নে, অব্‌ভোকাসে, রথিকে;
পূর্বে, পাছে, বিকালে, দুর্গৃহীত, নিরয়, বধে।
নগ্নোদকা, সেলাইয়ে, পঞ্চাহিত, সঙ্ঘমনীয়ে;
গণ, বিভঙ্গ, শ্রমণ, দুর্বল, আর কথিনে।
এক মঞ্চ, আস্তরণে, সজ্ঞানে, সহজীবীকে;
দান, সংশ্লিষ্টা, অন্তর, তীর, বর্ষায়, অত্যাগে।
রাজা, আসন্দি, সূত্র, গৃহীকে, উপশমে;
দানে চীবর অন্তর্বাস, পরিপূর্ণ আর বাক্যেতে।
আরাম, আক্রোশ, চণ্ডী, ভোজন আর কুলমাৎসর্যে;
গর্ভী, দুগ্ধবতী, ছয় ধর্মে, অসম্মত ঊন দ্বাদশে;
পরিপূর্ণা, সংঘসহ, বুট্‌ঠা, ছয় আর পঞ্চতে।
কুমারী, দুই, সংঘ দ্বারা, দ্বাদশ, সম্মতে;

অলং, যদি দুই বর্ষা, সংশ্লিষ্ট, স্বামীতে।
পরিবাসিক, অনুবর্ষ, দুয়ে, প্রব্রজ্যা দানেতে।
ছত্র, যান সজ্ঘানি, স্ত্রী-অলংকার বর্ণতে।
পিঞ্ঞাক, ভিক্ষুণী আর শিক্ষা, শ্রামণীকে;
গৃহী, ভিক্ষুর, অগ্রে, আর অনবকাশ, সংঘিকে।

সেই বর্গগুলোর উদান

রসুনান্ধকার স্নানা, তুবট্টা, চিত্রাগারকে;
আরাম, গর্ভিণী আর কুমারী ছত্র উপাহানে।

৫. প্রতিদেশনীয় খণ্ড

২২৭. (১) ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজনে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত হয়। কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী হতে আরম্ভ। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করেছিলেন; সেই ঘটনায়। ৪. এটির আপত্তি একটি; অনুআপত্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুখানের চারটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(২) তৈল চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। ২. কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী হতে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তৈল চেয়ে নিয়ে ভোজন করেছিলেন। এই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৩) মধু চেয়ে নিয়ে ভোজনে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। ২. কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী হতে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা মধু চেয়ে নিয়ে ভোজন করেছিলেন। এ ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৪) পনির (মাখন) চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞপ্তি হয়? শ্রাবস্তীতে। ২. কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী হতে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা মাখন চেয়ে নিয়ে ভোজন করছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৫) মাছ চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায়

প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। ২. কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী হতে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা মাছ চেয়ে নিয়ে ভোজন করেছিলেন। সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং একটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৬) মাংস চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। ২. কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ হতে আরম্ভ হয়। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা মাংস চেয়ে নিয়ে ভোজন করছিলেন; সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৭) দুধ চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। ২. কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী হতে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা দুধ চেয়ে নিয়ে ভোজন করছিলেন; সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৮) দধি চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় হয়। ১. এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। ২. কখন আরম্ভ হয়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী হতে। ৩. কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা দধি চেয়ে নিয়ে ভোজন করছিলেন; সেই ঘটনায়। ৪. এটির প্রজ্ঞপ্তি সংখ্যা একটি; অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ৫. ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ক) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়। খ) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। গ) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ঘ) স্বীয়, কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

[অষ্ট প্রতিদেশনীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ঘৃত, তেল, মধু আর মাখন, মাছেতে;
মাংস, খীর, দধি চেয়ে নেয়া ভিক্ষুণীতে।
প্রতিদেশনীয় অপরাধ এই অষ্ট স্বয়ং বুদ্ধের দেশনাতে॥

যে-সকল শিক্ষাপদ ভিক্ষু-বিভঙ্গে বিস্তারিত; তা ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার প্রথম সমাপ্ত।

২. কয়টি আপত্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

২২৮. (১) কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের সাথে কায়সংসর্গে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের সাথে কায়সংসর্গে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. নাভির নিম্নভাগ হতে জানুর উপরিভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করতে দেয়ায় পারাজিকা আপত্তি; ২. নাভির ঊর্ধ্বে এবং জানুর নিচে গ্রহণ করতে দেয়ায় থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. দেহের সাথে দেহের স্পর্শে দুক্কট আপত্তি। কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের সাথে কায়সংসর্গে এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) বর্জ্য-দোষ আচ্ছাদনকারী ভিক্ষুণী কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? বর্জ্য-দোষ আচ্ছাদনকারী ভিক্ষুণী বর্জ্য গোপন দ্বারা তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পারাজিকা অপরাধ জেনেও গোপন করলে পারাজিকা আপত্তি; ২. বিস্মৃতিবশত গোপন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. সেখিয়াজাতীয় আচারবিপত্তি গোপন করলে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্জ্য আচ্ছাদনকারী ভিক্ষুণী বর্জ্য আচ্ছাদন দ্বারা এই ত্রিবিধ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(৩) উৎক্ষিপ্ত দণ্ড প্রাপ্তের অনুগামী ভিক্ষুণী তৃতীয়বার সমনুভাষণ প্রাপ্তির পরও তা ত্যাগ না করায়, কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুণী তৃতীয়বার সমনুভাষণ লাভের পরও ত্যাগ না করায় তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে পারাজিকা আপত্তি হয়। উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুণী, তিনবার সমনুভাষণে স্বমত অপরিত্যাগহেতু; এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(৪) অষ্টম বস্তু পরিপূরণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. "এখন আমার সুযোগ আছে, আস!" পুরুষ কর্তৃক এরূপ বলাতে গমন শুরু করলে, দুক্কট আপত্তি; ২. পুরুষের হস্তপাশে উপস্থিত হলে (ওক্কমন্তে) থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. অষ্টম বত্থু পরিপূর্ণ করলে পারাজিকা আপত্তি হয়। অষ্টম বত্থু পরিপূরণে এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

[পারাজিকা সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

২২৯. (১) আক্রোশবাদী ভিক্ষুণীকে 'অড্ডং' দণ্ডকর্ম প্রদানে তিনটি

আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. একবার ব্যক্ত করলে দুক্কট আপত্তি। ২. দ্বিতীয়বার আরোচন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. তৃতীবার আরোচন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৪. অড্ডং কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়'।

(২) চোরীকে প্রব্রজ্যা দানে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে (ধারণা আবৃত্তিতে) সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৩) একাকী গ্রামান্তরে গমনকারিণীর তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. গমন শুরু করলে দুক্কট আপত্তি; ২. প্রথম পদক্ষেপ অতিক্রম করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. দ্বিতীয় পদক্ষেপ অতিক্রম করলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৪) সংঘের একমতের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে ধর্ম-বিনয়াদি বুদ্ধশাসন দ্বারা পুনঃ বিনীত না করে, কারক সংঘের (দণ্ড বিধানকারী) অজ্ঞাতে, গণের (২/৩ জনের) অভিমতকে অপসারণে (ওসারেন্তি) তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৫) কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের হাত থেকে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে ভোজনে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. খাবো, ভোজন করব; এ চেতনায় প্রতিগ্রহণে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ২. প্রতিটি গ্রাসে এক একটি সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৩. কুল-কুচার জল গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়।

(৬) "আর্যা, এই পুরুষটি কী করছেন? তিনি আসক্ত কি অনাসক্ত? যদি তুমি অনাসক্ত হও, তাহলে আর্যে, এই পুরুষ এখন যেই খাদ্য বা ভোজ্য দিচ্ছেন, তা তুমি স্ব হস্তে গ্রহণ করে খাও বা ভোজন করো দেখি?—এভাবে নিন্দাকারী তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. তার বাক্যে ভিক্ষুণীটি খাব, ভোজন করব, এরূপ চিত্তে গ্রহণ করলে, নিন্দাকারীর দুক্কট আপত্তি; ২. প্রতি গ্রাসে গ্রাসে থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩. ভোজন অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৭) কুপিতা ভিক্ষুণী তৃতীয় সমনুভাষণ দ্বারাও স্বভাব পরিত্যাগ না করায় তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি; ২. দুই কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৮) যেকোনো বিন্দুমাত্র অভিযোগেও প্রত্যাখ্যাতা ভিক্ষুণী তৃতীয়বার

সমনুভাষণ দ্বারাও স্বমত অপরিত্যাগে, তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুই কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. কর্মবাক্য অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৯) সংশ্লিষ্টা ভিক্ষুণী তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও আচরণ ত্যাগ না করায় তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুই কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(১০) "আর্যাগণ বড়ো সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন। আপনারা নানা বিষয় নিয়ে অবস্থান করবেন না।" এভাবে নিন্দাকারীকে তিনবার সমনুভাষণের পরও স্বভাব অপরিত্যাগী তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুই কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয়াপত্তি এবং ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

[সংঘাদিশেষ সমাপ্ত]

৩. নিস্‌সগ্গিয় খণ্ড

২৩০. (১) "পাত্র সঞ্চয়কারী একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়।

(২) অকালচীবরকে কালচীবররূপে অধিষ্ঠান করে বণ্টনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বণ্টন শুরু করলে দুক্কটাপত্তি এবং ২. বণ্টন সমাপ্তিতে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি হয়।

(৩) ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে ছিনিয়ে নিলে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১. ছিনিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. ছিনিয়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয়াপত্তি হয়।

(৪) একটি নির্দেশের পরে অন্যটি নির্দেশ করলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. নির্দেশের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. নির্দেশ দিয়ে দিলে নিস্‌সগ্গিয়াপত্তি হয়।

(৫) একটি পরিবর্তনের পরে অন্যটি পরিবর্তনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. চাওয়ার উদ্যোগ দুক্কটাপত্তি; ২. চাইলে নিস্‌সগ্গিয়াপত্তি হয়।

(৬) এক উদ্দেশ্যে প্রদত্তবস্তু, অন্য উদ্দেশ্যে সাংঘিককরণ দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পরিবর্তনের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি; ২. পরিবর্তন সম্পাদনে নিস্‌সগ্গিয়াপত্তি হয়।

(৭) এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বস্তুর স্বয়ং চেষ্টায় সংঘের দ্বারা অন্য উদ্দেশ্যে

ব্যবহার করণে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১. পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি এবং ২. পরিবর্তন সমাপনে নিস্‌সগ্গিয়াপত্তি হয়।

(৮) মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পরিবর্তনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. পরিবর্তন সম্পাদনে নিস্‌সগ্গিয়াপত্তি হয়।

(৯) এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা নিজের চেষ্টায় পরিবর্তনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পরিবর্তনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. পরিবর্তন সাধনে নিস্‌সগ্গিয় হয়।

(১০) এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে নিজ চেষ্টায় ব্যক্তিগতকরণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পরিবর্তনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. পরিবর্তন সাধনে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি হয়।

(১১) চতুর্থাংশের অতিরিক্ত ভারী উত্তরীয় পরিবর্তনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পরিবর্তন প্রয়োগে দুক্কট এবং ২. পরিবর্তন সাধনে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি হয়।

(১২) অর্ধেকের বেশি হালকা উত্তরীয় পরিবর্তনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পরিবর্তন প্রয়োগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. পরিবর্তন সাধনে নিস্‌সগ্গিয়াপত্তি হয়।

[নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় সমাপ্ত]

৪. পাচিত্তিয় খণ্ড

১. রসুন বর্গ

২৩১. (১) রসুন খাওয়াতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. খাবো এই চেতনায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(২) কষ্টকর স্থানের (বগল, যোনিদ্বার) লোম উৎপাটনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. উপৎপাটন প্রয়োগে দুক্কটাপত্তি; ২. উৎপাটনে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৩) যোনিদ্বারে হাতের তালু দ্বারা আঘাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. আঘাত করার উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. করাতে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৪) যোনিদ্বারে জতু মট্‌ঠক (ময়দাজাতীয়/গর্ভ বা ঋতুরোধে) ধারণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. গ্রহণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. গ্রহণ করাতে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৫) আঙুলের দুই পর্বের অতিরিক্ত গভীরে যোনিতে জল প্রয়োগে (উদকশুদ্ধি) দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. গ্রহণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. গ্রহণ দ্বারা পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৬) ভিক্ষুর ভোজনকালে পানীয় বা পাখা হাতে উপস্থিত থাকায় দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. হাতের পাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয়াপত্তি; ২. হস্তপাশের বাইরে দাঁড়ালে দুক্কটাপত্তি।

(৭) কাঁচা ধান বা চাল চেয়ে নিয়ে পরিভোগে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১. ভোজন করব এই চেতনায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি। ২. গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৮) মল-মূত্র, আবর্জনা এঁটো ময়লা আবর্জনাস্তূপে বা আবর্জনা প্রাচীরে নিক্ষেপ করলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়; যথা : ১. নিক্ষেপের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. নিক্ষেপ করলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৯) মল-মূত্র এঁটো ময়লা আবর্জনা সবুজ উদ্ভিদে নিক্ষেপে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. নিক্ষেপের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. নিক্ষেপে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(১০) নাচ-গীত বা বাদ্য দর্শনার্থে গমনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. গমন শুরুতে দুক্কটাপত্তি; ২. যথায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় বা শুনা যায় তথায় উপস্থিত হলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

[রসুন বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. রাত্রির অন্ধকার বর্গ

২৩২. (১) রাতের অন্ধকারে অপ্রদীপে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ানোয় দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. হস্তপাশে স্থিত হলে পাচিত্তিয়াপত্তি; ২. হস্তপাশের বাইরে দাঁড়ালে দুক্কটাপত্তি হয়।

(২) খোলা আকাশতলে, কিন্তু আচ্ছাদিত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ালে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. হস্তপাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় আপত্তি; ২. হস্তপাশের বাইরে দাঁড়ালে দুক্কটাপত্তি হয়।

(৩) উন্মুক্ত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ালে দুটি আপত্তি হয়। যথা : ১. হস্তপাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয়াপত্তি এবং ২. হস্তপাশের বাইরে দাঁড়ালে দুক্কটাপত্তি হয়।

(৪) রথে, বূহ্যে বা চৌরাস্তার মোড়ে পুরুষের সাথে একাকী অবস্থান করলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. হস্তপাশে অবস্থান করলে পাচিত্তিয়;

২. হস্তপাশের বাইরে অবস্থান করলে দুক্কটাপত্তি হয়।

(৫) ভোজনের পূর্বে গৃহীকুলে উপস্থিত হয়ে, আসনে বসে, গৃহস্বামীকে না বলে চলে গেলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রথম পদক্ষেপে চাউনির বাইরে (অনোবস্সাকং) গেলে দুক্কটাপত্তি; ২. দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

(৬) ভোজনের পরে গৃহীকুলে উপস্থিত হয়ে গৃহস্বামীকে না বলে আসনে বসাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বসার উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. বসলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৭) বিকালে গৃহীকুলে উপস্থিত হয়ে গৃহস্বামীকে না বলে বিছানা বিস্তার করলে বা শয়ন করলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. শয়নের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. শুয়ে পড়লে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৮) বিপরীতভাবে গ্রহণ ও ধারণ দ্বারা পরে নিন্দা করাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। ১. নিন্দার চেষ্টাতে দুক্কটাপত্তি; ২. নিন্দা দ্বারা পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৯) নিজেকে বা পরকে নিরয়, ব্রহ্মচর্যা দ্বারা অভিশাপ দিলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. অভিশাপের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. অভিশাপ দেওয়াতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১০) নিজের মরণ কামনা করে করে রোদনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. মরণ কামনা করে রোদনে পচিত্তিয়াপত্তি; ২, মরণ কামনা করে, কিন্তু রোদন করে না, করলে দুক্কটাপত্তি হয়।

[রাত্রির অন্ধকার বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. স্নান বর্গ

২৩৩. (১) নগ্ন-স্নানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. স্নানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. স্নানের অবসানে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(২) স্নানবস্ত্র (উদক সটকং) প্রমাণ অতিক্রমে তৈরিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. তৈরির উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. তৈরি হয়ে গেলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৩) ভিক্ষুণীর জন্যে চীবর সেলাই নিজে বা অন্যের দ্বারা করালে; অথবা সেলাই নিজে বা অন্যের দ্বারা করতে বা করাতে উৎসাহিত না হওয়ায় একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৪) অন্যান্য চীবর জমা রেখে শুধু সজ্ঘাটি নিয়ে ভ্রমণে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৫) অন্যকে দেয়ার চীবর নিজে পরিধানে (চীৰরসঙ্কমনীযং) দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ধারণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. পরিধানে পচিত্তিয়াপত্তি।

(৬) গণের (২/৩জন) চীবর লাভে অন্তরায় সৃষ্টিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টায় দুক্কটাপত্তি; ২. অন্তরায় হয়ে গেলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৭) ধর্মত চীবর বণ্টনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রতিবন্ধকতার উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতিবন্ধক হয়ে গেলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৮) গৃহী, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে শ্রামণ চীবর দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. দানের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. দান দিয়ে দিলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৯) দুর্বল চীবর (দুব্বলচীবরং) প্রত্যাশায় চীবরকাল অতিক্রম দ্বারা দুটি আপত্তি; যথা : ১. অতিক্রম প্রচেষ্টায় দুক্কটাপত্তি; ২. অতিক্রম দ্বারা পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১০) ধর্মত কঠিনুদ্ধার কর্মে অন্তরায় করে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. অন্তরায় সৃষ্টির প্রয়াসে দুক্কটাপত্তি; ২. অন্তরায় হয়ে গেলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

[স্নান বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. তুবট্ট (অংশভাগ) বর্গ

২৩৪. (১) দুই ভিক্ষুণী একই মঞ্চে শয়নে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. শয়নের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. শয়ন দ্বারা পাচিত্তিয়াপত্তি।

(২) দুই ভিক্ষুণী একই কম্বলের ভেতরে শয়নে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. শয়নের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. শয়নে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৩) ভিক্ষুণীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অসুবিধা সৃষ্টিতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. অসুবিধার প্রয়াসে দুক্কটাপত্তি; ২. অসুবিধা করায় পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৪) দুঃখগ্রস্ত সহজীবিনীকে নিজে বা অন্যের দ্বারা সেবাদানে উৎসাহী না থাকায় একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৫) ভিক্ষুণীকে থাকার ঘর দিয়ে পরে ক্রুদ্ধা, অসন্তুষ্টা হয়ে বের করে দিলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বের করে দেয়ার প্রচেষ্টায় দুক্কটাপত্তি; ২. বের করে দিলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৬) সংশ্লিষ্টা ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার সমনুভাষণ পর্যন্ত স্বভাব অপরিত্যাগে

দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি এবং ২. কর্মবাক্যের অবসানে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৭) রাজ্যের মধ্যে শঙ্কাযুক্ত বলে বিদিত এবং ভীতিপ্রদ স্থানে ছুরিকাদি শস্ত্রবিহীন হয়ে চারিকায় (ধর্মপ্রচারে) বিচরণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিচরণে উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি এবং ২. বিচরণ শুরুতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৮) বহিঃরাষ্ট্রে শঙ্কাযুক্ত বলে বিদিত এবং ভয়যুক্ত স্থানে শস্ত্রহীন হয়ে চারিকায় বিচরণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিচরণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. বিচরণ শুরু করলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৯) বর্ষার মধ্যে চারিকায় বিচরণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিচরণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. বিচরণের শুরুতে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(১০) বর্ষার শেষে ভিক্ষুণী চারিকায় বের না হলে, একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি।

[তুবট্ট (অংশভাগ) বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. চিত্রশালা বর্গ

২৩৫. (১) রাজপ্রাসাদ[১], চিত্রশালা, আরাম উদ্যান[২] বা পুকুর দর্শনার্থে গমনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. গমন শুরু করলে দুক্কটাপত্তি; ২. যেখানে স্থিত হলে দেখা যায় সেখানে উপস্থিত হলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(২) আসন্দি[৩] (লম্বা ইজিচেয়ার) বা পালঙ্ক ব্যবহারে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ব্যবহারের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. ব্যবহার শুরুতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৩) সুতো কাটায় দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. সুতো কাটার উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. কাটা শুরু করলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৪) গৃহীর সেবাকর্মে (বেয্যাবচ্চং) নিয়োজিত হলে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১. সেবা করার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি এবং ২. সেবা শুরু করলে

---

[১]। এখানে চিত্রশালা (চিত্তাগার) উল্লেখে আড়াই হাজার আগে লিপির ব্যবহারে সম্ভাবনা ও প্রকাশ করে। অজন্তা গুহার প্রাচীন চিত্তগুলো তারই প্রমাণ।

[২]। এখানে ‘পোক্খরণি’ কি ‘বাপী’ বা দিঘী? কারণ পুকুর তো ক্ষুদ্র জলাশয়। তা এত দর্শনীয় হওয়ার কারণ কী?

[৩]। আসন্দি—আরামকেদেরা বা easychair আর পালঙ্ক। ভিক্ষুণীরা মহিলা বলেই কি এই নিষেধাজ্ঞা? ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে দেখা যায় চেয়ারে (পীঠে) তুলা দিয়ে আরামদায়ক করা নিষেধ। আর বর্তমানে তুলার পরিবর্তে ফোম-এর ব্যবহার কি অনুমোদনযোগ্য হবে?

পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৫) "আসুন আর্যে, এই অভিযোগের সমাধা করি" ভিক্ষুণীদের দ্বারা এভাবে আহূত হয়ে 'সাধু' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার উপশম না করা; বা উপশমের জন্য উৎসাহিত না হওয়ায় একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৬) গৃহীকে, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে স্বহস্তে খাদ্য বা ভোজ্য প্রদানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রদানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. প্রদান করলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৭) আবাসে ব্যবহার্য চীবর ত্যাগ না করে ভোজন করায় দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভোজনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি এবং ২. ভোজনে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৮) আবাসিক চীবর ত্যাগ না করে চারিকায় বের হলে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রথম পদক্ষেপে অতিক্রমে দুক্কটাপত্তি; ২. দ্বিতীয় পদক্ষেপে অতিক্রমে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৯) তন্ত্র-মন্ত্র, হস্তরেখাদি অলীকবিদ্যা (তিরচ্ছান বিজ্জা) শিক্ষায় (পরিযাপুনন্তী) দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ দুক্কটাপত্তি এবং ২. শিক্ষার প্রতিটি বাক্যে বাক্যে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১০) তন্ত্র-মন্ত্র, হস্তরেখাদি অলীক বিদ্যাভুক্ত বাক্যালাপে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বাক্য বলার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি এবং ২. প্রতিটি বাক্যে পাচিত্তিয়াপত্তি।

[চিত্রশালা বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. আরাম (ভিক্ষুনিবাস) বর্গ

২৩৬. (১) ভিক্ষু আছেন জেনেও আরামে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করায় দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রথম পদক্ষেপ অতিক্রমে দুক্কট আপত্তি; ২. দ্বিতীয় পদক্ষেপ অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি।

(২) ভিক্ষুকে আক্রোশকারী, গাল-মন্দকারী ভিক্ষুণী দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. আক্রোশের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. আক্রোশকালে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৩) গণকে (২/৩জন) চণ্ডতায় গাল-মন্দ বাক্য ব্যবহার দ্বারা দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. মন্দবাক্য ভাষণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. মন্দবাক্য ব্যবহার করায় পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৪) নিমন্ত্রিতা বা তৃপ্ত ভোজনকারিণী অন্যত্র ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. খাবো, ভোজন করব; সেই চেতনায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৫) গৃহীর প্রতি মাৎসর্যতা (কৃপণতা) প্রদর্শনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. কৃপণতার প্রয়োগে দুক্কটাপত্তি; ২. কৃপণতায় পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৬) ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস করাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বর্ষাবাস করব; এরূপ চেতনায় শয়নাসন (বিছানায়), পানীয় ও ব্যবহার্য জল আনিয়ে, পরিবেণ (সমগ্র বিহারে) সম্মার্জনে দুক্কটাপত্তি; ২. অরুণোদয়ে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৭) বর্ষার সমাপ্তিতে ভিক্ষুণী উভয় সংঘের তিনটি পর্যায়ে প্রবারণা না করালে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৮) একসাথে উপদেশ শ্রবণে বা অবস্থানে (বাসস্থানে) না গেলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৯) উপোসথ দিবস জিজ্ঞেস না করলে, উপদেশ যাচঞা না করলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(১০) পাছা ভাগে ফোঁড়া বা জমাট রক্ত, গণকে না জানিয়ে একাকী পুরুষ দ্বারা ভেদন করালে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভেদনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. ভেদিত হলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

[আরাম বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. গর্ভিণী বর্গ

২৩৭. (১) গর্ভবতীকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যাদানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যায় পচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(২) দুগ্ধবতীকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যা দানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যায় পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৩) দুই বৎসর ছয় ধর্মে অশিক্ষিত শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যা দানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যায় পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৪) দুই বৎসর ছয় ধর্মে শিক্ষিত শিক্ষামনা, কিন্তু সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যা দানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৫) বারো বছরের কম সময় গৃহীজীবনে গতকারীকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি

আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যা দানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৬) গৃহীজীবনে বারো বছর গতকারী, ছয় ধর্মে দুই বছর শিক্ষা অপ্রাপ্তকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যা দানের উদ্যোগে দুক্কট আপত্তি; ২. প্রব্রজ্যাদানান্তে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৭) গৃহীজীবনে বারো বছর গতকারী, ছয় ধর্মে ২ বৎসর শিক্ষা পরিপূর্ণা শিক্ষামনাকে সংঘকর্তৃক সম্মতিবিহীন প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যা দানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যা দান সমাপ্তিতে পাচিত্তয়াপত্তি।

(৮) সহজীবিনীকে প্রব্রজ্যা দিয়ে দুই বছর নিজে বা অন্যের দ্বারা অনুগৃহীত (শিক্ষা-উপদেশাদি দ্বারা) না করলে, একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : প্রব্রজিত অনুবর্তিনীকে দুই বছর নিয়ন্ত্রণ না করলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৯) সহজীবিনীকে প্রব্রজ্যা দিয়ে নিজে বা অন্যের দ্বারা (ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে) আকৃষ্ট না করলে একটি (to ditrect) আপত্তি হয়; যথা : পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[গর্ভিণী বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

৮. কুমারীভূতা বর্গ

২৩৮. (১) ঊনিশ বছর বয়স্কা কুমারীভূতাকে উপসম্পদা (বুট্‌ঠাপেন্তি[১]) দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. উপসম্পদার আয়োজনে দুক্কটাপত্তি; ২. উপসম্পদার সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(২) বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা, ছয় ধর্মে দুই বছরের অশিক্ষিতাকে উপসম্পদা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. উপসম্পদার আয়োজনে দুক্কটাপত্তি; ২. উপসম্পদার সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৩) বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা ছয় ধর্মে দুই বছর সুশিক্ষিতা; কিন্তু সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. উপসম্পদার আয়োজনে দুক্কটাপত্তি; ২. উপসম্পদার সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৪) বারো বছরের কম বয়সীকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়;

---

[১]। এখানে ‘বুটঠপেন্তি’-কে প্রব্রজ্যার পরিবর্তে উপসম্পদা বলা হয়েছে। বিশ বছর বয়স সীমার কারণে।

যথা : ১. প্রব্রজ্যার আয়োজনে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যার সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৫) বারো বছর পরিপূর্ণা; কিন্তু সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যার আয়োজনে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যার সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৬) "এই আর্যাকে প্রব্রজ্যা দিলে ভালো হয়" এরূপ বলাতে 'সাধু' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুনঃ প্রত্যাখ্যান করাতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রত্যাখ্যানের ইচ্ছায় দুক্কটাপত্তি; ২. প্রত্যাখ্যানে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৭) "আর্যে, তুমি যদি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা কর, তাহলে প্রব্রজ্যা দেব" শিক্ষামনাকে এরূপ বলে, পরে নিজে প্রব্রজ্যা না দিলে, অন্যের দ্বারাও প্রব্রজ্যা দানে উৎসাহিত না হলে একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তা পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৮) "আর্যে, যদি তুমি আমাকে দুই বছর সেবা কর, তাহলে প্রব্রজ্যা দেব" শিক্ষামনাকে এরূপ বলে, পরে নিজে প্রব্রজ্যা না দিলে, বা অন্যের দ্বারা প্রব্রজ্যা দানে উৎসাহ না দেখালে, একটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৯) পুরুষ-সংশ্লিষ্টা, কুমার-সংশ্লিষ্টা, চণ্ডী, শোকাকুলা শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যার আয়োজনে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যা দান সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১০) মাতাপিতা বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া (অননুঞ্‌ঞাতং) শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যার উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যার সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১১) পারিবাসিকের ইচ্ছা প্রকাশকারী হয়ে শিক্ষামনাকে প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যার উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যা দান সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১২) বছরে শুধু একবার (অনুবস্‌সং) প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রব্রজ্যার উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যা দান সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১৩) এক বছরে মাত্র দুইবার প্রব্রজ্যা দানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। যথা : ১. প্রব্রজ্যা দানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রব্রজ্যা দান সমাপ্তিতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

[কুমারীভূতা বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ছত্র-জুতা বর্গ

২৩৯. (১) ছাতা ও জুতা ব্যবহারে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ধারণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. ধারিত হলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(২) যান-বাহনে যাতায়াতে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. গমনের শুরুতে পাচিত্তিযাপত্তি।

(৩) রুমালজাতীয় বস্ত্রখণ্ড (সজ্ঝানিং) ব্যবহারে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ধারণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. ধারণ করলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৪) স্ত্রী-অলংকার ধারণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. অলংকার গ্রহণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. পরিধান করলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৫) সুগন্ধ এবং বর্ণযুক্ত চূর্ণ দ্বারা (সুগন্ধবন্নকেন) স্নানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. স্নানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. স্নানের অবসানে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৬) সুগন্ধ তৈল দ্বারা (বাসিতকেন পিঞ্‌ঞাকেন) স্নানে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. স্নানের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. স্নানের সমাপনে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৭) ভিক্ষুণী দ্বারা মর্দন, পরিমর্দনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. মর্দনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. মর্দন শুরুতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৮) শিক্ষামনা দ্বারা মর্দন, পরিমর্দনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. মর্দনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. মর্দনের শুরুতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৯) শ্রামণেরী দ্বারা মর্দন, পরিমর্দনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. মর্দন উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. মর্দন শুরুতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১০) গৃহিণী দ্বারা মর্দন, পরিমর্দনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. মর্দন উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. মর্দন শুরুতে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১১) জিজ্ঞেস না করে (অনুমতি ব্যতীত) ভিক্ষুর অগ্রে আসন গ্রহণে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. উপবেশনের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. উপবেশন করলে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১২) অবকাশ না নিয়ে ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় দুটি অপরাধ প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. প্রশ্নের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয়াপত্তি।

(১৩) কোমরবন্ধনীহীন হয়ে গ্রামে প্রবেশে দুটি আপত্তি হয়; যথা : ১. প্রথম পদ অতিক্রমে দুক্কট; ২. দ্বিতীয় পদ অতিক্রমে পাচিত্তিয় হয়।

[ছাতা-জুতা বর্গ নবম সমাপ্ত]

ক্ষুদ্রাপত্তি সমাপ্ত।

৫. প্রতিদেশনীয় খণ্ড

২৪০. (১) ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ভোজন করব, এই ইচ্ছায় গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(২) তৈল যাচঞা করে পরিভোগে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভোজন করব, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৩) মধু যাচঞা করে পরিভোগে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পরিভোগ করব, এ ইচ্ছায় প্রতি গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৪) মাখন বা পনির যাচঞা করে পরিভোগে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। যথা : ১. ভোজন করব, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৫) মাছ যাচঞা করে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. খাবো, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৬) মাংস যাচঞা করে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. খাবো, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয়াপত্তি।

(৭) দুধ যাচঞা করে পরিভোগে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. পান করব, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়।

(৮) দধি যাচঞা করে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. খাবো, এ ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে পাচিত্তিয়াপত্তি।

[অষ্ট প্রতিদেশনীয় সমাপ্ত]

কয়টি আপত্তি বার দ্বিতীয় সমাপ্ত।

৩. বিপত্তি বার

২৪১. (১) কামসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে কামাসক্ত পুরুষের কায়সংর্গের দ্বারা কৃত অপরাধের চারটি বিপত্তির কয়টি আপত্তিগ্রস্ত হয়? কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে কামাসক্ত পুরুষের কায়সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধে চারটি বিপত্তির মধ্যে দুটি বিপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. স্বীয় শীলবিপত্তি এবং ২. স্বীয় আচারবিপত্তি...।

(২) দধি যাচঞা করে ভোজনে কৃত অপরাধে চারটি বিপত্তির মধ্যে কয়টি বিপত্তি প্রাপ্ত হয়? দধি যাচঞা করে ভোজনে কৃত অপরাধের একটি বিপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : আচারবিপত্তি।

[বিপত্তি বার তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সংগ্রহ বার

২৪২. (১) কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে কামাসক্ত পুরুষের কায়সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধ, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত হয়?

কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে কামাসক্ত পুরুষের কায়সংসর্গে প্রাপ্ত অপরাধ, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের তিনটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত হয়; যথা : ১. স্বীয় পারাজিকাস্কন্ধ দ্বারা; ২. স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৩. স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।...

(২) দধি যাচঞা করে ভোজনে প্রাপ্ত আপত্তি, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত হয়?

দধি যাচঞা করে ভোজনে প্রাপ্ত আপত্তি, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের দুটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত হয়; যথা : ১. স্বীয় প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ২. স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

[সংগ্রহ বার চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সমুত্থান বার

২৪৩. (১) কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে কামাসক্ত পুরুষের কায়সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধ ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত?

কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে কামাসক্ত পুরুষের কায়সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধ ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত; বাক্য দ্বারা নয়।...

(২) দধি যাচঞা করে ভোজনে কৃত অপরাধ, ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়?

দধি যাচঞা করে ভোজনে কৃত অপরাধ ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়। ২. স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, চিত্ত হতে নয়। ৩. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ৪. স্বীয় কায়,

চিত্ত এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়।

[সমুত্থান বার পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অধিকরণ বার

২৪৪. (১) কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে কামাসক্ত পুরুষের কায়সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধ, চারি অধিকরণে কোন অধিকরণ (অভিযোগ) ভুক্ত?

কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে, কামাসক্ত পুরুষের সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধ, চারটি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত।...

(২) দধি যাচঞা করে ভোজন দ্বারা কৃত অপরাধ, চারটি অধিকরণের কোন অভিযোগভুক্ত?

দধি যাচঞা করে ভোজন দ্বারা কৃত অপরাধ চারটি অভিযোগের 'আপত্তি অধিকরণ'ভুক্ত।

[অধিকরণ বার ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সমথ বার

২৪৫. (১) কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে, কামাসক্ত পুরুষের কায়-সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধ, সপ্ত সমথ (সমাধান) এর কয়টি সমথ দ্বারা সমাধাযোগ্য?

কামাসক্তা ভিক্ষুণীর সাথে, কামাসক্ত পুরুষের কায়-সংসর্গ দ্বারা কৃত অপরাধ, সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।...

(২) দধি যাচঞা করে ভোজন দ্বারা কৃত অপরাধ, সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

[সমথ বার সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সমুচ্চয় বার

২৪৬. (১) কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের সাথে কায়সংসর্গ সম্পাদন দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়?

কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের সাথে কায়সংসর্গ সম্পাদন দ্বারা তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : নাভির নিম্নভাগ থেকে জানুর উপরিভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করতে দিলে, পারাজিকা আপত্তি; ২. নাভি হতে উপরে এবং

জানুর নিম্নভাগ গ্রহণ করতে দিলে থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩. দেহ স্পর্শ (কায়পটিবদ্ধং[১]) করতে দিলে দুক্কটাপত্তি হয়।

(২) কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের সাথে কায়সংসর্গ সম্পাদনে এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি স্কন্ধ দ্বারা উহা সংগৃহীত হয়? ২. ছয়টি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? ৪. এগুলো চারটি অধিকরণের (অভিযোগের) কয়টি অধিকরণভুক্ত? ৫. সাতটি সমথের (সমাধানের) কয়টি সমথ দ্বারা সমাধান করা যায়?

১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং স্বীয় আচারবিপত্তি। ২. সাতটি আপত্তিস্কন্ধের তিনটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এটি সংগৃহীত হয়; যথা : স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ এবং স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ।

(৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

(৪) চারটি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

(৫) সাতটি সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ক) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; খ) স্বীয় প্রতিজ্ঞাকরণ এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা; গ) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।...

(২) দধি যাচঞা করে ভোজনে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? দধি যাচঞা করে ভোজনে দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভোজন করব, এই চেতনায় প্রতিগ্রহণ করলে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

দধি যাচঞা করে ভোজনে এই দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? ২. সাতটি আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত? ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়? ৪. চারটি অধিকরণের কোন অধিকরণভুক্ত? ৫. সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য?

---

[১]। এখানে ‘কায়পটিবদ্ধং’ বলে ভিক্ষুণীর দেহকে পুরুষে স্পর্শ করলে ভিক্ষুণীর দুক্কটাপত্তি বলা হয়েছে। কিন্তু কামাসক্তা ভিক্ষুণী যদি পুরুষের দেহ স্পর্শ করে তখন অপরাধটি কী হতে পারে, সে-বিষয়ে কিছু বর্ণনা নেই। অপরদিকে ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষে ভিক্ষু কামচিত্তে কোনো স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করলে সংঘাদিশেষ-এর উল্লেখ আছে।

(১) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির একটি বিপত্তিগ্রস্ত হয়; যথা : আচারবিপত্তি।

(২) সাতটি আপত্তিস্কন্ধের দুটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত। যথা : ক) স্বীয় প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ এবং খ) স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ।

(৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ক) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়। খ) স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; চিত্ত হতে নয়। গ) স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ঘ) স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(৪) চারটি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

(৫) সাতটি সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ক) স্বীয় সম্মুখবিনয় দ্বারা; খ) প্রতিজ্ঞাকরণ এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা; গ) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

[সমুচ্চয় বার অষ্টম সমাপ্ত]

১. কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

২৪৭. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত সেই কায়সংসর্গহেতু প্রাপ্ত পারাজিকা, তা কোথায় প্রজ্ঞাপিত? কার কারণে সূচনা? কোন ঘটনায়?... কীভাবে আগত হল?

ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত, সেই কায়সংসর্গ প্রাপ্তহেতু পারাজিকা আপত্তিটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত? শ্রাবস্তীতে। কাহাকে দিয়ে সূচনা হয়? ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দাকে দিয়ে। কোন ধরনের ঘটনায়? ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা কামাসক্তা হয়ে কামাসক্ত পুরুষের সাথে কায়িক সংসর্গ সম্পাদন করেছিলেন। সেই ঘটনায়।

তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একটি প্রজ্ঞপ্তি আছে। অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি সেখানে নেই। সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তিই আছে। সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তির কোনটি আছে? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি আছে। একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তির কোনটি আছে? একক প্রজ্ঞপ্তি আছে। চারি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের কোথা হতে এটির আরম্ভ, কোথায় সমাপ্তি? নিদান হতে শুরু এবং নিদানেই সমাপ্তি। কোন উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত? দ্বিতীয় উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি

আগত। চারটি বিপত্তির কোন বিপত্তি? শীলবিপত্তি। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কোন আপত্তিস্কন্ধ? পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ। ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয় প্রকার সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত? এক প্রকার সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত, বাক্য হতে নয়।... কিভাবে প্রকাশিত? পরম্পরা প্রকাশিত। যথা :

উপালি, দাসক আর সোণক সিগ্গবে;
মোগ্গলিপুত্রের দ্বারা, এই পঞ্চ জম্বুদ্বীপে।
এ নাগেরা মহাপ্রাজ্ঞ বিনয়ে মার্গ কোবিদে;
বিনয় প্রকাশে দ্বীপে পিটকেতে তাম্রপাতে।

(২) বর্জ্য (বর্জনীয় অপরাধ) আচ্ছাদনহেতু পারাজিকা, এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপিত। কার থেকে আরম্ভ? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা থেকে আরম্ভ। কোন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী জানেন যে, অমুক ভিক্ষুণী পারাজিকা প্রাপ্ত; কিন্তু তাকে তিনি নিজেও ভর্ৎসনা করেননি, গণকে (২/৩ জন)ও প্রকাশ করেননি। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের ভুক্ত)...

(৩) তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণেও অপরিত্যাগহেতু পারাজিকা আপত্তিটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে শুরু? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী থেকে। কোন প্রকার ঘটনায়? পূর্বে গন্ধবাদী ভিক্ষু অরিষ্টকে সংঘের এক মতে উৎক্ষিপ্ত দণ্ডদান করলেও ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা তার অনুগামী হয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

(৪) অষ্টম বত্থু পরিপূরণহেতু পারাজিকাপত্তিটি, কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে শুরু? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের থেকে। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা অষ্টম বত্থু পরিপূরণ করেছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

[পারাজিকা খণ্ড সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

২৪৮. (১) ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত, সেই ক্রুদ্ধভাষী ভিক্ষুণীকে অডডং দণ্ডকর্ম প্রদানহেতু সংঘাদিশেষ আপত্তিটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? কখন আরম্ভ?... কোন ঘটনায়?

ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক যা জ্ঞাত এবং দর্শিত, সেই ক্রুদ্ধভাষী ভিক্ষুণীকে অডডং দণ্ডকর্মহেতু সংঘাদিশেষ আপত্তি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কখন আরম্ভ হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা হতে। কেমন ঘটনায়? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ক্রুদ্ধভাষী হয়ে অবস্থান করেছিলেন। সেই ঘটনায়।

তথায় প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি আছে কি? একটি প্রজ্ঞপ্তি আছে; অনুপ্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি সেখানে নেই। এটি সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তির কোনটি? এটি সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি। সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে এটি কোনটি? অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি। একক প্রজ্ঞপ্তি, উভয় প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে কোনটি? একক প্রজ্ঞপ্তি। চারি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের মধ্যে কোথায় এটির আরম্ভ, কোথায় সমাপ্তি? নিদানেই আরম্ভ, নিদানেই সমাপ্তি। কত প্রকার উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত? দ্বিতীয় উদ্দেশ দ্বারা উদ্দেশটি আগত। চারি বিপত্তির মধ্যে এটি কোন বিপত্তি? শীলবিপত্তি। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে এটি কোন আপত্তিস্কন্ধভুক্ত? সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ ভুক্ত। ছয় আপত্তি সমুত্থানের মধ্যে এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : স্বীয় কায় এবং বাক্য দ্বারা সমুত্থিত; চিত্ত দ্বারা নয়। স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত।... কিভাবে প্রকাশিত? পরম্পরা প্রকাশিত। যথা :

উপালি, দাসক আর সোণক সিগ্গবে
মোগ্গলিপুত্র দ্বারা; এই পঞ্চ জম্বুদ্বীপে।...
এ নাগেরা মহাপ্রাজ্ঞ বিনয়ে মার্গ কোবিদে;
দ্বীপে বিনয় প্রকাশিত পিটকেতে তাম্রপাতে।

(২) চৌরীকে প্রব্রজ্যা দানে সংঘাদিশেষ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ হয়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা থেকে। কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা চৌরীকে প্রব্রজ্যা দান করেছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের দুই সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় চিত্ত এবং বাক্য থেকে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ২. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।...

(৩) একাকী গ্রামান্তরে গমনহেতু সংঘাদিশেষ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? জনৈকা ভিক্ষুণী থেকে। কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি, তিনটি অনুপ্রজ্ঞপ্তি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৪) সংঘের একমতের দ্বারা উৎক্ষিপ্তা ভিক্ষুণীকে ধর্ম-বিনয় (শাস্তার

শাসন) দ্বারা সমাধান না করে (অনপলোকেত্বা), কারকসংঘের (বিচারকসংঘের) অজ্ঞাতে, গণের অভিমতকে (ছন্দং) অপসারণের (ওসারণ) কারণে সংঘাদিশেষ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা থেকে। কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সংঘের একমত দ্বারা উৎক্ষিপ্তা ভিক্ষুণীকে শাস্তার শাসনে ধর্ম-বিনয় দ্বারা সমাধান না করে কারকসংঘের অজ্ঞাতে, গণের অভিমতকে অপসারণ করেছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের ভুক্ত)...

(৫) "কামাসক্তা ভিক্ষুণী দ্বারা কামাসক্ত পুরুষের হাত হতে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করে খাওয়ায় বা ভোজনে সংঘাদিশেষ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা থেকে। কোন ঘটনায়? কামাসক্তা ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা, কামাসক্ত পুরুষের হাত থেকে, স্বহস্তে আমিষ প্রতিগ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান হতে এটি সমুত্থিত হয়। (প্রথম পারাজিকার অন্তর্গত)...

(৬) "আর্যে, এই পুরুষটি কী করছেন? তিনি আসক্ত, না অনাসক্ত? আপনি যদি অনাসক্ত হন তাহলে এই পুরুষটি খাদ্য বা ভোজ্য যা দেন, তা আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করে খেতে পারেন, ভোজন করতে পারেন।"

এভাবে অপদস্ত করার কারণে সংঘাদিশেষ হয়। এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? জনৈকা ভিক্ষুণী থেকে? কোন ঘটনায়? জনৈকা ভিক্ষুণী এভাবেই অপর ভিক্ষুণীকে অপদস্ত করেছিলেন। "আর্যে, এই পুরুষটি কি করছেন? তিনি আসক্ত, না অনাসক্ত? আপনি যদি অনাসক্ত হন; তাহলে এই পুরুষটি খাদ্য বা ভোজ্য যা দেন, তা আপনি স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে খাবেন, ভোজন করবেন।" এই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়।...

(৭) "কোপিতা, অসন্তুষ্টা ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দ্বারাও স্বভাব পরিবর্তন না করলে সংঘাদিশেষ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? ভিক্ষুণী চণ্ডকালী থেকে। কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী চণ্ডকালী কোপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে বলছিলেন, "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি, ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি, সংঘকে প্রত্যাখ্যান করছি, শিক্ষাপদকে প্রত্যাখ্যান করছি।" সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি

সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের ভুক্ত)...

(৮) "যদি কোনো ভিক্ষুণী কোনো প্রকার অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে; তাকে তৃতীয়বার সমনুভাষণ দান পর্যন্ত স্বমত ত্যাগ না করলে সংঘাদিশেষ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কাকে উপলক্ষ করে সূচনা হয়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে উপলক্ষ করে শুরু হয়। কোন ঘটনায়? চণ্ডকালী ভিক্ষুণী যেকোনো একটি অভিযোগে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এভাবেই প্রত্যাখ্যান করে থাকে; "ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী। এই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের ভুক্ত)...

(৯) "সংসর্গপ্রিয়া ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দানেও স্বভাব অপরিবর্তনে সংঘাদিশেষ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণীর থেকে। কোন ঘটনায়? বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী অতিশয় সংসর্গপ্রিয়া হয়ে অবস্থান করছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের ভুক্ত)...

(১০) "আর্যা, আপনি খুবই সংসর্গপ্রিয়া হয়ে অবস্থান করছেন। এভাবে নানা বিষয় নিয়ে আপনার অবস্থান করা উচিত নয়।"

এরূপ বলাতে নিন্দাকারী ভিক্ষুণীকে তিনবার সমনুভাষণের পরও স্বভাব অপরিবর্তনে সংঘাদিশেষ হয়।

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা থেকে। কোন ঘটনায়? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে, "আর্যা, আপনি খুবই সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছেন। এভাবে নানা বিষয় নিয়ে থাকবেন না" এমন বলাতে তিনি নিন্দা করছিলেন। সেই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। (ধুরনিক্ষেপের অনুসারে)...

(১১) "দধি যাচঞা করে ভোজনের কারণে প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।"

এটি কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়? শ্রাবস্তীতে। কার থেকে আরম্ভ? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের থেকে। কোন ঘটনায়? ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা দধি যাচঞা করে ভোজন করছিলেন। এই ঘটনায়। এটির প্রজ্ঞপ্তি একটি। অনুপ্রজ্ঞপ্তি একটি। ছয় আপত্তি সমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা, এটি সমুত্থিত হয়।...

[কোথায় প্রজ্ঞপ্তি বার প্রথম সমাপ্ত]

২. কয়টি আপত্তি বার

১. পারাজিকা খণ্ড

২৪৯. (১) কায়সংসর্গ সম্পাদনের কারণে কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? কায়সংসর্গ উপভোগ দ্বারা পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষকে নাভির নিম্নভাগ হতে জানু মণ্ডলের উপরিভাগ পর্যন্ত গ্রহণে উপভোগ করতে দিলে, পারাজিকা হয়। ২. ভিক্ষুর ক্ষেত্রে আসক্ত কায়ের দ্বারা নারীদেহের কায়কে স্পর্শে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।[1] ৩. (ভিক্ষুণীর ক্ষেত্রে আসক্ত) দেহ দ্বারা অনাসক্তগ্রস্ত দেহকে স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি। ৪. (উভয়ের ক্ষেত্রে) আসক্তি[2] (অনাসক্ত) দেহ দ্বারা অনাসক্ত দেহকে স্পর্শ করতে দিলে দুক্কটাপত্তি। কায়সংসর্গ উপভোগহেতু এই পঞ্চ (?) আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) বর্জ্য (গুরুতর অপরাধসহ অন্যান্য অপরাধ) আচ্ছাদনহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? বর্জ্য আচ্ছাদনহেতু চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. ভিক্ষুণী জেনেও পারাজিকা অপরাধ গোপন করলে তার পারাজিকা আপত্তি হয়। ২. বিস্মৃতিহেতু গোপন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৩. ভিক্ষু সংঘাদিশেষ অপরাধ গোপন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ৪. আচার (সেখিয়াদি)-বিপত্তি গোপন করলে দুক্কটাপত্তি হয়। বর্জ্য আচ্ছাদনে এই চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(৩) তৃতীয়বার সমনুভাষণ দ্বারাও স্বমত বা স্বভাব অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্তিহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? তৃতীয়বার সমনুভাষণ দ্বারা স্বমত বা স্বভাব অপরিত্যাগহেতু পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. উৎক্ষিপ্তানুবর্তিনীকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণের দ্বারাও স্বমত অপরিত্যাগে বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে

---

[1]। সংঘাদিশেষ ও থুল্লচ্চয় পৃথকরূপে এখানে দেখানো হলো। তাহলে এই থুল্লচ্চয় কি নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়ভুক্ত অপরাধ। কিন্তু থুল্লচ্চয় আপত্তির উৎপত্তির ক্ষেত্রে কামসংসর্গের বিষয়টিই বেশি প্রধান্য পায়। মনে হয়; এটি সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধভুক্ত আপত্তিরই নামান্তর।

[2]। এখানে আসক্ত দেহ অপর আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কটাপত্তি। অথচ অন্য ক্ষেত্রে আসক্তহীন দেহের সাথে আসক্ত দেহের স্পর্শে থুল্লচ্চয় আপত্তি কেন? এখানে বিষয়গুলো অস্পষ্ট। মনে হয় থুল্লচ্চয় এর ক্ষেত্রে পুরুষ দেহ এবং স্ত্রী দেহ। আর দুক্কট এর ক্ষেত্রে দুটিই স্ত্রী দেহ হবে।

থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে পারাজিকাপত্তি। ৪. সংঘভেদের অনুবর্তিনীকে তৃতীয়বার সমনুভাষণেও স্বপক্ষ অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ আপত্তি; ৫. পাপদৃষ্টি ত্যাগে তিনবার সমনুভাষণের পরও স্বমত অপরিত্যাগে পাচিত্তিয়াপত্তি। সমনুভাষণের দ্বারা স্বমত বা স্বভাব অপরিত্যাগহেতু এই পঞ্চ আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(৪) অষ্টম বত্থু পরিপূরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? অষ্টম বত্থু পরিপূরণহেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. "এখন আমার সুযোগ হয়েছে, আস!" পুরুষ কর্তৃক এরূপ বলাতে গমনে দুক্কটাপত্তি। ২. পুরুষের হস্তপাশে উপস্থিত হলে থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. অষ্টম বত্থু পরিপূরণে পারাজিকাপত্তি হয়। অষ্টম বত্থু পরিপূরণে এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

[পারাজিকা সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ খণ্ড

২৫০. (১) ক্রুদ্ধভাষী ভিক্ষুণী, অড্ডং-দণ্ড ভোগের কারণে, তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. একবার আরোচনে (প্রকাশে) দুক্কটাপত্তি; ২. দ্বিতীয়বার আরোচনে থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. অড্ডং কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(২) চৌরীকে প্রব্রজ্যা দিলে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৩) একাকী গ্রামান্তরে গমনের কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. গমন শুরু করলে দুক্কটাপত্তি; ২. প্রথম পদ অতিক্রমে থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. দ্বিতীয় পদ অতিক্রমে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৪) সংঘের একমতে উৎক্ষিপ্ত দণ্ড প্রদত্ত ভিক্ষুণীকে শাস্তার শাসনে ধর্ম-বিনয় দ্বারা পুনঃ বিনীত না করে, কারকসংঘের (বিচারকমণ্ডলীর) অজ্ঞাতে; গণের (২/৩জন) অভিমতকে উপেক্ষা করার কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

(৫) কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষের হাত হতে স্বহস্তে খাদ্য বা ভোজ্য প্রতিগ্রহণ করে খাওয়ায় বা ভোজনে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. 'খাবো, ভোজন করব' চেতনায় থুল্লচ্চয় আপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে সংঘাদিশেষ আপত্তি এবং ৩. কুলকুচা গলাধঃকরণে দুক্কটাপত্তি হয়।

(৬) "আর্যা, এই পুরুষটি কী করছেন? তিনি কি আসক্ত, না অনাসক্ত? যদি আর্যা অনাসক্তা হন, তাহলে এই পুরুষ যেই খাদ্য বা ভোজ্য দিচ্ছেন, তা আপনি স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে খান দেখি, ভোজন করেন দেখি?" এভাবে অপদস্থ করার কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে পারে; যথা : ১. এ অপবাদ বাক্যের দ্বারা, খাবো; ভোজন করব; এমন ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণ করলে (নিন্দাকারীর) দুক্কটাপত্তি; ২. প্রতি গলাধঃকরণে (নিন্দাকারীর) থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. ভোজনের অবসানে (নিন্দাকারীর) সংঘাদিশেষ আপত্তি।

(৭) ক্রুদ্ধা ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার সমনুভাষণ দানেও স্বভাব অপরিবর্তনীয় হলে, তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুই কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. কর্মবাক্য অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি।

(৮) যেকোনো অভিযোগকে প্রত্যাখ্যানকারী ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও স্বভাব অপরিবর্তনহেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুই কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি।

(৯) সংশ্লিষ্টতাপ্রিয়া ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও স্বভাব পরিবর্তন না করা-হেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে দুক্কটাপত্তি।

(১০) "আর্যা, আপনি অতিসংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন। এমনভাবে নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হয়ে আপনি অবস্থান করবেন না।" এরূপ বলাতে নিন্দাকারীকে তিনবার সমনুভাষণের পরও পরিবর্তন না হওয়ার কারণে তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে সংঘাদিশষ আপত্তি।

দশ সংঘাদিশেষ খণ্ড সমাপ্ত...

(এই হতে পরবর্তী সবগুলো অনুরূপ বিস্তারিতব্য; নানা কারণহেতু)

দধি যাচঞা করে ভোজনহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? দধি যাচঞা করে ভোজনহেতু দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভোজন করব," এই ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি; (২) প্রতিটি গলাধঃকরণে প্রতিদেশনীয় আপত্তি। যাচঞা করে দধি ভোজনে এই দ্বিবিধ আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

[কয়টি আপত্তি বার দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বিপত্তি বার

২৫১. (১) কায়সংসর্গ উপভোগহেতু উৎপন্ন আপত্তি, চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তিগ্রস্ত হয়? কায়সংসর্গ উপভোগহেতু উৎপন্ন আপত্তি, চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তিগ্রস্ত হয়; যথা : ১. স্বীয় শীলবিপত্তি; ২. স্বীয় আচারবিপত্তি।

(২) দধি যাচঞা করে ভোজনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি, চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তিগ্রস্ত হয়? যাচঞা করে দধি ভোজনহেতু প্রাপ্ত আপত্তি, চারটি বিপত্তির একটি বিপত্তিগ্রস্ত হয়; যথা : আচারবিপত্তি

[বিপত্তি বার তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সংগ্রহ বার

২৫২. (১) কায়সংসর্গ উপভোগহেতু প্রাপ্ত আপত্তিগুলো, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত হয়? কায়সংসর্গ উপভোগহেতুজ আপত্তিগুলো, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : ১. স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ২. স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ৩. স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা ৪. স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৫. স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।...

(২) দধি যাচঞা করে ভোজনহেতুজ আপত্তিগুলো, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত হয়? দধি যাচঞা করে ভোজনহেতুজ আপত্তি, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের দুটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : ১. স্বীয় প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ২. স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

[সংগ্রহ বার চতুর্থ সমাপ্ত[

৫. সমুত্থান বার

২৫৩. (১) কায়সংসর্গ উপভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? কায়সংসর্গ উপভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১. কায় এবং চিত্ত হতেই সমুত্থিত, বাক্য হতে নয়।...

(২) দধি যাচঞা করে ভোজনহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? দধি যাচঞা করে ভোজনহেতু প্রাপ্ত অপরাধ ছয়

আপত্তি সমুত্থানের চারি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১. স্বীয় কায় দ্বারা সমুত্থিত, বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়। ২. স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত, চিত্ত হতে নয়; ৩. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত।

[সমুত্থান বার পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অধিকরণ (অভিযোগ) বার

২৫৪. (১) কায়সংসর্গ উপভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, চারটি অধিকরণের কোন অধিকরণভুক্ত? কায়সংসর্গ উপভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, চারটি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত।...

(২) দধি যাচঞা করে পরিভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, কোন অধিকরণভুক্ত? যাচঞা করে দধি পরিভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, চারি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

[অধিকরণ বার ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সমথ (সমাধান) বার

২৫৫. (১) কায়সংসর্গ উপভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সামাধানযোগ্য? কায়সংসর্গ উপভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. স্বীয় প্রতিজ্ঞা এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।...

(২) যাচঞা করে দধি পরিভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য? যাচঞা করে দধি পরিভোগহেতু প্রাপ্ত অপরাধ, সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা সমাধাযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. স্বীয় প্রতিজ্ঞা এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

[সমথ বার সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সমুচ্চয় (সমষ্টি) বার

২৫৬. (১) কায়সংসর্গ উপভোগহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? কায়সংসর্গ উপভোগহেতু পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. কামাসক্তা ভিক্ষুণী কামাসক্ত পুরুষকে (৪র্থী) নাভির নিম্ন হতে হাঁটুর উপরিভাগ গ্রহণ এবং উপভোগ

করতে দেয়ায়, পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্ত হয়। ২. কামাসক্ত ভিক্ষু স্বীয় দেহ দ্বারা নারীদেহকে স্পর্শ করাতে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৩. কামাসক্ত কায় দ্বারা আসক্ত কায়ের স্পর্শে থুল্লচ্চয় আপত্তি। ৪. আসক্ত (অনাসক্ত) ভিক্ষুর কায় দ্বারা আসক্ত (অনাসক্ত) নারীকায়কে স্পর্শে দুক্কটাপত্তি। ৫. (অনাসক্ত ভিক্ষুর) আঙুলের দ্বারা (আসক্ত নারীকে) স্পর্শে পাচিত্তিয়াপত্তি প্রাপ্ত হয়।

১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত? ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত? ৪. চারটি অধিকরণের এগুলো কোন অধিকরণভুক্ত? ৫. সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সাম্যযোগ্য?

১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : ১. শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি, ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের পাঁচটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : ক) স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; খ) স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; গ) স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ঘ) স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ঙ) স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটিমাত্র সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত; বাক্য দ্বারা নয়। ৪. চারটি অধিকরণে এগুলো আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য; যথা : ক) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; খ) স্বীয় প্রতিজ্ঞা এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং গ) তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।...

(২) যাচঞা করে দধি পরিভোগহেতু কয়টি অপরাধ প্রাপ্ত হয়? যাচঞা করে দধি পরিভোগহেতু দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভোজন করব; এমন ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কটাপত্তি। ২. প্রতিটি গলাধঃকরণে প্রতিদেশনীয় আপত্তি। যাচঞা করে দধি পরিভোগহেতু এই দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

১. সেই আপত্তিদ্বয় চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধের দ্বারা এগুলো সংগৃহীত? ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত? ৪. চারি অধিকরণের মধ্যে এগুলো কোন অধিকরণভুক্ত? ৫. সপ্ত সমথের মধ্যে এটি কয়টি সমথ দ্বারা সাম্য হয়?

১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির একটি বিপত্তিই ভোগ করে; যথা : ১. আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে দুটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : ক) স্বীয় প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং খ) স্বীয় দুক্কটাপত্তি দ্বারা। ৩. ছয় আপত্তি সুমুত্থানের চারটি সমুত্থান দ্বারা এটি

সমুত্থিত; যথা : ১. স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত; বাক্য বা চিত্ত হতে নয়। ২. স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। ৩. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ৪. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত। ঘ) চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ঙ) সপ্ত সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সাম্যযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. স্বীয় প্রতিজ্ঞা এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

[সমুচ্চয় (সমষ্টি) বার অষ্টম সমাপ্ত]

অষ্ট প্রত্যয় বার সমাপ্ত।

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের ষোলো মহাপর্ব সমাপ্ত।

সমুত্থানের সার সংক্ষেপ

সমুত্থানের স্মারক-গাথা

২৫৭. সর্ব সংস্কার অনিত্য, দুঃখ অনাত্মায় চিহ্নিত;
নির্বাণেরও প্রজ্ঞপ্তি এটি অনাত্ম আশ্রিত।
বুদ্ধচন্দ্রের অনুৎপন্নে, বুদ্ধসূর্যের অনুদ্গমে;
সে সকলের স্বভাব ধর্ম, নাম, অর্থ কী প্রকাশে?
দুষ্কর বিবিধ কার্য কারণ, পারমী পূরণে;
উৎপন্ন সেই মহাবীর চক্ষুভূত সব্রহ্মকে।
তদ্বারা সদ্ধর্ম দেশন, দুঃখহর সুখাবহ;
অমৃতরস শাক্যমুনি, সকল প্রাণীর অনুকম্পক।
সর্বজীবের শ্রেষ্ঠসিংহ, পিটকত্রয়ের সুদেশক;
সূত্র, অভিধর্ম, বিনয়, মহাগুণের আধার এই ধারক।
এভাবে প্রণীত সদ্ধর্ম, বিনয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত;
উভতো, বিভঙ্গ, খন্ধক মাতৃকাতে স্থিত।
মালা যেমন সূত্র দ্বারা, পরম্পরায় সুগঠিত;
তদ্রূপ এই পরিবারের সমুত্থানাদি সুকথিত।
সম্ভেদ, নিদান আর অন্য সূত্রে দৃষ্টোপরে;
তাই তো শিখে উৎসাহী জন বিনয়াধার পরিবারে।

তেরো সমুত্থান

দুই বিভঙ্গে প্রজ্ঞাপিত, উদ্দেশ হয় উপোসথে।
প্রকাশিত সমুত্থানের, যথাজ্ঞানে আমার শ্রুতে॥
প্রথমেতে পারাজিকা, দ্বিতীয়েতে অতঃপরে।
সঞ্চারিত, অনুভাষণ আর অতিরিক্ত চীবরে॥
লোমাদি পদসোধর্ম, ভূত যাহা সংবিধানে।
থেয্যে, দেশন, চৌরী, আর অননুজ্ঞাত তেরোতে॥
তেরোতে সমুত্থান নীতি, বিজ্ঞানের বিচিন্তিত।
এক একটি সমুত্থানে, এথায় সাদৃশ্যটি দেখ॥

১. প্রথম পারাজিকা সমুত্থান

২৫৮. মৈথুন, শুক্র, সংসর্গ, অনিয়ত, প্রথমে;

পূর্বে উপ-পরিপচিতা ভিক্ষুণীসহ নির্জনে।
সভোজন, নির্জন দুই আঙুল, উদকে, হাসনে;
প্রহারে, উৎগরে আর সেখিয়া তিপান্নে।
অধো, গ্রাম, আসক্তা আর তলমট্ঠক শুদ্ধিকা;
বর্ষ, প্রব্রজ্যা, উপদেশ, বন্ধিত অনুবর্তকা।
ছিয়াত্তর এই শিক্ষা, কায় আর মনে কৃতে;
সবেই এক সমুত্থানে, প্রথম পারাজিকে।
[প্রথম পারাজিকা সমুত্থান সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় পারাজিকা সমুত্থান

২৫৯. অদত্ত, বিগ্রহ উত্তরী, দূষণবাক্য আর আত্মকামিতা।
অমূলা, অন্যভাগী আর, অনিয়ত, দিতয়াকা॥
অচ্ছিন্নে, পরিণামে, মিথ্যায়; নিন্দা আর পিশুনে।
প্রদুষ্ট, মাটি খনন, উদ্ভিদ আর অন্য উজ্ঝাপনে॥
বহিষ্কার, সিঞ্চন আর, আমিষহেতু, বলাতে।
এস, অনাদর, ভীতি, আপনি আর জীবিতে॥
জানে, সপ্রাণক, কর্ম; ঊণ, সংবাস, আসনে।
সহধার্মিক, বিলেখ, মোহ আর অমূলকে॥
সন্দেহ, ধর্মত চীবর, দিয়ে, পরিণাম, ব্যক্তিগতে।
কে, সে? অকাল, ছিনিয়ে, দুঃগৃহীতা নিরয়ে॥
গণ, বিভঙ্গ, দুর্বল, কঠিন; অসুবিধা আর আবাসে।
আক্রোসী, চণ্ডী, কৃপণা, গর্ভিণী আর দুগ্ধ দানে॥
দুই বর্ষ শিক্ষা, সংঘ, তিনটি আর গৃহবাসে।
কুমারীভূতা, তিনটি, বারোকে, সম্মতিতে॥
উত্তম, তবু, শোকাতুরা; অভিমত, অনুবর্ষ দুয়ে।
শিক্ষাপদ, সপ্তম, সমুত্থান আর তিনেতে কৃতে॥
কায়, চিত্তে, নয় বাক্যে, বাক্য চিত্ত, নয় কায়ে।
তিনটি দ্বারে জাত তা, পারাজিকা এই দ্বিতীয়ে॥
[দ্বিতীয় পারাজিকা সমুত্থান সমাপ্ত]

৩. সঞ্চারিত্ত সমুত্থান

২৬০. সঞ্চার, কুটির, বিহার, ধোবনে আর প্রতিগ্রহণে;
বিজ্ঞ, উত্তরি, অভিট্ঠ, উভিন্ন, দূতকর্মে।

কৌশিয়, সুদ্ধ, দুভাগ ছয় বর্ষ, শয্যাতে;
সেচন, টাকা, আর উভয়, নানা প্রকারে।
ঊন, বন্ধন, বয়সী, সুতো, আর বিনিময়ে;
দ্বার, দান, সেলাই আর পূর্বহেতু, অগ্নিতে।
রত্ন, সূচ, মঞ্চ, তুলা; নিসীদন, আর কুণ্ডয়নে;
বয়স, সুগত, বিজ্ঞাপন; অন্যটি তার যানে।
দুই, সাংঘিক, জনতা; দুই, পুদ্গল, আর গুরুকে;
দুই বিগত, সাটক আর; শ্রমণদের, সেই চীবরে।
সম, পঞ্চাশ, সাটক, ধর্ম ছয়, স্থানে, জাতয়ে;
কায়ে নহে, বাক্য চিত্তে; বাক্যে নহে, কায়মনে।
কায় বাক্যে, নহে চিত্তে; কায়চিত্ত, নয় বাচনে;
বাক্য চিত্তে, নহে কায়ে, ত্রিদ্বারেতে জন্মরে।
ছয় সমুত্থান এই, সঞ্চারণে, সাদৃশ্য তাই দেখারে।
[সঞ্চারিত্ত সমুত্থান সমাপ্ত]

৪. সমনুভাষণ সমুত্থান

২৬১. ভেদানুবর্তী দুর্ভাষিণী; দোষণ, দূষণ দৃষ্টিতে;
ছন্দ, উজ্জগ্ঘিক দুই; দুইয়ে, শব্দ, নয় ব্যবহারে।
ছায়া, নীচাসনে, দাঁড়িয়ে; পেছনে আর উপপথে;
বর্জ্য, অনুবর্তী, গ্রহণ; অপসারণ, প্রত্যয় সন্ধানে।
যেই কোন, সংশ্লিষ্টা, দুই, বধ, সেলাই, দুঃখিতে;
পুনঃ, সংশ্লিষ্টা, নয় উপশম, আরামে, প্রবারণে।
নিয়ত, সহজীবিনী, দুই চীবর আর অনুবন্ধনে;
সপ্তত্রিংশা এই ধর্ম; কায়, বাক্য, চিত্তেতে।
সবই এক সমুত্থানে জান সমনুভাষণে।
[সমনুভাষণ সমুত্থান সমাপ্ত]

৫. কথিন (কঠিন?) সমুত্থান

২৬২. উপরে, কথিন, তিন, প্রথমকে, পাত্র, ভেষজকে;
অচ্চেক, আর শঙ্কাযুক্ত, প্রস্থানে, অথবা দুয়ে।
উপচ্ছয়, পরম্পরা, অনতিরিক্ত আর নিমন্ত্রণে;
বিকল্প, রাজ্য, বিকালে, সেবিকা, আশা, অরণ্যে।
ক্রুদ্ধবাদী, সঞ্চয়, আগে পাছে, আর বিকালে;

পঞ্চাহিকা, সঙ্কমনী, দুই আর অবসথে।
পাছাতে, আসনে ত্রিংশ, আর ঊনিশে;
কায়, বাক্যে, নহে চিত্তে, ত্রিদ্বারেতে জন্মেরে।
দুই সমুত্থান জান এটি, সকল কথিন সমাসনে।
[কথিন সমুত্থান সমাপ্ত]

৬. এলকলোম সমুত্থান

২৬৩. এলকলোম, দুইয়ে শয্যায়, ছাদে, পিণ্ড, ভোজনে;
গণ, বিকাল, সন্নিধি আর কুলকুচা, অচেলকে।
যোদ্ধা, সেনা, যুদ্ধযাত্রা, সুরা, ওরে, স্নানেতে;
দুর্বর্ণ, দুই, দেশনা, রসুন, প্রতিষ্ঠা, নাচনে।
স্থান, আস্তরণ, শয্যা, আন্তঃরাষ্ট্র, বাহিরে;
আন্তঃবর্ষা, চিত্রশালা, চেয়ার আর সুতো কেটে।
সেবক, স্বহস্তে আর ভিক্ষুহীন আবাসে;
ছত্র, যান, সজ্ঘনি, অলংকার, গন্ধজলে।
ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণেরী আর গৃহিণী;
অসংকোচ, আপত্তি এই চারি আর বেশি।
কায়েতে, নহে বাক্য, চিত্তে; কায় চিত্তে, নহে বাক্যেতে;
দুই সমুত্থানিক সকল সমান এলকলোম এই মতে।
[এলকলোম সমুত্থান সমাপ্ত]

৭. পাদসোধর্ম সমুত্থান

২৬৪. পদ, অন্যত্র, অসম্মতা, তথা অস্ত, এই মতে;
তিরচ্ছান বিদ্যাতে এই, বলা, অবকাশ, জিজ্ঞাসে।
সপ্ত, শিক্ষাপদ এতে, বাক্যে নয় কায় চিত্তে;
বাক্য, চিত্তে জ্ঞাত নহে, কায়েতেও নহে জন্মে।
দুই সমুত্থানিক সকল পদধর্ম, সাদৃশ্য তা এই মতে।
[পাদসোধর্ম সমুত্থান সমাপ্ত]

৮. অদ্ধান (অর্ধ) সমুত্থান

২৬৫. অর্ধপথে, নৌকাতে; প্রণীত, মাতৃ, সংহরে;
ধান্য, নিমন্ত্রিত, আর অষ্ট, প্রতিদেশনীয়ে।
শিক্ষা, পনেরো এতে, কায়ে বাক্যে, নহে মনে;

কায়ে বাক্যে জাত হয়, নহে জাত চিত্তেতে।
কায়ে চিত্তে জাত হয়, নহে জাত বাক্যেতে;
কায় বাক্য চিত্তে হয়, চারি এই সমুত্থানে।
বুদ্ধজ্ঞানে প্রজ্ঞাপ্ত, অর্ধসহ সমাসমে।
[অদ্ধান সমুত্থান সমাপ্ত]

৯. থেয়্যসখ্য সমুত্থান

২৬৬. চৌর্য, শস্ত্র উপশ্রুতি, সূপ যাচঞা বিজ্ঞাপনে;
রাত্রি, আচ্ছন্ন, আকাশতলে, ব্যূহ এই সপ্তমে।
কায়ে চিত্তে জাত হয়, জাত নহে বাচনে;
ত্রিদ্বারেতে জাত হয়, দুই এই সমুত্থানে।
থেয়্যসখ্য সমুত্থান এই, দেশিত আদিত্যবন্ধুতে।
[থেয়্যসখ্য সমুত্থান সমাপ্ত]

১০. ধর্মদেশনা সমুত্থান

২৬৭. তথাগতের সদ্ধর্ম দেশন ছত্রধারীকে নহে;
দণ্ড, শস্ত্র, অস্ত্রধারী, উপযুক্ত নয় শ্রবণে।
পাদুকা, জুতা, শয্যা পালঙ্কেতে যে;
আবৃত, ঘোমটাযুক্তে নহে দেশন একাদশে।
বাক্য চিত্তে জাত হয়, জন্ম নহে কায়েতে;
সবেই এক সমুত্থানে সমাধর্ম দেশনাতে।
[ধর্মদেশনা সমুত্থান সমাপ্ত]

১১. ভূতারোচন সমুত্থান

২৬৮. ভূত কায়ে জাত হয়, বাক্য চিত্তে কভূ নহে;
বাক্য হতে সমুত্থিত, নহে কায় চিত্তেতে।
কায়ে বাক্যে জাত হয়, নহে জাত চিত্তেতে;
ভূতারোচন এই নামে, তিন স্থানে জন্মেতে।
[ভূতারোচন সমুত্থান সমাপ্ত]

১২. চৌরী দীক্ষা সমুত্থান

২৬৯. চৌরী, বাক্য চিত্তেতে; জাত নহে কায়েতে;
জাত হয় তিনটি দ্বারে, এই চৌরীর দীক্ষাতে।

অব্যক্ত দুই সমুত্থান, ধর্মরাজের ভাষণে।
[চৌরী দীক্ষা সমুত্থান সমাপ্ত]

১৩. অননুজ্ঞাত সমুত্থান

২৭০. অননুজ্ঞাত বাক্যেতে; নহে কায়ে, চিত্তেতে;
কায়েতে, বাক্যেতে, জাত নাহি হয় চিত্তেতে।
বাক্য, চিত্তে, জাত হয়, জাত নহে কায়েতে;
ত্রিদ্বারেতে জাত হয়, অকথিত চারি স্থানে।
[অননুজ্ঞাত সমুত্থান সমাপ্ত]
সমুত্থানের এই সংক্ষেপ সুদেশিত দশ, তিনে;
অসম্মোহ, কারক স্থান, নেত্তি ধর্ম অনুলোমে।
বিজ্ঞ দ্বারা ধরিত হয়, সমুত্থান এই না ভুলিতে।
[সমুত্থান নিঃশেষে সমাপ্ত]

অন্তর পুনরাবৃত্তি (পেয্যালং)

কয়টি জিজ্ঞাসা বার

২৭১. (১) ১. কয়টি আপত্তি? ২. কয়টি আপত্তিস্কন্ধ? ৩. কয়টি বিনীত বত্থু? ৪. কয়টি অগৌরব, ৫. কয়টি গৌরব? ৬. কয়টি বিপত্তি? ৭. কয়টি আপত্তি সমুত্থান? ৮. কয়টি বিবাদ মূল? ৯. কয়টি অনুবাদ মূল? ১০. কয়টি সারণীয় ধর্ম? ১১. কয়টি ভেদকর বত্থু? ১২. কয়টি অধিকরণ? ১৩. কয়টি শমথ?

উত্তর : ১. পঞ্চ আপত্তি, ২. পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ, ৩. পঞ্চ বিনীত বত্থু, ৪. সপ্ত আপত্তি, ৫. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ, ৬. সপ্ত বিনীত বত্থু, ৭. ছয় অগৌরব, ৮. ছয় গৌরব, ৯. ছয় বিনীত বত্থু, ১০. চারি বিপত্তি, ১১. ছয় আপত্তি সমুত্থান, ১২. ছয় বিবাদ মূল, ১৩. ছয় অনুবাদ মূল, ১৪. ছয় সারণীয় ধর্ম; ১৫. আঠারো ভেদকর বত্থু, ১৬. চারি অধিকরণ, ১৭. সপ্ত শমথ।

(২) ১. তথায় পঞ্চ আপত্তি কী কী? পারাজিকা আপত্তি, সংঘাদিশেষ আপত্তি, পাচিত্তিয়াপত্তি, প্রতিদেশনীয় আপত্তি, দুক্কট আপত্তি। এই পঞ্চ আপত্তি।

(৩) তথায় পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ কী কী? পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ, প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ,

দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ। এই পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ।

(৪) তথায় পঞ্চ বিনীত বত্থু কী কী? পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ থেকে অরতি, বিরতি, প্রতি বিরতি, রমিত না হওয়া, অক্রিয়া, অকরণ, অসংগঠিত আপত্তির বেলায় তা অনতিক্রমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। এটিই পঞ্চ বিনীত বত্থু।

(৫) তথায় সপ্ত আপত্তিগুলো কী কী? পারাজিকা আপত্তি, সংঘাদিশেষ আপত্তি, থুল্লচ্চয় আপত্তি, পাচিত্তিয়াপত্তি, প্রতিদেশনীয় আপত্তি, দুক্কট আপত্তি, দুব্‌ভাসিত আপত্তি। এই সপ্ত আপত্তিগুলো।

(৬) তথায় সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ কী কী? পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, থুল্লচ্চয়াপত্তিস্কন্ধ, পাচিত্তিয়াপত্তিস্কন্ধ, প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ, দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ, দুব্‌ভাসিতা আপত্তিস্কন্ধ। এটিই সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ।

(৭) তথায় সপ্ত বিনীত বত্থু কী কী? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ হতে অরতি, বিরতি, প্রতিবিরতি বেরমনী, অক্রিয়া, অকরণ; অনাগত আপত্তির বেলায় তা অনতিক্রমে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। এটিই সপ্ত বিনীত বত্থু।

(৮) তথায় ছয় অগৌরব কী কী? বুদ্ধে অগৌরব, ধর্মে অগৌরব, সংঘে অগৌরব, শিক্ষায় অগৌরব, অপ্রমাদে অগৌরব, পুনঃ একত্রিকরণে অগৌরব। এটিই ছয় অগৌরব।

(৯) তথায়, 'এটি গৌরব' বলতে কী বুঝায়? বুদ্ধে গৌরব, ধর্মে গৌরব, সংঘে গৌরব, শিক্ষায় গৌরব, অপ্রমাদে গৌরব, একতায় গৌরব। এটিই ছয় গৌরব।

(১০) তথায় ছয় বিনীত বত্থু কী প্রকার? ছয় অগৌরব থেকে অরতি, বিরতি, প্রতিবিরতি বেরমণী অক্রিয়া, অকরণ; অনাগত আপত্তি বেলায় তা অনতিক্রমে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। এটিই ছয় বিনীত বত্থুগুলো।

(১১) তথায় চারি বিপত্তি কত প্রকার? শীলবিপত্তি, আচারবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি, আজীববিপত্তি। এটিই চারি বিপত্তি।

(১২) তথায় ছয় আপত্তি সমুত্থান কত প্রকার? ১) কিছু আপত্তি কায় হতে সুমুত্থিত; বাক্য হতে সমুত্থিত নয়। ২) কিছু আপত্তি বাক্য হতে সমুত্থিত; কায় এবং চিত্ত হতে নয়। ৩) কিছু আপত্তি কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। ৪) কিছু আপত্তি কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ৫) কিছু আপত্তি বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ৬) কিছু আপত্তি কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়। এটিই ছয় আপত্তি সমুত্থান।

২৭২. (১) তথায় ছয় বিবাদমূল কী প্রকার? ১. এখানে ভিক্ষু, ক্রোধকে

শত্রুতায় পরিণত হতে দেয়। যেই ভিক্ষু ক্রোধকে শত্রুতায় পরিণত হতে দেয়; সে বুদ্ধের প্রতি গৌরবী হয়ে অবস্থানের কারণে উচ্ছৃঙ্খলা (অপ্পতিসো) প্রবৃত্তির শিকার হয়ে পড়ে। ২. এভাবে ধর্মের প্রতি অগৌরবী হয়ে অবস্থান করলে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির শিকার হয়ে পড়ে। ৩. সংঘের প্রতি অগৌরবী হয়ে অবস্থান করলে উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হয়ে পড়ে। ৪. শিক্ষার প্রতি অগৌরবীহেতু শিক্ষার অপরিপূরণকারী হয়ে অবস্থান করলে, উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হয়ে পড়ে।

(২) ভিক্ষু শাস্তার প্রতি অগৌরবীহেতু সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে। ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি, অগৌরবীহেতু এবং শিক্ষায় অপরিপূরণকারী-হেতু সংঘের মধ্যে সে কেবল বিবাদই করতে জানে। সেভাবে যে, এই বিবাদ বহুজনের হিতের জন্যে, বহুজনের সুখের জন্যে; অথচ সেই বিবাদই বহুজনের অনর্থ, অহিত এবং দেবমানবের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপেই বিবাদের মূল নিজের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে সমানভাবে দর্শন কর। আর সেই পাপময় বিবাদের মূল তোমাদের থেকে পরিবর্জনের, প্রহানের জন্যে চেষ্টা করো, উদ্যোগী হও। এরূপে যদি তোমরা বিবাদের মূলকে নিজের এবং অন্যের মধ্যে সমানভাবে দেখতে অক্ষম হও; তাহলে তোমরা বিবাদের মূল দেখতে পাবে না, এই পাপের অনাস্রবের মূল দেখতে পাবে না। তাই ভিক্ষুগণ, তোমরা নতুন বিবাদ নতুন উৎপন্ন না হওয়ার জন্যে উদ্যোগী হও। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপ প্রহীন হয়। এভাবে বিবাদের মূল সেই পাপ পুনঃ অনুস্রাবিতও আর হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষু নিষ্ঠুর (মক্‌খী), নির্দয়ী (পলস) হয়... ঈর্ষাকাতর হয়; কৃপণ হয়, শঠ হয়; মায়াবী হয়, পাপেচ্ছু হয়; মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, পাথিব বিষয়ে অত্যাসক্ত হয়; নিজেকে তুলে ধরতে আগ্রহী (আধানগ্গহি) হয় এবং স্বমত অপরিত্যাগী হয়। যেই ভিক্ষু পার্থিব বিষয়ে অত্যাসক্তিযুক্ত, আপনাকে তুলে ধরতে আগ্রহী এবং স্বমত অপরিত্যাগী হয়; সেই ভিক্ষু শাস্তার অগৌরবী, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে; ধর্মের প্রতি অগৌরবী, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে; সংঘের অগৌরবী, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষা পরিপূরণকারী হয় না। যেই ভিক্ষু শাস্তার প্রতি অগৌরবী হয়, সে উচ্ছৃঙ্খল হয়েই অবস্থান করে; ধর্মের প্রতি অগৌরবী হয়, সংঘের প্রতি অগৌরবী হয় এবং শিক্ষায় পরিপূরণকারী হয় না। তাই সে সংঘের মধ্যে কেবল বিবাদই করতে জানে। যেজন এরূপ হয়, সে মনে করে যে, এই বিবাদ বহুজনের

হিতের জন্যে, বহুজনের সুখের জন্যেই হচ্ছে। অথচ, তাতে বহুজনের অনর্থ, অহিতই হয়ে থাকে এবং দেবমানবের এতে দুঃখই বাড়ে।

ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপেই নিজের ও অন্যের মধ্যে সমভাবে বিবাদের মূলকে যদি দর্শন করতে পার; তাহলে তোমরা বিবাদের মূল সেই পাপ বর্জন করতে উৎসাহী হও। আর যদি তোমরা বিবাদের মূল সেই পাপকে নিজের ও পরের মধ্যে এরূপে সমভাবে দর্শন করতে না পার, তাহলে সেই বিবাদের মূল, পাপকে পুনঃ অনুস্রাবিত না হতে আত্মনিয়োগ কর। এভাবেই বিবাদের মূল, সেই পাপ প্রহীন হয়। এভাবেই বিবাদের মূল সেই পাপের উৎপত্তি বন্ধ হয়। এটিই ছয় প্রকার বিবাদের মূল।

২৭৩. তথায় ছয় প্রকার অনুবাদমূল কী কী? এখানে ভিক্ষু ক্রোধী হয় এবং ক্রোধকে শত্রুতায় পর্যবসিত করে। যেই ভিক্ষু ক্রোধী হয় এবং সেই ক্রোধকে শত্রুতায় পর্যবসিত করে; সে শাস্তার প্রতি অগৌরবীহেতু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে; ধর্মের প্রতি অগৌরবীহেতু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে; সংঘের প্রতি অগৌরবী হয়ে উচ্ছৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে থাকে এবং শিক্ষা পরিপূরণকারী হয় না।

যেই ভিক্ষু শাস্তার প্রতি অগৌরবীহেতু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি অগৌরবীহেতু... সংঘের প্রতি অগৌরবীহেতু, শিক্ষা পরিপূরণকারী হয় না; সে সংঘের মধ্যে কেবল অনুবাদ (ঝগড়া) করতেই জানে। সে মনে করে যে, এই ঝগড়া বহুজনের হিতের জন্যে, বহুজনের সুখের জন্যেই। অথচ তাতে বহুজনের অনর্থ, অহিতই হয়ে থাকে এবং দেব-মানবের দুঃখই কেবল বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

যদি তোমরা নিজের ও পরের মধ্যে ঝগড়ার মূলকে এরূপেই সমভাবে দেখে থাকে, তাহলে ঝগড়ার মূল সেই পাপকে প্রহীন করতে উদ্যোগী হও। যদি তোমরা নিজের ও পরের মধ্যে ঝগড়ার মূলকে এরূপে সমভাবে দর্শনে অক্ষম হও, তবুও তোমরা চেষ্টা করো, ঝগড়ার মূল সেই পাপের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এভাবেই অনুবাদের মূল সেই পাপ প্রহান (পরিত্যাগ) হয়। এভাবে ঝগড়ার মূল সেই পাপের পুনরাবৃত্তি রুদ্ধ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু নিষ্ঠুর (মক্‌খী) হয়, নির্দয় (পলাসী) হয়... ঈর্ষুক হয়; কৃপণ হয়, শঠ হয়, পাপেচ্ছু হয় এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়; উপস্থিত এবং পার্থিব বিষয়ে অত্যধিক আসক্তিপরায়ণ হয়; নিজেকে তুলে ধরতে আগ্রহী এবং স্বমতে দুরাসক্ত হয়। যেই ভিক্ষু নিষ্ঠুর নির্দয়ী হয়, ঈর্ষুক হয়; কৃপণ হয়, শঠ হয়, পাপেচ্ছু হয়, মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়; উপস্থিত পার্থিব বিষয়ে অত্যাক্ত হয়,

নিজেকে তুলে ধরতে আগ্রহী হয় এবং স্বমতে দুরাসক্ত হয়; সেই ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতিই অগৌরবী হয়। ধর্মের প্রতি অগৌরবী হয়; সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অবস্থান করে; যে সংঘের প্রতি অগৌরবী হয়, সে উচ্ছৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে।... শিক্ষা অপরিপূরণকারী হয়ে সে সংঘে মধ্যে কেবল ঝগড়াকেই জানে। সে এমন মনে করে যে, এই ঝগড়া বহুজন হিতের জন্যে, বহুজনের সুখের জন্যে। অথচ তা বহুজনের অনর্থ এবং অহিতই সাধন করে থাকে এবং দেবমানবের দুঃখই বাড়িয়ে থাকে।

যদি তোমরা নিজের ও অন্যের মধ্যে ঝগড়ার মূলকে এরূপে সমভাবে দর্শন করে থাক; তাহলে তোমরা ঝগড়ার মূল, সেই পাপকে প্রহানে উদ্যোগী হও। যদি নিজের ও অন্যের মধ্যে ঝগড়ার মূলকে তোমরা এরূপে সমভাবে দেখতে না পার, তবুও ঝগড়ার মূল সেই পাপের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে; তজ্জন্য উদ্যোগী হও। এভাবেই ঝগড়ার মূল সেই পাপের প্রহান (পরিত্যাগ) হয়। এভাবেই ঝগড়ার মূল সেই পাপের পুনরাবৃত্তি রুদ্ধ হয়। এটিই ঝগড়ার (অনুবাদের) ষড়বিধ মূল।

২৭৪. তথায় ছয় সারণীয় ধর্ম কী কী? এখানে ভিক্ষু দ্বারা মৈত্রীসহগত কায় কর্ম স্ব্রহ্মচারীদের প্রতি উপস্থাপিত হয়; এমনকি নির্জনে অবস্থানকালেও। এটিই সারণীয় ধর্ম, যা প্রিয়তা, গারবতা, সংগ্রহতা, বিবাদহীনতা, সামগ্রীকতা এবং একতার দিকে সংবর্তিত করে।

পুনরায়, ভিক্ষু দ্বারা স্ব্রহ্মচারীদের প্রতি মৈত্রীময় বাক্-কর্ম উপস্থাপিত হয়; এমনকি নির্জনে অবস্থানকালেও। এটিও সারণীয় ধর্ম; যা প্রিয়তা, গারবতা, সংগ্রহতা, অবিবাদতা, সমগ্রতা এবং একতার প্রতি সংবর্তিত করে।

পুনরায়, ভিক্ষু দ্বারা মৈত্রীসহগত মনোকর্ম উপস্থাপিত হয়, তাঁর স্ব্রহ্মচারীদের প্রতি; এমনকি নির্জনেও। এটিও সারণীয় ধর্ম; যা প্রিয়তা, গারবতা, সংগ্রহতা, অবিবাদতা, সামগ্রীকতা এবং একতার দিকে সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষু যা লাভ করে, তা ধর্মতই লাভ করে; এমনকি একপাত্র মাত্র পিণ্ডও। এরূপ লব্ধবস্তু, সে শীলবান স্ব্রহ্মচারীদের সাথে সমবণ্টন করে সাধারণ ভোগকারীই হয়। এটিও সারণীয় ধর্ম; যা প্রিয়তা, গারবতা, সংগ্রহতা, অবিবাদতা, সামগ্রীকতা এবং একতার দিকে সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষু তার শীলগুলো অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, নির্দোষ, নিষ্কলুষ (অকম্মাসানি), বন্ধনহীন (ভুজিস্সানি), বিজ্ঞের প্রশংসনীয়, অপূর্ব মসৃণ

(অপর মট্‌ঠানি), সমাধির প্রতি সংবর্তিত হয় মতো রক্ষা করেন। তথারূপ শীলগুলোর মধ্যে শীল সমন্নাগত হয়ে সব্রহ্মচারীগণের সাথে এমনকি নির্জনেও অবস্থান করেন। এটিও সারণীয় ধর্ম; যা প্রিয়তা, গারবতা, সংগ্রহতা, অবিবাদতা, সামগ্রীকতা এবং একতার দিকে সংবর্তিত করে।

পুনরায়, ভিক্ষু, যেই দৃষ্টি আর্যসত্যের দিকে নমিত, প্রণমিত এবং দুঃখকে সম্যকভাবে হরণকারী (তক্করস্‌স), তথারূপ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে সে সব্রহ্মচারীদের সাথে অবস্থান করে থাকে। এমনকি একাকী নির্জনেও। এটিও সারণীয় ধর্ম; যা প্রিয়তা, গারবতা, সংগ্রহতা, অবিবাদতা, সামগ্রীকতা এবং একতার দিকেই সংবর্তিত করে থাকে। এটিই ছয় সারণীয় ধর্ম।

২৭৫. তথায় অষ্টাদশ প্রকার ভেদকর বত্থু কী কী? এখানে ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে থাকে; ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে থাকে; অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে থাকে; বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে থাকে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনলাপিতকে ভাষিত, আলাপিত বলে প্রকাশ করে থাকে; তথাগত কর্তৃক অননুশীলিত বিষয়কে, অনুশীলিত বলে প্রকাশ করে থাকে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপিত, প্রজ্ঞাপিতকে অপ্রজ্ঞাপিত বলে প্রকাশ করে থাকে; আপত্তিকে অনাপত্তি, অনাপত্তিকে আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে; লঘু আপত্তিকে গুরু আপত্তি এবং গুরু আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকেন; সর্বাশেষ আপত্তিকে অনাবশেষ আপত্তি এবং অনাবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকেন; প্রদুষ্ট (দুট্‌ঠুল্লা) আপত্তিকে অপ্রদুষ্ট আপত্তি এবং অপ্রদুষ্ট আপত্তিকে প্রদুষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকেন। এটিই আঠারো প্রকার ভেদকরবত্থু।

তথায় চারি অধিকরণ কী কী? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাদিকরণ; এই চারি অধিকরণ।

তথায় সপ্ত সমথ কী কী? সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ বিনয়, যেভুয্যসিকা (সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে), তৎপাপিয়সিকা (এই এই অপরাধ) এবং তৃণাবৃতকরণ। এটিই সপ্ত শমথ।

[কয়টি জিজ্ঞাসা বার সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আপত্তি, আপত্তিস্কন্ধ, বিনীতা, সপ্তধা পুনঃ,
বিনীতা, গারবতা, গারবতা, আর মূল।

পুনঃ, বিনীত, বিপত্তি, সমুত্থান, বিবাদে;
অনুবাদ, সারণীয়, ভেদ আর অধিকরণে।
সপ্ত শমথ উক্ত, সতেরো সংখ্যা এই পদে।

১. ছয় আপত্তি সমুত্থান বার

২৭৬. (১) প্রথম আপত্তি সমুত্থান দ্বারা কি পারাজিকা প্রাপ্ত হয়? কিছুই না বলা কর্তব্য। সংঘাদিশেষ আপত্তি কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ (সিযাতি) বলা হয়েছে। থুল্লচ্চয় আপত্তি কী প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। পাচিত্তিয় আপত্তি কী প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। প্রতিদেশনীয় কী প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুক্কট কী প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুব্‌ভাসিত কী প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় আপত্তি সমুত্থান দ্বারা পারাজিকা কি প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে। সংঘদিশেষ কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। থুল্লচ্চয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। পাচিত্তিয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। প্রতিদেশনীয় কি বলা হয়? না বলা হয়েছে। দুক্কট কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুব্‌ভসিত কি প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে।

(৩) তৃতীয় আপত্তি সমুত্থানের দ্বারা পারাজিকা কি প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে। সংঘাদিশেষ কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। থুল্লচ্চয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। পাচিত্তিয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। প্রতিদেশনীয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুক্কট কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুব্‌ভাসিত কি প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে।

(৪) চতুর্থ আপত্তি সমুত্থান দ্বারা পারাজিকা কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। সংঘাদিশেষ কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। থুল্লচ্চয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। পাচিত্তিয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। প্রতিদেশনীয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুক্কট কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুব্‌ভাসিত কি প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে।

(৫) পঞ্চ আপত্তি সমুত্থান দ্বারা পারাজিকা কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। সংঘাদিশেষ কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। থুল্লচ্চয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। পাচিত্তিয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। প্রতিদেশনীয় কি প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে। দুক্কট কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুব্‌ভাসিত কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে।

(৬) ষষ্ঠ আপত্তি সমুত্থান দ্বারা পারাজিকা কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। সংঘাদিশেষ কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। থুল্লচ্চয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা

হয়েছে। পাচিত্তিয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। প্রতিদেশনীয় কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুক্কট কি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ বলা হয়েছে। দুব্‌ভাসিত কি প্রাপ্ত হয়? না বলা হয়েছে।

[ছয় আপত্তি সমুত্থান বার প্রথম সমাপ্ত]

২. কয়টি আপত্তি বার

২৭৭. (১) প্রথম আপত্তি সমুত্থান দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? প্রথম আপত্তি সমুত্থান দ্বারা পঞ্চ আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষু কপ্পিয় (যোগ্য) সংজ্ঞায় নিজের জন্যে নিজ উদ্যোগে কুটির করে। এতে অনুমোদনহীন ভিটে, কুটিরের আকার প্রমাণ অতিক্রমে কাজের শুরু এবং (এক পিণ্ড) শেষ উপকরণটি এসে না পৌঁছা পর্যন্ত থুল্লচ্চয় আপত্তি। ৩. উহা এসে পৌঁছলে সংঘাদিশেষ আপত্তি। ৪. ব্যবহারযোগ্য (কপ্পিয়) সংজ্ঞায় বিকালে ভোজনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ৫. ব্যবহারযোগ্য চেতনায় প্রবেশ করে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে স্বহস্তে খাদ্য বা ভোজ্য গ্রহণ করে ভোজনে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। প্রথম আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এই পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এটি সংগৃহীত হয়? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সংগৃহীত হয়? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়? চারি অধিকরণের এটি কোন অধিকরণভুক্ত? সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এটি সমাধানযোগ্য।

১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের পাঁচটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, স্বীয় প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ, স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায় হতে সমুত্থিত; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়। ৪. চারি অধিকরণের (অভিযোগ) মধ্যে, এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সাতটি সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং স্বীয় সম্মুখ বিনয় এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

২৭৮. (১) দ্বিতীয় আপত্তি সমুত্থান দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? দ্বিতীয় আপত্তি সমুত্থান দ্বারা চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষু কপ্পিয় সংজ্ঞায় (যোগ্য চেতনায়) আমার জন্যে কুটির তৈরি করুন,’ এই বলে নির্দেশ করে।

তাতে সংঘের অনুমোদন ব্যতীত, প্রমাণের বাইরে, বিষাক্ত কীটাদিতে উপদ্রবযুক্ত (সারম্ভ) চারিপাশে পরিক্রমার অযোগ্য (অপবিক্কমনং) ইত্যাদির কারণে, নির্মাণ উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ২. অন্তিম (একপিণ্ড) উপকরণটি অনাগতে থুল্লচ্চয়াপত্তি ৩. সেই পিণ্ড (শেষ উপকরণ) আগতে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৪. ভিক্ষু কপ্পিয় সংজ্ঞায় অনুপসম্পন্নকে মুখে মুখে (পদসো) ধর্মশিক্ষা দানে পাচিত্তিয়াপত্তি। দ্বিতীয় আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এই চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য? ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি ও আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের চারটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ, পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ এবং দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত; যথা : বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; কায় এবং চিত্ত হতে নয়। ৪. চারটি অধিকরণের মধ্যে এগুলো আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সাতটি সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং সম্মুখ বিনয় ও তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৭৯. (১) তৃতীয় আপত্তি সমুত্থান দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? তৃতীয় আপত্তি সমুত্থান দ্বারা পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. ভিক্ষু সজ্ঞানে কপ্পিয় সংজ্ঞায় কুটির তৈরি করে। কিন্তু, তা সংঘের অনুমোদনহীন, প্রমাণের বহির্ভূত, উপদ্রবযুক্ত এবং পরিক্রমার অনুপযুক্ত। এমতাবস্থায় উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ২. নির্মাণ সমাপ্তির অন্তিম উপকরণ (এক পিণ্ড) অনাগতে থুল্লচ্চয়াপত্তি। ৩. পিণ্ডটি আগতে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৪. ভিক্ষু কপ্পিয় সংজ্ঞায় উত্তম ভোজনাদি নিজের জন্যে নিজেই যাচঞা করে ভোজনে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। ৫. ভিক্ষু কপ্পিয় সংজ্ঞায় সেবিকারূপে দণ্ডায়মান ভিক্ষুণীকে বিরত না করে ভোজনে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। তৃতীয় আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এই পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য? ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুই বিপত্তি ভোগ করে; যথা : ১. স্বীয় শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি; ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের পাঁচটি আপত্তিস্কন্ধ

দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়; যথা : স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ, পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ, প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ এবং দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত; যথা : কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। ৪. চারি অধিকরণের মধ্যে এগুলো আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের মধ্যে এগুলো তিনটি সমথ দ্বারা সাম্যযোগ্য; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং সম্মুখ বিনয় ও তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৮০. (১) চতুর্থ আপত্তি সমুত্থানের দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? চতুর্থ আপত্তি সমুত্থানের দ্বারা ছয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষু মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে পারাজিকা আপত্তি হয়। ২. ভিক্ষু অকপ্পিয় সংজ্ঞায় কুটির নির্মাণ (সজ্ঞানে) করে থাকে, যা অননুমোদিত ভিটে, প্রমাণের বেশি, উপদ্রব যুক্ত এবং পরিক্রমার অযোগ্য। এমন অবস্থায় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি হয়। ৩. নির্মাণ সমাপ্তির শেষ উপকরণের (একপিণ্ডং) অপেক্ষায় থাকলে থুল্লচ্চয় আপত্তি; উপকরণ এসে পৌঁছলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৪. ভিক্ষু অকপ্পিয় বলে জেনেও বিকাল ভোজনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ৫. ভিক্ষু অকপ্পিয় বলে জেনেও অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর কক্ষে প্রবেশ করে তার হাত হতে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। চারটি আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এই ছয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলোতে চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা তা সমাধা হয়? ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুই বিপত্তি ভোগ করে; যথা : শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের ছয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারাই এগুলো সংগৃহীত; যথা : স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ, পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ, প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ এবং দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ৪. চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, সম্মুখ বিনয় এবং তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৮১. পঞ্চম আপত্তি সমুত্থান দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? পঞ্চম আপত্তি সমুত্থান দ্বারা ছয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষু পাপেচ্ছার বশীভূত হয়ে অস্তিত্ব নেই, অভূত এমন সব আধ্যাত্মিক বিদ্যা-বিমুক্তির বিষয়

উল্লেখ করাতে পারাজিকাপত্তি প্রাপ্ত হয়। ২. ভিক্ষু অকপ্পিয় জেনেও "আমার জন্যে এখানে কুটির করুন" এভাবে বলেন। তাকে সংঘ কর্তৃক অনুমোদনহীন ভিটেতে, প্রমাণ অতিক্রম করে, উপদ্রবযুক্ত, পরিক্রমার অনুপযোগী অবস্থায় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণে দুক্কটাপত্তি; ৩. নির্মাণ সমাপ্তির উপকরণটির অপেক্ষায় থুল্লচ্চয় আপত্তি; ৪. উপকরণটি আগত হলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৫. অকপ্পিয় জেনেও অনুপসম্পন্নকে ভিক্ষু মুখে মুখে ধর্ম আবৃত্তি করানোতে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। ৬. আক্রোশী নয়, (খুনসেতুকামো) শব্দ বিকৃতকারী নয় (থোঁতলামি, বম্ভেতুকামো) নিষ্কর্মা নয়, বিদ্রুপপ্রিয় নয়; তবুও তাদেরকে হীন বললে দুব্‌ভাষিত আপত্তি হয়। পঞ্চম আপত্তি সমুত্থান দ্বারা এই ছয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। ২. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে?... সপ্ত সমথের মধ্যে কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য? ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে থাকে; যথা : শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের ছয়টি আপত্তিস্কন্ধের দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়; যথা : স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ, পাচিত্তিয়াপত্তিস্কন্ধ, দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ এবং দুব্‌ভাষিত আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ৪. চারটি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং স্বীয় সম্মুখ বিনয় ও তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৮২. আপত্তি সমুত্থানের দ্বারা কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? ষষ্ঠ আপত্তি সমুত্থান দ্বারা ছয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষু সজ্ঞানে দ্রব্য হরণ করাতে পারাজিকাপত্তি হয়। ভিক্ষু সজ্ঞানে অকপ্পিয় সংজ্ঞায় কুটির তৈরি করে, যা অদেশিত বত্থু (অনুমোদনহীন বস্তু), প্রমাণ অতিক্রমী, উপদ্রবযুক্ত এবং পরিক্রমার অযোগ্য এমতাবস্থায় ২. নির্মাণের উদ্যোগে দুক্কটাপত্তি; ৩. নির্মাণ সমাপ্তির সর্বশেষ উপকরণটির আনায়ন অপেক্ষায় থুল্লচ্চয় আপত্তি এবং ৪. আনীত হয়ে গেলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ৫. ভিক্ষু অকপ্পীয় সংজ্ঞায় উৎকৃষ্ট ভোজনাদি নিজের জন্যে, নিজে যাচঞা করে ভোজনে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। ৬. ভিক্ষু অকপ্পিয় সংজ্ঞায় সেবিকারূপে স্থিত ভিক্ষুণীকে নিষেধ না করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। ষষ্ঠ আপত্তি সমুত্থানের দ্বারা এই ছয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়। সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি

ভোগ করে থাকে? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়? চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধাযোগ্য? ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে থাকে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি; স্বীয় আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের ছয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : স্বীয় পরাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়। ৪. চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত এবং ৫. সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা এটি সমাধানযোগ্য যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং স্বীয় সম্মুখ বিনয় ও তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

ছয়টি আপত্তি সমুত্থানের
কয়টি আপত্তি বার দ্বিতীয় সমাপ্ত।

৩. আপত্তি সমুত্থান গাথা

২৮৩. সমুত্থান, কায়িক, অনন্তদর্শী ভগবানে;
লোক হিতে ব্যাখ্যাত যাহা বিবেক দর্শনে।
আপত্তিগুলো দ্বারা সমুত্থিত কত?
জিজ্ঞাসি, আমারে বলুন বিভঙ্গ কোবিদ।
সমুত্থান, কায়িক, হে অনন্তদর্শী;
লোকহিতে ব্যাখ্যাত, হে বিবেকদশী!
আপত্তিগুলো দ্বারা সমুত্থিত পঞ্চ;
বলি যে তাই আমি বিভঙ্গ কোবিদ।
সমুত্থান বাচসিক, হে অনন্তদর্শী!
লোকহিতে ব্যাখ্যাত, হে বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো তাতে ব্যাখ্যাত কত?
জিজ্ঞাসি তা, বলুন ওহে বিভঙ্গ কোবিদ।
সমুত্থান বাচসিক, হে অনন্তদর্শী;
লোকহিতে ব্যাখ্যাত, হে বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো দ্বারা সমুত্থিত চারি;

বিভঙ্গ কোবিদে এটি আমি ব্যক্ত করি।
সমুত্থান কায়ে, বাক্যে হে অনন্তদর্শী!
লোকহিতে ব্যাখ্যাত হে বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো, যাতে সমুত্থিত কয়টি?
জিজ্ঞাসি তা, বলুন মোরে বিভঙ্গ কোবিদ।
সমুত্থান কায়ে বাক্যে, হে অনন্তদর্শী!
ব্যাখ্যাত লোকহিতে, হে বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো তা, সমুত্থিত পঞ্চ;
বলি যে তাই আমি বিভঙ্গ কোবিদ।
কায়ে, মনে, সমুত্থান, হে অনন্তদর্শী!
লোকহিতে ব্যাখ্যাত, হে, বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো দ্বারা সমুত্থিত কয়টি?
জিজ্ঞাসিত তা বলে মোরে বিভঙ্গ কোবিদ।
কায়িক, মানসিক সমুত্থান, হে অনন্তদর্শী!
লোকহিতে ব্যাখ্যাত, হে বিবেকদর্শী!
আপত্তিগুলো দ্বারা সমুত্থিত কয়টি?
জিজ্ঞাসি, বলুন আমায় বিভঙ্গ কোবিদ।
বাক, মনে সমুত্থান হে অনন্তদর্শী!
ব্যাখ্যাত লোকহিতে, হে বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো দ্বারা সমুত্থিত কয়টি?
জিজ্ঞাসি তা, বলো মোরে বিভঙ্গ কোবিদ।
সমুত্থান বাক্যে, মনে, হে অনন্তদর্শী!
ব্যাখ্যাত লোকহিতে হে বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো দ্বারা ছয় সমুত্থিত;
বলি যে তাই আমি, বিভঙ্গ কোবিদ।
কায়, বাক্য, মনে সমুত্থান, হে অনন্তদর্শী;
লোকহিতে ব্যাখ্যাত, হে বিবেকদর্শী।
আপত্তিগুলো দ্বারা সমুত্থিত কয়টি?
জিজ্ঞাসি তা, বলুন ওহে, বিভঙ্গ কোবিদ।
সমুত্থান কায়-বাক্য-মনে, হে অনন্তদর্শী!
ব্যাখ্যাত লোকহিতে, হে বিবেকদর্শী!

আপত্তিগুলো দ্বারা ছয় সমুত্থিত;
আমিও বলি যে তা, বিভঙ্গ কোবিদ।
[আপত্তি সমুত্থান গাথা সমাপ্ত]

৪. বিপত্তি প্রত্যয় বার

২৮৪. (১) শীলবিপত্তিহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়?

শীলবিপত্তিহেতু চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. ভিক্ষুণী জেনেও অন্যের পারাজিকা আপত্তি গোপন করলে, তার নিজেরও পারাজিকা হয়ে থাকে। ২. যদি ভুলবশত তা গোপন করে থাকে; তাতে তার থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। ৩. ভিক্ষু সংঘাদিশেষকে গোপন করলে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। ৪. নিজের দুট্‌ঠুল্লা আপত্তি গোপন করলে দুক্কটাপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়। শীলবিপত্তির কারণে এই চারটি আপত্তিই প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে?... সপ্ত সমথের কয়টি দ্বারা তা সমাধানযোগ্য?

১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের চারটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়; যথা : স্বীয় পারাজিকা স্কন্ধ দ্বারা, থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত; যথা : কায়, বাক্য এবং মন দ্বারা সমুত্থিত হয়। ৪. চারি অধিকরণের (অভিযোগের) মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা এটি সাম্যকৃত হয়; যথা : ১) স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২) প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং ৩) স্বীয় সম্মুখ বিনয় ও তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

২৮৫. (১) আচারবিপত্তিহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়?... সপ্ত সমথের কয়টি দ্বারা এগুলোর সমাধান হয়ে থাকে?

১. আচারবিপত্তিহেতু একটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : দুক্কটাপত্তি। আচারবিপত্তিহেতু এই একটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তি টি চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে?... সপ্ত সমথের কয়টি দ্বারা এটি সমাধানযোগ্য?

১. সেই আপত্তি চারটি বিপত্তির মধ্যে একটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের এক স্কন্ধ দ্বারা এটি সংগৃহীত; যথা : দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ। ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের এক সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত;

যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা এটি সমুত্থিত। ৪. চারি অধিকরণের (অভিযোগের) মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা এটি সাম্যকৃত; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. প্রতিজ্ঞাকরণ এবং স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৮৬. (১) দৃষ্টিবিপত্তিহেতু কয়টি বিপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? দৃষ্টিবিপত্তিহেতু দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : পাপদৃষ্টি তৃতীয়বার সমনুভাষণ পর্যন্ত পরিত্যাগ না করলে; ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি এবং ২. কর্মবাক্যের অবসানে পাচিত্তিয়াপত্তি। দৃষ্টিবিপত্তিহেতু এই দুই বিপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে?... সপ্ত সমথের কয়টি দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য? ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির একটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের দুটি স্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : পাচিত্তিয়াপত্তিস্কন্ধ এবং দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা ৩. ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত। ৪. চারি অধিকরণের মধ্যে এগুলো আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. প্রতিজ্ঞাকরণ ও স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৮৭. (১) আজীব (জীবিকা)-বিপত্তিহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? আজীববিপত্তিহেতু ছয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. আজীবহেতু, আজীবকারণে, পাপেচ্ছার বশীভূত হয়ে অসত্য, অনুৎপন্ন ধ্যান-বিমোক্ষাদি (উত্তরিমনুষ্যধর্ম) উল্লেখে পারাজিকা আপত্তি; ২. জীবিকাহেতু জীবিকা কারণে, "আপনাদের বিহারে যিনি অবস্থান করেন সেই ভিক্ষু অর্হৎ" এরূপে যাকে বলা হলো তিনি বুঝতে পারলে, ভাষণকারী ভিক্ষুর থুল্লচ্চয় আপত্তি।[১] ৩. জীবিকাহেতু, জীবিকা কারণে ভিক্ষু উৎকৃষ্ট ভোজ্যাদি নিজের জন্যে, নিজে যাচঞা করে ভোজনে পাচিত্তিয়াপত্তি; ৪. জীবিকাহেতু, জীবিকার কারণে ভিক্ষুণী উৎকৃষ্ট ভোজনাদি নিজের জন্যে, নিজে যাচঞা করে ভোজনে প্রতিদেশনীয় আপত্তি। ৫. জীবিকাহেতু, জীবিকার কারণে নীরোগী অবস্থায়

---

[১]। ২৮৭ নং-এ উৎকৃষ্ট খাদ্য নিজে যাচঞা করে ভোজনে ভিক্ষুর জন্যে পাচিত্তিয়; আর ভিক্ষুণীর জন্যে প্রতিদেশনীয়। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একইভাবে ভিক্ষুর ক্ষেত্রে দেহ স্পর্শে যেখানে সংঘাদিশেষ, একই অপরাধে ভিক্ষুণীর জন্যে পারাজিকা কেন? এই তারতম্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

নিজের জন্যে নিজে যাচএগ্রা করে ভোজনে দুক্কটাপত্তি। আজীববিপত্তিহেতু এই ছয় আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সাম্যকৃত হয়? ১. সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে থাকে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি, স্বীয় আচারবিপত্তি। ২. সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের ছয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : ১) স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ২) স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ৩) স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ৪) স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ৫) স্বীয় প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৬) স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

(৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের ছয়টি সমুত্থান দ্বারাই এগুলো সমুত্থি হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়; ২. স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, কায় এবং চিত্ত হতে নয়; ৩. স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, চিত্ত হতে নয়; ৪. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়; ৫. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়; ৬. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(৪) চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। ৫. সপ্ত সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা এটি সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. প্রতিজ্ঞাকরণ ও স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং ৩. তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

[বিপত্তি প্রত্যয় বার চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অধিকরণ প্রত্যয় বার

২৮৮. (১) বিবাদ অধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? বিবাদ অভিযোগহেতু দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. উপসম্পন্নকে আঘাত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়, ২. অনুপসম্পন্নকে আঘাত করলে দুক্কটাপত্তি হয়। বিবাদ অধিকরণ দ্বারা এই দুই আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা সমাধান হয়?

১.[১] সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির একটি বিপত্তি ভোগ করে থাকে;

---

[১]। এখানে আঘাত দ্বারা পাচিত্তিয় এবং দুক্কট দুটি আপত্তি হলো, অথচ বিপত্তির বিচারে কেন বলা হলো শুধু আচারবিপত্তি? আচারবিপত্তি দুক্কট ব্যতীত অপর সবগুলো তো

যথা : আচারবিপত্তি।

(২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের দুটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ এবং স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

(৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(৪) চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

(৫) সপ্ত সমথের মধ্যে তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. প্রতিজ্ঞাকরণ ও সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৮৯. (১) অনুবাদ অধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? অনুবাদ অধিকরণ (অভিযোগের উত্তর)-হেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষুকে পারাজিকাদি দ্বারা অমূলকভাবে অপদস্থ করতে চাইলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়; ২. অমূলকভাবে সংঘাদিশেষ আপত্তি দ্বারা অপদস্থ করতে চাইলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়; ৩. অমূলকভাবে আচারবিপত্তি দ্বারা অপদস্থ করতে চাইলে দুক্কটাপত্তি হয়। অনুবাদাধিকরণহেতু এই তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য হয়ে থাকে?

(১) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি।

(২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের তিনটি দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়; যথা : ১. সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, ২. পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ এবং ৩. দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

(৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত, বাক্য হতে নয়; ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত, কায় হতে নয়; ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়ে থাকে।

(৪) চারটি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

শীলবিপত্তি।

(৫) সপ্ত সমথের মধ্যে এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. প্রতিজ্ঞাকরণ এবং স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৯০. (১) আপত্তি অধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? আপত্তি অধিকরণ চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষুণী কারো পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্তির বিষয় জেনেও গোপন করলে, তার নিজের পারাজিকা আপত্তি হয়; ২. বিস্মৃত হয়ে গোপন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়; ৩. ভিক্ষু দ্বারা সংঘাদিশেষ আপত্তি গোপনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়; ৪. আচারবিপত্তি গোপনে দুক্কটাপত্তি হয়। আপত্তি অধিকরণহেতু এই চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য?

১) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে থাকে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি।

২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়? চারটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়; যথা : ১. স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ২. স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ৩. স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৪. স্বীয় দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়।

৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়, যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়।

৪) চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

৫) সপ্ত সমথের তিনটি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা; ২. প্রতিজ্ঞাকরণ এবং স্বীয় সম্মুখবিনয় দ্বারা; ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

২৯১. (১) কৃত্যাধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? কৃত্যাধিকরণহেতু পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্তের অনুবর্তিনী ভিক্ষুণীকে তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও স্বমত ত্যাগ না করলে; ১. বিজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কটাপত্তি; ২. দুইবার কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয়াপত্তি; ৩. কর্মবাক্যের অবসানে পারাজিকাপত্তি হয়; ৪. সংঘভেদানুবর্তী ভিক্ষুদের তৃতীয়বার সমনুভাষণের পরও স্বমত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়; ৫. তৃতীয়বার সমনুভাষণেও পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে পাচিত্তিয়াপত্তি হয়। কৃত্যাধিকরণহেতু এই পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে

থাকে?... সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধা হয়?

১) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে থাকে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং আচারবিপত্তি।

২) সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের পাঁচটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়; যথা : ১. স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ২. স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ৩. স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, ৪. স্বীয় পাচিত্তিয়াপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৫. স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

৩) ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত হয়।

৪) চারটি অধিকরণের এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত।

৫) সপ্ত সমথের এটি তিনটি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য; যথা : ১. স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. প্রতিজ্ঞাকরণ এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ৩. তৃণাবৃতকরণ পদ্ধতি দ্বারা।

(৩) সাত আপত্তি ব্যতীত, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের অবশিষ্ট আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত? চারটি অধিকরণের এগুলো কয়টি অধিকরণভুক্ত? সপ্ত সমথের কয়টি সমথ দ্বারা এগুলো সমাধানযোগ্য?

সপ্ত আপত্তি ব্যতীত, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের অবশিষ্ট আপত্তিগুলো চারি বিপত্তির কোন বিপত্তি, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কোন আপত্তিস্কন্ধ, ছয় আপত্তি সমুত্থানের কোন সমুত্থান, চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ এবং সপ্ত সমথের কোন সমথভুক্ত আর হয় না। তার কারণ কী? সপ্ত আপত্তি ব্যতীত সপ্ত আপত্তিস্কন্ধে আর অন্য কোনো আপত্তি নেই বলে।

[অধিকরণ প্রত্যয় বার পঞ্চম সমাপ্ত]

অন্তর পুনরাবৃত্তি (পেয্যালং) সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা

কয়টি প্রশ্ন সমুত্থান, কয়টি আর আপত্তি;
সমুত্থান, বিপত্তি, তথা, অধিকরণে এই ইতি।

সমথ ভেদ

৬. অধিকরণ পর্যায় বার

২৯২. (১) বিবাদ অধিকরণের পূর্বগামী কী? কয়টি স্থানে? কয়টি বত্থুতে? কয়টি ভূমিতে? কয়টি হেতুতে? কয়টি মূলে? কত আকারে বিবাদ হয়? বিবাদের অভিযোগ কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য?

(২) অনুবাদ অধিকরণের পূর্বগামী কী? কয়টি স্থানে? কয়টি বত্থুতে? কয়টি মূল? কত আকারে অনুবাদ হয়? অনুবাদ অভিযোগ কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য?

(৩) আপত্তি অধিকরণের পূর্বগামী কী? কয়টি স্থানে? কয়টি বত্থুতে? কয়টি ভূমি? কয়টি হেতু? কয়টি মূল? কত প্রকারে আপত্তি প্রাপ্ত হয়? কয়টি সমথ দ্বারা সমাধানযোগ্য?

(৪) কৃত্যাধিকরণের পূর্বগামী কী? কয়টি স্থান? কয়টি বত্থু? কয়টি ভূমি? কয়টি হেতু? কয়টি মূল? কত আকারে কৃত্য উৎপন্ন হয়? কৃত্যের অভিযোগ কয়টি সমথ দ্বারা সমাধাযোগ্য?

২৯৩. (১) বিবাদ অধিকরণের পূর্বগামী কী? লোভ পূর্বগামী, দ্বেষ পূর্বগামী, মোহ পূর্বগামী; অলোভ পূর্বগামী, অদ্বেষ পূর্বগামী, অমোহ পূর্বগামী।

(২) কয়টি স্থানে? আঠারো প্রকার ভেদকর বত্থু (বিষয়) এটির স্থান।

(৩) বত্থু কয়টি? আঠারো ভেদকর বিষয়।

(৪) ভূমি কয়টি? নয়টি হেতু; যথা : তিনটি কুশল হেতু, তিনটি অকুশল হেতু এবং অব্যাকৃত (অব্যক্ত) হেতু।

(৫) মূল কয়টি? বারোটি মূল।

(৬) কত প্রকারে বিবাদ হয়? দুই প্রকারে বিবাদ হয়; যথা : ধর্মদৃষ্টি এবং অধর্মদৃষ্টি দ্বারা।

(৭) বিবাদের অভিযোগ কয়টি সমথ দ্বারা সমাধান হয়? বিবাদের অভিযোগ দুটি সমথ দ্বারা সমাধান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং সংখ্যা গরিষ্ট মত (যেভুয়্যসিক) দ্বারা।

২৯৪. (১) অনুবাদ অধিকরণের পূর্বগামী কী? লোভ পূর্বগামী, দ্বেষ পূর্বগামী মোহ পূর্বগামী; অলোভ পূর্বগামী, অদ্বেষ পূর্বগামী এবং অমোহ পূর্বগামী।

(২) কয়টি স্থানে? চারি বিপত্তির স্থানে।

(৩) কয়টি বত্থুতে (বিষয়ে)? চারি বিপত্তির বত্থুতে।

(৪) কয়টি ভূমিতে? চারটি বিপত্তি ভূমিতে।

(৫) কয়টি হেতুতে? নয়টি হেতুতে; যথা : তিনটি কুশল হেতু, তিনটি অকুশল হেতু এবং তিনটি অব্যাকৃত হেতুতে। ৬. কয়টি মূল? চৌদ্দটি মূল। ৭. কত প্রকারে বিবাদ হয়? দুই প্রকারে বিবাদ হয়; যথা : বত্থু হতে বা আপত্তি হতে। ৮. অনুবাদ অধিকরণ কত প্রকার সমথ দিয়ে সাম্য হয়? অনুবাদ অধিকরণ চার সমথ দিয়ে সাম্য হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, স্মৃতিবিনয় দ্বারা, আমূঢ় বিনয় দ্বারা ও তৎপাপিয়সিকা দ্বারা।

২৯৫. ১. আপত্তি অধিকরণের পূর্বগামী কী? লোভ পূর্বগামী, দ্বেষ পূর্বগামী মোহ পূর্বগামী; অলোভ পূর্বগামী, অদ্বেষ পূর্বগামী এবং অমোহ পূর্বগামী। ২. কয়টি স্থানে? সাত আপত্তিস্কন্ধের স্থানে। ৩. কয়টি বত্থুতে (বিষয়ে)? সাত আপত্তিস্কন্ধের বত্থুতে। ৪. কয়টি ভূমিতে? সাত আপত্তিস্কন্ধের ভূমিতে। ৫. কয়টি হেতুতে? ছয়টি হেতুতে; যথা : তিনটি অকুশল হেতু এবং তিনটি অব্যাকৃত হেতুতে। ৬. কয়টি মূল? ছয়টি আপত্তিসমুত্থান মূল। ৭. কত প্রকারে আপত্তি প্রাপ্ত হয়? ছয় প্রকারে আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : অলজ্জিতা, অজ্ঞানতা, সন্দেহপরায়ণতা, অকপ্পিয়ে কপ্পিয় বলে ধারণা, কপ্পিয়ে অকপ্পিয় বলে ধারণা, স্মৃতিবিহ্বলতা। ৮. আপত্তি অধিকরণ কত প্রকার সমথ দিয়ে সাম্য হয়? আপত্তি অধিকরণ তিন সমথ দিয়ে সাম্য হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা ও তৃণবিস্তারকরণ দ্বারা।

২৯৬. ১. কৃত্য অধিকরণের পূর্বগামী কী? লোভ পূর্বগামী, দ্বেষ পূর্বগামী মোহ পূর্বগামী; অলোভ পূর্বগামী, অদ্বেষ পূর্বগামী এবং অমোহ পূর্বগামী। ২. কয়টি স্থানে? চার কর্মের স্থানে। ৩. কয়টি বত্থুতে (বিষয়ে)? চার কর্মের বত্থুতে। ৪. কয়টি ভূমিতে? চার কর্মের ভূমিতে। ৫. কয়টি হেতুতে? নয়টি হেতুতে; যথা : তিনটি কুশল হেতু, তিনটি অকুশল হেতু এবং তিনটি অব্যাকৃত হেতুতে। ৬. কয়টি মূল? একটি মূল, সংঘ। ৭. কত প্রকারে কৃত্য জাত হয়? দুই প্রকারে কৃত্য জাত হয়; যথা : বিজ্ঞপ্তি হতে, বা অভেদ হতে (অবলোকন) ৮. কৃত্যাধিকরণ কয়টি সমথের দ্বারা সমাধান হয়? কৃত্যাধিকরণ একটি সমথ দ্বারা সমাধান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা।

সমথ কয়টি? সমথ ৭টি; যথা : ১. সম্মুখ বিনয়, ২. স্মৃতি বিনয়, ৩. অমূঢ় বিনয়, ৪. প্রতিজ্ঞাকরণ, ৫. সংখ্যাধিক্যতা (যেভুয়্যসিক), ৬. তৎপাপিয়সিকা এবং ৭. তৃণাবৃতকরণ। এগুলোই সপ্ত সমথ। এই সপ্ত সমথ

দশটি সমথ হয়ে থাকে; আবার দশ সমথ সপ্ত সমথ হয়ে থাকে; বিষয় বশে এবং পর্যায় বশে।

তা কী প্রকারে? বিবাদ অধিকরণের সমথ দুটি, অনুবাদ অধিকরণের চারটি সমথ, আপত্তি অধিকরণের তিনটি সমথ এবং কৃত্যাধিকরণের একটি সমথ। আর এভাবেই সপ্ত সমথ, দশ সমথ হয়; আবার দশ সমথ সপ্ত সমথ হয়ে থাকে, বস্তু এবং পর্যায়বশে।

[অধিকরণ পর্যায় বার ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সাধারণ বার

২৯৭. ১. কয়টি সমথ বিবাদ অধিকরণের জন্য সাধারণ? কয়টি সমথ বিবাদ অধিকরণের জন্যে অসাধারণ? ২. কয়টি সমথ অনুবাদ অধিকরণের জন্যে সাধারণ? কয়টি সমথ অনুবাদ অধিকরণের জন্যে অসাধারণ? ৩. কয়টি সমথ আপত্তি অধিকরণের জন্যে সাধারণ? কয়টি সমথ আপত্তি অধিকরণের জন্যে অসাধারণ? ৪. কয়টি সমথ কৃত্যাধিকরণের জন্যে সাধারণ? কয়টি সমথ কৃত্যাধিকরণের জন্যে অসাধারণ?

১. দুটি সমথ বিবাদ অধিকরণের জন্যে সাধারণ; যথা : সম্মুখবিনয় এবং যেভুয়্যসিকা। পাঁচটি সমথ বিবাদ অধিকরণের জন্যে অসাধারণ; যথা : স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ।

২. চারটি সমথ অনুবাদ অধিকরণের জন্যে সাধারণ; যথা : সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা। তিনটি সমথ আপত্তি অধিকরণের জন্যে অসাধারণ; যথা : যেভুয়্যসিকা, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ।

৩. তিনটি সমথ অনুবাদ অধিকরণের জন্যে সাধারণ; যথা : সম্মুখ বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ। চারটি সমথ আপত্তি অধিকরণের জন্যে অসাধারণ; যথা : যেভুয়্যসিক, স্মৃতিবিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎ পাপিয়সিক।

৪. কৃত্যাধিকরণের জন্য একটি সমথ সাধারণ; যথা : সম্মুখ বিনয়। ছয়টি সমথ কৃত্যাধিকরণের জন্যে অসাধারণ; যথা : যেভূয়্যসিক, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ।

[সাধারণ বার সপ্তম সমাপ্ত]

৮. তভ্রাগীয় বার

২৯৮. ১. বিবাদ অধিকরণের কয়টি সমথ তভ্রাগীয়? বিবাদ অধিকরণের কয়টি সমথ অন্যভাগীয়? ২. অনুবাদন অধিকরণের কয়টি সমথ তভ্রাগীয়? অনুবাদ অধিকরণের কয়টি সমথ অন্যভাগীয়? ৩. আপত্তি অধিকরণের কয়টি সমথ তভ্রাগীয়; আপত্তি অধিকরণের কয়টি সমথ অন্যভাগীয়? ৪. কৃত্য অধিকরণের কয়টি সমথ তভ্রাগীয়? কৃত্য অধিকরণের কয়টি সমথ অন্য ভাগীয়?

(১) দুটি সমথ বিবাদ অধিকরণে তভ্রাগীয়ঃ যথা : সম্মুখ বিনয় এবং যেভুয়্যসিকা। পঞ্চ সমথ বিবাদ অধিকরণের জন্য অন্যভাগীয়; যথা : স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ।

(২) অনুবাদ অধিকরণের জন্যে তভ্রাগীয় সমথ চারটি; যথা : সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা। অনুবাদ অধিকরণের জন্য অন্যভাগীয় সমথ তিনটি; যথা : যেভুয়্যসিকা, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ।

(৩) আপত্তি অধিকরণের জন্যে তভ্রাগীয় সমথ তিনটি; যথা : সম্মুখ বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ। আপত্তি অধিকরণের জন্যে অন্যভাগীয় সমথ চারটি; যথা : যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা।

(৪) কৃত্যাধিকরণের জন্য তভ্রাগীয় সমথ একটি; যথা : সম্মুখবিনয়। কৃত্যাধিকরণের জন্য অন্যভাগীয় সমথ ছয়টি; যথা : স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ।

[তভ্রাগীয় বার অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সমথের জন্য সমথ সাধারণ বার

২৯৯. (১) সমথের জন্যে সমথ সাধারণ; সমথের জন্য সমথ অসাধারণ সমথের জন্যে কিছু সমথ সাধারণ; সময়ের জন্যে কিছু সমথ অসাধারণ। সময়ের জন্যে কোন সমথ সাধারণ? আর সময়ের জন্যে কোন সমথ অসাধারণ সম্মুখ বিনয়ের জন্যে যেভুয়্যসিকা সাধারণ, আর স্মৃতি বিনয়ের জন্যে, অমূঢ় বিনয়ের জন্যে, প্রতিজ্ঞাকরণের জন্যে, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃত করণের জন্যে অসাধারণ।

(২) স্মৃতি বিনয় সম্মুখ বিনয়ের জন্য সাধারণ; আর অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ এবং যেভুয়্যসিকা অসাধারণ।

(৩) অমূঢ় বিনয়, সম্মুখ বিনয়ের জন্য সাধারণ কিন্তু প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিকা এবং স্মৃতি বিনয়ের জন্য অসাধারণ।

(৪) প্রতিজ্ঞাকরণ, সম্মুখবিনয়ের জন্য সাধারণ; কিন্তু তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিক, স্মৃতিবিনয় এবং অমূঢ় বিনয়ের জন্য অসাধারণ।

(৫) তৎপাপিয়সিকা, সম্মুখবিনয়ের জন্য সাধারণ; কিন্তু তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং প্রতিজ্ঞাকরণের জন্য অসাধারণ।

(৬) তৃণাবৃতকরণ, সম্মুখনিয়ের জন্য সাধারণ; কিন্তু যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৎপাপিযসিকের জন্য অসাধারণ। এভাবেই কিছু সমথ সমথের জন্যে সাধারণ এবং কিছু সমথ সমথের জন্যে অসাধারণ হয়ে থাকে।

[সমথ সমথের জন্য সাধারণ বার নবম সমাপ্ত]

১০. সমথের জন্য সমথ তড্ভাগীয় বার

৩০০. সমথের জন্যে সমথ তড্ভাগীয় হয়; সমথের জন্য সমথ অন্যভাগীয়ও হয়। কোন সমথ সময়ের জন্য তড্ভাগীয়; কোন সমথ সময়ের জন্য অন্যভাগীয়।

কোন সমথ সমথের জন্যে তড্ভাগীয়? কোন সমথ, সমথের জন্যে অন্যভাগীয়?

(১) যেভুয়্যসিকা, সম্মুখবিনয়ের জন্য তড্ভাগীয়; কিন্তু স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণের জন্যে অন্যভাগীয়।

(২) স্মৃতি বিনয়, সম্মুখ বিনয়ের জন্যে তড্ভাগীয়; কিন্তু অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ এবং যেভুয়্যসিকের জন্যে অন্যভাগীয়।

(৩) অমূঢ় বিনয়, সম্মুখ বিনয়ের জন্যে তড্ভাগীয়; কিন্তু প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিক এবং স্মৃতি বিনয়ের জন্যে অন্যভাগীয়।

(৪) প্রতিজ্ঞাকরণ, সম্মুখ বিনয়ের জন্য তড্ভাগীয়; কিন্তু তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয় এবং অমূঢ় বিনয়ের জন্য অন্যভাগীয়।

(৫) তৎপাপিয়সিকা, সম্মুখ বিনয়ের জন্য তড্ভাগীয় কিন্তু তৃণাবৃতকরণ,

যেভুয়্যসিক, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণের জন্য অন্যভাগীয়।

(৬) তৃণাবৃতকরণ, সম্মুখ বিনয়ের জন্য তদ্ভাগীয়; কিন্তু যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকের জন্য অন্যভাগীয়।

এভাবে কিছু সমথ, সমথের জন্যে তদ্ভাগীয় এবং কিছু সমথ, সমথের জন্যে অন্যভাগীয় হয়।

[সমথ সমথের জন্যে তদ্ভাগীয় দশম সমাপ্ত]

১১. সমথ সম্মুখ বিনয় বার

৩০১. ১. সমথ সম্মুখ বিনয়; সম্মুখ বিনয় কি সমথ? ২. সমথ যেভুয়্যসিকা, যেভুয়্যসিকা কি সমথ? ৩. সমথ স্মৃতি বিনয়ঃ স্মৃতি বিনয় কি সমথ? ৪. সমথ অমূঢ় বিনয়; অমূঢ় বিনয় কি সমথ? ৫. সমথ প্রতিজ্ঞাকরণ; প্রতিজ্ঞাকরণ কি সমথ? ৬. সমথ তৎপাপিয়সিকা; তৎপাপিয়সিকা কি সমথ? ৭. সমথ তৃণাবৃতকরণ; তৃণাবৃতকরণ কি সমথ?

(১) যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ; এগুলো সমথই সমথ; সম্মুখ বিনা নয়। সম্মুখ বিনয় সমথ এবং সম্মুখ বিনয়ও বটে।

(২) স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ এবং সম্মুখ বিনয়; এগুলো সমথ, সমথই, যেভুয়্যসিকা নয়। যেভুয়্যসিকা সমথ এবং যেভুয়্যসিকাও বটে।

(৩) অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, সম্মুখ বিনয় এবং যেভুয়্যসিকা; এগুলো সমথ, সমথই; স্মৃতি বিনয় নয়। স্মৃতি বিনয় সমথ এবং স্মৃতি বিনয়ও বটে।

(৪) প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, সম্মুখবিনয়, যেভুয়্যসিক এবং স্মৃতি বিনয়; এগুলো সমথ, সমথই; অমূঢ় বিনয় নয়। অমূঢ় বিনয় সমথ এবং অমূঢ় বিনয়ও বটে।

(৫) তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, সম্মুখ বিনয়, যেভুয়্যসিক, স্মৃতি বিনয় এবং অমূঢ় বিনয়; এগুলো সমথ, সমথই; প্রতিজ্ঞাকরণ নয়। প্রতিজ্ঞাকরণ সমথ এবং প্রতিজ্ঞাকরণও বটে।

(৬) তৃণাবৃতকরণ, সম্মুখ বিনয়, যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং প্রতিজ্ঞাকরণ; এগুলো সমথ, সমথই; তৎপাপিয়সিকা নয়। তৎপাপিয়সিকা সমথ; আবার তৎপাপিয়সিকাও বটে।

(৭) সম্মুখ বিনয়, যেভুয়্যসিক, গতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ

এবং তৎপাপিয়সিকা; এগুলো সমথ, সমথই; তৃণাবৃতকরণ নয়। তৃণাবৃতকরণ সমথ; আবার তৃণাবৃতকরণও বটে।

[সমথ সম্মুখ বিনয় বার একাদশ সমাপ্ত]

১২. বিনয় বার

৩০২. ১. বিনয় হচ্ছে সম্মুখ বিনয়, সম্মুখ বিনয় কি বিনয়? ২. বিনয় হচ্ছে যেভুয়্যসিকা; যেভুয়্যসিকা কি বিনয়? ৩. বিনয় হচ্ছে সতি বিনয়; সতি বিনয় কি বিনয়? ৪. বিনয় হচ্ছে অমূঢ় বিনয়; অমূঢ় বিনয় কি বিনয়? ৫. বিনয় হচ্ছে প্রতিজ্ঞাকরণ; প্রতিজ্ঞাকরণ কি বিনয়? ৬. বিনয় হচ্ছে তৎপাপিয়সিকা; তৎপাপিয়সিকা কি বিনয়? ৭. বিনয় হচ্ছে তৃণাবৃতকরণ; তৃণাবৃতকরণ কি বিনয়?

(১) সম্মুখ বিনয় অবশ্যই বিনয়; আবার নয়ও বটে। সম্মুখ বিনয় যদি বিনয় হয়; তা সম্মুখ বিনয়ও বটে।

(২) যেভুয়্যসিকা অবশ্যই বিনয়; আবার নয়ও বটে। যেভুয়্যসিকা যদি বিনয় হয়; তা যেভুয়্যসিকাও বটে।

(৩) স্মৃতি বিনয় অবশ্যই বিনয়; আবার নয়ও বটে। স্মৃতি বিনয় যদি বিনয় হয়ঃ তা স্মৃতি বিনয়ও বটে।

(৪) অমূঢ় বিনয় অবশ্যই বিনয়; আবার নয়ও বটে। অমূঢ় বিনয় যদি বিনয় হয়; তা অমূঢ় বিনয় ও বটে।

(৫) প্রতিজ্ঞাকরণ অবশ্যই বিনয়; আবার তা নয়ও বটে। প্রতিজ্ঞকরণ যদি বিনয় হয়; তা প্রতিজ্ঞাকরণও বটে।

(৬) তৎপাপিয়সিকা অবশ্যই বিনয়; আবার নয়ও বটে। তৎপাপিয়সিকা যদি বিনয় হয়; তা তৎপাপিয়সিকাও বটে।

(৭) তৃণাবৃতকরণ অবশ্যই বিনয়; আবার নয়ও বটে। তৃণাবৃতকরণ যদি বিনয় হয়; তা তৎপাপিয়সিকাও বটে।

[বিনয় বার দ্বাদশ সমাপ্ত]

১৩. কুশল বার

৩০৩. ১. সম্মুখ বিনয় কি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত? ২. যেভুয়্যসিকা কি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত? ৩. স্মৃতি বিনয় কি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত? ৪. অমূঢ় বিনয় কি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত? ৫. প্রতিজ্ঞাকরণ কি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত? ৬. তৎপাপিয়সিকা কি

কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত? ৭. তৃণাবৃতকরণ কি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত?

১. সম্মুখ বিনয় কখনো কুশল, কখনো অব্যাকৃত; সম্মুখ বিনয় কখনো অকুশল নয়। ২. যেভুয়্যসিকা কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত। ৩. স্মৃতি বিনয় কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত। ৪. অমূঢ় বিনয় কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত। ৫. প্রতিজ্ঞাকরণ কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত। ৬. তৎপাপিয়সিকা কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত। ৭. তৃণাবৃতকরণ কখনো কুশল, কখনো অকুশল এবং কখনো অব্যাকৃত।

১. বিবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত। ২. অনুবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত। ৩. আপত্তি অধিকরণ কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত। ৪. কৃত্যাধিকরণ কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত। আবার, ৫. বিবাদ অধিকরণ কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত হয়ে থাকে। ৬. অনুবাদ অধিকরণ কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত হয়ে থাকে। ৭. আপত্তি অধিকরণ কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত। আপত্তি অধিকরণে কুশল নেই। ৮. কৃত্যাধিকরণ কখনো কুশল, কখনো অকুশল, কখনো অব্যাকৃত হয়ে থাকে।

[কুশল বার ত্রয়োদশ সমাপ্ত]

১৪. যথায় বার, জিজ্ঞাসা বার

৩০৪. (১) যথায় যেভুয়্যসিকা লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয়ও লব্ধ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় যেভুয়্যসিকা ও লব্ধ হয়। তথায় স্মৃতি বিনয় লাভ হয় না; অমূঢ় বিনয় লাভ হয় না; প্রতিজ্ঞাকরণ লাভ হয় না; তৎপাপিয়সিকা লাভ হয় না; তৃণাবৃতকরণ লাভ হয় না।

(২) স্মৃতিবিনয় যথায় লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয়ও লাভ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় স্মৃতি বিনয়ও লব্ধ হয়। কিন্তু তথায় অমূঢ় বিনয় লাভ হয় না; প্রতিজ্ঞাকরণ লাভ হয় না; তৎপাপিয়সিকা লাভ হয় না; তৃণাবৃতকরণ লাভ হয় না এবং যেভুয়্যসিকাও লাভ হয় না।

(৩) যথায় অমূঢ় বিনয় লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয়ও লাভ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়। তথায় অমূঢ় বিনয়ও লাভ হয়। কিন্তু তথায় প্রতিজ্ঞাকরণ লাভ হয় না; তৎপাপিয়সিকা লাভ হয় না; তৃণাবৃতকরণ লাভ

হয় না; যেভুয়্যসিকা লাভ হয় না; স্মৃতি বিনয়ও লাভ হয় না।

(৪) যথায় প্রতিজ্ঞাকরণ লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয়ও লাভ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় প্রতিজ্ঞাকরণও লাভ হয়। কিন্তু তথায় তৎপাপিয়সিকা লাভ হয় না, তৃণাবৃতকরণ লাভ হয় না, যেভুয়্যসিকা লাভ হয় না, স্মৃতি বিনয় লাভ হয় না, অমূঢ় বিনয়ও লাভ হয় না।

(৫) যথায় তৎপপিয়সিকা লব্ধ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয়ও লব্ধ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লব্ধ হয়, তথায় তৎপাপিয়সিকা লব্ধ হয়। কিন্তু, তথায় তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিক, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং প্রতিজ্ঞাকরণ লাভ হয় না।

(৬) যথায় তৃণাবৃতকরণ লব্ধ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয়ও লব্ধ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লব্ধ হয়, তথায় তৃণাবৃতকরণও লাভ হয়। কিন্তু, তথায় যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৎপাপিয়সিকা লাভ হয় না।

(৭) যথায় যেভুয়্যসিকা তথায় সম্মুখ বিনয় যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় যেভুয়্যসিকা। কিন্তু স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ তথায় থাকে না।

(৮) যথায় স্মৃতি বিনয়, তথায় সম্মুখ বিনয় যথায় সম্মুখবিনয় তথায় স্মৃতি বিনয়। কিন্তু অমূঢ়বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ এবং যেভুয়্যসিকা তথায় থাকে না।

(সম্মুখ বিনয়কে মূল ধরে নিয়ে)... যথায় তৃণাবৃতকরণ, তথায় সম্মুখ বিনয়। যথায় সম্মুখবিনয়, তথায় তৃণাবৃতকরণ। কিন্তু যেভুয়্যসিকা, স্মৃতিবিনয়, অমূঢ়বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৎপাপিয়সিকা তথায় নেই।

[যথায় বার, জিজ্ঞাসা বার চতুর্দশ সমাপ্ত]

১৫. সমথ বার, বিসর্জন বার

৩০৫. (১) যে সময়ে সম্মুখ বিনয় এবং যেভুয়্যসিকা দ্বারা অভিযোগের সমাধান হয় (উপসম); তখন যথায় যেভুয়্যসিকা লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়। যথায় সম্মুখবিনয় লাভ হয়, তথায় যেভুয়্যসিকা লাভ হয়। কিন্তু স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ তথায় লাভ হয় না।

(২) যে সময়ে সম্মুখ বিনয় এবং স্মৃতিবিনয় দ্বারা অভিযোগের উপশম হয়; তখন যথায় স্মৃতি বিনয় লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়। যথায়

সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় স্মৃতি বিনয় লাভ হয়। কিন্তু অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ এবং যেভুয়্যসিক তথায় লাভ হয় না।

(৩) যে সময়ে সম্মুখ বিনয় এবং অমূঢ় বিনয় দ্বারা অভিযোগের উপশম (সমাধান) হয়; তখন যথায় অমূঢ় বিনয় লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় অমূঢ় বিনয়ও লাভ হয়। কিন্তু, তথায় প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিকা ও স্মৃতি বিনয় তথায় লাভ হয় না।

(৪) যে সময়ে সম্মুখ বিনয় এবং প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা অভিযোগের উপশম হয়; তখন যথায় প্রতিজ্ঞাকরণ লাভ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়। যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় প্রতিজ্ঞাকরণ লাভ হয়। কিন্তু তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিক, স্মৃতি বিনয় এবং অমূঢ় বিনয় তথায় লাভ হয় না।

(৫) যে সময়ে সম্মুখ বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা অভিযোগের উপশম হয়; তখন যথায় তৎপাপিয়সিকা লাভ হয়; তথায় সম্মুখ বিনয়ও লাভ হয়। কিন্তু, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং প্রতিজ্ঞাকরণ বিনয় তথায় লাভ হয় না।

(৬) যেই সময়ে সম্মুখ বিনয় এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা অভিযোগের উপশম হয়; তখন যথায় তৃণাবৃতকরণ লব্ধ হয়, তথায় সম্মুখ বিনয়ও লাভ হয়। আবার যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় তৃণাবৃতকরণও লাভ হয়। আবার যথায় সম্মুখ বিনয় লাভ হয়, তথায় তৃণাবৃতকরণও লাভ হয়। কিন্তু, যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৎপাপিয়সিকা তথায় লাভ হয় না।

[সমথ বার, বিসর্জন বার পঞ্চদশ সমাপ্ত]

১৬. সংশ্লিষ্ট (মিশ্রিত) বার

৩০৬. (১) অধিকরণ (অভিযোগ) বা সমথ (সমাধান); এই ধর্মগুলো (বিষয়) সংশ্লিষ্ট (সম্পর্কীত) না অসংশ্লিষ্ট (বিসংসট্‌ঠা)? লব্ধ এই ধর্মগুলো বিশ্লেষণ করে করে নানাকরণের উদ্দেশ্যেই কি প্রজ্ঞাপিত?

অধিকরণ বা সমথ এই ধর্মগুলো অসংশ্লিষ্ট, এগুলো সংশ্লিষ্ট নয়। লব্ধ এই ধর্মগুলো বিশ্লেষণ করে করে নানাকরণের উদ্দেশ্যেই প্রজ্ঞাপিত। তা অবশ্যই ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। অধিকরণ বা সমথ এই ধর্মগুলো আবার সংশ্লিষ্টও

হয়ে থাকে; অসংশ্লিষ্ট হয় না। এই ধর্মগুলো বিশ্লেষণ করে করে নানা প্রকারে প্রজ্ঞাপিত করাতে কোনো লাভও তখন হয় না। তার কারণ কী? ভগবান কর্তৃক এ কথা কি বলা হয়নি? "ভিক্ষুগণ, এটিই সেই চারি অধিকরণ, আর সপ্ত সমথ" অধিকরণগুলো সমথগুলো দ্বারাই সমর্থিত হয়। আবার সমথগুলোও অধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয়। এভাবেই এই ধর্মগুলো সংশ্লিষ্টতার জন্যেই অসংশ্লিষ্ট। তাই কোনো লাভ নেই, এ সকল ধর্মগুলোকে বিশ্লেষণ করে করে নানা প্রকারে প্রজ্ঞাপিত করা।

[সংশ্লিষ্ট বার যোড়শ সমাপ্ত]

১৭. সম্মতি বার

৩০৭. ১. বিবাদ অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? ২. অনুবাদ অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? ৩. আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? ৪. কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়?

উত্তর : ১. বিবাদ অধিকরণকে দুটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে থাকে; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং যেভুয়্যসিকা দ্বারা। ২. অনুবাদ অধিকরণকে চারটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা। ৩. আপত্তি অধিকরণকে তিনটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। ৪. কৃত্যাধিকরণকে একটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা।

১. বিবাদ অধিকরণ এবং অনুবাদ অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? বিবাদ অধিকরণ এবং অনুবাদ অধিকরণকে পাঁচটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, যেভুয়্যসিকা দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা। ২. বিবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? বিবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে চারটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, যেভুয়্যসিকা দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। ৩. বিবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? বিবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে দুটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং যেভুয়্যসিকা দ্বারা।

১. অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা

সমর্থিত হতে হয়? অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে ছয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, তৎপাপিয়সিকা দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। ২. অনুবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? অনুবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে চারটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা। ৩. আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে তিনটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

১. বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে সাতটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, যেভুয়্যসিকা দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, তৎপাপিয়সিকা দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। ২. বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে পাঁচটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা যেভুয়্যসিকা দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা। ৩. অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে ছয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। ৪. বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে সাতটি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়; যথা : ১. সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. যেভুয়্যসিকা দ্বারা, ৩. স্মৃতি বিনয় দ্বারা, ৪. অমূঢ় বিনয় দ্বারা, ৫. প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, ৬. তৎপাপিয়সিকা দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

[সম্মতি বার সপ্তদশ সমাপ্ত]

১৮. সম্মতি, অসম্মতি বার

৩০৮. বিবাদ অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতি এবং কয়টি দ্বারা অসম্মতি? ২. অনুবাদ অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতি এবং কয়টি দ্বারা অসম্মতি? ৩. আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সম্মতি এবং কয়টি দ্বারা অসম্মতি? ৪. কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতি এবং কয়টি দ্বারা অসম্মতি?

(১) বিবাদ অধিকরণকে দুটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় এবং যেভুয়্যসিকা দ্বারা। আবার পাঁচটি সমথ দ্বারা অসমর্থিত হয়; যথা : স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(২) অনুবাদ অধিকরণকে চারটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, তৎপাপিয়সিকা। আবার তিনটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : যেভুয়্যসিকা, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(৩) আপত্তি অধিকরণকে তিনটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। আবার চারটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান করা হয়; যথা : যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা।

(৪) কৃত্যাধিকরণকে একটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা।

আবার ছয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়াসিক এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(১) বিবাদ অধিকরণ এবং অনুবাদ অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়? বিবাদ অধিকরণ এবং অনুবাদ অধিকরণকে পাঁচটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান করা হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, যেভুয়্যসিকা দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা। আবার দুটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(২) বিবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? এবং কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়?

বিবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে চারটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, যেভুয়্যসিকা দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

আবার তিনটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : স্মৃতি বিনয়, অমূঢ়

বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা।

(৩) বিবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়?

বিবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে দুটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং যেভুয়্যসিকা দ্বারা। আবার পাঁচটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, তৎপাপিয়সিকা দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(৪) অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, তৎপাপিয়সিকা দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। আবার একটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয় না; যথা : যেভুয়্যসিকা দ্বারা।

(৫) অনুবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাদিকরণকে কয় সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়?

অনুবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে চারটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা বিনয় দ্বারা। আবার তিনটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয় না; যথা : যেভুয়্যসিকা, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(৬) আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়?

আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে তিনটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। আবার চারটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা।

(১) বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান করা হয়? এবং কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়?

বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণকে সাতটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(২) বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণ, কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়?

বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণ, পাঁচটি সমথ

দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, যেভুয্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা। আবার দুটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(৩) অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান করা হয়? কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান করা হয়? অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে ছয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা। অপরদিকে একটি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়; যথা : যেভুয্যসিকা দ্বারা।

(৪) বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে কয়টি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়? কয়টি সমথ দ্বারা অসম্মতিদান হয়? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণকে সাতটি সমথ দ্বারা সম্মতিদান হয়; যথা : ১. সম্মুখ বিনয় দ্বারা, ২. যেভুয্যসিকা দ্বারা, ৩. স্মৃতি বিনয় দ্বারা, ৪. অমূঢ় বিনয় দ্বারা, ৫. প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, ৬. তৎপাপিয়াসিক দ্বারা এবং ৭. তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

[সম্মতি, অসম্মতি বার অষ্টাদশ সমাপ্ত]

১৯. সমথ অধিকরণ বার

৩০৯. ১. সমথগুলোকে কি সমথগুলো দ্বারা সম্মতিদান হয়? ২. সমথগুলোকে কি অধিকরণগুলো দ্বারা সম্মতিদান করা হয়? ৩. অধিকরণগুলোকে কি সমথগুলো দ্বারা সম্মতিদান করা হয়? ৪. অধিকরণগুলো কি অধিকরণগুলো দ্বারা সম্মতিদান করা হয়?

(১) সমথগুলো সমথগুলো দ্বারাই নিশ্চিত সম্মতিপ্রাপ্ত। আবার সমথগুলো সমথগুলো দ্বারাই নিশ্চিত অসম্মতিপ্রাপ্ত।

(২) সমথগুলো অধিকরণগুলো দ্বারা নিশ্চিত সম্মতিপ্রাপ্ত। আবার সমথগুলো অধিকরণ দ্বারা নিশ্চিত অসম্মতিপ্রাপ্তও বটে।

(৩) অধিকরণগুলো সমথ দ্বারা নিশ্চিত সম্মতিপ্রাপ্ত। আবার সমথগুলো অধিকরণ দ্বারা নিশ্চিত অসম্মতিপ্রাপ্তও বটে।

(৪) অধিকরণগুলো সমথগুলো দ্বারা নিশ্চিত সম্মতিপ্রাপ্ত। অধিকরণগুলো, সমথগুলো দ্বারা অসম্মতিপ্রাপ্তও বটে।

(৫) অধিকরণগুলো, অধিকরণগুলো দ্বারা অবশ্যই সম্মতিপ্রাপ্ত। অধিকরণগুলো আবার অধিকরণগুলো দ্বারা অসম্মতি প্রাপ্ত হয়।

৩১০. (১) কীভাবে সমথগুলো, সমথগুলো দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয়? আবার কীভাবে সমথগুলো, সমথগুলো দ্বারা অসম্মতি প্রাপ্ত হয়? যেভুয্যসিকা সম্মুখ বিনয় দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু স্মৃতি বিনয় দ্বারা, অমূঢ় বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা, তৎপাপিয়সিকা দ্বারা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয় না।

(২) স্মৃতি বিনয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ এবং যেভুয্যসিকা দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত নয়।

(৩) অমূঢ় বিনয়, সম্মুখ বিনয় দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয্যসিকা এবং স্মৃতি বিনয় দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত নয়।

(৪) প্রতিজ্ঞাকরণকে সম্মুখ বিনয় দ্বারা সম্মতিদান হয়। কিন্তু তৎপাপিয়সিকা, তৃণাবৃতকরণ, যেভুয্যসিকা, স্মৃতি বিনয় এবং অমূঢ় বিনয় দ্বারা সম্মতিদান হয় না।

(৫) তৎপাপিয়সিকা সম্মুখ বিনয় দ্বারা সম্মতিদান হয়। কিন্তু তৃণাবৃতকরণ, যেভুয্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয় না।

(৬) তৃণাবৃতকরণকে সম্মুখ বিনয় দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যেভুয্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা সম্মতিদান হয় না। এভাবে কোনো কোনো সমথ, কোনো কোনো সমথ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত; আবার কোনো কোনো সমথ, কোনো কোনো সমথ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয় না।

৩১১. (১) কীভাবে কিছু সমথ, অধিকরণগুলো দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত; আবার কিছু সমথ, অধিকরণগুলো দ্বারা অসম্মতি প্রাপ্ত হয়?

(২) সম্মুখ বিনয়টি বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয়।

(৩) যেভুয্যসিকাটি বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত; কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয় না।

(৪) স্মৃতি বিনয়টি বিবাদ অধিকরণ দ্বারা, অনুবাদ অধিকরণ দ্বারা এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয়।

(৫) অমূঢ় বিনয়টি বিবাদ অধিকরণ দ্বারা, অনুবাদ অধিকরণ এবং

আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয় না; কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয়।

(৬) তৎপাপিয়সিকাটি বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয় না; কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয়।

(৭) তৃণাবৃতকরণটি বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয় না; কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয়। এভাবে কিছু সমথ অধিকরণগুলো দ্বারা সমর্থিত হয়; কিছু সমথ অধিকরণগুলো দ্বারা সমর্থিত হয় না।

৩১২. কী প্রকারে কিছু অধিকরণ (অভিযোগ), সমথ (সমাধান)-গুলো দ্বারা সমর্থিত; আবার কিছু অধিকরণ সমথগুলো দ্বারা অসমর্থিত হয়?

(১) বিবাদ অধিকরণকে সম্মুখ বিনয়, যেভুয়্যসিকা দ্বারা সম্মতিদান হয়। কিন্তু স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয় না।

(২) অনুবাদ অধিকরণকে সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা সম্মতিদান হয়; কিন্তু যেভুয়্যসিকা, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয় না।

(৩) আপত্তি অধিকরণকে সম্মুখ বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা সম্মতিদান করা হয় কিন্তু যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা সম্মতিদান হয় না।

(৪) কৃত্যাধিকরণকে সম্মুখ বিনয় দ্বারা সম্মতিদান হয়। কিন্তু যেভুয়্যসিকা, স্মৃতি বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, তৎপাপিয়সিকা এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা সম্মতিদান হয় না।

এভাবে কিছু অধিকরণ সমথগুলো দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয় এবং কিছু অধিকরণ সমথগুলো দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হয় না।

৩১৩. কী প্রকারে কিছু অধিকরণ; অধিকরণগুলো দ্বারা সমর্থিত হয়? আবার কী প্রকারে কিছু অধিকরণ অধিকরণগুলো দ্বারা অসমর্থিত হয়?

(১) বিবাদ অধিকরণকে বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয়।

(২) অনুবাদ অধিকরণকে বিবাদ অধিকরণ অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয়।

(৩) আপত্তি অধিকরণকে বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয়।

(৪) কৃত্যাধিকরণকে অনুবাদ অধিকরণ, বিবাদ অধিকরণ এবং আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয়। এভাবে কিছু অধিকরণ কিছু অধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয় এবং কিছু অধিকরণ দ্বারা সমর্থিত হয় না।

ছয়টি সমথ, চারটি অধিকরণ, সম্মুখ বিনয় দ্বারা সমর্থিত হয়; আবার সম্মুখ বিনয় দ্বারা অসমর্থিত ও হয়ে থাকে।

[সমথ অধিকরণ বার ঊনবিংশ সমাপ্ত]

২০. সমুত্থাপন বার

৩১৪. বিবাদ অধিকরণকে চারি অধিকরণের কিছু অধিকরণ সমুত্থাপন করে কি? বিবাদ অধিকরণকে চারি অধিকরণের কিছু অধিকরণ সমুত্থাপন করে না। অথচ বিবাদ অধিকরণহেতু চারি অধিকরণের জন্ম হয়। কীভাবে হয়? এখানে ভিক্ষুরা বিবাদ করে। আর এই বিবাদ ধর্মত বা অধর্মত; বিনয় সম্মত বা বিনয়বহির্ভূত; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনলাপিত, তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত; তথাগত কর্তৃক আচরিত নাকি অনচারিত; তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত, বা অপ্রজ্ঞাপিত; এটি আপত্তি, না অনাপত্তি; লঘু আপত্তি, না গুরু আপত্তি; সাবশেষ আপত্তি , বা অনবশেষ আপত্তি; প্রদুষ্ট আপত্তি, বা অপ্রদুষ্ট আপত্তি, যা তথায় ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অভিযোগাদি হয়; মেধাবীগণ কর্তৃক যুক্তিযুক্তভাবে তাকে বলা হয় 'বিবাদ অধিকরণ'। বিবাদ অধিকরণ দ্বারা সংঘ বিবাদ করে। বিবাদ অধিকরণ বিদ্যমানহেতু অনুবাদ করে। এটি অনুবাদ অধিকরণ। অনুবাদ বিদ্যমানে আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি 'আপত্তি অধিকরণ'। এটি কৃত্যাধিকরণ। এভাবে বিবাদ অধিকরণহেতু চারি অধিকরণের জন্ম হয়।

৩১৫. অনুবাদ অধিকরণকে চারি অধিকরণের কোন অধিকরণে সমুত্থাপন করে? অনুবাদ অধিকরণকে চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ সমুত্থাপিত করে না। অথচ অনুবাদ অধিকরণহেতু চারি অধিকরণের জন্ম হয়। যা এতাদৃশভাবে হয়ে থাকে :

এখানে ভিক্ষুরা অনুবাদ করে; শীলবিপত্তি বা আচারবিপত্তি; দৃষ্টিবিপত্তি বা আজীববিপত্তি (জীবিকা) দ্বারা। যা তথায় অনুবাদ, অনুবাদনা, অনুল্লপনা,

অনুবর্ণন, কুটিল আচরণ, অনুসন্ধান, অনুবল উৎপাদন; ইত্যাদিকে বলা হয় 'অনুবাদ অধিকরণ'। অনুবাদ অধিকরণ দ্বারা সংঘ বিবাদে রত হয় এটি "বিবাদ অধিকরণ"। বিবাদমানতাহেতু অনুবাদ হয়; এটি অনুবাদ অধিকরণ। অনুবাদে রতহেতু আপত্তি প্রাপ্ত হয়; এটি "কৃত্যাধিকরণ"। এভাবে অনুবাদ অধিকরণহেতু চারি অধিকরণের জন্ম হয়।

৩১৬. আপত্তি অধিকরণকে চারি অধিকরণে কয়টি অধিকরণ সমুত্থাপিত করে? আপত্তি অধিকরণকে চারি অধিকরণের কোনো অধিকরণ সমুত্থাপিত করে না অথচ, আপত্তি অধিকরণহেতু চারি অধিকরণের জন্ম হয়। যথাদৃশ কথিত মতে, পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি অধিকরণকে সমুত্থাপিত করে এবং সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি অধিকরণ সমুত্থাপিত করে। এগুলোকে বলা হয় আপত্তি অধিকরণ।

আপত্তি অধিকরণে সংঘ বিবাদ করে; এটি 'বিবাদ অধিকরণ' বিবাদমানেরা অনুবাদ করে; এটি 'অনুবাদ অধিকরণ'। অনুবাদকারীরা আপত্তি প্রাপ্ত হয়। এটি আপত্তি অধিকরণ'। সে-সকল আপত্তির জন্যে সংঘ কর্ম। দণ্ডকর্ম দান করে; এটি 'কৃত্যাধিকরণ'।

এভাবে আপত্তি অধিকরণহেতু চারি অধিকরণের জন্ম হয়।

৩১৭. কৃত্যাধিকরণকে চারি অধিকরণের কয়টি অধিকরণে সমুত্থাপিত করে? কৃত্যাধিকরণকে চারি অধিকরণের কোনো অধিকরণ সমুত্থাপিত করে না। অথচ কৃত্যাধিকরণহেতু চারি অধিকরণের জন্ম হয়। যথা কথিত মতে, যা 'সংঘের কৃত্য করণীয়, অপলোকন কর্ম, বিজ্ঞপ্তি কর্ম, বিজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, বিজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম; এটিকে বলা হয় 'কৃত্যাধিকরণ'।

কৃত্যাধিকরণে সংঘ বিবাদ করে। এটি 'বিবাদ অধিকরণ'। বিবাদমানেরা অনুবাদ করে। এটি 'অনুবাদ অধিকরণ'। অনুবাদকারীরা আপত্তি প্রাপ্ত হয়, এটি 'আপত্তি অধিকরণ'। সে-সকল আপত্তি দ্বারা সংঘকর্ম (দণ্ডবিধান) করে; এটি কৃত্যাধিকরণ।

এভাবে কৃত্যাধিকরণহেতু চারটি অধিকরণের জন্ম হয়।

[সমুত্থাপন বার বিংশ সমাপ্ত]

২১. ভজতি (ভোগ করা) বার

৩১৮. (১) ১. বিবাদ অধিকরণকে চারি অধিকরণের কয়টি অধিকরণ ভোগ করতে হয়? ২. কয়টি অধিকরণকে উপনিশ্রয় করে? ৩. কয়টি অধিকরণকে পর্যায়ভুক্ত করে? ৪. কয়টি অধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয়?

(২) ১. অনুবাদ অধিকরণকে চারটি অধিকরণের কয়টি অধিকরণ ভোগ করতে হয়? ২. কয়টি অধিকরণকে উপনিশ্রয় করে? ৩. কয়টি অধিকরণকে পর্যায়ভুক্ত করে? ৪. কয়টি অধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয়?

(৪) ১. কৃত্যাধিকরণকে চারি অধিকরণের কয়টি অধিকরণ ভোগ করতে হয়? ২. কয়টি অধিকরণকে উপনিশ্রয় করে? ৩. কয়টি অধিকরণকে পর্যায়ভুক্ত করে? ৪. কয়টি অধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয়?

উত্তর :

(১) ১. বিবাদ অধিকরণকে চারটি অধিকরণের বিবাদ অধিকরণ (অভিযোগ) ভোগ করতে হয়। ২. এটি বিবাদ অধিকরণকে আশ্রয় করে থাকে; ৩. বিবাদ অধিকরণকে পর্যায়ভুক্ত করে থাকে এবং ৪. বিবাদ অধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয়।

(২) ১. অনুবাদ অধিকরণ চারটি অধিকরণের অনুবাদ অধিকরণকে ভোগ করে, ২. অনুবাদ অধিকরণকে আশ্রয় করে, ৩. অনুবাদ অধিকরণকে পর্যায়ভুক্ত করে এবং ৪. অনুবাদ অধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয়।

(৩) ১. আপত্তি অধিকরণ চারটি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণকে ভোগ করে, ২. আপত্তি অধিকরণকে আশ্রয় করে, ৩. আপত্তি অধিকরণকে পর্যায়ভুক্ত করে এবং ৪. আপত্তি অধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয়।

(৪) ১. কৃত্যাধিকরণ চারটি অধিকরণের কৃত্য অধিকরণকে ভোগ করে, ২. কৃত্যাধিকরণকে উপনিশ্রয় করে, ৩. কৃত্যাধিকরণকে পর্যায়ভুক্ত করে এবং ৪. কৃত্যাধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয়।

৩১৯. (১) ১. বিবাদ অধিকরণ সাতটি সমথের কয়টি সমথকে ভোগ করে? ২. কয়টি সমথকে উপনিশ্রয় করে? ৩. কয়টি সমথকে পর্যায়ভুক্ত করে? ৪. কয়টি সমথ দ্বারা সংগৃহীত হয়? ৫. কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হয়?

(২) ১. অনুবাদ অধিকরণ সপ্ত সমথের কয়টি সমথ ভোগ করে? ২. কয়টি সমথকে উপনিশ্রয় করে? ৩. কয়টি সমথকে পর্যায়ভুক্ত করে? ৪. কয়টি সমথ দ্বারা সংগৃহীত হয়? এবং ৫. কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হয়?

(৩) ১. আপত্তি অধিকরণকে সাতটি সমথের কয়টি সমথ ভোগ করতে হয়? ২. কয়টি সমথকে উপনিশ্রয় করতে হয়? ৩. কয়টি সমথের পর্যায়ভুক্ত হতে হয়? ৪. কয়টি সমথ দ্বারা সংগৃহীত হতে হয়? ৫. কয়টি সমথের দ্বারা সমর্থিত হতে হয়?

(৪) ১. কৃত্যাধিকরণকে সাতটি সমথের কয়টি সমথ ভোগ করতে হয়? ২. কয়টি সমথকে উপনিশ্রয় করতে হয়? ৩. কয়টি সমথের পর্যায়ভুক্ত হতে

হয়? ৪. কয়টি সমথ দ্বারা সমর্থিত হতে হয়?

(১) ১. বিবাদ অধিকরণকে সাতটি সমথের দুটি সমথ ভোগ করতে হয়। ২. দুটি সমথকে উপনিশ্রয় করতে হয়, ৩. দুই সমথের পর্যায়ভুক্ত হতে হয়, ৪. দুই সমথ দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং ৫. দুটি সমথের সাথে সম্পর্কিত হতে হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় এবং যেভুয়্যসিকার সাথে।

(২) ১. অনুবাদ অধিকরণকে সাতটি সমথের চারটি ভোগ করতে হয়। ২. চারটি সমথকে উপনিশ্রয় করতে হয়। ৩. চারটি সমথের পর্যায়ভুক্ত হতে হয়, ৪. চারটি সমথ দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং ৫. চারটি সমথ দ্বারা সম্পর্কিত হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা।

(৩) ১. আপত্তি অধিকরণকে সাতটি সমথের তিনটি সমথের ভোগ করতে হয়। ২. তিনটি সমথকে উপনিশ্রয় করতে হয়, ৩. তিনটি সমথকে পর্যায়ভুক্ত করতে হয়, ৪. তিনটি সমথ দ্বারা সংগৃহীত হতে হয় এবং ৫. তিনটি সমথ দ্বারা সম্পর্কিত হয়; যথা : সম্মুখ বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

(৪) ১. কৃত্যাধিকরণকে সাতটি সমথের একটি সমথ ভোগ করতে হয়, ২. একটি সমথকে উপনিশ্রয় করতে হয়, ৩. একটি সমথের পর্যায়ভুক্ত হতে হয়, ৪. একটি সমথ দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং ৫. একটি সমথ দ্বারা সম্পর্কিত হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা।

[ভজতি (ভোগ করা) বার একবিংশ সমাপ্ত]

সমথ ভেদ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা

অধিকরণ, পর্যায়, সাধারণ আর ভোগেতে;
সমথা, সাধারনিকা, সমথের, তৎভাগে।
সমথ, সম্মুখ আর বিনয়ে কুশলে;
যথায় সংশ্লিষ্ট, আর সম্মতে অসম্মতে।
সমথ অধিকরণ আর সমুত্থান ভজিতে।

স্কন্ধ জিজ্ঞাসা বার

৩২০. উপসম্পদা জিজ্ঞাসায়, সনিদান সনির্দেশে;
মর্যাদায় প্রধানে হয় কয়টি আপত্তিতে?
উপসম্পদার বিসর্জনে সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে হয় দুই আপত্তিতে।
উপোসথের জিজ্ঞাসাতে সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধান হয় কয়টি আপত্তিতে?
উপোসথকে বিসর্জনে সনিদান সনিদের্শে,
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে হয় তিন আপত্তিতে।
বর্ষা উপনায়িকে পুছি সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে হয় কয়টি আপত্তিতে?
বর্ষা উপনায়িক বিসর্জনে সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে জান এক আপত্তিতে।
প্রবারণার জিজ্ঞাসা সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে হয় কয়টি আপত্তিতে?
প্রবারণা বিসর্জকে সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে জান তিন আপত্তিতে।
চর্মসংযুক্তে জিজ্ঞাসা সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে জান কয়টি আপত্তিতে?
চর্মসংযুক্তে বিসর্জন সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে জান, তিন আপত্তি।
ভৈষজ্য বিসর্জন সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের তিন আপত্তিতে।
কথিনকে জিজ্ঞাসে সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
কথিনকে বিজর্জন সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের নেই, তথা আপত্তিতে।
চীবরসংযুক্ত পুছে সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
চীবর সংযুক্ত বিসর্জন সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের তিনটি আপত্তিতে।

চম্পেয়ক জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
চম্পেয্যক বিসর্জন সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের এক আপত্তিতে।
কোশাম্বী জিজ্ঞাসায় সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
কোশাম্বী বিসর্জক সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের এক আপত্তিতে।
কর্মস্কন্ধের জিজ্ঞাসায় সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
কোশাম্বী বিসর্জক সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের এক আপত্তিতে।
কর্মস্কন্ধের জিজ্ঞাসায় সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
কর্মস্কন্ধ বিসর্জক সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের এক আপত্তিতে।
পারিবাসিক জিজ্ঞাসায় সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
পারিবাসিক বিসর্জন সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের এক আপত্তিতে।
সমুচ্চয় জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে কয়টি আপত্তিতে?
সমুচ্চয় বিসর্জক সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের এক আপত্তিতে।
সমথ জিজ্ঞাসায় সনিদান, সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
সমথ বিসর্জক সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের দুই আপত্তিতে।
ক্ষুদ্র বত্থু জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
ক্ষুদ্র বত্থু বিসর্জক সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের তিন আপত্তিতে।

শয়নাসন জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
শয়নাসন বিসর্জক সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের তিন আপত্তিতে।
সংঘভেদকে জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তি?
সংঘভেদক বিসর্জন সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের দুই আপত্তিতে।
সমাচার জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে কয়টি আপত্তিতে?
সমাচার বিসর্জনের সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানে এক আপত্তিতে।
স্থাপন জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
স্থাপন বিসর্জকের সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের এ আপত্তিতে।
ভিক্ষুণীস্কন্ধ জিজ্ঞাসায় সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
ভিক্ষুণীস্কন্ধ বিসর্জনের সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের দুই আপত্তিতে।
পঞ্চশতিক জিজ্ঞাসার সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের কয়টি আপত্তিতে?
পঞ্চসতিক বিসর্জনের সনিদান সনির্দেশে;
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের আপত্তি নেই তাতে।
সপ্তশতিক, বিসর্জনের সনিদান সনির্দেশে?
সমুৎকৃষ্ট প্রধানের আপত্তি নেই তাতে।
[খন্ধক জিজ্ঞাসা বার প্রথম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উপসম্পদা, উপোসথ, বর্ষোপনায়িক, প্রবারণা;
চর্ম, ভৈষজ্য, কথিনা, চীবর-চম্পেয্য কেনা।
কোশাম্বী, খন্ধক, কর্ম, পরিবাসিক, সমুচ্চয়ে;

সমথ খুদ্দক, সেনা, সংঘভেদক সমাচারে।
স্থাপন, ভিক্ষুণীস্কন্ধ জান পঞ্চশতে।

এক উত্তর নিয়ম বার

১. একক বার

৩২১. আপত্তিকর ধর্মগুলো জানা কর্তব্য। অনাপত্তিকর ধর্মগুলো জানা কর্তব্য। আপত্তি জানা কর্তব্য। অনাপত্তি জানা কর্তব্য। লঘু আপত্তি জানা কর্তব্য। গুরু আপত্তি জানা কর্তব্য। সাবশেষ আপত্তি জানা কর্তব্য। অনবশেষ আপত্তি জানা কর্তব্য। প্রদুষ্ট আপত্তি জানা কর্তব্য। অপ্রদুষ্ট আপত্তি জানা কর্তব্য। সপ্রতিকর্মা আপত্তি জানা কর্তব্য। অপ্রতিকর্মা আপত্তি জানা কর্তব্য। দেশনাগামী আপত্তি জানা কর্তব্য। অদেশনাগামী আপত্তি জানা কর্তব্য। অন্তরায়িক আপত্তি জানা কর্তব্য। অনন্তরায়িক আপত্তি জানা কর্তব্য। সাবর্জ্য প্রজ্ঞপ্তি আপত্তি জানা কর্তব্য। অনাবর্জ্য প্রজ্ঞপ্তি আপত্তি জানা কর্তব্য। ক্রিয়া হতে সমুত্থিত আপত্তি জানা কর্তব্য। অক্রিয়া হতে সমুত্থিত আপত্তি জানা কর্তব্য। ক্রিয়ার ক্রিয়া হতে সমুত্থিত আপত্তি জানা কর্তব্য। পূর্ব আপত্তি জানা কর্তব্য। অপর আপত্তি জানা কর্তব্য। পূর্ব আপত্তির অন্তরাপত্তি জানা কর্তব্য। অপরাপত্তির অন্তরাপত্তি জানা কর্তব্য। গণের উপস্থিতিতে দেশিত আপত্তি জানা কর্তব্য। গণের উপস্থিতিতে অদেশিত আপত্তি জানা কর্তব্য। প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। অনুপ্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। একক প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। উভয় প্রজ্ঞপ্তি জানা কর্তব্য। স্থূল বর্জনীয় আপত্তি জানা কর্তব্য। অস্থূল বর্জনীয় আপত্তি জানা কর্তব্য। গৃহী প্রতিসংযুক্ত আপত্তি জানা কর্তব্য। অগৃহী প্রতিসংযুক্ত আপত্তি জানা কর্তব্য। নিয়ত আপত্তি জানা কর্তব্য। অনিয়ত আপত্তি জানা কর্তব্য। অদিকারী ব্যক্তি জানা কর্তব্য। অনাদিকারী ব্যক্তি জানা কর্তব্য। অধি আপত্তিকারী ব্যক্তি জানা কর্তব্য। নিয়ত (অভিণ্হং) আপত্তিকারী ব্যক্তি জানা কর্তব্য। প্রশ্নকারীকে (চোদক) জানা কর্তব্য। জিজ্ঞাসা ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। অধর্মত প্রশ্নকারীকে জানা কর্তব্য। অধর্ম জিজ্ঞাসা ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। ধর্মত প্রশ্নকারীকে জানা কর্তব্য। ধর্মত জিজ্ঞাস্য ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। নিয়ত ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। অনিয়ত ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। অসম্ভব আপত্তির ব্যক্তিকে (অভব্বাপত্তিকো)

জানা কর্তব্য। সম্ভব আপত্তির ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। উৎক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। অনুৎক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। নাশিতকে জানা কর্তব্য। অনাশিত ব্যক্তিকে জানা কর্তব্য। সমানসংবাসকে (স্বনিকায়ভুক্ত) জানা কর্তব্য। অসমান-সংবাসককে জানা কর্তব্য। স্থাপনকে জানা কর্তব্য।

[একক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

করা, আপত্তি, লঘু, সাসব আর প্রদুষ্টে;
প্রতিকর্ম, দেশনা, আর অন্ত বর্জনীয় কর্মে।
ক্রিয়ার ক্রিয়া, পূর্বে, অন্তরা গণের উপস্থিতিতে;
প্রজ্ঞপ্তি, অনুৎপন্ন উৎপন্ন, সর্বসাধারণ একত্রে।
স্থূল, গৃহী, নিয়ত, আর আদি, অধিচ্চ, জিজ্ঞাসাকে;
অধর্ম, ধর্ম, নিয়ত অসম্ভব উৎক্ষিপ্তে নাশিতে।
সমান, স্থাপন আর উদ্ধারে এককে ইতি।

২. দ্বিক বার

৩২২. (১) ১. অর্থাপত্তি (নিজের কল্যাণপ্রদ) সংজ্ঞা বিমোক্ষ, অর্থাপত্তিহীন সংজ্ঞা বিমোক্ষ; ২. লব্ধ সমাপত্তির আথাপত্তি, অলব্ধ সমাপত্তির অর্থাপত্তি; ৩. সদ্ধর্ম প্রতিসংযুক্ত অর্থাপত্তি, অসদ্ধর্ম প্রতিসংযুক্ত অর্থাপত্তি; ৪. সপরিষ্কার প্রতিসংযুক্ত অত্থাপতি, পর পরিষ্কার প্রতিসংযুক্ত অর্থাপত্তি; ৫. সপুদ্গল প্রতিসংযুক্ত অর্থাপত্তি, পরপুদ্গল প্রতিসংযুক্ত অর্থাপত্তি।

(২) ১. সত্যবাদিতায় গুরু আপত্তি প্রাপ্ত; আর মিথ্যাবাদিতায় লঘু আপত্তি, এমনকি যেমন আছে; অপরদিকে মিথ্যা বলায় গুরু আপত্তি এবং সত্য বলায় লঘু আপত্তিও আছে। ২. অর্থাপত্তি ভূমিগত বিষয়, আকাশে স্থিত বিষয় নয়। অপরদিকে অর্থাপত্তি কখনো অকালে স্থিত বিষয় হয়ে থাকে, ভূমিগত হয় না। ৩. অর্থাপত্তি নিষ্ক্রমণ প্রাপ্তি ঘটায়, প্রবিষ্টতা নয়। আবার অর্থাপত্তি কখনো প্রবেশ ঘটায়, নিষ্ক্রমণ নয়। ৪. অর্থাপত্তি আদিয়ান্ত ও ঘটায়; আবার অসমাদিয়ান্তও ঘটায়। ৫. অর্থাপত্তি সমাদিয়ান্ত ও ঘটায়; আবার অসমাদিয়ান্তও ঘটায়। ৬. অর্থাপত্তি কর্মে নিয়োগও করে; আবার কর্মে বিরতও করে। ৭. অর্থাপত্তি দানেও নিয়োজিত করে; আবার দানে বিরতও রাখে। ৮. অর্থাপত্তি দেশনায় নিয়োজিতও করে আবার দেশনায় বিরতও রাখে। ৯. অর্থাপত্তি প্রতিগ্রহণও করে; আবার প্রতিগ্রহণে বিরতও

রাখে। ১০. অর্থাপত্তি পরিভোগ দ্বারা প্রাপ্ত হয়; আর পরিভোগ ত্যাগের দ্বারাও প্রাপ্ত হয়। ১১. অর্থাপত্তি রাতেও প্রাপ্ত হয় দিনে নয় আবার দিনেও প্রাপ্ত হয়, রাতে নয়। ১২. অর্থাপত্তি অরুণোদয়ে প্রাপ্ত হয়, আবার অরুণোদয়ে প্রাপ্ত হয়ও না। ১৩. অর্থাপত্তি ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়; আবার অছিন্নেও প্রাপ্তি ঘটে এবং ১৪. অর্থাপত্তি ধারণে প্রাপ্তি ঘটায়; আবার অধারণেও প্রাপ্তি ঘটায়।

(৩) ১. উপোসথ দুটি, চতুর্দশী এবং পঞ্চদশী; প্রবারণা দুটি, চতুর্দশী এবং পঞ্চদশী; কর্ম দুটি, অবলোকন কর্ম এবং বিজ্ঞপ্তি কর্ম ২. অপরদিকে কর্ম দুই প্রকার; যথা : বিজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম এবং বিজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম; কর্মবত্থু দুটি অপলোকন কর্মবত্থু এবং বিজ্ঞপ্তি কর্মবত্থু ৩. অপরদিকে কর্মবত্থু দুই প্রকার; যথা : বিজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্মের বত্থু এবং বিজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মের বত্থু। কর্মদোষ দুটি; যথা : অপলোকন কর্মদোষ এবং বিজ্ঞপ্তি কর্মদোষ। ৪. অপরদিকে কর্মদোষ আবার দুটি; যথা : বিজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্মদোষ এবং বিজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মদোষ। দুই কর্ম সম্পত্তি; যথা : অপলোকন কর্মসম্পত্তি এবং বিজ্ঞপ্তি কর্মসম্পত্তি। ৫. অপরদিকে কর্মসম্পত্তি দুটি; যথা : বিজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম সম্পত্তি এবং বিজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মসম্পত্তি। নানাসংবাস ভূমি দুটি; যথা : নিজের বা নিজেদেরকে নানা সংবাস করে, সামগ্রিক বা তাদেরকে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত অদর্শনহেতু অপ্রতিকার, বা বিসর্জন হীনতার কারণে। দুটি সংবাস ভূমি আছে; নিজের বা নিজেদেরকে সমান সংবাস করে, সামগ্রিক বা তাদেরকে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ড অপসারণ করে, অপরাধ দর্শনে, প্রতিকারে, বা পরিত্যাগের কারণে। ৬. পারাজিকা দুই উপসম্পন্নের হয়, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীর ৭. ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীর জন্যে সংঘাদিশেষ দুই প্রকার, থুল্লচ্চয় দুটি, পাচিত্তিয় দুটি, প্রতিদেশনীয় দুটি, দুক্কট দুটি এবং দুব্‌ভাসিত দুটি ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীর জন্য। ৮. সপ্ত আপত্তি এবং সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ, ৯. দুই প্রকারে সংঘ বণ্টন করেন; যথা : কর্ম দ্বারা বা শলাকা গ্রহণ দ্বারা।

(৪) ১. এই দুই ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান উচিত নয়; যথা : আয়ুহীন (অতিবৃদ্ধ/অদান হীন) এবং অঙ্গহীনকে।[১] ২. অপর দুই ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান উচিত নয়; যথা : অসম্ভব দরিদ্র (বত্থুবিপন্ন) এবং দুষ্কর্মকারীকে (করণ-দুক্কটকো)। ৩. অপর দুই ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান উচিত নয়; যথা : অপরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ হয়েও অযাচঞাকারীকে। ৪. দুই ব্যক্তিকে নিশ্রয়

[১] উপসম্পদার খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। অট্‌ঠকথা দেখা প্রয়োজন।

(আশ্রয় দানে সম্মতি) বলা উচিত নয়; যথা : লজ্জাহীন এবং মূর্খকে নিশ্রয় (আশ্রয় দানে সম্মতি) বলা উচিত নয়; যথা : লজ্জাহীন এবং মূর্খকে (অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন) ৫. দুই ব্যক্তিকে নিশ্রয় দান উচিত নয়; যথা : লজ্জাহীনকে এবং লজ্জাশীল; কিন্তু অযাচঞাকারীকে। ৬. দুই ব্যক্তিকে নিশ্রয় দান কর্তব্য; যথা : মুর্খ, কিন্তু লজ্জশীলকে। ৭. দুই ব্যক্তির পক্ষে আপত্তি প্রাপ্তি অসম্ভব; যথা : বুদ্ধ এবং পচ্চেকবুদ্ধ। ৮. দুই ব্যক্তির পক্ষে আপত্তি প্রাপ্তি সম্ভব; যথা : ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা। ৯. দুই ব্যক্তির পক্ষে সজ্ঞানে আপত্তি প্রাপ্তি অসম্ভব; যথা : আর্যপুদ্গলরূপী ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা। ১০. দুই ব্যক্তির পক্ষে সজ্ঞানে আপত্তি প্রাপ্তি সম্ভব; যথা : পৃথগ্জনরূপী ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা। ১১. দুই ব্যক্তির পক্ষে সজ্ঞানে সাতিগার বত্থু (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমজনক বিষয়) অজ্ঝাচার (পারাজিকা ও সংঘাদিশেষ পরবর্তী) আপত্তি সম্পাদন অসম্ভব; যথা : আর্যপুদ্গলরূপী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা। ১২. দুই ব্যক্তির পক্ষে সাতিগার বত্থুর অজ্ঝাচার সম্ভব; যথা : পৃথকজনরূপী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক।

(৫) ১. প্রতিবাদ দুটি (পটিক্কোস); যথা : কায়ের দ্বারা প্রতিবাদ বা বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদ। ২. নিঃসারণ (তুলে নেয়া) দুটি; যথা : কোনো ব্যক্তির নিঃসারণযোগ্য আপত্তি আছে। সংঘ তা নিঃসারিত করেন। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে সুনিঃসারিত, আবার কোনো ক্ষেত্রে দুনিঃসারিত হয়ে থাকে। ৩. দুটি অপসারণ (ওসারণা); যথা : কোনো ব্যক্তির অপসারণযোগ্য আপত্তি আছে। সংঘ তা অপসারণ করে থাকে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে সুঅপসারিত হয়, কোনো ক্ষেত্রে দু-অপসারিত হয়। ৪. প্রতিজ্ঞা দুটি; যথা : কায়ের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করে, বা বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করে। ৫. প্রতিগ্রহণ দুটি; যথা : কায়ের দ্বারা প্রতিগ্রহণ করে, বা বাক্যের দ্বারা প্রতিগ্রহণ করে। ৬. প্রতিক্ষেপ দুটি; যথা : কায়ের দ্বারা প্রতিক্ষেপ বা বাক্যের দ্বারা প্রতিক্ষেপ। ৭. উপঘাতিক দুটি; যথা : শিক্ষা উপঘাতিক এবং ভোগ-উপঘাতিক। ৮. প্রশ্ন (চোদন) দুই প্রকার; যথা : কায়ের দ্বারা প্রশ্ন বা বাক্যের দ্বারা প্রশ্ন। ৯. কথিনের ময়লা বা অন্তরায় দুটি; যথা : আবাসিক অন্তরায় এবং চীবর অন্তরায়। ১০. কথিনের দুটি অন্তরায় বিহীনতা; যথা : আবাসিক অন্তরায় বিহীনতা এবং চীবরের অন্তরায় বিহীনতা। ১১. চীবর দুই প্রকার; যথা : গৃহী প্রদত্ত চীবর এবং পাংশুকূলিক চীবর। ১২. মণ্ডল দুটি; যথা : টিনের মণ্ডল এবং সীসার মণ্ডল। ১৩. পাত্র অধিষ্ঠান দুই প্রকার; যথা : কায়ের দ্বারা অধিষ্ঠান এবং বাক্যের দ্বারা অধিষ্ঠান। ১৪. চীবর অধিষ্ঠান দুই প্রকার; যথা : কায়ের দ্বারা অধিষ্ঠান এবং বাক্যের দ্বারা অধিষ্ঠান। ১৫. বিকপ্পন দুই প্রকার;

যথা : সম্মুখে বিকপ্পন এবং পরমুখে বিকপ্পন। ১৬. বিনয় দুই প্রকার; যথা : ভিক্ষু-বিনয় এবং গৃহী-বিনয়। ১৭. বৈনয়িক দুটি; যথা : প্রজ্ঞাপিত এবং প্রজ্ঞাপ্তানুলোমিক। ১৮. বিনয়ের অনুশীলন (সল্লেখা) দুই প্রকার; যথা : অকপ্পিয় বিষয়ে সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (সেতু ঘাতা) এবং কপ্পিয় বিষয়ে মাত্রাজ্ঞতা। ১৯. দুই প্রকারে আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : কায়ের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। ২০. দুই প্রকারে আপত্তিতে পতিত হয়; যথা : কায়ের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা পতিত হয়। ২১. পরিবাস দুটি; যথা : প্রতিচ্ছন্ন পরিবাস এবং অপ্রতিচ্ছন্ন পরিবাস। অপর দুই পরিবাস হচ্ছে—শুদ্ধান্ত পরিবাস এবং সমোধান পরিবাস। ২২. মানত্ত দুটি; যথা : প্রতিচ্ছন্ন মানত্ত, অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত। অপর দুই মানত্ত হচ্ছে—পক্খমানত্ত এবং অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত। ২৩. দ্বিবিধ ব্যক্তির রাত্রিচ্ছেদ হয়; যথা : পারিবাসিকের এবং মানত্ত চারিকের। ২৪. অনাদর (অগৌরব) দুই প্রকার; যথা : ব্যক্তির প্রতি অনাদর, ধর্মের প্রতি অনাদর। ২৫. লবণ দুই প্রকার; যথা : জাতিমঞ্চ এবং কারিমঞ্চ। অপর দুই লবণ হচ্ছে, সামুদ্রিক এবং কালো লবণ অপর দুই লবণ হচ্ছে—রোমক এবং পক্কালক লবণ। ২৬. পরিভোগ দুটি; যথা : অভ্যন্তর পরিভোগ এবং বহির্পরিভোগ। ২৭. আক্রোশ দুই প্রকার; যথা : হীন আক্রোশ এবং উৎকট আক্রোশ। ২৮. দুই প্রকারে পিশুন (ভেদ)-বাক্য হয়; যথা : প্রিয়কামিতা এবং ভেদ অভিপ্রায়ে। ২৯. গণভোজন দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়; যথা : নিমন্ত্রণ হতে বা বিজ্ঞপ্তি হতে। ৩০. বর্ষা উপনায়িক দুটি; যথা : পূর্ব এবং পরবর্তী। ৩১. প্রাতিমোক্ষ পাঠ দুটি; যথা : ধর্মত প্রাতিমোক্ষ পাঠ এবং অধর্মত প্রাতিমোক্ষ পাঠ। ৩২. দুই ব্যক্তি মূর্খ হয়; যথা : যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের ভার (চিন্তা) বহন করে এবং যে ব্যক্তি বর্তমানের ভার বহন করে না। ৩৩. দুই ব্যক্তি পণ্ডিত; যথা : যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের ভার বহন করে না এবং যে ব্যক্তি বর্তমানের ভার বহন করে। ৩৪. অপর দুই ব্যক্তি মূর্খ; যথা : যে ব্যক্তি অকপ্পিয়কে (অযোগ্য) কপ্পিয় মনে করে, আর যে ব্যক্তি কপ্পিয়কে অকপ্পিয় মনে করে। দুই ব্যক্তি পণ্ডিত; যথা : যে অকপ্পিয়কে অকপ্পিয় এবং কপ্পিয়কে কপ্পিয় মনে করে। ৩৫. অপর দুই ব্যক্তি মূর্খ; যথা : যে অনাপত্তিকে আপত্তি মনে করে এবং আপত্তিকে অনাপত্তি মনে করে। দুই ব্যক্তি পণ্ডিত; যথা : যে আপত্তিকে আপত্তি মনে করে এবং অনাপত্তিকে অনাপত্তি মনে করে। ৩৬. অপর দুই ব্যক্তি মূর্খ; যথা : যে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করে। দুই ব্যক্তি পণ্ডিত; যথা : যে অধর্মকে অধর্ম এবং ধর্মকে ধর্ম মনে করে। ৩৭. অপর দুই ব্যক্তি মূর্খ; যথা : যে

অবিনয়কে বিনয় মনে করে এবং যে বিনয়কে অবিনয় মনে করে। দুই ব্যক্তি পণ্ডিত; যথা : যে অবিনয়কে অবিনয় মনে করে এবং বিনয়কে বিনয় মনে করে।

(৬) ১. দুই ব্যক্তির আসব (মানসিক অপবিত্রতা) বর্ধিত হয়; যথা : যেজন সন্দেহ অযোগ্যকে সন্দেহ করে এবং সন্দেহযোগ্যকে সন্দেহ করে। ২. দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয় না; যথা : যেজন সন্দেহের যোগ্যকে সন্দেহ করে না এবং যে সন্দেহযোগ্যকে সন্দেহ করে। ৩. অপর দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয়; যথা : যে অকপ্পিয়কে কপ্পিয় মনে করে এবং যে কপ্পিয়কে অকপ্পিয় মনে করে। ৪. দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয় না; যথা : যে অকপ্পিয়কে অকপ্পিয় মনে করে এবং যে কপ্পিয়কে কপ্পিয় মনে করে। ৫. অপর দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয়; যথা : যে অনাপত্তিকে আপত্তি মনে করে এবং যে আপত্তিকে অনাপত্তি মনে করে। ৬. দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয় না; যথা : যে অনাপত্তিকে অনাপত্তি মনে করে এবং যে আপত্তিকে আপত্তি মনে করে। ৭. অপর দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয়; যথা : যে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করে। ৮. দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয় না; যথা : যে ব্যক্তি অধর্মকে অধর্ম মনে করে এবং যে ব্যক্তি ধর্মকে ধর্ম মনে করে। ৯. অপর দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয়; যথা : যে অবিনয়কে বিনয় মনে করে এবং যে বিনয়কে অবিনয় মনে করে। ১০. দুই ব্যক্তির আসব বর্ধিত হয় না; যথা : যে অবিনয়কে অবিনয় মনে করে এবং যে বিনয়কে বিনয় মনে করে।

[দুই সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সংজ্ঞা, লব্ধ, সদ্ধর্ম, পরিক্খারা আর পুদ্গালে;
সত্য, ভূমি নিষ্ক্রমণ আদি-অন্ত সাধিতে।
করা, দেওয়া, গ্রহণ আর পরিভোগে রাত্রিতে;
অরুণ, ছিনে, ছাদনে, ধারণে আর উপোসথে।
প্রবারণ, কর্ম, অপর, বস্তু, অপর আদেশে;
অপর দুই, সম্পত্তি, নানা, সমান, এইরূপে।
পারাজিকা, সংঘাদিশেষ, থুল্লচ্চয় পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনে;
দুক্কট, দুব্ভাসিত আর সপ্ত আপত্তি-খন্ধতে।
ভঙ্গ, উপসম্পদা, তথৈবচ অপর দুয়ে;

নহে বলা; নহে দেয়া; অসম্ভব আর সম্ভবে।
সজ্ঞানে, সাতিসারে, প্রতি আক্রোশ নিঃসরণে;
অপসারণ, প্রতিজ্ঞা আর প্রতিগ্রহণ, প্রতিক্ষেপে।
উপঘাতি, প্রশ্নে আর কথিনে তথা দুয়ে;
চীবর পাত্র মণ্ডল, অধিষ্ঠান আর সেই দুয়ে।
বিকপ্পন, বিনয়, বৈনয়িক আর সল্লেখে;
প্রাপ্ত হয়, পাত হয়, পরিবাস অপর দুয়ে।
দুই মানত্ত, অপরে আর, রাত্রিচ্ছেদে, অনাদরে;
দুই লবণ, তিন অপর, পরিভোগ আর আক্রোশে।
পিশুন আর গণ বর্ষায়, স্থাপনে ভারে কপ্পিয়ে;
অনাপত্তি, অধর্ম-ধর্ম, বিনয় আসব তথাতে।

৩. ত্রিক বার

৩২৩. (১) ১. অর্থাপত্তি ভগবান জীবৎকালেই প্রাপ্ত হয়; পরিনির্বাণের পরে নয়। আবার সেই অর্থাপত্তি লাভ ভগবানের পরিনির্বাণেও হয়ে থাকে; জীবৎকালে নয়। ২. অর্থাপত্তি লাভকালে হয়ে থাকে; বিকালে নয়। অর্থাপত্তি লাভ আবার বিকালেও হয়ে থাকে; কালে নয়। অর্থাপত্তি লাভ কালে এবং বিকালে উভয় ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। ৩. অর্থাপত্তি লাভ রাত্রে হয়ে থাকে; দিবাতে নয়। অর্থাপত্তি লাভ আবার দিনেও হয়ে থাকে; রাতে নয়। অর্থাপত্তি লাভ দিনে-রাতেও হয়ে থাকে ৪. অর্থাপত্তি লাভ দশ বছরে হয়ে থাকে, দশ বছরের কমে নয়। অর্থাপত্তি লাভ আবার দশ বছরের কমেও হয়ে থাকে, কেবল দশ বছরে নয়। অর্থাপত্তি লাভ দশ, বা দশ বছরের কমেও হয়ে থাকে। ৫. অর্থাপত্তি লাভ পাঁচ বছরে হয়ে থাকে; পাঁচ বছরের কমে নয়। অর্থাপত্তি লাভ পাঁচ বছরের কমেও হয়ে থাকে, কেবল পাঁচ বছরে নয় অর্থাপত্তি লাভ পাঁচ বা পাঁচ বছরের কমেও হয়ে থাকে। ৬. অর্থাপত্তি লাভ কুশল চিত্তে হয়ে থাকে। অর্থাপত্তি লাভ অকুশল চিত্তেও হয়ে থাকে। অর্থাপত্তি লাভ আবার অব্যাকৃত চিত্তেও হয়ে থাকে। ৭. অর্থাপত্তি সুখ বেদনা সমঙ্গীভূত হয়ে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অর্থাপত্তি লাভ দুঃখ বেদনা সমঙ্গীভূত হয়েও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অর্থাপত্তি লাভ আবার সুখ-দুঃখহীন হয়েও প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(২) ১. প্রশ্ন তিনটি পর্যায়ে হয়; যথা : দৃষ্টে, শ্রুতে, অথবা সন্দেহে। ২. শলাকা গ্রহণ তিনটি দ্বারা হয়ে থাকে; যথা : গুলিতে, প্রকাশ্যে এবং কানে

ফিস্‌ফিস্ করে বলে। ৩. প্রতিক্ষেপ তিনটি দ্বারা হয়ে থাকে; যথা : মহা-ইচ্ছুকতা, অসন্তুষ্টিতা এবং ত্যাগপ্রিয়তা বা তুচ্ছতা দ্বারা। ৪. তিনটি দ্বারা অননুজ্ঞাত হয়ে থাকে; যথা : অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা এবং ত্যাগপ্রিয়তা। ৫. অপর তিনটি দ্বারা প্রতিক্ষেপ হয়ে থাকে; যথা : মহা-ইচ্ছুকতা, অসন্তুষ্টিতা এবং অমাত্রাজ্ঞতা দ্বারা। ৬. তিনটি দ্বারা অনুনজ্ঞাত হয়ে থাকে; যথা : অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা এবং মাত্রাজ্ঞতা দ্বারা। ৭. প্রজ্ঞপ্তি তিনটি; যথা : প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি এবং অনুৎপন্ন প্রজ্ঞপ্তি। অপর তিনটি প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে, সর্বত্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি এবং সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি । অপর তিনটি প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে, অসাধারণ প্রজ্ঞপ্তি, একক প্রজ্ঞপ্তি এবং উভয় প্রজ্ঞপ্তি।

(৩) ১. অর্থাপত্তি প্রাপ্ত হয় মূর্খেরা; জ্ঞানীরা নয়। আবার অর্থাপত্তি প্রাপ্ত হয় জ্ঞানীরা; মূর্খের নয়। অর্থাপতি মূর্খ-পণ্ডিত উভয়েই প্রাপ্ত হয়। ২. অর্থাপত্তি কালে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, জোৎস্নালোকে নয়। অর্থাপত্তি জোৎস্নালোকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, কালে নয়। অর্থাপত্তি কালে, জোৎস্নালোকে উভয়েই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এমনও আছে কালে যথার্থ হয়; জোৎস্নাতে নয়। এমনও আছে জোৎস্নাতে যথার্থ হয়; কালে নয়। ৩. অর্থাপত্তি হেমন্তে প্রাপ্ত হয়; গ্রীষ্মে নয়, বর্ষায়ও নয়। অর্থাপত্তি গ্রীষ্মে প্রাপ্ত হয়; হেমন্তেও নয়, বর্ষায়ও নয়। ৪.অর্থাপত্তি সংঘ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, গণেও নয়, ব্যক্তিও নয়। অর্থাপত্তি গণে (২/৩ জন) প্রাপ্ত হয়ে থাকে; সংঘেও নয়, ব্যক্তিও নয়। অর্থাপত্তি ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে; সংঘও নয়, গণও নয়। ৫. এমনও আছে যথাযোগ্য হয়ে থাকে, গণ বা ব্যক্তি নয়। এমনও আছে গণ যথাযোগ্য হয়ে থাকে, সংঘ বা ব্যক্তি নয়। এমনও আছে ব্যক্তি যথাযোগ্য হয়ে থাকে, সংঘ বা গণ নয়। ৬. তিনটি আচ্ছাদনই বস্তুকে আচ্ছাদন করে; কোনো আপত্তি নয়। আবার আপত্তি আচ্ছাদন করে; বস্তু নয় এবং বস্তুই আপত্তিকে আচ্ছাদন করে। ৭. তিনটি বিষয় প্রতিচ্ছাদনীয়; যথা : অগ্নিশালা, জলাধার এবং বস্ত্রাদি ৮. তিনটি বিষয় আচ্ছাদিত হয়ে চলে; খোলা হয়ে নয়; যথা : মাতৃজাতি আচ্ছাদিত হয়ে চলে, খোলা হয়ে নয়। ব্রাহ্মণদের মন্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে চলে; খোলা নয়। মিথ্যাদৃষ্টি আচ্ছাদিত হয়ে চলে; খোলা নয়। ৯. তিনটি খোলাভাবে মনোরম হয়, আচ্ছাদিত হয়ে নয়; যথা : চন্দ্রমণ্ডল, সূর্যমণ্ডল খোলাতেই মনোরম হয়, আচ্ছাদিত হয়ে নয়। মণ্ডল খোলাতেই মনোরম হয়, আচ্ছাদিত হয়ে নয়। তথাগতের প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় খোলা হয়েই মনোরম হয়; আচ্ছাদিত হয়ে নয়। ১০. শয়নাসনের তিনটি অনুগ্রহ; যথা : পূর্বমুখী, পশ্চিমমুখী এবং মুক্ত আভ্যন্তর। ১১. রোগী অর্থাপত্তি প্রাপ্ত

হয়; নিরোগী নয়। নিরোগী অর্থাপত্তি প্রাপ্ত হয়, রোগী নয়। আবার রোগী, নিরোগী উভয়েই অর্থাপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(৪) ১. তিনটি অধার্মিক প্রাতিমোক্ষ পাঠ হয়ে থাকে এবং তিনটি ধার্মিক প্রাতিমোক্ষ পাঠ হয়ে থাকে। ২. পরিবাস তিনটি; যথা : প্রতিচ্ছন্ন পরিবাস, অপ্রতিচ্ছন্ন পরিবাস এবং শুদ্ধান্ত পরিবাস। ৩. মানত্ত তিনটি; যথা : প্রতিচ্ছন্ন মানত্ত, অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত এবং পক্‌খমানত্ত। ৪. পরিবাসিক ভিক্ষুদের তিন কারণে রাত্রিচ্ছেদ হয়; যথা : সহবাসে, বিপ্রবাসে এবং আরোচনহীনতায়। ৫. অর্থাপত্তি ভেতরেই প্রাপ্ত হয়; বাইরে নয়। অর্থাপত্তি বাইরে প্রাপ্ত হয়; ভেতরে নয়। অর্থাপত্তি ভেতরে-বাইরে উভতো প্রাপ্ত হয়। ৬. অর্থাপত্তি আন্তসীমায় প্রাপ্ত হয়; বহিঃসীমায় নয়। অর্থাপত্তি বহিঃসীমায় উভয়তঃ প্রাপ্ত হয়। ৭. ত্রিবিধ আকারে আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : কায়ে, বাক্যে এবং মনে। অপর তিনটি প্রকারে আপত্তিকে প্রাপ্ত হয়; যথা : সংঘের মধ্যে গণের মধ্যে এবং ব্যক্তির নিকটে। ৮. তিনটি দ্বারা আপত্তি হতে উত্থিত হতে হয়; যথা : কায়ের দ্বারা বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা। অপর তিনটি দ্বারা আপত্তি হতে উত্থিত হতে হয়; যথা : সংঘের মাধ্যমে, গণের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির মাধ্যমে। ৯. অমূঢ় বিনয়ের দানাদিতে তিনটি অধর্মত হয় এবং তিনটি ধর্মত হয়।

(৫) তিনটি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে দণ্ডকর্ম দান করতে পারে; যথা : ১. ভেদকারী হয়ে থাকে, কলহকারী হয়ে, বিবাদকারী হয়ে এবং অনথাকারী হয়ে। ২. মূর্খ, অদক্ষ এবং আপত্তি বহুল হয়ে যদি সংঘে অভিযোগকারী হয় এবং ৩. অভিক্ষুচিতভাবে গৃহীসংসর্গের দ্বারা অত্যাসক্ত গৃহীসংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করলে।

তিনটি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে নিস্‌সয় দণ্ডকর্ম করতে পারে; যথা : ১. কলহকারী, বিবাদকারী, অযথার্থকারী হলে, ২. মূর্খ, অদক্ষ, আপত্তি বহুল হয়ে সংঘে অভিযোগকারী হলে; ৩. অভিক্ষুর ন্যায় গৃহীসংসর্গ দ্বারা অত্যাসক্ত হয়ে অবস্থান করলে।

তিনটি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে পব্বজ্জনীয় দণ্ডকর্ম দিতে পারে; যথা : ১. ভেদকারী হলে,... সংঘে অভিযোগকারী হলে; ২. মুর্খ, অদক্ষ এবং আপত্তি বহুল হলে; ৩. যার পাপাচারণ দেখা যায়, শুনা যায় এমন কুলদূষণকারী হলে।

তিনটি অঙ্গ দ্বারা সমন্নাগত ভিক্ষুর সংঘ ইচ্ছা করলে প্রতিসরণীয় দণ্ডকর্ম দান করতে পারে; যথা : ১. ভেদকারী হয়... ২. সংঘে অভিযোগকারী মূর্খ,

অদক্ষ, আপত্তিবহুল হয় এবং অপমোদন হীন হয়। ৩. গৃহীকে আক্রোশকারী, পরিভাষণকারী হয়।

তিনটি অঙ্গে সমন্বিত ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে আপত্তি অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম দিতে পারেন; যথা : ১. ভেদসৃষ্টিকারী হয়... অভিযোগকারী হয়; ২. মূর্খ, অদক্ষ, আপত্তিবহুল এবং অপনোদনহীন হলে; ৩. আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে, তা প্রতিকারে অনিচ্ছুক হলে।

তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগহেতু উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম করতে পারে। ১. ভেদসৃষ্টিকারী হয়; সংঘে অভিযোগকারী হলে;... ২. মূর্খ, অদক্ষ, আপত্তিবহুল, অপনোদনহীন হলে; ৩. পাপদৃষ্টি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হলে।

তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে কটু, অশ্লীল এবং কর্কশ ভাষী (আগাল্হা)-কে চেতেয়্য দণ্ড করতে পারে; যথা : ১. ভেদসৃষ্টিকারক, কলহকারক, বিবাদকারক, তুচ্ছালাপী এবং সংঘ নিত্য অভিযোগকারী হলে; ২. মূর্খ, অদক্ষ, আপত্তিবহুল এবং অপনোদনহীন হলে; ৩. গৃহীসংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থানকারী; যেই সংসর্গ ভিক্ষুধর্মের অনুকূল নয়।

(৬) ১. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দান কর্তব্য; যথা : অলজ্জী, মূর্খ, অদক্ষ এবং অপকর্মী (অপকতত্ত) হলে। ২. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ডদান কর্তব্য; যথা : অধিশীলে শীলবিপন্ন হলে, অতিদৃষ্টিতে (মিথ্যাদৃষ্টি) দৃষ্টি বিপন্ন হলে। ৩. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য; যথা : কায়ে, কৌতুককারী হলে, বাক্যে কৌতুককারী হলে এবং কায়-বাক্যে কৌতুককারী হলে। ৪. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দেয়া কর্তব্য; যথা : কায়িক অনাচার-সমন্বিত হলে, বাচনিক অনাচার-সমন্বিত হলে এবং কায়িক-বাচনিক অনাচারে সমন্বিত হলে। ৫. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য; যথা : কায়িক উপঘাতিক-সমন্বিত হলে, বাচনিক উপঘাতিক হলে এবং কায়ে-বাক্যে উপঘাতিক-সমন্বিত হলে। ৬. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দেয়া কর্তব্য; যথা : কায়িক মিথ্যাজীবিকা দ্বারা সমন্বিত হলে, বাচনিক মিথ্যা জীবিকা দ্বারা সমন্বিত হলে এবং কায়িক-বাচনিক মিথ্যা জীবিকা-সমন্বিত হলে। ৭. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দেয়া কর্তব্য; যথা : আপত্তিগ্রস্ততায় দণ্ড প্রাপ্ত হয়ে উপসম্পদা দিলে, নিশ্রয় দিলে, শ্রামণকে উপস্থাপন করলে। ৮. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দেয়া কর্তব্য; যথা : যেই আপত্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছে পুনঃ সেই আপত্তিগ্রস্ত হলে, অনুরূপ অন্য আপত্তিগ্রস্ত

হলে অথবা তদতিরিক্ত পাপিষ্ঠতর হলে। ৯. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ড দেয়া কর্তব্য; যথা : বুদ্ধের অগুণ ভাষণ করলে, ধর্মের অগুণ ভাষণ করলে এবং সংঘের অগুণ ভাষণ করলে। ১০. অপর তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর সংঘ মধ্যে এভাবে উপোসথ স্থগিত করতে হবে : "হে ভিক্ষু, ভেদ করবেন না, কলহ্ করবেন না, বিগ্রহ করবেন না, বিবাদ করবেন না, কলহ্ করবেন না, বিগ্রহ করবেন না, বিবাদ করবেন না;" এভাবে পীড়ন করে সংঘ কর্তৃক উপোসথ করা কর্তব্য; এরূপ ভিক্ষু অলজ্জী হলে; মূর্খ এবং অপকর্মা হলে। ১১. তিন অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর সংঘ মধ্যে এভাবে প্রবারণা স্থগিত করতে হবে : "হে ভিক্ষু, ভেদ করবেন না, কলহ্ করবেন না, বিগ্রহ করবেন না, বিবাদ করবেন না।" এভাবে পীড়ন করে সংঘ কর্তৃক প্রবারণা করা কর্তব্য। এমন ভিক্ষু অলজ্জী হলে, মূর্খ হলে এবং অপকর্মা হলে। ১২. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে কদাপি সংঘ সম্মুতি দান উচিত নয়; যথা : অলজ্জী হলে, মূর্খ হলে এবং অপকর্মা হলে। ১৩. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে সংঘে কোনো বিচারের দায়িত্বে দেয়া (বোহরতি) উচিত নয়; যথা : অলজ্জী হলে, মূর্খ হলে এবং অপকর্মা হলে। ১৪. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে প্রত্যেক স্থানে কিঞ্চিৎ মাত্র ও রাখা উচিত নয়; যদি অলজ্জী হয়, মূর্খ হয় এবং অপকর্মা হয়। ১৫. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে কোনো নিশ্রয় বলা উচিত নয়; যদি অলজ্জী হয়, মূর্খ হয় এবং অপকর্মা হয়। ১৬. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে প্রিয়বাক্য (সবচনীযং) বলা উচিত নয়; যথা : অলজ্জী হলে, মূর্খ হলে এবং অপকর্মা হলে। ১৭. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিনয় বিষয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়; যথা : অলজ্জীকে, মূর্খকে এবং অপকর্মা হলে। ১৮. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা বিনয় জিজ্ঞাসা অনুচিত; যথা : অলজ্জী দ্বারা, মূর্খ দ্বারা এবং অপকর্ম দ্বারা। ১৯. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিনয় বিষয়ে প্রশ্নোত্তর (বিস্সজ্জেতব্বো) করা উচিত নয়; যথা : অলজ্জীকে, মূর্খকে এবং অপকর্মাকে। ২০. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দিয়ে বিনয় বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করানো উচিত নয়; যথা : অলজ্জীকে দিয়ে, মূর্খকে দিয়ে এবং অপকর্মাকে দিয়ে। ২১. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে আমন্ত্রণদান (অনুযোগো) উচিত নয়; যথা : অলজ্জী হলে, মূর্খ হলে এবং অপকর্মী হলে। ২২. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে বিনয় সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত নয়; যথা : অলজ্জীর সাথে, মূর্খের সাথে এবং অপকর্মার সাথে। ২৩. তিন অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দ্বারা উপসম্পদা দান নিশ্রয় দান, শ্রমণ দিয়ে সেবা উচিত নয়; যথা : অলজ্জী, মূর্খ এবং অপকর্মাকে দিয়ে।

(৭) ১. উপোসথ তিনটি; যথা : চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং সামগ্রিক উপোসথ। অপর তিনটি উপোসথ; যথা : সংঘ উপোসথ, গণ উপোসথ এবং ব্যক্তি উপোসথ। অপর তিনটি উপোসথ; যথা : সূত্র উদ্দেশের উপোসথ, পরিশুদ্ধি উপোসথ এবং অধিষ্ঠান উপোসথ। ২. প্রবারণা তিনটি; যথা : চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং সামগ্রিক প্রবারণা। অপর তিনটি প্রবারণা; যথা : সংঘ প্রবারণা, গণ প্রবারণা এবং ব্যক্তি প্রবারণা। অপর তিনটি প্রবারণা; যথা : ত্রিবাচিক প্রবারণা, দ্বিবাচিক প্রবারণা এবং সমবর্ষীয় প্রবারণা।

(৮) তিনজন অপায়িক নৈরয়িক হয়; যথা : ১. যে ব্যক্তি অব্রহ্মচারী হয়েও ব্রহ্মচারী বলে প্রকাশ করে, সে এখানে থেকে মৃত্যুর পর অপায় নৈরয়িক হয়। ২. যেজন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যাচরণ করা সত্ত্বেও, তার ধ্বংস কামনায় যেজন অমূলকভাবে অব্রহ্মচর্য অপরাধ দ্বারা তাকে অভিযুক্ত করে। ৩. যেজনের এরূপ মতবাদ, এরূপ দৃষ্টি—“কামে কোনো দোষ নেই,’ এই বলে কামাচারে নিজেকে নিপতিত করে থাকে। ৪. এটিই তিনটি অকুশলের মূল; যথা : লোভ, দ্বেষ এবং মোহ। তিনটি কুশলে মূল; যথা : অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ। ২. তিনটি দুশ্চরিত; যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত এবং মনোদুশ্চরিত। তিনটি সুচরিত; যথা : কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত এবং মনোসুচরিত।

তিনটি অর্থবশে ভগবান কর্তৃক কুলগুলোতে ত্রিক ভোজন প্রজ্ঞাপিত হয়েছে; যথা : দুষ্ট ব্যক্তিদের নিগ্রহের জন্যে, সৎ ভিক্ষুদের স্বস্তিতে অবস্থানের জন্যে, ‘পাপেচ্ছুদের পক্ষ নিয়ে সংঘকে ভেদ করবেন না’ এভাবে কুলকে শান্ত রাখার জন্যে।

তিনটি অসদ্ধর্ম দ্বারা অভিভূত প্রদাহিত চিত্তসম্পন্ন দেবদত্ত, অপায়-নিরয়ে কলাকাল আদি দুঃখে অবস্থান করছে। এগুলো হচ্ছে—পাপেচ্ছুতা, পাপমিত্রতা, পার্থিব বিশোধিগম (ধ্যানঋদ্ধি) দ্বারা অন্তরের (বিদ্যা-বিমুক্তির) সমাপ্তি টেনে দেয়া। সম্মতি তিনটি; যথা : দণ্ড সম্মতি, শিক্ষা সম্মতি এবং দণ্ড শিক্ষা সম্মতি। পাদুকা ৩ প্রকার; যথা : ধোবনস্থানীয়, অসঙ্কমনীয়, (বিচরণীয়) যথা : পায়খানার পাদুকা, প্রস্রাব পদুকা এবং শৌচপাদুকা। পাঘসার বস্তু তিনটি; যথা : পাথর, কয়লা এবং সমুদ্রফেনা।

[তিন-সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

স্থিতে, কালে, রাতে, দশ, পঞ্চ কুশলে,
বেদনা, প্রশ্নে, বস্তু, শলাকা, দুই প্রতিক্ষেপে।

প্রজ্ঞপ্তি, অপর দুয়ে, মূর্খ, কালে আর কালেতে,
হেমন্তে, সংঘে, সংঘের, ছাদনে আর প্রতিচ্ছাদনে।
প্রতিচ্ছন্ন, বিবস্ত্র আর শয়নাসন, আর রোগেতে;
পাতিমোক্‌খ, পরিবাস আর মানত্ত, পারিবাসকে।
অন্ত আর অন্ত সীমায়, প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পরে;
উত্থিত, অপরে আর অমূঢ় দুই বিনয়ে।
তর্জনীয়, নিশ্রয় আর, বর্জনীয়, প্রতিসারণে;
অদর্শন প্রতিকর্ম, অনিসর্গ আর দৃষ্টিতে।
অশ্লীল, কর্ম, অধিশীলে, দাব, অনাচার ঘাতকে;
জীবিকা, আপন্ন, তাদৃশ, অবর্ণ আর উপোসথে।
প্রবারণা, সম্মুতি আর ব্যবহারিক, প্রত্যেক;
বস্ত্র নহে, দত্ত নহে, নহে অবকাশ, তা করে।
নাহি করে, প্রিয়ভাষণ, অজিজ্ঞাসা, কর্তব্য দুয়ে;
নহে বিসর্জন দুয়েতে আর অনুযোগাদি নাহি দিবে।
আলাপ, উপসম্পদা, নিশ্রয় আর শ্রামণেরে;
উপোসথাদি তিনে, প্রবারণাদি তিনে।
অপায়িক অকুশল, কুশল, চরিতাদি এই দুয়ে;
ত্রিক ভোজন সদ্ধর্মে, সম্মুতি আর পাদুকে।
পদ ঘর্ষণাদি আর এটি উদ্দান ত্রিক সমাপ্তে।

৪. চতুষ্ক বার

৩২৪. (১) ১. অর্থাপত্তি নিজ বাক্যে উৎপন্ন হয়; পরবাক্যে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি পরের বাক্যে উৎপন্ন হয়; নিজ বাক্যে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি নিজ বাক্যে উৎপন্ন হয়; নিজ বাক্যে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি পরবাক্যে উৎপন্ন হয়; পরবাক্যে উত্থিত হয়। ২. অর্থাপত্তি কায়ে উৎপন্ন হয়; বাক্যে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি বাক্যে উৎপন্ন হয়; কায়ে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি কায়ে উৎপন্ন হয়; কায়েই উত্থিত হয়। ৩. অর্থাপত্তি বাক্যের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কায়ের দ্বারা উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি বাক্য দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং বাক্যে দ্বারা উত্থিত হয়। ৪. অর্থাপত্তি পশুত্ব হতে উৎপন্ন হয় এবং প্রবুদ্ধত্বে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি প্রবুদ্ধত্ব হতে উৎপন্ন হয় এবং পশুত্বে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি পশুত্বে উৎপন্ন এবং পশুত্বে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি প্রবুদ্ধ হতে উৎপন্ন এবং প্রবুদ্ধ হতে উত্থিত হয়। ৫. অর্থাপত্তি অচিত্তক হতে উৎপন্ন এবং অচিত্তক হতে উত্থিত

হয়। অর্থাপত্তি অচিত্তক হতে উৎপন্ন এবং অচিত্তক হতে উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি সচিত্তক হতে উৎপন্ন এবং সচিত্তক হতে উত্থিত হয়। ৬. অর্থাপত্তি উৎপন্নে দেশিত এবং দেশনায় উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি উৎপন্নে উত্থিত হয় এবং উত্থানে উৎপন্ন হয়। ৭. অর্থাপত্তি কর্ম দ্বারা উৎপন্ন এবং অকর্ম দ্বারা উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি অকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম দ্বারা উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি কর্ম দ্বারা উৎপন্ন এবং কর্ম দ্বারা উত্থিত হয়। অর্থাপত্তি অকর্ম দ্বারা উৎপন্ন এবং কর্ম দ্বারা উত্থিত হয়।

(২) ১. চারি অনার্যত্ব প্রচলিত আছে; যথা : অদৃষ্টে দৃষ্টবাদিতা, অশ্রুতে শ্রুতবাদিতা, মূর্তে মূর্তবাদিতা এবং অজ্ঞাতে জ্ঞাতবাদিতা। ২. চারি আর্যত্ব প্রচলিত আছে; যথা : অদৃষ্টে অদৃষ্টবাদিতা, অশ্রুতে শ্রুতবাদিতা, অমূর্তে মূর্তবাদিতা এবং অজ্ঞাতে জ্ঞাতবাদিতা। ৩. চারটি অপর অনার্যত্ব প্রচলিত আছে; যথা : দৃষ্টে অদৃষ্টবাদিতা, শ্রুতে অশ্রুতবাদিতা, মূর্তে অমূর্তবাদিতা এবং জ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদিতা। ৪. চারটি আর্যত্ব প্রচলিত আছে; যথা : দৃষ্টে দৃষ্টবাদিতা, শ্রুতে শ্রুতবাদিতা, মূর্তে মূর্তবাদিতা, জ্ঞাতে জ্ঞাতবাদিতা।

(৩) ১. চারটি পারাজিকা ভিক্ষুদের জন্যে, ভিক্ষুণীদের চেয়ে সাধারণ। চারি পারাজিকা ভিক্ষুণীদের জন্যে, ভিক্ষুদের চেয়ে সাধারণ। ২. চারি পরিক্খারা বা বস্তু চারটি। এমন বস্তু আছে, যা রক্ষার যোগ্য, যত্নের যোগ্য, প্রশংসার যোগ্য এবং পরিভোগের যোগ্য। আবার এমন বস্তু আছে, যা রক্ষার যোগ্য, যত্নের যোগ্য, প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু পরিভোগযোগ্য নয়। এমন বস্তু আছে যা রক্ষার যোগ্য, যত্নের যোগ্য, কিন্তু প্রশংসার যোগ্য নয় এবং পরিভোগের যোগ্যও নয়। এমন বস্তু আছে যা রক্ষার যোগ্য নয়; যত্নের যোগ্য নয়, প্রশংসার যোগ্য নয় এবং পরিভোগের যোগ্যও নয়।

(৩) কিছু আপত্তি আছে যা প্রত্যক্ষে প্রকাশিত হয়, পরোক্ষ উৎপন্ন হয়। কিছু আপত্তি আছে, যা পরোক্ষে প্রকাশিত হয়, প্রত্যক্ষে উৎপন্ন হয়। কিছু আপত্তি আছে সম্মুখে প্রকাশিত হয়, সম্মুখে উৎপন্ন হয়। কিছু আপত্তি আছে (অর্থাপত্তি = অত্থি + আপত্তি) প্রত্যক্ষে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষে উৎপন্ন হয়। ৪. কিছু আপত্তি আছে অজান্তে উৎপন্ন হয়, জ্ঞাতে প্রকাশিত হয়। কিছু আপত্তি আছে জ্ঞাতে উৎপন্ন হয়, অজ্ঞাতে প্রকাশিত হয়। কিছু আপত্তি আছে অজ্ঞাতে উৎপন্ন হয়, অজ্ঞাতেই প্রকাশিত হয়। কিছু আপত্তি আছে, জ্ঞাতে উৎপন্ন হয়, জ্ঞাতেই প্রকাশিত হয়।

(৪) ১. চারি প্রকারে আপত্তি উৎপন্ন হয়; যথা : কায়ে উৎপন্ন হয়, বাক্যে উৎপন্ন হয়, কায়ে-বাক্যে উৎপন্ন হয় এবং কর্মবাক্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। ২.

অপর চারি প্রকারে আপত্তি উৎপন্ন হয়; যথা : সংঘের মধ্যে, গণের মধ্যে, ব্যক্তির নিকটে এবং লিঙ্গ আবির্ভাবে। ৩. চারি প্রকারে আপত্তি প্রকাশিত হয়; যথা : কায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়, বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়, কায়-বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং কর্মবাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ৪. অপর চারি প্রকারে আপত্তি প্রকাশিত হয়; যথা : সংঘের মধ্যে, গণ (২/৩জন) মধ্যে, ব্যক্তির নিকটে এবং লিঙ্গ আবির্ভাব দ্বারা প্রকাশিত হয়। ৫. সহপ্রতিলাভ দ্বারা অগ্রে ত্যাগ করে, পরে প্রতিষ্ঠিত করে। বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অতিক্রম করে, বর্ণনা দ্বারা নিরোধ করে। সহপ্রতিলাভ দ্বারা পরে ত্যাগ করে, অগ্রে প্রতিষ্ঠিত করে। বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অতিক্রম করে এবং বর্ণ দ্বারা নিরোধ করে। ৬. প্রশ্ন চারি প্রকার, শীলবিপত্তি কারণে প্রশ্ন করে, আচারবিপত্তির কারণে প্রশ্ন করে, দৃষ্টিবিপত্তির কারণে প্রশ্ন করে এবং জীবিকার কারণে প্রশ্ন করে। ৭. চারি পরিবাস; যথা : প্রতিচ্ছন্ন পরিবাস, অপ্রতিচ্ছন্ন পরিবাস, শুদ্ধান্ত পরিবাস, সমোধান পরিবাস। ৮. চারি মানত্ত; যথা : প্রতিচ্ছন্ন মানত্ত, অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত, পক্‌খমানত্ত এবং সমোধান মানত্ত। ৯. মানত্ত চারিক ভিক্ষু চারি রাত্রিচ্ছেদ; যথা : সহবাস দ্বারা, বিপ্রবাস দ্বারা, অনারোচন দ্বারা এবং চারিজনের কম গণের (২/৩ জনের) নিকটে আরোচন দ্বারা। ১০. চারি উৎকৃষ্টতা (সানুক্কংসা)। ১১. চারি প্রতিগৃহীত পরিভোগ; যথা : যাবকালিক, যামকালিক, সপ্তাহকালিক এবং যাবজ্জীবক। ১২. চারি মহা বিকট বিষয়; যথা : মল, মুত্র, ছাই এবং মাটি। ১৩. চারি কর্ম; যথা : অবলোকন কর্ম, ঞাত্তি কর্ম, ঞাত্তি দ্বিতীয় কর্ম এবং ঞাত্তি চতুর্থ কর্ম। ১৪. অপর চারি কর্ম; যথা : অধর্ম দ্বারা বর্গ কর্ম, অধর্ম দ্বারা সমগ্র কর্ম, ধর্মত বর্গ কর্ম, ধর্মত সমগ্রকর্ম। ১৫. চারি বিপত্তি; যথা : শীলবিপত্তি, আচারবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি, আজীববিপত্তি। ১৬. চারি অধিকরণ; যথা : বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ। ১৭. চারি পরিদূষণ; যথা : ভিক্ষুর দুঃশীল, পাপধর্মিতা দ্বারা পরিদূষণ। ভিক্ষুণী দুঃশীলা, পাপধর্মিতা দ্বারা পরিদূষণ। উপাসকের দুঃশীল, পাপধর্মিতা দ্বারা পরিদূষণ এবং উপাসিকার দুঃশীল পাপধর্মিতা দ্বারা পরিদূষণ। ১৮. চারি শোভন পরিষদ; যথা : ভিক্ষু শীলবান এবং কল্যাণধর্মিতা দ্বারা পরিষদ শোভন। ভিক্ষুণী শীলবতী কল্যাণদর্শিতা দ্বারা পরিষদ শোভন। উপাসক শীলবান এবং কল্যাণধর্মিতা দ্বারা পরিষদ শোভন। উপাসিকা শীলবান এবং কল্যাণধর্মিতা দ্বারা পরিষদ শোভন।

(৫) ১. কিছু আপত্তি আছে যা আগন্তুক প্রাপ্ত হয়, আবাসিক হয় না। কিছু

আপত্তি আছে, যা আবাসিক প্রাপ্ত হয়, আগন্তকের হয় না। কিছু আপত্তি আছে, যা আবাসিক আগন্তুক উভয়ে প্রাপ্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে যা, আগন্তুক আবাসিক কেউই প্রাপ্ত হয় না। ২. কিছু আপত্তি আছে, যা গমনকারী প্রাপ্ত হয়, আবাসিকের হয় না। কিছু আপত্তি আছে, যা আবাসিক প্রাপ্ত হয়; গমনকারীর হয় না। কিছু আপত্তি আছে যা গমনকারী, আবাসিক উভয়ে প্রাপ্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে, যা গমনকারী, আবাসিক কেউই আপত্তি প্রাপ্ত হয় না। ৩. বস্তু নানত্বতা আছে, কিন্তু আপত্তি নানাত্ব নেই। আবার আপত্তি নানাত্ব আছে, কিন্তু বস্তু নানাত্ব নেই। আবার বস্তু নানাত্ব, আপত্তি নানাত্ব উভয়ই আছে। আবার বস্তু নানাত্ব, আপত্তি নানাত্বতা কোনোটাই নেই। ৪. বস্তু সভাগতা আছে, আপত্তি সভাগতা নেই। বস্তু সভাগতা এবং আপত্তি সভাগতা আছে। বস্তু সভাগতা ও নেই, আপত্তি সভাগতাও নেই। ৫. উপাধ্যায়ের আপত্তি প্রাপ্তি আছে, সহবিহারীর নেই। সহবিহারীর আপত্তি আছে, উপাধ্যায়ের নেই। উপাধ্যায়ের এবং সহবিহারীর উভয়ের আপত্তি আছে। আপত্তি উপাধ্যায়েরও নেই সহবিহারীরও নেই। ৬. আপত্তি আচার্যের প্রাপ্তি আছে, অন্তেবাসীকের নেই। আপত্তি অন্তেবাসীর প্রাপ্তি আছে, আচর্যের নেই। আপত্তি আচার্য এবং অন্তেবাসী উভয়েরই প্রাপ্তি আছে। আপত্তি প্রাপ্তি আচার্যেরও নেই, অন্তেবাসীরও নেই। ৭. বর্ষাবাস উচ্ছেদের (ভঙ্গের) কারণে চারি অনাপত্তি; যথা : সংঘের ভিন্নতার আশঙ্কায়, সংঘ যদি ভেদকামী হয়ে থাকে, জীবনের অন্তরায় হলে, ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় হলে। ৮. বাক্য দুশ্চরিত চারটি; যথা : মিথ্যাবাক্য, পিসুন (ভেদ) বাক্য, কর্কশ বাক্য এবং সম্প্রলাপ বাক্য। ৯. বাক্য সুচরিত চারটি; যথা : সত্য বাক্য, অপিশুন (মিলন) বাক্য, স্নেহ বাক্য এবং পরামর্শ বাক্য। ১০. আদি এবং অন্তে গুরুতর আপত্তি প্রাপ্তি হয়, কিন্তু প্রয়োগে লঘু। আদি এবং অন্তে লঘু আপত্তি, কিন্তু প্রয়োগে গুরুতর হয়। আপত্তি এমনও আছে আদি-অন্তে এবং প্রয়োগে গুরুতর হয়। আপত্তি এমনও আছে, আদি-অন্ত এবং প্রয়োগে লঘু হয়।

(৬) ১. এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি অভিবাদন (হাত জোড়) করার যোগ্য, কিন্তু প্রত্যুত্থানের (উঠে দাঁড়ানোর) যোগ্য নন। এমন ব্যক্তি আছেন উঠে দাঁড়ানোর যোগ্য, কিন্ত অভিবাদনের যোগ্য নন। এমন ব্যক্তি আছেন, অভিবাদন এবং প্রত্যুত্থান উভয়ের যোগ্য। এমন ব্যক্তি আছেন, অভিবাদন প্রত্যুত্থান কোনোটারই যোগ্য নয়। ২. এমন ব্যক্তি আছেন আসন দানের যোগ্য, কিন্তু অভিবাদনের নন। এমন ব্যক্তি আছেন অভিবাদনের যোগ্য, আসনদানের নন। এমন ব্যক্তি আছেন, আসন দান, অভিবাদন উভয়ের

যোগ্য। এমন ব্যক্তি আছেন, আসনদান অভিবাদন কোনোটারই যোগ্য নন। ৩. এমন আপত্তি আছে, যা কালে প্রকাশিত হয়, বিকালে (অসময়ে) নয়। এমন আপত্তি আছে, যা বিকালে প্রকাশিত হয়, কালে নয়। এমন আপত্তি আছে, যা কালে-বিকালে উভয়ে প্রকাশিত হয়। এমন আপত্তি আছে, যা কালে, বিকালে কোনো সময়েই প্রকাশিত নয়। ৪. কিছু প্রতিগ্রহণ আছে যা কালে উপযুক্ত (কপ্পতি), বিকালে নয়। কিছু প্রতিগ্রহণ আছে যা বিকালে উপযুক্ত, কালে নয়। কিছু প্রতিগ্রহণ আছে যা, কালেও যোগ্য, বিকালেও যোগ্য। কিছু প্রতিগ্রহণ আছে কালেও অযোগ্য, বিকালেও অযোগ্য। ৫. কিছু আপত্তি আছে যা প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে প্রাপ্ত হয়; মধ্যপ্রদেশে নয়। কিছু আপত্তি আছে, যা মধ্যপ্রদেশে প্রাপ্ত হয়, প্রত্যন্ত প্রদেশে নয়। কিছু আপত্তি আছে, যা প্রত্যন্ত এবং মধ্য উভয় প্রদেশে প্রাপ্ত হয়। আবার কিছু আপত্তি আছে, যা প্রত্যন্ত এবং মধ্য কোনো প্রদেশেই প্রাপ্ত হয় না। ৬. কিছু বিষয় আছে যা প্রত্যন্ত প্রদেশগুলোতে যোগ্য, মধ্যম প্রদেশে যোগ্য নয়। কিছু বিষয় আছে, যা মধ্যম প্রদেশে যোগ্য, প্রত্যন্ত প্রদেশে নয়। কিছু বিষয় আছে, যা প্রত্যন্ত ও মধ্যম উভয় জনপদে যোগ্য। আবার কিছু বিষয় আছে, যা প্রত্যন্ত ও মধ্যম উভয় জনপদের জন্যেই অযোগ্য। ৭. কিছু আপত্তি আছে ভেতরে প্রাপ্ত হয়, বাহিরে নয়। কিছু আপত্তি আছে বাইরে প্রাপ্ত হয়, ভেতরে নয়। কিছু আপত্তি আছে ভেতরে এবং বাইরে প্রাপ্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে, ভেতরে, বাইরে কোথাও প্রাপ্ত হয় না। ৮. কিছু আপত্তি আছে আন্তসীমায় প্রাপ্ত হয়, বহিঃসীমায় নয়। কিছু আপত্তি আছে বহিঃসীমায় প্রাপ্ত হয়, আন্তসীমায় নয়। কিছু আপত্তি আছে আন্ত; বহিঃউভয় সীমায় প্রাপ্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে আন্ত, বহিঃ উভয় সীমায় প্রাপ্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে আন্ত, বহিঃ কোনো সীমায় প্রাপ্ত হয় না। ৯. কিছু আপত্তি আছে গ্রামে প্রাপ্ত হয়, অরণ্যে নয়। কিছু আপত্তি আছে, অরণ্যে প্রাপ্ত হয়, গ্রামে নয়। কিছু আপত্তি আছে গ্রামে ও অরণ্যে উভয়ে প্রাপ্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে গ্রামে ও অরণ্যে কোথাও প্রাপ্ত হয় না।

(৭) ১. চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা; যথা : বস্তু সন্দর্শনের ওপর, আপত্তি সন্দর্শনের ওপর, সংবাস প্রতিক্ষেপের ওপর এবং সমুচিত প্রতিক্ষেপের ওপর। ২. চারটি পূর্বকৃত্য। ৩. চারটি উপযুক্ত কাল প্রাপ্তি। ৪. চারটি অন্যান্য পাচিত্তি। ৫. চারটি ভিক্ষু সম্মুতি। ৬. চারটি অগতিগমন; যথা : ছন্দগতিতে গমন, দ্বেষগতিতে গমন, মোহগতিতে গমন এবং ভয়গতিতে গমন। ৭. চারটি নাম গতিগমন; যথা : ছন্দগতিতে অগমন, দ্বেষগতিতে

অগমন, মোহগতিতে অগমন এবং ভয়গতিতে অগমন। ৮. চারি অঙ্গ-সমন্বিত অলজ্জী ভিক্ষু সংঘকে ভেদ করে; যথা : ছন্দগতিতে গামী, দ্বেষগতিতে গামী ভিক্ষু, মোহগতিতে গামী ভিক্ষু এবং ভয়গতিতে গামী ভিক্ষু। ৯. চারি অঙ্গ-সমন্বিত সচ্চরিত্র (পেসল) ভিক্ষু ভেদ সংঘকে একত্র করে থাকেন; যথা : ছন্দে (উদ্দেশ্য অপ্রণোদিত) অগমনকারী; দ্বেষে অগমনকারী, মোহে অগমনকারী এবং ভয়ে গমনকারী ভিক্ষু। ১০. চারি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিনয় জিজ্ঞাসা অকর্তব্য; যথা : ছন্দে গমনকারী, দ্বেষগতিতে গমনকারী, মোহগতিতে গমনকারী, ভয়গতিতে গমনকারী ভিক্ষু। ১১. চারি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা বিনয় জিজ্ঞাসা উচিত নয়; যথা : যে ছন্দগতিতে গমন করে, যে দ্বেষগতিতে গমন করে, যে মোহগতিতে গমন করে, যে ভয়গতিতে গমন করে। ১২. চারি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর বিনয় বিষয়ে উত্তর দাতা করা উচিত নয়; যথা : যে ছন্দগতিতে গমন করে, দ্বেষগতিতে গমন করে। ১৩. চারি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা বিনয়ের উত্তর গ্রহণ উচিত নয়; যথা : যে ছন্দগিততে গমন করে, দ্বেষগতিতে গমন করে, মোহগতিতে গমন করে এবং ভয়গতিতে গমন করে। ১৪. চারি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে অনুযোগ/আবেদন) দেওয়া উচিত নয়; যথা : যে ছন্দগতিতে গমন করে, দ্বেষগতিতে গমন করে, মোহগতিতে গমন করে এবং ভয়গতিতে গমন করে। ১৫. চারি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে বিনয় বিষয়ে আলাপ উচিত নয়; যথা : ছন্দগতিতে গমনকারী, দ্বেষগামী, মোহগামী, ভয়গামীর সাথে। ১৬. কিছু আপত্তি আছে, যা রোগী, নীরোগী কেউই প্রাপ্ত হয় না। ১৭. চারটি অধার্মিক পাতিমোক্‌খ স্থানীয় আছে এবং চারটি ধর্মত প্রাতিমোক্ষ স্থানীয় আছে।

স্মারক-গাথা

নিজ বাক্যে, কায়ে পসুত্তে অচিত্তকে;
উৎপন্নে, কর্মে এবং ব্যবহারে চতুরে।
ভিক্ষুদের ভিক্ষুণীদের পরিক্‌খারা, সম্মুখে;
অজান্তে, কায়ে, মধ্যে আর উঠাতে দ্বিবিধতে।
প্রতিলাভ চোদনা (তিরস্কার) পরিবাস আর বলাতে;
মানত্তচারিক আর উৎকৃষ্টে তথা প্রতিগ্রহণে।
মহাবিকট, কর্মাদি, পুনঃকর্মে, বিপত্তিতে;
অধিকরণ দুঃশীলে আর শোভনে আগন্তুকে।

গমিকে বস্তু নানাত্বে, সভাগ আর উপাধ্যায়ে;
আচার্য, প্রত্যয়, আর সুচরিত, দুশ্চরিতে।
অদি-অন্ত পুদ্গল আর অপরোহে, আসনে;
কালে কপ্পিয়তে আর প্রত্যন্তে কপ্পিয়তে।
অন্ত আন্তসীমায়, আর গ্রামে, তিরস্কারে;
পূর্বকৃত্যে, প্রাপ্তকালে, আর অন্য সম্মতিতে।
অগতি, না-অগতি, আর অলজ্জী, সুস্বভাবে;
জিজ্ঞাসা, দুয়েতে আর বিসর্জনীয় তথা দুয়ে।
অনুযোগ, আলাপ, রোগী আর স্থাপনে।

৫. পঞ্চক বার

৩২৫. (১) আপত্তি পাঁচটি। আপত্তিস্কন্ধ পাঁচটি। বিনীতবস্তু পাঁচটি আনন্তরিক কর্ম। নিয়ত পুদ্গল পাঁচটি। ছেদনক আপত্তি পাঁচটি। পঞ্চ আকারে আপত্তিতে প্রাপ্ত হয়।

(১) মিথ্যা কথনহেতু পঞ্চ আপত্তি পঞ্চ প্রকারে কর্মে পরিণত হয় না; যথা : নিজে বা অন্যের দ্বারা কর্ম না করা, ইচ্ছা উৎপন্ন না করা, নির্দেশ প্রদানও না করা, কর্মকালে কর্মকে নিন্দা করা, কর্ম সম্পাদনের পরের অধর্ম দৃষ্টি বলে জ্ঞান করা।

(২) মিথ্যা কথন পঞ্চ প্রকারে কর্মে পরিণত হয়; যথা : নিজে বা অন্যের দ্বারা কর্ম করলে, নির্দোষতা বলে অভিমত ব্যক্ত করা, কর্মকালে তার নিন্দা না করা, করার পরে সেই কর্মকে সঠিক ধারণা করা।

(৩) পিণ্ডপাতিক ভিক্ষুর পাঁচটি বিষয় যোগ্য; যথা : অনিমন্ত্রিত হওয়া, গণভোজন হওয়া, পরম্পরা ভোজন হওয়া, অনধিষ্ঠান হওয়া এবং অবিকম্পন হওয়া।

(৪) পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু ভীত, সন্ত্রস্ত হয়; যথা : পাপী ভিক্ষু, নির্বিকার ধনী হলে; বেশ্যাগোচর হলে, বিধবা গোচর হলে, থুলাকুমারী গোচর হলে, পণ্ডক গোচর হলে, ভিক্ষুণী গোচর হলে।

(৫) তৈল পাঁচ প্রকার; যথা : তিল তৈল, সরিষা তৈল, মধুক তৈল, এরণ্ড তৈল এবং বসা তৈল।

(৬) পাঁচ প্রকার বসা; যথা : অচ্ছ বসা, মৎস্য বসা, সুসুক বসা, শুকর বসা, গর্দভ বসা।

(৭) পঞ্চ ব্যসন; যথা : জ্ঞাতিব্যসন, ভোগব্যসন, রোগব্যসন, শীলব্যসন,

দৃষ্টিব্যসন।

(৮) পঞ্চ সম্পদ; যথা : জ্ঞাতি সম্পদ, ভোগ সম্পদ, অরোগ সম্পদ, শীল সম্পদ, দৃষ্টি সম্পদ।

(৯) উপাধ্যায় হতে পঞ্চ নিশ্রয় প্রতি প্রশ্রদ্ধি; যথা : উপাধ্যায় চলে গেলে, বিভ্রান্ত হলে, কলঙ্কিত হলে, পক্ষ সঙ্কন্তো বা পঞ্চম আণত্তিয় হলে।

(১০) পঞ্চ পুদ্গলকে উপসম্পদা দেয়া উচিত নয়; যথা : ক্ষীণায়ু (অদ্ধানহীন), অঙ্গহীন, সম্পদ বিপন্ন, করণ দুক্কট এবং অপরিপূর্ণ বয়স।

(১১) পাংশুকুল পাঁচ প্রকার; যথা : শ্মশানিক, দোকানিক (পাপণিক), ইঁন্দুর খায়িত (উন্দুর), উঁইখায়িত (উপচি) এবং অগ্নিদগ্ধ। অপর পাঁচ প্রকার পাংশুকুল; যথা : গরু চর্বিত, ছাগল চর্বিত, চৈত্যে প্রদত্ত, অভিষেকে ব্যবহার্য, গমনাগমন পথে পড়ে থাকা বস্ত্রখণ্ড (গতপচিয়াগত)।

(১২) পঞ্চ অবহার; যথা : থেয়্যাবহার, পসয্হাবহার, পরিকপ্পাবহার, প্রতিচ্ছন্নাবহার, কুশাবহার।

(১৩) লোকে (সপ্ত) বিদ্যমান পঞ্চ মাহচোর আছে। (১৪) পঞ্চ অবিসর্জনীয় বিষয় আছে। (১৫) পঞ্চ অভঙ্গনীয় বিষয় আছে। (১৬) পঞ্চ আপত্তি কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়। পঞ্চ আপত্তি কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়। পঞ্চ আপত্তি দেশনাগামী। (১৭) পঞ্চ সংঘ, (১৮) পঞ্চ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ, (১৯) সকল প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে পঞ্চ বিনয়ধর দ্বারা, গণদ্বারা উপসম্পদা দেয়া কর্তব্য। (২০) কঠিন আস্তরণে পঞ্চ আনিশংস, (২১) পঞ্চ কর্ম, (২২) যাবৎ তৃতীয়ে পঞ্চ আপত্তি, (২৩) পঞ্চাকারের দ্বারা অদত্ত গ্রহণকারীর পারাজিক আপত্তি, (২৪) পাঁচ প্রকারে অদত্ত গ্রহণকারীর থুল্লচ্চয় আপত্তি, (২৫) পাঁচ প্রকারে অদত্ত গ্রহণকারীর দুক্কটাপত্তি। (২৬) পঞ্চ অকপ্পিয় অপরিভোগ্য; যথা : অদত্ত হলে, অবিদিত হলে, কপ্পিকৃত হলে, প্রতি গৃহীত হলে এবং কৃতের অতিরিক্ত হলে। (২৭) পঞ্চদান পৃথিবীতে পুণ্যসম্মত হয়েও অপুণ্য প্রসবকারী; যথা : মদ্যদান, নৃত্য-গীত-নাটক দান (সমজ্জ দানং), স্ত্রী দান, বলদ দান (উসভদানং), চিত্র কর্মদান। (২৮) পঞ্চ দুষ্প্রশমনীয় বিষয়; যথা : উৎপন্ন লোভাসক্তি, উৎপন্ন দ্বেষ, উৎপন্ন মোহ, উৎপন্ন প্রতিভা, উৎপন্ন গমনীয় চিত্ত। (২৯) সম্মার্জনে পঞ্চ আনিশংস; যথা : স্বচিত্ত প্রসন্ন হয়, পরচিত্ত প্রসন্ন হয়, দেবতাদের প্রিয় হয়, প্রসাদ উৎপাদক কর্ম সংগৃহীত হয়, মৃত্যুর পরে স্বর্গ-সুগতিতে উৎপন্ন হয়। অপর সম্মার্জনীয় পঞ্চ আনিশংস; যথা : স্বচিত্তকে প্রসন্ন করতে, পরচিত্তকে প্রসন্ন করতে, দেবগণের সন্তোষ উৎপাদনে, শাস্তার

শাসনের প্রতি দায়িত্ব পালনে এবং পরর্বতী জনতাকে দৃষ্টান্ত প্রদানে (দিট্‌ঠানুগতিং) সমর্থ হয়। (৩০) পঞ্চ অঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর 'মূর্খ' বলে আখ্যার যোগ্য হয়; যথা : যিনি নিজের মঙ্গলার্থে (ভাস) শিক্ষা করেন না, পরের মঙ্গলার্থে শিক্ষা করেন না, আত্ম মঙ্গলার্থে গ্রহণ করেন না, পর মঙ্গলার্থে গ্রহণ না করেন এবং অধর্মাচরণে জেদ (পটিঞ্‌ঞেয়/ প্রতিজ্ঞা) করেন। (৩১) পঞ্চ অঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর 'পণ্ডিত' বলে আখ্যাত (সঙ্খং গচ্ছতি) হন; যথা : নিজের মঙ্গলার্থে শিক্ষা করেন, পরের মঙ্গলার্থে শিক্ষা করেন, আত্ম মঙ্গলার্থে শিক্ষা করে ধর্মত আচরণ করেন, পর মঙ্গলার্থে শিক্ষা করে ধর্মত আচরণ করেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। (৩২) অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর 'মূর্খ' বলে আখ্যাত হয়ে থাকে; যথা : আপত্তি কী জানে না, আপত্তির মূল কী জানে না, আপত্তির উৎপত্তি কারণ (সমুদয়) কী জানে না, আপত্তির নিরোধ কী জানে না, আপত্তি নিরোধের মার্গ প্রতিপদা কী জানে না। (৩৩) অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে পণ্ডিত নামে আখ্যায়িত করা যায়; যথা : আপত্তি কী, তা জানেন, আপত্তির মূল কী, তা জানেন; আপত্তির উৎপত্তি কী, তা জানেন; আপত্তির নিরোধ কী, তা জানেন, আপত্তি নিরোধের মার্গ প্রতিপদা কী, তা জানেন। (৩৪) অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর 'মূর্খ' বলে আখ্যায়িত হয়; যথা : অধিকরণ (অভিযোগ) কী, তা জানে না; অধিকরণের মূল কী, তা জানে না; অধিকরণের উৎপত্তি কী, তা জানে না; অধিকরণের নিরোধ কী, তা জানে না; অধিকরণ নিরোধগামী প্রতিপদা কী, তা জানে না। (৩৫) অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর 'পণ্ডিত' বলে আখ্যায়িত হয়; যথা : অধিকরণ কী, তা জানেন; অধিকরণের মূল কী, তা জানেন; অধিকরণের উৎপত্তি কী, তা জানেন; অধিকরণের নিরোধ কী, তা জানে; অধিকরণ নিরোধগামী প্রতিপদা কী, তা জানেন। (৩৬) অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর 'মূর্খ' বলে আখ্যায়িত হয়; যথা : বত্থু (বিষয়) কী তা জানে না; নিদান কী, জানে না; প্রজ্ঞপ্তি কী, জানেন না; অনুপ্রজ্ঞপ্তি কী, জানে না; অনুসন্ধান বাক্যপথ কী, তা জানেন না। (৩৭) পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন বিনয়ধর 'পণ্ডিত' বলে আখ্যায়িত হয়; যথা : বত্থু জানেন, নিদান জানেন, প্রজ্ঞপ্তি জানেন, অনুপ্রজ্ঞপ্তি জানেন, অনুসন্ধান বাক্যপথ কী জানেন। (৩৮) অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন বিনয়ধর 'মূর্খ' বলে আখ্যায়িত হয়; যথা : প্রজ্ঞপ্তি জানে না; প্রজ্ঞপ্তির কারণ জানে না; পূর্ব কুশল না, অপর কুশল হয় জানে না; অকালজ্ঞ হয়। (৩৯) পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন বিনয়ধর পণ্ডিত বলে আখ্যাত হয়; যথা : প্রজ্ঞপ্তি জানেন, প্রজ্ঞপ্তির কারণ জানেন, পূর্ব কুশল জানেন, অপর কুশল

জানেন, কালজ্ঞ হন। (৪০) অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন বিনয়ধর 'মূর্খ' বলে আখ্যাত হয়; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি জানে না, লঘু-গুরু আপত্তি জানে না, সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানে না, লঘু-গুরু আপত্তি জানে না, সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানে না, দুট্‌ঠুল্লা-অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তি জানে না, আচার্য পরম্পরা নয় সুগৃহীত, নয় সুমনোযোগীসম্পন্ন, নয় সুউপধারিত। (৪১) পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন বিনয়ধর পণ্ডিত বলে আখ্যাত হয়; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি জানেন; লঘু-গুরু আপত্তি জানেন; সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানেন; দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানেন; আচার্য পরম্পরা সুগৃহীত, সুমনোযোগী এবং সুউপধারিত হয়। (৪২) অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর, মূর্খ বলে আখ্যায়িত হয়; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি জানে না; লঘু-গুরু আপত্তি জানে না; সাবশেষ-অনাবশেষ-আপত্তি জানে না; দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানে না; উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তারের দ্বারা স্বাগত, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুবিনিশ্চিত এবং সূত্র-অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন হয় না। (৪৩) পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন বিনয়ধর পণ্ডিত বলে আখ্যাত হয়; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি জানেন না, লঘু-গুরু আপত্তি জানেন না, সাবশেষ-অনাবশেষ জানেন না, দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানেন না; অধিকরণে এবং মত প্রদানে দক্ষ হন না। (৪৪) পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর পণ্ডিত বলে আখ্যায়িত হয়। যথা : আপত্তি-অনাপত্তি জানেন, গুরু-লঘু আপত্তি জানেন, সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানেন, দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানেন, অধিকরণ এবং বিনিচ্ছয়ে দক্ষতাসম্পন্ন হন।

(৪৫) ১. আরণ্যিক পাঁচ প্রকার; যথা : নির্বোধ, বেকুপজাতীয় লোকও আরণ্যিক হয়, পাপেচ্ছার বশবর্তী (লাভ-সৎকার বৃদ্ধির প্রত্যাশায়) ও আরণ্যিক হয়, উন্মাদ, চিত্ত বিক্ষেপবশতও আরণ্যিক হয়, বুদ্ধ এবং বুদ্ধ শ্রাবকগণ কর্তৃক প্রশংসনীয় জীবনের জন্যেও আরণ্যিক হয়। অধিকন্তু অল্পেচ্ছুতাবশত, সন্তুষ্টিতাবশত;, আদর্শ চরিত্রবশত প্রবিবেকবশত যথা লাভে তুষ্টিতাবশত এই যথেষ্ট (ইদমত্থিত) আরণ্যিক হয়। ২. পিণ্ডপাতিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ৩. পাংশুকুলিক পাঁচ প্রকার... ৪. সেনাসনিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ৫. ত্রিচীবরিক পাঁচ প্রকার... ৬. নৈসজ্জিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ৭. বৃক্ষমূলিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ৮. অব্‌ভোকাসিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ৯. সপদানচারিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ১০. যথাসন্থতিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ১১. খলুপশ্চাৎভত্তিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ১২. পাত্রপিণ্ডিক পাঁচ প্রকার; যথা : ... ১৩. শ্মশানিক পাঁচ প্রকার; যথা : ...।

(৪৬) ১. পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা নিশ্রয় বলা উচিত নয়; যথা :

উপোসথ কখন জানে না, উপোসথ কর্ম কী জানে না, প্রাতিমোক্ষ জানে না, প্রাতিমোক্ষের উদ্দেশ জানে না এবং ভিক্ষুজীবনে পঞ্চবর্ষের কম যদি হয়। ২. পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা নিশ্রয়মুক্তি বলা উচিত; যথা : উপোসথ কখন তা জানেন, উপোসথ কর্ম কী জানেন, প্রাতিমোক্ষ জানেন, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ কী জানেন এবং ভিক্ষুজীবনে পঞ্চবর্ষের কম হয়।

(৪৭) ১. অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা নিশ্রয় বলা উচিত নয়; যথা : প্রবারণা জানে না, প্রবারণা-কর্ম কী জানে না, প্রাতিমোক্ষ জানে না, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ কী জানে না; ভিক্ষুজীবনে পঞ্চবর্ষের কম হয়। ২. পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা নিশ্রয় মুক্তি বলা উচিত; যথা : প্রবারণা কী জানেন, প্রবারণার কর্ম কী জানেন, প্রাতিমোক্ষ কী জানেন, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ কী জানেন এবং ভিক্ষুজীবনে পঞ্চবর্ষের অতিরিক্ত হলে।

(৪৮) ১. অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা নিশ্রয় বলা উচিত নয়; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি কী জানে না; লঘু-গুরু আপত্তি কী, জানে না; সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি কী জানে না; দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি কী, জানে না এবং ভিক্ষুজীবনে পঞ্চবর্ষের কম হয়। ২. পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা নিশ্রয় বলা কর্তব্য; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি কী জানেন; লঘু-গুরু আপত্তি কী, জানেন; সাবশেষ অনাবশেষ আপত্তি কী জানেন; দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি কী জানেন এবং ভিক্ষুজীবনে পঞ্চবর্ষের অতিরিক্ত হয়।

(৪৯) ১. পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুণী দ্বারা নিশ্রয় বলা উচিত নয়; যথা : উপোসথ কখন জানে না; উপোসথ কর্ম কী জানে না, প্রাতিমোক্ষ-উদ্দেশ কী জানে না এবং ভিক্ষুণীজীবনে পঞ্চ বর্ষের কর্ম হয়। ২. পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুণী দ্বারা নিশ্রয় মুক্তি বলা উচিত; যথা : উপোসথ কখন জানেন; উপোসথ কর্ম কী জানেন; প্রাতিমোক্ষ জানেন; প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ জানেন এবং ভিক্ষুণীজীবনে পঞ্চবর্ষের অতিরিক্ত হয়।

(৫০) ১. অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণী দ্বারা নিশ্রয় বলা উচিত নয়; যথা : প্রবারণা কী জানে না; প্রবারণা কর্ম কী জানে না; প্রাতিমোক্ষ কী জানে না; প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ কী জানে না এবং ভিক্ষুণীজীবনে পঞ্চবর্ষের কম হয়। ২. পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণী দ্বারা নিশ্রয় মুক্তি বলা উচিত; যথা : প্রবারণা কী জানে; প্রবারণা কর্ম কী জানে; প্রাতিমোক্ষ জানে; প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ কী জানে এবং ভিক্ষুণীজীবনে পঞ্চবর্ষের অধিক হয়।

(৫১) ১. অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণী দ্বারা নিশ্রয় বলা উচিত নয়; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি কী জানে না; লঘু-গুরু আপত্তি কী জানে না;

সাবশেষ-অনাবশেষ কী জানে না; দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি কী জানে না; ভিক্ষুণীজীবনে পঞ্চবর্ষের কম। ২. পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণী দ্বারা নিশ্রয় মুক্তি বলা উচিত; যথা : আপত্তি-অনাপত্তি কী জানে; লঘু-গুরু আপত্তি কী জানে; সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি কী জানে; দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি কী জানে এবং ভিক্ষুণীজীবনে পঞ্চবর্ষের অধিক হয়।

(৫২) ১. দোষী করার (অপাসাদিকে) পঞ্চ উপদ্রব; যথা : নিজেকে নিজে অপবাদ দেয়, অনুসন্ধানী বিজ্ঞদের দ্বারা নিন্দিত হয়, পাপকীর্তি শব্দের উদ্ভব হয়, মূর্ছিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, দেহ ভেদ এই মৃত্যুর পরে অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ২. প্রশংসা করার পঞ্চ সুফল; যথা : নিজেকে নিজে অপবাদ দেয় না; বিজ্ঞ অনুসন্ধানীরা প্রশংসা করেন; কল্যাণকীর্তি শব্দ বিঘোষিত হয়; সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে; দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

(৫৩) ১. অপর পঞ্চ উপদ্রব নিন্দুকের হয়ে থাকে; যথা : অপ্রসন্নেরা প্রসন্ন হয় না; কোনো কোনো প্রসন্নের বিরূপভাব উৎপন্ন হয়; শাস্তার শাসনে অকরণীয় হয়; পরবর্তী জনতার প্রতি সুদৃষ্টান্ত হয় না; স্বীয় চিত্তে প্রসাদ উৎপন্ন হয় না। ২. প্রশংসাকারীর পাঁচটি সুফল উৎপন্ন হয়; যথা : অপ্রসন্ন প্রসন্ন হয়; প্রসন্নের প্রসন্নতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; শাস্তার শাসনের করণীয় সম্পাদিত হয়; পরবর্তী জনতার কাছে দৃষ্টান্তনুগামী হয়।

(৫৪) ১. কুলূপকের (গৃহীসংশ্লিষ্টতায়) পাঁচটি উপদ্রব হয়; যথা : বিনা আমন্ত্রণে বিচরণকারী হয়, (মাতৃজাতির সাথে) নির্জনে উপবেশন হয়, আচ্ছাদিত আসনে উপবেশন হয়, পাঁচ ছয় বাক্যের অধিক ধর্মদেশনা ইত্যাদির দোষে দুষ্ট হতে হয় এবং কামসংকল্পবহুল হয়ে অবস্থান করতে হয়। ২. কুলূপক ভিক্ষুর আরও পঞ্চ উপদ্রব হয়; যথা : অতিবেলা বা অসময়ে গৃহীসংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থানকারী হয়, প্রায় সময় মাতৃজাতির দর্শনেচ্ছু হয়ে দর্শনে সংসর্গে সংসর্গিত হয়, বিশ্বাসে বিশ্বাসিত হয়; অভিরতিতে অভিরমিত চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষু নিসন্দেহে তখন ব্রহ্মচর্যে অনভিরত হয়ে বিচরণ করে থাকে, অন্যতর সংক্লিষ্ট আপত্তিতে পতিত হয়ে অবশেষে ব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করত হীন গৃহীজীবনের দিকে আবর্তিত হয়ে থাকে।

(৫৫) ১. বীজের জাত পাঁচটি; যথা : মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, ফলুবীজ, অগ্রবীজ এবং বীজের বীজ, এই পাঁচটি। ২. সমকপ্পকের দ্বারা পঞ্চ ফল পরিভুঞ্জিতব্য; যথা : অগ্নি পরাজিত, শত্রু পরাজিত, নখ পরাজিত, অবীজ এবং বিবর্তিত বীজ, এই পাঁচটি জ্ঞাতব্য। ৩. বিশুদ্ধি পাঁচটি; যথা : নিদান

উদ্দেশের পর অবশিষ্ট কেবল নাম উল্লেখ দ্বারা সমাপ্তকরণ, এটি প্রথম বিশুদ্ধি। নিদান উদ্দেশ করে, চারি পারাজিকা উদ্দেশের পর অবশিষ্ট কেবল নাম উল্লেখ শ্রবণ দ্বারা এটি দ্বিতীয় বিশুদ্ধি নিদান, পারাজিকা এবং তেরো সংঘাদিশেষ উদ্দেশের পর অবশিষ্ট কেবল নাম ও সংখ্যা উল্লেখ শ্রবণের দ্বারা সমাপ্ত করাতে তৃতীয় বিশুদ্ধি। নিদান, পরাজিকা, তেরো সংঘাদিশেষ এবং দুই অনিয়ত উদ্দেশের পর অবশিষ্ট কেবল নাম ও সংখ্যা উল্লেখ দ্বারা সম্পন্ন করাতে চতুর্থ বিশুদ্ধি। আর নিদান থেকে সপ্ত অধিকরণ সমথ পর্যন্ত বিস্তারিত উল্লেখে পঞ্চম বিশুদ্ধি। ৪. অপর পঞ্চ বিশুদ্ধি আছে; যথা : শাস্তাকে উদ্দেশ করে (বুদ্ধবিম্বের সম্মুখে), পরিশুদ্ধি উপোসথ অধিষ্ঠান উপোসথ, প্রবারণা এবং সামগ্রিক উপোসথ। এই পঞ্চ পরিশুদ্ধি। ৫. বিনয় ধরের পঞ্চ সুফল; যথা : নিজের শীলস্কন্ধ সুগুপ্ত হয়, সুরক্ষিত হয়; সন্দেহ বিদূরণে বিশারদ বা পারদর্শী হন; সংঘের মধ্যে জনপ্রিয় হন; প্রতিদ্বন্ধিকে (পচ্চত্থিকে) ধর্মদ্বারা সুনিগথেত নিগৃহীত করেন এবং স্বধর্মের স্থিতিতে নিবেদিত হন। ৬. পঞ্চ অধার্মিক প্রাতিমোক্ষ পাঠ হয় এবং পঞ্চ ধর্মত প্রাতিমোক্ষ পাঠ হয়।

[পঞ্চক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আপত্তি, আপত্তিস্কন্ধ, বিনীত আর অন্তরে;
পুদ্গল, ছেদনে আর প্রাপ্তিতে, প্রত্যয়ে;
নহে উপস্থিত, উপস্থিতিতে, কপ্পন্ত, সংক্লিষ্টতে;
বস, ব্যসন, সম্পন্ন, প্রশ্রদ্ধি আর পুদ্গালে।
শয়নাসনিক, খায়িত, অদত্ত, চোর, আর উক্তিতে;
অবিসর্জন, অঙ্গভঙ্গি, কায় আর কায়-বাক্যেতে।
দেশনা, সংঘকে, উদ্দেশে, প্রত্যন্ত, আর কঠিনে;
কর্ম, যাবৎ তৃতীয়, পরাজয়, স্থূল দুক্কটে।
অকপ্পিয়ে কপ্পিয়, অপুণ্য, দুই বিনোদয়ে;
সম্মার্জনী, অপরে, ভাষায়, আর আপত্তিতে।
অধিকরণ, বত্থু, ঞাত্তি, আপত্ত, আর উভয়েতে;
লঘু, অস্থামক, এতে, কর্ণসুখ বিজ্ঞানকে।
অরণ্য, পিণ্ডপাত, পংসু, বৃক্ষ আর শ্মশানিকে;
অব্ভোকাসিক, ত্রিচীবরিক, সপাদান আর নৈশর্য্যকে।
যথাসন্থক, খলুপশ্চাৎ, পাত্রপিণ্ডিক এই ধুতাঙ্গে;

উপোসথ, প্রবারণ, আপত্তি আর অনাপত্তিতে।
কাণ কথা, প্রথা এটি, তথা এটি ভিক্ষুণীদের;
অপ্রসন্নে, প্রসন্নাদি তথৈব, অপর দুয়ে।
কুলূপকে, অতিবেলায়, বীজ আর সমণ কপ্পিয়ে;
বিশুদ্ধি, অপরে, আর বিনয়ধর ধার্মিকে।
ধার্মিক আর তথা উক্ত, সমাপ্ত শুদ্ধি পঞ্চকে।

৬. ছক্ক বার

৩২৬. (১) ১. ছয় গৌরব, ছয় গৌরব, ছয় বিনীত বখু, ছয় সমুচিত, ছয় আপত্তি সমুত্থান, ছয় ছেদনক আপত্তি, ষড়াকারে আপত্তি প্রাপ্তি, বিনয় ধরের ছয় সুফল, ছয় পরম বস্তু, ছয় রাত ত্রিচীবর দ্বারা বিপ্রবাস উচিত, ছয় চীবর, ছয় রজাদি। ২. ছয় আপত্তি কায়, চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ছয় আপত্তি বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ছয় আপত্তি কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত। ৩. ছয় কর্ম, ছয় বিবাদের মূল, ছয় অনুবাদের মূল, ছয় সারণীয় ধর্ম, দৈর্ঘ্যে সুগতের বিঘতে ছয় বিঘত, প্রস্থে সুগতের ছয় বিঘত। ৪. আচার্য হতে ছয় নিশ্রয় প্রতি প্রশদ্ধি, স্নানে ছয় অনুপ্রজ্ঞপ্তি; যথা : বিপ্রকৃত চীবর নিয়ে গমন করা, বিপ্রকৃত চীবর সমাধা করে গমন করা। ৫. ষড়াঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে উপসম্পদা, নিশ্রয়, শ্রামণের দ্বারা সেবা ইত্যাদির অধিকার দেয়া কর্তব্য; যথা : অশেখ তথা অর্হত্ত্বলাভী শীলস্কন্ধসম্পন্ন হলে; অশেখ সমাধিস্কন্ধসম্পন্ন হলে, অশেখ প্রজ্ঞাস্কন্ধসম্পন্ন হলে; অশেখ বিমুক্তিস্কন্ধসম্পন্ন হলে; অশেখ বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন স্কন্ধসম্পন্ন হলে, দশ বর্ষ বা দশ বর্ষের অতিরিক্ত হলে।

(২) অপর ছয় অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান, নিশ্রয় দান, শ্রামণের দ্বারা সেবা-ইত্যাদির অধিকার দেয়া কর্তব্য; যথা : ১. নিজের অসেখত্ব দ্বারা শীলস্কন্ধসম্পন্ন হন এবং পরকে অসেখত্বের শীলস্কন্ধে সম্পন্ন করেন; ২. নিজের অসেখত্ব দ্বারা সমাধিস্কন্ধসম্পন্ন হন এবং পরকে অসেখত্বের সমাধিস্কন্ধসম্পন্ন করেন; ৩. নিজের অসেখত্ব পঞ্চস্বন্ধ দ্বারা সমন্বিত হন এবং পরকে অসেখত্বের পঞ্চস্কন্ধে সমন্বিত করেন; ৪. নিজে অসেখত্ব বিমুক্তিস্কন্ধ দ্বারা সমন্বিত হন এবং পরকে অসেখত্ব বিমুক্তিস্কন্ধসম্পন্ন করেন; ৫. নিজে অসেখ বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন স্কন্ধসম্পন্ন হন এবং পরকে অসেখ বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনসম্পন্ন করেন; দশ বর্ষ বা দশ বর্ষের অতিরিক্ত হন।

(৩) অপর ছয় অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান, নিশ্রয়দান এবং শ্রামণের সেবা গ্রহণ অধিকার দেয়া কর্তব্য; যথা : ১. যিনি শ্রদ্ধাশীল, ২. পাপে লজ্জাশীল এবং পাপে ভয় শীল, ৩. আরব্ধবীর্যপরায়ণ, ৪. সেবাপরায়ণ এবং ৫. দশ বর্ষ বা দশ বর্ষের বেশি হন।

(৪) অপর ছয় অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান, নিশ্রয় দান এবং শ্রামণের সেবা গ্রহণের অধিকার দেয়া কর্তব্য; যথা : ১. যিনি অধিশীলে (উচ্চতর শীলবিশুদ্ধি) শীলবিপন্ন নন, ২. ক্ষুদ্র শীলগুলোতে (অজ্ঞাচারা) আচার বিপন্ন নন, ৩. অতিদৃষ্টিহেতু দৃষ্টিবিপন্ন নন, ৪. যিনি বহু শ্রুত হন, প্রজ্ঞাবন হন এবং ৫. দশ বর্ষ বা দশ বর্ষার অতিরিক্ত হন।

(৫) অপর ছয় অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান, নিশ্রয় দান, শ্রামণের দ্বারা সেবা গ্রহণের অধিকার দেয়া কর্তব্য; যথা : ১. যিনি অন্তেবাসী বা সহবিহারীর রোগকালে সেবা করতে বা করাতে প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন হন। ২. যিনি রোগদুঃখ উপশম করতে বা করাতে প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হন; ৩. যিনি উৎপন্ন সন্দেহের ধর্মত নিরসনে সক্ষম; ৪. যিনি আপত্তি কী জানেন; ৫. যিনি আপত্তির উৎপত্তি কী জানেন এবং ৬. যিনি দশ বর্ষ বা দশ বর্ষের অধিক হন।

(৬) অপর ছয় অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান, নিশ্রয় দান এবং শ্রামণের সেবা গ্রহণ অধিকার দেয় কর্তব্য; যথা : ১. অন্তেবাসী ও সহবিহারীকে ন্যূনতম ভালো স্বভাব গঠনে শীলশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন বা করাতে পারেন; ২. যিনি ব্রহ্মচর্যের মূল শিক্ষায় (পারাজিকা, সংঘাদিশেষ) বিনীত করতে পারেন; ৩. অভিধর্মে বিনীত করতে পারেন, ৪. অভিবিনয়ে বিনীত করতে পারেন, ৫. যিনি উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্মত বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং ৬. ভিক্ষুজীবনে দশ বর্ষ বা দশ বর্ষের অধিক হন।

৭) অপর ষড়াঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান, নিশ্রয় দান এবং শ্রামণের সেবা গ্রহণের অধিকার থাকা কর্তব্য; যথা : ১. যিনি আপত্তি জানেন, ২. অনাপত্তি জানেন, ৩. লঘু আপত্তি জানেন, ৪. গুরু আপত্তি জানেন, ৫. যিনি সূত্র, অনুব্যঞ্জসহ সুবিভক্ত; সুপ্রবর্তিত এবং সুবিনিশ্চিতভাবে উভয় প্রাতিমোক্ষকে বিস্তারিতভাবে স্বাগত জানাতে পারেন এবং ৬. দশ বর্ষ বা দশ বর্ষাধিক হয়ে থাকেন।

[ছয় অধর্মত প্রাতিমোক্ষ স্থাপন এবং ছয় ধর্মত প্রাতিমোক্ষ স্থাপন সম্পর্কেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।]

[ছক্ক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অগৌরব, গৌরব আর বিনীত, সমুচিতে;
সমুত্থান ছেদন আর আমার অনিশংসতে।
পরম, ছয় রাত, আর চীবর রজনাদিতে;
কায়েতে, চিত্তেতে আর বাক্যেতে চিত্তেতে।
কায, বাক্য চিত্ত হতে আর কর্ম বিবাদেতে;
অনুবাদ দৈর্ঘ্য, প্রস্থে, আর নিশ্রয়েতে।
অনুপ্রজ্ঞপ্তি, গ্রহণ করে, সমাধায়, আর তাতে;
অশৈখ্যে, সমাধায়, শ্রদ্ধায় আর অধিশীলে।
রোগী, সমাচারী, অপ্রাপ্ত ধর্ম ধার্মিকে।

৭. সপ্তক বার

৩২৭. (১) সপ্ত আপত্তি, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ, সপ্ত বিনীত বত্থু, সপ্ত সমুচিত বিষয়, সপ্ত অধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ, সপ্ত ধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ, সপ্ত অনাপত্তি, সপ্তাহকরণীয় দ্বারা গমনে, বিনয় ধরের সপ্ত সুফল, সপ্ত পরম বিষয়, সপ্ত অরুণোদয়ে নিস্‌সগ্‌গিয় হয়, সপ্ত সমথ, সপ্ত কর্ম, সপ্ত আমক (কাঁচা) ধান্য, প্রস্থে সপ্ত আঙুল, গণভোজনে সপ্ত অনুপ্রজ্ঞপ্তি।

(২) ভৈষজ্য প্রতিগ্রহণ করে সপ্তাহকাল পর্যন্ত সঞ্চয় রেখে পরিভোগ করা যায়। কৃত চীবর নিয়ে চলে যাওয়া, কৃত চীবর সমাপন করে চলে যায়। ভিক্ষুদের হয়নি এমন অপরাধ দ্রষ্টব্য; ভিক্ষুদের হয়েছে এমন অপরাধও দ্রষ্টব্য। সপ্ত ধর্মত প্রাতিমোক্ষ স্থাপন, সপ্ত ধর্মত প্রাতিমোক্ষ স্থাপন। ৩. সপ্ত অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়ে থাকে; যথা : ১. তিনি আপত্তি জানেন, অনাপত্তি জানেন; ২. লঘু আপত্তি জানেন, গুরু আপত্তি জানেন; ৩. শীলবান হন, ৪. প্রাতিমোক্ষ সংবরে সুসংবৃত হয়ে অবস্থান করেন, ৫. আচার গোচরসম্পন্ন হন, শিক্ষাপদগুলোতে সুশিক্ষিত এবং অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে; ৬. চারি ধ্যানে অভিচৈতসিকসম্পন্ন নিষ্কাম হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থান করে থাকেন; ৭. অকৃত্যলাভী, দুঃখ-বেদনামুক্ত (অকসিরলাভী), আসবগুলোর ক্ষয়ী অনাসব-চেতবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞায় সাক্ষাৎ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করেন।

(৩) অপর সপ্ত অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়ে থাকেন; যথা : ১. তিনি আপত্তি জানেন, অনাপত্তি জানেন, ২. লঘু আপত্তি জানেন, গুরু আপত্তি জানেন, ৩. তিনি বহুশ্রুত হন যেই ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ,

অন্তে কল্যাণ এবং সঅর্থ সব্যঞ্জনধর্মী, যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে থাকে। ৪. সেই রূপধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তিনি শ্রুতিধর, শ্রুতি সংগ্রহকারী হয়ে থাকেন। ৫. তিনি ধাতু বশে পরিচিত মনানু পরিক্ষিতা হয়ে থাকেন। ৬. তিনি দৃষ্টিকে সুপ্রতিবিদ্ধ করে চারি ধ্যানে অভি-চেতসিকসম্পন্ন, দৃষ্টধর্মে সুখ-বিহারী হয়ে নিষ্কামলাভী হয়ে থাকেন। ৭. তিনি অকৃত্যলাভী, যাবতীয় যন্ত্রণা মুক্তিলাভী, আসবক্ষয়ী, অনাস-চিত্তবিমুক্তিতা, প্রজ্ঞাবিমুক্তিতা এবং দৃষ্টধর্মে স্ব অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকারী হয়ে, উপসম্পজ্জ হয়ে অবস্থান করেন।

(৪) অপর সপ্তাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়ে থাকেন; যথা : ১. তিনি আপত্তি জানেন, অনাপত্তি জানেন। ২. লঘু আপত্তি জানেন, গুরু আপত্তি জানেন, ৩. তিনি উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তারিতভাবে, স্বাগতের সাথে সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুবিচ্ছিত সূত্রের অনুব্যঞ্জনাসহ জানেন। ৪. তিনি চারি ধ্যানগুলো অভি চৈতসিকের দৃষ্টধর্মে সুখবিহারী হয়ে থাকেন; ৫. তিনি নিষ্কামলাভী হয়ে অকৃত্যলাভী এবং দুঃখ-যন্ত্রণাহীন হয়ে থাকেন। ৬. তিনি আসবগুলোর ক্ষয়ী, অনাসব চেতোবিমুক্তিলাভী হয়ে থাকেন। ৭. তিনি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে।

(৫) অপর সপ্ত অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনয়ধর হয়ে থাকেন; যথা : ১. তিনি আপত্তি-অনাপত্তি জানেন। ২. তিনি লঘু-গুরু আপত্তি জানেন। ৩. অনেক প্রকারে পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে থাকেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র জন্ম, অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্প, অনেক বিবর্ত কল্প, অনেক সংবর্ত-বির্তত কল্পকে এভাবে অনুস্মরণ করেন—অমুক স্থান, এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখের অনুভূতি, এরূপ পরমায়ু। সে তথা হতে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে উৎপন্ন হয়েছে। তথায় তার এই নাম ; এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভূতি, এই পর্যন্ত তারা আয়ু। সে তথা হতে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছে। এভাবেই সাকার, সউদ্দেসে অনেক প্রকারে পূর্বনিবাস তিনি অনুস্মরণ করেন, তাঁর বিশুদ্ধ মনুষ্যাতীত দিব্য চক্ষু দ্বারা। ৪. তিনি সত্ত্বগণকে দর্শন কনেন, তাদের দেহচ্যুতিতে এবং উৎপত্তিতে, হীনত্বে শ্রেষ্ঠত্বে, সুবর্ণে-দুর্বর্ণে, সুগতি-দুর্গতিতে। আহা! এই সত্ত্বগণ কায়দুশ্চরিতসম্পন্ন হয়ে, বাকদুশ্চরিতসম্পন্ন হয়ে, মনোদুশ্চরিতসম্পন্ন হয়ে, আর্যনিন্দুক হয়ে, মিথ্যাদৃষ্টিক এবং মিথ্যাদৃষ্টিক কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে, তারা

দেহচ্যুতি মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হলো। "এই ভদ্র সত্ত্বগণ, কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনোসুচরিতের দ্বারা সমন্বিত হয়ে, আর্যদের প্রতি অববাদহীন হয়ে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে; সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন কর্ম সম্পাদন করে, তারা দেহ ত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হলো।" এভাবে তিনি মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি দ্বারা তাদের হীনত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব, সুবর্ণ-দুর্বণ্ন, সুগতি-দুর্গতি যথাকর্মানুযায়ী সত্তগণকে জানেন। ৫. তিনি আসবের ক্ষয় অনাসবকে জানেন, ৬. তিনি চিত্তবিমুক্তিকে জানেন এবং ৭. প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, তা অধিকার করে (উপসম্পজ্জতি) অবস্থান করেন।

(৬) সপ্ত অঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধর শোভনীয় হয়ে থাকেন; যথা : ১. তিনি আপত্তি-অনাপত্তি কী জানেন, ২. লঘু-গুরু আপত্তি কী জানেন, ৩. তিনি শীলবান হন,... তিনি শিক্ষাপদগুলোতে শিক্ষিত হয়ে থাকেন, ৪. তিনি চতুর্থ ধ্যানে অভি-চৈতসিকসম্পন্ন হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারী হয়ে থাকেন। ৫. তিনি নিষ্কামলাভী, অকৃত্যলাভী, বেদনা মুক্তিলাভী, আসবক্ষয়ী অনাসবী হয়ে থাকেন। ৬. তিনি চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিলাভী হয়ে থাকেন এবং ৭. দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞ দ্বারা সাক্ষাৎ ও অধিকারী হয়ে অবস্থান করেন।

(৭) অপর সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত বিনয়ধর ভিক্ষু শোভিত হয়ে থাকেন; যথা : ১. তিনি আপত্তি-অনাপত্তি জানেন, ২. লঘু গুরু আপত্তি জানেন, ৩. বহুশ্রুত হন,... ৪. সুপ্রতিবিদ্ধ দৃষ্টিতে চারি ধ্যান অভি-চৈতসিকসম্পন্ন হয়, দৃষ্টধর্মে সুখবিহারী হয়ে থাকেন। ৫. তিনি নিষ্কামলাভী, অতিকৃত্যলাভী, বেদনাবিমুক্তি লাভী হয়ে থাকেন। ৬. তিনি আসবের ক্ষয়ী অনাসবী হয়ে থাকেন। ৭. তিনি চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিলাভী হয়ে, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অধিকার করে অবস্থান করেন।

(৮) অপর সপ্ত অঙ্গ-সমন্বিত হয়ে বিনয় ধর শোভিত হয়ে থাকেন। যথা : ১. তিনি আপত্তি-অনাপত্তি কী জানেন। ২. লঘু-গুরু আপত্তি কী জানেন। ৩. তিনি উভয় প্রাতিমোক্ষ সূত্র, অনুব্যঞ্জনসহ সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুবিনিশ্চিত এবং সুবিস্তারিতভাবে স্বাগতের সাথে জানেন। ৪. তিনি চারি ধ্যানে অভি চৈতসিকসম্পন্ন হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারী নিষ্কাম লাভী হন। ৫. তিনি অকৃত্য লাভী, সুখ-দুঃখাদি বেদনাহীন হন। ৬. তিনি আসবক্ষয়ী অনাসবী চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভী হয়ে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও অধিকারী হয়ে অবস্থান করেন।

(৯) অপর সপ্তাঙ্গ-সমন্বিত হয়ে বিনয়ধর শোভনীয় হয়ে থাকেন; যথা :

১. তিনি আপত্তি-অনাপত্তি কী জানেন। ২. লঘু-গুরু আপত্তি কী জানেন, ৩. তিনি অনেক প্রকারে পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম... এটির সকার সউদ্দেশ মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা অনুস্মরণ করে থাকেন। ৪. তিনি সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি দ্বারা, হীনত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি ইত্যাদি যথা কর্মানুযায়ী গতিগুলো অবগত হয়ে থাকেন। ৫. তিনি আসবক্ষয়, অনাসব দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভী হয়ে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ এবং অধিকারী হয়ে অবস্থান করে থাকেন।

(১০) সপ্তবিধ অসদ্ধর্ম; যথা : ১. অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, ২. নির্লজ্জ হন, ৩. পাপে ভয়হীন হন, ৪. অল্পশ্রুত হন, ৫. কুৎসিত মনা হন, ৬. মূঢ় স্মৃতিশক্তিহীন এবং ৭. দুষ্প্রাজ্ঞ হন।

(১১) সপ্তবিধ সদ্ধর্ম; যথা : ১. শ্রদ্ধসম্পন্ন, ২. লজ্জাসম্পন্ন, ৩. পাপে ভয়সম্পন্ন, ৪. বহুশ্রুত, ৫. আরব্ধবীর্যসম্পন্ন, ৬. উপস্থিত স্মৃতিমান এবং ৭. প্রজ্ঞাবান হন।

[সপ্তক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আপত্তি, আপত্তিস্কন্ধ, বিনীতা আর সমুচিতে;
অধার্মিক, ধার্মিক আর অনাপত্তি, সপ্তাহেতে।
আনিশংস, পরমাদি, অরুণোদয়, সমথতে;
কর্ম, আমক ধান্য, প্রস্থে আর গণভোজনে।
সপ্তাহ, পরম, গ্রহণ, সমাধা আর তাতে;
না হয়, হয়, হয় অধর্মত; আর ধর্মেতে;
চারি বিনয়ধর, চারি ভিক্ষু শোভনে;
সত্ত্ব, অসদ্ধর্ম, সপ্ত সদ্ধর্ম দেশিতে।

৮. অষ্টক বার

৩২৮. (১) অষ্ট-আনিশংস দ্বারা সম্প্রসাদিত বা আনন্দিত নয় এমন ভিক্ষুকে আপত্তি অদর্শনে উৎক্ষেপন দণ্ড দেওয়া কর্তব্য। ২. অষ্ট আনিশংসে আনন্দিত, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীলের সেই আপত্তিগুলো দেশনা করা কর্তব্য। ৩. অষ্ট তৃতীয়, ৪. অষ্ট প্রকারে কুলগুলোর দূষণ, ৫. অষ্ট মাতৃকায় চীবর

উৎপত্তি, ৬. অষ্ট মাতৃকায় কঠিনের অভ্যুদয়, ৭. অষ্ট পানীয়, ৮. অষ্ট অসদ্ধর্মে অভিভূত পরিতপ্ত চিত্তের দেবদত্ত অপায় নরকে অতিদুঃখে কল্পকাল স্থিতি, ৯. অষ্ট লোকধর্ম, ১০. অষ্ট গুরুধর্ম, ১১. অষ্ট প্রতিদেশনীয়, ১২. অষ্টাঙ্গিক মিথ্যাবাক্য, ১৩. অষ্ট উপোসথ অঙ্গ, ১৪. অষ্ট ধুতাঙ্গ, ১৫. অষ্ট তৈর্থিক বস্ত্র, ১৬. সমুদ্রে অষ্ট আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, ১৭. এই ধর্ম-বিনয়ের অষ্ট আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম, ১৮. অষ্ট অনতিরিক্ত, ১৯. অষ্ট অরুণোদয়ে নিস্‌সগ্‌গিয় হওয়া, ২০. অষ্ট পারাজিকা, ২১. অষ্ট বত্থু পরিপূরণকারীর বিনাস কর্তব্য, ২২. অষ্ট বত্থু পূর্ণকারী আপত্তি দেশনা করলেও অদেশিত থেকে যায়, ২৩. অষ্টবাচিক উপসম্পদা, ২৪. অষ্টে প্রত্যুেপস্থান কর্তব্য, ২৫. অষ্টে আসন দান কর্তব্য, ২৬. উপাসিকাদের অষ্টবর যাচঞা, ২৭. অষ্ট অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের উপদেশক সম্মতির যোগ্য, ২৮. বিনয়ধরের অষ্ট আনিশংস, ২৯. অষ্ট পরম বিষয়াদি, ৩০. তৎপাপীয়সিক কর্মপ্রাপ্ত ভিক্ষু কর্তৃক অষ্টধর্ম সম্যকভাবে অনুসরণ কর্তব্য, ৩১. অষ্ট-অধর্মত প্রাতিমোক্ষ উপস্থাপন, ৩২. অষ্ট-ধর্মত প্রাতিমোক্ষ উপস্থাপন ইত্যাদি।

[অষ্টক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নহে সেই ভিক্ষুর প্রতি, যাবৎ তৃতীয় দূষণে;
মাতৃকা কঠিন উব্‌ভরে আর অভিভূতে।
লোকধর্ম, গুরুধর্ম, প্রতিদেশনীয় আর মিথ্যাতে;
উপোসথ, ধুতাঙ্গ আর তীর্থিয় সমুদ্রেতে।
অদ্ভুত অনতিরিক্ত, অতিরিক্ত নিস্‌সগিয়ে,
পারাজিকা স্থানীয় বত্থু অদেশিত উপসম্পদে।
প্রত্যুত্থান, আসনে আর শ্রেষ্ঠ, উপদেশে,
আনিশংস, পরম আর অষ্ট ধর্ম প্রবর্তনে।
অধার্মিক ধার্মিক আর অষ্ট সুপ্রকাশিতে ॥

৯. নবক বার

৩২৯. (১) নয়টি আঘাত বত্থু, ২. নয়টি আঘাত প্রতি বিনয়, ৩. নয়টি প্রতি বিনয়বত্থু, ৪. নয়টি প্রথমাপত্তি, ৫. নয়টি দ্বারা সংঘভেদ, ৬. নয়টি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ, ৭. নয়টি পরম বিষয়, ৮. নয়টি তৃষ্ণামূলক ধর্ম, ৯. নয়টি বিদ্যমানতা, ১০. চীবর অধিষ্ঠানে নয়টি কর্তব্য, ১১. চীবর বিকপ্পনে

নয়টি কর্তব্য, ১২. দৈর্ঘ্যে সুগত বিঘতে নয় বিঘত, ১৩. নয়টি অধর্মত দান, ১৪. নয়টি অধর্মত প্রতিগ্রহণ, ১৫. নয়টি অধর্মত পরিভোগ; যথা : তিন ধর্মতদান, তিন ধর্মত প্রতিগ্রহণ, তিন ধর্মত পরিভোগ; ১৬. নয়টি অধার্মিক সংজ্ঞা, ১৭. নয়টি ধর্মত সংজ্ঞা, ১৮. দুই ধর্মত কর্মে নয়টি, ১৯. দুই ধর্মত কর্মে নয়টি, ২০. নয়টি অধর্মত প্রাতিমোক্ষ স্থাপন, ২১. নয়টি ধর্মত প্রাতিমোক্ষ স্থাপন।

[নবক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আঘাত বস্তু, বিনয়ে বিনীতা, আর প্রথমেতে;
ভঙ্গ আর প্রণীতে, মাংস উদ্দেশ পরমেতে।
তৃষ্ণা, মান, অধিষ্ঠান, বিকল্পে আর বিঘতে;
দান প্রতিগ্রহ, ভোগ, ত্রিবিধ পূর্ণ ধার্মিকে।
অধর্ম, ধর্ম, সংজ্ঞা, দুই, দ্বয়ে নবকেতে;
প্রাতিমোক্ষ উপস্থাপন অধর্মে আর ধর্মেতে।

১০. দশক বার

৩৩০. ১) ১. দশ আঘাত বস্তু, ২. দশ আঘাত প্রতিবিনয়, ৩. দশ বিনীত বস্তু, ৪. দশ মিথ্যাদৃষ্টি, ৫. দশ বস্তুর সম্যক দৃষ্টি, ৬. দশ অন্তগ্রাহিক দৃষ্টি, ৭. দশ মিথ্যার্থ (মিচ্ছত্তা), ৮. দশ সত্যার্থ (সম্মত্তা), ৯. দশ অকুশল কর্মপথ, ১০. দশ কুশল কর্মপথ, ১১. দশ অধার্মিক শলাকা গ্রহণ, ১২. শ্রামণের দশ শিক্ষাপদ, ১৩. দশাঙ্গ-সমন্বিত শ্রামণেরকে নাশিত করা কর্তব্য।

২) দশাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে মূর্খ বলা যায়; যথা : ১. নিজের মঙ্গলার্থে পর্যন্ত শিক্ষা না করলে, ২. পরের মঙ্গলার্থে পর্যন্ত শিক্ষা না করলে, ৩. আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণে অধর্মত অনুগ্রহ করলে; ৪. অজ্ঞতার কারণে আপত্তি কী জানে না, ৫. আপত্তির মূল কী জানে না, ৬. আপত্তি উৎপত্তির হেতু কী জানে না, ৭. আপত্তি নিরোধ কী জানে না, ৮. আপত্তি নিরোধের মার্গ কী জানে না।

৩) দশাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে পণ্ডিত বলা যায়; যথা : ১. আপন কল্যাণ পর্যন্ত শিক্ষা করেন, ২. পরকল্যাণ পর্যন্ত শিক্ষা করেন, ৩. আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণ পর্যন্ত শিক্ষা করে যথাধর্ম আচরণ করেন, ৪-৮. জ্ঞানতাবশত

আপত্তি জানেন, আপত্তির মূল জানেন, আপত্তির সমুদয় জানেন, আপত্তির নিরোধ জানেন, আপত্তি নিরোধগামী প্রতিপদা জানেন।

৪) অপর দশাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে মূর্খ বলা যায়; যথা : অধিকরণ (অভিযোগ) জানে না, অধিকরণের মূল জানে না, অধিকরণের সমুদয় জানে না, অধিকরণের নিরোধ জানে না, অধিকরণ নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না, বত্থু জানে না, নিদান জানে না, প্রজ্ঞপ্তি জানে না, অনুপ্রজ্ঞপ্তি জানে না, অনুসন্ধি বাক্যপথ জানে না।

৫) দশাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে পণ্ডিত বলা যায়; যথা : অধিকরণ জানেন, অধিকরণের মূল জানেন, অধিকরণের কারণ জানেন, অধিকরণের নিরোধ জানেন, অধিকরণ নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানেন, বত্থু জানেন, নিদান জানেন, প্রজ্ঞপ্তি জানেন, অনুপ্রজ্ঞপ্তি জানেন, অনুসন্ধি বাক্যপথ জানেন।

৬) অপর দশাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে মূর্খ বলা যায়; যথা : ১. প্রজ্ঞপ্তি জানেন না, ২. প্রজ্ঞপ্তিকরণ জানেন না, ৩. পূর্ব কুশল হন না, অপর কুশলও হন না, ৪. অকালজ্ঞ হন, ৫. আপত্তি-অনাপত্তি জানেন না, ৬. লঘু-গুরু আপত্তি জানেন না, ৭. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানেন না, ৮. দুট্ঠুল্লা-অদুট্ঠুল্লা আপত্তি জানেন না, ৯. আচার্যপরম্পরাও সুগহীত হয় না; ১০. সুমনোযোগ দ্বারা সুউপধারণও হয় না।

৭) দশাঙ্গধারী বিনয়ধরকে পণ্ডিত বলা যায়; যথা : ১. প্রজ্ঞপ্তি জানেন, ২. প্রজ্ঞপ্তির করণ জানেন, ৩. পূর্ব কুশলসম্পন্ন হন, পরবর্তী কুশলসম্পন্ন হন, ৪. কালজ্ঞ হন, ৫. আপত্তি-অনাপত্তি জানেন, ৬. লঘু-গুরু আপত্তি জানেন, ৭. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানেন, ৮. দুট্ঠুল্লা অদুট্ঠুল্লা আপত্তি জানেন, ৯. আচার্যপরম্পরা ও সুগৃহীত হয়, ১০. সুমনোযোগ দ্বারা সুউপধারণও হয়।

৮) অপর দশাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে পণ্ডিত বলা যেতে পারে; যথা : ১. যিনি আপত্তি অনাপত্তি জানেন না, ২. লঘু-গুরু আপত্তি জানেন না, ৩. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানেন না, ৪. দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানেন না, ৫. উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তারিতভাবে স্বাগতরূপে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন না, সুবিভক্ত করতে সমর্থ হন না, সুপ্রবর্তিত করতে সমর্থ হন না, সুবিনিশ্চিত করতে সমর্থ হন না, ৬. সূত্র-অনুব্যঞ্জনসহ আপত্তি-অনাপত্তি জানেন না, ৭. লঘু-গুরু আপত্তি জানেন না, ৮. সাবশেষ অনাবশেষ আপত্তি জানেন না, ৯. দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানেন না, ১০. অধিকরণ এবং বিনিশ্চয়ে দক্ষ হন না।

৯) দশাঙ্গ-সমন্বিত বিনয়ধরকে পণ্ডিত বলা যায়; যথা : ১. আপত্তি-অনাপত্তি জানেন, ২. লঘু-গুরু আপত্তি জানেন, ৩. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানেন; ৪. দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানেন, ৫. উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তারিত দ্বারা স্বাগত হয়, সুবিভক্ত হয়, সুপ্রবর্তিত হয়, সুবিনিশ্চিত হয়, ৬. সূত্র-অনুব্যঞ্জনসহ আপত্তি-অনাপত্তি জানেন, ৭. লঘু-গুরু আপত্তি জানেন, ৮. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানেন, ৯. দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানেন, ১০. অধিকরণে এবং বিনিশ্চয়ে দক্ষ কুশল হন।

১০) দশাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে বিচার-সিদ্ধান্ত কারকের (উব্বাহিক) সম্মতি দান কর্তব্য। দশ অর্থবশে এবং প্রত্যয়ে তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। আদীনব রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশে, দশ দানবত্থু, দশ রত্ন, দশবর্গীয় ভিক্ষুসংঘ, দশ গণ বর্গ দ্বারা উপসম্পদা দান কর্তব্য, দশ পাংশুকুল, দশ চীবর ধারণ, দশ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত চীবর ধারণযোগ্য, দশ শুক্র, দশ স্ত্রী, দশ ভার্যা, বৈশালীর দীপ্ত দশ বত্থু, অবন্দনীয় দশ ব্যক্তি, দশ আক্রোশ বত্থু, দশ পিশুন বা ভেদবাক্য (পেসুঞ্ঞং) সংগ্রহ, দশ শয়নাসন, দশ বর প্রার্থনা, দশ অধর্মত প্রাতিমোক্ষ উপস্থাপন, দশ ধর্মত প্রাতিমোক্ষ উপস্থাপন, যাগুর দশ আনিশংস, দশ অকপ্পিয় মাংস, দশ পরম, দশ বর্ষ দক্ষতার বলে ভিক্ষু দ্বারা প্রব্রজ্যা দান, উপসম্পদা দান, নিশ্রয় দান এবং শ্রামণের সেবা গ্রহণযোগ্যতা, দশ বর্ষ এবং দক্ষতার বলে ভিক্ষুণী দ্বারা প্রব্রজ্যা দান, উপসম্পদা দান, নিশ্রয় দান এবং শ্রামণেরীর সেবা গ্রহণের যোগ্যতা দান কর্তব্য; দশবর্ষীরা ভিক্ষুণী দক্ষতাবলে প্রব্রজ্যার সম্মতিদানে যোগ্য; গৃহীজীবনে দশ বর্ষ গতকারীকে শিক্ষা দানের যোগ্য।

[দশক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আঘাত, বিনয়, বত্থু, মিথ্যা, সম্যক, অন্তে;
মিথ্যার্থ, সম্মতি আর অকুশল-কুশলে।
সলকা অধর্ম, ধর্ম, শ্রামণের নাশনে;
ভাষা অধিকরণ আর প্রজ্ঞপ্তি লঘুকে।
লঘু, গুরু আর এই কানকথা বিজাননে;
উব্বাহিক, শিক্ষা আর অন্তঃপুর বত্থুতে।
রত্ন দশ বর্গ আর তথৈব উপসম্পদাতে;
পাংশুকুল ধারণে তার দশ শুক্র ইস্ত্রীতে।
ভার্যা, দশ বত্থু, অবন্দনীয় আক্রোশে;

পিশুন আসন আর বর যাচঞা অধার্মিকে।
ধার্মিক যাগু মাংস, পরমা ভিক্ষু ভিক্ষুণীতে;
প্রব্রজ্যা, গৃহীগতা, দশ সুপ্রকাশিতে।

১১. একাদশক বার

৩৩১. ১. একাদশ প্রকার অনুপসম্পন্ন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দেয়া উচিত নয়, উপসম্পন্ন হলে ত্যাগ করানো (নাশ) দরকার। ২. একাদশ প্রকার পাদুকা অকপ্পিয়। ৩. একাদশ প্রকার পাত্র অকপ্পিয়। ৪. একাদশ প্রকার চীবর অকপ্পিয়। ৫. একাদশটি তৃতীয় বার পর্যন্ত। ৬. ভিক্ষুণীদের একাদশ অন্তরায়জনক বিষয় জিজ্ঞসা কর্তব্য। ৭. একাদশ প্রকার চীবর অধিষ্ঠান কর্তব্য। ৮. একাদশ প্রকার চীবর বিকপ্পন অযোগ্য। ৯. একাদশ প্রকার চীবর অরুণোদয়ে নিস্সগ্গিয় হয়। ১০. একাদশ প্রকার গ্রন্থি কপ্পিয়। ১১. একাদশ ক্ষুদ্র বাক্স (বিধা) কপ্পিয়। ১২. একাদশ ভূমি অকপ্পিয়। ১৩. একাদশ নিশ্রয় প্রতিপ্রশ্রদ্ধি। ১৪. একাদশ ব্যক্তি অবন্দনীয়। ১৫. একাদশ পরম। ১৬. একাদশ প্রকার বর যাচঞা। ১৭. একাদশ সীমাদোষ। ১৮. আক্রোশ পরিভাষক ব্যক্তির একাদশ নিশ্চিত আদিনব। ১৯. মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আসেবন, ভাবিতকরণ, বহুলীকৃতকরণ, বখুকরণ অনুষ্ঠান, পরিচর্যা, সুসমৃদ্ধকরণ, দ্বারা একাদশ প্রকার নিশ্চিত সুফল লাভ। তা হচ্ছে—সুখে নিদ্রা যাওয়া, সুখে জাগরণ, পাপস্বপ্ন অদর্শন, মানুদের প্রিয় হওয়া, অমনুষ্যদের প্রিয় হওয়া, দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত হওয়া, অগ্নি, বিষধর প্রাণীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া, মুহূর্তের মধ্যে চিত্ত সমাধিস্থ হওয়া মুখবর্ণ বিপ্রসন্ন হওয়া, সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করা, উত্তরীমনুষ্যধর্ম (লোকোত্তর জ্ঞান) অনধিগম হলেও ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির আসেবন, ভাবন, বহুলীকৃতকরণ, বহলীকরণ, বিষয়ভুক্তকরণ, অনুষ্ঠিতকরণ, পরিচিতকরণ এবং সুসমৃদ্ধকরণ দ্বারা এই একাদশ সুফল নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়।

[একাদশক সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নাশ কর্তব্য, পাদুকা আর পাত্র-চীবরেতে;
তিনবার জিজ্ঞাস্য আর অধিষ্ঠান বিকপ্পনে।
অরুণোদয়, গ্রন্থি, বিধা, অকপ্পিয়-কপ্পিয়ে;

নিশ্রয় বন্দনা, যাচঞা, পরম আর বরেতে।
সীমাদ্বোষ আক্রোশ আর মৈত্রী একাদশেতে।
[এক উত্তর বিধান মতে]

স্মারক-গাথা

একক আর দুই তিন আর চার পাঁচে;
ছয় সপ্ত স্থানক দশ আর একাদশে।
সকল সত্ত্বের হিততরে জ্ঞাতিধর্ম আদিতে;
এক উত্তরিক বিমল নামে মহাবীরের দেশনাতে।
[এক উত্তরিক বিধান সমাপ্ত]

উপোসথাদি জিজ্ঞাসা-বিসর্জন

আদি-মধ্য-অন্ত জিজ্ঞাসা

৩৩২. ১. উপোসথ কর্মের কোনটি আদি, কোনটি মধ্য, কোনটি অবসান? ২. প্রবারণা কর্মের আদি কী, মধ্য কী, অবসান কী? ৩. তর্জনীয় কর্মের আদি কী, মধ্য কী, অবসান কী? ৪. নিস্সয় কর্মের আদি কী, মধ্য কী, অবসান কী? ৫. প্রতিসারণীয় কর্মের...? ৬. পরিবাস দানের...? ৭. মূলেপ্রতিকর্ষণ দানের...? ৮. মানত্তদানের...? ৯. আহ্বানের...? ১০. উপসম্পদা কর্মের আদি কী, মধ্য কী ? অবসান কী? ১১. তর্জনীয় কর্মের প্রতিপ্রশ্রদ্ধিক আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ১২. নিশ্রয় কর্মের প্রতিপ্রশ্রদ্ধিক আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ১৩. প্রব্রাজনীয় কর্মের প্রতিপ্রশ্রদ্ধিক আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ১৪. প্রতিসারণীয় কর্মের প্রতিপ্রশ্রদ্ধিক আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ১৫. উৎক্ষেপণীয় কর্মে...? স্মৃতি বিনয়ের আদি মধ্য ও অন্ত কী? ১৬. অমূঢ় বিনয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ১৭. তৎপাপিয়সিকা দণ্ডের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ১৮. তৃণাবৃতকরণের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ১৯. ভিক্ষুণী ওবাদ সম্মতির আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ২০. ব্যবহার্য দ্রব্যাটির (সন্থত) সম্মুতির আদি, মধ্য ও অবসান কী? ২১. টাকাদি পরিত্যাগের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ২২. সাটক (বস্ত্র) গ্রাহকের সম্মুতির আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ২৩. পাত্রগ্রাহক সম্মুতির আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ২৪. দণ্ড সম্মুতির আদি, মধ্য ও অন্ত কী? শিক্ষা সম্মতির আদি, মধ্য ও অন্ত কী? ২৬. দণ্ডশিক্ষা সম্মতির আদি, মধ্য ও অন্ত কী?

আদি-মধ্য-অন্ত বিসর্জন

৩৩৩. (১) উপোসথ কর্মের আদি কী, মধ্য কী, অন্ত কী? উপোসথ কর্মে সমবেত হওয়াটা আদি, কার্যাদি মধ্য এবং এগুলোর সমাপ্তিই অবসান বা অন্ত।

(২) প্রবারণ কর্মের আদি কী, মধ্য কী, অবসান কী? প্রবারণা কর্মে সমবেত হওয়া আদি, প্রস্তুতি কর্মাদি মধ্য এবং সবকিছুর সমাপ্তি হচ্ছে অবসান।

(৩) তর্জনীয় কর্মের আদি কী, মধ্য কী, অন্ত কী? তর্জনীয় কর্মের আদি, হচ্ছে বিষয় এবং ব্যক্তি জ্ঞাপ্তি স্থাপন মধ্য এবং কর্মবাক্যের অবসান হচ্ছে অবসান। (৪) নিশ্রয় কর্মের...। (৫) পব্বজ্জনীয় কর্মের...। (৬) প্রতিসারণীয় কর্মের...। (৭) উৎক্ষেপণীয় কর্মের...। (৮) পরিবাস দানের...। (৯) মূলেপ্রতিকর্ষণ দানের...। (১০) মানত্ত দানের...। (১১) আহ্বানের আদি কী, মধ্য কী, অন্ত কী? আহ্বানের বত্থু এবং ব্যক্তি হচ্ছে অদি, জ্ঞপ্তি স্থাপন মধ্য এবং কর্মবাক্যের অবসান হচ্ছে অবসান। (১২) উপসম্পদা কর্মের আদি কী, মধ্য কী, অবসান কী? উপসম্পদা কর্মের ব্যক্তি হচ্ছে আদি, জ্ঞাপ্তি স্থাপন মধ্য এবং কর্মবাক্যের সমাপ্তি হচ্ছে অবসান। (১৩) তর্জনীয় কর্মের প্রতিপ্রশ্রব্ধির সম্যক অনুসরণ হচ্ছে আদি, জ্ঞাপ্তি স্থাপন মধ্য এবং কর্মবাক্যের সমাপ্তি হচ্ছে অবসান। (১৪) নিশ্রয় কর্মের...। (১৫) পব্বজনীয় কর্মের...। (১৬) প্রতিসারণীয় কর্মের...। (১৭) উৎক্ষেপণীয় কর্মের প্রতিপ্রশ্রব্ধির আদি কী, মধ্য কী এবং অবসান কী? উৎক্ষেপণীয় কর্মের প্রতিপ্রশ্রব্ধির সম্যক অনুসরণ হচ্ছে আদি, জ্ঞাপ্তি স্থাপন হচ্ছে মধ্য এবং কর্মবাক্যের সমাপ্তি হচ্ছে মধ্য। (১৮) অমূঢ় বিনয়ের...। (১৯) তৎপাপীয়সিক...। (২০) তৃণাবৃতকরণ...। (২১) ভিক্ষুণী উপদেশ সম্মতি...। (২২) ত্রিচীবরে অবিপ্পবাস সম্মতি...। (২৩) সন্থত সম্মতি...। (২৪) রুপি/টাকা পরিত্যাগ সম্মতি...। (২৫) সাটক প্রতিগ্রাহক সম্মতি...। (২৬) পাত্রগ্রাহক সম্মতি...। (২৭) দণ্ডদান সম্মতি...। (২৮) শিক্ষাদান সম্মতি...। (২৯) দণ্ড বিষয়ে শিক্ষাদান সম্মতির আদি কী? মধ্য কী? অন্ত কী? দণ্ড শিক্ষাদানের আদি হচ্ছে, বিষয় এবং ব্যক্তি মধ্য হচ্ছে জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং অন্ত হচ্ছে কর্মবাক্যের অবসান।

[উপোসথাদির প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত]

অর্থবশে প্রকরণ

৩৩৪. (১) দশ অর্থবশের কারণে তথাগত কর্তৃক শ্রাবকদেরকে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে; সংঘের সুষ্ঠতার জন্যে, সংঘের স্বস্তিতে অবস্থানের জন্যে, দুষ্ট প্রকৃতির (দুম্মুঙ্ক) ব্যক্তিদের নিগ্রহের জন্যে, সচ্চরিত্রবান (পেসলানং) ভিক্ষুদের স্বস্তিতে অবস্থানের জন্যে, ইহজীবনের (দিট্‌ঠধম্মে) আসবগুলোর সংবরের জন্যে, জন্মান্তরের আসবগুলোর প্রতিহতের জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপাদনে, প্রসন্নদের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহের জন্যে।

(২) যেখানে সংঘের সুস্থতা সেখানেই সুখ। যেখানেই সংঘের সুখ সেখানে দুষ্ট ব্যক্তিদের নিগ্রহ হয়। যেখানে দুষ্ট ব্যক্তিদের নিগ্রহ, সেখানে সুস্বভাবী ভিক্ষুদের স্বস্তিতে অবস্থান হয়। যেখানে সুস্বভাবী ভিক্ষুদের স্বস্তিতে অবস্থান হয়, সেখানে প্রত্যক্ষ জীবনের আসবগুলো সংবরিত হয়। যেখানে ইহজীবনের আসবগুলো সংযত থাকে, তথায় জন্মান্তরের আসবগুলো প্রতিহত হয়। যেখানে জন্মান্তরের আসবগুলো প্রতিহত হয়। তথায় অপ্রসন্নদেরও প্রসাদ (শ্রদ্ধা/বিশ্বাস) উৎপন্ন হয়। যেখানে অপ্রসন্নদের প্রসাদ, তথায় প্রসন্নদের প্রসাদ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। যেখানে প্রসন্নদের প্রসাদ বৃদ্ধি সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেখানে সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব লাভ হয়। যেখানে সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব লাভ হয়, সেখানেই বিনয়ের প্রতি সত্যিকার অনুগ্রহ প্রকাশ হয়ে থাকে।

(৩) যেখানে সংঘের সুস্থতা, সেখানেই সংঘের স্বস্তি। যেখানে সুস্থ-সুশৃঙ্খলতা সেখানেই দুষ্ট ব্যক্তিদের নিগ্রহ হয়। যেখানে সংঘের সুশৃঙ্খলতা সেখানেই সৎ শীলবান ভিক্ষুদের স্বস্তিতে অবস্থান হয়। যেখানে সংঘের সুশৃঙ্খলতা সেখানে ইহজীবনের আসবগুলো সংযমের পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। যেখানে সুশৃঙ্খল সংঘ, সেখানে জন্মজন্মান্তরের আসবগুলো প্রতিহত করা সম্ভব। যেখানে সংঘের সুশৃঙ্খলতা, সেখানে অপ্রসন্নদের প্রসাদও উৎপন্ন হয়। যেখানে সংঘের সুশৃঙ্খলতা বিদ্যমান, সেখানে প্রসন্নদের চিত্ত প্রসাদও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেখানে সংঘের সুশৃঙ্খলতা, সেখানেই সদ্ধর্মের স্থিতি। যেখানে সংঘের সুশৃঙ্খলতা, সেখানেই বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহ হয়।

(৪) যেখানে সংঘের স্বস্তিতে অবস্থান, সেখানেই দুষ্ট ব্যক্তিদের নিগ্রহ হয়। যেখানে সংঘের স্বস্তিতে অবস্থান, সেখানেই শীলবান ভিক্ষুদের সুখে অবস্থান হয়। যেখানে সংঘের স্বস্তিতে অবস্থান, সেখানেই ইহ জীবনের আসবগুলোর সংযত করার পরিবেশ। যেখানে সংঘের স্বস্তিতে অবস্থান, সেখানেই জন্মান্তরের আসবগুলোকে প্রতিহত করা সম্ভব। যেখানে সংঘের

স্বস্তিতে অবস্থান সেখানেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার উৎপত্তি হয়। যেখানে সংঘের স্বস্তিতে অবস্থান সেখানেই সদ্ধর্মের স্থিতি হয়। যেখানে সংঘের স্বস্তিতে অবস্থান সেখানেই বিনয়ের প্রতি সত্যিকার অনুগ্রহ। যেখানে সংঘের স্বস্তিতে অবস্থান সেখানেই সংঘের প্রকৃত সুস্থতা।

(৫) যেখানে দুষ্ট ব্যক্তিদের নিগ্রহ হয়...। যেখানে সুশীল ভিক্ষুদের স্বস্তিতে অবস্থান হয়...। যেখানে ইহজীবনের অবসান আসবগুলোর সংবর হয়...। যেখানে জন্মান্তরের আসবগুলোর সংবর হয়...। যেখানে অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপন্ন হয়...। যেখানে প্রসন্নদের প্রসাদ বৃদ্ধি হয়...। যেখানে সদ্ধর্মে স্থিতি হয়...। যেখানে বিনয়ের অনুগ্রহ হয়, সেখানে সংঘের শৃঙ্খলা থাকে। যেখানে বিনায়ানুগ্রহ থাকে, সেখানে সংঘ স্বস্তিতে অবস্থান করে। যেখানে বিনয়ানুগ্রহ থাকে, সেখানে দুষ্ট পুদ্গলদের নিগ্রহ হয়ে থাকে। যেখানে বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহ থাকে। সেখানে সুশীল ভিক্ষুদের স্বস্তিতে অবস্থান হয়। সেখানে বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, সেখানে দৃষ্টধর্মে আসবগুলোর সংবর হয়। সেখানে বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, সেখানে জন্মান্তরের আসবগুলো প্রতিহত হয়। যেখানে বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, সেখানে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়। যেখানে বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, সেখানে প্রসন্নদের প্রসন্নতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেখানে বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, সেখানে সদ্ধর্মের স্থিতি হয়।

অর্থশত, ধর্মশত, দুই নিরুক্তির শতকে;
চারি জ্ঞানশত অর্থবশে প্রকরণে।

অর্থবশে প্রকরণ সমাপ্ত।

মহাবর্গ সমাপ্ত

স্মারক-গাথা

প্রথম অর্থ জিজ্ঞাসা, পরে পুনঃ জিজ্ঞাসাতে;
ভিক্ষুদের ষোলোটি এতে ভিক্ষুণীদের ষোলোতে।
পেয়্যাল অন্তর ভেদ, এক উত্তরিক এই মতে;
প্রবারণ অর্থবশে মহাবর্গের সংগ্রহতে।

[অর্থবশে প্রকরণে সমাপ্ত]

গাথা-সংগ্রহ

১. সপ্ত নগরে প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ

৩৩৫. চীবর একাংশ করে, অঞ্জলিবদ্ধ হাতে;
এখানে আগমন তব কী হেতু অসমান্যরূপে?
দুই বিনয়ে প্রজ্ঞাপিত, উদ্দেশ আগত উপোসথ;
কতটি শিক্ষাপদ হয়, প্রজ্ঞাপিত কয়টি নগরে?
ভদ্র তারা সত্যপথে চলে মনযোগে প্রশ্ন করে;
নিশ্চিই শিখেছি আমরা যাহা কুশল তা।
দুই বিনয়ে প্রজ্ঞাপিত, উদ্দেশ আগত উপোসথে;
অর্ধ, অর্ধশতক হয় প্রজ্ঞাপিত সপ্ত নগরে।
প্রজ্ঞাপি সপ্ত নগরে কয়টির মাঝে?
দেখ এটি ব্যক্ত তোমায় নিশা বচনপথে।
বৈশালী, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী আর আলবীতে;
কোসাম্বী, শাক্যরাজ্যে, প্রজ্ঞাপিত ভগ্গেতে।
বৈশালীতে কয়টি প্রজ্ঞাপ্ত, কয়টি রাজগৃহে?
শ্রাবস্তীতে কয়টি হলো কয়টি আলবীতে?
কোশাম্বীতে কয়টি প্রজ্ঞাপ্ত, বলো কয়টি শাক্যেতে?
ভগ্‌গে কয়টি প্রজ্ঞপ্তি বলো তা মোর জিজ্ঞাসে।
বৈশালীতে দশ প্রজ্ঞাপ্ত, একুশ কৃত রাজগৃহে;
ছয় ঊনত্রিশতে সব কৃত হলো শ্রাবস্তীতে।
আলবীতে ছয় প্রজ্ঞাপ্ত, অষ্টকৃত কোসাম্বীতে;
শাক্যেতে অষ্ট উক্ত, তিন প্রজ্ঞাপ্ত ভগ্‌গেতে।
বৈশালীতে যেই প্রজ্ঞাপ্ত, যথা তথা সুবিহিতে;
মৈথুন বিগ্রহ উত্তরি অতিরিক্ত কালে অকালে।
ভূত পরম্পরা ভত্তং দন্তপোন অচেলকে;
ভিক্ষুণী আর আক্রোশে বৈশালীতে দশকৃতে।
রাজগৃহে প্রজ্ঞাপ্ত যাহা, যথা তা সুনিহিতে;
অদত্তদান রাজগৃহে, দুই ভেদ, দুই অনুধ্বংসে।
অন্তর্বাস, মুদ্রা, সূত্র, আপদস্থ আর পিণ্ডচারণে;
গণভোজন বিকালে আর চারিও স্নান ঊনিশে।
চীবর দিয়ে, সেবিকারূপে, এটি কৃত রাজগৃহে;

গিরিমেলা, চর্যা তথা ছন্দদান হয় একুশে।
শ্রাবস্তীতে প্রজ্ঞাপ্ত যেই, তা তথা সুনিহিতে;
পারাজিকা চার, ষোলোটি হয় সেই সংঘাদিশেষে।
অনিয়ত হয় যে দুটি, নিস্‌সগ্গিয় হয় চব্বিশে;
ছাপ্পান্নশ উক্ত যে হয় ব্যক্ত হলো খুদ্দকে।
দশ যাহা আর হীনত্ব, বাহাত্তুর আর সেখিয়াতে;
ছয় ঊনতিনশ সকল কৃত শ্রাবস্তীতে।
যে আলবীতে প্রজ্ঞাপ্ত, যথা তথা তাহে শুনে;
কুটির, কাশীক, শয্য খননে যাও হে সেবতে।
সপ্রাণক সিঞ্চন ছয় আলবীতে কৃত এতে;
কোশাম্বীতে প্রজ্ঞাপ্ত যা যথা তথা তাহে শুনে।
মহাবিহার দুই বর্ষ অন্যদ্বারে আর সুরাতে;
অনাদর সহধার্মিকে পয়ো পানে অষ্টমেতে।
শুক্রেতে যা প্রজ্ঞাপিত, যথা তথা তাহে শুনে;
এলকলোমে পাত্র আর উপদেশ ও ভৈষজ্যতে।
সূচি আরণ্যিক আর অষ্টতে কপিলাবস্তুতে;
উদকশুদ্ধি উপদেশ ভিক্ষুণী মাঝে বলাতে।
ভগ্গেতে যা প্রজ্ঞাপ্ত যথা তথা তাহে শুনে;
সম্পন্নে সেলাইয়ে সামিষে, সমস্ত্রে।
পারাজিকাদি চারি হয় যাহা সংঘাদিশেষে;
সপ্ত আর নিস্‌সগ্গিয় আট, ক্ষুদ্র বত্রিশে।
দুই হীনত্ব, তিন শিক্ষা ছাপ্পন্ন শিক্ষাপদে;
ছয় নগরে প্রজ্ঞাপিত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে।
ছয় ঊন তিন শত সকল কৃত শ্রাবস্তীতে;
কারুণিক বুদ্ধ কর্তৃক যশস্বী গৌতমেতে।

২. চারি বিপত্তি

৩৩৬. যাহা অকীর্তি তা জিজ্ঞাসায়;
তার তা ব্যাখ্যাত অন্য তায়।
অন্য তাই জিজ্ঞাসি তাই শুধু বলুন;
গুরু লঘু সাবশেষ ব্যক্ত যদি করুন।
অনবশেষ দুষ্টতা আর অদুষ্টতা;

সাধারণ, অসাধারণ, তৃতীয় বারতা।
বিভক্তি যেই আছে সমথ সম্মতি;
সকল বিষয় যাহা আছে বলুন ব্যক্ত করি।
অবশ্যই শুনিব মোরা বাক্য একত্রিশ;
গুরু অষ্ট আপত্তি অনবশেষ যত।
যে গুরুতে দুষ্টতা, শীলবিপত্তি তাতে;
পারাজিকা সংঘাদিশেষ শীলবিপত্তি বলে।
থুল্লচ্চয়, পাচিত্তিয়, প্রতিদেশন দুক্কটে;
দুর্ভাষিত, আক্রোশ আর হাসিত প্রয়োগে।
এ সকল আপত্তি হয় আচারবিপত্তি;
বিপরীত দৃষ্টি গ্রহণ, অসদ্ধর্ম অগ্রে রাখি।
সম্বুদ্ধকে দোষারোপ হয়, দুষ্প্রাজ্ঞের মোহ পারুতা;
এটিই সে-সকল আপত্তি দৃষ্টিবিপত্তি সম্মতা।

জীবিকাহেতু, জীবিকার কারণে পাপেচ্ছার ইচ্ছা প্রকাশে, যা অস্থিত্বহীন, অভূত, সেই লোকোত্তর ধর্ম উল্লেখ করে; জীবিকাহেতু জীবিকার কারণে তা এভাবেই বলা হয়—"যিনি আপনাদের বিহারে বাস করেন, সেই ভিক্ষু অর্হৎ।"

জীবিকাহেতু জীবিকার কারণে ভিক্ষু নিজের জন্যে নিজেই উত্তম ভোজনাদি যাচঞা করে ভোজন করেন।

জীবিকাহেতু, জীবিকার কারণে, ভিক্ষুণী উত্তম ভোজনাদি নিজের জন্যে নিজেই যাচঞা করে ভোজন করেন।

জীবিকাহেতু, জীবিকার কারণে, নিরোগী হয়েও নিজের জন্যে নিজে সূপ, অন্ন যাচঞা করে ভোজন করে।

এ সকল আপত্তি আজীববিপত্তি বলে কথিত।
একাদশ যাবৎ তৃতীয়ে, তা শুন যথা তথা;
উৎক্ষিপ্তের অনুবর্তীতে অষ্ট যাবৎ তৃতীয় তথা।
অরিষ্ট চণ্ডকালী আর এই তৃতীয়তা।

৩. ছেদনক আদি

৩৩৭. ছেদন কয়টি? ভেদন কয়টি? উৎপাটন কয়টি? কয়টি অন্যান্য পাচিত্তিয়? কয়টি ভিক্ষু সম্মতি? কয়টি সমীচীন? কয়টি পরম? আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকর্তৃক কয়টি প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞাপিত?

ছেদন ছয়টি। ভেদন একটি। উৎপাটন একটি। চারি অন্যান্য পাচিত্তিয়। চারি ভিক্ষু সম্মতি। সপ্ত সমীচিন। চৌদ্দটি পরম। আদিত্যবন্ধু বুদ্ধ কর্তৃক সে সকল প্রত্যক্ষ জেনে প্রজ্ঞাপিত।

৪. অসাধারণাদি

৩৩৮. দুইশত বিশ ভিক্ষু শিক্ষাপদ, উদ্দেশ আগত উপোসথে;
তিনশত চার ভিক্ষুণী শিক্ষাপদ, উদ্দেশ আগত উপোসথে।
ছেচল্লিশ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে বলে অসাধারণ;
ত্রিশত ভিক্ষুণীদের হয় ভিক্ষু হতে অসাধারণ।
একশত ছিয়াত্তরটি হয় উভিন্ন আর অসাধারণ;
একশত চুয়াত্তরটি হয় উভিন্ন সম শিক্ষণ।
দুশত বিশটি হয় ভিক্ষুদের শিক্ষাপদ;
উপোসথে আগত হয় উদ্দেশ শিক্ষাপদ;
শ্রদ্ধা ভরে মনোযোগ শুন যথাযথ।
পারাজিকা চারি, সংঘাদিশেষ তেরো, অনিয়ত হয় দুই;
নিস্‌সগ্গিয় ত্রিশ হয়, খুদ্দক বিরানব্বই।
চারি প্রতিদেশনীয়, পঁচাত্তর সেখিয়;
দুইশত বিশটি হয় ভিক্ষু শিক্ষাপদ।
উপোসথে উদ্দেশাগত শুন যথাযথ।
ভিক্ষুণীদের তিনশত চার শিক্ষাপদ হয়;
উপোসথ উদ্দেশ আগত শুনহ নিশ্চয়।
অষ্ট পারাজিকা, সতেরো সংঘাদিশেষ হয়;
ত্রিশ নিস্‌সগ্গিয় একশত ছেষ্ঠী খুদ্দক নিশ্চয়।
অষ্ট প্রতিদেশনীয়, পঁচাত্তর সেখিয়;
তিনশত চার হয় ভিক্ষুণী শিক্ষাপদ।
উপোসথে উদ্দেশাগত শুন যথাযথ ॥
ভিক্ষুদের ছেচল্লিশ, ভিক্ষুণীদের অসাধারণ;
যথাযথ শুনে তা করহ গ্রহণ।
সংঘাদিশেষ দুই, অষ্ট অনিয়ত;
বারো নিস্‌সগ্গিয়, তথায় বিশ হয়।
বাইশটি খুদ্দক আর চারি প্রতিদেশনীয়;
ভিক্ষুদের ছেচল্লিশ ভিক্ষুণীদের অসাধারণীয়।

ভিক্ষুণীদের সাইত্রিশ হয় ভিক্ষুদের অসাধারণ;
শ্রদ্ধাভরে যথাযথ শুন দিয়ে মন।
বাইশটি খুদ্দক আর চারি প্রতিদেশনীয়;
ভিক্ষুদের ছেচল্লিশ হয়, ভিক্ষুণীদের অসাধারণ।
ভিক্ষুণীদের একশ ত্রিশ হয় ভিক্ষুদের অসাধারণ;
যথাযথ তা সবে, শুন দিয়ে মন।
পারাজিকাদি চারি সংঘ হতে দশ নিঃসসরে;
নিস্‌সগ্গিয় দশ, ছিয়ানব্বই খুদ্দক, অষ্ট প্রতিদেশন;
ভিক্ষুণীদের একশ ত্রিশ হয়, ভিক্ষুদের অসাধারণ।
একশত ছিয়াত্তর হয় উভয়ে অসাধারণ;
যথাযথ সবে তা শুন দিয়ে মন।
পারাজিকা চার, সংঘাদিশেষ ষোলো যেইভাবে হয়;
অনিয়ত দুই, নিস্‌সগ্গিয় চার সেভাবেই হয়।
খুদ্দক একশ আঠারো আর বারো প্রতিদেশন;
একশত ছিয়াত্তর হয় উভয় অসাধারণ।
একশত চুয়াত্তর হয় উভয় শিক্ষা;
মনযোগে শুন সবে, আছে যাহা তথা।
পারাজিকা চার, সংঘাদিশেষ সাত আঠারো নিস্‌সগ্গিয়;
সমসত্তুর খুদ্দক আর পঁচাত্তর সেখিয়।
একশ চুয়াত্তরটি হয় উভয় সম শিক্ষা
অষ্ট পারাজিকায় হয়ে তাল ছিন্নমস্তকা।
হরিদ্রাপত্র, শিলা, দুভাগ শিরবিহীন মানবে,
শিরছিন্ন তালবৃক্ষ বৃদ্ধি হীন হয় ভবিষ্যতে।
সংঘাদিশেষ তেইশ হয়, দুই অনিয়ত;
পঁচাত্তরটি সেখিয়া তিন সমথ দ্বারা সম্মত।
সম্মুখ আর প্রতিজ্ঞাতে, আর তৃণাবৃতে;
দুই উপোসথ, দুই প্রবারণা জান এই মতে।
চারি কর্ম জিন কর্তৃক দেশিত এখানে;
পঞ্চ উদ্দেশ, চারটি হয় বিনয় বিধানে।
অন্যত্র আপত্তিস্কন্ধ সংখ্যা হয়; সপ্তে;
অধিকরণ চারি, সপ্ত সমথ সম্মতে।
দুই, চারি, তিন, কৃত্যে একেতে সম্মতে।

৫. পারাজিকাদি আপত্তি

৩৩৯. পারাজিকা অন্তিম প্রকাশ, শুন তা যথাযথে;
চ্যুতি, পর অর্ধ, মূল্য (ভেট্‌ঠো), অবহেলা সদ্ধর্মতে।
সংবাস তাতে নেই, এটি উক্ত তাতে;
সংঘাদিশেষ এটি উক্ত শুন তা যথাযথে।
অনিয়ত নহে নিয়ত, অনেকাংশ কৃত পদে;
তিনটি অন্যতর স্থানে উক্ত হয় অনিয়তে।
থুল্লচ্চয়ে উক্ত যাহা শুন তা যথাযথে;
একের মূলে অদেশিত যাহা তা প্রতিগ্রহণে।
চলে যেতে তার সম নেই, উক্ত তাই এতে;
নিস্‌সগ্গিয় উক্ত তাতে, শুন তা যথাযথে।
সংঘমধ্যে, গণমধ্যে, এককের তা একক হতে;
অর্পণ করে দেশনাতে, তদ্বারা তার উক্তিতে।
পাচিত্তিয়তে উক্ত যাহা, শুন তা যথাযথে;
কুশলধর্মের পতনেতে আর্যমার্গ ডুবে পাপেতে।
চিত্তের সম্মোহন স্থানে, তদ্বারা এই উক্তিতে;
প্রতিদেশনীয়ে ব্যক্ত শুন তা যথা যতে।
অজ্ঞাতি ভিক্ষুর সাথে কষ্টলব্ধ ভোজনে;
সমগ্রহণে ভোজ্য, উক্ত হয় অভিযোগ।
নিমন্ত্রণে ভোজনে ছন্দ, ভিক্ষুণী সেবিকারূপে;
নিবারণহীন সেই ভোজনে, উক্ত হয় অভিযোগে।
শ্রদ্ধাচিত্তের কুলে গমন, অল্প ভোগ অনিলয়ে;
নিরোগেতে সেই ভোজনে উক্ত হয় অভিযোগে।
অরণ্যে যে বিহার করে, শঙ্কা আর ভয় সম্মতে;
অবিদিত সেই ভোজনে, উক্ত হয় অভিযোগে।
অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী বস্ত্র, যা পরের কিন্তু মমায়িতে;
ঘৃত, তৈল, মধু, মাখন; মৎস্য মাংস বা দুধে।
দধি স্বয়ং যাচঞায় ভিক্ষুণী গর্হিত বুদ্ধশাসনে;
দুক্কট যাহা উক্ত তা যথাযথ শোন তাহে।
হারানোয় (অপবদ্ধ), অবহেলায় আর দুক্কট?
যে মানুষ করে পাপ সম্মুখে, নির্জনে।
দুক্কট দুঃখিত করে, তাই উক্তি এরূপ হয়েছে।

দুব্ভাষিত ও তাই, শুন তা যথাযথে।
শৈক্যের শিক্ষামানের উজুমার্গ অনুসারে;
আদি চিত্ত আচরণ মুখ্য সংযমে সংবরে।
এতাদৃশ শিক্ষা নাই, উক্ত তাই এমন হয়েছে;
আচ্ছদানে বৃষ্টি পড়ে, খোলাতে নাহি বৃষ্টি পড়ে।
আচ্ছাদন তাই ফেল খুলে, বৃষ্টি না পড়িবে;
মৃগের গতি, পাখির গতি, দেখা তো আকাশেতে।
বিভবধর্মের গতি সেইরূপ হয়;
নির্বাণে অর্হৎ গতি তেমনি নিশ্চয়।

স্মারক-গাথা

নগর সপ্তে প্রজ্ঞাপিত, বিপত্তি চারিতে;
ভিক্ষু, ভিক্ষুণীদের সাধারণ অসাধারণে।
শাসনকে অনুগ্রহ করে, গাথা সংগ্রহে।
[গাথা-সংগ্রহ সমাপ্ত]

অধিকরণ[১] প্রভেদ

১. উক্কোটন (অন্যায় বিচার) ভেদাদি

৩৪০. (১) চারি অধিকরণ; যথা : বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণ, এই চারি অধিকরণ।

এই চারি অধিকরণের মধ্যে কয়টি উক্কোটন? এই চারি অধিকরণের উক্কোটন দশটি; যথা : বিবাদ অধিকরণে দুটি উক্কোটন, অনুবাদ অধিকরণে চারটি উক্কোটন, আপত্তি অধিকরণে তিনটি উক্কোটন এবং কৃত্য অধিকরণে একটি উক্কোটন। এভাবে চারটি অধিকরণে মোট দশটি উক্কোটন।

(২) বিবাদ অধিকরণ হতে কয়টি সমথ উক্কোটিত করে? অনুবাদ অধিকরণ হতে কয়টি সমথ উক্কোটিত করে? আপত্তি অধিকরণ হতে কয়টি সমথকে উক্কোটিত করে? কৃত্যাধিকরণ হতে কয়টি সমথকে উক্কোটিত করে?

বিবাদ অধিকরণ হতে দুটি সমথকে উক্কোটিত করে। অনুবাদ অধিকরণ

---

[১] অভিকরণ প্রভেদ ৩৪০ নং হতে ৩৫৮ নং পর্যন্ত বিষয়গুলো সংঘের বিচার মীমাংসায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

হতে চারটি সমথকে উক্কোটিত করে। আপত্তি অধিকরণ হতে তিনটি সমথকে উক্কোটিত করে। কৃত্যাধিকরণ হতে একটি সমথকে উক্কোটিত করে।

৩৪১. (১) উক্কোটক কয়টি? কত প্রকারে উক্কেটন প্রসব করে? কয় অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ব্যক্তি অধিকরণ (অভিযোগ) কে উক্কোটিত করে? কত ব্যক্তি অধিকরণকে উক্কোটক হয়ে আপত্তিগ্রস্ত হয়?

(২) উক্কোটক দশ প্রকার। দশ প্রকারে উক্কোটনকে প্রসব করে। চারি অঙ্গ-সমন্বিত ব্যক্তি অধিকরণকে উক্কোটন করে। চারি ব্যক্তি অধিকরণকে উক্কোটক হয়ে আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(৩) দ্বাদশ (বারো) উক্কোটক কী কী? ১. অকৃত কর্ম, ২. দুক্কট কর্ম, ৩. পুনঃকরণীয় কর্ম, ৪. অনিহিত, ৫. দুর্নিহিত, ৬. পুণ্যনিহিত (ভিত) দান কর্তব্য, ৭. মত প্রদান অযোগ্য, ৮. মত প্রদান দুষ্কর, ৯. পুনঃ মতামত দান (বিনিচ্ছিতব্বং) কর্তব্য, ১০. উপশম অযোগ্য, ১১. দূরোপশম, ১২. পূর্ণ উপশম কর্তব্য। এই দশ উক্কোটন।

(৪) দশ প্রকারের উক্কোটন কতভাবে প্রসারিত হয়? তথায়—১. জাতকের অধিকরণকে উক্কোটিত করে, ২. তথায় জাতকের উপসংহার অধিকরণকে উক্কোটিত করে, ৩. পথমধ্যে অধিকরণকে উক্কোটিত করে, ৪. পথমধ্যে উপশান্ত অধিকরণকে উক্কোটিত করে, ৫. তথায় গত অধিকরণকে উক্কোটিত করে, ৬. তথায় গত উপশান্ত অধিকরণকে উক্কোটিত করে, ৭. স্মৃতি বিনয়কে উক্কোটিত করে, ৮. অমূঢ় বিনয়কে উক্কোটিত করে, ৯. তৎপাপিয়সিকাকে উক্কোটিত করে, ১০. তৃণাবৃতকরণকে উক্কোটিত করে। এই দশ প্রকারে উক্কোটন প্রসারিত হয়।

(৫) চারি অঙ্গের কয়টি সমন্বিত ব্যক্তি অধিকরণকে উক্কোটিত করে? ছন্দ গত হয়ে গমন অবস্থায় অধিকরণকে উক্কোটিত করে; দ্বেষান্বিত হয়ে গমন অবস্থায় অধিকরণকে উক্কোটিত করে; মোহান্বিত হয়ে গমন অবস্থায় অধিকরণকে উক্কোটিত করে; ভয়ান্বিত হয়ে গমন অবস্থায় অধিকরণকে উক্কোটিত করে। এই চারি অঙ্গ-সমন্বিত পুদ্গাল অধিকরণকে উক্কোটিত করে থাকে।

(৬) কোন চারি পুদ্গাল (ব্যক্তি) অধিকরণকে উক্কোটিত করাতে আপত্তি প্রাপ্ত হয়? তথায় উপসম্পন্ন উক্কোটিত করে উক্কোটনজনিত পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়, আগন্তুক উক্কোটিত করে উক্কোটনজনিত পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়; কারক উক্কোটিত করে, উক্কোটনজনিত পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়; ছন্দদাতা উক্কোটিত

করে, উক্কোটনজনিত পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়। এই চারি ব্যক্তি অধিকরণকে উক্কোটিত করে উক্কোটনজনিত আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

২. অধিকরণ নিদানাদি

৩৪২. (১) বিবাদ অধিকরণের নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস (পভব) কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী? অনুবাদ অধিকরণের নিদান? সমুদয় কী, জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী? আপত্তি অধিকরণের নিদান কী? সমুদয় কী, জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী? কৃত্যাধিকরণের নিদান কী? সমুদয় কী, জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(২) বিবাদ অধিকরণের বিবাদই নিদান, বিবাদই সমুদয়, বিবাদই জাতি, বিবাদই উৎস, বিবাদই সম্ভার, বিবাদই সমুত্থান। অনুবাদ অধিকরণে অনুবাদই নিদান; অনুবাদই সমুদয়; অনুবাদই জাতি; অনুবাদই উৎস, অনুবাদই সম্ভার, অনুবাদই সমুত্থান। আপত্তি অধিকরণে আপত্তিই নিদান; আপত্তিই সমুদয়; আপত্তিই জাতি, আপত্তিই উৎস, আপত্তিই সম্ভার এবং আপত্তিই সমুত্থান। কৃত্যাধিকরণে কৃত্যই নিদান, কৃত্যই সমুদয়, কৃত্যই জাতি, কৃত্যই উৎস, কৃত্যই সম্ভার এবং কৃত্যই সমুত্থান।

(৩) বিবাদ অধিকরণে নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

অনুবাদ অধিকরণে...

আপত্তি অধিকরণে...

কৃত্যাধিকরণে সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(৪) বিবাদ অধিকরণের হেতুই নিদান, হেতুই সমুদয়, হেতুই জাতি, হেতুই উৎস, হেতুই সম্ভার, হেতুই সমুত্থান।

অনুবাদ অধিকরণের...

আপত্তি অধিকরণের...

কৃত্যাধিকরণের হেতুই নিদান, হেতুই সমুদয়, হেতুই জাতি, হেতুই উৎস, হেতুই সম্ভার, হেতুই সমুত্থান।

(৫) বিবাদ অধিকরণের নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

অনুবাদ অধিকরণের নিদান...

আপত্তি অধিকরণের নিদান...

কৃত্যাধিকরণের নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(৬) বিবাদ অধিকরণের প্রত্যয়ই নিদান, প্রত্যয়ই সমুদয়, প্রত্যয়ই জাতি, প্রত্যয়ই উৎস, প্রত্যয়ই সম্ভার, প্রত্যয়ই সমুত্থান।

অনুবাদ অধিকরণের প্রত্যয়ই...

আপত্তি অধিকরণের প্রত্যয়ই...

কৃত্যাধিকরণের প্রত্যয়ই নিদান, প্রত্যয়ই সমুদয়, প্রত্যয়ই জাতি প্রত্যই সম্ভার, প্রত্যয়ই সমুত্থান।

৩. অধিকরণ মূলাদি

৩৪৩. (১) চারি অধিকরণের মূল কয়টি? সমুত্থান কয়টি? চারি অধিকরণের মূল ৩৩টি এবং সমুত্থান ৩৩টি।

চারি অধিকরণের ৩৩টি মূল কত প্রকার? বিবাদ অধিকরণের মূল ১২টি; অনুবাদ অধিকরণের মূল ১৪টি; আপত্তি অধিকরণের মূল ছয়টি এবং কৃত্যাধিকরণের মূল একটি, সেই সংঘ। চারি অধিকরণের এটিই ৩৩টি মূল।

(২) চারি অধিকরণে ৩৩টি সমুত্থান কয় ভাগে বিভক্ত? বিবাদ অধিকরণের ১৮টি ভেদকর বত্থু সমুত্থান; অনুবাদ অধিকরণে চারটি বিপত্তি সমুত্থান; আপত্তি অধিকরণের সাতটি আপত্তিস্কন্ধ সমুত্থান; কৃত্যাধিকরণের চারটি কর্ম সমুত্থান। চারি অধিকরণের এটিই ৩৩টি সমুত্থান।

৪. অধিকরণ প্রত্যয় আপত্তি

৩৪৪. (১) বিবাদ অধিকরণ আপত্তি, না অনাপত্তি? বিবাদ অধিকরণ আপত্তি নয়। বিবাদ অধিকরণহেতু কোনো আপত্তি কি প্রাপ্ত হতে হয়? হ্যাঁ, বিবাদ অধিকরণহেতু, আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়। বিবাদ অধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়? বিবাদ অধিকরণহেতু দুটি আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়; যথা : ১. উপসম্পন্ন নিন্দা করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়; ২. অনুপসম্পন্ন নিন্দা করলে দুক্কট আপত্তি হয়। বিবাদ অধিকরণহেতু এই দুই আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) সে-সকল আপত্তি, চারি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত? কয়টি অধিকরণ দ্বারা, কয়টি সমথের মধ্যে এগুলো কয়টি স্থানে সমাধান বা

সমথ কৃত হয়?

সেই আপত্তিগুলো চারি বিপত্তির একটিমাত্র বিপত্তি ভোগ করে; যথা : আচারবিপত্তি। চারি অধিকরণের মধ্যে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। সপ্ত আপত্তি-স্কন্ধের মধ্যে এগুলো দুই আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং স্বীয় দুক্কটাপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়। এক অধিকরণ দ্বারা; যথা : কৃত্যাধিকরণ। তিনটি স্থানে; যথা : সংঘমধ্যে, গণমধ্যে এবং ব্যক্তি বিশেষের নিকটে। তিনটি সমথ দ্বারা সাম্য হয়; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং সম্মুখ বিনয় দ্বারা তৃণাবৃতকরণের মাধ্যমে।

৩৪৫. (১) অনুবাদ অধিকরণের আপত্তি-অনাপত্তি কী? অনুবাদ অধিকরণের কোনো আপত্তি নেই। অনুবাদ অধিকরণহেতু কোনো আপত্তি প্রাপ্ত হয় কি? হ্যাঁ, অনুবাদ অধিকরণহেতু আপত্তি প্রাপ্ত হয়। অনুবাদ অধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? অনুবাদ অধিকরণহেতু তিনটি আপত্তি প্রাপ্ত হয় যথা : ১. ভিক্ষু অমূলকভাবে অন্যের ধ্বংস কামনায় পারাজিকা দোষে অভিযোগ করলে; অভিযোগকারীর সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়; ২. অমূলকভাবে সংঘাদিশেষ অপরাধে অভিযোগ করলে; পাচিত্তিয়াপত্তি হয়; ৩. অমূলক আচারবিপত্তি দ্বারা অভিযুক্ত করলে দুক্কটাপত্তি হয়। অনুবাদ অধিকরণহেতু এই তিন আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? চারটি অধিকরণের কোন অধিকরণ? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? কয়টি অধিকরণ দ্বারা; কয়টি স্থানে? কয়টি সমথ দ্বারা সাম্যকৃত?

সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : ১. স্বীয় শীলবিপত্তি এবং ২. স্বীয় আচারবিপত্তি। চারি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের তিনটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : ১. স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা; ২. স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং ৩. স্বীয় দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। ছয় আপত্তি সমুত্থানের তিনটি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত। যে-সকল আপত্তি গুরু সেগুলো একটি অধিকরণ দ্বারা অভিযুক্ত; যথা : কৃত্যাধিকরণ। একটি স্থানের মধ্যে যথা : সংঘের মধ্যে। দুই সমথ দ্বারা সাম্যকৃত; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা। সে-সকল আপত্তি লঘু সে-সকল আপত্তি একটিমাত্র অধিকরণ দ্বারা অভিযুক্ত হয়; যথা : কৃত্যাধিকরণ দ্বারা। তিনটি স্থানে; যথা : সংঘমধ্যে, গণমধ্যে; অথবা

ব্যক্তির নিকটে। তিনটি সমথ দ্বারা সাম্যকৃত; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং সম্মুখ বিনয় ও তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

৩৪৬. (১) আপত্তি অধিকরণ আপত্তি, না অনাপত্তি? আপত্তি অধিকরণ আপত্তি। আপত্তি অধিকরণহেতু কোনো আপত্তি প্রাপ্ত হয় কি? হ্যাঁ, আপত্তি অধিকরণহেতু আপত্তি প্রাপ্ত হয়। আপত্তি অধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? আপত্তি অধিকরণহেতু, চারটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. ভিক্ষুণী জেনেশুনে যদি অন্যের পারাজিকা আপত্তি গোপন করে, তাতে তারও পারাজিকা আপত্তি হয়। ২. ভুলবশত গোপন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি। ৩. ভিক্ষু সংঘাদিশেষ আপত্তিকে গোপন করলে পাচিত্তিয় হয়। ৪. আচারবিপত্তি গোপন করলে দুক্কটাপত্তি হয়। অনুবাদ অধিকরণহেতু এই চারি আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে? চারটি অধিকরণের কয়টি অধিকরণভুক্ত? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি দ্বারা সংগৃহীত? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি দ্বারা সমুত্থিত? কয়টি অধিকরণ দ্বারা? কয়টি স্থানে? এবং কয়টি সমথ দ্বারা সাম্যকৃত?

সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং স্বীয় আচারবিপত্তি। চারি অধিকরণের আপত্তি অধিকরণভুক্ত। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের চারটি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং স্বীয় দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা। এটি ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতেই সমুত্তথিত হয়।

যে-সকল আপত্তি অনবশেষ, সে-সকল আপত্তি কোনো প্রকার অধিকরণ দ্বারা, কোনো প্রকার স্থান হতে এবং কোনো প্রকার সমথ দ্বারা সাম্য হয় না। যে-সকল আপত্তি লঘু, সে-সকল আপত্তি এক অধিকরণ দ্বারা অভিযুক্ত হয়; যথা : কৃত্যাধিকরণ। তিনটি স্থানে তা হয়ে থাকে; যথা : সংঘের মধ্যে, গণের মধ্যে এবং ব্যক্তির নিকটে। তিন সমথ দ্বারা সাম্যকৃত হয়; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং সম্মুখ বিনয় ও তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

৩৪৭. (১) কৃত্যাধিকরণ আপত্তি কি অনাপত্তি? কৃত্যাধিকরণ আপত্তি নয়। কৃত্যাধিকরণের হেতুতে কি আপত্তি প্রাপ্ত হয়? হ্যাঁ, কৃত্যাধিকরণের কারণে আপত্তি প্রাপ্ত হয়। কৃত্যাধিকরণহেতু কয়টি আপত্তি প্রাপ্ত হয়?

কৃত্যাধিকরণহেতু পাঁচটি আপত্তি প্রাপ্ত হয়; যথা : ১. উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুণী তৃতীয়বার সমনুভাষণ দ্বারাও স্বমত অপরিত্যাগহেতু প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি, ২. দুইবার কর্মবাক্য দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি, ৩. কর্মবাক্য আবসানে পারাজিকা আপত্তি।

ভেদানুবর্তী ভিক্ষুগণকে তৃতীয়বার সমণুভাষণ দ্বারাও স্বপক্ষ অপরিত্যাগ সংঘাদিশেষ আপত্তি। পাপদৃষ্টির জন্যে তৃতীয়বার সমনুভাষণেও এই দৃষ্টি বা মিথ্যা ধারণা অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ আপত্তি; পাপদৃষ্টির জন্যে তৃতীয়বার সমনুভাষণেও স্ব দৃষ্টি অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি। কৃত্যাধিকরণহেতু এই পঞ্চ আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

(২) সেই আপত্তিগুলো চারি বিপত্তির কয়টি বিপত্তি ভোগ করে থাকে? চারি অধিকরণের কোন অধিকরণ? সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের কয়টি আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত হয়? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়? ছয় আপত্তি সমুত্থানের কয়টি সমুত্থান দ্বারা এটি সমুত্থিত হয়? কয়টি অধিকরণ দ্বারা? কয়টি স্থানে? কয়টি সমথ দ্বারা ইঁহারা সাম্যকৃত হয়?

সেই আপত্তিগুলো চারটি বিপত্তির দুটি বিপত্তি ভোগ করে; যথা : স্বীয় শীলবিপত্তি এবং স্বীয় আচারবিপত্তি। চারি অধিকরণে এটি আপত্তি অধিকরণভুক্ত। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধের পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এগুলো সংগৃহীত; যথা : স্বীয় পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, স্বীয় সংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, স্বীয় থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা, স্বীয় পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা এবং স্বীয় দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ দ্বারা।

ছয় আপত্তি সমুত্থানের একটি সমুত্থান দ্বারা এগুলো সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত। যে-সকল আপত্তি অনবশেষ, সে-সকল আপত্তি, কোনো অধিকরণ দ্বারা, কোনো স্থানে এবং কোনো সমথ দ্বারা সাম্য নয়। যে-সকল গুরু আপত্তি সে-সকল এক অধিকারণ দ্বারা অভিযুক্ত; যথা : কৃত্যাধিকরণ। এব স্থান হতে প্রকাশিত; যথা : সংঘের মধ্যে দুটি সমথ দ্বারা সাম্যকৃত হয়; যথা : সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা। যে-সকল আপত্তি লঘু, সে-সকল আপত্তি এক অধিকরণ দ্বারা অভিযুক্ত; যথা : কৃত্যাধিকরণ। ত্রিবিধ স্থানে যথা : সংঘের মধ্যে, গণের মধ্যে এবং ব্যক্তির নিকটে। তিনটি সমথ দ্বারা সাম্য হয়; যথা : স্বীয় সম্মুখ বিনয় দ্বারা, প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা এবং সম্মুখ বিনয় এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা।

৫. অধিকরণদি প্রয়োগ

৩৪৮. (১) বিবাদ অধিকরণ হয়ে থাকে অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্যাধিকরণ। বিবাদ অধিকরণ হয় না অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ বা কৃত্যাধিকরণ। যথা, কীভাবে? এখানে ভিক্ষু বিবাদ করে; ধর্মত বা অধর্মত বা প্রদুষ্টতাবশত বা অপ্রদুষ্টতাবশত। তথা হতে যেই ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যতাবাদ, উত্তপ্ত বাক্য (বিপচ্চতা) বিনিময় ইত্যাদিকে বলা হয় বিবাদ অধিকরণ। বিবাদ অধিকরণে সংঘ বিবাদ করে, তাই বিবাদ অভিযোগ হয়। বিবাদ মানেরা অনুবাদ (প্রতিবাদ) করে, তাই অনুবাদ অধিকরণ। অনুবাদ মানেরা আপত্তি (অপরাধ)-গ্রস্ত হয়। সেই আপত্তিকে নিয়ে সংঘ দণ্ডকর্ম করে, তাই কৃত্যাধিকরণ। এভাবে বিবাদ অধিকরণহেতু অনুবাদ অধিকরণ হয়, আপত্তি অধিকরণ হয় একং কৃত্যাধিকরণ হয়।

(২) অনুবাদ অধিকরণ হতে আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ এবং বিবাদধিকরণ হয়। অনুবাদ অধিকরণ হয় না আপত্তি অধিকরণ কৃত্যাধিকরণ, বা বিবাদ অধিকরণ। যথা, কীভাবে? এখানে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে শীলবিপত্তি দ্বারা বা আচারবিপত্তি দ্বারা বা দৃষ্টিবিপত্তি দ্বারা, বা আজীববিপত্তি দ্বারা অনুবাদ (প্রতিবাদ) করে। তথায় সেই অনুবাদ, অনুবদনা, অনুল্লাপনা (দোষারোপ) অনুভাবনা, অনুসম্পকঙ্কতা (অমীমাংসা), অব্ভুসহনতা (প্ররোচনা), অনুবল দান ইত্যাদিকে বলা হয় অনুবাদ অধিকরণ।

অনুবাদ অধিকরণে সংঘ অনুবাদ করে, বিবাদ করে; তাই বিবাদ অধিকরণ। বিবাদ মানেরা অনুবাদ করে; তাই অনুবাদ অধিকরণ। অনুবাদমানেরা আপত্তি প্রাপ্ত হয়; তাই আপত্তি অধিকরণ। সেই আপত্তির জন্যে সংঘ দণ্ডকর্ম দান করে; তাই কৃত্যাধিকরণ। এভাবে অনুবাদ অধিকরণহেতু আপত্তি অধিকরণ হয়; কৃত্যাধিকরণ হয় এবং বিবাদ অধিকরণ হয়।

(৩) আপত্তি অধিকরণ হতে কৃত্যাধিকরণ হয়; বিবাদ অধিকরণ হয়; অনুবাদ অধিকরণ হয়। তখন আপত্তি অধিকরণ হতে কৃত্যাধিকরণ বিবাদ অধিকরণ, বা অনুবাদ অধিকরণ হয় না। অথচ আপত্তি অধিকরণহেতু কৃত্যাধিকরণ হয়, বিবাদ অধিকরণ হয়, অনুবাদ অধিকরণ হয়।

যথা, কীভাবে ? পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি অধিকরণকে এবং সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি অধিকরণকে উৎপন্ন করে। ঠিক এভাবে। এটিকেই বলে আপত্তি অধিকরণ।

আপত্তি অধিকরণে সংঘ বিবাদ করে; তাই এটি বিবাদ অধিকরণ। বিবাদমানেরা অনুবাদ করে, তাই এটি অনুবাদ অধিকরণ। অনুবাদমানেরা আপত্তি প্রাপ্ত হয়; তাই এটি আপত্তি অধিকরণ। সেই আপত্তির জন্যে সংঘ দণ্ডকর্ম করে; তাই এটি কৃত্যাধিকরণ। এভাবে আপত্তি অধিকরণহেতু কৃত্যাধিকরণ হয়, বিবাদ অধিকরণ হয়, অনুবাদ অধিকরণ হয়।

(৪) কৃত্যাধিকরণ হতে বিবাদ অধিকরণ হয়, অনুবাদ অধিকরণ হয়, আপত্তি অধিকরণ হয়। কিন্তু কৃত্যাধিকরণ, বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ আপত্তি অধিকরণ হয় না। অথচ কৃত্যাধিকরণহেতু বিবাদ অধিকরণ হয়, অনুবাদ অধিকরণ হয়, আপত্তি অধিকরণও হয়। যথা, কীভাবে? সংঘের বা কৃত্য যা করণীয় অধিকরণও হয়। যথা, কীভাবে? সংঘের বা কৃত্য, যা করণীয় সেই অপলোকন কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি কর্ম, দ্বিতীয় প্রজ্ঞপ্তি কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম; এগুলোকে বলা হয় কৃত্যাধিকরণ।

কৃত্যাধিকরণে সংঘ বিবাদ করে, এটি বিবাদ অধিকরণ। বিবাদমানেরা অনুবাদ করে; এটি অনুবাদ অধিকরণ। অনুবাদমানেরা আপত্তি প্রাপ্ত হয়; এটি আপত্তি অধিকরণ। সেই আপত্তির জন্যে সংঘ দণ্ডকর্ম করে; এটি কৃত্যাধিকরণ। এভাবে কৃত্যাধিকরণহেতু বিবাদাধিকরণ হয়, অনুবাদাধিকরণ হয় এবং আপত্তি অধিকরণ হয়।

৬. জিজ্ঞাসা বার

৩৪৯. যথায় স্মৃতি বিনয়, তথায় কি সম্মুখ বিনয়? যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় কি স্মৃতি বিনয়? যথায় অমূঢ় বিনয়, তথায় কি সম্মুখ বিনয়? যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় কি অমূঢ় বিনয়? যথায় প্রতিজ্ঞাকরণ, তথায় কি সম্মুখ বিনয়? যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় কি প্রতিজ্ঞাকরণ? যথায় যেভুয়্যসিকা, তথায় কি সম্মুখ বিনয়? যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় কি যেভুয়্যসিক? যথায় তৎপাপিয়সিকা, তথায় কি সম্মুখ বিনয়? যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় কি তৎপাপিয়সিকা? যথায় তৃণাবৃতকরণ, তথায় কি সম্মুখ বিনয়? যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় কি তৃণাবৃতকরণ?

৭. বিসর্জন বার

৩৫০. (১) যেই সময়ে সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং স্মৃতি বিনয় দ্বারা অধিকরণ (অভিযোগ)-কে উপশান্ত করে; তখন যথায় স্মৃতি বিনয়, তথায় সম্মুখ বিনয়; যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় স্মৃতি বিনয় থাকে। কিন্তু তখন

তথায় অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, যেভুয়্যসিকা, তৎপাপিয়সিকা বা তৃণাবৃতকরণ থাকেন।

(২) যেই সময়ে সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং অমূঢ় বিনয় দ্বারা..., সম্মুখ বিনয় এবং প্রতিজ্ঞাকরণ দ্বারা... সম্মুখ বিনয় এবং যেভুয়্যসিকা দ্বারা..., সম্মুখ বিনয় এবং তৎপাপিয়সিকা দ্বারা..., সম্মুখবিনয় এবং তৃণাবৃতকরণ দ্বারা অধিকরণকে উপশান্ত করে; তখন যথায় স্মৃতি বিনয়, তথায় সম্মুখ বিনয়; যথায় সম্মুখ বিনয়, তথায় স্মৃতি বিনয় থাকে। কিন্তু তখন তথায় অমূঢ় বিনয়, প্রতিজ্ঞাকরণ, যেভুয্যসিকা, তৎপাপিয়সিকা বা তৃণাবৃতকরণ থাকে না।

৮. সংশ্লিষ্ট বার

৩৫১. (১) সম্মুখ বিনয় বা স্মৃতি বিনয়, [এই ধর্মগুলো সংশ্লিষ্ট বা বিসংশ্লিষ্ট? এ সকল ধর্মকে বিশ্লেষণ করে করে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে নানা কারণে কি প্রজ্ঞাপ্তি করতে] সম্মুখ বিনয় বা অমূঢ় বিনয়...। সম্মুখ বিনয় বা প্রতিজ্ঞাকরণ;...। সম্মুখবিনয় বা যেভুয়্যসিকা...। সম্মুখ বিনয় বা তৎপাপিয়সিকা...। সম্মুখ বিনয় বা তৃণাবৃতকরণ; এই ধর্মগুলো সংশ্লিষ্ট বা বিসংশ্লিষ্ট? এ সকল ধর্মকে বিশ্লেষণ করে করে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে নানা কারণে কি প্রজ্ঞাপিত করতে?

(২) সম্মুখ বিনয় বা স্মৃতি বিনয়; এই ধর্মগুলো সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নয়। এ সকল ধর্মকে বিশ্লেষণ করে করে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে নানা কারণে প্রজ্ঞাপিত করতে। সম্মুখ বিনয় বা অমূঢ় বিনয়...। সম্মুখ বিনয় বা প্রতিজ্ঞাকরণ...। সম্মুখ বিনয় বা যেভুয়্যসিকা...। সম্মুখ বিনয় বা তৃণাবৃতকরণ...।

এই ধর্মগুলো সংশ্লিষ্ট, অসংশ্লিষ্ট নয়। এই ধর্মগুলো বিশ্লেষণ করে করে নান কারণে প্রজ্ঞাপিত করতে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

৯. সপ্ত সমথ নিদান

৩৫২. (১) ১. সম্মুখ বিনয় কী? নিদান (ভিত্তি) কী? সমুদয় (কারণ) কী? জাতি (জন্ম) কী? উৎস (পভব) কী? সম্ভার (প্রস্তুতি) কী? সমুত্থান কী?

(২) স্মৃতি বিনয় কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(৩) অমূঢ় বিনয় কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(৪) প্রতিজ্ঞাকরণ কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(৫) যেভুয়্যসিকা কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(৬) তৎপাপিয়সিকা কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

(৭) তৃণাবৃতকরণ কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? উৎস কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

উত্তর : ১. সম্মুখ বিনয়ের নিদানই এটির নিদান। এটির নিদানই এটির সমুদয়। এটির নিদানই এটির জাতি। এটির নিদানই এটির উৎস। এটির নিদানই এটির সম্ভার। এটির নিদানই এটির সমুত্থান। ২. সতি বিনয়...। ৩. অমূঢ় বিনয়...। ৪. প্রতিজ্ঞাকরণের নিদানই এটির নিদান। নিদানই এটির নিদান । নিদানই এটির সমুদয়। এটির নিদান এটির জাতি। এটির নিদানই এটির উৎস। এটির নিদানই এটির প্রস্তুতি। এটির নিদানই এটির সমূত্থান। ৫. যেভুয়্যসিকা এটির নিদানই এটির ভিত্তি। এটির নিদানই এটির কারণ। এটির নিদানই এটির জন্ম। এটির নিদান...। ৬. তৎপাপিয়সিকা। এটির নিদানই এটির ভিত্তি।...। ৭. তৃণাবৃতকরণ। এটির নিদানই এটির ভিত্তি। এটির নিদানই এটির কারণ। এটির নিদানই এটির জন্ম। এটির নিদানই এটির উৎস। এটির নিদানই এটির প্রস্তুতি। এটির নিদানই এটির সমুত্থান।

(২) ১. সম্মুখ বিনয় কী? নিদান (ভিত্তি) কী? সমুদয় (কারণ) কী? জাতি (জন্ম) কী? প্রভব (উৎস) কী? সম্ভার (প্রস্তুতি) কী? সমুত্থান কী? ২. স্মৃতি বিয়য় কী?...? ৩. অমূঢ় বিনয় কী?...? ৪. প্রতিজ্ঞাকরণ কী?...? ৫. যেভুয়্যসিক কী?...? ৬. তৎপাপিয়সিকা কী?...? ৭. তৃণাবৃতকরণ কী?...? সতি বিনয়ের নিদানই এটির নিদান। এটির নিদানই এটির সমুদয়। এটির নিদানই এটির জাতি। এটির নিদানই এটির প্রভব। এটির নিদানই এটির প্রভব। এটির নিদানই এটির সমুত্থান।

অমূঢ় বিনয়ের নিদানই এটির নিদান...।

প্রতিজ্ঞাকরণের নিদানই এটির নিদান...।

যেভুয়্যসিকার নিদানই এটির নিদান...।

তৎপাপিয়সিকের নিদানই এটির নিদান...।

তৃণাবৃতকরণের নিদানই এটির নিদান...। ৮. সম্মুখ বিনয়ের হেতু এটির নিদান। এটির হেতু এটির সমুদয়। এটির হেতু এটির জাতি। এটির হেতু

এটির প্রভব। এটির হেতু এটির সম্ভার। এটির হেতুই এটির সমুত্থান। ৯. সতি বিনয়ের হেতুই এটির নিদান...। ১০. অমূঢ় বিনয়ের হেতুই এটির নিদান...। ১১. প্রতিজ্ঞাকরণের হেতুই এটির নিদান...। ১২. যেভুয়্যসিকার হেতুই এটির নিদান...। ১৩. তৎপাপিয়সিকার হেতুই এটির নিদান...। ১৪. তৃণাবৃতকরণের হেতুই এটির নিদান...। এটির হেতুই এটির সমুদয়। এটির হেতুই এটির জাতি। এটির হেতু এটির এটির প্রভব। এটির হেতুই এটির সম্ভার। এটির হেতুই এটির সমুত্থান।

(৩) ১. ২. ৩. ৪. ৫. সম্মুখ বিনয় কী? এটির নিদান কী? এটির সমুদয় কী? এটির জাতি কী? এটির সম্ভার কী? এটির সমুত্থান কী? ৬. স্মৃতি বিনয় কী?...। ৭. অমূঢ় বিনয় কী? এটির নিদান কী?...? ৮. প্রতিজ্ঞাকরণ কী? এটির নিদান কী?...? ৯. যেভুয়্যসিকা কী? এটির নিদান কী?...? ১০. তৎপাপিয়সি কী? এটির নিদান কী?...? ১১. তৃণাবৃতকরণ কী? এটির নিদান কী?...?

উত্তর : (১) সম্মুখ বিনয়ের প্রত্যয় (সহায়ক বস্তু বা বিষয়) এটির নিদান। এটির প্রত্যয়ই এটির সমুদয়। এটির প্রত্যয়ই এটির জাতি। এটির প্রত্যয়ই এটির প্রভব। এটির প্রত্যয়ই এটির সম্ভার। এটির প্রত্যয়ই এটির সমুত্থান।

(২) স্মৃতি বিনয়ের প্রত্যয়ই এটির নিদান...।

(৩) অমূঢ় বিনয়ের প্রত্যয়ই এটির নিদান...।

(৪) প্রতিজ্ঞাকরণের প্রত্যয়ই এটির নিদান...।

(৫) যেভুয়্যসিকার প্রত্যয়ই এটির নিদান...।

(৬) তৎপাপিয়সিকার প্রত্যয়ই এটির নিদান...।

(৭) তৃণাবৃতকরণের প্রত্যয়ই এটির নিদান। তৃণাবৃতকরণের প্রত্যয়ই এটির সমুদয়। তৃণাবৃতকরণের প্রত্যয়ই এটির জাতি। তৃণাবৃতকরণের প্রত্যয়ই এটির প্রভব। তৃণাবৃতকরণের প্রত্যয়ই এটির সম্ভার। তৃণাবৃতকরণের প্রত্যয়ই এটির সমুত্থান।

৩৫৩. সপ্ত সমথের কয়টি মূল, কয়টি সমুত্থান? সপ্ত সমথের ছাব্বিশটি মূল এবং ছয়ত্রিশটি সমুত্থান। সপ্ত সমথের ২৬টি মূল কী কী? এটির চারটি সম্মুখ মূল; যথা : ১. সংঘ সম্মুখতা, ২. ধর্ম সম্মুখতা, ৩. বিনয় সম্মুখতা এবং ৪. ব্যক্তি সম্মুখতা। একইভাবে স্মৃতি বিনয়ের চারটি মূল; অমূঢ় বিনয়ের চারটি মূল। আবার প্রতিজ্ঞাকরণের মূল দুটি; যথা : যে আপত্তি দেশনা করে এবং যে দেশনা গ্রহণ করে।

পুনঃ যেভুয়্যসিকার মূল (স্মৃতি বিনয়ের ন্যায়) চারটি এবং তৎপাপিয়সিকা ও তৃণাবৃতকরণের মূলও চারটি; যথা : সংঘ সম্মুখতা, ধমসম্মুখতা, বিনয় সম্মুখতা এবং ব্যক্তি সম্মুখতা।

সপ্ত সমথের এটিই ২৬টি মূল।

সপ্ত সমথের ৩৬টি সমুত্থান কী কী? সম্মুখ বিনয় কর্মের ক্রিয়া, করণ, উপগমন, সমঝোতা (অজ্ঝুপগমগণং), সহনশীলতা (অধিবাসনা) এবং প্রতিবাদহীনতা (অপ্পটিকোসনা)। ২. স্মৃতি বিনয় কর্মের...। একইভাবে ৩. অমূঢ় বিনয় কর্মের... ৪. প্রতিজ্ঞাকরণ বিনয় কর্মের ৫. যেভুয়্যসিকা কর্মের... ৬. তৎপাপিয়সিকা কর্মের... ৭. তৃণাবৃতকরণ কর্মের ক্রিয়া, করণ, উপগমন, সমঝোতা, সহনশীলতা এবং প্রতিবাদহীনতা। এটিই সপ্ত সমথের ছত্রিশ প্রকার সমুত্থান।

১০. সপ্ত সমথ নানার্থাদি

২৫৪. ১. সম্মুখ বিনয় বা স্মৃতি বিনয়, এই ধর্মগুলো কি নানার্থে, নানা ব্যঞ্জনা, অথবা একার্থেই নান ব্যঞ্জনা? ২. সম্মুখ বিনয় বা অমূঢ় বিনয় এই ধর্মগুলো কি নানার্থে নানা ব্যঞ্জনা, অথবা একার্থেই নানা ব্যঞ্জনা? ৩. সম্মুখ বিনয় বা প্রতিজ্ঞাকরণ এই ধর্মগুলো কি নানার্থে...? ৪. সম্মুখ বিনয় বা যেভুয়্যসিকা এই ধর্মগুলো কি নানার্থে...? ৫. সম্মুখ বিনয় বা তৎপাপিয়সিকা এই ধর্মগুলো কি নানার্থে...? ৬. সম্মুখ বিনয় বা তৃণাবৃতকরণ এই ধর্মগুলো কি নানার্থে নানা ব্যঞ্জনা, নাকি একার্থে নানা ব্যঞ্জনা?

৩৫৫. বিবাদ বিবাদ অধিকরণকে; বিবাদ অধিকরণকে নয়; অধিকরণকে বিবাদে নয়। কিন্তু অধিকরণ আর বিবাদই বা কী? কোন বিবাদ, বিবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। কোন বিবাদ, বিবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। কোন অধিকরণ বিবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। আর কোন অধিকরণকে বিবাদ সম্পর্কিত করে।

তথায় কত প্রকার বিবাদ, বিবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? এখানে ভিক্ষুগণ বিবাদ করে ধর্মত বা অধর্মত... প্রদুষ্ট বা অপ্রদুষ্ট আপত্তি সংশ্লিষ্ট হয়ে। যা তথায় ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ইত্যাদি হয়ে থাকে। এ সকল বিবাদ বিবাদ অধিকরণভুক্ত হয়।

তথায় কত প্রকার বিবাদ অধিকরণ (অভিযোগ) কে সম্পর্কিত করে না? যথা : মাতা পুত্রের সাথে বিবাদ করে; পুত্র মাতার সাথে বিবাদ করে; পিতা

পুত্রের সাথে বিবাদ করে; পুত্র পিতার সাথে বিবাদ করে; ভাই ভাইয়ের সাথে বিবাদ করে; ভাই বোনের সাথে বিবাদ করে; ভগিনী ভাইয়ের সাথে বিবাদ করে; সহায়ক সহায়কের সাথে বিবাদ করে; এ সকল বিবাদ অধিকরণভুক্ত নয়।

তথায় কোন অধিকরণকে (অভিযোগকে) বিবাদের সাথে সম্পর্কিত করা হয় না? অনুবাদ অধিকরণকে, আপত্তি অধিকরণকে এবং কৃত্যাধিকরণকে; এই অধিকরণগুলোকে বিবাদের সাথে সম্পর্কিত করা হয় না।

তথায় কোনো অধিকরণকে বিবাদ সম্পর্কিত করে কি? বিবাদ অধিকরণকে, বিবাদে অধিকরণ সম্পর্কিত করে থাকে।

৩৫৬. অনুবাদ, অনুবাদ অধিকরণকেই সম্পর্কিত করে; অনুবাদ অন্য কোনো অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। অধিকরণকে কি আর কোনো অনুবাদ সম্পর্কিত করে না? কিছু অনুবাদ অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে, কিছু অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। কিছু অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে না। আবার কিছু অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে থাকে।

তথায় কয়টি অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? এখানে ভিক্ষুরা ভিক্ষুকে শীলবিপত্তি বা আচারবিপত্তি অথবা দৃষ্টিবিপত্তি বা আজীববিপত্তি দ্বারা অনুবাদ (অভিযুক্ত) করেন। তথায় যেই অনুবাদ, অনুবাদন, অনুল্লাপন, অনুভণন, অনুসম্পবঙ্কতা, অব্ভুসহনতা, অনুবল প্রদান; এ সকল অনুবাদই অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে।

তথায় কয়টি অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না? মাতা পুত্রকে অনুবাদ করে, পুত্র মাতাকে অনুবাদ করে, পিতা পুত্রকে অনুবাদ করে, পুত্র পিতাকে অনুবাদ করে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে অনুবাদ করে, ভাই বোনকে অনুবাদ করে, বোন ভাইকে অনুবাদ করে, সহায়ক সহায়ককে অনুবাদ করে। এ সকল অনুবাদ অধিকরণকে সম্পর্কিত করে।

তথায় কয়টি অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে না? আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ, বিবাদ অধিকরণ, এ সকল অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে না। তথায় কয়টি অধিকরণকে অনুবাদ সম্পর্কিত করে? অনুবাদ অধিকরণকে অধিকরণ এবং অনুবাদ সম্পর্কিত করে।

৩৫৭. আপত্তি, আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। অধিকরণকে আপত্তি সম্পর্কিত করে না। অধিকরণকে আপত্তি কি সম্পর্কিত করে?

কিছু আপত্তি, আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। কিছু আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। কিছু অধিকরণকে আপত্তিসম্পর্কিত করে না। আর কিছু আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে।

তথায় কয়টি আপত্তি, আপত্তি অধিকরণকে সম্পকিত করে? পঞ্চ আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। সপ্ত আপত্তিস্কন্ধ আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে। এটি আপত্তি ও আপত্তি অধিকরণের সম্পর্ক।

তথায় কয়টি আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? স্রোতাপত্তি সমাপত্তি। এই আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে।

তথায় কয়টি আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না? কৃত্যাধিকরণ, বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ; এই আপত্তিগুলো অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। তথায় কয়টি আপত্তি অধিকরণকে সম্পর্কিত করে? আপত্তি অধিকরণ এবং আপত্তিজাতীয় অধিকরণগুলো।

৩৫৮. কৃত্য কৃত্যাধিকরণকে সম্পর্কিত করে। কৃত্য অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। অধিকরণ কৃত্যকে সম্পর্কিত করে না। অধিকরণকে কি কৃত্য সম্পর্কিত করে?

কিছু কৃত্য কৃত্যাধিকরণকে সম্পর্কিত করে। কিছু কৃত্য অধিকরণকে সম্পর্কিত করে না। কিছু অধিকরণ কৃত্যকে সম্পর্কিত করে না। কিছু অধিকরণকে কৃত্য সম্পর্কিত করে।

তথায় কয়টি কৃত্য কৃত্যাধিকরণকে সম্পর্কিত করে? যা সংঘের কৃত্যতা, করণীয়তা, অবলোকন কর্ম; জ্ঞাপ্তি কর্ম, জ্ঞাপ্তি কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি তুর্থ কর্ম; এই কৃত্যই কৃত্যাধিকরণ।

তথায় কয়টি কৃত্যের কোনো অধিকরণ নেই? আচার্য কৃত্য, উপাধ্যায় কৃত্য, সম উপাধ্যায় কৃত্য, সম-আচার্য কৃত্য; এ সকল কৃত্যের কোনো অধিকরণ নেই। তথায় কয়টি অধিকরণের কোনো কৃত্য নেই? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ; এই অধিকরণগুলোর কোনো কৃত্য নেই।

তথায় অধিকরণকে কয়টি কৃত্যসম্পর্কিত করে? কৃত্যাধিকরণকে এবং অধিকরণগুলোকে কৃত্যাধিকরণ সম্পর্কিত করে।

[অধিকরণ ভেদ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অধিকরণ উক্কোটে, আকারে আর পুদ্গালে;
নিদানহেতু প্রত্যয় মূল, আর সমুত্থানে।

আপত্তি হয় যথা সংশ্লিষ্ট আর নিদানে;
হেতু-প্রত্যয় মূলাদি সমুত্থান আর ব্যঞ্জনে।
বিবাদ অধিকরণ হয়, ভেদ আর অধিকরণে।

অপর গাথা-সংগ্রহ

১. পুনঃ প্রমাণের প্রশ্ন-বিসর্জন

৩৫৯. পূর্ণ প্রমাণ কী অর্থে, স্মরণও বা কিসের কারণে?
সংঘ ও বা কী অর্থে স্মৃতি কর্ম করে কী কারণ?
পুনঃ প্রমাণ স্মরণার্থে, নিগ্রহ করতে যে স্মরণ;
সংঘ পরিগ্রহণার্থে স্মৃতি কর্ম নিরীক্ষা বা যেই ক্ষণ।
দ্রুত বলিতে নাই, চণ্ডকথা নহে রে ভাষণে;
প্রতিঘাত নহে রে কভু যদিও তুমি থাক পরীক্ষকে।
নহে কভু সহসা ভাষণ ঝগড়া বাক্য অনর্থ সংহিতে;
সুত্তে বিনয়ে অনুলোমে প্রজ্ঞপ্তে অনুলোমিকে।
অনুযোগ বত্ত, শ্রবণে কুশল কৃতে বুদ্ধিমত্তাতে;
সুব্যক্ত শিক্ষানুকূলে গতি নহে নাশ জন্মান্তরে।
হিতৈষী আত্মনিমগ্ন কালেতে থূপ সংহিতে;
অভিযোগী, অভিযুক্তা ধরো না কভূ দ্রুত গতে।
পুনঃ প্রমাণ দাবিকারী আপন্ন হয় দোষে;
পুনঃ প্রমাণদাতা হয় মুক্ত অবশেষে।
উভয়ে অনুৎক্ষিপ্ত হয় প্রতিজ্ঞা সন্ধিতে,
লজ্জীকৃত প্রতিজ্ঞাতে অলজ্জী নাই এতে।
অলজ্জীর বহু ভাষণ, ব্রত সন্ধিতে করাতে;
অলজ্জীর কিবায় আসে প্রতিজ্ঞায় না আরোহণে?
এসব তাই জিজ্ঞাসি আমি কীদৃশ তা হবে;
অলজ্জীতে ব্যক্তিকে যদি প্রতিজ্ঞা বলাতে?
সজ্ঞানে অপরাধ প্রাপ্ত, আপত্তিকে গোপন করে;
অগতি গমনে যায় এতাদৃশ অলজ্জী পুদ্গালে।
আমিই সত্যকে জানি এতাদৃশ অলজ্জী পুদ্গালে;
অন্যান্য জিজ্ঞাসি আমি কীদৃশ লজ্জী পুদ্গালে?
সজ্ঞানে আপত্তি না হয়ে; আপত্তি গোপন না করে;

অগতি গমনে না যায়, এতাদৃশ লজ্জী পুদ্গলে।
সত্যই জানি আমি, এতাদৃশ লজ্জী পুদ্গল তাকেই বলে,
অন্যান্য তাই জিজ্ঞাসী আমি কীদৃশ বলে অধর্ম প্রশ্নকে?
অকালে উৎসাহে অভূত বিষয়ে, কর্কশবাক্যেতে অনর্থ সংহিতে;
দ্বেষ-রোষ মৈত্রীহীনকে জান, অধার্মিক পরামর্শক বলে।
সত্যই জানি আমি এতাদৃশ অধার্মিক পরামর্শ দাতাকে;
অন্যকে তাই জিজ্ঞাসি কীদৃশকে মূর্খ পরামর্শক বলে?
পূর্বাপর নাহি জানে, পূর্বাপরে অদক্ষ, অনুসন্ধান বাক্যপথ
অনুসন্ধান আর বাক্‌চাতুর্যে অদক্ষ,
এতাদৃশকে না জানে, মুর্খ বিচারক বলে।
সত্যই জানি আমি এতাদৃশ জন, মূর্খ বিচারক থাকে বলে;
অন্য তাই জিজ্ঞাসি কীদৃশ বিজ্ঞ বিচারক বলে কীদৃশ ব্যক্তিকে?
পূর্বাপর জানে, পূর্বাপর কোবিদ,
বাক্যে পথে অনুসন্ধি, বাক্যেতে কোবিদে।
এতাদৃশ ব্যক্তিকে বলে পণ্ডিত বিচারক বলে;
সত্যই জানি আমি এতাদৃশ ব্যক্তি যাকে পণ্ডিত বিচারক বলে;
অন্য তাই জিজ্ঞাসি আমি বিচারক কী প্রকারে বলে।
শীলবিপত্তি অথবা আচার দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন যে করে;
জীবিকার বিশুদ্ধিতা নিয়ে প্রশ্নকারী হয়, যথা বিচারকে।

[অপর গাথা-সংগ্রহ সমাপ্ত]

অভিযোগ খণ্ড

১. অনুবিজ্জক (পরীক্ষক) অনুযোগ

৩৬০. পরীক্ষক বিচারককে জিজ্ঞাস্য—আবুসো, আপনি এই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করেছেন কি? কী বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন? শীলবিপত্তি বা আচারবিপত্তি, বা দৃষ্টিবিপত্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা, বিচার করেছেন কি? তখন তিনি যদি এরূপ বলেন; আমি তাকে শীলবিপত্তি, বা আচারবিপত্তি, বা দৃষ্টিবিপত্তি, সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি তাকে এরূপ প্রশ্ন করতে পারেন আয়ুষ্মান, আপনি জানেন, শীলবিপত্তি কী? জানেন কি, আচারবিপত্তি কী? জানেন কি, দৃষ্টিবিপত্তি কী? হ্যাঁ, আবুসো, আমি জানি শীলবিপত্তি কী, আচারবিপত্তি কী, দৃষ্টিবিপত্তি কী। তাকে তখন প্রশ্ন করতে হবে, আবুসো

তাহলে বলুন তো শীলবিপত্তি কয়টি? তখন তিনি এরূপই বলবেন, চারি পারাজিকা, তেরো সংঘাদিশেষ, এগুলো শীলবিপত্তি। থুল্লচ্চয়, পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনীয়, দুক্কট, দুব্‌ভাসিত, এগুলো আচারবিপত্তি। মিথ্যাদৃষ্টি অন্তরগ্রাহী ধারণা; তাই এটি দৃষ্টিবিপত্তি। তখন তাকে এরূপ বলতে হবে—আবুসো, আপনি এই ভিক্ষুকে যে জিজ্ঞেস করলেন, তা কি দেখে বললেন, না শুনে বললেন, নাকি সন্দেহ করে বললেন? তখন তিনি এরূপ বলতে পারেন—আমি তা দেখে জিজ্ঞেস করেছি, অথবা শুনে জিজ্ঞেস করেছি, বা সন্দেহবশত জিজ্ঞেস করেছি। তখন তাকে পুনঃ জিজ্ঞেস করতে হবে—আবুসো, যদি আপনি দেখার দ্বারা এই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করে থাকে; তাহলে তার কি দেখে? কোন বিষয় দেখে? কখন দেখে? কীভাবে দেখে? পারাজিকা প্রাপ্ত হতে দেখে? সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হতে দেখে? থুল্লচ্চয়...? পাচিত্তিয়...? প্রতিদেশনীয়...? দুক্কট প্রাপ্ত হতে... দেখে? দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হতে দেখে? আপনি তখন কোথায় ছিলেন? ভিক্ষুটি তখন কোথায় ছিল? আপনি তখন কি করেছিলেন? সেই ভিক্ষুটি তখন কি করছিলেন?

তিনি তখন এরূপ বলতে পারেন—আবুসো, আমি এই ভিক্ষুকে দেখে অভিযুক্ত করিনি, কিন্তু শুনেই অভিযুক্ত করেছি। তিনি এরূপ বললে, তখন তাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য—যদি আবুসো, এই ভিক্ষুকে আপনি শুনেই অভিযুক্ত করে থাকেন; তাহলে কি শুনে? কোন বিষয়ে শুনে? কখন শুনে? কোথায় শুনে? পারাজিকা প্রাপ্ত হতে শুনে? সংঘাদিশেষ ..? থুল্লচ্চয়...? পাচিত্তিয়...? প্রতিদেশনীয়...? দুক্কট...? দুব্‌ভাসিত... প্রাপ্ত হতে শুনে?

ভিক্ষু হতে শুনে? ভিক্ষুণী হতে শুনে? শিক্ষা মানা হতে শুনে? শ্রামণ হতে শুনে? শ্রামণেরী হতে শুনে? উপাসক হতে শুনে? উপাসিকা হতে শুনে? রাজা হতে শুনে? বন রাজ মহামাত্য শুনে? তীর্থিয় হতে শুনে? বা তীর্থিয় শ্রাবক হতে শুনে?

তিনি যদি তখন বলেন; না, আবুসো, আমি শুনে এই ভিক্ষুকে অভিযুক্ত করিনি; কিন্তু সন্দেহবশত অভিযুক্ত করেছি। তখন তাকে এরূপ প্রশ্ন করা যায় যথা : যদি আবুসো, আপনি সন্দেহ করেই এই ভিক্ষুকে অভিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে কী সন্দেহ করলেন? কীভাবে সন্দেহ করলেন? কখন সন্দেহ করলেন? কোথায় সন্দেহ করলেন? পারাজিকা প্রাপ্তিতে সন্দেহ করলেন? সংঘাদিশেষ প্রাপ্তিতে সন্দেহ করলেন? থুল্লচ্চয়...? পাচিত্তিয়...? প্রতিদেশনীয়...? দুক্কট...? দুব্‌ভাসিত প্রাপ্তিতে সন্দেহ করলেন কি?

ভিক্ষু হতে শুনে সন্দেহ করলেন কি? ভিক্ষুণী হতে...? শিক্ষামনা...? শ্রামণ হতে...? শ্রামণেরী হতে...? উপাসক হতে...? উপাসিকা হতে...? রাজা হতে...? রাজমহামাত্য হতে...? তৈর্থিক হতে...? তৈর্থিয় শ্রাবক হতে শুনে সন্দেহ করলেন কি?

৩৬১. দৃষ্ট, দৃষ্টে সহ দৃষ্টে একই সাথে দেখে;
দৃষ্ট হেতু নয় সিদ্ধান্তে অশুদ্ধ সন্দেহে।
সে ব্যক্তির প্রতিজ্ঞায় কর্তব্য তারই উপোসথে;
শ্রুত, শ্রুতিতে সহশ্রুতিতে সাথে শুনে;
শ্রুতি-হেতু নয় সিদ্ধান্ত অশুদ্ধ সন্দেহে।
সেই পুদ্গালের প্রতিজ্ঞা উচিত, তারই উপোসথে।
চিন্তা, চিন্তে সহ চিন্তে, সহ চিন্তাতে;
চিন্তা-হেতু নহে সিদ্ধান্ত অশুদ্ধ সন্দেহে।
সেই পুদ্গালের প্রতিজ্ঞা উচিত তারই উপোসথে।

৩৬২. অভিযোগের কোনটি আদি, মধ্যে কী এবং অবসানে কী? অভিযোগে 'অবকাশ কম' আদি, ক্রিয়া মধ্য এবং 'সমথ' বা সমাধান কর্ম অবসান।

অভিযোগের মূল কয়টি? বত্থু কয়টি? ভূমি কয়টি? কত প্রকারে অভিযোগ করা হয়? অভিযোগের মূল দুটি বত্থু তিনটি ভূমি পাঁচটি এবং দ্বিবিধ আকারে অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগের দ্বিবিধ মূল কী কী? সমূলক এবং অমূলক। অভিযোগের এই দুই প্রকার মূল। অভিযোগের তিনটি বত্থু কী কী? দৃষ্ট, শ্রুত এবং সন্দেহ এই তিনটি অভিযোগের বত্থু। অভিযোগের পঞ্চ ভূমি কী কী? ১. যথাসময়ে বলবো, অসময়ে বলবো না; ২. বাস্তবই বলবো, অবাস্তব বলবো না; ৩. প্রিয় বাক্যেই বলবো, কর্কশ বাক্যে বলবো না; ৪. অর্থসংযুক্তই বলবো, অনর্থক বলবো না; ৫. মৈত্রীচিত্তে বলবো, দ্বেষচিত্তে বলবো না। অভিযোগের এটিই পঞ্চ ভূমি। দুই প্রকারে অভিযোগ করা যায়, উহা কী কী? কায়ের দ্বারা অভিযোগ করা যায়; অথবা বাক্যের দ্বারা করা যায়। এভাবে দুই প্রকারে অভিযোগ যায়।

২. অভিযোগাদির প্রতিপত্তি

৩৬৩. অভিযোগকারী কীভাবে অনুসরণ কর্তব্য? অভিযুক্ত কীভাবে অনুসরণ কর্তব্য? সংঘ কীভাবে অনুসরণ কর্তব্য? পরীক্ষক কীভাবে অনুসরণ

কর্তব্য?

অভিযোগকারী দ্বারা কীভাবে অনুসরণ কর্তব্য? অভিযোগকারী দ্বারা পঞ্চ ধর্মের প্রতিষ্ঠা দানের লক্ষ্যে অভিযোগ উত্থাপন কর্তব্য; যথা : ১. যথাসময়েই বলবো, অসময়ে নয়; ২. বাস্তবই বলবো, অবাস্তব নয়; ৩. স্নেহ-পূর্ণ বাক্যেই বলবো, কর্কশ বাক্যে নয়; ৪. অর্থপূর্ণই বলবে, অনর্থক নয়; ৫. মৈত্রীপূর্ণ চিত্তেই বলবো, দ্বেষ চিত্তে নয়। অভিযোগকারী কর্তৃক এভাবেই অনুসরণ কর্তব্য।

অভিযুক্ত দ্বারা কীভাবে অনুসরণ কর্তব্য? অভিযুক্ত দ্বারা দুই ধর্মের মধ্যে অনুসরণ কর্তব্য; যথা : সত্যের দ্বারা এবং অক্ষুব্ধভাবে অভিযুক্ত এই দুইভাবে অনুসরণ করা কর্তব্য।

সংঘ কর্তৃক কীভাবে অনুসরণ কর্তব্য? নিমজ্জিত না অনিমজ্জিত জানা কর্তব্য। সংঘ কর্তৃক এভাবে অনুসরণ কর্তব্য।

পরীক্ষকের দ্বারা কীভাবে অনুসরণ কর্তব্য? পরীক্ষক দ্বারা ধর্ম-বিনয় অনুসারে শাস্তার শাসনের দ্বারা সেই অভিযোগকে উপশম, সুউপশম কর্তব্য। পরীক্ষক এভাবেই অনুসরণ কর্তব্য।

৩৬৪. উপোসথ কী অর্থে, প্রবারণা বা কীসের কারণে?
পরিবাস কী অর্থে, মূলেপ্রতিকর্ষণ কীসের কারণে?
কী অর্থে মানত্ত, আহ্বান বা কীসের কারণে?
একতার জন্যেই উপোসথ, বিশুদ্ধির লক্ষ্যে প্রবারণা;
পরিবাস, মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ, হয় নিগ্রহে।
মানত্ত হয় আহ্বানার্থে, বিশুদ্ধিতা হয় আহ্বানে;
ছন্দ, দ্বেষ, ভয়, মোহ ভাষিত হয় থেরগণে।
দেহত্যাগে দুষ্প্রাজ্ঞ ক্ষত উপহত ইন্দ্রিয়ে;
মূর্খের হয় নিরয়গতি, শিক্ষাপদে অগৌরবে।
আমিষের তরে নহে, নহে রে ব্যক্তির কারণে;
এতে উভয় বিসর্জনে, যথা ধর্ম তথা করে।

৩. অভিযোগকারীর স্ব-অগ্নি প্রজ্বলন

ক্রোধ আর প্রদুষ্টচিত্ত, চণ্ড আর নিন্দুকে;
আপত্তি অনাপত্তি আরোপ, স্বপ্রজ্বলিত হয় অভিযোগে।
কানে শুনে জপ করে, মিথ্যাকে উপেক্ষা করে;

কুমার্গ পরিত্যাগী সদ্‌মার্গ প্রতিসেবন করে।
অনাপত্তিতে, আপত্তি আরোপ করে;
তাদৃশ অভিযোগী নিজ আগুনে নিজে জ্বলে।
অসময়ে অভিযোগ যাহা অবাস্তব, কর্কশ, অনর্থকে;
দ্বেষচিত্তে অভিযোগ নহে মৈত্রীচিত্তে।
অনাপত্তিতে আরোপ করে আপত্তির অভিযোগে;
তাদৃশ অভিযোগী নিজে জ্বলে নিজের আগুনে।
ধর্মাধর্ম নাহি জানে, ধর্মাধর্ম অকোবিদে,
অনাপত্তিতে করে আরোপ আপত্তি অভিযোগে।
তাদৃশ অভিযোগী নিজে জলে নিজের আগুনে।
বিনয় অবিনয় নাহি জানে, বিনয় অবিনয় কোবিদে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, নিজে জ্বলে নিজের আগুনে।
ভাষিত অভাষিত নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোগী জ্বলে নিজের আগুনে।
আচিন্ন-অনাচিন্ন নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ জ্বলে সে নিজের আগুনে।
প্রজ্ঞপ্তি অপ্রজ্ঞপ্তি নাহি জানে অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, জ্বলে সে নিজের আগুনে।
আপত্তি অনাপত্তি নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, জ্বলে সে নিজের আগুনে।
লঘু গুরু নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, জলে সে নিজের আগুনে।
সাবশেষ অনাবশেষ নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, জ্বলে সে নিজের আগুনে।
দুট্ঠুল্ল-অদুট্ঠুল্লা নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, জ্বলে সে নিজের আগুনে।
পূর্বাপর নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, জ্বলে সে নিজের আগুনে।
অনুসন্ধি বচনপথ নাহি জানে, অকোবিদ তাতে;
অনাপত্তিতে আপত্তি আরোপ, জ্বলে সে নিজের আগুনে।

[অভিযোগ খণ্ড সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অভিযোগ, পরীক্ষক, আর আদি মূলের উপোসথে;
গতি অভিযোগ খণ্ড হতে শাসনকে প্রতিষ্ঠিতে।

চূল (ক্ষুদ্র) সংগ্রহ

১. অনুবিজ্জকের (পরীক্ষকের) প্রতিপত্তি

৩৬৫. সংগ্রহে অবতীর্ণ ভিক্ষু সংঘসম্মুখে গমনকালে অতীব গারবতার সাথে, রজহরণসম চিত্তের সাথে। কোন আসনকার উপযুক্ত তা নির্ণয়কারী হওয়া কর্তব্য; উপবেশন কুশলী হওয়া কর্তব্য। থেরো ভিক্ষুদের উপদ্রব না হয় মতো, নবাগত ভিক্ষুদের উৎখাত না হয় মতো, যথানুকূল আসনে উপবেশন কর্তব্য। বাজে আলাপ না করে, অনন্য উত্তম ভাবনায় নিরত থাকা কর্তব্য। সাম্য বা ধর্ম ভাষণ কর্তব্য। অন্যকেও তাতে সাথী করা কর্তব্য। অন্যমনা না হয়ে আর্য-মৌনভাব ধারণ করা কর্তব্য।

সংঘের অনুমতিতে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষাকামী হয়ে; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা উচিত নয়; আচার্যকে জিজ্ঞাসা উচিত নয়; সহবিহারীকে জিজ্ঞাসা উচিত নয়; অন্তেবাসী কে জিজ্ঞাসা উচিত নয়; গোত্র জিজ্ঞাসা উচিত নয়; ধর্ম জিজ্ঞাসা উচিত নয়, কুল জিজ্ঞাসা উচিত নয়; জন্ম ভূমি জিজ্ঞাসা উচিত নয়। তা কী কারণে? অত্যাসক্তি বাদ বা প্রেম, যাতে দ্বেষ আছে, ছন্দ আছে। তাই, দ্বেষগামী, মোহগামী এবং ভয়গামী হতে পারে।

সংঘ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষাকামী হয়ে সংঘ-গারবতা দ্বারা ভাবিত হওয়া কর্তব্য, কোনো ব্যক্তি ভাব দ্বারা নয়। সদ্ধর্মের প্রতি গারবতা দ্বারা ভাবিত হওয়া কর্তব্য, কোনো বস্তু বা লাভসৎকার দ্বারা নয়। অর্থবশে ভাবিত হওয়া কর্তব্য পরিষদ কপ্পিয় দ্বারা (পরিসকপ্পিকেন) নয়। যথাসময়ে পরীক্ষণ কর্তব্য, অকালে নয়। বাস্তবতার সাথে পরীক্ষণ কর্তব্য, অবাস্তবতার সাথে নয়। স্নেহপূর্ণতার সাথে পরীক্ষণ কর্তব্য; কর্কশতার দ্বারা নয়। অর্থপূর্ণভাবে পরীক্ষণ কর্তব্য, নিরর্থক নয়। মৈত্রীচিত্তে পরীক্ষণ কর্তব্য দ্বেষ চিত্তে নয়। স্বকর্ণে শুনে জল্পনা করা উচিত, মিথ্যাশ্রবণে নয়। চক্ষু হারানো উচিত নয়। চোখের লোম উৎপাটন উচিত নয়। মস্তকের লোম উৎপাটন উচিত নয়। হাত বাঁকানো উচিত নয়। হাতে রেখা (হত্থমুদ্দা) দেখা উচিত নয়।

আসনকুশলী হওয়া কর্তব্য। উপবেশন কুশলী হয়ে জোয়াল পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে বাক্যার্থ অনুধাবন করতে পারে মতো নিজের আসনে বসা কর্তব্য। আসন তুলে দেয়া উচিত নয়। কুমিত্রের সাথে সম্পর্কিত থাকা উচিত নয়। কুপথে চলা উচিত নয়। হাত ছুঁড়ে ভাষণদান উচিত নয়। বিবেচক হওয়া কর্তব্য। অসাহসিক, অচণ্ড হওয়া কর্তব্য। বাচন শক্তিসম্পন্ন এবং মৈত্রীচিত্তসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। হিতানুকম্পী, কারুণিক হওয়া কর্তব্য। হিত পরিচর্যকারী, (হিতপরিসক্কিনা) অসম্প্রলাপী হওয়া কর্তব্য। পর্যায়ানুক্রমিক, অবৈরীবশী হওয়া কর্তব্য। অনসুরত্ব দ্বারা নিজকে পরিগ্রহ করা কর্তব্য। পরকে পরিগ্রহ কর্তব্য। অভিযোগকারীকে পরিগ্রহ কর্তব্য। অভিযোক্তাকে পরিগ্রহ কর্তব্য। অভিযোক্ত পরিগ্রহ কর্তব্য। অভিযুক্তকে পরিগ্রহ কর্তব্য। অধর্মত অভিযোক্তাকে পরিগ্রহ কর্তব্য। ধর্মত অভিযুক্ত পরিগ্রহ কর্তব্য। প্রকাশ হোক দিবালোকের মতো, অপ্রকাশিত হোক অন্ধকার বিদূরিত হওয়ায় মতো। যা অবতীর্ণ পদব্যঞ্জনা তা উত্তমরূপে পরিগ্রহণ করে, পরিপ্রশ্ন করে, যথা প্রতিজ্ঞা করানো কর্তব্য। মন্দকে ত্যাগ কর্তব্য। ভীরুর সংস্রব না করা ছন্দগতিতে (অশুভ ইচ্ছায়) গমন অকর্তব্য, দ্বেষগতিতে গমন অকর্তব্য; মোহগতিতে গমন অনুচিত। ভয়গতিতে গমন অনুচিত। মধ্যস্থভাবে ধর্মও ব্যক্তিকে ভাবা কর্তব্য। এরূপে পরীক্ষকের পরীক্ষা দ্বারা শাস্তা শাসনের হিত সাধনা করা হয়। বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদের প্রিয়; মনোজ্ঞ এবং গুরু স্থানীয় হওয়া যায়।

৩৬৬. সূত্র সংদর্শনে উপমা, নির্দেশানার্থে, অর্থ বিজ্ঞাপনার্থে পরিপ্রশ্ন স্থাপনার্থে, অবকাশ কর্মে অভিযোগ উত্থাপনার্থে অভিযোগকে স্মরণার্থে, স্মরণ সবচনার্থে, সবচনীয় অন্তরায়ার্থে (পালিবোধো), অন্তরায় বিনিশ্চয়ার্থে (বিচারার্থে), বিনিশ্চয় সন্তীরণার্থে (অনুসন্ধান/সিদ্ধান্ত), সন্তীরণ স্থানে অস্থানে অস্থানে গমনার্থে , স্থানে অস্থানে গমন, দুষ্ট চরিত্র ব্যক্তিদের নিগ্রহার্থে এবং সুশীল ভিক্ষুদের সমর্থন দানের জন্যে, সংঘের সমর্থন ও অনুমোদনার্থে (সম্প্রতিচ্ছন্ন), সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি প্রত্যয় স্থানীয় (বৈসদান) এবং অবিসংবাদ স্থানীয় হয়।

বিনয় সংবরার্থে, সংবর (সংযম) অনুশোচনাহীনার্থে, অনুশোচনাহীনতা আনন্দার্থে (পামুজ্জং) আনন্দ প্রীতিলাভার্থে, প্রীতি প্রশান্তি (প্রশ্রদ্ধি) লাভার্থে, প্রশান্তি সুখ লাভার্থে, সুখ সমাধি লাভার্থে, সমাধি যথার্থ জ্ঞান দর্শন লাভার্থে, যথাভূত জ্ঞান দর্শন নির্বেদ লাভার্থে, নির্বেদ বিরাগার্থে, বিরাগবিমুক্তি লাভার্থে, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন লাভার্থে, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন অনুৎপাদ

পরিনির্বাণার্থে।

এতদার্থেই কথিত, এতদার্থেই মন্ত্রিত; এতদার্থেই উপমিত (উপনিস্‌সা), এতদর্থেই স্রোত অবধান; যা অনুৎপাদ চিত্তের বিমোক্ষ নামে পরিচিত।

৩৬৭. অনুযোগ বাক্য শুনে (নিসাময়) বুদ্ধিমান কুশলে;
সুব্যক্ত শিক্ষাপদানুকূল গতি নাশে জন্মান্তরে।
বত্থু বিপত্তি আপত্তি নিদান আকার কোবিদে;
পূর্বাপর নাহি জানে, কৃতাকত শ্রামণে।
কর্ম আর অধিকরণ সমথ আর অকোবিদে;
রাত্রি, দুষ্ট, অমূঢ় আর ভয় মোহ গতে।
সজ্ঞানকুশলে নহে, ধ্যানে (নিজ্ঝত্তি) অকোবিদে;
লব্ধ উপেক্ষা, অলজ্জী, জনকর্মে অনাদরে।
এতাদৃশ ভিক্ষুরে সবে অপ্রতি উৎক্ষিপ্ত বলে ॥
বত্থু বিপত্তি আপত্তি নিদান আকার কোবিদে;
পূর্বাপর নাহি জানে কৃত্যাকৃত্য শ্রামণে।
কর্ম আর অধিকরণ সমথে কোবিদে;
অরত্ত, অদুষ্ঠ, অমূঢ় ভয়ে মোহে অগমনে।
সজ্ঞান কুশলেতে, ধ্যানেতে কোবিদে;
লব্ধ উপেক্ষা লজ্জী শীল শুচি কর্মী সগৌরবে।
তাদৃশ ভিক্ষুরে সবে সপ্রতিচ্ছ বলে।

চূল (ক্ষুদ্র) সংগ্রহ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা

নম্রচিত্তে জিজ্ঞাস্য গুরু, সংঘে নয়, পুদ্গালে;
সূত্র সংশোধনার্থে আর বিনয় অনুগ্রহে।
উদ্যান ক্ষুদ্র সংগ্রহে এক উদ্দেশ এখানেতে।

মহাসংগ্রহ

১. সিদ্ধান্ত দ্বারা (বোহরন্ত) জ্ঞাতব্য

৩৬৮. সংগ্রহে বিচরণরত ভিক্ষু কর্তৃক সংঘের সিদ্ধান্ত দ্বারা বিষয়গুলোকে জানা কর্তব্য। বিপত্তি জানা কর্তব্য, আপত্তি জানা কর্তব্য, নিদান জানা কর্তব্য, আকার জানা কর্তব্য, পূর্বাপর জানা কর্তব্য, কৃত্যাকৃত্য জানা কর্তব্য,

কর্ম জানা কর্তব্য, অধিকরণ জানা কর্তব্য, সমথ জানা কর্তব্য, ছন্দ (স্ব অভিরুচি) নিয়ে গমন অনুচিত, দ্বেষগতি নিয়ে গমন অনুচিত, মোহগতি নিয়ে গমন অনুচিত, ভয়গতি নিয়ে গমন অনুচিত। সংজ্ঞাপনীয় স্থানে সংজ্ঞাপন কর্তব্য, দয়ার স্থানে দয়ালু হওয়া কর্তব্য, সম্মানের স্থানে সম্মানিত হওয়া কর্তব্য, প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদিত হওয়া কর্তব্য। আমি লব্ধ সম্মানিত হবো এমন ইচ্ছায় অপর পক্ষকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। 'আমি বহুশ্রুত হবো,' এমন ইচ্ছায় অপরকে অল্পশ্রুত ভাবা উচিত নয়। 'আমি থেরো শ্রেষ্ঠ হবো,' এমন ইচ্ছায় নবাগতকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। অসম্প্রাপ্ত জন সম্প্রাপ্তের ব্যাখ্যাত সৃষ্টি উচিত নয়। ধর্ম হতে বিনয় হতে পরিহার করানো উচিত নয়। ধর্ম দ্বারা বিনয় দ্বারা শাস্তার শাসন দ্বারা অভিযোগাদি সুউপশান্ত করতে হয়। তা সেভাবেই অভিযোগের সুউপশম করা উচিত।

৩৬৯. বত্থু বা বিষয় জানা কর্তব্য। অষ্ট পারাজিকার বিষয় জানা কর্তব্য। তেইশটি সংঘাদিশেষের বিষয় জানা কর্তব্য। অনিয়তের দুই বিষয় জানা কর্তব্য। বিয়াল্লিশটি নিস্‌সগ্গিয়ের বিষয় জানা কর্তব্য। ৮৮টি পাচিত্তিয়ের বিষয় জানা কর্তব্য, বারো প্রতিদেশনীয়ের বিষয় জানা কর্তব্য। দুক্কটগুলোর বিষয় জানা কর্তব্য। দুব্‌ভাসিতের বিষয়গুলো বিপত্তি জানা কর্তব্য। শীলবিপত্তি জানা কর্তব্য।

৩৭০. আচারবিপত্তি জানা কর্তব্য। আজীববিপত্তি জানা কর্তব্য।

৩৭১. আপত্তি জানা কর্তব্য। পারাজিকা আপত্তি জানা কর্তব্য। সংঘাদিশেষ আপত্তি জানা কর্তব্য, থুল্লচ্চয় আপত্তি জানা কর্তব্য, পাচিত্তিয়াপত্তি জানা কর্তব্য। প্রতিদেশনীয় আপত্তি জানা কর্তব্য। দুক্কটাপত্তি জানা কর্তব্য। দুব্‌ভাসিত আপত্তি জানা কর্তব্য।

৩৭২. নিদান জানা কর্তব্য, অষ্ট পারাজিকা জানা কর্তব্য, সংঘাদিশেষের ২৩টি নিদান জানা কর্তব্য। অনিয়তের দুটি নিদান জানা কর্তব্য। ৪২টি নিস্‌সগ্গিয়ে নিদান জানা কর্তব্য। ৮৮টি পাচিত্তিয়ের নিদান জানা কর্তব্য। ১২টি প্রতিদেশনীয়ের নিদান জানা কর্তব্য। দুক্কটের নিদান জানা কর্তব্য এবং দুব্‌ভাসিতের নিদান জানা কর্তব্য।

৩৭৩. অবস্থা জানা কর্তব্য। সংঘের অবস্থা জানা কর্তব্য। অভিযোক্তার অবস্থা জানা কর্তব্য। অভিযুক্তের অবস্থা জানা কর্তব্য। সংঘের অবস্থা জানা কর্তব্য কীভাবে? এই সংঘ তাঁর ক্ষমতা বলে এই ব্যক্তির এই অভিযোগকে ধর্ম-বিনয় নামক শাস্তার শাসন দ্বারা উপশান্ত করতে কি সক্ষম অথবা নয়? এভাবে সংঘের অবস্থাও জানা দরকার।

গণের অবস্থা এভাবে জানা দরকার, কীভাবে? এই গণ (২/৩ জন) তার ক্ষমতা বলে ধর্ম-বিনয় নামক শাস্তার শাসন দ্বারা এই অভিযোগের সমাধান দিতে সক্ষম কি? এভাবে গণের অবস্থা জানা দরকার।

এভাবে পুদ্গালের অবস্থা জানা দরকার, কীভাবে? এই পুদ্গাল, এই অধিকরণকে তার ক্ষমতা বলে, ধর্ম-বিনয় নামক শাস্তার শাসন দ্বারা এই অভিযোগের সমাধান দিতে সক্ষম কি? এভাবে গণের অবস্থা জানা দরকার।

এভাবে পুদ্গালের অবস্থা জানা দরকার, কীভাবে? এই পুদ্গাল, এই অধিকরণকে তার ক্ষমতা বলে, ধর্ম-বিনয় নামক শাস্তার শাসন দ্বারা সুউপশান্ত করা সক্ষম কি না। এভাবে পুদ্গালের অবস্থা জানা দরকার।

অভিযোগকারীর অবস্থা জানা দরকার, কীভাবে? এই আয়ুষ্মান কি পঞ্চ ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যেই পরকে অভিযুক্ত করছেন, নাকি অন্য কোনো কারণে? এভাবে অভিযোগকারীর অবস্থা জানা কর্তব্য।

অভিযুক্তের অবস্থা জানা কর্তব্য, কীভাবে? এই আয়ুষ্মান কি দুই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন; যথা : সত্যের ওপর এবং অক্রোধের ওপর? এভাবে অভিযুক্তের অবস্থা জানা কর্তব্য।

৩৭৪. পূর্বাপর জানা কর্তব্য; যথা : এই আয়ুষ্মান যে, বত্থু (বিষয়) হতে বত্থুতে যাচ্ছে, বিপত্তি হতে বিপত্তিতে যাচ্ছে, বা আপত্তি হতে আপত্তিতে যাচ্ছে, তা কি তিনি অবগত হয়ে নাকি প্রতিজ্ঞাত হয়ে, নাকি প্রত্যাখ্যান করে বা প্রত্যাখ্যান না করে? তিনি কি অন্যের দ্বারা, নাকি অন্যকে প্রতিচারণ করাচ্ছেন? এভাবে পূর্বাপর জানতে হবে।

৩৭৫. কৃত-অকৃত জানা কর্তব্য। মৈথুন বিষয়ে জানা কর্তব্য। মৈথুন ধর্মের অনুকূল জানা কর্তব্য। মৈথুন ধর্মের পূর্বভাগ জানা কর্তব্য। মৈথুনধর্মকে জেনে দুই দুই সমাপত্তিকে জানা কর্তব্য। মৈথুন ধর্মের অনুলোম, জানা কর্তব্য; যথা : ভিক্ষু নিজের মুখ দ্বারা কি পরের অঙ্গজাত গ্রহণ করেছে? এভাবে মৈথুনধর্মের পূর্বভাগ জানা কর্তব্য। বর্ণ-অবর্ণ, কায়সংসর্গ, প্রদুষ্ট বাক্য, নিজেকে কাম পরিচর্য দান; এগুলো বচন উৎপাদক।

৩৭৬. কর্ম জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। ষোলোটি কর্ম জানা কর্তব্য। চারি অবলোকন কর্ম, জানা কর্তব্য, চারি প্রজ্ঞপ্তি কর্ম জানা কর্তব্য, চারটি প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম জানা কর্তব্য, জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্ম জানা কর্তব্য।

৩৭৭. অধিকরণ জানা কর্তব্য। চারটি অধিকরণ জ্ঞাতব্য; যথা : বিবাদ অধিকরণ জানা কর্তব্য। অনুবাদ অধিকরণ জানা কর্তব্য। আপত্তি অধিকরণ জানা কর্তব্য। কৃত্য অধিকরণ জানা কর্তব্য।

৩৭৮. শমথ জানা কর্তব্য; যথা : সপ্ত সমথ জানা কর্তব্য; সম্মুখ বিনয় জানা কর্তব্য; স্মৃতি বিনয় জানা কর্তব্য, অমূঢ় বিনয় জানা কর্তব্য, প্রতিজ্ঞাকরণ জানা কর্তব্য, যেভুয়্যসিকা জানা কর্তব্য, তৎপাপিয়সিকা জানা কর্তব্য; তৃণাবৃতকরণ জানা কর্তব্য।

২. অগতি-অগন্তব্য

৩৭৯. ছন্দগতিতে গমন উচিত নয়। ছন্দগতিতে গমনে কয়টি ছন্দগতি গমন হয়? এখানে কেউ কেউ ভাবেন, তিনি আমার উপাধ্যায়, বা আচার্য, বা সহবিহারী, বা অন্তেবাসী, বা উপাধ্যায় সম, বা আচার্য সম, বা সন্দিট্‌ঠ বা সম্ভবো, বা জ্ঞাতি সলোহিত। তাই তার প্রতি অনুকম্পাতে, তাকে রক্ষার্থে, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করেন। ধর্মকে অধর্মরূপে প্রকাশ করেন। অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করেন। বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করেন।

তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনলাপিত, তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বলে প্রকাশ করেন। তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে প্রকাশ করেন। তথাগত কর্তৃক অনাচিন্নকে আচিন্ন, বলে প্রকাশ করেন। তথাগত কর্তৃক আচিন্নকে অনাচিন্ন বলে প্রকাশ করেন। তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্তকে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে প্রকাশ করে থাকে। তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্তিকে, তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্তি বলে প্রকাশ থাকে।

তারা অনাপত্তিকে আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকেন এবং আপত্তিকে অনাপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকেন। লঘু আপত্তিকে গুরু আপত্তি এবং গুরু আপত্তিকে লঘু আপত্তি প্রকাশ করে থাকে। সাবশেষ আপত্তিকে অনাবশেষ আপত্তি এবং অনাবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলে থাকে। দুট্‌ঠুল্লা আপত্তিকে অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তি এবং অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তিকে দুট্‌ঠুল্লা আপত্তি বলে থাকে।

এই আঠারো প্রকার বত্থু বা বিষয় দ্বারা ছন্দ গতি গমনকারী বহুজন হিতে প্রতিপন্ন হয়ে, বহুজন সুখার্থে প্রতিপন্ন হয়ে, বহুজনের অনর্থে অহিতে এবং দেবমানবের দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। এই আঠারোটি বত্থু দ্বারা ছন্দগতিতে গমনকারী নিজেকেও হত, উপহত করে অবস্থান করে সাবজ্জী সানুবজ্জী হয়ে হয়েও বহু অপুণ্য প্রসব করে থাকেন। ছন্দগতিতে গমনকারী এভাবেই ছন্দগতিতে গমন করে থাকে।

৩৮০. দ্বেষগতিতে গমন উচিত নয়। দ্বেষগতিতে গমনকারী কীভাবে

দ্বেষগতিতে গমন করে থাকে? এখানে কেউ কেউ দ্বেষগতি দ্বারা ভাবিত হয়ে, ‘সে আমার অনর্থ সাধন করে বিচরণ করেছিল’ এইভাবে আঘাত বন্ধন করে, ‘সে আমার অনর্থ সাধন করে বিচরণ’ করেছে—এই ভেবে আঘাত বন্ধন করে; ‘সে আমার অনর্থ সাধন করে বিচরণ করবে, এই ভেবে আঘাত বন্ধন করে।

আবার, আমার প্রিয় মানপ জনটি আমার অর্থ সাধন করে বিচরণ করেছিল,... করছে, এবং... করবে; এই ভেবে আঘাত-বন্ধন করে। আমার অপ্রিয় অমনোজ্ঞ জনটি আমার অনর্থ সাধন করে বিচরণ করেছিল,... করছে, এবং... করবে; এই ভেবে আঘাত-বন্ধন করে।

এই নয়টি আঘাতের বিষয় দ্বারা আঘাত হতে প্রতিঘাত, ক্রুদ্ধ ক্রোধাভিভূত হয়ে অধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশ করে; ধর্মকে অধর্মরূপে প্রকাশ করে... প্রদুষ্ট আপত্তিকে অপ্রদুষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে।

এভাবে এই আঠারো প্রকার বিষয় দ্বারা দ্বেষগতিতে গমনকারী বহুজন হিতে, বহুজন সুখের প্রতিপন্ন হয়; অথচ বহুজনের অনর্থ অহিত, বহুজনের এবং দেবমানবের দুঃখ সাধন করে থাকে। এই আঠারো প্রকার বখু দ্বারা দ্বেষগতিতে গমনকারী নিজেকেও খত, উপহত করে অবস্থান করে এবং সাবজ্জ, সানুবজ্জ হয়ে বিজ্ঞ হয়েও বহু অপুণ্য প্রসব করে থাকে। দ্বেষগতিতে গমনকারী এরূপে দ্বেষগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

৩৮১. মোহগতিতে গমন উচিত নয়। মোহগতিতে গমনকারী কীভাবে মোহগতিতে গমন করে? আসক্ত আসক্তিবশে গমন করে; দুষ্ট দ্বেষবশে গমন করে; মূঢ় মোহবশে গমন করে; প্রদুষ্ট (পরামট্‌ঠো) মিথ্যাদৃষ্টিবশে গমন করে। মূঢ় সংমূঢ় মোহাভিভূত হয়ে অধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশ কর, অধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশ করে;... দুষ্ট আপত্তিকে অদুষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করে।

এই আঠারো প্রকার বখু দ্বারা মোহগতিতে গমনকারী বহুজনের হিতেও সুখে প্রতিপন্ন হয়ে, বহুজনের অনর্থ, অহিত এবং দেব-মানবের দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। এই আঠারো প্রকার বখু দ্বারা মোহগতিতে গমনকারী নিজেকে খত উপহত করে অবস্থান করে সাবজ্জ (দুর্নামযুক্ত) এবং সানুবজ্জ হয়ে বিজ্ঞ হয়েও বহু অপুণ্য প্রসব করে থাকে। মোহগতিগামী এভাবেই মোহগতিতে গমন করে।

৩৮২. ভয়গতিতে গমন উচিত নয়। ভয় গতিগামী কীভাবে ভয়গতিতে গমন করে? এখানে কেউ কেউ ভাবে, “এটি অসমতল আশ্রিত, গহীন আশ্রিত, বিষধর সর্পাদি আশ্রিত, বা ভয়ঙ্কর রুক্ষ অমসৃণ স্থান, যাতে জীবন

অন্তরায়, ব্রহ্মচর্যা অন্তরায়কর”। তাই ভয়ে ভীত হয়ে, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে; ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে; অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে, বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে; তথাগত কর্তৃক অনালাপিত, অভাষিতকে ভাষিত আলাপিত বলে প্রকাশ করে, ভাষিত আলাপিতকে অভাষিত, অনালাপিত বলে প্রকাশ করে থাকে; তথাগতের অনাচিন্নকে, তথাগত কর্তৃক আচিন্ন বলে, তথাগতের আচিন্নকে, তথাগত কর্তৃক অনাচিন্ন বলে প্রকাশ করে থাকে। তথাগতের অপ্রজ্ঞাপিতকে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত বলে এবং তথাগতের প্রজ্ঞাপিতকে, তথাগতের অপ্রজ্ঞাপিত বলে প্রকাশ করে থাকে। অনাপত্তিকে আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে; আপত্তিকে অনাপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে। লঘু আপত্তিকে গুরু আপত্তি বলে এবং গুরু আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে। সাবশেষ আপত্তিকে অনাবশেষ আপত্তি এবং অনাবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে। প্রদুষ্ট আপত্তিকে অপ্রদুষ্ট আপত্তি এবং অপ্রদুষ্টকে প্রদুষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে।

এই আঠারো প্রকার বত্থু দ্বারা ভয়গতিতে গমনকারী বহুজন হিতে, বহুজন সুখে প্রতিপন্ন হয়েও বহুজনের অনর্থ, অহিত ও দেব মানবের দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। এই আঠারো প্রকারে ভয়গতিগামী নিজেকেও ক্ষত, আহত করে অবস্থান করে সাবজ্জ, সানুবজ্জ হয়ে বিজ্ঞ হয়েও বহু অপুণ্য প্রসব করে থাকে। ভয়গতিগামী এভাবেই ভয়গতিতে গমন করে থাকে।

ছন্দ দ্বেষ, ভয়-মোহ, যিনি ধর্মে আবর্তিত;
অপসৃত যশ তার, কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমতো।

৩. অগতির অগমন

৩৮৩. কীভাবে ছন্দগতিতে গমন হয় না? অধর্মকে অধর্ম হিসেবে প্রকাশ করলে, ছন্দগতিতে গমন হয় না। ধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। অবিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। বিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করলে, ছন্দগতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক অননুশীলিতকে তথাগত কর্তৃক অনুশীলিত বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক

অনুশীলিতকে, তথাগত কর্তৃক অনুশীলিত বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্তকে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে প্রকাশ করলে, ছন্দগতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপ্ত বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। অনাপত্তিকে অনাপত্তিরূপে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। আপত্তিকে আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। লঘু আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। গুরু আপত্তিকে গুরু আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। সাবশেষ আপত্তিকে, সাবশেষ আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে, ছন্দগতিতে গমন হয় না। অনাবশেষ আপত্তিকে অনাবশেষ আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। দুষ্ট আপত্তিকে দুষ্ট আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে ছন্দগতিতে গমন হয় না। অদুষ্ট আপত্তিকে অদুষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করলে, ছন্দগতিতে গমন হয় না। এরূপেই ছন্দগতিতে গমন হয় না।

৩৮৪. কীভাবে দ্বেষগতিতে গমন হয় না? অধর্মকে অধর্মরূপে প্রকাশ করলে দ্বেষগতিতে গমন হয় না। ধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশ করলে দ্বেষগতিতে গমন হয় না।... দুট্‌ঠুল্লা আপত্তিকে দুট্‌ঠুল্লা আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে দ্বেষগতিতে গমন হয় না। অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তিকে অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে দ্বেষগতিতে গমন হয় না। এভাবে দ্বেষগতিতে গমন হয় না।

৩৮৫. কীভাবে মোহগতিতে গমন হয় না? অধর্মকে অধর্মরূপে প্রকাশ করলে মোহগতিতে গমন হয় না। ধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশ করলে মোহগতিতে গমন হয় না।... দুট্‌ঠুল্লা আপত্তিকে দুট্‌ঠুল্লা আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে মোহগতিতে গমন হয় না। অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তিকে অদুট্‌ঠুল্ল আপত্তিরূপে প্রকাশ করলে দ্বেষগতিতে গমন হয় না। এভাবে মোহগতিতে গমন হয় না।

৩৮৬. কীভাবে ভয়গতিতে গমন হয় না? অধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। ধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। অবিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনলাপিতকে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনলাপিত বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিতকে অথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক অননুশীলিত (অনাচিন্ন) কে তথাগত কর্তৃক অননুশীলিত বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপিতকে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপিত বলে প্রকাশ

করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। অনাপত্তিকে অনাপত্তি বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। আপত্তিকে আপত্তি বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। লঘু আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। সাবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। অনাবশেষ আপত্তিকে অনাবশেষ আপত্তি বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। দুট্ঠুল্লা আপত্তিকে দুট্ঠুল্লা আপত্তি বলে প্রকাশ করলে ভয়গতিতে গমন হয় না। এভাবে ভয়গতিতে গমন হয় না।

স্মারক গাথা

ছন্দ দ্বেষ ভয় মোহ, যে ধর্ম অনাবর্তিতা,
অপূরিত তাতে হয়, শক্লপক্ষের চন্দ্রিমা।

৪. সজ্ঞাপনীয়াদি

৩৮৭. কীভাবে সংজ্ঞাপনীয় স্থানে সংজ্ঞাপিত হয়? অধর্মকে অধর্মকেরূপে প্রকাশে সংজ্ঞাপনীয় স্থানে সংজ্ঞাপিত হয়। ধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশে সংজ্ঞাপনীয় স্থানে সংজ্ঞাপিত হয়।... দুট্ঠুল্লা আপত্তিকে দুট্ঠুল্লা আপত্তিরূপে প্রকাশে সংজ্ঞাপনীয় স্থানে সংজ্ঞাপিত হয়। অদুট্ঠুল্লাপত্তিকে অদুট্ঠুল্লা আপত্তিরূপে প্রকাশে সংজ্ঞাপনীয় স্থানে সংজ্ঞাপিত হয়। এভাবে সংজ্ঞাপিত স্থানে সংজ্ঞাপিত হয়ে থাকে।

৩৮৮. কীভাবে নিজ্ঝপনীয় (দয়া/সহানুভূতি) স্থানে নিজ্ঝাপন হয়? অধর্মকে অধর্মরূপে প্রকাশে দয়ার স্থানে দয়া প্রদর্শিত হয়। ধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশে দয়ার স্থানে দয়া প্রদর্শিত হয়।... দুট্ঠুল্লাপত্তিকে দুট্ঠুল্লাপত্তি আপত্তি বলে প্রকাশে দয়ার স্থানে দয়া প্রদর্শিত হয়। অদুট্ঠুল্লাপত্তিকে অদুট্ঠুল্লা আপত্তি বলে প্রকাশে দয়ার স্থানে দয়া প্রদর্শিত হয়। এভাবে নিজ্ঝাপন বা দয়ার স্থানে দয়া প্রকাশিত হয়।

৩৮৯. কীভাবে পেক্খনীয় (দর্শনীয়) স্থানে দর্শিত হয়? অধর্মকে অধর্মরূপে প্রকাশে দর্শনীয় স্থানে দর্শিত হয়। ধর্মকে ধর্মরূপে প্রকাশে দর্শনীয় স্থানে দর্শিত হয়।... দুট্ঠুল্লাকে দুট্ঠুল্লারূপে প্রকাশে দর্শনীয় স্থানে দর্শিত হয়। অদুট্ঠুল্লাকে অদুট্ঠুল্লারূপে প্রকাশে দর্শনীয় স্থানে দর্শিত হয়। এভাবে পেক্খনীয় স্থানে পেক্খা প্রদর্শিত হয়।

৩৯০. প্রসাদনীয় (প্রসন্নতা) স্থানে কীভাবে প্রসাদিত হয়? অধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশে প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদিত হয়। ধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশে

প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদিত হয়।... দুট্ঠুল্লা আপত্তিকে দুট্ঠুল্লা আপত্তি বলে প্রকাশে প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদিত হয়। অদুট্ঠুল্লা আপত্তিকে অদুট্ঠুল্লা আপত্তি বলে প্রকাশে প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদিত হয়। এভাবে প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদিত হয়।

৫. পরপক্ষাদি অবজানন

৩৯১. কীভাবে 'আমি লব্ধ পক্ষ' এই ভেবে পরপক্ষকে অবজ্ঞা করে? এখানে কেউ কেউ লব্ধ পক্ষ, লব্ধ পরিবার জ্ঞাতি পরিবৃত হয়। 'অমুক অলব্ধ পক্ষ' তাই তারে পরিবারসম্পদ বা জ্ঞাতিসম্পদ নাই। এভাবে তাকে অবজ্ঞা করে অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে; ধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে।... দুট্ঠুল্লা আপত্তিকে অদুট্ঠুল্লা আপত্তি বলে প্রকাশ করে এবং অদুট্ঠুল্ল আপত্তিকে অদুট্ঠুল্ল আপত্তি বলে প্রকাশ করে। এভাবে লব্ধ পক্ষ পরপক্ষ পরপক্ষকে অবজ্ঞা করে থাকে।

৩৯২. কীভাবে 'আমি বহুশ্রুত' এই ভেবে অল্পশ্রুতকে অবজ্ঞা করে? এখানে কেউ কেউ বহুশ্রুত, সূত্রধর, সূত্রসন্নিশ্রিত হয়। "অমুকে অল্পশ্রুত, অল্পধর্ম, অল্পধর" এ বলে তার প্রতি অবজ্ঞা করে অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে; ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে।... দুট্ঠুল্লাকে অদুট্ঠুল্লাকে বলে; অদুট্ঠুল্লাকে দুট্ঠুল্লা বলে প্রকাশ করে থাকে। এভাবে বহুশ্রুত অল্পশ্রুতকে অবজ্ঞা করে থাকে।

৩৯৩. কীভাবে, "আমি থেরো হই" এই ভেবে নবাগতকে অবজ্ঞা করে থাকে? এখানে কেউ কেউ বহুশ্রুত, সূত্রধর, সূত্রসন্নিশ্রিত হয়। "অমুকে অল্পশ্রুত, অল্পধর্ম, অল্পধর" এ বলে তার প্রতি অবজ্ঞা করে অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে; ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে।... দুট্ঠুল্লাকে অদুট্ঠুল্লা বলে; অদুট্ঠুল্লাকে দুট্ঠুল্লা বলে প্রকাশ করে থাকে। এভাবে বহুশ্রুত অল্পশ্রুতকে অবজ্ঞা করে থাকে।

৩৯৪. কীভাবে, "আমি থেরো হই" এই ভেবে নবাগতকে অবজ্ঞা করে থাকে? এখানে কেউ থেরো, রাত্রজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত হয়ে থাকেন। "অমুক নবাগত, অল্পপ্রাজ্ঞ, অল্পকৃতজ্ঞ" এই ভেবে তাকে অবজ্ঞা করে অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে। দুষ্টাপত্তিকে অদুষ্টাপত্তি বলে প্রকাশ করে; অদুষ্টাপত্তিকে দুষ্টাপত্তি বলে প্রকাশ করে থাকে। এভাবে 'আমি থেরো' এই ভেবে নবাগতকে অবজ্ঞা করে থাকে।

৩৯৫. অসম্প্রাপ্ত বিষয়ে বলা উচিত নয়। পৌঁছিনি এমন দায়িত্বভার

অর্পণ করা উচিত নয়। ধর্মত বিনয়ত অসম্প্রাপ্তকে পরিহার করা উচিত নয়। যেই অর্থে সংঘ সম্মিলিত হলো, সেই অর্থ ধর্মত বিনয় হতে পরিহার করা উচিত নয়।

ধর্মভুক্ত যেই বিষয় তা বিনয় দ্বারা বিচারপূর্বক সমাধান করে যা শাস্তার শাসনে প্রজ্ঞপ্তি-সম্পদ, অনুশ্রাবণ-সম্পদের জন্যে ধর্ম-বিনয় দ্বারা শাস্তার শাসনে সেই অভিযোগকে সুসমাধা করা হয়। তাই সেই অভিযোগ সেভাবেই সুসমাধা করা কর্তব্য।

৬. অনুবিজ্জকের পরীক্ষকের অনুযোগ

৩৯৬. অনুবিজ্জক তথা পরীক্ষক কর্তৃক অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য; যথা : "হে আবুসো, আপনি কি এই ভিক্ষুদের প্রবারণা স্থগিত করেছেন? কী হেতু তা স্থগিত করলেন? শীলবিপত্তির জন্যে, নাকি আচারবিপত্তির জন্যে নাকি দৃষ্টিবিপত্তির জন্যে স্থগিত করলেন? সে তখন এরূপ বলতে পারে; শীলবিপত্তির জন্যেই স্থগিত করেছি, বা আচারবিপত্তির জন্যেই স্থগিত করেছি, বা দৃষ্টিবিপত্তির জন্যেই স্থগিত করেছি। সে এরূপ বললে, জিজ্ঞেস করা উচিত—"আয়ুষ্মান আপনি কি জানেন, শীলবিপত্তি কী? জানেন কি আপনি আচারবিপত্তি কী? জানেন কি আপনি দৃষ্টিবিপত্তি কী?" তখন সে এরূপ বলতে পারে, "হ্যাঁ আবুসো, শীলবিপত্তি কী আমি জানি। আচারবিপত্তি কী আমি জানি। দৃষ্টিবিপত্তি কী আমি জানি। সে এরূপ বললে, বলা উচিত—আবুসো, শীলবিপত্তি কত প্রকার? আচারবিপত্তি কত প্রকার? দৃষ্টিবিপত্তি কত প্রকার? সে তখন এরূপ বলতে পারে; চারি পারাজিকা এবং তেরো সংঘাদিশেষ হচ্ছে শীলবিপত্তি। থুল্লচ্চয়, পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনীয়, দুক্কট এবং দুব্‌ভাসিত হচ্ছে আচারবিপত্তি। আর মিথ্যাদৃষ্টি এবং একান্তগ্রাহী দৃষ্টি হচ্ছে দৃষ্টিবিপত্তি। সে এরূপ বললে, তাকে বলা উচিত—আবুসো তুমি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করেছ; তা কি নিজে দেখে স্থগিত করেছ? তখন সে এরূপ বলতে পারে; দেখে স্থগিত করেছি, বা শুনে স্থগিত করেছি, বা সন্দেহবশত স্থগিত করেছি।

তখন তাকে এরূপ জিজ্ঞাসা কর্তব্য—আবুসো, তুমি যে নিজে দেখে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করলে; তার কি দেখে? কীভাবে দেখে? কখন দেখে? কোথা হতে দেখে? পরাজিকা প্রাপ্ত হতে দেখে কি? সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হতে দেখে কি? থুল্লচ্চয় প্রাপ্ত হতে দেখে কি? পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হতে দেখে কি? প্রতিদেশনীয় প্রাপ্ত হতে দেখে কি? দুক্কট প্রাপ্ত হতে দেখে কি? দুব্‌ভাসিত

প্রাপ্ত হতে দেখে কি? তখন তুমি কোথায় ছিলে? তখন সেই ভিক্ষু কোথায় ছিল? তুমি তখন কি করছিলে? সেই ভিক্ষু তখন কি করছিল?

যদি সে এরূপ বলে, না আবুসো, আমি এই ভিক্ষুগণকে দেখে প্রবারণা স্থগিত করিনি; শুনেই তাদের প্রবারণা স্থগিত করেছি, তখন তাকে এরূপ বলা কর্তব্য; যদি আবুসো, তুমি এই ভিক্ষুদের বিষয়ে শুনেই প্রবারণা স্থগিত করে থাক; তাহলে তাদের কী শুনে প্রবারণা স্থগিত করেছ? তাদের কী শুনেছ? কখন তাদের বিষয় শুনেছ? কোথায় শুনেছ? পারাজিকা প্রাপ্ত হতে কি শুনেছ? সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হতে কি শুনেছ? থুল্লচ্চয় প্রাপ্ত...? পাচিত্তিয় প্রাপ্ত...? প্রতিদেশনীয় প্রাপ্ত...? দুক্কট প্রাপ্ত...? দুব্ভাসিত প্রাপ্ত হতে কি শুনেছ? ভিক্ষু থেকে কি শুনেছ? ভিক্ষুণী হতে কি শুনেছ? শিক্ষামনা হতে কি শুনেছ? শ্রামণের হতে কি শুনেছ? শ্রামণেরী হতে কি শুনেছ? উপাসক হতে কি শুনেছ? উপাসিকা হতে কি শুনেছ? রাজা হতে কি শুনেছ? রাজ-মহামাত্য হতে কি শুনেছেন? তৈর্থীয় হতে কি শুনেছেন? তৈর্থীয় শ্রাবক হতে কি শুনেছেন?

সে তখন এরূপ বলতে পারে—"না, হে আবুসো, আমি এই ভিক্ষুদের থেকেই শুনেই প্রবারণা স্থগিত করেছি; অধিকন্তু আমি সন্দেহ করেও প্রবারণা স্থগিত করতে পারতাম। সন্দেহবশতও এই ভিক্ষুদের প্রবারণা স্থগিত করতে পারতে বলেছ; তাতে কিরূপ সন্দেহে? কী বিষয়ে সন্দেহে? কোন সময়ের সন্দেহে? কোথাকার সন্দেহে? পারাজিকা প্রাপ্তির সন্দেহে কি? সংঘাদিশেষ প্রাপ্তির সন্দেহে কি? থুল্লচ্চয়...? পাচিত্তিয়...? প্রতিদেশনীয়...? দুক্কট...? দুব্ভাসিত আপত্তি প্রাপ্তির সন্দেহে কি? ভিক্ষু হতে শুনেই কি সন্দেহ? শিক্ষামনা হতে শুনেই কি সন্দেহ? শ্রামণ হতে শুনেই কি সন্দেহ? শ্রামণী হতে শুনেই কি সন্দেহ? উপাসক হতে শুনেই কি সন্দেহ? উপাসিকা হতে শুনেই কি সন্দেহ? রাজা হতে শুনেই কি সন্দেহ? রাজমহামাত্য হতেই কি সন্দেহ? তৈর্থীয় হতে শুনেই কি সন্দেহ? তৈর্থীয় শ্রাবক হতে শুনেই কি সন্দেহ?

৩৯৭. দেখে দেখায় সমেত দেখায় সংসন্দিতে দেখ
দৃষ্ট হেতু নয় উপস্থিত অশুদ্ধ সন্দেহে।
সে পুদ্গালের প্রতিজ্ঞা উচিত প্রবারণাতে;
শুন শুনায় সমেত শুনে সংসন্দিতে শুনে।
শুনা হেতু নয় উপস্থিত অশুদ্ধ শঙ্কাতে;
সে ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা উচিত প্রবারণাতে।

মনকে মননে সমেত, মননে সংসন্দিতে শুনে;
শুনা হেতু নয় উপস্থিত অশুদ্ধ শঙ্কাতে।
সে পুদ্গালের প্রতিজ্ঞা উচিত প্রবারণাতে ॥

৭. জিজ্ঞাসা বিভাগ

৩৯৮. কী তারা দেখে, কত জিজ্ঞাসে? কিসে তারা দেখে কত জিজ্ঞাসে? কখন তারা দেখে কত জিজ্ঞাসে? কোত্থেকে তারা দেখে কত জিজ্ঞাসে?

৩৯৯. কী তারা দেখে? বিষয় জিজ্ঞাসা, বিপত্তি জিজ্ঞাসা, আপত্তি জিজ্ঞাসা, অজ্ঝচার (পারাজিকা ও সংঘাদিশেষ ব্যতীত অপর শিক্ষাপদগুলো) জিজ্ঞাসা। বিষয় জিজ্ঞাসা হচ্ছে—অষ্ট পারাজিকার বত্থু জিজ্ঞাসা; তেরো সংঘাদিশেষের বত্থু জিজ্ঞাসা, দুই অনিয়তের বত্থু জিজ্ঞাসা, বিয়াল্লিশ নিস্সগ্গিয়ের বত্থু জিজ্ঞাসা, অষ্টাশি পাচিত্তিয়ের বত্থু জিজ্ঞাসা, বারো প্রতিদেশনীয়ের বত্থু জিজ্ঞাসা, দুক্কটের বত্থু জিজ্ঞাসা, দুব্ভাসিতের বত্থু জিজ্ঞাসা, অজ্ঝাচারের জিজ্ঞাসা এবং দুইয়ে দুই সমাপত্তি জিজ্ঞাসা।

৪০০. কিসে তারা দেখে? লিঙ্গ জিজ্ঞাসা, ইর্যাপথ জিজ্ঞাসা, আকার জিজ্ঞাসা, কী প্রকারে জিজ্ঞাসা। লিঙ্গ জিজ্ঞাসা হচ্ছে—দীর্ঘ বা হ্রস্ব, কালো না ওদাত। ইর্যাপথ জিজ্ঞাসা হচ্ছে—যায় না দাঁড়ায়, বসে, না শোয়? আকার জিজ্ঞাসা হচ্ছে—গৃহী লিঙ্গ, না তীর্থিয় লিঙ্গ, বা প্রব্রজিত লিঙ্গ? বিকল্পাকার জিজ্ঞাসা হচ্ছে যায় না দাঁড়ায়? বসে, না শয়ন করে?

৪০১. কখন তারা দেখে? কাল জিজ্ঞাসা, সময় জিজ্ঞাসা, দিবস জিজ্ঞাসা, ঋতু জিজ্ঞাসা। কাল জিজ্ঞাসা হচ্ছে—পূর্বাহ্নে না মধ্যাহ্নে না সন্ধ্যাকালে? সময় জিজ্ঞাসা হচ্ছে—পূর্বাহ্ন সময়ে না, মধ্যাহ্ন সময়ে, না অপরাহ্ন সময়ে? দিবস জিজ্ঞাসা হচ্ছে—ভোজনের আগে না, না পরে? দিনে না রাতে? কৃষ্ণপক্ষে, না শুক্লপক্ষে? ঋতু জিজ্ঞাসা হচ্ছে—হেমন্তে না গ্রীষ্মে, না বর্ষায়?

৪০২. কোত্থেকে তারা দেখে? স্থান জিজ্ঞাসা, ভূমি জিজ্ঞাসা, অবকাশ জিজ্ঞাসা, প্রদেশ জিজ্ঞাসা।

স্থান জিজ্ঞাসা হচ্ছে—ভূমি না মাটি? ধরণী না জাগতিক? ভূমি জিজ্ঞাসা হচ্ছে—ভূমি না মাটি? পথে, না পর্বতে? পাষাণে না প্রাসাদে?

অবকাশ জিজ্ঞাসা হচ্ছে—পূর্ব না পশ্চিম অবকাশে? উত্তর না দক্ষিণ অবকাশে? প্রদেশ জিজ্ঞাসা হচ্ছে—পূর্ব না পশ্চিম অবকাশে? উত্তর না দক্ষিণ অবকাশে? প্রদেশ জিজ্ঞাসা হচ্ছে—পূর্ব না পশ্চিম প্রদেশে? উত্তর না দক্ষিণ

প্রদেশে?

[মহাসংগ্রহ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বস্তু নিদান আকারে পূর্বাপর কৃতাকৃতে;
কর্মাধিকরণ এবং সমথ আর ছন্দাগমে।
দ্বেষ, মোহ, ভয়েতে; সংজ্ঞা আর নিজ্ঞাপনে;
প্রেক্ষা, প্রাসাদ, প্রেক্ষা আমি, শ্রুত, থের, তারণে।
অসম্প্রাপ্ত, সম্প্রাপ্তে, ধর্মে আর বিনয়ে;
শাস্তাশাসনে আর মহাসংগ্রহ জ্ঞাপনে।

কঠিন প্রভেদ

১. কঠিন অর্থাদি

৪০৩. কার কঠিনে অনর্থকর? কার কঠিনে অর্থপূর্ণ কেন কঠিন অনর্থকর? কোন কঠিন অর্থকর?

কার কঠিন অনর্থকর? দুই পুদ্গালের কঠিন অনর্থকর হয়; যথা : কঠিন বিস্তারহীনের এবং অনুমোদনবিহীনের। এই দ্বিবিধ পুদ্গালের কঠিন অনর্থকর হয়।

কার কঠিন অর্থপূর্ণ হয়? দ্বিবিধ পুদ্গালের কঠিন অর্থপূর্ণ হয়; যথা : কঠিন বিস্তারকারীর এবং অনুমোদনকারীর। এই দ্বিবিধ পুদ্গাল কঠিনের জন্য অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে।

কী প্রকারে কঠিন অনর্থকর হয়? চব্বিশ প্রকারে কঠিন অনর্থকর হয়; যথা : ১. কঠিন উল্লেখ মাত্র না করা দ্বারা, ২. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় এরূপ ধোবন মাত্র নয় (অধোব) পরিমাপ মাত্র (নমত্ত) দ্বারা, ৩. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না শুধু কঠিন চীবর প্রাদন (বিচারণ) মাত্র দ্বারা, ৪. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না ছেদন মাত্র দ্বারা, ৫. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, বন্ধন মাত্র দ্বারা, ৬. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, বন্ধনী (ওবট্টিয়)-করণ মাত্র দ্বারা, ৭. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, পাট্টা সেলাই (কণ্ডুস)-করণ মাত্র দ্বারা, ৮. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, দৃঢ়করণ মাত্র দ্বারা, ৯. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, বায়ুতে আন্দোলন (অনুবাত)-করণ মাত্র দ্বারা, ১০. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, কোমর বন্ধন (পরিভণ্ড)-করণ মাত্র দ্বারা, ১১. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না (ওবদ্ধেয্য)-করণ বা প্রক্রিয়া অনুসরণ মাত্র দ্বারা;

১২. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, কম্বল মর্দন মাত্র দ্বারা; ১৩. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, নিমিত্ত করা দ্বারা; ১৪. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, শুধু পরিকথা বা ওই বিষয়ে বলা দ্বারা, ১৫. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, কুক্কুরা বা অতি উচ্চতা দ্বারা, ১৬. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, সঞ্চয় করা দ্বারা; ১৭. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, নিস্‌সগ্গিয় দ্বারা, ১৮. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, অকপ্প বা কপ্পাবিন্দু না করা দ্বারা; ১৯. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, সাংঘাটি অন্যত্র রাখা দ্বারা; ২০. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, উত্তরাসঙ্গ অন্যত্র রাখা দ্বারা; ২১. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, অন্তর্বাস অন্যত্র রাখা দ্বারা; ২২. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, পঞ্চক (অষ্ট পরিষ্কারের) অন্যত্র রাখা দ্বারা; ২৩. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, পঞ্চকের অতিরিক্ত রাখা বা সঞ্চয় বা সমগুলী দ্বারা; ২৪. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, পুদ্গালের অন্যত্র বিস্তার দ্বারা; ২৫. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, সম্মাচ (সংমর্শন?) দ্বারা; ২৬. কঠিন অর্থপূর্ণ হয় না, সীমা ব্যতীত অনুমোদন দ্বারা। এভাবে কঠিন অর্থহীন হয়ে থাকে।

'নিমিত্ত কর্ম' হচ্ছে নিমিত্তকরণ; যথা : "এই কঠিন দুস্‌স (শ্বেতবস্ত্র খণ্ড) দ্বারা আমি কঠিন বিস্তার করছি"। 'পরিকথা' বলতে পরিকথন করা; যথা : "এই পরিকথা দ্বারা কঠিন দুস্‌সকে নিবর্তন করব"। "কুক্কু কৃত" বলতে অনাদি দানকে বুঝায়। "সন্নিধি" বলতে দ্বিবিধ সন্নিধি বুঝায়; যথা : করণ সন্নিধি বা নিতয় সন্নিধি। 'নিস্‌সগ্গিয়' বলতে কার্যরত অবস্থায় অরুণোদয়।

এই চাব্বিশ প্রকারে কঠিন অর্থহীন হয়ে থাকে। কীভাবে কঠিন অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে? সতেরো প্রকারে কঠিন বিস্তার বা প্রসারণ হয়ে থাকে; যথা : ১. অহত (অক্ষত) দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ২. অহত (অক্ষত) দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ৩. পিলোতিকা দ্বারা কঠিন অহত হয়ে থাকে; ৪. পাংশুকুল দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ৫. পাপণিক দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ৬. অনিমিত্তিক দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ৭. অপরিকথা কয়টি দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ৮. অকুক্কুকতা দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ৯. অসঞ্চয় দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১০. অনিস্‌সগ্গিয় দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১১. কপ্পকত দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১২. সজ্ঘাটি দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়ে থাকে; ১৩. উত্তরাসঙ্গ দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১৪. অন্তর্বাস দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১৫. পঞ্চক (অষ্ট পরিষ্কারের ত্রিচীবর ব্যতীত) দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১৬. পঞ্চকের অতিরিক্ত দ্বারা বা তদতিরিক্ত সঞ্চয় মণ্ডলীকৃত দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১৭. পুদ্গালের দ্বারা কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে; ১৮.

সম্মাচ দ্বারা কঠিন আস্তরণ বা প্রসারণ হয়ে থাকে; ১৯. তৎসীমা অনুমোদন দ্বারা এভাবে কঠিন প্রসারণ হয়ে থাকে। এই সতেরো (?) প্রকারে কঠিন প্রসারিত হয়ে থাকে।

সহকঠিনের প্রসারণে কয়টি ধর্মের জন্ম দেয়? সহ-কঠিনের প্রসারণে ১৫টি ধর্মের জন্ম দেয়; যথা : ১. অষ্ট মাতিকা, ২. দুই পলিবোধা এবং পঞ্চ আনিশংস। সহ-কঠিনের প্রসারণে এই পনেরো প্রকার ধর্মের জন্ম দেয়।

২. কঠিনের অনন্তর প্রত্যয়াদি

৪০৪. প্রয়োগের কয়টি ধর্ম অনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়? সমনন্তরের দ্বারা প্রত্যয়? নিশ্রয়ের দ্বারা প্রত্যয়? উপনিশ্রয়ের দ্বারা প্রত্যয়? অগ্রেজাত প্রত্যয়ের দ্বার প্রত্যয়? পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়? সহজাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।

পূর্বকরণের কয়টি ধর্ম অনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়?...? পচ্চুদ্ধারের কয়টি ধর্ম অন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়?...? অধিষ্ঠানের কয়টি ধর্ম-অন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়?...? প্রসারণের কয়টি ধর্ম...? মাতিকা এবং পলিবোধার কয়টি ধর্ম...? বখুর কয়টি ধর্ম অন্তর প্রত্যয়, সমনন্তর প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, উপনিশ্রয় প্রত্যয়, অগ্রেজাত প্রত্যয়, পশ্চাজ্জাত প্রত্যয় এবং সহজাত প্রত্যয়?

পূর্বকরণ প্রয়োগের অনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়, সমনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; নিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়, উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়।

পূর্বকরণে প্রয়োগে অগ্রেজাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, প্রয়োগ পূর্বকরণের পশ্চাত জাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। পনেরো ধর্মের সহজাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। পচ্চুদ্ধার পূর্বকরণের অনন্তর প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। সমনন্তর প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়; নিশ্রয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। পচ্চুদ্ধার পূর্বকরণের অনন্তর প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। সমনন্তর প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়; নিশ্রয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। পূর্বকরণ পচ্চুদ্ধারের অগ্রজাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। পচ্চুদ্ধার পূর্বকরণের পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। পনেরো ধর্মে সহজাত প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়। অধিষ্ঠান পচ্চুদ্ধারের অনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; সমনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; নিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়।

পচ্চুদ্ধার অধিষ্ঠানের অগ্রেজাত প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; অধিষ্ঠান পচ্চুদ্ধারের পশ্চাতজাত প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়। পনেরো ধর্ম সহজাত প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়;

প্রসারণ অধিষ্ঠানের অনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; সমনন্তর প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; নিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়; উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়। অধিষ্ঠান প্রসারণের অগ্রেজাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। প্রসারণ অধিষ্ঠানের পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। পনেরো ধর্ম সহজাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। মাতিকা পালিবোধ এবং প্রসারণের অনন্তর প্রত্যয় দ্বারা সমন্তর প্রত্যয় দ্বারা, নিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়। উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়। প্রসারণ মাতিকা এবং পলিবোধ অগ্রেজাত উৎপন্ন প্রত্যয়। মাতিকা, পলিবোধা এবং প্রসারণ পশ্চাৎ জাত প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়। পনেরো প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়। আশা, অনাশা এবং বখুর অনন্তর প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়; সমনন্তর প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়; নিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়; উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়; বস্তুর আশা আর অনাশা অগ্রজাত প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়; আশা এবং অনাশা বস্তুর পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়ের দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়। পনেরোটি ধর্ম সহজাত প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়।

৩. পূর্বকরণ নিদানাদি বিভাগ

৪০৫. পূর্বকরণ কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী? পচ্চুদ্ধার কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী? অধিষ্ঠান কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

অত্থরণ বা প্রসারণ কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

মাতিকা আর পলিবোধা কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

আশা এবং অনাশা কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

পূর্বকরণ, প্রয়োগ নিদান, প্রয়োগ সমুদয়, প্রয়োগ জাতি, প্রয়োগ প্রভব, প্রয়োগ সম্ভার, প্রয়োগ সমুত্থান।

পচ্চুদ্ধারে পূর্বকরণ নিদান, পূর্বকরণ সমুদয়, পূর্বকরণ জাতি, পূর্বকরণ প্রভব, পূর্বকরণ সম্ভার, পূর্বকরণ সমুত্থান।

অধিষ্ঠানে পচ্চুদ্ধার নিদান, পচ্চুদ্ধার সমুদয়, পচ্চুদ্ধার জাতি, পচ্চুদ্ধার প্রভব, পচ্চুদ্ধার সম্ভার, পচ্চুদ্ধার সমুত্থান।

প্রসারণে অধিষ্ঠান নিদান, অধিষ্ঠান সমুদয়, অধিষ্ঠান জাতি, অধিষ্ঠান

প্রভব, অধিষ্ঠান সম্ভার, অধিষ্ঠান সমুত্থান।

মাতিকা আর পালিবোধায় প্রসারণ নিদান, প্রসারণ সমুদয়, প্রসারণ জাতি, প্রসারণ প্রভব, প্রসারণ সম্ভার এবং প্রসারণ সমুত্থান।

আশা আর অনাশায় বত্থু নিদান, বত্থু সমুদয়, বত্থু জাতি, বত্থু প্রভব, বত্থু সম্ভার, বত্থু সমুত্থান।

৪০৬. প্রয়োগ কী? নিদান? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী?

সমুত্থান কী?...

পূর্বকরণ কী?...

পচ্চুদ্ধার কী?...

অধিষ্ঠান কী?...

অত্থার কী?...

মাতিকা আর পলিবোধা কী?...

বত্থু কী?...

আশা এবং অনাশা কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

প্রয়োগে হেতু নিদান, হেতু সমুদয়, হেতু জাতি, হেতু ভব, সম্ভার, হেতু সমুত্থান।

পূর্বকরণে হেতু নিদান,...।

পচ্চুদ্ধারে হেতু নিদান,...।

অধিষ্ঠানে হেতু নিদান,...।

প্রসারণে হেতু নিদান,...।

মাতিকা আর পালিবোধায় হেতু নিদান,...।

বত্থুতে হেতু নিদান,...।

আশা এবং অনাশায়, হেতু নিদান, হেতু সমুদয়, হেতু জাতি, হেতু ভব, হেতু সম্ভার এবং হেতু সমুত্থান।

৪০৭. প্রয়োগ কী? নিদান কী? সমুদয় কী? জাতি কী? প্রভব কী? সম্ভার কী? সমুত্থান কী?

পূর্বকরণে নিদান কী?...

পচ্চুদ্ধারে নিদান কী?...

অধিষ্ঠানে নিদান কী?...

প্রসারণে নিদান কী?...

মাতিক এবং পলিবোধায় নিদান কী?...

আশা এবং অনাশায় প্রত্যয় নিদান, প্রত্যয় সমুদয়, প্রত্যয় জাতি, প্রত্যয় প্রভব, প্রত্যয় সম্ভার এবং প্রত্যয় সমুত্থান কী?

প্রয়োগে প্রত্যয় নিদান, প্রত্যয় সমুদয়, প্রত্যয় জাতি, প্রত্যয় প্রভব, প্রত্যয় সম্ভার এবং প্রত্যয় সমুত্থান।

পূর্বকরণে প্রত্যয় নিদান,...

পচ্চুদ্ধারে প্রত্যয় নিদান,...

অধিষ্ঠানে প্রত্যয় নিদান,...

প্রসারণে প্রত্যয় নিদান,...

মাতিকা এবং পালিবোধায় প্রত্যয় নিদান,...

বত্থুতে, প্রত্যয় নিদান,...

আশা এবং অনাশায় প্রত্যয় নিদান, প্রত্যয় সমুদয়, প্রত্যয় জাতি, প্রত্যয় প্রভব, প্রত্যয় সম্ভার, প্রত্যয় সমুত্থান।

৪০৮. পূর্বকরণ কয়টি ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত? পূর্বকরণ সপ্ত ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত; যথা : ধোবন দ্বারা, বিচার দ্বারা, ছেদন দ্বারা, বন্ধন দ্বারা, সেলাই দ্বারা, রঞ্জন দ্বারা, কপ্পকরণ দ্বারা, পূর্বকরণ—এই সপ্ত ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত। পচ্চুদ্ধার কয়টি ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত? পচ্চুদ্ধার তিনটি ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত। যথা : সজ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস।

অধিষ্ঠান কয়টি ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত?

অধিষ্ঠান তিনটি ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত; যথা : সজ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস দ্বারা।

আত্থার বা প্রসারণ কয়টি ধর্মদ্বারা সংগৃহীত হয়? আত্থারেণ একটি ধর্ম দ্বারা সংগৃহীত হয়; যথা : বাক্য ভেদ দ্বারা।

কঠিনের কয়টি মূল, কয়টি বত্থু, কয়টি ভূমি? কঠিনের একটি মূল; যথা : সংঘ; তিনটি বত্থু; যথা : সজ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস; ছয়টি ভূমি; যথা : ক্ষৌম বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, কাশীয় বস্ত্র, কম্বল, শনের বস্ত্র এবং লোম ও রেশম ও তুলার মিশ্রণে প্রস্তুত ভঙ্গ বস্ত্র।

কঠিনের আদি, মধ্য ও অবসান কী? কঠিনের পূর্বকরণ হচ্ছে আদি, ক্রিয়া মধ্য এবং প্রসারণ অন্ত।

৪০৯. কয়টি অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত পুদ্গলকে কঠিন প্রসারণ করা অসম্ভব? কয়টি অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত পুদ্গলকে কঠিন প্রসারণ করা সম্ভব? অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত পুদ্গলকে কঠিন প্রসারণ অসম্ভব। অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত পুদ্গলকে কঠিন আস্তর বা প্রসারণ সম্ভব। অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত পুদ্গলকে কয়টি কারণে কঠিন

প্রসারণ অসম্ভব?

১. পূর্বকরণ জানে না, ২. পচ্চুদ্ধার জানে না, ৩. অধিষ্ঠান জানে না, ৪. অত্থার বা প্রসারণ জানে না, ৫. মাতিকা জানে না, ৬. পালিবোধ জানে না. ৭. উদ্ধার জানে না, ৮. আনিশংস জানে না। এই অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত পুদ্গলকে কঠিন প্রসারণ অসম্ভব।

অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত পুদ্গলকে কঠিন আস্তরণ সম্ভব। অষ্টাঙ্গ সমন্বিত পুদ্গলকে কয়টি কারণে কঠিন আস্তরণ সম্ভব? যথা : ১. পূর্বকরণ জানে, ২. অধিষ্ঠান জানে, ৪. অত্থার জানে, ৫. মাতিকা জানে, ৬. পালিবোধা জানে, ৭. উদ্ধার জানে এবং ৮. আনিশংস জানে। এই অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত পুদ্গলকে কঠিন আস্তরণ সম্ভব।

৪১০. কয়টি কারণে পুদ্গল কঠিন প্রসারণে আরোহিত হয় না? কয়টি কারণে পুদ্গল কঠিন প্রসারণে আরোহিত হয়? তিনটি পুদ্গলের কঠিন অত্থারণ প্রসারিত হয় না। তিন পুদ্গলের কঠিন প্রসারণে আরোহিত হয়। কোন তিনটি পুদ্গল কঠিন প্রসারণে আরোহিত হয় না? সীমাহীন হয়ে অনুমোদনকারী; অনুমোদনান্তে বাক্য দ্বারা ভেদন না করলে এবং বাক্যের দ্বারা ভেদন করে পরে বিজ্ঞাপিত না করলে।

কোন তিনটি পুদ্গল কঠিন প্রসারণে আরোহিত হয়? সীমাতে অনুমোদিত হলে, অনুমোদনের পর বাক্য দ্বারা ভেদন করলে এবং ভেদনের পর বিজ্ঞাপন করলে। এই তিন পুদ্গলের পক্ষে কঠিন প্রসারণে আরোহণ সম্ভব হয়।

৪১১. কত প্রকারে কঠিনাত্থারে আরোহিত হয় না? কত প্রকারে কঠিনাত্থারে আরোহিত হয়? তিন প্রকারে কঠিনাত্থারে আরোহিত হয় না এবং তিন প্রকারে কঠিনাত্থারে আরোহিত হয়। কোন তিন কারণে কঠিনাত্থারে আরোহিত হয় না? বত্থুবিপন্ন হলে, কালবিপন্ন হলে, কারণবিপন্ন হলে—এই তিনটি দ্বারা কঠিনাত্থারে আরোহিত হয় না। কোন তিনটি দ্বারা কঠিনাত্থারে আরোহিত হয়? বত্থুসম্পন্ন (ত্রিচীবর পরিপূর্ণ) হলে, কালসম্পন্ন হলে এবং কারণসম্পন্ন হলে—এই তিনটি দ্বারা কঠিনত্থারে আরোহণ হয়।

৪. কঠিনের জ্ঞাতব্য বিভাগ

৪১২. কঠিন জান কর্তব্য, কঠিনত্থারে জানা কর্তব্য, কঠিনের আত্থার মাস জানা কর্তব্য, কঠিনের অত্থারবিপত্তি জানা কর্তব্য, কঠিনের অত্থার সম্পত্তি জানা কর্তব্য, নিমিত্ত কর্ম জানা কর্তব্য, পরিকথা জানা কর্তব্য, কুক্কুকত জানা কর্তব্য, সন্নিধি জানা কর্তব্য, নিস্সগ্গিয় জানা কর্তব্য,

কঠিনকে জানা কর্তব্য, তার ধর্মগুলোর সংগ্রহ সমবায়ের নাম, নামকর্ম। নামধ্যেয় নিরুক্তি ব্যঞ্জন অভিলাপকে এরূপ কথিত হয়।

কঠিনের অত্থার মাস জানা কর্তব্য, বর্ষার শেষ মাসকে জানা কর্তব্য, কঠিনের অত্থারবিপত্তি জানা কর্তব্য, চব্বিশ প্রকারে কঠিনের অত্থারবিপত্তি জানা কর্তব্য।

কঠিনের অত্থার সম্পত্তি জানা কর্তব্য। সতেরো আকারে কঠিনের অত্থার সম্পত্তি জানা কর্তব্য।

নিমিত্তকর্ম জানা কর্তব্য; যথা : "নিমিত্তং করোতি, ইমিনা দুস্সেন কত্থিনং অত্থরিস্সামীতি।"

অর্থাৎ, "নিমিত্ত নির্ণয় করা হোক এই শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আমি কঠিন প্রসারণ করব।"

পরিকথা জানা কর্তব্য; যথা : "পরিকথং করোতি। ইমায় পরিকথায, কথিন দুস্সং নিব্বত্তেস্সামীতি"।

অর্থাৎ, "পরিকথা করা হোক। এই পরিকথা দ্বারা, আমি কঠিন দুস্সকে নিবর্তন করব।"

কুক্কু করা জানা কর্তব্য। অনাদিয় দান জানা কর্তব্য। সন্নিধি জানা কর্তব্য। দুটি সন্নিধি জানা কর্তব্য; যথা : কারণ সন্নিধি, নিচয় সন্নিধি।

নিস্সগ্গিয় জানা কর্তব্য, যা কার্যকালে অরুণোদয় হয়। কঠিনত্থারো জানা কর্তব্য,। সংঘে যদি কঠিনের শ্বেতবস্ত্র (দুস্স) উৎপন্ন হয়; সংঘ কর্তৃক তা কী পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত; অত্থারক দ্বারা কী পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত অনুমোদনকারী কর্তৃক কী পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত?

৪১৩. সংঘ কর্তৃক ঞাত্তি দুতিয় কর্মদ্বারা কঠিন অত্থারক ভিক্ষুকে প্রদান কর্তব্য। তেমন কঠিন অত্থারক ভিক্ষু দ্বারা তা ধুয়ে, বিমার্জন করে, বিচার করে, ছেদন করে, সেলাই করে, রঞ্জিত করে, কপ্পবিন্দু করে, কঠিন অত্থারন কর্তব্য।

সংঘ দ্বারা যদি কঠিন অত্থারনকামী হয় পুরাতন সজ্ঘাটি পচ্চুদ্ধার করে নতুন সজ্ঘাটি অধিষ্ঠান কর্তব্য; যথা : "ইমায সজ্ঘাটিযা কঠিনং অত্থরামী"—অর্থাৎ এই সজ্ঘাটি আমি কঠিনরূপে প্রসারণ করছি। এভাবে বাক্য দ্বারা ভেদন কর্তব্য। যদি উত্তরাসঙ্গ দ্বারা কঠিন প্রসারণে ইচ্ছুক হয়; তাহলে পুরাতন উত্তরাসঙ্গ পচ্চুদ্ধার করা কর্তব্য; নতুন উত্তরাসঙ্গ অধিষ্ঠান কর্তব্য। "ইমিনা উত্তরাসঙ্গেন কঠিনং অত্থারামি," এই বাক্য দ্বারা ভেদন কর্তব্য। যদি অন্তর্বাস দ্বারা কঠিন প্রসারণে ইচ্ছুক হয়; তাহলে পুরাতন অন্তর্বাস পচ্চুদ্ধার

কর্তব্য; নতুন অন্তর্বাস অধিষ্ঠান কর্তব্য। "ইমিনা অন্তর বাসকেন কঠিনং অত্থারামি," এই বাক্য দ্বারা ভেদন কর্তব্য।

তেমন কঠিন অত্থারক ভিক্ষু কর্তৃক সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে করজোড়ে এরূপ বলতে হবে : "অত্থতং ভন্তে, সংঘস্স কঠিনং ধম্মিকো কঠিনত্থারো অনুমোদাথাতি" অর্থাৎ, মাননীয় সংঘ, কঠিন করার কর্মাদি সম্পাদনার্থে এই চীবর সংঘের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। মাননীয় সংঘ তা কঠিনরূপে প্রসারণে আপনারা অনুমোদন করুন।

সেই অনুমোদনকারী ভিক্ষুগণ কর্তৃক উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে তখন করজোড়ে এরূপ বলতে হবে—"অত্থতং আবুসো, সঙ্ঘস্স কঠিনং ধম্মিকো, কঠিনত্থারো অনুমোদামা'তি"। অর্থাৎ, আবুসো, কঠিন কর্ম সম্পাদনে সংঘের নিকটে আনীত বস্ত্র কঠিন বিস্তারে আমরা অনুমোদন করলাম।"

তখন সেই কঠিন সম্প্রসারণকারী ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুদের নিকটে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে কড়জোড়ে উপস্থিত হয়ে এরূপ বাক্য বলতে হবে, "অত্থতং ভন্তে, সংঘস্স কঠিনং ধম্মিকো, কঠিনত্থারো অনুমোদাথাতি।" সেই অনুমোদনকারী ভিক্ষুগণ কর্তৃক উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে করজোড়ে তাকে এরূপ বাক্য বলতে হবে—"অত্থতং আবুসো, সঙ্ঘস্স কঠিনং ধম্মিকো কঠিনত্থারো অনুমোদামাতি।"

অতঃপর সেই কঠিন সম্প্রসারণকারী ভিক্ষু কর্তৃক একজন ভিক্ষুর নিকটে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে হবে—"অত্থতং আবুসো; সঙ্ঘস্স কঠিনং ধম্মিকো কঠিনত্থারো অনুমোদাহী"তি তখন সেই অনুমোদনকারী ভিক্ষু কর্তৃক উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে, করজোড়ে এই বাক্য বলতে হবে—"অত্থতং আবুসো; সঙ্ঘস্স কঠিনং ধম্মিকো কঠিনত্থারো অনুমোদামী"তি। অর্থাৎ, আবুসো, সংঘের কঠিন কর্মের চীবর কঠিন প্রসারণের জন্যে আমিও অনুমোদন করলাম।

৫. পুদ্গালের কঠিন প্রসারণ

৪১৪. সংঘ কঠিন প্রসারণ করে, গণ (২/৩ জন) কঠিন প্রসারণ করে, পুদ্গাল কঠিন প্রসারণ করে। আবার সংঘ কঠিন প্রসারণ করে না, গণ কঠিন প্রসারণ করে না, পুদ্গালই কঠিন প্রসারণ করে। অপরদিকে (ইঙ্গিত) সংঘ কঠিন প্রসারণ করে না, গণ কঠিন প্রসারণ করে না; পুদ্গালই কঠিন প্রসারণ করে।

সংঘের কঠিন অর্থহীন হয়; গণের কঠিন অর্থহীন হয়; পুদ্গালের কঠিন

অর্থহীন হয়। সংঘ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করে, গণপ্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করে, পুদ্গাল প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করে। সংঘ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করে না, গণ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করে না, পুদ্গাল প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করে।

সংঘের প্রাতিমোক্ষ অনুদ্দেশ হয়; গণের প্রাতিমোক্ষ অনুদ্দেশিত হয়; পুদ্গালের প্রাতিমোক্ষ অনুদ্দেশিত হয়।

সংঘের সামগ্রিক, গণের সামগ্রিক, পুদ্গালের উদ্দেশ। সংঘের প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ হয়; গণের প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ হয়; পুদ্গালের প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ হয়।

আবার সংঘের কঠিন প্রসারণ হয় না; গণের কঠিন প্রসারণ হয় না; পুদ্গালেরই কঠিন প্রসারণ হয়। সংঘের অনুমোদনের জন্য, গণের অনুমোদনের জন্য, পুদ্গালের প্রসারণ, সংঘের জন্য কঠিন অর্থপূর্ণ হয়, গণের জন্যে কঠিন অর্থপূর্ণ হয় এবং পুদ্গালের জন্যেও অর্থপূর্ণ হয়।

৬. পলিবোধ প্রশ্নের ব্যাকরণ

৪১৫. প্রস্থানকারী উক্ত হলো বুদ্ধতে;
এতে তাই জিজ্ঞাসি আমি পলিবোধার ছেদন কয়টি,
হয় প্রথমেতে?
প্রস্থানকারীর কঠিনোদ্ধার উক্ত হয় আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই বিসর্জন চীবর, পলিবোধার প্রথম ছেদনে।
তৎসহ বহিঃসীমায় গমনে আবাস পালিবোধার ছেদনে;
সমাপ্তক কঠিনোদ্ধারে আদি বুদ্ধ তাই বলে।
এহেতু তাই জিজ্ঞাসি কয়টি পলিবোধ ছেদন প্রথমে;
সমাপ্তক কঠিনোদ্ধারে আদিত্যবুদ্ধ তারেই বলে।
এতে তাই বিসর্জন আবাস পরিবোধার প্রথম ছেদনে;
চীবরের সমাপ্তিতে চীবর পলিবোধায় ছেদনে।
সন্নিট্‌ঠন্তিক কঠিন উদ্ধারে উক্তি আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই জিজ্ঞাসি কয়টি, পলিবোধ প্রথম ছেদনে।
সন্নিট্‌ঠনন্তিক কঠিন উদ্ধারে উক্ত আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই বিসর্জন দুই পলিবোধা অপূর্ব আচরি ছেদনে।
নাসমন্তিক কঠিনুদ্ধারে ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই জিজ্ঞাসি কয়টি পলিবোধ প্রথম ছেদনে।
নাসনন্তি কঠিনুদ্ধার উক্তি আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই বিসর্জন আবাস পলিবোধ প্রথম ছেদনে।

চীবর নষ্টে চীবর পলিবোধ ছেদনে;
শ্রবণন্তিক কঠিনোদ্ধারে ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
এতে তাই বিসর্জন চীবর পলিবোধ প্রথমে ছেদনে;
সেই সহ শ্রবণে আবাস পলিবোধা ছেদনে।
আবাস ছেদক কঠিনোদ্ধারে উক্ত আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই জিজ্ঞাসি পলিবোধা কয়টি প্রথম ছেদনে।
আবাস ছেদক কঠিনোদ্ধারে ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই বিসর্জন আবাস পলিবোধা প্রথম ছেদনে।
চীবর আশায় উপচ্ছিন্ন চীবর পলিবোধা ছেদনে;
সীমা অতিক্রান্ত কঠিনুদ্ধারে ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
এতে তাই জিজ্ঞাসি পলিবোধা কয়টি প্রথম ছেদনে;
তৎ বহিঃসীমে আবাস পলিবোধার ছেদনে।
সহুব্ভাহারো কঠিনোদ্ধারে ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই জিজ্ঞাসি পলিবোধা কয়টি প্রথম ছেদনে।
সহুব্ভারো কঠিনুদ্ধারে ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে;
এতে তাই বিসর্জন, দুই পলিবোধা।
অপূর্ব আচারকে ছেদনে।

৪১৬. সংঘের অধীনে কয়টি কঠিনোদ্ধার হয়? পুদ্গালের অধীনে কয়টি কঠিনুদ্ধার হয়? কয়টি কঠিনুদ্ধার সংঘ এবং পুদ্গল কারো অধীনে হয় না?

সংঘের অধীনে এক কঠিনুদ্ধার; যথা : অন্তরুব্ভার। চারি কঠিনুদ্ধার হয় পুদ্গালাধীনে; যথা : প্রস্থানকারী, নিকটে অবস্থানকারী, সন্নিকটে অবস্থানকারী এবং সীমা অতিক্রান্তিক।

চারি কঠিনোদ্ধার সংঘের অধীনেও নয়, পুদ্গালের অধীনেও নয়; যথা : নাশান্তিক, শ্রবণান্তিক, আশা অবচ্ছেদিক এবং সহুব্ভার। কয়টি কঠিন উদ্ধার আন্তঃসীমায় উদ্ধার হতে পারে? কয়টি কঠিন উদ্ধার বহিঃসীমায় উদ্ধার হতে পারে? কয়টি কঠিন উদ্ধার স্বীয় আন্তঃসীমায় এবং স্বীয় বহিঃসীমায় উদ্ধার হতে পারে?

দুটি কঠিনুদ্ধার আন্তঃসীমায় উদ্ধার হতে পারে; যথা : অন্তর উব্ভারে এবং সহুব্ভারে।

তিনটি কঠিনুদ্ধার বহিঃসীমায় উদ্ধার হতে পারে; যথা : প্রস্থানিক, শ্রবনন্তিক, সীমা অতিক্রমন্তিক।

চারি কঠিনুদ্ধার স্বীয় আন্তঃসীমায় উদ্ধার হতে পারে এবং স্বীয়

বহিঃসীমায়ও উদ্ধার হতে পারে; যথা : ১. সমপ্তি অন্তিক, ২. সন্নিকটান্তিক, ৩. নাশন্তিক, ৪. আশাচ্ছেদিক। কয়টি কঠিনুদ্ধার এক উৎপাদক এবং একনিরোধক? কয়টি কঠিনুদ্ধার এক উৎপাদক, নানা নিরোধক?

দুই কঠিনুদ্ধার এক উৎপাদক, এক নিরোধক যথা : অন্তরুব্ভারো, সহুব্ভারো। অবশেষ কঠিনুদ্ধার এক উৎপাদক, নানা নিরোধক।

[কঠিনভেদ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কার কিন্তু পনেরো ধর্ম নিদান হেতুতে;
প্রত্যয় সংগ্রহ মূলাদি আর অত্থার পুদ্গালে।
তৃতীয়ে তিন জ্ঞাতব্য অত্থার আর উদ্দেশে;
পলিবোধা অধীনে সীমায় উপাদান নিরোধে।

উপালি পঞ্চক

১. অনিশ্রিত বর্গ

৪১৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আবাসে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উপালি, যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে যাবজ্জীবন নিশ্রয়ে অনুবর্তিত হতে হয় না? হে উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুকে যাবজ্জীবন নিশ্রয়ে আবর্তিত হতে হয় না। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা?

১. উপোসথ জানে না, ২. উপোসথের কর্ম জানে না, ৩. প্রাতিমোক্ষ জানে না, ৪. প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ জানে না, ৫. এবং পাঁচ বছরের কম বর্ষায় হয়ে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু যাবজ্জীবন নিশ্রয়ের অনুবর্তী থাকতে হয়।

হে উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু যাবজ্জীবন, অনিশ্রয়ে অনুবর্তী থাকতে পারে। কোন পাঁচটি দ্বারা?

উপোসথ জানে, উপোসথের কর্ম জানে, প্রাতিমোক্ষ জানে, প্রাতিমোক্ষের উদ্দেশ জানে এবং পঞ্চবর্ষ হয় অথবা পঞ্চবর্ষের অধিক হয়। হে উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত যাবজ্জীবন নিশ্রয় মুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

হে উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক যাবজ্জীবন নিশ্রয় অমুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়; যথা : প্রবারণা জানে না, প্রবারণা কর্ম জানে না, প্রাতিমোক্ষ জানে না, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ জানে না, পঞ্চবর্ষ বা পঞ্চবর্ষের অধিক হয়ে থাকে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক আজীবন নিশ্রয় মুক্ত হয়ে থাকা যায়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক আজীবন নিশ্রয় অমুক্ত হয়ে প্রবর্তিত হতে হয়; যথা : আপত্তি অনাপত্তি জানে না, লঘু-গুরু আপত্তি জানে না, সাবশেষ অনাবশেষ আপত্তি জানে না, দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানে না, পঞ্চবর্ষের কম হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক আজীবন নিশ্রয় অমুক্ত হয়ে অনুবর্তিত হতে হয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক আজীবন নিশ্রয় মুক্ত হয়ে প্রবর্তিত হওয়া যায়। কোন পঞ্চ দ্বারা? আপত্তি-অনাপত্তি জানে, লঘু-গুরু আপত্তি জানে, সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানে, দুষ্ট-অদুষ্ট আপত্তি জানে, পঞ্চ বর্ষ বা পঞ্চাধিক বর্ষের হয়।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু আজীবন নিশ্রয় মুক্ত হয়ে প্রবর্তিত হতে পারে।

৪১৮. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে উপসম্পদা দান অনুচিত, নিশ্রয় দান অনুচিত, শ্রামণের দ্বারা সেবিত হওয়া অনুচিত?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান অনুচিত, নিশ্রয় দান অনুচিত, শ্রামণের দ্বারা সেবিত হওয়া অনুচিত। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? ১. যে অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে অসুস্থ অবস্থায় সেবা করে না, বা অন্যের দ্বারা সেবা করায় না, ২. প্রব্রজ্যায় অনীহা ভাব উৎপন্ন হলে, তা উপশম করতে, বা উপশম করাতে, অক্ষম হলে; ৩. উৎপন্ন সন্দেহ ধর্মত অপনোদন করতে অক্ষম হলে; ৪. অভিধর্মে নিরসন করতে অক্ষম হলে; ৫. অভিবিনয়ে নিরসন করতে অক্ষম হলে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান অনুচিত, নিশ্রয় দান অনুচিত, শ্রামণের সেবা গ্রহণ অনুচিত।

পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান কর্তব্য, নিশ্রয় দান কর্তব্য, শ্রামণের সেবা দান কর্তব্য। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? ১. অন্তেবাসী বা সহবিহারীর অসুস্থতায় সেবা করতে বা করাতে সক্ষম, ২. প্রব্রজ্যায় অনভিরতি আক্রান্তের অনীহা ভাব উপশমে করতে বা উপশম করাতে সক্ষম; ৩. উৎপন্ন সন্দেহের

ধর্মত অপনোদনের সক্ষম, হলে; ৪. অভিধর্মে নিরসন করতে অক্ষম হলে; ৫. অভিবিনয়ে নিরসন করতে অক্ষম হলে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান অনুচিত, নিশ্রয় দান অনুচিত, শ্রামণের সেবা গ্রহণ অনুচিত।

পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান কর্তব্য, নিশ্রয় দান কর্তব্য, শ্রামণের সেবা দান কর্তব্য। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? ১. অন্তেবাসী বা সহবিহারীর অসুস্থতায় সেবা করতে বা করাতে সক্ষম, ২. প্রব্রজ্যায় অনভিরতি আক্রান্তের অনীহা ভাব উপশম করতে বা উপশম করাতে সক্ষম; ৩. উৎপন্ন সন্দেহের ধর্মত অপনোদনে সক্ষম, ৪. অভিধর্মে নিরসনে সক্ষম; ৫. অভিবিনয়ে নিরসনে সক্ষম হলে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান কর্তব্য, নিশ্রয় দান কর্তব্য, শ্রামণের সেবা দান কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান অনুচিত, নিশ্রয় দান অনুচিত, শ্রামণের সেবাদান অনুচিত। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচার শিক্ষায় শিক্ষাদানে অক্ষম, ২. আদি ব্রহ্মচর্য শিক্ষায় বিনীত করতে অক্ষম, ৩. অধিশীলে বিনীত করতে অক্ষম, ৪. অধিচিত্তে বিনীত করতে অক্ষম, ৫. অধিপ্রজ্ঞায় বিনীত করতে অক্ষম হলে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান অনুচিত, নিশ্রয় দান অনুচিত, শ্রামণের সেবা দান অনুচিত।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা দান কর্তব্য, নিশ্রয় দান কর্তব্য, শ্রামণের সেবা দান কর্তব্য। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচারিক শিক্ষায় শিক্ষাদানে সক্ষম, ২. আদি ব্রহ্মচর্যা শিক্ষায় বিনীত করতে সক্ষম, ৩. অধিশীলে বিনীত করতে সক্ষম, ৪. অধিচিত্তে বিনীত করতে সক্ষম, ৫. অধিপ্রজ্ঞায় বিনীত করতে সক্ষম।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা প্রদান কর্তব্য, নিশ্রয় দান কর্তব্য, শ্রামণের সেবা দান কর্তব্য।

৪১৯. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ডকর্ম দান কর্তব্য?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? ১. যে পাপে অলজ্জী হয়, ২. মূর্খ হয়, ৩. দোষযুক্ত হয়, ৪. মিথ্যাদৃষ্টিক হয়, ৫. জীবিকায় দূষিত (বিপন্ন) হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে দণ্ডকর্ম দান কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পাঁচটি

দ্বারা? ১. যে অধিশীলে শীল বিপন্ন হয়, ২. অজ্ঝাচারে আচার বিপন্ন হয়, ৩. অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টি বিপন্ন হয়, ৪. মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, ৫. আজীব বিপন্ন হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. কায়িক ক্রোধসম্পন্ন হলে, ২. বাচনিক ক্রোধসম্পন্ন হলে, ৩. কায়িক-বাচনিক ক্রোধসম্পন্ন হলে, ৪. মিথ্যাদৃষ্টিক হলে, ৫. আজীব বিপন্ন হলে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. কায়িক অনাচারসম্পন্ন হলে ২. বাচনিক অনাচারসম্পন্ন হলে, ৩. কায়িক-বাচনিক অনাচারসম্পন্ন হলে, ৪. মিথ্যাদৃষ্টিক হলে, ৫. আজীব বিপন্ন হলে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. কায়িক উপঘাতিক দ্বারা সমন্বিত হয়, ২. বাচনিক উপঘাতিক দ্বারা সমন্বিত হয়, ৩. কায়িক-বাচনিক উপঘাতিক দ্বারা সমন্বিত হয়, ৪. মিথ্যাদৃষ্টিক হয়, ৫. আজীব বিপন্ন হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. কায়িক মিথ্যা জীবিকা দ্বারা সমন্বিত হয়, ২. বাচনিক মিথ্যা জীবিকা দ্বারা সমন্বিত হয়, ৩. কায়িক-বাচনিক মিথ্যাজীবিকা দ্বারা সমন্বিত হয়, ৪. মিথ্যাদৃষ্টিক হয়, ৫. আজীব বিপন্ন হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. আপত্তি প্রাপ্ত, দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েও উপসম্পদা দান করে; ২. নিশ্রয় দান করে; ৩. শ্রামণেরকে দিয়ে সেবা করায়, ৪. ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দানে সম্মতিদান করে, ৫. ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত? ১. যেই আপত্তিগুলোর কারণে সংঘ কর্তৃক দণ্ডকর্ম করা হয়েছে, সেই আপত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়, ২. অন্য একটি তাদৃশ আপত্তি প্রাপ্ত হয়, ৩. তার চেয়ে পাপিষ্ঠতর আপত্তি প্রাপ্ত হয়, ৪. দণ্ডকর্মের নিন্দা করে, ৫. দণ্ডকর্ম দানকারীর নিন্দা করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম

করা কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য। কোন পঞ্চটি দ্বারা সমন্বিত? ১. বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ২. ধর্মের অগুণ ভাষণ করে, ৩. সংঘের অগুণ ভাষণ করে, ৪. মিথ্যাদৃষ্টিক হয়, ৫. জীবিকা বিপন্ন হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য।

[অনিশ্রিত বর্গের প্রথম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উপোসথ, প্রবারণা, আপত্তি আর অসুস্থকে;
অভিসমাচার, লজ্জী, অধিশীল আর ক্রোধীকে।
অনাচার, উপঘাতী, মিথ্যা, আর আপত্তিতে;
যেই যেই আপত্তি বুদ্ধের প্রথম বর্গ সংগ্রহতে।

২. অপ্রতিপস্‌সম্ভন বর্গ

৪২০. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম প্রশমিত করা বা তুলে নেওয়া উচিত নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম অপসারণ বা প্রশমিত করা উচিত নয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. আপত্তিপ্রাপ্ত বা দণ্ডিত হয়েও উপসম্পদা দান করে, ২. নিশ্রয় দান করে, ৩. শ্রামণেরকে দিয়ে সেবা করায়, ৪. ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানে সম্মতি গ্রহণ করে থাকে, ৫. সম্মতি পেয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিয়ে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ড অপসারণ উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম অপসারণ উচিত নয়। কোন পঞ্চ দ্বারা? ১. যেই আপত্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক দণ্ডকর্ম প্রদত্ত হলো, সেই আপত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হলে, ২. তাদৃশ্য অন্য আপত্তি প্রাপ্ত হলে, ৩. তার চেয়ে অধিকতর পাপকর্ম কৃত হলে, ৪. দণ্ডকর্মের নিন্দাকারী হলে, ৫. দণ্ডদানকারীর নিন্দা করলে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দণ্ডকর্ম অপসারণ উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম অপসারণ উচিত নয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. বুদ্ধের অগুণ ভাষণ করে, ২. ধর্মের অগুণ ভাষণ করে, ৩. সংঘের অগুণ ভাষণ করে, ৪. মিথাদৃষ্টিক হয় এবং ৫. জীবিকা বিপন্ন হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম অপসারণ উচিত

নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম অপসারণ উচিত নয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. অলজ্জী হয়, ২. মূর্খ হয়, ৩. অশুদ্ধ হয়, ৪. মর্দনকারী হয়, ৫. ব্রত শিক্ষা পরিপূরণকারী হয় না।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম অপসারণ উচিত নয়।

৪২১. ভন্তে, সংগ্রামে অবতীর্ণ (নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে) ভিক্ষু কর্তৃক সংঘের দিকে অগ্রসর হতে কীভাবে নিজেকে উপস্থিত করানো উচিত?

উপালি, সংগ্রামে অবতীর্ণ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘের দিকে অগ্রসর হতে পঞ্চধর্মে সমন্বিত হয়ে নিজেকে উপস্থাপন করে সংঘের নিকটে উপস্থাপিত করতে হবে। সে পাঁচটি কী কী?

উপালি, সংগ্রামে অবতীর্ণ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘের নিকটে উপস্থিত হতে, ১. অবনত চিত্তে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য, যেমন, ময়লা পরিষ্কারক সম চেতনায়; ২. অসন কুশল হওয়া কর্তব্য, ৩. উপবেশন কুশল হতে হবে, যাতে থেরো ভিক্ষুগণের অসুবিধা না হয় এবং নবাগত ভিক্ষুগণের অপসারণ হতে না হয়, তেমন প্রতিরূপ আসনে উপবেশন করতে করা কর্তব্য, ৪. কথার উপরে কথক না হওয়া কর্তব্য, ৫. বাজে আলাপী না হয়ে ধর্মভাষী হওয়া কর্তব্য, অথবা আর্য-মৌনভাব অবলম্বী হয়ে, অন্যকেও তেমন অনুরোধকারী হওয়া কর্তব্য।

উপালি, যদি সামগ্রিক মতানুসারে দণ্ডকর্ম করে, তার তা সেই ভিক্ষুর অপছন্দও হয়, তবুও সংঘের একতার্থে দৃষ্টকর্ম বলে মনে করা কর্তব্য। তা কী কারণে? আমার সংঘে ভিন্নতার জন্ম না হোক। উপালি, সংগ্রামে অবতীর্ণ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘের নিকটে উপস্থিত হতে এভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।

৪২২. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে বিচারক বহুজনের অনাকাঙ্ক্ষিত, বহুজনের অমনঃপূত, বহুজনের অরুচি করে হয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে বিচারক বহুজনের অনাকাঙ্ক্ষিত, বহুজনের অমনঃপূত, বহুজনের অরুচিকর হয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. উঁচু মন্ত্রণাকারী হয়, ২. আর হীনতৃষ্ণা হয়, ৩. ভাষণে অনুসন্ধি কুশলহীন হয়, ৪. যথাধর্ম, যথাবিনয়ে, যথা আপত্তিতে জিজ্ঞাসাকারী হয় না, ৫. যথাধর্মে যথাবিনয়ে বিচারকারী হয় না।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, বহুজনের অনাকাঙ্ক্ষিত, বহুজনের অমনঃপূত এবং বহুজনের অরুচিকর হয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের কাঙ্ক্ষিত, বহুজনের মনঃপূত, বহুজনের রুচিকর হয়ে থাকে। কোন পাঁচটি? ১. যে বিরাট বিরাট মন্ত্রণাকারী নয়, ২. হীনতৃষ্ণা নয়, ৩. ভাষণে অনসন্ধিৎসু হয়, ৪. যথাধর্মে, যথাবিনয়ে, যথা-আপত্তিতে প্রশ্নকারী হয়, ৫. যথাধর্মে, যথাবিনয়ে যথা-আপত্তিতে দণ্ডকর্মকারী হয়।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের কাঙ্ক্ষিত, বহুজনের মনঃপূত, বহুজনের রুচিকর হয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের অনাকাঙ্ক্ষিত, বহুজনে অমনঃপূত, বহুজনের অরুচিকর হয়। কোন পঞ্চঙ্গ দ্বারা? ১. উৎসাহদাতা হয়, ২. আবার নিরুৎসাহদাতা হয়, ৩. অধর্ম গ্রহণ করে, ৪. ধর্মকে ব্যাহত করে, ৫. চপলতাসুলভ বহুবাক্য ভাষণ করে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের অনাকাঙ্ক্ষিত, বহুজনের অমনঃপূত এবং বহুজনের অরুচিকর হয়ে থাকে।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের কাঙ্ক্ষিত, বহুজনের মনঃপূত, বহুজনের রুচিকর হয়ে থাকে। কোন পাঁচটি? ১. উৎসাহদাতাও হয় না, ২. নিরুৎসাহদাতাও হয় না, ৩. ধর্মকে গ্রহণ করে ৪. অধর্মকে প্রতিহত করে ৫. চপলতায় বহুভাষণ করে না।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের কাঙ্ক্ষিত, বহুজনের মনঃপূত এবং বহুজনের রুচিকর হয়ে থাকে।

উপালি, অপর পাঁচটি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের অনাকাঙ্ক্ষিত; বহুজনের অমনাপ, বহুজনের অরুচিকর হয়ে থাকে। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. বল প্রয়োগকারী (পসয্হ) হয়, ২. অবকাশ না নিয়ে দণ্ডকর্মকারী হয়। ৩. যথাধর্মে, যথাবিনয়ে, যথা-আপত্তিতে প্রশ্নকারী হয় না, ৪. যথাধর্মে, যথাবিনয়ে, যথা-আপত্তিতে দণ্ডকর্মকারী হয় না, ৫. যথাদৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হয় না।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে বহুজনের অনাকাঙ্ক্ষিত, বহুজনের অমনঃপূত এবং বহুজনের অরুচিকর হয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বহুজনের কাঙ্ক্ষিত, বহুজনের মনোজ্ঞা, বহুজনের রুচিকর হয়। কোন পাঁচটি? ১. বল প্রয়োগকারী হয় না, ২. অবকাশ নিয়ে দণ্ডকর্মে প্রবর্তনকারী হয়, ৩. যথাধর্ম, যথাবিনয়ে এবং যথাপত্তিতে প্রশ্নকারী হয়, ৪. যথাধর্ম, যথাবিনয় এবং যথাপত্তিতে দণ্ডকর্ম বিধানকারী হয়, ৫. যথাদৃষ্টি ব্যাখ্যাকারী হয়।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, সংঘে বিচারক হয়ে, বহুজনের কাম্য, বহুজনের মনোজ্ঞ এবং বহুজনের রুচিকর হয়ে থাকে।

৪২৩. ভন্তে, বিনয় পরিয়ত্তির আনিশংস কয়টি?

উপালি, বিনয় পরিয়ত্তির পাঁচটি আনিশংস। সেই পাঁচটি কী কী? ১. নিজের শীল সুরক্ষিত হয়, ২. সন্দেহ নিরসন হয়, ৩. সংঘের মধ্যে বিশারদরূপে প্রকাশিত হয়, ৪. বিরুদ্ধবাদীগণকে ধর্মত সুনিগ্রহে নিগ্রহকরণ সম্ভব হয়, ৫. সদ্ধর্মের স্থিতিতে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। উপালি, বিনয় পরিয়ত্তি দ্বারা এই পঞ্চ আনিশংস লাভ হয়।

[অপ্রতিপস্‌সম্ভন বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আপন্ন, অন্যায়, অগুণ বর্ণন, অলজ্জী সংগ্রামে;
উৎকৃষ্ট অনুৎকৃষ্ট আর পেশী, পরিয়ত্তিতে।
[প্রথম যমক প্রজ্ঞপ্তি]

৩. বোহার বর্গ

৪২৪. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত হলে সংঘের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানে ক্ষমতাহীন হওয়া কর্তব্য?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন হলে সংঘে বিচারক হওয়া উচিত নয়। কোন পাঁচটি? ১. আপত্তি জানে না, ২. আপত্তির সমুত্থান জানে না, ৩. আপত্তির প্রয়োগ জানে না, ৪. আপত্তির উপশম জানে না, ৫. আপত্তির বিচারে দক্ষ হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু সংঘে বিচারক হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া কর্তব্য। কোন পাঁচটি?

১. আপত্তি কী জানে, ২. আপত্তির সমুত্থান কী জানে, ৩. আপত্তির প্রয়োগ জানে, ৪. আপত্তির উপশম জানে, ৫. আপত্তির দক্ষ হয়ে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়। কোন পাঁচটি?

১. অধিকরণ কী জানে না, ২. অধিকরণ-সমুত্থান কী জানে না, ৩. অধিকরণের প্রয়োগ কী জানে না, ৪. অধিকরণের উপশম কী জানে না, ৫.

বিচারে দক্ষতাসম্পন্ন হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া কর্তব্য। কোন পাঁচটি?

১. অধিকরণ (অভিযোগ) কী জানে, ২. অধিকরণের সমুত্থান কী জানে, ৩. অধিকরণের প্রয়োগ কী জানে, ৪. অধিকরণে উপশম কী জানে, ৫. অধিকরণের বিচারে দক্ষ হয়ে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়। কোন পাঁচটি?

১. বল প্রয়োগের প্রবর্তনকারী হয়, ২. অবকাশ গ্রহণ না করে দণ্ড বিধানের প্রবর্তনকারী হয়, ৩. যথাধর্মে, যথাবিনয়ে, যথা-আপত্তিতে জিজ্ঞাসাকারী হয় না, ৪. যথাধর্মে, যথাবিনয়ে যথা-আপত্তিতে দণ্ড বিধানকারী হয় না, ৫. যথাদৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু সংঘে বিচার হওয়া কর্তব্য। সেই পাঁচটি কী কী? ১. বল প্রয়োগের প্রবর্তনকারী হয় না, ২. অবকাশ নিয়ে দণ্ড বিধানকারী হয়, ৩. যথাধর্ম যথাবিনয়, যথা-আপত্তিতে জিজ্ঞাসাকারী হয়, ৪. যথাদণ্ড বিধানকারী হয়, ৫. যথাদৃষ্টিতে ব্যাখ্যাকারী হয়।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু সংঘে বিচারক হওয়া কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পাঁচটি? ১. আপত্তি-অনাপত্তি কী জানে না, ২. লঘু-গুরু আপত্তি কী জানে না, ৩. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি কী জানে না, ৪. প্রদুষ্ট-অপ্রদুষ্ট আপত্তি কী জানে না, ৫. সপ্রতিকর্ম-অপ্রতিকর্ম কী জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া অনুচিত।

উপালি, পাঁচটি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত। কোন সেই পাঁচটি?

১. আপত্তি-অনাপত্তি জানে, ২. লঘু-গুরু আপত্তি কী জানে, ৩. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি কী জানে, ৪. প্রদুষ্ট-অপ্রদুষ্ট আপত্তি কী জানে, ৫. সপ্রতিকর্ম-অপ্রতিকর্ম কী জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু সংঘে বিচারক হওয়া কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়।

কোন সেই পাঁচটি?

১. কর্ম (দণ্ড) কী জানে, ২. কর্মের করণীয় কী জানে, ৩. কর্মের বখু কী জানে, ৪. কর্মে ব্রত কী জানে, ৫. কর্মের উপশম কী জানে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পাঁচটি? ১. বখু কী জানে না, ২. নিদান কী জানে না, ৩. প্রজ্ঞপ্তি কী জানে না, ৪. বাক্যাংশের ব্যাখ্যা (পদপচ্চাডট্ঠং) জানে না, ৫. অনুসন্ধি বাক্য পথ জানে না, উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার হওয়া উচিত। কোন সেই পাঁচটি?

১. বখু কী জানে, ২. নিদান কী জানে, ৩. প্রজ্ঞপ্তি কী জানে ৪. বাক্যাংশের ব্যাখ্যা জানে, ৫. অনুসন্ধি বাক্যপথ জানে।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। কোন পাঁচটি? ১. ছন্দগতিতে যে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে যে গমন করে, ৩. মোহগতিতে যে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে যে গমন করে, ৫. এবং যে অলজ্জী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া কর্তব্য। কোন সেই পাঁচটি? ১. যে ছন্দ গতি গমন করে না, ২. যে দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. যে মোহগতিতে গমন করে না, ৪. যে ভয়গতিতে গমন করে না, ৫. যে লজ্জাশীল হয়, উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পাঁচটি? ১. যে ছন্দগতিতে গমন করে, ২. যে দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. যে মোহগতিতে গমন করে, ৪. যে ভয়গতিতে গমন করে, ৫. যে অকুশলপরায়ণ হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার-সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চগুঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। কোন সেই পাঁচটি? ১. যে ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. যে দ্বেষগতিতে

গমন করে না, ৩. যে মোহগতিতে গমন করে না, ৪. যে ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. যে কুশলপরায়ণ হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? ১. প্রজ্ঞপ্তি কী জানে না, ২. প্রজ্ঞপ্তিকরণ জানে না, ৩. প্রজ্ঞপ্তির অনুশ্রবণ কী জানে না, ৪. প্রজ্ঞপ্তির সমথ বা সমাধান কী জানে না, ৫. প্রজ্ঞপ্তির উপশম কী জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার-সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? ১. প্রজ্ঞপ্তি জানে, ২. প্রজ্ঞপ্তি করণীয় জানে, ৩. প্রজ্ঞপ্তির অনুশ্রবণ জানে, ৪. প্রজ্ঞপ্তির সমথ জানে, ৫. প্রজ্ঞপ্তি উপশম জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পাঁচটি? ১. সূত্র কী জানে না, ২. সূত্রের অনুলোম জানে না, ৩. বিনয় জানে না, ৪. বিনয়ের অনুলোম জানে না, ৫. স্থান-অস্থান দক্ষ হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। কোন সেই পাঁচটি? ১. যে সূত্র কী জানে, ২. সূত্রের অনুলোম কী জানে, ৩. বিনয় কী জানে, ৪. বিনয়ের অনুলোম কী জানে এবং ৫. স্থান-অস্থান সম্পর্কে দক্ষ হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার-সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। কোন পাঁচটি? ১. ধর্ম কী জানে না, ২. ধর্মানুলোম কী জানে না, ৩. বিনয় জানে না, ৪. বিনয় অনুলোম জানে না, ৫. পূর্বাপর কুশল জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার-সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু দ্বারা সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। কোন পাঁচটি? ১. ধর্ম কী জানে, ২. ধর্মের অনুলোম কী জানে, ৩. বিনয় কী জানে, ৪. বিনয়ের অনুলোম কী জানে, ৫. কুশলের পূর্বাপর কী জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে বিচার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

[বোহার (বিচার) বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আপত্তি, অধিকরণ, পেশী জানেন;
কর্ম, বত্থু, অলজ্জী, অকুশল প্রজ্ঞাপ্তিতে।
সূত্র, নাহিজানে ধর্ম, তৃতীয় বর্গ সংগ্রহে ॥

৪. দৃষ্টি আবিকর্মা বর্গ

৪২৫. ভন্তে, অধার্মিক দৃষ্টি আবিকর্ম কয়জন?

উপালি, অধার্মিক দৃষ্টি আবিকর্ম পাঁচজন। সেই পাঁচজন কে কে? ১. অনাপত্তির দৃষ্টি প্রদর্শন যে করে, ২. অদেশাগামী আপত্তির দৃষ্টিকে প্রদর্শন যে করে, ৩. দেশিত আপত্তির দৃষ্টিকে প্রদর্শন করে, ৪. চার পাঁচটি দ্বারা দৃষ্টি প্রদর্শন করে, ৫. মনের দৃষ্টি প্রদর্শন যে করে। উপালি, এই পঞ্চ অধার্মিক দৃষ্টি অবিকর্মা তথা দৃষ্টি প্রদর্শনকর্মা।

উপালি, ধার্মিক দৃষ্টি প্রকাশকর্মা পাঁচজন। সেই পাঁচজন কে কে? ১. যে আপত্তি দ্বারা স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ২. যে দেশনাগামিতা দ্বারা স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ৩. যে দেশনাহীনতা দ্বারা স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ৪. যে চার বা পাঁচ জনের নিকটে দৃষ্টি প্রকাশ করে না, ৫. যে মন-মানসিকতা দ্বারা স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে না। উপালি, এই পাঁচজন ধার্মিক দৃষ্টিকর্মার প্রকাশক।

উপালি, অপর পাঁচজন স্বদৃষ্টি কর্মের অধার্মিক প্রকাশক। কোন পাঁচজন?

১. নানাসংবাসকের (ভিন্ন দলের) নিকটে স্বীয় দৃষ্টি প্রকাশ করে, ২. নানাসীমায় স্থিতের নিকটে স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ৩. অপরিশুদ্ধের নিকটে স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ৪. চার/পাঁচজনের নিকটে স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ৫. মন-মানসিকতা দ্বারা স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে। উপালি, এই পাঁচজন স্বদৃষ্টি কর্মের অধার্মিক প্রকাশক।

উপালি, পাঁচজন স্বদৃষ্টি কর্মের ধার্মিক প্রকাশক। কোন পাঁচজন? ১. সে সমানসংবাসকের (স্বনিকায়) নিকটে স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ২. সমান সীমায় স্থিতের নিকটে স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ৩. পরিশুদ্ধের নিকটে স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে, ৪. চার-পাঁচজনের নিকটে স্ব দৃষ্টি প্রকাশ করে না, ৫. মন-মানসিকতা দ্বারা স্বদৃষ্টি প্রকাশ করে না। উপালি, এই পাঁচজন স্বদৃষ্টি কর্মের ধার্মিক প্রকাশক হয়ে থাকে।

৪২৬. ভন্তে, অধার্মিক প্রতিগ্রহণ কয়টি?

উপালি, অধার্মিক প্রতিগ্রহণ পাঁচটি; যথা : ১. কায়ের দ্বারা প্রদত্তকে কায়ের দ্বারা অপ্রতিগ্রহণ, ২. কায়ের দ্বারা প্রদত্তকে কায়প্রতিবদ্ধ হয়ে

অপ্রতিগ্রহণ, ৩. কায়প্রতিবদ্ধ হয়ে প্রদত্তকে কায়ের দ্বারা অপ্রতিগ্রহণ, ৪. কায়প্রতিবদ্ধ হয়ে প্রদত্তকে কায়প্রতিবদ্ধ দ্বারা অপ্রতিগ্রহণ, ৫. নিস্‌সগ্গিয় দ্বারা প্রদত্তকে কায়ের দ্বারা বা কায়প্রতিবদ্ধ দ্বারা অপ্রতিগ্রহণ। উপালি, এটিই অধার্মিক প্রতিগ্রহণ বুঝায়।

উপালি, পঞ্চ ধার্মিক প্রতিগ্রহণ আছে। কেমন সেই পঞ্চ? ১. কায়ের দ্বারা দেয়্যমানকে কায়ের দ্বারা প্রতিগ্রহণ, ২. কায়ের দ্বারা দেয়্যমানকে কায়প্রতিবদ্ধ দ্বারা প্রতিগ্রহণ, ৩. কায়প্রতিবদ্ধ দ্বারা দেয়্যমানকে কায়ের দ্বারা প্রতিগ্রহণ, ৪. কায়প্রতিবদ্ধ দ্বারা দেয়্যমানকে কায়প্রতিবদ্ধ দ্বারা প্রতিগ্রহণ, ৫. নিস্‌সগ্গিয় দ্বারা দেয়্যমানকে কায় দ্বারা বা কায়প্রতিবদ্ধ দ্বারা প্রতিগ্রহণ। উপালি, এটিই পঞ্চ ধার্মিক প্রতিগ্রহণ।

৪২৭. ভন্তে, অনতিরিক্ত কয়টি? উপালি, অনতিরিক্ত পাঁচটি। সে পাঁচটি কী কী? ১. অকপ্পিয়কৃত হয়, ২. অপ্রতিগৃহীত হয়, ৩. অনুচ্চারিত হয়, ৪. হস্তপাশের বাইরে কৃত হয়, ৫. 'অলমেতং সব্বং' এই বাক্য অনুক্ত হয়। উপালি, এই পাঁচটি অনতিরিক্ত হয়ে থাকে।

উপালি, পাঁচটি অতিরিক্ত হয়ে থাকে। কোন পাঁচটি কী কী? ১. কপ্পিয় কৃত হয়, ২. প্রতিগ্রহণকৃত হয়, ৩. উচ্চারিত হয়, ৪. হস্তপাশে কৃত হয়, ৫. 'অলমেতং সব্বং' এইবাক্য উক্ত হয়। উপালি, এটিই পঞ্চ অতিরিক্ত।

৪২৮. ভন্তে, কত প্রকারে প্রবারণা প্রজ্ঞাপিত হয়? উপালি. পাঁচ প্রকারে প্রবারণা প্রজ্ঞাপিত হয়। সেই পাঁচটি কী কী? অসন প্রজ্ঞাপিত হয়, ভোজন প্রজ্ঞাপিত হয়, হস্তপাশে দাঁড়িয়ে অভিহরণ করে, প্রতিক্ষেপ প্রজ্ঞাপিত হয়; হে উপালি, এই পাঁচ প্রকারে প্রবারণা প্রজ্ঞাপিত হয়।

৪২৯. ভন্তে, কত প্রকারে অধার্মিক প্রতিজ্ঞাকরণ হয়? উপালি, অধার্মিক প্রতিজ্ঞাকরণ পাঁচটি। সেই পাঁচটি কী কী? ১. ভিক্ষু পারাজিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু পারাজিকা কি না জিজ্ঞাসায় সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়েছে বলে প্রকাশ করলে, সংঘ তাকে সংঘাদিশেষ দণ্ডই প্রদান করে থাকেন। এটিকে অধর্ম প্রতিজ্ঞাকরণ বলে। ২. ভিক্ষু পারাজিকা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পারাজিকা কি না জিজ্ঞাসিত হলে, পাচিত্তিয় বলে প্রকাশ করে।... ভিক্ষু প্রতিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়,... কিন্তু দুক্কটপ্রাপ্ত বলে প্রকাশ করে। সংঘ তাকে দুক্কট দণ্ডই প্রদান করে। তা অধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ হয়। ৩. সংঘাদিশেষ... পাচিত্তিয়... প্রতিদেশনীয়... দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হয়। ৪. ভিক্ষু 'দুক্কট' প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দুক্কট কি না জিজ্ঞাসায় পারাজিকা বলে প্রকাশ করে। সংঘ তাকে পারাজিকা দণ্ডকর্ম করলে, অধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ হয়। ৫. ভিক্ষু 'দুক্কট' প্রাপ্ত হয়। কিন্তু,

দুক্কট কি না জিজ্ঞাসায় সংঘাদিশেষ বলে প্রকাশ করে... পাচিত্তিয়... প্রতিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়েছে বলে প্রকাশ করলে, সংঘ তাকে প্রতিদেশনীয় দণ্ড প্রদান করে। এটি অধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ হয়। উপালি, এটিই পঞ্চ অধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ।

উপালি, পাঁচটি ধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ হয়। সেই পাঁচটি কী কী? ১. ভিক্ষু পারাজিকা প্রাপ্ত হয়। পারাজিকা হয়েছে কি না জিজ্ঞাসায় পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছে বলে প্রকাশ করে। সংঘ তাকে পারাজিকা দণ্ডই প্রদান করেন। এটি ধর্মত প্রতিজ্ঞাকরণ।...

৪৩০. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন ভিক্ষুর অবকাশ কর্ম করার প্রয়োজন সত্ত্বেও অবকাশ কর্ম করা হয় না?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্নাগত ভিক্ষুর অবকাশ করার প্রয়োজন সত্ত্বেও অবকাশ কর্ম করা হয় না। সেই পাঁচটি কী কী? ১. অলজ্জী এবং ২. মূর্খ হলে ৩. অপরিশুদ্ধ হয়, ৪. স্থানান্তর অভিপ্রায়ী হয়, ৫. অবস্থান অভিপ্রায়ী হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর অবকাশ করার প্রয়োজন সত্ত্বেও অবকাশ কর্ম করা হয় না।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন ভিক্ষুর অবকাশ করার প্রয়োজনে, অবকাশ কর্ম করা হয়। কোন সেই পাঁচটি? ১. লজ্জী হয়, ২. পণ্ডিত হয়, ৩. পরিশুদ্ধ হয়, ৪. একস্থানে অবস্থান অভিপ্রায়ী হয়, ৫. স্থান পরিবর্তন অভিপ্রায়ী হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর অবকাশ করার প্রয়োজনে, অবকাশ কর্ম করা হয়।

৪৩১. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে বিনয় সম্পর্কে আলোচনা উচিত নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু সাথে বিনয় বিষয়ে আলোচনা উচিত নয়। কোন পঞ্চ দ্বারা? ১. বত্থু জানে না, ২. নিদান জানে না, ৩. প্রজ্ঞপ্তি জানে না, ৪. বাক্যাংশের ব্যাখ্যা জানে না, ৫. প্রয়োগযোগ্য বাচনপথ জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে বিনয় বিষয়ে আলোচনা উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর সাথে বিনয় বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। কোন পঞ্চ? ১. বত্থু জানে, ২. নিদান জানে, ৩. প্রজ্ঞপ্তি জানে, ৪. বাক্যাংশের ব্যাখ্যা জানে, ৫. প্রয়োগযোগ্য বাক্যপথ জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর সাথে বিনয় বিষয়ক আলাপ করা উচিত।

৪৩২. ভন্তে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত প্রকার?

উপালি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী? ১. মন্দত্ব মোহগ্রস্ত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, ২. পাপেচ্ছুতায় আক্রান্ত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, ৩. অশ্রদ্ধাপরবশ হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, ৪. সম্যক জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, ৫. যদি আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তিনি যথার্থই বলবেন, আমিও তখন যথার্থই বলবো এমন ইচ্ছায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। উপালি, এটিই পঞ্চ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

৪৩৩. ভন্তে, অন্য ব্যাকরণ কয়টি?

উপালি, অন্য ব্যাকরণ (ব্যক্তকরণে) পাঁচটি। কোন পাঁচটি? ১. মন্দত্ব মোহগ্রস্ততাবশত অন্য কিছু ব্যক্ত করে, ২. পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়ে অন্য কিছু ব্যক্ত করে, ৩. উন্মাদ বিক্ষিপ্তচিত্তবশত অন্য কিছু ব্যক্ত করে, ৪. অধিমানবশত অন্য কিছু ব্যক্ত করে, ৫. সম্ভাবনাবশত অন্য কিছু ব্যক্ত করে। উপালি, এটিই অন্য পঞ্চ ব্যাকরণ।

৪৩৪. ভন্তে, বিশুদ্ধি কয়টি?

উপালি, বিশুদ্ধি পাঁচটি? সেই পাঁচটি কী কী? ১. নিদান উদ্দেশ করে অবশিষ্ট সবগুলো শুধু নাম উচ্চারণপূর্বক শোনা, এটি প্রথম বিশুদ্ধি। ২. নিদান উদ্দেশ করে, চারি পারাজিকা পর্যন্ত উদ্দেশের পর অবশিষ্ট সবগুলো শোনা হয়। এটি দ্বিতীয় বিশুদ্ধি। ৩. নিদান, চারি পারাজিকা উদ্দেশের পর তেরো সংঘাদিশেষ উদ্দেশপূর্বক, অবশিষ্ট সবগুলোর কেবল নাম উচ্চারণ করা। এটি তৃতীয় বিশুদ্ধি। ৪. নিদান, চারি পারাজিকা, তেরো সংঘাদিশেষ এবং দুই অনিয়ত উদ্দেশের পর অবশিষ্ট কেবল নাম উল্লেখ করা। এটি চতুর্থ বিশুদ্ধি। ৫. নিদান, চারি পারাজিকা, তেরো সংঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত, ত্রিশ নিস্‌সগ্গিয়, বিরানব্বই পাচিত্তিয়, চারি প্রতিদেশনীয়, পঁচাত্তর সেখিয় এবং সপ্ত অধিকরণ সমথ এই বিস্তারিত উদ্দেশকে পঞ্চম বিশুদ্ধি বলে। উপালি, এটিই পঞ্চ বিশুদ্ধি।

৪৩৫. ভন্তে, ভোজন কয়টি?

উপালি, ভোজন পাঁচটি। কোন পাঁচটি? ভাত, পিঠা, ছাতু, মাছ এবং মাংস। উপালি, এই পঞ্চবিধ ভোজন।

[দৃষ্ট আবিকর্ম বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

দৃষ্টি আবিকর্মা, অপরে প্রতিগ্রহণ অতিরিক্ত;
প্রবারণা প্রতিজ্ঞাত, অবকাশ আর সাকচ্চ।
প্রশ্ন, অন্য ব্যাখ্যা বিশুদ্ধি আর ভোজন ॥

৫. আত্ম আদান বর্গ

৪৩৬. ভন্তে, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে জিজ্ঞাসায় ইচ্ছুক হওয়ার দ্বারা কয়টি ধর্মে নিজেকে প্রত্যবেক্ষণ করে পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত?

উপালি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করার ইচ্ছুক করার ইচ্ছুক হয়ে নিজের মধ্যে পঞ্চ ধর্ম প্রত্যবেক্ষণ করে পরকে প্রশ্ন করা কর্তব্য। সেই পাঁচটি কী কী? উপালি, প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক ভিক্ষু পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে নিজেকে প্রত্যবেক্ষণ করতে হবে—১. আমি কায়দ্বারে পরিশুদ্ধ আছি কি? আমি কি অচ্ছিদ্র অপ্রতিকূলহীনতা দ্বারা সমন্বিত হয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছি? আমার মধ্যে কি এমন ধর্ম বিদ্যমান নেই, যা আমাকে কায়িক পরিশুদ্ধিতা দান করতে পারে? উপালি, ভিক্ষু এভাবেই পরিশুদ্ধ কায় সমাচার দ্বারা সমন্বিত হয়ে, নিজেকে অচ্ছিদ্র, প্রতিকূলতাহীন হতে হয়। হ্যাঁ, আয়ুষ্মান, এভাবেই কায়িক শিক্ষাতে নিজেকে প্রবর্তিত করা হয়।

(২) পুনরায়, উপালি, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছার দ্বারা এভাবে নিজেকে প্রত্যবেক্ষণ করতে কর্তব্য—আমি কি পরিশুদ্ধ বাক্য দ্বারে নিজেকে পরিশুদ্ধ রেখেছি? আমার এই পরিশুদ্ধ বাক্যদ্বার অচ্ছিদ্র, অপ্রতিকূলসম্পন্ন হয়ে এই ধর্মে বিদ্যমান আছে তো? উপালি, ভিক্ষু পরিশুদ্ধ বাক্য সমাচারসম্পন্ন এভাবেই হয়—আমার বাক্য সমাচার দ্বারা অচ্ছিদ্র, অপ্রতিকূলসম্পন্ন হয়ে আমি বাক্যদ্বারে পরিশুদ্ধ আছি। এটিই আয়ুষ্মানের বাচনিক শিক্ষা; যাতে তাকে ভাবিত থাকতে হয়

(৩) উপালি, পুনরায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ইচ্ছুক হলে; এভাবে নিজেকে প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য; আমার চিত্তে সব্রহ্মচারীদের প্রতি অনাঘাত মৈত্রীময় ধর্ম ভাব উপস্থিত সংবিদ্যমান আছে তো? সেই আয়ুষ্মানের চিত্তে সব্রহ্মচারীগণের প্রতি এমন মৈত্রী উপস্থাপিত হতে হয়।

পুনরায় উপালি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে নিজেকে প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য; আমি কি বহুশ্রুত, সূত্রধর, সূত্র সন্নিশ্রিতসম্পন্ন? যেই ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণজনক, সদর্থ, সব্যঞ্জনসম্পন্ন, যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই অভিবাদনযোগ্য; যথারূপ এই ধর্মে বহুশ্রুতা, ধারিত, বাক্যে পরিচিত, মনের উপেক্ষিত দৃষ্টিকে সুপ্রবিদ্ধ করে আছে কি? না, অন্যভাবে এই ধর্ম আমার কাছে সংবিদ্যমান?

উপালি, যদি ভিক্ষু বহুশ্রুত না হয়, সূত্রধর, সূত্র সন্নিশ্রিত না হয়, তাহলে যেই ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ এবং অন্তেকল্যাণজনক, যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অভিবাদিত তা কীভাবে ধাবিতা হবে তথারূপ মনের দ্বারা অনুপেক্ষিত, সম্যক দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ না হলে কীভাবে সুপ্রবর্তিত হবে? তাই তাকে এভাবেই ভাবতে হবে, হে আয়ুষ্মান, তোমার ধর্মকে এভাবেই তোমার পরিপূর্ণতা দেওয়া কর্তব্য।

পুনশ্চ, উপালি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে জিজ্ঞাসায় ইচ্ছার দ্বারা এভাবে আত্মপ্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য—"আমার দ্বারা উভয় প্রাতিমোক্ষ সবিস্তারে, স্বাগত, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুবিনিশ্চিত, সূত্র, অনুব্যঞ্জনের দ্বারা সংবিদ্যমান আছে কি? না, অন্যভাবে এই ধর্ম আমার দ্বারা ধাবিত হয়েছে?

উপালি, যদি উভয় প্রাতিমোক্ষ ভিক্ষু কর্তৃক বিস্তারিতভাবে, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুবিনিশ্চিত, সূত্র এবং অনুব্যঞ্জনসহ স্বাগত না হয়; তাহলে 'আবুসো, এটি ভগবান কর্তৃক ভাষিত' এ কথা বলা যথার্থ হবে না। সে কারণেই তার নিজেকে বলা উচিত—"হে আয়ুষ্মান তুমি বিনয় পরিপূর্ণ করেছ তো?"

উপালি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করার ইচ্ছাকামী হলে, নিজেকে প্রথমে এই পঞ্চ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কি না তা প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য।

৪৩৭. ভন্তে, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে, নিজেকে কয়টি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে পরকে প্রশ্ন করা কর্তব্য?

উপালি, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হলে, প্রথমে নিজে পঞ্চধর্মে প্রতিষ্ঠিত কি না প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য। সেই পঞ্চ কী কী? ১. যথাকালে বলবো, অসময়ে বলবো না, ২. প্রত্যক্ষ বিষয়ে বলবো, অভূত বিষয়ে বলবো না, ৩. স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলবো, কর্কশ বাক্যে বলবো না, ৩. অর্থপূর্ণ বাক্যে বলবো, নিরর্থক বাক্য বলবো না, ৫. মৈত্রীচিত্তে বলবো, দ্বেষচিত্তে বলবো না।

উপালি, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হলে, প্রথমে নিজেকে এই পঞ্চ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে কি না প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য।

৪৩৮. ভন্তে, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে, নিজে কয়টি ধর্মে মনোযোগী রেখে পরকে প্রশ্ন করা কর্তব্য?

উপালি, প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে, নিজেকে পাঁচটি ধর্মে মনোযোগী রাখা কর্তব্য; যথা : ১. কারুণ্যতা, ২. হিতচিত্ততা, ৩. অনুকম্পকতা, ৪. আপত্তিমুক্ততা এবং ৫. বিনয়ে সম্মুখতা। উপালি,

প্রশ্নকারী ভিক্ষু কর্তৃক পরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে, নিজের মধ্যে এই পঞ্চ ধর্মে মনোযোগী হওয়ার পর অন্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্তব্য।

৪৩৯. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ দ্বারা সমন্নাগত ভিক্ষু কর্তৃক অবকাশ কর্মকারী অবকাশ কর্ম করা কর্তব্য নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক, অবকাশ কর্মকারীর অবকাশ করানো উচিত নয়। কোন সেই পাঁচটি? ১. যে কায়সমাচারে অপরিশুদ্ধ হয়, ২. বাক্যসমাচারে যে অপরিশুদ্ধ হয়, ৩. জীবিকায় যে অপরিশুদ্ধ হয়, ৪. যে মূর্খ-অদক্ষ হয়, ৫. যে প্রতিবলে অনুযোগ দানে এবং অনুশীলনে অক্ষম। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক অবকাশ কর্ম করার ভিক্ষুকে অবকাশ করতে দেয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক অবকাশ কর্ম করার ভিক্ষুর প্রতি অবকাশ কর্ম করতে দেওয়া কর্তব্য। কোন সেই পাঁচটি? ১. কায়সমাচারে যে পরিশুদ্ধ হয়, ২. বাক্যসমাচারে যে পরিশুদ্ধ হয়, ৩. জীবিকায় পরিশুদ্ধ হয়, ৪. দক্ষ-পণ্ডিত হয় এবং ৫. প্রতিবলে অনুযোগ দানেও অনুশীলনে সক্ষম হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা অবকাশ কর্মকারীর অবকাশ কর্ম করানো কর্তব্য।

৪৪০. ভন্তে, নিজেকে সংঘের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে ইচ্ছুক ভিক্ষু কর্তৃক কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত হলে সংঘের সম্মুখে উপস্থাপিত করা কর্তব্য?

উপালি, নিজেকে সংঘ সমক্ষে উপস্থাপিত করতে ইচ্ছুক ভিক্ষু কর্তৃক পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত হলে নিজেকে উপস্থাপিত করা উচিত। কোন পঞ্চাঙ্গ?

(১) নিজেকে সংঘের সমক্ষে উপস্থাপিত করতে ইচ্ছুক ভিক্ষু কর্তৃক, হে উপালি, নিজেকে এভাবে প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য—"যদি আমি এই সময়ে সংঘ সমক্ষে নিজেকে উপস্থাপিত করি, এটি কি উপযুক্ত সময়ে হবে; নাকি অন্যথা হবে? উপালি, যদি ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণ করে এরূপই বুঝতে পারে যে, "এটি আমাকে উপস্থাপিত করার জন্যে অকাল, এটি কাল নয়। তাহলে তার নিজেকে উপস্থাপিত না করা কর্তব্য।

(২) উপালি, ভিক্ষু নিজে পর্যবেক্ষণ করে এরূপই বুঝতে পারে যে, "আমার নিজেকে উপস্থাপিত করতে এটি যথোপযুক্ত সময়, অকাল নয়। তাহলে উপালি, ভিক্ষু উত্তরিতর পর্যবেক্ষণ কর্তব্য যে, "যদি এখন আমি সংঘ সমক্ষে নিজেকে উপস্থাপিত করি তা যথার্থ হবে, অযথার্থ হবে না।" উপালি, ভিক্ষু যদি পর্যবেক্ষণ করে এটিই উপলব্ধি করে, উপালি, সে নিজেকে সংঘ সমক্ষে উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

(৩) উপালি, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণের দ্বারা এরূপই জানে যে, সংঘ সমক্ষে নিজেকে উপস্থাপিত করার এটি বাস্তব, অবাস্তব নয়। উপালি, তাহলে সেই ভিক্ষু কর্তৃক উত্তরিতর প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য যে," আর এই আত্ম উপস্থিতি অর্থপূর্ণ, না অন্য কিছু? উপালি, যদি ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণপূর্বক এরূপই জানে যে, "আমার এই আত্ম উপস্থিতি অনর্থকর হবে, অর্থপূর্ণ নয়। তাহলে উপালি, তার এই আত্ম উপস্থিতি উচিত নয়।

(৪) উপালি, যদি ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণপূর্বক এরূপ জানে যে, সংঘ সমক্ষে আমার এই উপস্থিতি অর্থপূর্ণ হবে, অনর্থকর হবে না। তাহলে উপালি ভিক্ষুকে উত্তরিতর প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য, "সংঘ সমক্ষে আমার এই আত্ম উপস্থাপন দ্বারা আমি প্রত্যক্ষভাবে কী লাভ করব? ধর্ম-বিনয়ের পক্ষে ভিক্ষুগণও বা কী লাভ করবে? উপালি, ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণান্তে যদি এরূপই জানতে পারে যে, আমার এই আত্ম উপস্থাপন, হতে প্রত্যক্ষভাবে আমার কিছুই লাভ হবে না, ধর্ম-বিনয়ের পক্ষে ভিক্ষুগণেরও কোনো লাভ হবে না; তাহলে উপালি, এই আত্ম উপস্থাপন অনুচিত।

(৫) উপালি, ভিক্ষু পর্যবেক্ষণের দ্বারা যদি এরূপই জানে যে, "আমি এই আত্ম উপস্থাপনের মাধ্যমে সন্দিট্‌ঠিক লাভবান হবো; ভিক্ষুগণও ধর্ম-বিনয়ের পক্ষে লাভবান হবেন; তাহলে উপালি, সেই ভিক্ষুর উত্তরিতর প্রত্যবেক্ষণ কর্তব্য যে, "আমার এই আত্ম উপস্থাপন ভবিষ্যতে সংঘের ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘ ব্যবস্থাপন, সংঘের নানাকরণ, এ সকল নিরসনে সহায়ক হবে কি? নাকি অন্যথা হবে?" উপালি, ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা যদি এরূপই জানতে পারে যে, "আমার এই আত্ম উপস্থাপন ভবিষ্যতে সংঘের এই হতে ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘ ব্যবস্থাপন, সংঘের নানাকরণ, এ সকলের নিরসনে সহায়ক হবে," তাহলে উপালি, তার আত্ম উপস্থাপন কর্তব্য।

উপালি, প্রত্যবেক্ষণের দ্বারা ভিক্ষু যদি এরূপ জানে যে, "সংঘ সমক্ষে আমার এই আত্ম উপস্থাপন এই হতে ভবিষ্যতে সংঘের ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘবেদ, সংঘরাজি, সংঘ ব্যবস্থাপন, সংঘ নানাকরণ আর হবে না। উপালি, তাহলে, ভিক্ষু সংঘ সমক্ষে নিজেকে উপস্থাপন কর্তব্য।

উপালি, এরূপেই পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষু সংঘ সমক্ষে নিজেকে উপস্থাপিত করে পরে যা ভবিষ্যতে দুঃখের কারণ হয় না (অবিপ্পটিসারং)।

৪৪১. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত হলে ভিক্ষু অধিকরণ উৎপন্নকারী (অভিযোগ) ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকে?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসমন্নাগত ভিক্ষু অধিকরণ উৎপন্নকারী (অভিযোগকারী) ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকে। সেই পাঁচটি কী কী? ১. ভিক্ষু শীলবান হন, ২. প্রাতিমোক্ষ সংবরে সুসংবৃত হয়ে অবস্থান করেন, ৩. আচার-গোচরসম্পন্ন হন, ৪. অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে থাকেন, ৫. শিক্ষাপদগুলোতে শিক্ষিত ও আচরণসম্পন্ন হন।

তিনি বহুশ্রুত হন এবং সূত্রধর ও সূত্রসন্নিশ্রয়ী হন। যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অবসানে কল্যাণকর, যা অর্থেও ব্যঞ্জনে কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যকে অভিবাদন করে, সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুতা হয়ে থাকেন। ধর্মের রস আস্বাদনকারী (ধাতব) হয়ে থাকেন; বাক্যে, পরিচয়ে, মনের অউপেক্ষিত দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধা হয়ে।

তিনি উভয় প্রাতিমোক্ষকে বিস্তারিতভাবে স্বাগতকারী হন, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুবিনিশ্চিত এবং সূত্র ও অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তিনি বিনয়ে স্থিত এবং অনড় দুর্জয় (অসংহীরো) তিনি উভয় প্রাতিমোক্ষে বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডনে প্রতিবলসম্পন্ন, সক্ষম। তিনি আশ্বস্ত করতে, সংজ্ঞাপন করতে, আনুকূল্যতা প্রদান করতে এবং কোনো উপায় অন্বেষণ করতে, চিত্ত-প্রসাদ উৎপন্ন করতে সক্ষম। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অভিযোগ উৎপন্নকারী ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকেন।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অভিযোগ উৎপন্নকারী ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকেন। সেই পঞ্চ কী কী? ১. তিনি পরিশুদ্ধ কায় সমাচারসম্পন্ন হন, ২. পরিশুদ্ধ বাক্য সমাচারসম্পন্ন হন, ৩. পরিশুদ্ধজীবী হন, ৪. পণ্ডিত হন এবং ৫. দক্ষ প্রতিবলসম্পন্ন (সক্ষম), নিমগ্ন অনুশীলনকারী এবং আবেদনকারী হন। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অভিযোগ উৎপন্নকারী ভিক্ষুদের বহুপকারী হয়ে থাকেন।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অভিযোগ উৎপন্নকারী ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকেন। কোন সেই পঞ্চ? ১. তিনি বিষয় বত্থু জানেন, ২. নিদান উৎস জানেন, ৩. প্রজ্ঞপ্তি জানেন, ৪. পদের ব্যাখ্যা জানেন, ৫. যৌক্তিক বাক্যপথ জানেন। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, অভিযোগ উৎপন্নকারী ভিক্ষুদের বহু উপকারী হয়ে থাকেন।

৪৪২. (১) ভন্তে, কয়টি অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? ১. সূত্র জানে না, ২. সূত্রানুলোম জানে না, ৩. বিনয় জানে না, ৪. বিনয়ানুলোম জানে না, ৫. স্থান-অস্থান কুশল নয়। উপালি, এই

পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কোন সেই পঞ্চ? ১. সূত্র জানে, ২. সূত্রে প্রয়োগ (অনুলোম) জানে, ৩. বিনয় জানে, ৪. বিনয়ের প্রয়োগ জানে এবং ৫. স্থান-অস্থান কুশল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য।

(২) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? ১. ধর্ম জানে না, ২. ধর্মের প্রয়োগ (অনুলোম) জানে না, ৩. বিনয় জানে না, ৪. বিনয়ের প্রয়োগ জানে না এবং ৫. পূর্বাপর অকুশল হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য। কোন সেই পঞ্চ? যিনি ১. ধর্ম জানেন, ২. ধর্মের প্রয়োগ জানেন, ৩. বিনয় জানেন, ৪. বিনয়ের প্রয়োগ জানেন এবং ৫. যিনি পূর্বাপর কুশল হন। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য।

(৩) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? যিনি ১. বত্থু বিষয় জানেন না, ২. নিদান বা উৎস জানে না, ৩. প্রজ্ঞপ্তি বা শিক্ষাপদ জানে না, ৪. পদের ব্যাখ্যা (পচ্চাভট্‌ঠং) জানে না, ৫. যৌক্তিক সমাধান উপায় বা অনুসন্ধি বচনপথ জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কোন সেই পঞ্চ? ১. বত্থু বা বিষয় জানে, ২. নিদান বা উৎসমূল জানে, ৩. প্রজ্ঞপ্তি বা শিক্ষাপদ জানে, ৪. পদ বা বাক্যাংশের ব্যাখ্যা জানে এবং ৫. অনুসন্ধি বচন পথ বা যৌক্তিক সমাধান উপায় জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য।

(৪) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পঞ্চ? ১. আপত্তি কী জানে না, ২. আপত্তির উপশম কী জানে না, ৩. আপত্তির প্রয়োগ কী জানে না, ৪. আপত্তির উপশম কী জানে না এবং ৫. আপত্তির বিচার-মীমাংসা কুশল (দক্ষ) হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অনুচিত।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? ১. আপত্তি কী জানে, ২. আপত্তির সমুত্থান কী জানে, ৩. আপত্তির প্রয়োগ কী জানে, ৪. আপত্তির উপশম কী জানে এবং ৫. আপত্তির বিনিচ্চয় কুশল তথা বিচার-সমাধান দক্ষতাসম্পন্ন হন। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন

ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য।

(৫) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? ১. অধিকরণ বা অভিযোগ কী জানে না, ২. অধিকরণের সমুত্থান কী জানে না, ৩. অধিকরণের প্রয়োগ কী জানে না, ৪. অধিকরণের উপশম কী জানে না এবং ৫. অধিকরণের বিচার-সিদ্ধান্তে দক্ষতাসম্পন্ন হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? ১. অধিকরণ জানে, ২. অধিকরণের সমুত্থান কী জানে, ৩. অধিকরণের প্রয়োগ কী জানে, ৪. অধিকরণের উপশম জানে এবং ৫. অধিকরণের বিচার-মীমাংসায় দক্ষ হয়ে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

[আত্মা আদান বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পরিশুদ্ধ আর কালে, করুণা আর অবকাশে;
আত্মদান, অধিকরণ, অপর আর বত্থুতে।
সূত্র, ধর্ম, পুনঃ বত্থু, আপত্তি আর অধিকরণে।

৬. ধুতাঙ্গ বর্গ

৪৪৩. (১) ভন্তে, আরণ্যিক কত প্রকার? উপালি, আরণ্যিক পাঁচ প্রকার। কোন সেই পঞ্চ? ১. অলস মোহগ্রস্ততাবশত আরণ্যিক হয়, ২. লাভ-সৎকার প্রত্যাশার মতো পাপ-ইচ্ছাবশত আরণ্যিক হয়, ৩. উন্মাদ-চিত্ত বিক্ষিপ্ততাবশত আরণ্যিক হয়, ৪. বুদ্ধ এবং বুদ্ধ শ্রাবকদের প্রশংসিত আরণ্যিক হয়; ৫. অল্পেচ্ছুতা, ভ্রমতুষ্টিতা, উচ্চতর জীবন প্রার্থিতা, নির্জনতা, যা আছে তাতেই তুষ্টিতাবশত আরণ্যিক হয়। উপালি, আরণ্যিক এই পাঁচ প্রকার হয়।

(২) ভন্তে, পিণ্ডপাতিক কত প্রকার হয়?...

(৩) ভন্তে, পাংশুকুলিক কত প্রকার হয়?...

(৪) ভন্তে, বৃক্ষমূলিক কত প্রকার হয়?...

(৫) ভন্তে, শ্মশানিক কত প্রকার হয়?...

(৬) ভন্তে, অব্ভোকাসিক কত প্রকার হয়?...

(৭) ভন্তে, ত্রিচীবরিক কত প্রকার হয়?...

(৮) ভন্তে, সপদানচারিক কত প্রকার হয়?...

(৯) ভন্তে, নৈসজ্জিক কত প্রকার হয়?...

(১০) ভন্তে, যথাসন্থতিক কত প্রকার হয়?...

(১১) ভন্তে, একাসনিক কত প্রকার হয়?...

(১২) ভন্তে, খলুপশ্চাৎভত্তিক কত প্রকার হয়?...

(১৩) ভন্তে, পাত্রপিণ্ডিক কত প্রকার হয়? উপালি,... পাত্রপিণ্ডিক পাঁচ প্রকার। সেই পঞ্চ কী কী? ১. অলস-মোহগ্রস্ততাবশত পাত্রপিণ্ডিক হয়, ২. লাভ-সংকার প্রত্যাশাজাতীয় পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়ে পাত্রপিণ্ডিক হয়, ৩. উন্মাদ-চিত্ত বিক্ষিপ্ততাবশত পাত্রপিণ্ডিক হয়, ৪. বুদ্ধ-বুদ্ধশ্রাবকদের প্রশংসিত পাত্রপিণ্ডিক হয়, ৫. অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, উচ্চতর জীবন প্রার্থিতা, নির্জনতা, যথালাভে সন্তুষ্টিতাবশত পাত্রপিণ্ডিক হয়। উপালি, এই পঞ্চ প্রকারের পাত্রপিণ্ডিক হয়ে থাকে।

[ধুতাঙ্গ বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আরণ্যিক পিণ্ড, পাংশু, বৃক্ষ, শ্মশান পঞ্চমে,
অব্ভোকাসিক, ত্রিচীবরিক, সপাদান, নৈসজ্জিকে;
শয্যা, একাসনিক, খলুপশ্চাৎ, পাত্রপিণ্ডিকে।

৭. মিথ্যা কথন বর্গ

৪৪৪. ভন্তে, মিথ্যা কথন কয়টি? উপালি, কথা পাঁচটি। সেই পাঁচটি কী কী? ১. কোনো মিথ্যাকথা আছে পারাজিকাগামী, ২. কোনো মিথ্যাকথা আছে সংঘাদিশেষগামী, ৩. কোনো মিথ্যাকথা আছে থুল্লচ্চয়গামী, ৪. কোনো মিথ্যাকথা আছে পাচিত্তিয়গামী, ৫. কোনো মিথ্যাকথা আছে দুক্কটাপত্তিগামী। উপালি, মিথ্যাকথা এই পাঁচ প্রকার।

৪৪৫. (১) ভন্তে, কয়টি অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে উপোসথ বা প্রবারণা স্থগিতের জন্যে, "এই যে ভিক্ষুগণ, আপনারা ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ করবেন না।" তাকে মর্দনপূর্বক সংঘের দ্বারা উপোসথ বা প্রবারণা করা কর্তব্য কি?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে উপোসথ বা প্রবারণা স্থগিতের জন্যে বলে থাকে—এই যে ভিক্ষুগণ, আপনারা ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, করবেন না। তাকে মর্দনপূর্বক সংঘের দ্বারা উপোসথ বা প্রবারণা করা

কর্তব্য। সেই পাঁচটি কী কী? সে ১. অলজ্জী হয়, ২. মূর্খ হয়, ৩. আপত্তিগ্রস্ত হয়, ৪. পরিবর্তনে অক্ষম (বক্তা) হয়, ৫. উত্থান অভিপ্রায়ী হয় না।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে উপোসথ বা প্রবারণা স্থগিত করতে বলে থাকে; এই যে ভিক্ষুগণ, আপনারা ভেদ করবেন না, কলহ করবেন না, বিগ্রহ করবেন না, বিবাদ করবেন না।

(২) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে উপোসথ বা প্রবারণা স্থগিত করার জন্যে এরূপ বলে থাকে—"এই যে ভিক্ষুগণ, আপনারা ভেদ করবেন না, কলহ করবেন না, বিগ্রহ করবেন না, বিবাদ করবেন না।" তাকে মর্দন করে সংঘের দ্বারা উপোসথ বা প্রবারণা করা কর্তব্য। সেই পঞ্চ কী কী? সে ১. অপরিশুদ্ধ কায় সমাচারসম্পন্ন হয়, ২. অপরিশুদ্ধ বাক্য সমাচারসম্পন্ন হয়, ৩. মূর্খ-অদক্ষ হয়, ৪. ভেদকারক হয়, ৫. কলহকারী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু, সংঘের মধ্যে উপোসথ বা প্রবারণা স্থগিতের জন্য বলে থাকে, "এই যে ভিক্ষু, আপনারা ভেদ করবেন না, কলহ করবেন না, বিগ্রহ করবেন না, বিবাদ করবেন না।" তাকে মর্দনপূর্বক, সংঘের দ্বারা উপোসথ, প্রবারণা করা কর্তব্য।

৪৪৬. ভন্তে, কয় অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (অনুযোগ) উচিত নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন উচিত নয়। সেই পঞ্চ কী কী? ১. আপত্তি অনাপত্তি জানে না, ২. লঘু-গুরু আপত্তি জানে না, ৩. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি জানে না, ৪. প্রদুষ্ট-অপ্রদুষ্ট আপত্তি জানে না, ৫. সপ্রতি কর্ম-অপ্রতিকর্ম জানে না। উপালি, এই পঞ্চ অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্তব্য। কোন সেই পঞ্চ? ১. আপত্তি-অনাপত্তি কী জানে, ২. লঘু-গুরু আপত্তি কী জানে, ৩. সাবশেষ-অনাবশেষ আপত্তি কী জানে, ৩. প্রদুষ্ট-অপ্রদুষ্ট আপত্তি কী জানে; ৫. সপ্রতিকর্ম, অপ্রতিকর্ম আপত্তি কী জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্তব্য।

৪৪৭. ভন্তে, কত প্রকারে ভিক্ষু আপত্তি প্রাপ্ত হয়?

উপালি, পাঁচ প্রকারে ভিক্ষু আপত্তি প্রাপ্ত হয়? কোন সেই পাঁচটি? ১. অলজ্জীতা, ২. অজ্ঞতা, ৩. কুচরিত্রা, ৪. অকপ্পিয়ে কপ্পিয় সংজ্ঞা এবং ৫. কপ্পিয়ে অকপ্পিয় সংজ্ঞা। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু আপত্তি প্রাপ্ত হয়, কোন সেই পঞ্চ? ১. অদর্শন দ্বারা, ২. অশ্রবণ দ্বারা, ৩. পশুত্ততা, ৪. তথসংজ্ঞী এবং ৫. স্মৃতি সম্মোচন। উপালি, এই পঞ্চ আকারে ভিক্ষু আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

৪৪৮. ভন্তে, শত্রু কত প্রকার? উপালি, শত্রু পাঁচ প্রকার। কোন সেই পাঁচটি? ১. প্রাণিহত্যা, ২. অদত্ত গ্রহণ, ৩. মিথ্যা কামাচার, ৪. মিথ্যাকথন, ৫. সুরা-মেরয় এবং মদ্যপান। উপালি। এটিই পঞ্চ শত্রু।

ভন্তে, বিরতি কত প্রকার? উপালি, বিরতি পাঁচ প্রকার। সেই পঞ্চ কী কী? ১. প্রাণীর জীবনপাত হতে বিরতি, ২. অদত্তগ্রহণ হতে বিরতি, ৩. মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, ৪. মিথ্যাকথন বিরতি এবং ৫. সুরা-গাঁজা-মদ পান হতে বিরতি। উপালি, এই পঞ্চ বিরতি।

৪৪৯. ভন্তে, দুর্ভাগ্য কয় প্রকার? উপালি, দুর্ভাগ্য পাঁচ প্রকার। কোন সেই পাঁচটি? ১. জ্ঞাতির দুর্ভাগ্য, ২. ভোগে দুর্ভাগ্য, ৩. রোগে দুর্ভাগ্য, ৪. শীলে দুর্ভাগ্য, ৫. দৃষ্টি দুর্ভাগ্য। উপালি, দুর্ভাগ্য এই পাঁচ প্রকার।

ভন্তে, সম্পদ কয়টি? উপালি, সম্পদ পাঁচ প্রকার। কোন সেই পাঁচটি? ১. জ্ঞাতি সম্পদ, ২. ভোগসম্পদ, ৩. আরোগ্য-সম্পদ, ৪. শীলসম্পদ এবং ৫. দৃষ্টিসম্পদ।

[মিথ্যাকথা বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

মিথ্যাকথা, মর্দন, অপর, আর শ্রদ্ধাতে
আপত্তি, অপরে, বৈরী, বিরতি শিক্ষাপদে।
দুর্ভাগ্য, সম্পদে সপ্তম বর্গ সংগ্রহেতে।

৮. ভিক্ষুণী উপদেশ বর্গ

৪৫০. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত হয়ে ভিক্ষুর দ্বারা ভিক্ষুণীসংঘের দণ্ডকর্ম করানো উচিত নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুণীসংঘের দণ্ডকর্ম করানো উচিত নয়। সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক অবন্দনীয় হবে। সেই পঞ্চ কী কী? যে ভিক্ষু ১. ভিক্ষুণীদেরকে দেহের আভরণ খুলে প্রদর্শন করে, ২. ঊরু প্রদর্শন করে, ৩. অঙ্গজাত (লিঙ্গ) প্রদর্শন করে, ৪. উভয় স্কন্ধ প্রদর্শন করে, ৫. গৃহীসংযুক্ত বিষয় প্রকাশ প্রদর্শন করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুণীসংঘের কোনো কর্ম করানো উচিত নয়।

অপরদিকে, উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীসংঘের কর্ম করানো উচিত নয়। সে ভিক্ষুণী সংঘ দ্বারা বন্দনার অযোগ্য। কোন পঞ্চ দ্বারা? ১. ভিক্ষুণীদের অলাভের জন্যে চেষ্টা করে, ২. ভিক্ষুণীদের অনর্থের চেষ্টা করে, ৩. ভিক্ষুণীদের আবাস চ্যুতির চেষ্টা করে, ৪. ভিক্ষুণীদের আক্রোশ করে, পরিভাষণ করে, ৫. ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের মধ্যে ভেদের চেষ্টা করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীসংঘের কর্ম করানো উচিত নয়। সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘ দ্বারা বন্দনার অযোগ্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীসংঘের কর্ম করানো অনুচিত। সেই ভিক্ষু, ভিক্ষুণীসংঘ দ্বারা বন্দনার অযোগ্য। কোন পঞ্চাঙ্গ? যে ভিক্ষু, ১. ভিক্ষুণীদের অলাভের চেষ্টা করে, ২. ভিক্ষুণীদের অনর্থের চেষ্টা করে, ৩. ভিক্ষুণীদের আবাসহীনতার চেষ্টা করে, ৪. ভিক্ষুণীদের আক্রোশ করে, পরিভাষণ করে; ৫. ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের হতে সম্প্রযোজন করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর দ্বারা ভিক্ষুণীসংঘের কোনো কর্ম করা অনুচিত। সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীসংঘ কর্তৃক বন্দনার অযোগ্য।

৪৫১. ভন্তে, কয়টি অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম করানো উচিত?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম করানো উচিত। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষুণী ১. বস্ত্র খুলে ভিক্ষুকে দেহ প্রদর্শন করে, ২. ঊরু প্রদর্শন করে, ৩. অঙ্গজাত প্রদর্শন করে, ৪. উভয় স্কন্ধ প্রদর্শন করে, ৫. গৃহী সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশ করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণী দ্বারা করানো উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম করা উচিত। কোন পঞ্চাঙ্গ? যেই ভিক্ষুণী, ১. ভিক্ষুদের অলাভের চেষ্টা করে, ২. ভিক্ষুদের অনর্থের চেষ্টা করে, ৩. ভিক্ষুদের আবাস চ্যুতির চেষ্টা করে, ৪. ভিক্ষুদের আক্রোশ করে, পরিভাষণ করে, ৫. ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম করা উচিত।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম করা উচিত। কোন পাঁচটি? যেই ভিক্ষুণী, ১. ভিক্ষুদের অলাভের চেষ্টা করে, ২. ভিক্ষুদের অনর্থের চেষ্টা করে, ৩. ভিক্ষুদের আবাস চ্যুতির চেষ্টা করে, ৪. ভিক্ষুদের আক্রোশ করে, পরিভাষণ করে, ৫. ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম করা কর্তব্য।

৪৫২. ভন্তে, কয়টি অঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান উচিত নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কৃর্তক ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান উচিত নয়।

কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? ১. অলজ্জী হয়, ২. মূর্খ হয়, ৩. অপরিশুদ্ধ হয়, ৪. চলৎ শক্তি রহিত হয়, ৫. উত্থানশক্তিসম্পন্ন হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান উচিত নয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. কায়সমাচারে অপরিশুদ্ধ, ২. বাকসমাচারে অপরিশুদ্ধ, ৩. অপরিশুদ্ধজীবী, ৪. মূর্খ-অদক্ষ এবং ৫. অভিযোগাদির অনুসন্ধানে মনযোগদানে অক্ষম। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান উচিত নয়। কোন পাঁচটি? ১. কায়িক অনাচারী হয়, ২. বাচনিক অনাচারী হয়, ৩. কায়িক-বাচনিক অনাচারী হয়, ৪. ভিক্ষুণীদের আক্রোশকারী, পরিভাষণকারী হয়, ৫. অন্যায়ভাবে ভিক্ষুণী সংসর্গী হয়ে অবস্থানকারী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর দ্বারা ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান উচিত নয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান উচিত নয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? যেই ভিক্ষু ১. অলজ্জী হয়, ২. মূর্খ হয়, ৩. অপরিশুদ্ধ হয়, ৪. ভেদকারী, কলহকারী হয়, ৫. শিক্ষা পরিপূরণকারী হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান উচিত নয়।

৪৫৩. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান অগ্রহণীয় হয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান অগ্রহণীয় হয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. কায়িক অনাচারী হয়, ২. বাচনিক অনাচারী হয়, ৩. কায়িক-বাচনিক অনাচারী হয়, ৪. ভিক্ষুণীদের আক্রোশকারী, পরিভাষণকারী হয় এবং ৫. অন্যায়ভাবে ভিক্ষুণীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সংসর্গকারী হয়ে অবস্থানকারী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান অগ্রহণীয় হয়।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান অগ্রহণীয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. অলজ্জী হয়, ২. মূর্খ হয়, ৩. অপরিশুদ্ধ হয়, ৪. গমনকারী হয় এবং ৫. রোগী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান অগ্রহণীয় হয়।

৪৫৪. ভন্তে, কয় অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা উচিত

নয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা উচিত নয়। কোন পাঁচ অঙ্গ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. শীলস্কন্ধ দ্বারা অশিক্ষাসম্পন্ন হয়, ২. সমাধিস্কন্ধ দ্বারা অশিক্ষাসম্পন্ন হয়, ৩. প্রজ্ঞাস্কন্ধ দ্বারা অশিক্ষাসম্পন্ন হয়, ৪. বিমুক্তিস্কন্ধ দ্বারা অশিক্ষাসম্পন্ন হয়, ৫. বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন দ্বারা অশিক্ষাসম্পন্ন হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা কর্তব্য। কোন পাঁচটি দ্বারা? যে ভিক্ষু, ১. শীলস্কন্ধ দ্বারা অশৈক্ষ্য, ২. সমাধিস্কন্ধ দ্বারা অশৈক্ষ্য, ৩. প্রজ্ঞাস্কন্ধ দ্বারা অশৈক্ষ্য, ৪. বিমুক্তিস্কন্ধ দ্বারা অশৈক্ষ্য এবং ৫. বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন দ্বারা অশৈক্ষ্য। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা করা কর্তব্য।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা উচিত নয়। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. অর্থপ্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত নয়, ২. ধর্মপ্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত নয়, ৩. নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত নয়, ৪. প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত নয় এবং ৫. যথাবিমুক্তচিত্ত প্রত্যবেক্ষণকারী নয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা করা উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা কর্তব্য। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. অর্থপ্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, ২. ধর্মপ্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, ৩. নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, ৪. প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয় এবং ৫. যথাবিমুক্তচিত্ত প্রত্যবেক্ষণকারী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুর সাথে ধর্ম-বিনয় আলোচনা করা কর্তব্য।

[ভিক্ষুণী উপদেশ বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ভিক্ষুণী আর কর্তব্য, অপরে দ্বারা তথা দুয়ে;
ভিক্ষুণী তিন কর্ম দান উচিত নহে দুয়ে।
অগ্রহণ দুই উক্ত হয় আলোচনা তথা দুয়ে ॥

৯. উব্বহিক (বিচারক) বর্গ

৪৫৫. ভন্তে কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারকের সম্মতিদান উচিত নয়?

(১) উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারকের (উব্বাহিক) দায়িত্ব প্রদান উচিত নয়। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. অর্থকুশল (দক্ষ) হয় না, ২. ধর্মকুশল হয় না, ৩. নিরুক্তিকুশল হয় না, ৪. ব্যঞ্জনকুশল হয় না, ৫. পূর্বাপর-কুশল হয় না, উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান কর্তব্য। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. অর্থকুশল হয়, ২. ধর্মকুশল হয়, ৩. নিরুক্তিকুশল হয়, ৪. ব্যঞ্জনকুশল হয়, ৫. পূর্বাপরকুশল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ কুশল ভিক্ষুকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান কর্তব্য।

(২) উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান অনুচিত। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. ক্রোধী ক্রোধাভিভূত হয়, ২. নির্দয়, নির্দয়াভিভূত (মক্খী) হয়, ৩. নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরাভিভূত (পলাসী) হয়, ৪. ঈর্ষুক ঈর্ষাভিভূত হয় এবং ৫. সন্দৃষ্টি পরমাসী, আধানগ্রাহী ও অত্যাসক্ত (অপরিত্যাগী) হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান অনুচিত।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান কর্তব্য। কোন পাঁচটি? ১. ক্রোধী হন না, ক্রোধাভিভূত হন না; ২. নির্দয় হন না, নির্দয়াভিভূত হন না; ৩. নিষ্ঠুর হন না, নিষ্ঠুরাভিভূত হন না; ৪. ঈর্ষুক হন না, ঈর্ষাভিভূত হন না; ৫. সুপরিত্যাগী, অনাধান গ্রাহী এবং অসন্দিষ্ঠিক পরমাসী হন। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারকের (উব্বাহিক) দায়িত্ব প্রদান কর্তব্য।

(৩) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু, বিচারকের সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। কোন পঞ্চাঙ্গ? ১. ক্ষুব্ধ হয়, ২. উপদ্রবী হয়, ৩. কোপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ৪. ক্ষমতাহীন হয়, ৫. অনুশাসনে অদক্ষ হয় । উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারক মনোনীত করা উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারক মনোনীত করা কর্তব্য। সেই পঞ্চ কী কী? ১. কোপিত হয় না, ২. উপদ্রবী হয় না, ৩. কোপনতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না, ৪. ক্ষমাশীল হয়, ৫. যথানুশাসনে দক্ষ হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে বিচারক মনোনয়ন কর্তব্য।

(৪) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিচারক মনোনীত হওয়া উচিত নয়। কোন পঞ্চটি? ১. অচল (প্রসারিত) হয়, অচল (গরিত) নয়, ২. অবকাশ না দিয়ে দণ্ডকর্মকারী হয়, ৩. যথাধর্ম, যথাবিনয়, যথা-আপত্তি অনুরূপ প্রশ্নকারী হয় না, ৪. যথাদৃষ্টিতে দণ্ডকারী হয় না, ৫. ব্যাকতা হয়।

উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্নকে বিচারক করা উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্নকে বিচারক মনোনীত করা উচিত। সেই পঞ্চাঙ্গ কী? ১. সচল হয়, অচল নয়; ২. অবকাশ নিয়ে দণ্ডকর্ম করে, ৩. যথাধর্ম, যথাবিনয়, যথাপত্তিতে প্রশ্নকারী হয়, ৪. যথাদৃষ্টিতে কর্মকারী হয়, ৫. ব্যাকতাসম্পন্ন হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষুকে বিচারক মনোনীত করা হয়।

(৫) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিচারক (উব্বাহিক) মনোনীত হওয়া উচিত নয়। কোন পঞ্চাঙ্গ? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে (স্ব অভিমতে) গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. অলজ্জী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিচারক মনোনীত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিচারক মনোনীত হওয়া কর্তব্য। পঞ্চাঙ্গ কী কী? যে ভিক্ষু ১. ছন্দ (স্ব অভিরুচি) গতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. মোহগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. লজ্জী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিচারক মনোনীত হওয়া কর্তব্য।

(৬) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিচারক (উব্বাহিক) মনোনীত হওয়া উচিত নয়। সেই পঞ্চ কী কী? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. বিনয়ে কুশলী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিচারক মনোনীত হওয়া উচিত নয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিচারক মনোনীত হওয়া কর্তব্য। সে পঞ্চাঙ্গ কী কী? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. মেহাগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. বিনয়ে কুশলী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু বিচারক (উব্বাহিক) মনোনীত হওয়া কর্তব্য।

৪৫৬. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্বহেতু সামর্থ্যের ওজনে গমন করে?

(১) উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, আপন মূর্খত্বে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে। সে পঞ্চ কী কী? যে ভিক্ষু ১. সূত্র জানে না, ২. সূত্রানুলোম জানে না, ৩. বিনয় জানে না, ৪. বিনয়ানুলোম জানে না এবং ৫. স্থান-অস্থান কুশল হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্বের সামর্থ্যের ওজনে গমন

করে।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্য নিয়ে সামর্থ্যে ওজনে গমন করে। সেই পঞ্চ কী কী? যে ভিক্ষু ১. সূত্র জানে, ২. সূত্রানুলোম জানে, ৩. বিনয় জানে, ৪. বিনয়ানুলোম জানে এবং ৫. স্থান-অস্থান কুশল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্য সামর্থ্যের ওজনে গমন করে।

(২) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্ব নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে। সেই পঞ্চ কী কী? সে ১. ধর্মজানে না, ২. ধর্মানুলোম জানে না, ৩. বিনয় জানে না, ৪. বিনয়ানুলোম জানে না এবং ৫. পূর্বাপর কুশল জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্ব নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু পাণ্ডিত্য নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে। সেই পঞ্চ কী কী? সে ১. ধর্ম জানে, ২. ধর্মানুলোম জানে, ৩. বিনয় জানে, ৪. বিনয়ানুলোম জানে এবং ৫. পূর্বাপর-কুশল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্য নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে।

(৩) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্ব নিয়ে আপন ওজনে গমন করে। সেই পঞ্চ কী কী? সে ১. বত্থু (বিষয়) জানে না, ২. নিদান জানে না, ৩. প্রজ্ঞপ্তি জানে না, ৪. পদের ব্যাখ্যা (ভট্ঠং) জানে না এবং ৫. অনুসন্ধি বচনপথ জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্ব নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু, পাণ্ডিত্য নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে। সে পঞ্চ কী কী? সে ১. বত্থু (বিষয়) জানে, ২. নিদান জানে, ৩. প্রজ্ঞপ্তি জানে, ৪. পদের ব্যাখ্যা (ভট্ঠং) জানে এবং ৫. অনুসন্ধি বচনপথ জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্য নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে।

(৪) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্ব নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে। সেই পঞ্চ কী কী? সেই ভিক্ষু ১. আপত্তি কী জানে না, ২. আপত্তির সমুত্থান কী জানে না, ৩. আপত্তির প্রয়োগ কী জানে না, ৪. আপত্তির উপশম কী জানে না এবং ৫. বিনিশ্চয় (মীমাংসা) কুশল হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্ব নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্য নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে। সেই পঞ্চ কী কী? সেই ভিক্ষু ১. আপত্তি কী জানে, ২. আপত্তির সমুত্থান কী জানে, ৩. আপত্তির প্রয়োগ কী জানে, ৪. আপত্তির উপশম কী

জানে এবং ৫. বিনিশ্চয় (মীমাংসা) কুশল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্য নিয়ে সামর্থ্যের ওজনে গমন করে।

(৫) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু মূর্খত্বের সামর্থ্য ওজনে গমন করে। কোন পঞ্চ দ্বারা? সেই ভিক্ষু ১. অধিকরণ (অভিযোগ) কী জানে না, ২. অধিকরণ সমুত্থান কী জানে না, ৩. অধিকরণের প্রয়োগ কী জানে না, ৪. অধিকরণের উপশম কী জানে না এবং ৫. অধিকরণের বিনিশ্চয় (মীমাংসা) কুশল কী জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু, মূর্খত্বের সামর্থ্য ওজনে গমন করে।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্যের সামর্থ্য ওজনে গমন করে। কোন পঞ্চ দ্বারা? সেই ভিক্ষু—১. অধিকরণ (অভিযোগ) কী জানে; ২. অধিকরণ সমুত্থান কী, জানে; ৩. অধিকরণের প্রয়োগ কী জানে, ৪. অধিকরণের উপশম কী জানে এবং ৫. অধিকরণের বিনিশ্চয় কুশল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু পাণ্ডিত্যের ওজন সামর্থ্যে গমন করে।

[উব্বাহিত বর্গ নবম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নহে অর্থ কুশল আর ক্রোধ যে কোপনে;
প্রসারিত, ছন্দ গতি আর অকুশলে।
সূত্র, ধর্ম, বত্থু আপত্তি অধিকরণে;
দুয়ে দুয়ে প্রকাশিত সব কালো সুখ বিজাননে।

১০. অধিকরণ উপশম বর্গ

৪৫৭. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না?

১. উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. আপত্তি কী জানে না, ২. আপত্তির সমুত্থান কী জানে না, ৩. আপত্তির প্রয়োগ কী জানে না, ৪. আপত্তির উপশম কী জানে না, ৫. আপত্তির মীমাংসা (বিনিশ্চয়) কুলশ হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে। কোন পঞ্চ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. আপত্তি কী জানে, ২. আপত্তির সমুত্থান কী জানে, ৩. আপত্তির প্রয়োগ কী জানে, ৪. আপত্তির উপশম কী জানে, ৫.

আপত্তির বিনিশ্চয় কুশল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে।

(২) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না। কোন সেই পঞ্চাঙ্গ? যে ভিক্ষু ১. অধিকরণ কী জানে না, ২. অধিকরণ (অভিযোগের) সমুত্থান কী জানে না, ৩. অধিকরণের প্রয়োগ কী জানে না, ৪. অধিকরণের উপশম কী জানে না, ৫. বিনিশ্চয় (মীমাংসা) কুশল হয় না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে। কোন পঞ্চ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. অধিকরণ কী জানে, ২. অধিকরণের সমুত্থান কী, জানে; ৩. অধিকরণের প্রয়োগ জানে, ৪. অধিকরণের উপশম জানে এবং ৫. অধিকরণের মীমাংসা কুশল হয় । উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণ উপশম করতে পারে।

(৩) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না। কোন পঞ্চ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. ছন্দ (স্ব অভিরুচি) গতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. অলজ্জী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে। কোন পঞ্চ পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. মোহগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. লজ্জাশীল হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে।

(৪) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না। কোন পঞ্চ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. অল্পশ্রুত হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে। কোন পঞ্চ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. মোহগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং বহুশ্রুত হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে

পারে।

(৫) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না। কোন পঞ্চ সমন্বিত? যে ভিক্ষু ১. বত্থু (বিষয়) কী জানে না, ২. নিদান (উৎস) কী জানে না, ৩. প্রজ্ঞপ্তি কী জানে না, ৪. পদের হেতু ব্যাখ্যা (ভট্ঠং) জানে না এবং ৫. অনুসন্ধি বচনপথ কী জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভিক্ষু অধিকরণের উপশম করতে পারে না।

উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণের উপশম করতে পারে । কোন পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন? যে ভিক্ষু ১. বত্থু কী জানে, ২. নিদান কী জানে, ৩. প্রজ্ঞপ্তি কী জানে, ৪. পদের হেতু ব্যাখ্যা জানে এবং ৫. অনুসন্ধি বচনপথ জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণের উপশম করতে পারে।

৬. উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণের উপশম করতে পারে না। কোন পঞ্চ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. বিনয়ে অকুশলী হয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণ উপশম করতে পারে না।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে। কোন পঞ্চসম্পন্ন? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. মোহগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. বিনয়ে কুশলী হয়।

(৭) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না। কোন পঞ্চসম্পন্ন? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ব্যক্তিগারবী হয় সংঘগারবী নয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে না।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে। কোন পঞ্চসম্পন্ন? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. মোহগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. সংঘগারবী হয়, ব্যক্তিগারবী নয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণকে উপশম করতে পারে।

(৮) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণ উপশমে অক্ষম। কোন পঞ্চসম্পন্ন? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. বস্তুর প্রতি

আকৃষ্ট, সদ্ধর্মের প্রতি নয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণ উপশমে অক্ষম।

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণ (অভিযোগ) উপশমে সক্ষম। কোন পঞ্চাঙ্গ? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. যে সদ্ধর্মের প্রতি গারবতাশীল, বস্তুর প্রতি নয়। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অধিকরণ উপশমে সক্ষম।

৪৫৮. (১) ভন্তে, কত প্রকারে সংঘ বিভক্ত হয়?

উপালি, পাঁচ প্রকারে সংঘ বিভক্ত হয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? ১. কর্ম দ্বারা, ২. উদ্দেশ দ্বারা, ৩. সিদ্ধান্ত দ্বারা (বোহরন্ত), ৪. অনুশ্রবণ দ্বারা এবং ৫. শলাকা গ্রহণ দ্বারা। উপালি, এই পঞ্চ আকারে সংঘ বিভক্ত হয়।

(২) ভন্তে, সংঘরাজি, সংঘরাজি বলে থাকে। ভন্তে, কীসে সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘে ভেদ হয় না? আবার কীসে সংঘরাজি এবং সংঘভেদ উভয় হয়ে থাকে?

উপালি, আমার দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদের জন্য আগন্তুক ব্রত প্রজ্ঞাপ্তি হয়েছে। একইভাবে উপালি, আমার দ্বারা শিক্ষাপদগুলো সুপ্রজ্ঞাপিত হয়েছে। তারপরও আগন্তুক ভিক্ষুরা আগন্তুক ব্রত দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। এভাবেই উপালি, সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না। উপালি, আমার দ্বারা আবাসিক ভিক্ষুদের আবাসিক ব্রত প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। আমার দ্বারা উপালি, একইভাবে শিক্ষাপদগুলোও প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু, আবাসিক ভিক্ষুরা সেই আবাসিক ব্রতে প্রবর্তিত হয় না। এরূপেই উপালি, সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না। উপালি, আমার দ্বারা ভিক্ষুদের ভুক্তাগ্রে, ভোজন ব্রত, প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। এটি প্রতিরূপ (অনুকূল)-ভাবে, যথাবৃদ্ধ, যথারাত্রিমতে (অভিজ্ঞতা অনুসারে) অগ্রাসন, অগ্রউদক এবং অগ্রপিণ্ড অনুযায়ী বিন্যস্ত। উপালি, আমার দ্বারা এভাবে শিক্ষাপদগুলো সুপ্রজ্ঞাপিত হলেও নবাগত ভিক্ষুরা ভুক্তাগ্রে স্থবির ভিক্ষুদের আসনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে। উপালি, এভাবে সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

উপালি, আমার দ্বারা ভিক্ষুদের শয়নাসনে, শয়নাসন ব্রত প্রজ্ঞাপিত হয়েছে; যথাবৃদ্ধ, যথারাত্র এবং যথাপ্রতিরূপে। উপালি, এরূপ সুপ্রজ্ঞাপিত আমার শিক্ষাপদে নবগত ভিক্ষুরা, স্থবির ভিক্ষুদের শয়নাসনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে। উপালি, এভাবে সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

উপালি, আমার দ্বারা ভিক্ষুদের আন্ত সীমায় এক উপোসথ, এক প্রবারণা,

এক সংঘকর্ম এবং এক কর্মাকর্ম শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি হয়েছে। উপালি, আমার এরূপ সুপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সত্ত্বেও অন্তোসীমায় ভিন্ন ভাব (আবেণী) পোষণ করে গণবদ্ধ হয়ে পৃথকভাবে উপোসথ করে, পৃথকভাবে সংঘকর্ম করে, পৃথকভাবে অন্যান্য বিনয়কর্মাদি করে। উপালি, এভাবে সংঘরাজি এবং সঙ্গভেদ উভয়ই হয়ে থাকে।

[অধিকরণ উপশম বর্গ দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আপত্তিতে, অধিকরণে, ছন্দ আর অল্পশ্রুতে;
বত্থু, অকুশল পুদ্গাল, তথা সংঘভেদে।
ভেদ সংঘরাজি, সংঘভেদ আর তাতে ॥

১১. সংঘভেদক বর্গ

৪৫৯. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত সংঘভেদক কল্পকাল, অতি কষ্টে অপায়-নিরয়ে থাকে?

১. উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নিরয়ে অতি কষ্টে কল্পকাল অবস্থান করে থাকে। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রতিভাত করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে প্রতিভাত করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রতিভাত করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে প্রতিভাত করে এবং ৫. দৃষ্ট কর্ম দ্বারা ভুল প্রতীয়মান করে (বিনিধায়)। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

(২) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অতিদুঃখে কল্পকাল অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে দীপন করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে দীপন করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে দীপন করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে দীপন করে এবং ৫. দৃষ্ট উদ্দেশকে ভুল প্রতীয়মান করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘ ভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

(৩) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অতিদুঃখে কল্পকাল অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে দীপন করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে দীপন করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে দীপন করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে দীপন করে

এবং ৫. প্রচলিত দৃষ্টিকে ভুলভাবে প্রতীয়মান করে, উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নিরয়ে অতিদুঃখে কল্পকাল অবস্থান করে থাকে।

(৪) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নিরয়ে কল্পকাল অতি কষ্টে অবস্থান করে থাকে। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে দীপিত করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে দীপিত করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে দীপিত করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে দীপিত করে এবং ৫. অনুশ্রবণ দ্বারা দৃষ্টিকে ভুল প্রতীয়মান করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

(৫) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে। সেই পঞ্চাঙ্গ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে দীপিত করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে দীপিত করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে দীপিত করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে দীপিত করে এবং ৫. শলাকা গ্রহণ দ্বারা দৃষ্টিকে ভুল প্রতীয়মান করে, উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

(৬) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে দীপিত করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে দীপিত করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে দীপিত করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে দীপিত করে এবং ৫. ক্ষান্তিকে কর্ম দ্বারা ভুল প্রতীয়মান করে, ক্ষান্তিকে উদ্দেশ দ্বারা..., ক্ষান্তিকে ব্যবহার দ্বারা..., ক্ষান্তিকে অনুশ্রবণ দ্বারা..., ক্ষান্তিকে শলাকা গ্রহণ দ্বারা ভুল প্রতীয়মান করে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

(৭) উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অবস্থান করে থাকে। পঞ্চাঙ্গ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে দীপিত করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে দীপিত করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে দীপিত করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে দীপিত করে এবং ৫. রুচিকে কর্ম দ্বারা ভুল কর্ম দ্বারা ভুল প্রতীয়মান করে, রুচিকে উদ্দেশ দ্বারা..., রুচিকে প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা..., রুচিকে অনুশ্রবণ দ্বারা..., রুচিকে শলাকা গ্রহণ দ্বারা ভুল প্রতীয়মান করে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

(৮) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক কল্পকাল অতিদুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে দীপিত করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে দীপিত করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে দীপিত করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে দীপিত করে এবং ৫. সংজ্ঞাকে কর্ম দ্বারা ভুল প্রতীয়মান করে, সংজ্ঞাকে উদ্দেশ দ্বারা..., সংজ্ঞাকে ব্যবহার দ্বারা..., সংজ্ঞাকে অনুশ্রবণ দ্বারা..., সংজ্ঞাকে শলাকা গ্রহণ দ্বারা ভুল প্রতীয়মান করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন দ্বারা সংঘভেদক কল্পকাল বহু দুঃখে অপায়-নিরয়ে অবস্থান করে থাকে।

[সংঘভেদক একাদশ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ভুল প্রকাশে দৃষ্টিকে, কর্মে উদ্দেশে, ব্যবহারে;
অনুশ্রবণ, শলাকাতে দৃষ্টি নিশ্রয় পঞ্চেতে।
ক্ষান্তি, রুচি, সংজ্ঞা তিনে পঞ্চধা বিধিমতে ॥

১২. দ্বিতীয় সংঘভেদক বর্গ

৪৬০. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না?

(১) উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িকও হয় না এবং কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে, কিন্তু ৫. কর্ম দ্বারা দৃষ্টিকে শুদ্ধভাবে প্রতীয়মান করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না এবং কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না।

(২) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িকও হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে, কিন্তু ৫. উদ্দেশ দ্বারা দৃষ্টিকে শুদ্ধরূপে গ্রহণ করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না।

(৩) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িকও হয় না,

কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে, কিন্তু ৫. ব্যবহার দ্বারা দৃষ্টিকে শুদ্ধরূপে গ্রহণ করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না এবং কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না।

(৪) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িকও হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখ ভোগও করে না। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে, কিন্তু ৫. অনুশ্রবণ দ্বারা দৃষ্টিকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না এবং কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না।

(৫) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িকও হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখ ভোগও করে না। কোন পঞ্চাঙ্গ? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে, কিন্তু ৫. শলাকা গ্রহণ দ্বারা দৃষ্টিকে শুদ্ধরূপে গ্রহণ করে, উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না।

(৬) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িকও হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে প্রকাশ করে, কিন্তু ৫. কর্ম দ্বারা ক্ষান্তিকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে..., ক্ষান্তিকে উদ্দেশ দ্বারা..., ক্ষান্তিকে ব্যবহার দ্বারা..., ক্ষান্তিকে অনুশ্রবণ দ্বারা..., ক্ষান্তিকে শলাকা গ্রহণ দ্বারা শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না, কল্পকাল অতিদুঃখও ভোগ করে না।

(৭) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িকও হয় না, কল্পকাল ভয়ানক দুঃখ ভোগও করতে হয় না। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্ম বলে থাকে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে থাকে, ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে থাকে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে থাকে,

কিন্তু ৫. কর্ম দ্বারা রুচিকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে থাকে।... উদ্দেশ দ্বারা রুচিকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে থাকে।... উদ্দেশ দ্বারা রুচিকে..., ব্যবহার দ্বারা রুচিকে... অনুশ্রবণ দ্বারা রুচিকে..., শলাকা গ্রহণ দ্বারা রুচিকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নৈরয়িক হয় না, কল্পকাল ভয়ানক অতিদুঃখও ভোগ করে না।

(৮) উপালি, অপর পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘ ভেদক অপায় নৈরয়িক হয় না, কল্পকাল ভয়ানক দুঃখ ভোগও করে না। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে বলে থাকে, ২. ধর্মকে অধর্ম বলে থাকে; ৩. অবিনয়কে বিনয় বলে থাকে, ৪. বিনয়কে অবিনয় বলে থাকে, কিন্তু ৫. কর্ম দ্বারা সংজ্ঞাকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে থাকে,..., উদ্দেশ দ্বারা সংজ্ঞাকে,..., ব্যবহার দ্বারা সংজ্ঞাকে..., অনুশ্রবণ দ্বারা সংজ্ঞাকে..., শলাকা গ্রহণ দ্বারা সংজ্ঞাকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করে থাকে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত সংঘভেদক অপায়-নিয়য়িক হয় না, কল্পকাল অশেষ দুঃখ ভোগও করে না।

[দ্বিতীয় সংঘভেদক দ্বাদশ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

শুদ্ধ দৃষ্টি কর্ম দ্বারা উদ্দেশ ব্যবহারে;
অনুশ্রবণ, শলাকা দৃষ্টি আশ্রিত পঞ্চতে।
ক্ষান্তি, রুচি, সংজ্ঞা তিন পঞ্চ বিধিতে;
নিচে কৃষ্ণপক্ষ হতে সমবীসতি বিধিতে।
তথা শুক্লপক্ষ হতে সমবীসতি জানাতে।

১৩. আবাসিক বর্গ

৪৬১. ভন্তে কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত আবাসিক ভিক্ষু যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন আবাসিক ভিক্ষু যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। কোন পঞ্চাঙ্গ দ্বারা? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে (উদ্দেশ্য প্রণোদিত) গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. সাংঘিককে পুদ্গালিকরূপে পরিভোগ করে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত আবাসিক ভিক্ষু যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত আবাসিক ভিক্ষু যথানুরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হয়। যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩.

মোহগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. সাংঘিককে পুদ্গালিকভাবে পরিভোগ করে না। এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত আবাসিক ভিক্ষু যথানুরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হয়।

৪৬২. ভন্তে, অধর্ম-বিনয় ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন কত প্রকার? উপালি, অধর্মত বিনয় ব্যাখ্যা পাঁচ প্রকার। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে ধর্মেতে পরিবর্তন করে থাকে, ২. ধর্মকে অধর্মে পরিবর্তন করে, ৩. অবিনয়কে বিনয় পরিবর্তন করে, ৪. বিনয়কে অবিনয়ে পরিবর্তন করে এবং ৫. প্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, প্রজ্ঞাপ্তকে সমুচ্ছেদ করে। উপালি, এই পঞ্চ অধর্মত পরিবর্তন।

উপালি, ধর্মত বিনয় পরিবর্তন পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচটি কী কী? উপালি, এখানে ভিক্ষু ১. অধর্মকে অধর্মে পরিবর্তন করে, ২. ধর্মকে ধর্মে পরিবর্তন করে, ৩. অবিনয়কে অবিনয়ে পরিবর্তন করে, ৪. বিনয়কে বিনয়ে পরিবর্তন করে এবং ৫. অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপিত করে না, প্রজ্ঞাপ্তকে সমুচ্ছেদ করে না। উপালি, এই পঞ্চ ধর্মত ব্যাখ্যা।

৪৬৩. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ভোজন নির্দেশক (বণ্টনকারী) যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সমহিত ভোজন নির্দেশক যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। কোন পাঁচটি দ্বারা? যে ভোজন নির্দেশক ১. ছন্দ (ইচ্ছানুরূপ) গতিতে গমন করে, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে, ৩. মোহগতিতে গমন করে, ৪. ভয়গতিতে গমন করে এবং ৫. নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভোজন নির্দেশক যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভোজন নির্দেশক (বণ্টনকারী) যথানুরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হয়। কোন পাঁচটি? যে ভোজন নির্দেশক ১. ছন্দগতিতে গমন করে না, ২. দ্বেষগতিতে গমন করে না, ৩. মোহগতিতে গমন করে না, ৪. ভয়গতিতে গমন করে না এবং ৫. নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ভোজন নির্দেশক যথানুরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হয়।

৪৬৪. ভন্তে, কয়টি অঙ্গ-সমন্বিত ১. শয়নাসন বণ্টনকারী (প্রজ্ঞাপক)..., ২. ভাণ্ডাগারিক..., ৩. চীবর প্রতিগ্রাহক..., ৪. চীবর বণ্টনকারী..., ৫. যাগু বণ্টনকারী..., ৬. ফল বণ্টনকারী..., ৭. খাদ্য বণ্টনকারী..., ৮. সামান্য দ্রব্য বণ্টনকারী..., ৯. সাটক (শ্বেতবস্ত্র, টাওয়েল) বণ্টনকারী..., ১০. পাত্র বণ্টনকারী..., ১১. আরাম (আবাস) নিয়ন্ত্রক..., ১২. শ্রামণের নিয়ন্ত্রক (পেসক)..., যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়?

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ১. শয়নাসন বণ্টনকারী (প্রজ্ঞাপক)... ১২. শ্রামণের নিয়ন্ত্রক..., যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। কোন পাঁচটি? যে ভিক্ষু ১. ছন্দগতিতে যায়, ২. দ্বেষগতিতে যায়, ৩. মোহগতিতে যায়, ৪. ভয়গতিতে যায় এবং ৫. নিয়ন্ত্রণ-অনিয়ন্ত্রণ জানে না। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ১. শয়নাসন বণ্টক... ১২. শ্রামণের নিয়ন্ত্রক যথানুরূপ নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

উপালি, পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ১. শয়নাসন বণ্টক... ১২. শ্রামণের নিয়ন্ত্রক যথানুরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হয়।

সেই পাঁচটি কী কী? যে ১. ছন্দগতিতে যায় না, ২. দ্বেষগতিতে যায় না, ৩. মোহগতিতে যায় না, ৪. ভয়গতিতে যায় না এবং ৫. নিয়ন্ত্রণ-অনিয়ন্ত্রণ জানে। উপালি, এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত ১. শয়নাসন বণ্টক... ১২. শ্রামণের নিয়ন্ত্রক যথানুরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হয়।

[আবাসিক বর্গ ত্রয়োদশ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আবাসিক, ব্যাখ্যাত, ভোজন আর শয়নাসনে;
ভাণ্ডার চীবর গ্রাহক, চীবরের ভাজকে।
যাগু, ফল, খাদ্য, অল্প, সাটক গ্রাহকে;
পাত্র, আরামিক আর শ্রামণের নিয়ন্ত্রণে।

১৪. কঠিনত্থার বর্গ

৪৬৫. ভন্তে, কঠিন অত্থারণে (বিস্তার/প্রসারণ) সুফল কয়টি?

উপালি, কঠিন অত্থারণের সুফল পাঁচটি। পাঁচটি কী কী? ১. অনামন্তচারো, (সঙ্গী ভিক্ষুদের না বলে বিনা আমন্ত্রণে বিচরণ), ২. অসমাদানচারো বা ত্রিচীবর হস্তপাশের বাইরে রেখে অরুণোদয় করা, ৩. গণভোজনে অবারিত হওয়া, ৪. যতদূর প্রয়োজন ইচ্ছানুরূপ ত্রিচীবরের বাইরে অধিষ্ঠান না করে চীবর রাখা এবং ৫. চীবর শয়নাসন চীবর মাসে যা উৎপন্ন হয় তা ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করা। উপালি, এই পঞ্চ সুফল কঠিন অত্থারণকারী লাভ করে।

৪৬৬. ভন্তে, বিস্মৃতি এবং অসম্প্রজ্ঞানে নিদ্রাগত হওয়ার কয়টি কুফল? উপালি, বিস্মৃতি এবং অসম্প্রজ্ঞানে নিদ্রাগত হওয়ার কুফল পাঁচটি? পাঁচটি কী কী? ১. দুঃখে নিদ্রাগত হয়, ২. দুঃখে ঘুম থেকে ওঠে, ৩. পাপ স্বপ্ন দর্শন

করে, ৪. দেবগণ সুরক্ষা করে না এবং ৫. অশুচি (শুক্র)-মোচন করে।

৪৬৭. ভন্তে, কয়টি পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়?

(১) উপালি, পাঁচ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়; যথা : ১ একান্ত কক্ষে (অন্তর ঘরে) প্রবেশ করলে অবন্দনীয় হয়, ২. যানে গমনকালে অবন্দীয় হয়, ৩. অন্ধকারে অবন্দনীয় হয়, ৪. অসমান পথে গমনকালে অবন্দনীয় হয়, ৫. শয়নে অবন্দনীয় হয়। উপালি, এই পাঁচ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়।

(২) উপালি, অপর পাঁচ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়। কোন পাঁচ পর্যায়ে? ১. যাগু পান সময়ে অবন্দনীয় হয়, ২. ভোজন অগ্রে অবন্দনীয় হয়, ৩. একবস্ত্রে অবন্দনীয় হয়, ৪. অন্যকাজে লিপ্ত বা অন্যমনস্ক অবস্থায় অবন্দনীয় হয়, ৫. নগ্ন অবন্দনীয় হয়। উপালি, এই পাঁচ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়।

(৩) উপালি, অপর পঞ্চ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়। কোন পঞ্চ পর্যায়ে? ১. খাওয়ার সময়ে অবন্দনীয় হয়, ২. ভোজনকালে অবন্দনীয় হয়, ৩. মলত্যাগকালে অবন্দনীয় হয়, ৪. প্রস্রাবকালে অবন্দনীয় হয়. ৫. উৎক্ষিপ্ত (দণ্ডপ্রাপ্ত) অবন্দনীয় হয়। উপালি, এই পঞ্চ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়।

(৪) উপালি, অপর পাঁচ অর্যায়ে অবন্দনীয় হয়। কোন পাঁচ পর্যায়ে? ১. অগ্রে উপসম্পন্নের নিকট পরে উপসম্পন্ন অবন্দনীয় হয়, ২. অনুপসম্পন্ন অবন্দনীয় ৩. ভিন্নমত বা নিকায়ভুক্ত বৃদ্ধতর কিন্তু অধর্মবাদী অবন্দনীয়, ৪. মাতৃজাতি অবন্দনীয় এবং ৫. পণ্ডক অবন্দনীয় হয়। উপালি, এই পঞ্চ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়।

(৫) উপালি, অপর পঞ্চ পর্যায়ে অবন্দনীয় হয়। কোন পঞ্চ পর্যায়ে? ১. পরিবাসী অবন্দনীয়, ২. মূলেপ্রতিকর্ষণ আরূঢ় অবন্দনীয়, ৩. মানত্ত আরূঢ় অবন্দনীয়, ৪. আহবান আরূঢ় অবন্দনীয়, ৫. মানত্তচারিক অবন্দনীয়, ৬. আহবান আরূঢ় অবন্দনীয়। উপালি, এই পঞ্চ (ছয়জন) অবন্দনীয় হয়।

৪৬৮. ভন্তে, কয়টি পর্যায়ে বন্দনীয় হয়? উপালি, পঞ্চ পর্যায়ে বন্দনীয়। পঞ্চ পর্যায় কী কী? ১. পরে উপসম্পন্ন দ্বারা পূর্বে উপসম্পন্ন বন্দনীয়; ২. ভিন্নমত বা নিকায়ের বৃদ্ধতর এবং ধর্মবাদী হলে বন্দনীয়; ৩. আচার্য বন্দনীয়, ৪. উপাধ্যায় বন্দনীয়, ৫. সদেবলোক, সমার সব্রহ্মালোকে সকল দেব-মানব, শ্রামণ-ব্রাহ্মণের পূজ্য তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বন্দনীয়। উপালি, এই পঞ্চ বন্দনীয়।

৪৬৯. ভন্তে, নবাগত (কনিষ্ঠতর) ভিক্ষু দ্বারা বৃদ্ধতর (জেষ্ঠতর) ভিক্ষুর পাদে বন্দনাকালে কয়টি ধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপন করে পাদ-বন্দনা কর্তব্য?

উপালি, কনিষ্ঠতর ভিক্ষু কর্তৃক জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষুর পাদে বন্দনাকালে পঞ্চ ধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপন করে পাদ-বন্দনা কর্তব্য। সেই পঞ্চ কী কী? উপালি, কনিষ্ঠতর ভিক্ষু কর্তৃক জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষুর পাদে বন্দনাকালে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে দুহাতের তালু গ্রহণপূর্বক, পাদগুলো মুছে দেয়ার মতো করে হৃদয়ে অগাধ প্রেম ও গারবতা উৎপাদনপূর্বক পাদ-বন্দনা করা কর্তব্য। উপালি, কনিষ্ঠতর ভিক্ষু দ্বারা জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষুর পাদে বন্দনাকালে এই পঞ্চধর্ম নিজের মধ্যে উৎপন্ন করে পাদ-বন্দনা কর্তব্য।

[কঠিনত্থার বর্গ চতুর্দশ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কঠিনত্থার, নিদ্রা, আর অভ্যন্তর যাগু খাদনে;
পূর্বে, পারিবাসিক আর বান্দনীয়ে বন্দনে।

[উপালি পঞ্চক সমাপ্ত]

সে-সকল বর্গের উদান

অনিশ্রয়ের কর্ম আর ব্যবহারের আবিকর্মী;
জিজ্ঞাসা, ধুতাঙ্গ আর মিথ্যাকথন ভিক্ষুণী।
উব্‌ভাহিক, অধিকরণ আর ভেদক, পঞ্চ পূরেতে;
আবাসিক, কঠিন আর চৌদ্দ সুপ্রকাশিতে ॥

অর্থাপত্তি সমুত্থান

১. পারাজিকা

৪৭০. কিছু আপত্তি লাভ হয় অচিত্তকে; আর সচিত্তকে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে সচিত্তে লাভ হয়; আর অচিত্তে মুক্ত হয়, কিছু আপত্তি আছে অচিত্তে প্রাপ্ত হয়; আবার অচিত্তে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে সচিত্তে প্রাপ্ত হয়; আবার সচিত্তে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে কুশল চিত্তে প্রাপ্ত হয়; আবার কুশল চিত্তে মুক্ত হয়, কিছু আপত্তি আছে কুশল চিত্তে প্রাপ্ত হয়; অকুশল চিত্তে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে কুশল চিত্তে প্রাপ্ত হয়; অব্যাকৃত চিত্তে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে অকুশল চিত্তে প্রাপ্ত হয়; কুশল চিত্তে মুক্ত হয়, কিছু আপত্তি আছে অকুশল চিত্তে প্রাপ্ত হয়; অকুশল চিত্তে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে অকুশল চিত্তে প্রাপ্ত হয়; অব্যাকৃত চিত্তে মুক্ত হয়। কিছু

আপত্তি আছে অব্যাকৃত চিত্তে প্রাপ্ত হয়; কুশল চিত্তে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে অব্যাকৃত চিত্তে প্রাপ্ত হয়; অকুশল চিত্তে মুক্ত হয়। কিছু আপত্তি আছে অব্যাকৃত চিত্তে প্রাপ্ত হয়; অব্যাকৃত চিত্তে মুক্ত হয়।

প্রথম পারাজিকা কয়টি সমুত্থিত হয়। কায় হতে এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

দ্বিতীয় পারাজিক কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? দ্বিতীয় পারাজিকা তিন সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

তৃতীয় পারাজিকা কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? তৃতীয় পারাজিকা তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

চতুর্থ পারাজিকা কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? চতুর্থ পারাজিকা তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

[চারটি পারাজিকা সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ

৪৭১. নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা অশুচি (শুক্র) মোচনকারীর সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? এটি এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

(২) মাতৃজাতির সাথে দৈহিক সংসর্গ দ্বারা সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? এক সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

(৩) মাতৃজাতিকে প্রদুষ্ট বাক্য দ্বারা প্রকাশকারীর সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? তিন সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়। ২. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(৪) মাতৃজাতির সাথে মৈথুন দ্বারা সেবার গুণযুক্ত ভাষণকারীর

সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? তিন সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়।...

(৫) সঞ্চারণ তথা ঘটকের দায়িত্ব সম্পাদনকারীর সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য এবং চিত্ত হতে নয়; ২. স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, কায় এবং চিত্ত হতে নয়; ৩. স্বীয় কায় এবং বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, চিত্ত হতে নয়; ৪. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়; ৫. স্বীয় বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, কায় হতে নয়; ৬. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(৬) নিজের জন্যে কুটির তৈরিতে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। এটি কটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। যথা :...

(৭) বড়ো বিহার নির্মাণকারীর সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। যথা :...

(৮) ভিক্ষুকে অমূলক পারাজিকা দ্বারা ধ্বংস প্রচেষ্টাকারীর সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। যথা :...

(৯) ভিক্ষুকে অন্যভাগী অভিযোগের লেস বা উপমায় পারাজিকা ধর্ম দ্বারা ধ্বংস প্রচেষ্টাকারীর সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়। যথা :...

(১০) সংঘভেদক ভিক্ষুকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দ্বারা স্বমত অপরিত্যাগীর সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(১১) ভেদক অনুবর্তী ভিক্ষুদেরকে তিনবার যাবৎ সমনুভাষণ দ্বারাও স্বমত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(১২) দুর্বাক্যভাষী ভিক্ষুকে তিনবার যাবৎ সমনুভাষণ দ্বারাও স্বভাব অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

(১৩) কুলদূষক ভিক্ষুকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ সত্ত্বেও বিহার অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? একটি

সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

[তেরো সংঘাদিশেষ সমাপ্ত]

৪৭২. ... অনাদরহেতু জলে মল-মূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগকারীর 'দুক্কট' হয়। এটি কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? একটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

[সেখিয়া সমাপ্ত]

৩. পারাজিকাদি

৪৭৩. চারি পারাজিকা কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? চারি পারাজিকা তিনটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১. স্বীয় কায় এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়; ২. স্বীয় বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত, কায় হতে নয়; ৩. স্বীয় কায়, বাক্য এবং চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

তেরো সংঘাদিশেষ কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত? তেরো সংঘাদিশেষ ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত; যথা : ১. স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য ও চিত্ত হতে নয়; ২. স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত; কায় ও চিত্ত হতে নয়; ৩. স্বীয় কায় ও বাক্য হতে সমুত্থিত; চিত্ত হতে নয়। ৪. স্বীয় কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত; বাক্য হতে নয়। ৫. স্বীয় বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত; কায় হতে নয়। ৬. স্বীয় কায়, বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

দুই অনিয়ত কয়টি সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়? দুই অনিয়ত তিনটি সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত, বাক্য হতে নয়; ২. স্বীয় বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত, কায় হতে নয়; ৩. স্বীয় কায়, বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

ত্রিশ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য ও চিত্ত হতে নয়। ২. স্বীয় বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, কায় ও চিত্ত হতে নয়। ৩. স্বীয় কায় ও বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, চিত্ত হতে নয়। ৪. স্বীয় কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়। ৫. স্বীয় কায়, বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

বিরানব্বই পাচিত্তিয় কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? ছয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় দ্বারা সমুত্থিত হয়, বাক্য ও চিত্ত দ্বারা নয়। ২. স্বীয় বাক্য দ্বারা সমুত্থিত হয়, কায় ও চিত্ত দ্বারা নয়। ৩. স্বীয় কায়

ও বাক্য হতে সমুত্থিত হয়, চিত্ত দ্বারা নয়। ৪. স্বীয় কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, বাক্য হতে নয়। ৫. স্বীয় বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত, কায় হতে নয়। স্বীয় কায়, চিত্ত ও বাক্য হতে সমুত্থিত হয়।

চারি প্রতিদেশনীয় কয়টি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়? চারি প্রতিদেশনীয় চারটি সমুত্থান দ্বারা সমুত্থিত হয়; যথা :

(১) স্বীয় কায় হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য ও চিত্ত হতে নয়।

(২) স্বীয় কায় ও বাক্য হতে সমুত্থিত হয়; চিত্ত হতে নয়।

(৩) স্বীয় কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; বাক্য হতে নয়।

(৪) স্বীয় কায়, বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

পঁচাত্তরটি সেখিয়া কয়টি সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়? তিনটি সমুত্থান হতে সমুত্থিত হয়; যথা : ১. স্বীয় কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়, ২. স্বীয় বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়; কায় হতে নয়। ৩. কায়, বাক্য ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়।

[সমুত্থান সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অচিত্ত কুশল আর সমুত্থান সর্বদা;
যথাধর্মে জ্ঞান দ্বারা সমুত্থান জান না।

দ্বিতীয় গাথা সংগ্রহ

১. কায়িকাদি আপত্তি

৪৭৪. কয়টি আপত্তি কায়েতে, কয়টি আপত্তি বাক্যেতে?
আচ্ছাদনে আপত্তি কয়টি, আপত্তি কয়টি সংসর্গে।
ছয় আপত্তি কায়েতে, আপত্তি ছয় বাক্যেতে?
আচ্ছাদনে তিন আপত্তি, পাঁচ আপত্তি সংসর্গে।
অরুণোদয়ে কয়টি আপত্তি, কয়টি যাবৎ তৃতীয়ে?
অষ্ট বত্থুতে কয়টি, কয়টি সর্বত্র সংগ্রহে?
অরুণোদয়ে তিন আপত্তি, দুই যাবৎ তৃতীয়ে;
অষ্ট বত্থুতে এক, এক সর্বত্র সংগ্রহে।
বিনয়ে মূল কয়টি, প্রজ্ঞাপ্ত যা বুদ্ধেতে;
গুরু বিনয়ে কয়টি উক্ত, প্রদুষ্ট আর আচ্ছাদনে?

বিনয়ের মূলে দুই, প্রজ্ঞাপ্ত যা বুদ্ধেতে;
গুরুক দুই বিনয়ে উক্ত, দুই প্রদুষ্ট আচ্ছাদনে।
গ্রামান্তরে কয়টি আপত্তি, কয়টি নদী পারাপারে;
কয়টি শেষ থুল্লচ্চয়ে, কয়টি মাংসে দুক্কটে?
গ্রামান্তরে চারি আপত্তি, চারি নদী পরপারে;
একমাংস থুল্লচ্চয়ে নরমংস দুক্কটে।
কয়টি বাচনিক রাত্রিতে, কয়টি বাচনিক দিনেতে?
দদমানের কয়টি আপত্তি, কয়টি হয় প্রতিগ্রহণে?
দুই বাচনিক রাত্রিতে, দুই বাচনিক দিনেতে;
দদমানের তিন আপত্তি, চারি প্রতিগ্রহণে।

২. দেশনাগামী আপত্তি আদি

৪৭৫. দেশনাগামিনী কয়টি, কয়টি সপ্রতিকর্মেতে?
কত অর্থে অপ্রতিকর্ম, উক্ত আদিত্যবন্ধুতে?
দেশনাগামিনী পঞ্চ, কৃত ছয় সপ্রতিকর্মেতে;
এক অর্থে অপ্রতিকর্ম, উক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
বিনয় গারুতে কয়টি, উক্ত কায় বাচনিকে;
বিকালে ধান্যরসে কয়টি, প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ সম্মতে।
বিনয় গারু দুয়ে উক্ত, কায়ে আর বাচনিকে;
এক বিকাল ধান্যরসে; এক জ্ঞাপ্তি চতুর্থ সম্মতে।
পারাজিকা কায়িক কয়টি, কয়টি সংবাসক ভূমিতে;
কয়টি হয় রাত্রিচ্ছেদে, কয়টি প্রজ্ঞাপ্ত দুই আঙুলে।
পারাজিকা কায়িক দুয়ে, সংবাসক ভূমিতে দুয়ে;
রাত্রিচ্ছেদেতে দুই, দুই প্রজ্ঞাপ্ত দুই আঙুলে।
আত্মবধেতে কয়টি, কয়টি সংঘের বিভাজনে;
প্রথমাপত্তি হয় কতে, ঞাত্তি কয়টি করণে?
আত্মবধেতে দুই, দুই সংঘভেদনে;
দুই প্রথমাপত্তি, দুই ঞাত্তি করণে।
প্রাণপাতে কয় আপত্তি, কতবাক্য পারাজিকে;
প্রকাশেতে কয়টি উক্ত কয়টি হয় সঞ্চারণে?
প্রাণিহত্যায় তিন আপত্তি, বাক্য পারাজিকা তিনে;
প্রকাশেতে তিন আপত্তি, তিন হয় সঞ্চারণে।

কয়টি পুদ্গালে উপসম্পদা নহে, কয়টি কর্মনয় সংগ্রহে?
নাশকতা কতে উক্ত, কয়টি একাধিক বচনে?
উপসম্পদা নহে তিনে, তিনে কর্ম সংগ্রহে;
নাশকতা তিনে উক্ত, তিন হয় একক বাচনে।
অদত্ত গ্রহণে কর আপত্তি, কয়টি মৈথুন প্রত্যয়ে;
ছেদনে কয়টি আপত্তি, কয়টি প্রত্যয় মৈথুনে?
ছেদনে কয়টি আপত্তি, কয়টি ত্যাগের কারণে?
অদত্ত গ্রহণে তিন আপত্তি চারি মৈথুন কারণে।
ছেদনে তিন আপত্তি, পঞ্চ হয় ক্ষেপনে;
ভিক্ষুণী উপদেশ বর্গে পাচিত্তিয় দুক্কটে।
কয়টি অর্থে নবাগত উক্ত কয়টি চীবর কঠিনে?
ভিক্ষুণী উপদেশ বর্গে কয়টি পাচিত্তিয় দুক্কটে?
চারি অর্থে নবগত উক্ত, দুই আর চীবরে;
ভিক্ষুণীদের আখ্যাতে; কয়টি প্রতিদেশনীয়ে?
ভোজনে আমকধান্য, পাচিত্তিয় কয়টি দুক্কটে?
গামকে কয়টি আপত্তি, স্থিতিতে আর কিত্তকে?
উপবেশনে কয়টি আপত্তি, কয়টি হয় শয়নে?
গামিকের চারি আপত্তি, স্থিত আর তত্তকে।
বসাতে চারি আপত্তি, শায়িতের সেই তত্তকে।

৩. পাচিত্তিয়

৪৭৬. পাচিত্তিয় কয়টি সকল নানাহ বত্থুতে?
অপূর্ব আচারে প্রাপ্ত সকলই একেতে।
পঞ্চ পাচিত্তেয় হয় নানাহ বত্থুতে;
অপূর্ব আচারে প্রাপ্ত সকলই একেতে।
পাচিত্তিয় কয়টি হয় সকল বত্থুতে?
অপূর্ব আচারে প্রাপ্ত সকলই একেতে।
পাচিত্তিয় নহে সকল নানাহ বত্থুতে;
অপূর্ব আচারে প্রাপ্ত সকলই একেতে।
পাচিত্তিয় কয়টি সকল নানাহ বত্থুতে;
কয়টি বাক্য, দেশনায় উক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
পঞ্চ পাচিত্তিয় সব নানাহ বত্থুতে;

এক বাক্য দেশনায় উক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
কয়টি পাচিত্তিয় সব নানাহ বত্থুতে;
কয়টি বাক্য দেশনায় উক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
নব পাচিত্তিয় সব নানাহ বত্থুতে;
এক বাক্য দেশনায় উক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
কয়টি পাচিত্তিয় সব নানাহ বত্থুতে;
সামান্য ব্যক্তে দেশনীয় বলে আদিত্যবন্ধুতে।
পঞ্চ পাচিত্তিয় সব নানাহ বত্থুতে;
বত্থু কীর্তনে দেশন উক্ত আদি বন্ধুতে।
কয়টি পাচিত্তিয় সব নানাহ বত্থুতে;
সামান্য কীর্ততে দেশন উক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
নব পাচিত্তিয় সব নানাহ বত্থুতে;
বত্থুকে কীর্তনে দেশন ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে।
যাবৎ তৃতীয়ে কয়টি আপত্তি কয়টি ব্যবহার প্রত্যয়ে;
খাদকের কয়টি আপত্তি কয়টি ভোজন প্রত্যয়ে।
যাবৎ তৃতীয়ে তিন আপত্তি ছয় ব্যবহার প্রত্যয়ে;
খাদকের তিন আপত্তি পঞ্চ ভোজন প্রত্যয়ে।
সর্ব যাবৎ তৃতীয়ে কয়টি স্থানে গমনে;
কঠিনেতে আপত্তি কঠিনের অভিযোগে।
সর্ব যাবৎ তৃতীয়েতে পঞ্চ স্থান গমনে;
পঞ্চ আপত্তি হয় পঞ্চ অভিযোগে।
কঠিন বিনিশ্চিয়ে হয়, কঠিন উপশমে;
কঠিন অনাপত্তি কয়টি স্থানে শোভিতে।
পঞ্চ বিনিশ্চয়ে হয়, পঞ্চ উপশমে;
পঞ্চ অনাপত্তি তিন স্থানেতে শোভিতে।
কয়টি কায়িক রাত্রিতে, কয়টি কায়িক দিবাতে;
ধ্যানহীনের কয় আপত্তি, কয়টি পিণ্ডপাত প্রত্যয়ে।
দুই কায়িক রাত্রি হয়, দুই কায়িক দিনে;
ধ্যানহীনের এক আপত্তি, একপিণ্ড প্রত্যয়ে।
কয়টি সুফলসম্পন্ন পরের শ্রদ্ধার্থে দেশনে;
উৎক্ষিপ্তে উক্ত কয়টি, সম্যক প্রবর্তনে?
অষ্ট সুফলসম্পন্ন পরের শ্রদ্ধার্থে দেশনে;

উৎক্ষিপ্ত তিনে উক্ত তেতাল্লিশ সম্যক বর্তনে।
কতস্থানে মিথ্যাকথা কয়টি পরম উক্তিতে;
প্রতিদেশনীয়ে কয়টি, কঠিন দেশনে।
পঞ্চস্থানে মিথ্যাবাক্য চৌদ্দ পরম উক্তিতে;
বারো প্রতিদেশনীয় আর চারি দেশনে।
কয়টি অঙ্গ মিথ্যাকথায়, কয়টি উপোসথ অঙ্গনে;
কয়টি ধুতাঙ্গেতে হয়; কয়টি তৈর্থিয়াবর্তনে।
অষ্টাঙ্গিক মিথ্যাবাক্য অষ্ট উপোসথে;
অষ্ট ধুতাঙ্গেতে হয়, অষ্ট তৈর্থিয়াবর্তনে।
কয়টি বাচিক উপসম্পদা, কঠিন প্রত্যুদ্ধারে;
কয়টি আসন দাতব্য ভিক্ষুণীর উপদেশকে।
অষ্টবাচিক উপসম্পদা, অষ্ট পচ্চুদ্ধারে;
অষ্ট আসন দাতব্য ভিক্ষুণীর উপদেশকে।
কঠিনকে ছেদনে হয় কঠিন থুল্লচ্চয়ে;
কঠিনেতে অনাপতিত সবে একক বত্থুতে।
একের ছেদনে হয় চারি থুল্লচ্চয়ে;
চারিতে অনাপত্তি সবে একক বত্থুতে।
কয়টি আঘাত বত্থু কতে সংঘ বিভক্তিতে;
কয়টি প্রথমপত্তি এঞাত্তিকরণ কতে?
নব আঘাতের বত্থু নব সংঘে বিভক্তিতে;
নবার্থে প্রথমাপত্তি এঞাত্তিকরণ নরে।

৪. অবন্দনীয় পুদ্গল

৪৭৭. অভিবাদন অযোগ্য কয়টি অঞ্জলি সামীচে;
কঠিনে দুক্কট হয় কয়টি চীবর ধারণে?
দশজন অবন্দনীয় অঞ্জলি সামীচে;
দশেতে দুক্কট হয়, দশ চীবর ধারণে।
কঠিনে বর্ষাযাপন, দাতব্য এই যে চীবরে;
কঠিনকে দাতব্য ভন্তে, কঠিন অদাতব্যে।
পঞ্চ বর্ষাযাপনকারী দাতব্য এই যে চীবরে;
সপ্তে বস্ত্র দাতব্য, নহে ষোলো জনে।
কত শত রাত্রিশত আপত্তি আচ্ছাদনে;

কতরাত্রি বাসে মোচ্য হয় পরিবাসে।
দশ রাত্রিতে হয় আপত্তি আচ্ছাদনে;
দশ রাত্রি বাসে হয় মোচক পরিবাসকে।
কয়টি কর্মদোষে উক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
চম্পাতে বিনয় বত্থু সকল অধার্মিকে কৃতে।
দ্বাদশ কর্মদোষে উক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
চম্পাতে বিনয়বত্থু সকল অধার্মিকে কৃতে।
কয়টি কর্মসম্পদে ব্যক্ত, বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
চম্পাতে বিনয় বত্থুকৃত সবই ধার্মিকে।
চারি কর্ম সম্পদে ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
চম্পায় বিনয় বত্থু কৃত সবই ধার্মিকে।
কয়টি কর্মে ব্যক্ত হলো বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
চম্পাতে বিনয় বত্থু ধর্মিকে অধার্মিকে কৃতে।
ছয় কর্ম ব্যক্ত হলো, বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
চম্পায় বিনয় বত্থু একপক্ষ ধর্মিকে কৃতে।
পঞ্চ অধার্মিকে ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
কয়টি কর্ম ব্যক্ত হলো, বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে।
চম্পায় বিনয় বত্থু ধার্মিক অধার্মিকে কৃতে;
চারি কর্মে ব্যক্ত হয়, বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে।
চম্পায় বিনয় বত্থু একস্ব কৃত ধার্মিকে;
তিন অধার্মিকে ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে।
যাহা দেশিত অনন্ত জিন তাদৃশে;
আপত্তিস্কন্ধ যত বিবেক দর্শকে।
কয়টি অর্থে সম্মতি বিনা সমথেতে;
জিজ্ঞাসি তা বলো মোরে বিভঙ্গ কোবিদে।
যাহা দেশিত অনন্ত জিনে, আপত্তিস্কন্ধ বিবেক দর্শনে;
একর্থে সম্মতি বিনা সমথে, এতে অব্ভখামি বিভঙ্গ কোবিদে।
অপায়িক উক্ত কয়টি বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়ে প্রতিজন তেরো বিনয়াদি শুনিতে।
ছ ঊন দ্বি অর্ধশত ব্যক্ত, বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
অপায়িক নৈরয়িক কল্প সংঘের ভেদকে।
বিনয় প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয়াদি শুনে;

কয়টি অপায়িক ব্যক্ত বুদ্ধ, আদিত্যবন্ধুতে।
বিনয় প্রতিজ্ঞানকারীর নিয়াদি শুনে;
আঠারো নাপায়িক ব্যক্ত বুদ্ধ আদিচ্চবন্ধুতে।
বিনয় প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয়াদি শুনে;
কয়টি অষ্টক ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে।
বিনয় প্রতিজ্ঞাকারীর বিনয়াদি শুনে;
আঠারো অষ্টক ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে।
বিনয় প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয়াদি শুনে।

৫. ষোলো কর্মাদি

৪৭৮. কত কর্মাদি ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
ষোলো কর্মাদি ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনামতে।
কতকর্ম দোষে ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
দ্বাদশ কর্ম দোষে ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কতকর্ম সম্পত্তির ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
চারি কর্ম সম্পত্তি ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কতকর্মাদি ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
ছয় কর্মাদি ব্যক্ত আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কতকর্মাদি ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
চারি কর্মাদি ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কয়টি পারাজিকা ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।

অষ্ট পারাজিকা ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কয়টি সংঘাদিশেষ ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনামতে।
তেইশ সংঘাদিশেষ ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনামতে।
দুই অনিয়ত ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কয়টি নিস্সগ্গিয় ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
বিয়াল্লীশ নিস্সগ্গিয় ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কয়টি পাচিত্তিয় ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
একশো অষ্টাশি পাচিত্তিয় ব্যক্তবুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কয়টি প্রতিদেশনীয় ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
দ্বাদশ প্রতিদেশনীয় ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
কয়টি সেখিয়া ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
পঁচাত্তর সেখিয়া ব্যক্ত বুদ্ধ আদিত্যবন্ধুতে;
বিনয়কে প্রতিজ্ঞানকারীর বিনয় শোনা মতে।
যাবৎ সুজিজ্ঞাসীত্রয়, যাবৎ সুবিসর্জন আমাকে;
জিজ্ঞাসা উত্তরার্থে বা নহে অসুকন্তিকে।

[দ্বিতীয় গাথা সংগ্রহ সমাপ্ত]

স্বেদ (ঘর্ম) মোচন গাথা

১. অবিপ্রবাস প্রশ্ন

৪৭৯. অসংবাস ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীদের দ্বারা;
সম্ভোগে এক সাথে তাহে না লভিতে।
অবিপ্রবাসে অনাপত্তি প্রশ্ন চিন্তে কুশলে;
অবিসর্জন অবিভঙ্গ পঞ্চ ব্যক্ত মহর্ষিতে।
বিসর্জকের, পরিভুঞ্জকের অনাপত্তি প্রশ্ন কুশলে চিন্তিতে।
দশ পুদ্গলে নহে বলা, বিবর্জন একাদশে;
বৃদ্ধকে বন্দনকের আপত্তি,
প্রশ্ন কুশলে চিন্তিতের।
নহে উৎক্ষিপ্তে, নহে পরিবাসকে
নহে সংঘ ভিন্নকের, নহে পক্ষ সঙ্কন্তের।
সমান সংবাসক ভূমিতে স্থিত,
কথকে শিক্ষায় স্বীয় অসাধারণে।
প্রশ্ন আমার কুশলে চিন্তার।
উত্থাপিত ধর্ম পরিপ্রশ্ন মান কুশলে অর্থ উপসংহিতে;
নয় জীবিত, নয় মৃত, নহে নিব্বুত সেজন কত বন্দে বুদ্ধে?
প্রশ্ন আমার কুশলে চিন্তার।
কণ্ঠ ঊর্ধ্বে বলবো নাকো, নাভির নিচে বাদে;
মৈথুনধর্ম হেতু কথা স্বীয় পারাজিকায়।
প্রশ্ন আমার কুশল চিন্তাতে।
নিজের তরে নিজ উদ্যোগে ভিক্ষু কুটির করে,
অদেশিত বত্থুকাতে প্রমাণ অতিক্রমে;
বিপদপূর্ণ, পরিক্রমাহীনে অনাপত্তি;
প্রশ্ন আমার কুশল চিন্তাতে।
নিজ উদ্যোগে কুটির ভিক্ষু যদি করে থাকে;
ভিটে দেশন করে আর প্রমাণ মধ্যে থাকে,
বিপদহীন, পরিক্রমা যুক্তে যদি আপত্তি;
প্রশ্ন আমার কুশল চিন্তাতে।
কায়িক কিঞ্চিৎ নহে কিন্তু প্রয়োগ গ্রামচারে;
হয় না তা বাক্যে কিন্তু পরে বর্ণনাতে।

প্রাপ্ত হওয়া গুরু আপত্তি ত্যাজ্য বত্থুতে;
প্রশ্ন আমার কুশল চিন্তাতে।
কায়িক নহে, বাচনিক কিঞ্চিৎ,
মানসিক পাপ না করে থাকে;
সে যে নাশক কিন্তু দেখ শুন তবে ভবাভবে।
প্রশ্ন যে মোর কুশল চিন্তাতে।
অনালাপে মানব সাথে নহে যদি কিছু;
বাক্য গীতে হবে না তো পরে তা ভণে।
প্রাপ্তাপত্তি বাচনিক, কায়িক কভু নহে।
প্রশ্ন যে মোর কুশল চিন্তাতে।
শিক্ষাপদ বুদ্ধশ্রেষ্ঠে হয়েছে বর্ণিত;
সংঘাদিশেষ যেই চারি হবে,
প্রাপ্ত তা এক প্রয়োগে সবে।
প্রশ্ন যে মোর কুশল চিন্তাতে।
উভয়ে উপসম্পন্ন এক সাথে,
উভয় হতে চীবর গ্রহণ হয় যদি সেই মতে,
আপত্তি যে হয় নানা;
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
চারিজনের পরামর্শে,
গুরুভাণ্ড অবারূহে,
তিনে পারাজিকা এক, নাকি নহে পারাজিকে।
প্রশ্ন যে মোর কুশল চিন্তাতে।

২. পারাজিকাদি প্রশ্ন

৪৮০. স্ত্রী আর অভ্যন্তরে কী,
ভিক্ষু আর অভ্যন্তরে কী,
ছিন্দ্র তার ঘরে নেই,
মৈথুনধর্ম তরে।
পারাজিকা কীভাবে?
প্রশ্ন যে মোর কুশল চিন্তাতে।
তেল মধু মাখন, ঘৃত,
সমগ্রহণ নিক্ষেপে,

অবীতবর্তে সপ্তাহে।
পরিভোগীর আপত্তি স্মৃতি প্রত্যয়ে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
নিস্‌সগ্গিয়ে আপত্তি,
শুদ্ধকেতে পাচিয়ে,
প্রাপ্ত হয় একত্রে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
ভিক্ষুদের কী সমাগত বিশে,
কর্মকে করে সমগ্র সংজ্ঞাতে।
ভিক্ষু কি বারো যোজন স্থিতে?
কর্ম তাকে ক্ষুব্ধ করে বর্গ প্রত্যয়ে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
পদ বীতিহার মাত্রে বাক্যে বর্ণনাতে;
সর্ব গারুকাদি সপ্রতি কর্মেতে।
ছষ্ঠী আপত্তি প্রাপ্ত যদি একত্রে;
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
নিবস্ত্র অন্তবাদ দ্বারা;
দ্বিগুণ সজ্ঘাটি পারুতে;
সকল তা নিস্‌সগ্গিয় হয়;
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
নহে তা প্রজ্ঞপ্তি, নহে কর্মবাচা;
জানহে ভিক্ষুদের অবলাজিনা,
শরণ গমন তথায় নাহি আছে;
উপসম্পদা আর তাতে অকোপেতে।
প্রশ্ন যে মোর কুশল চিন্তাতে।
নহে মাতা হত্যা ইস্ত্রীতে, পিতা নহে হত্যা পুরুষে;
হত্যা অনার্য কর্ম মন্দ তা মনে না পোষে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
মাতাকে হত্যা স্ত্রীতে, পিতৃ হত্যা পুরুষে;
মাতাকে পিতাকে হত্যা অন্তরেতে নাহি পোষে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
অজিজ্ঞাসায়, অস্মরণে, অসম্মুখীর দণ্ডদানে;

এমন কর্ম সুকৃত হয় যে কীভাবে?
কারক সংঘ ও যদি বলে অনাপত্তি একে,
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
জিজ্ঞাসিয়া, স্মরণ করে, সম্মুখেতে দণ্ড দিলে;
কারক সংঘ যদি বলে আপত্তি হয় তাতে;
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
ছিন্দিতের আপত্তি, ছিন্দিতের অনাপত্তি;
আচ্ছাদিতে আপত্তি, আচ্ছাদিতের অনাপত্তি;
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
সত্য বললে গুরু আপত্তি, মিথ্যা বললে লঘু;
মিথ্যা বললে গুরু আপত্তি, মিথ্যা বললে লঘু।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
মাতাকে চীবর যাচে, নহে পরিণত সাঙ্ঘিকে;
কার যে আপত্তি হয়, অনাপত্তি হয় জ্ঞাতিতে?
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।

৩. পাচিত্তিয়াদি প্রশ্ন

৪৮১. অধিষ্ঠিত, রং করায়, লাল
কল্পকৃতে ও শান্ত।
পরিভোগকারীর আপত্তি।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
সূর্য অস্তগতে, ভিক্ষু মাংস খায়,
উন্মাদ নয়, নয় ক্ষিপ্তচিত্ত,
এমনকি বেদনার্তও হয় না।
আপত্তিও হয় না।
সেই ধর্মই সুগত দেশিত,
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
রক্তচিত্ত নয়, নয় থেয়্যচিত্ত,
এমনকি মৃত্যুর পরও চেতনা করেনি,
শলাকা দেওয়ার সময় ছিন্ন হয়,
প্রতিগ্রহণে হয় থুল্লচ্চয়।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।

আরণ্যক ও সাশঙ্কসম্মত নয়,
নয় সংঘ কর্তৃক সম্মতি দিয়েও,
কঠিন প্রসারিতও নয় তথায়,
চীবর নিক্ষেপ করে অর্ধযোজন গেলেও।
সেখানেই অরুণোদয় হলে অনাপত্তি।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
বাচনিক, কায়িক নয়;
সবগুলোই নানা বিষয়ের।
অপূর্ব ও অচরিম একত্রে প্রাপ্ত হয়,
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
তিন প্রকার স্ত্রীর সাথে মৈথুন সেবন না করা,
তদ্রুপ তিন প্রকার পুরুষ ও তিন প্রকার পণ্ডকে,
মৈথুন ধর্ম আচরণ না করা।
মৈথুন ধর্মের কারণে ছিন্ন হয়,
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
মাতার কাছে চীবর যাচঞা করা, সংঘে পরিণত নয়,
কারো কারো আপত্তি হয়, জ্ঞাতির ক্ষেত্রে হয় অনাপত্তি।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
ক্ষুব্ধ আরাধক হয়, ক্ষুব্ধ হয় তিরস্কারে;
অথচ ধর্মের নামে ক্ষুব্ধ যেন প্রশংসাতে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
আরাধক তুষ্ট হয়, তুষ্ট যে হয় নিন্দাতে;
অথচ ধর্মের নামে তুষ্ট যেন তিরস্কারে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
সংঘাদিশেষে থুল্লচ্চয়, পাচিত্তেয়ে, প্রতিদেশনে;
দুক্কটে প্রাপ্ত হয় আপত্তি সবই একত্রে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
উভয়ে পরিপূর্ণ বিশ বর্ষ, উভয়ে এক উপধ্যায়ে;
একাচার্য, এক কর্মবাক্য;
অথচ একে হলো উপসমপ্ন, এক থাকলো অনুপসম্পন্নে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
অকপ্পকৃত, রজতে নহে আরক্ত,

তাতে নিবস্ত্র কামে বর্জিত,
নহে এতে কোনো আপত্তি,
সে যে ধর্ম সুগতদেশিত।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তায়।
নাহি দেয়, প্রতিগ্রহণ নহে, প্রতিগ্রাহক নহে যে বর্জিত;
গুরু আপত্তি প্রাপ্ত হয়, লঘু নহে তাই পরিভোগ-হেতু।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তায়।
নাহি দেয়, প্রতিগ্রহণ নহে, প্রতিগ্রাহক কহে যে বর্জিত;
লঘু আপত্তি প্রাপ্ত হয়, গুরু নহে তা পরিভোগ-হেতু।
প্রশ্ন যে মোর, কুশলে চিন্তায়।
গুরু আপত্তি প্রাপ্ত হয়, সঅবশেষে;
আচ্ছাদনে, অনাদরহেতু,
নহে ভিক্ষুণী, নহে স্পর্শ বর্জনে।
প্রশ্ন যে মোর কুশলে চিন্তাতে।
[স্বেদমোচন গাথা সমাপ্ত]

স্মারক গাথা

অসংবাস, অবিসর্জন, আর দশ অনুৎক্ষিপ্তকে;
উপনীত ধর্মকে কণ্ঠোপরি, তাতে স্বসন্ধানে দুয়ে।
নহে কায়িক, নহে গুরু, নহে কায়ক আর বাচনে;
অনালাপ, শিক্ষা আর উভয়, চারিজনে।
স্ত্রী, তেল, নিস্সগ্গিয়, ভিক্ষু আর পদ বীতিতে;
নহে নিবস্ত্র, নহে জ্ঞাতি, নহে মাতা, পিতাকে হলে।
আজিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসা, ভেঙ্গে যাওয়া, সত্যেতে;
অধিষ্ঠিত, অস্তগতে, রাতে নহে, বিচরকে।
কায়িক, বাচনিক, তিষ্য স্ত্রী, আর মাতাকে;
ক্রুদ্ধ আরাধকে তুষ্ট সংঘাদিশেষ আর উভয়ে।
অকপ্পকৃত নহে দাতা নহে দাতা গুরু আপত্তিকে;
স্বেদমোচন গাথা প্রশ্ন, বিজ্ঞজনে বিভাবিতে।

পঞ্চ বর্গ

১. কর্ম বর্গ

৪৮২. চারি কর্ম। অপলোকন কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম; এই চারি কর্ম কত প্রকারে ভুল হয়? এই চারি কর্ম আকারে ভুল হয়; যথা : ১. বত্থু হতে, ২. প্রজ্ঞপ্তি হেত ৩. অনুশ্রবণ হতে, সীমা হতে এবং পরিষদ হতে।

৪৮৩. কীভাবে বত্থু হতে কর্মগুলো ভুল হয়? ১. সম্মুখে করণীয় কর্ম, অসম্মুখে করাতে বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ২. প্রতিজিজ্ঞাসায় করণীয় কর্ম, অপ্রতিজিজ্ঞাসায় করাতে বত্থু বিপন্ন অধর্মকর্ম হয়। ৩. প্রতিজ্ঞায় করণীয় কর্ম অপ্রতিজ্ঞায় করাতে বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ৪. স্মৃতি বিনয় আরোহণকারীর অমূঢ় বিনয় দানে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ৫. অমূঢ় বিনয় আরুহেতে তৎপাপিয়সিকা কর্ম করাতে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ৬. তৎপাপীয়সিক কর্মরুহের তজ্জনীয় কর্ম করাতে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ৭. তজ্জনীয় কর্মরুহের নিশ্রয়কর্ম করাতে বত্থুবিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ৮. নিশ্রয় কর্মারুহের পঞ্চাজনীয় কর্ম করাতে বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ৯. পব্বাজনীয় কর্মারুহের প্রতিসারণীয় কর্ম করাতে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১০. প্রতিসারণীয় কর্মরুহের উৎক্ষেপণীয় কর্ম করাতে বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১১. উৎক্ষেপণীয় কর্মারুহের পরিবাস দানে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১২. পরিবাস আরুহের মূলেপ্রতিকর্ষণে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১৩. মূলেপ্রতিকর্ষণের মানত্ত দানে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১৪. মানত্ত আরুহের আহবান কম করাতে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১৫. আহবান আরুহের উপসম্পদা দানে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১৬. অনুপোসথে উপোসথ করাতে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। ১৭. অপ্রবারণায় প্রবারণা করাতে, বত্থু বিপন্ন অধর্ম কর্ম হয়। এভাবে বত্থু হতে কর্মগুলো ভুল হয়ে থাকে।

৪৮৪. কীভাবে প্রজ্ঞপ্তিতে কর্মগুলোর ভুল হয়?

পাঁচ প্রকারে প্রজ্ঞপ্তি হতে কর্মগুলোর ভুল হয়ে থাকে; যথা : ১. বত্থুকে সংশ্লিষ্ট করে না, ২. সংঘকে সংশ্লিষ্ট করে না, ৩. পুদ্গলকে সংশ্লিষ্ট করে না, ৪. প্রজ্ঞপ্তিকে সংশ্লিষ্ট করে না, ৫. পরে প্রজ্ঞপ্তিকে স্থাপন করে। এই পাঁচ প্রকারে প্রজ্ঞপ্তি হতে কর্মগুলো ভুল হয়।

৪৮৫. কীভাবে অনুশ্রবণ হতে কর্মগুলোতে ভুল হয়?

পাঁচ প্রকারে অনুশ্রবণ হতে কর্মগুলোতে ভুল হয়; যথা : ১. বত্থুকে সংশ্লিষ্ট করে না; ২. সংঘকে সংশ্লিষ্ট করে না, ৩. পুদ্গলকে সংশ্লিষ্ট করে না, ৪. শ্রবণকে উপেক্ষা করে বা অসময়ে শ্রবণ করে। এই পাঁচ প্রকারে অনুশ্রবণ কর্মগুলোতে ভুল হয়।

৪৮৬. কীভাবে সীমা হতে কর্মগুলোতে ভুল হয়?

এগারো প্রকারে সীমা হতে কর্মগুলোতে ভুল হয়; যথা : ১. অতিক্ষুদ্র সীমাকে সম্মতিদান করে, ২. অতিবৃহৎ সীমাকে সম্মতিদান করে, ৩. খণ্ড নিমিত্তের সীমাকে সম্মতিদান করে, ৪. ছায়া নিমিত্তের সীমাকে সম্মতিদান করে, ৫. অনিমিত্ত সীমাকে সম্মতিদান করে, ৬. সীমার বাইরে স্থিত হয়ে সমীমাকে সম্মতিদান করে, ৭. নদী সীমাকে সম্মতিদান করে, ৮. সমুদ্রসীমাকে সম্মতিদান করে, ৯. কণ্ঠস্বরে (জাতস্সরে) সীমাকে সম্মতিদান করে, ১০. পুরাতন সীমার সাথে নতুন সীমার মিশ্রণ করে সম্মতিদান করে এবং ১১. এক সীমার মধ্যে অন্য সীমা প্রবেশ করিয়ে সম্মতিদান করে। এই একাদশ প্রকারে সীমা হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়ে থাকে।

৪৮৭. কীভাবে পরিষদ হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়?

বারো প্রকারে পরিষদ হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়; যথা : ১. চারি বর্গ করণে যেই পর্যন্ত ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত সে-সকল ভিক্ষু কর্মস্থলে আগত না হওয়া; ২. ছন্দ বা অভিমত আনীত না হওয়া, ৩. মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যাওয়া; ৪. চারি বর্গ করণে যেই পর্যন্ত ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত, তারা আগত হয়, কিন্তু ৫. ছন্দ আহরণকারীদের হতে ছন্দ বা অভিমত অনাহরিত হয় এবং ৬. মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায় (পটিক্কোসতি); ৭. চারি বর্গ করণে যেই পর্যন্ত ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত হয়, তারা আগত হয়, ৮. ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ অনাহরিত হয়, কিন্তু ৯. মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়। ১০. পঞ্চবর্গ করণে কর্মে...? দশ বর্গ করণে...। ১১. বিশ বর্গকরণে কর্মে যেই পর্যন্ত ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত তারা আগত হয় না। ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয় না। মুখোমুখি না হয়ে, ফিরে যায়। ১২. বিশ বর্গকরণে যেই পর্যন্ত ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত, তারা আগত হয় কিন্তু ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয় না এবং মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়। বিশ বর্গকরণে যেই পর্যন্ত ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত তারা আগত হয়, ছন্দ আহরিত হয়, কিন্তু মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়। এই বারো প্রকারে পরিষদ হতে কর্ম অশুদ্ধ হয়।

৪৮৮. চতুর্বর্গকরণে কর্মে চারি ভিক্ষু পকতত্তা। (কর্মমুক্ত) কর্মপ্রাপ্ত, অবশিষ্ট ছন্দ আরুহ পকতত্তা। সংঘ যাকে কর্ম করছে, সে কর্ম প্রাপ্তও নয়,

ছন্দ আরুহও নয়, অথচ কর্ম আরুহ।

পঞ্চবর্গ করণের কর্মে পঞ্চ ভিক্ষু পকতত্তা কর্ম প্রাপ্ত, অবশিষ্ট পকতত্তা ছন্দ আরুহ। সংঘ যাকে কর্ম করছে, সে কর্ম প্রাপ্তও নয়, ছন্দ আরুহও নয়; অথচ কর্ম আরুহ।

দশ বর্গকরণের কর্মে দশজন ভিক্ষু পকতত্তা কর্মপ্রাপ্ত, অবশিষ্ট পকতত্তা ছন্দ আরুহ। সংঘ যার কর্ম করছে, সে কর্মপ্রাপ্তও নয়, ছন্দ আরুহও নয়, অথচ কর্ম আরুহ।

বিশ বর্গকরণের কর্মে বিশজন ভিক্ষু পকতত্তা কর্মপ্রাপ্ত; অবশিষ্ট পকতত্তা ছন্দআরুহ। সংঘ যার কর্ম করছ সে কর্ম প্রাপ্তও নয়, ছন্দ আরুহও নয়; অথচ কর্ম আরুহ।

৪৮৯. কর্ম চারটি; যথা : অপলোকন কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম। এই চারটি কর্ম, কত প্রকারে অশুদ্ধ হয়ে থাকে? এই চারটি কর্ম, পঞ্চ প্রকারে অশুদ্ধ হয়ে থাকে; যথা : বত্থু হতে, অথবা প্রজ্ঞপ্তি হতে, অথবা অনশ্রবণ হতে, অথবা সীমা হতে, অথবা পরিষদ হতে।

৪৯০. কীভাবে বত্থু হতে কর্ম অশুদ্ধ হয়ে থাকে?

১. পণ্ডককে উপসম্পদা দান করাতে, বত্থুবিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়; ২. চোরকে উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ৩. তৈর্থীয় প্রস্থানক উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ৪. তীর্যকগতকে উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ৫. মাতৃঘাতককে উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ৬. পিতৃঘাতককে উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ৭. অর্হৎ ঘাতককে উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ৮. ভিক্ষুণীদূষককে উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ৯. সংঘভেদককে উপসম্পদা দান করাতে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ১০. বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাতকারীকে উপসম্পদা দানে, বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ১১. স্ত্রী-পুং চিহ্ন যুক্তকে উপসম্পদা দানে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়, ১২. বিশ বছরের কম বয়স্ককে উপসম্পদা দানে বত্থু বিপন্ন, অধর্ম কর্ম হয়। এভাবে বত্থু হতে কর্ম অশুদ্ধ হয়ে থাকে।

৪৯১. কীভাবে প্রজ্ঞপ্তি হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়ে থাকে? পঞ্চ প্রকারে প্রজ্ঞপ্তি হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়ে থাকে; যথা : ১. বত্থুকে সম্পর্কিত করে না, ২. সংঘকে সম্পর্কিত করে না, ৩. ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করে না, ৪. প্রজ্ঞপ্তিকে সম্পর্কিত করে না, ৫. অথবা পরে প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করে। এই পঞ্চ

আকারে প্রজ্ঞপ্তি হতে কর্ম অশুদ্ধ হয়।

৪৯২. কীভাবে অনুশ্রবণ হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়?

পাঁচ প্রকারে অনুশ্রবণ হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়; যথা : ১. বস্তুকে সম্পর্কিত করে না, ২. সংঘকে সম্পর্কিত করে না, ৩. ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করে না, ৪. শ্রবণকে অবহেলা করে, ৫. বা অসময়ে শ্রবণ করে। এই পঞ্চ আকারে অনুশ্রবণ হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়।

৪৯৩. কীভাবে সীমা হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়?

একাদশ প্রকারে সীমা হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়; যথা : ১. অতিক্ষুদ্র সীমাকে সম্মতি দেয়, ২. অতিমহাসীমাকে সম্মতি দেয়, ৩. খণ্ড নিমিত্তের সীমাকে সম্মতি দেয়, ৪. ছায়া নিমিত্তের সীমাকে সম্মতি দেয়, ৫. অনিমিত্ত সীমাকে সম্মতি দেয়, ৬. বর্হি সীমায় স্থিতকে সম্মতি দেয়, ৭. নদী সীমাকে সম্মতি দেয়, ৮. সমুদ্র সীমাকে সম্মতি দেয়, ৯. কণ্ঠস্বরে (জাতস্সরে) সীমাকে সম্মতি দেয়, ১০. পূর্বসীমার সাথে মিশ্রভাবে সীমাকে সম্মতি দেয়, ১১. এক সীমাকে অন্যসীমায় প্রবিষ্ট করে সম্মতি দেয়। এই এগারো প্রকারে সীমা হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়।

৪৯৪. কীভাবে পরিষদ (পরিসতো) হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়? বারো প্রকার দ্বারা পরিষদ হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়; যথা : ১. চারি বর্গকরণের কমে যেই সকল ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত তারা আগত হয় না, ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয় না, মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়। ২. চারি বর্গকরণের কর্মে যেই সকল ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত তারা আগত হয়, কিন্তু ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয় না, মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়। ৩. চারি বর্গকরণের কর্মে যে-সকল ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত তারা আগত হয়, ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয়, কিন্তু মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়।

পঞ্চ বর্গকরণে...। দশ বর্গকরণে...।

(১) বিশ বর্গকরণের কর্মে যে-সকল ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত তারা আগত হয় না, ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয় না, মুখেমুখি না হয়ে ফিরে যায়।

(২) বিশ বর্গকরণের কর্মে যে-সকল ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত তারা আগত হয়, কিন্তু ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয় না এবং মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়।

(৩) বিশ বর্গকরণের কর্মে যে-সকল ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত তারা আগত হয়, ছন্দ আহরণকারীদের ছন্দ আহরিত হয়, কিন্তু তারা মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যায়।

এই বারো প্রকারে পরিষদ হতে কর্মগুলো অশুদ্ধ হয়।

৪৯৫. ১. অবলোকন কর্ম কয়টি স্থানে যায়? ২. প্রজ্ঞপ্তি কর্ম কয়টি স্থানে যায়? ৩. প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম কয়টি স্থানে যায়? ৪. প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম কয়টি স্থানে যায়?

অবলোকন কর্ম পাঁচ স্থানে যায়। প্রজ্ঞপ্তি কর্ম নয় স্থানে যায়। প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম সপ্ত স্থানে যায়। প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম সপ্ত স্থানে যায়।

৪৯৬. অপলোকন কর্ম কোন কোন পঞ্চ স্থানে যায়?

পুনঃস্থাপন (ওসারণ), অপসারণ (নিস্‌সারণ), ভণ্ডকর্ম, ব্রহ্মদণ্ড এবং কর্মলক্ষণ জ্ঞান, এই পঞ্চ অবলোকন কর্ম উক্ত স্থানে যায়।

প্রজ্ঞপ্তি কর্ম, নয়টি কোন কোন স্থানে যায়? ওসারণ, নিস্‌সারণ, উপোসথ, প্রবারণা, সম্মুতিদান, উদ্ধার, দেশনা এবং কর্ম লক্ষণজ্ঞান এই সপ্ত প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, উক্ত সপ্ত স্থানে গমন করে।

প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম সপ্ত কোন কোন স্থানে গমন করে? ওসারণ, নিস্‌সারণ, সম্মতিদান, নিগ্রহ, সমনুভাষণ ও কর্মলক্ষণ জ্ঞান। এই সপ্ত প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম উক্ত সপ্ত স্থানে গমন করে।

৪৯৭. চারি বর্গকরণকর্মে চারজন ভিক্ষু পকতত্তা কর্মপ্রাপ্ত। অবশিষ্টরা পকতত্তা ছন্দ আরুহ। সংঘ যার কর্ম করছে, সে কর্মপ্রাপ্তও নয়, ছন্দ আরুহও নয়। অথচ কর্ম আরুহ।

পঞ্চ বর্গকরণকর্মে পঞ্চ ভিক্ষু পকতত্তা কর্মপ্রাপ্ত। অবশিষ্টরা পকতত্তা ছন্দ আরুহ। সংঘ যার কর্ম করছে, সে কর্ম প্রাপ্তও নয়, ছন্দ আরুহও নয়। অথচ কর্ম আরুহ।

দশ বর্গ কর্মে দশজন ভিক্ষু পকতত্তা কর্মপ্রাপ্ত। অবশিষ্ট পকতত্তা ছন্দ আরুহ। সংঘ যার কর্ম করছে সে কর্মপ্রাপ্তও নয়, ছন্দ আরুহও নয়; অথচ কর্ম আরুহ।

বিশ বর্গকর কর্মে বিশজন ভিক্ষু পকতত্তা কর্মপ্রাপ্ত ভিক্ষু। অবশিষ্টরা পকতত্তা ছন্দ আরুহ। সংঘ যার কর্ম করছে, সে কর্মপ্রাপ্তও নয়, ছন্দ আরুহও নয়; অথচ কর্ম আরুহ।

[কর্ম বর্গ সমাপ্ত]

২. অর্থবশ বর্গ

৪৯৮. দুই অর্থবশের কারণে তথাগত কর্তৃক শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়। সংঘের সুষ্ঠতার জন্যে এবং সংঘের সুখের জন্যে। এই দুই

অর্থবশের কারণে তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশের কারণে তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি হয়। দুষ্টমনাদের (দুম্মঙ্কু) নিগ্রহের জন্যে, সুশীল (পেসল) ভিক্ষুদের সুখে অবস্থানের জন্যে। এই দুই অর্থবশের কারণে তথাগত দ্বারা শ্রবাকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশের কারণে তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়; বর্তমান আসবের সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ আসবের ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়। দুই অর্থবশে হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত; বর্তমান শত্রুভাবগুলোর সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ শত্রুভাককে ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত কর্তৃক শ্রাবকদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়; বর্তমান (দিট্‌ঠধম্মিক) বর্জনীয়দের সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ বর্জনীয়দের প্রতিহত করার জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়; বর্তমান ভয়গুলোর সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ ভয়গুলোকে প্রতিহত করার জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়; বর্তমান অকুশলগুলোর সংবরের জন্যে, জন্মান্তরীণ অকুশলগুলোর ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়; গৃহীদের অনুকম্পার জন্যে, পাপেচ্ছাগুলোর পক্ষচ্ছেদের জন্যে। এই দুই অর্থবশে তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশে তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়; অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে, প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে। এই দুই অর্থবশে তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়; সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

[অর্থবশ বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. প্রজ্ঞাপ্ত বর্গ

৪৯৯. দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্যে প্রাতিমোক্ষ প্রজ্ঞাপ্ত হয় দুষ্টদের নিগ্রহের জন্য; সৎদের সুখে অবস্থানের জন্য। প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ প্রজ্ঞাপ্ত;...। প্রাতিমোক্ষ স্থাপন প্রজ্ঞাপ্ত;...। প্রবারণা স্থাপন প্রজ্ঞাপ্ত,...। তর্জনীয় কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত...। নিশ্রয় কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত;...। প্রব্বাজনীয় কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত;...। প্রতিসারণীয় কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত। পরিবাস দান প্রজ্ঞাপ্ত...। মূলেপ্রতিকর্ষণ প্রজ্ঞাপ্ত;...। মানত্তদান প্রজ্ঞাপ্ত,...। আহ্বান প্রজ্ঞাপ্ত...। ওসারণীয় প্রজ্ঞাপ্ত;...। নিস্সরণীয় প্রজ্ঞাপ্ত;...। উপসম্পদা প্রজ্ঞাপ্ত;...। অপলোকন কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত;...। প্রজ্ঞপ্তি (ঞত্তি) কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত;...। প্রজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত;...। প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম প্রজ্ঞাপ্ত,...।

[প্রজ্ঞপ্তি বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অপ্রজ্ঞাপ্তে প্রজ্ঞাপ্ত বর্গ

৫০০. দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য অপ্রজ্ঞাপিত বিষয় প্রজ্ঞপ্তি হয়; দুষ্টমনাদের নিগ্রহের জন্য, সুমনাদের (পেসলানং) সুখে অবস্থানের জন্য।...।... প্রজ্ঞাপিত বিষয়ের অনুপ্রজ্ঞাপিত হয়;...। সম্মুখ বিনয় প্রজ্ঞাপিত হয়;...।... স্মৃতি বিনয় প্রজ্ঞাপিত হয়;...।... অমূঢ় বিনয় প্রজ্ঞাপিত হয়;...।...প্রতিজ্ঞাকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়;...।... যেভুয়্যসিকা প্রজ্ঞাপিত হয়;...।... তৎপাপিয়সিকা প্রজ্ঞাপিত হয়;...।... তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়, সংঘের সুষ্ঠতার জন্যে, সংঘের সুখে অবস্থানের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবদের তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্যে তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়; দুষ্টমনাদের নিগ্রহের জন্যে, সুমনাদের সুখে অবস্থানের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্যে তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়; বর্তমান আসবগুলোর সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ আসবগুলোর ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্যে তৃণাবৃতকরণ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত; বর্তমান শত্রুভাব সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ শত্রুভাব ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ শিক্ষাপদ

প্রজ্ঞাপিত হয়; বর্তমান বর্জনীয় বিষয় সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ বর্জনীয় বিষয় ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশে তথাগত দ্বারা তৃণাবৃতকরণ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়; বর্তমান ভীতির বিষয়গুলো সংযমের জন্যে, জন্মান্তরীণ ভীতির বিষয়গুলো ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশে তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়; বর্তমান অকুশল ধর্মগুলোর সংযমের জন্য, জন্মান্তরীণ অকুশল ধর্মগুলোর ধ্বংসের জন্যে। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়ঃ গৃহীদের অনুকম্পার জন্য পাপেচ্ছাগুলোর পক্ষ ছেদনের জন্য। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের দ্বারা তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

দুই অর্থবশে তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞপিত হয়; অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার জন্য, প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়; গৃহীদের অনুকম্পার জন্য, পাপেচ্ছাগুলোর পক্ষ ছেদনের জন্য। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের দ্বারা তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

দুই অর্থবশে তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়; অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার জন্য, প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়।

দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়; সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য, বিনয় অনুগ্রহের জন্য। এই দুই অর্থবশ হেতু তথাগত দ্বারা শ্রাবকদের জন্য তৃণাবৃতকরণ প্রজ্ঞাপিত হয়।

[অপ্রজ্ঞাপ্তে প্রজ্ঞাপ্ত বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নব সংগ্রহ বর্গ

৫০১. নয়টি সংগ্রহ; যথা : ১. বত্থু সংগ্রহ, ২. বিপত্তি সংগ্রহ ৩. আপত্তি সংগ্রহ, ৪. নিদান সংগ্রহ, ৫. পুদ্গল সংগ্রহ ৬. খন্ধ বা স্কন্ধ সংগ্রহ, ৭. সমুত্থান সংগ্রহ, ৮. অধিকরণ সংগ্রহ, ৯. সমথ সংগ্রহ।

অধিকরণ (অভিযোগ) সমুৎপন্নে যদি উভয়দিকে সদর্থ নষ্টকারক (অত্থপচ্চত্থিক) অবস্থা আহবান করে, তাহলে উভয়ে বত্থু (বিষয়) ব্যক্ত করানো উচিত। উভয়ের বত্থু ব্যক্ত করিয়ে উভয়ের প্রতিজ্ঞা (পটিঞ্ঞা) শোনা কর্তব্য। উভয়ের প্রতিজ্ঞা (দৃঢ় ইচ্ছা, অভিলাস) শুনে; "উভয়ের বক্তব্য, আমাদের এই অধিকরণে (অভিযোগে) সু-উপশম হলে, উভয়ে ভবিষ্যতে সন্তুষ্ট হবে;"—এ বিষয়ে চিন্তা কর্তব্য। যদি এরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, "উভয়কে আমরা তুষ্ট করতে পারবো" তাহলে সংঘ দ্বারা সেই অধিকরণকে গ্রহণ করা কর্তব্য (সম্পটিচ্ছিতব্ব)। যদি প্রবিষ্ট ক্ষতিকারক না হয় (অলুজ্জস্সন্ন), তাহলে বিচারকদের দ্বারা সুউপশম কর্তব্য। যদি পরিষদ মূর্খতাচ্ছন্ন হয় (বালুস্সন্ন) হয়, তাহলে বিনয়ধর অনুসন্ধান করে ধর্ম দ্বারা, বিনয় দ্বারা শাস্তা-শাসন দ্বারা সেই অধিকরণ (অভিযোগ)-কে সুউপশম কর্তব্য। সেই অধিকরণকে সেভাবেই সুউপশম কর্তব্য।

বত্থু জানা কর্তব্য, গোত্র জানা কর্তব্য। নাম জানা কর্তব্য, আপত্তি জানা কর্তব্য। মৈথুনধর্মে বত্থু এবং গোত্র জানতে হয়। এটির পারাজিকা হলে নাম এবং আপত্তি জানতে হয়।

অদত্ত গ্রহণে বত্থু এবং গোত্র জানতে হয়। এটির পারাজিকায় নাম এবং আপত্তি জানতে হয়।

মনুষ্যবিগ্রহ (মুর্তি/ব্যক্তি) হলে বত্থু এবং গোত্র জানতে হয়। এটির পারাজিকায় নাম এবং আপত্তি জানতে হয়।

লোকোত্তর ধর্মে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির পারাজিকায় নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

শুক্র বিসর্জনে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়, এটির সংঘাদিশেষে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

কায়সংসর্গে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষে নাম এবং আপত্তি জানতে হয়।

প্রদুষ্ট বাক্যতে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষে নাম ও আপত্তি জানা প্রয়োজন।

নিজের জন্যে কাম পরিচর্যা কামনায় বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

দূতের মতো বাক্যচালনায় বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

নিজের অন্বেষণে কুটির তৈরিতে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির

সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

বিরাট বিহার তৈরিতে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

ভিক্ষুকে অমূলক পারাজিকা দোষারোপ করে ধ্বংস কামনায় বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

ভিক্ষুকে অন্যের উপমায় লেস গ্রহণ পূর্ব পারাজিকা অভিযোগ ধ্বংস কামনায় বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

সংঘভেদক ভিক্ষুকে তৃতীয়বার সমনুভাষণ দ্বারাও স্ব অভিপ্রায় অপরিত্যাগে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

ভেদ অনুবর্তী ভিক্ষুদের তৃতীয়বার সমনুভাষণ দ্বারাও স্ব অভিমত অত্যাগে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

দুর্বাক্যভাষী ভিক্ষুকে তৃতীয়বার সমনুভাষণের দ্বারাও স্ব স্বভাব অপরিত্যাগে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

কুলদূষকে তৃতীয়বার সমনুভাষণ দ্বারাও বিহার অত্যাগে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির সংঘাদিশেষ আপত্তিতে নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

অনাদরহেতু জলে মল-মূত্র বা কফ্-থুথু ত্যাগে বত্থু ও গোত্র জানতে হয়। এটির 'দুক্কট' নাম ও আপত্তি জানতে হয়।

[নয় সংগ্রহ পঞ্চম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অবলোকন, জ্ঞপ্তি, দ্বিতীয় আর চতুর্থে;
বত্থু জ্ঞপ্তি অনুশ্রবণ সীমা আর পরিষদে।
সম্মুখে প্রতি জিজ্ঞাসে, প্রতিজ্ঞা আর বিনয়ারুহে;
বত্থু সংঘ পুদ্গল জ্ঞপ্তি পশ্চাতে আর জ্ঞপ্তিতে।
বত্থু সংঘ পুদ্গল আর শ্রবণ অকালে;
অতিক্ষুদ্র মহৎ আর খণ্ড নিমিত্তে।
বাহির নদী সমুদ্রে আর, জাতস্বরে ভিন্দিতে;
ভিতরে প্রবেশ সীমাতে চার, পঞ্চ আর বর্গেতে।

দশ, বিশ বর্গেতে আর অনাহটে, আহটে;
কর্ম প্রাপ্ত ছন্দারুহ, কর্ম আরুহ পুদ্গালে।
অপলোকন পঞ্চস্থানে জ্ঞপ্তি নয় স্থানে;
জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় সপ্ত স্থান চতুর্থ সপ্ত স্থানে।
সুষ্ঠ, ফাসু দুষ্টমনা সুশীলে আর আসবে;
বৈরী আর পরিত্যাজ্য, অকুশল আর গৃহীকে।
পাপেচ্ছা অপ্রসন্নে, প্রসন্ন ধর্ম স্থাপনে;
বিনয়ে অনুগ্রহ আর, প্রাতিমোক্ষে উদ্দেশে।
প্রাতিমোক্ষ স্থাপন আর প্রবারণা স্থাপনে;
তর্জনীয় নিশ্রয় আর প্রব্বাজনীয় প্রতিসরণে।
উৎক্ষেপণে পরিবাসে মূল মানত্ত আহবানে;
ও সারণে নিস্‌সারণে তথৈব উপসম্পদাতে।
অবলোকন জ্ঞপ্তি আর দ্বিতীয়ে আর চতুর্থে;
অপ্রজ্ঞাপ্ত অনুপ্রজ্ঞাপ্ত সম্মুখ বিনয় স্মৃতিতে।
অমূঢ় প্রতিজ্ঞা যেভুয্য পাপীয় তৃণাবৃতে;
বত্থুতে বিপত্তি আপত্তি, নিদানে আর পুদ্গালে।
স্কন্ধ আর সমুত্থানে আর যে হয় অধিকরণে;
সমথ সংগ্রহ নাম, আর আপত্তি তথাতে।

বিনয়পিটকে পরিবার সমাপ্ত।

পবিত্র ত্রিপিটক (তৃতীয় খণ্ড) সমাপ্ত।